



ঈশান অনুবাদমালা ১

- জৈন আগম-শাস্ত্রের অন্তর্গত ভজবাহু-রচিত

# কণ্ঠসূত্র

বঙ্গাক্ষরে মূল অর্থমাগধী, বঙ্গানুবাদ, ভূমিকা ও  
টীকা-টিপ্পনী সহ শব্দসূচী সংবলিত

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ.,  
দুতপূর্ব অধ্যাপক, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়  
কর্কট প্রণীত

[ ঈশানচন্দ্র ঘোষ নিধির প্রথম পুস্তক ]



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫৩

মূল্য—১০।০ আনা

---

মুদ্রাকৰ—শ্ৰীকালিদাস মুন্সি  
প্ৰবণ প্ৰেচ  
২১, বলৰাম ঘোষ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-৪  
ভাৰতে মুদ্ৰিত  
কলিকাতা ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰেসেৰ সুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট  
শ্ৰীশিবেন্দ্ৰনাথ কাক্সিলাল কৰ্তৃক প্ৰকাশিত

---

বঙ্গমাতার শিক্ষাত্রী অসম্ভান,  
যাঁহাব পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া পাঠলাভে  
বহু কৃতী বঙ্গবাসী ধন্য হইয়া গিয়াছেন,

মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক,  
শিক্ষাসংস্কৃতিপূত বাঙ্গালীদের অগ্রণী  
স্বর্গত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়,

মহাভারতের অনুকল্প বৌদ্ধ শাস্ত্র  
পালি জাতক-গ্রন্থেব অনুবাদ করিয়া  
যিনি বঙ্গভাষার গৌরব-বৃদ্ধি  
করিয়া দিয়াছেন,

তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে  
এই জৈন কল্পসূত্র গ্রন্থ  
উৎসর্গীকৃত হইল ।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, জুন ১৯৫৩ ।





## স্মৃচীপত্র

১। পবিচাষিকা	...	...	এক
২। অহুবাদকেব নিবেদন	...	...	দশ
৩। অবতবগিকা			
ক। প্রাচীন সাহিত্যে জৈনধর্মের মৌলিক উপাদান	...	...	১/০
খ। জৈন সাহিত্য : আগম ও আগম-বহিহৃত	...	...	১১/০, ২১/০
গ। অধ্মাগবী ভাষা	...	...	৪৫/০
৪। ভূমিকা			
ক। কল্পহুত্রকাব ভদ্রবাহু	...	...	৬/০
খ। তীর্থংকবগণেব সংক্ষিপ্ত বিবরণ	...	...	৭/০
গ। তীর্থংকর শিষ্য গৌতম ও স্মধর্ম	...	...	৭৫/০
ঘ। স্মধর্মাব পববর্তী কবেকজন বিখ্যাত ধর্মাবিনাষক	...	...	৮/০
ঙ। কল্পহুত্র	...	...	৮১/০
চ। মহাবীব স্বামী	...	...	৮১/০
৫। মূলগ্রন্থ ও বঙ্গাহুবাদ	...	...	১-৩১১
৬। বর্ণাহুত্রমিক শব্দহুচী ও টীকা পুনরুক্ত বাক্যাবলী	...	...	( ৩ ) ( ১২৩ )



## পরিচায়িকা

জৈন সম্প্রদায়েব প্রাচীনতম এবং সর্বমাত্ম ধর্মগ্রন্থ-সমূহ “আগম” অথবা “সিদ্ধান্ত” নামে পরিচিত। ৪৫ খানি বিভিন্ন গ্রন্থের সমবায়ে এই “জৈনাগম” বা “জৈন-সিদ্ধান্ত”, শ্বেতাশ্বর শাখার জৈনগণের মধ্যে প্রামাণিক শাস্ত্র রূপে প্রচলিত আছে। এই ৪৫ খানি গ্রন্থ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ১১টি “অঙ্গ”, ১২টি “উপাঙ্গ”, ১০টি “প্রকৌর্গক”, ৬টি “হেদগ্রন্থ”, ২ খানি বিশেষ গ্রন্থ “নান্দীসূত্র” ও “অনুযোগদ্বার”, এবং ৪টি “মূলসূত্র”। এই গ্রন্থগুলি অধর্মাগধী প্রাকৃতে বচিত; এগুলির সংগ্রহের সময় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে। এগুলিতে, জৈন মতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক জিনগণের জীবন-চরিত (বুদ্ধদেবের সম-সাময়িক বর্ধমান মহাবীৰ স্বামী, খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক, ইহাদেব মধ্যে অন্যতম ছিলেন), জৈন আধ্যাত্মিক বিচার ও দর্শন, জৈন যতি বা সন্ন্যাসীদিগের জীবন-চর্যা বিষয়ে শিক্ষা, জৈনমার্গ-বিরোধী কতকগুলি অন্য সম্প্রদায়ের আলোচনা, বিভিন্ন জৈন মহাপুরুষ ও শ্রেষ্ঠ নারীদের উপাখ্যান, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় লইয়া আলোচনা আছে। ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক মতবাদ এবং যতিগণের জীবন-চর্যা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে স্বয়ং মহাবীৰ স্বামীর উপদেশই এই “জৈনাগম” গ্রন্থাবলীর মুখ্য আধার। উপরন্তু, পরবর্তী জৈন আচার্যগণের বচিত বিভিন্ন আলোচনাও এই “আগম” শাস্ত্রের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

প্রস্তুত পুস্তক “কল্পসূত্র” হইতেছে এই জৈনাগমের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম লোক-প্রসিদ্ধ শাস্ত্র। ইহা আগমাস্তর্গত ছয়টি হেদ-

সূত্রের মধ্যে চতুর্থ “আয়াবদসাও ( = আচাবদশকাঃ )” অথবা “দশাশ্রুতস্কন্ধ” গ্রন্থের অষ্টম পবিচ্ছেদ, এবং এই “আয়াবদসাও”, খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে বিদ্যমান জৈনাচার্য্য ভদ্রবাহুর রচিত বলিয়া স্বীকৃত। এইজন্য এই শাস্ত্রকে “ভদ্রবাহু-বিবচিত কল্পসূত্র” বলা হয়।

প্রস্তুত গ্রন্থের “অবতবর্ণিকা”তে জৈন আগম তথা ভদ্রবাহু ও তাঁহার কৃতি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা পাওয়া যাইবে। মহাবীর স্বামী-প্রমুখ জৈন সম্প্রদায়েব কতকগুলি মহাপুরুষেব চবিত-কথা লইয়া এই “ভদ্রবাহু-রচিত কল্পসূত্র।”

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক জ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আবশ্যক ভূমিকা, শব্দসূচী ও টীকাটিপ্পননী যোজনা কবিয়া অর্ধমাগধী প্রাকৃতে রচিত এই মূল “কল্পসূত্র” বঙ্গানুবাদেব সহিত প্রকাশিত কবিলেন। বঙ্গীয় বাঙ্গায়েব ইতিহাসে, বঙ্গ-ভাষায় প্রাচীন - ভাবত - বিদ্যা অনুশীলনের ইতিহাসে, এই প্রকাশনকে আমি একটা লক্ষণীয় ঘটনা বলিয়া মনে কবি। এবং ইহাব জন্ম, এ যুগে বঙ্গভাবী জনগণেব মানসিক সংস্কৃতিব মুখ্য পরিপোষক বিধায়, পুস্তকেব প্রকাশক কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, বাঙ্গালী জাতিব তথা জৈন সমাজেব নিকট ইহাতে অভিনন্দন ও সাধুবাদ পাইবার মত কার্য্য কবিয়াছেন বলিয়া মনে কবি। প্রেসিডেন্সি কলেজেব ইংবেজী ভাষা ও সাহিত্যেব অধ্যাপক স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, ছাত্রাবস্থায় যঁাহাব শিষ্য লাভেব সৌভাগ্য আমাব হইয়াছিল, পিতা স্বনামধন্য স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়েব স্মৃতি-বক্ষার্থ ও বাঙ্গালা সাহিত্যেব পোষণার্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব নিকট ১৯৩৫ সালে “ঈশানচন্দ্র ঘোষ ফণ্ড” নামে ৪০,০০০ টাকাব একটা নিধি

## তিন

অর্পণ কবেন। এই নিধি-জাত অর্থ হইতে, ভাষান্তর হইতে উপযোগী ও শ্রেষ্ঠ পুস্তকেব বঙ্গানুবাদ প্রকাশ কবার ব্যবস্থা আছে। “ভদ্রবাছ-কৃত কল্পসূত্র” এই নিধির প্রথম পুস্তক রূপে প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালা ভাষায় যে বিরাট জৈন সাহিত্য এতাবৎ এক প্রকার উপেক্ষিতই রহিয়াছে, তাহাব এক প্রাচীন এবং প্রামাণিক শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদকে অবলম্বন করিয়া এই নিধিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিতব্য গ্রন্থমালার সূত্রপাত হইল, ইহা বিশেষ আনন্দের কথা। এই নিধিদ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যেব একটা অপূর্ণ দিকের পূরণ করিবার কার্য আরম্ভ হইল।

প্রাচীন ভাবতের হিন্দু জাতি ও হিন্দু সভ্যতা, অনার্য্য দ্রাবিড়, নিষাদ ও কিবাত এবং আর্য্য জাতির, ও এই জাতিগণেব মধ্যে বিকশিত ভাষা-সভ্যতাৰ মিশ্রণের ফল। আর্য্য ও অনার্য্য-বংশ-জাত মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস কর্তৃক বেদ ও পুরাণ সংকলনেব কালেব পূর্ব হইতেই, অর্থাৎ মহাভারতের যুদ্ধেব কালেব পূর্ব হইতেই, আর্য্যদের ইবান হইতে ভারতে আগমনেব সময় হইতেই, এই মিশ্র প্রাচীন-ভারতীয় হিন্দু জাতির উৎপত্তিৰ সূত্রপাত হইয়া গিয়াছে। আর্য্যেরা বাহির হইতে যে ধর্ম এবং ধর্মানুষ্ঠান লইয়া আসিল, তাহাব স্বরূপ অনেকটা বৈদিক সাহিত্যে—ঋকসংহিতায়, যজুঃসংহিতায় ও অথর্বসংহিতায়—রক্ষিত আছে; কিন্তু ভারতে সংহিতা-সংকলনের কালেও তাহাতে অনার্য্য প্রভাব পঁহুছিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতবর্ষে প্রাগ্-আর্য্য যুগের কিরাত, নিষাদ ও দ্রাবিড় (দাস-দস্যু) অধিবাসীদের মধ্যে যে ধর্ম ও অনুষ্ঠান ছিল, তাহা লোপ পায় নাই, তাহা আর্য্য ধর্ম ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হইয়া হিন্দু ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠানেব মধ্যেই পবিবর্তিত রূপে বিত্তমান আছে।

## চাব

আধ্যাত্মিক দর্শন বিষয়ে আৰ্য্যদেব বিচাব ও চিন্তাধাবা এবং বিভিন্ন জাতিৰ অনাৰ্য্যদেব মध्ये প্রচলিত নানা বিচাব ও চিন্তা-ধাবাব ঘাত-প্রতিঘাতে, এখন হইতে তিন হাজ্জাব বছৰ পূৰ্বেই, আৰ্য্যভাষা-ভাষী এই নবীন মিশ্র ভাবতীয় জাতিৰ মध्ये নানা প্রকাৰেৰ দাৰ্শনিক মতবাদেৰ উদ্ভব হইল। ব্রাহ্মণ্য অৰ্থাৎ আৰ্য্য-প্রধান বৈদিক মতবাদ, যাহাব সহিত ধীবে-ধীবে কতক-গুলি প্রাগ্-আৰ্য্য চিন্তা ও অনুষ্ঠান সম্মিলিত হইয়া গেল, এই-সমস্ত মতবাদেৰ মध्ये একটা বিশিষ্টতা লাভ কবিল—একই মিশ্র সভ্যতাৰ ছায়ায় ক্ৰমবৰ্ধমান প্রাচীন ভাবভেব জনগণেৰ মध्ये এই ব্রাহ্মণ্য চিন্তাবই মুখ্য স্থান হইল। ব্রাহ্মণ্য চিন্তাব উদ্ভবেৰ প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জৈন চিন্তাধাবাব-ও বিকাশ হইল ; জৈনমতাবলম্বীদেব মध्ये প্রচলিত ইতিহাস অনুসাবে, বাসুদেব বাষ্কেষ কুষ্মেৰ পিতৃব্যপুত্র অবিষ্টনেমি বা নেমিনাথ ছিলেন অন্যতম জিন বা তীৰ্থঙ্কব অৰ্থাৎ জৈনমতেৰ স্থাপয়িতা, এবং নেমিনাথেৰ শিক্ৰপবম্পবায় আমবা পাই আব ছুই তীৰ্থঙ্কবকে — পার্শ্বনাথ, ও মহাবীৰ বৰ্ধমান, যিনি বুদ্ধেৰ সমকালীন ছিলেন। বৌদ্ধ মতবাদ খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ভাবে, অৰ্বাচীন নাম “হিন্দু” বাহাদেব সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পাবে, একপ প্রাচীন ভারতেৰ আৰ্য্যভাষী মিশ্র জনগণেৰ মध्ये, তিন প্রকাৰেৰ মুখ্য ধৰ্মমত ও ধৰ্মানুষ্ঠান নিজ নিজ স্থান কবিয়া লয়—ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ। আবও কতকগুলি দাৰ্শনিক মতবাদেৰ বা সম্প্রদায়েৰ এবং এইসব বিভিন্ন মতেৰ প্রচাবক নানা গুরুব বা উপদেশকেৰ নাম ও পরিচয় ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়—যেমন আজীবিক, লোকায়ত বা চার্বাক, দণ্ডহস্ত প্রভৃতি। এগুলি এখন অবলুপ্ত,

## পাঁচ

অথবা এগুলি বিচার-ধারা পরবর্তী কালের অন্ত নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়া পরিবর্তিত আকারে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন ভারতকে সম্যক্ রূপে বুঝিতে হইলে, এবং প্রাচীনের উপবে আধারিত আধুনিক ভারতকেও জানিতে হইলে, প্রাচীন ভারতধর্মের প্রকাশ-ক্ষেত্র এই-সমস্ত সম্প্রদায়, দার্শনিক মতবাদ, বিচার-ধারা ও অনুষ্ঠানাদিকে যথাযোগ্য আমাদের পরিচিত করিয়া লইতে হইবে। এই পরিচয়ের সাধন বিভিন্ন প্রাচীন আৰ্য ভাষায় রক্ষিত হইয়া আছে—যেমন বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত, পালি, অৰ্ধমাগধী ও অন্ত নানা প্রাকৃত, ও বৌদ্ধ সংস্কৃত। বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে এই-সমস্ত সাধন লইয়া আলোচনাকে আধুনিক বঙ্গীয় সংস্কৃতির-ই একটা আবশ্যক প্রকাশ-ভূমি বলিতে হয়। ইংরেজী ভাষা, আধুনিক বিশ্ব-সভ্যতাব প্রধান বাহন বলিয়া, ইতিমধ্যেই অনুবাদ ও বিচার-বিশ্লেষণাত্মক সাহিত্যের সহায়তায় এই ভাবে সংস্কৃতি-চর্চা প্রধানতম ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য দর্শন ও চিন্তাধারার আলোচনায় আধুনিক কালে বাঙ্গালা ভাষা লক্ষণীয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, যদিও প্রধানতম শাস্ত্রগ্রন্থগুলির অনুবাদ ও সেইগুলির বিচারকে লইয়া বাঙ্গালায় এযাবৎ বাহা করা হইয়াছে তাহাকে পর্যাপ্ত বলা চলে না। বৌদ্ধ শাস্ত্রও বাঙ্গালা ভাষায়, মুখ্যতঃ চট্টগ্রামেব বাঙ্গালী বৌদ্ধগণেব কল্যাণে তাহার সম্মানিত স্থান করিয়া লইয়াছে—বৌদ্ধ পালি পিটকের একটা বড় অংশ বঙ্গাক্ষবে ও বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সমগ্র পালি জাতক গ্রন্থেব বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার সাহিত্য-সম্পদ বৃদ্ধি কবিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ, এই ত্রয়ী



## ছয়

মধ্যে কেবল জৈন শাস্ত্র ও বাজায়ই বাঙ্গালা ভাষায় অবহেলিত রহিয়াছে।

অথচ প্রাচীনদে, প্রসারে, মূল্যবত্তায় এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে জৈন সাহিত্য বৌদ্ধ সাহিত্য অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে, এবং ভাবভেব সম্বন্ধে জ্ঞানের পবিপূর্তি ইহার অভাবে সম্ভবপৰ নহে। এখন জৈন সম্প্রদায়, যাহার মধ্যে নানা বিপর্যয় সত্ত্বেও এই সাহিত্য বক্ষিত ও পবিবৰ্ধিত হইয়া আছে, সংখ্যায় বিশেষ লক্ষণীয় নহে—সমগ্র ভাবতে জৈনগণের সংখ্যা এখন ১৫ লাখের অধিক নহে, এবং সমগ্র ভারতময় জৈনগণ জাতি হিসাবে আব সর্বত্র প্রসৃত নহে—জৈনগণের ব্যাপকভাবে বাস, মাত্র কর্ণাটকে, গুজরাটে ও রাজস্থানে, এবং কিছু পবিমাণ পূর্ব-পাঞ্জাবে পাওয়া যায়; এবং দেশের কতকগুলি প্রান্তে এখনও কচিং স্থানীয় সম্প্রদায় হিসাবে জৈনমতাবলম্বী লোক কিছু কিছু বিদ্যমান আছে—যেমন মানভূমের সবাকী ( বা শ্রাবক ) নামধারী বঙ্গভাষী জাতির কথা বলা যায়। কিন্তু এক সময়ে জৈনগণ সমগ্র উত্তর-ভারতে ব্রাহ্মণ্য-মতাবলম্বী ও বৌদ্ধগণের প্রতিস্পর্ধী বা সমকক্ষ ও কুত্রচিৎ সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় রূপে অবস্থান করিত। মধুবা এক সময়ে জৈনদের একটা লক্ষণীয় কেন্দ্র ছিল। বাঙ্গালা দেশে জৈনদের অস্তিত্ব ক্রমে একেবারে লোপ পাইয়া যায়—এখন বাঙ্গালার জৈনগণ গত ২১০ শত বৎসরের মধ্যে পাঞ্জাব ও রাজস্থান হইতে ব্যবসায়-সূত্রে আসিয়া বসবাস করিতেছেন মাত্র, এবং তাঁহাদের সাংস্কৃতিক যোগ্য-এ-সমস্ত অঞ্চলের সঙ্গে এখনও অটুট আছে। কিন্তু এই বাঙ্গালা দেশেই এক সময়ে, এখন হইতে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে, জৈনগণ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বৌদ্ধ “দিব্যাবদান”

## সাত

গ্রন্থ-মতে, মহারাজ অশোকের সময়ে খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে উত্তর-বঙ্গে পৌণ্ড্রবর্ধনে জৈনদিগের প্রভাব খুবই ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে উত্তরবঙ্গে জনৈক ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রী জৈন মন্দিরে নিয়মিত ভাবে প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য অক্ষয়-নৌবী রূপে ভূদান করিতেছেন, তাহা পাহাড়পুর লেখ হইতে জানা যায়। বাঙ্গালা দেশে জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তির অসম্ভাব নাই—পাল ও সেন যুগের যথেষ্ট তীর্থঙ্কর মূর্তি ও অল্প জৈনমূর্তি বঙ্গদেশেব প্রায় সর্বত্র পাওয়া গিয়াছে। জৈনগণের দ্বারায় অল্পপ্রাণিত সাহিত্য অবশ্য বঙ্গভাষায় উপলব্ধ হয় নাই। কারণ খ্রীষ্টীয় ১০০০ এর পরে যখন বাঙ্গালাব ভাষা নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিল, তাহার পূর্বেই জৈন সম্প্রদায় বাঙ্গালা দেশ হইতে বিলুপ্ত-প্রায়—অল্প সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ অল্পপ্রবিশ্ট হইতেছিল ইহা অনুমান করা যায়। কিন্তু বাঙ্গালার বাহিবে, রাজস্থান-গুজরাটে, কর্ণাটকে ও তমিলু-নাড়ুতে জৈনদের অপ্রতিহত প্রভাব বহু শতক ধরিয়া ছিল। প্রাচীন, মধ্যকালীন ও আধুনিক কানড়ী সাহিত্যের অনেকটা অংশ, জৈন লেখকদের বচনা জুড়িয়া আছে। প্রাচীন তমিলু সাহিত্যেরও তেমনি একটা লক্ষণীয় অংশ জৈন কবি ও আচার্য্যদের রচনা লইয়া। গুজরাট ও বাজস্থানের প্রাচীন ও অর্বাচীন সাহিত্যের বিস্তর শ্রেষ্ঠ রচনা জৈনদেরই কীর্ত্তি। কেবল “আগম” বা “সিদ্ধান্ত” লইয়া নহে—জৈন সাহিত্য সংস্কৃতে, বিভিন্ন প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে, এবং তগিলে ও কানড়ীতে বিद्यমান, এবং ভারতীয় বাঙ-ময়ের একটা মুখ্য অংশ জৈন কবি ও ধর্মগুরুদের বচনা লইয়া বিরাজমান।

এই বিরাট জৈন সাহিত্যের প্রাচীন অংশেব একখানি লোক-প্রিয় শাস্ত্র-গ্রন্থেব সহিত, বঙ্গাকরে মূল ও বঙ্গানুবাদেব মাধ্যমে,

## আট

বাল্মীকী পাঠক প্রস্তুত পুস্তকে প্রথম পরিচয় কবিবাব শ্রুয়োগ পাইলেন। আমার নিজেব অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি—৪৫ বৎসরের অধিক কাল হইল যখন শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র বসু মহাশয় বাল্মীকী অঙ্কবে মূল পালি, সংস্কৃত ছায়া ও বঙ্গানুবাদের সহিত বৌদ্ধ গ্রন্থ “ধ্ম্মপদ” প্রকাশিত করেন, তখন আমার পালি ভাবাব প্রতি অনুবাগ ও পালি ভাবায় প্রথম প্রবেশ এই বাল্মীকী ধ্ম্ম-পদকে আশ্রয় কবিরাই হইয়াছিল। আমার মত অনেকেও এইরূপ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ;—স্বয়ং ববীন্দ্রনাথ শ্রীত হইয়া সাধুবাদ দান করিয়া এই সংস্করণের সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। তাহাব পবে ধীরে-ধীরে স্বর্গীয় বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের “ধেবীগাথা”, ও বাল্মীকী বৌদ্ধ সমাজেব প্রকাশিত নানা পিটক-গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ বঙ্গান্বে ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশনের কলে, পালিব চর্চা বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আজ শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু যে অর্ধমাগধী কল্পনুত্র বঙ্গানুবাদের সহিত বঙ্গান্বে প্রকাশ কবিলেন, তাহা ভবিষ্যতের বিবাহ সস্তাবনাব সূচনা করিতেছে। এখন সাধাবণ বাল্মীকী পাঠকগণেব মধ্যে অনেকেই, ঐহারা তত্ত্বকামী ও তথ্যকামী এবং সংস্কৃতিকামী, তাঁহাবা প্রস্তুত এই সুন্দব সংস্করণেব দ্বাবা মূল অর্ধমাগধী পাঠে আকৃষ্ট হইবেন, এবং আগ্রহান্বিত হইবেন। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু ও তাঁহাব অনুগামী যে সমস্ত নবীন আলোচক ও গবেষক তাঁহাব প্রদর্শিত পথ অবলম্বন কবিবেন, তাঁহাদের চেষ্টায়, এবং আশা কবা যায় স্বধর্ম-নিষ্ঠ জৈন সম্প্রদায়েব ভাগ্যবান্ শেঠ, সাহকার ও জমীদারদের সহযোগে ও আর্থিক সহায়তায়, ক্রমে বঙ্গান্বে বঙ্গানুবাদের সতিত অন্ততঃ মৌলিক জৈনাগম গ্রন্থগুলি প্রকাশিত

হইয়া যাইবে, ও এইভাবে বঙ্গভাষী জনগণ উপকৃত হইবেন, জৈনমতেব প্রচার ও তাহা লইয়া বিচার বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে সম্ভবপর হইবে, এবং বঙ্গভাষীদের মধ্যে জৈন সম্প্রদায় ও ইহার ধার্মিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে স্থায়ী ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিবাব পথ নির্ধারিত হইয়া যাইবে। এইরূপে জ্ঞানের আশ্রয়ে ভারতেব প্রাচীন সংস্কৃতিব সঙ্গে আমাদের পবিচয় ঘটিবে- জাতীয় জীবনে ইহা বিশেষ রূপে অপেক্ষিত। সেই শুভদিনের দিকে চাহিয়া, বিশেষ আনন্দিত চিত্তে আমি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত ও তাঁহার কৃত অনুবাদ সহিত এই “ভদ্রবাহু-রচিত কল্পসূত্র” গ্রন্থের আন্তরিক স্বাগত করিতেছি, এবং এই কামনা কবিতেছি যে, এই গ্রন্থ যেন যথাসম্ভব শীঘ্র আমাদের উচ্চ সংস্কৃতিময় জীবনে ইহাব উপযুক্ত স্থান করিয়া লইতে পারে—ইহার বহুল প্রচার হয়, ও অনুকূপ অল্প গ্রন্থ প্রকাশনের পথও উন্মুক্ত হইয়া যায়। ইতি।

“স্বধর্ম্মা”

১৬ হিন্দুস্থান পার্ক,

কলিকাতা।

৪ঠা বৈশাখ ১৩৬০,

১৭ই এপ্রিল ১৯৫৩।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

## অনুবাদকের নিবেদন

পরলোকগত হেরমান্ন য়াকোবি জৈনসাহিত্যচর্চাব শ্বনামধন্য পথিকৃৎ । ১৩ খানি পৃথিব পাণ্ডুলিপি দেখিয়া ও তন্মধ্যে ৭ খানির পাঠ মিলাইয়া পাদটীকায় বহু পাঠান্তবেব ইঙ্গিত সহ ভদ্রবাহুর কল্পসূত্র গ্রন্থখানি সম্পাদন কবিয়া তিনি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । অনুবাদেব জ্ঞাত আগি তাঁহাবই দ্বুত পাঠ যথাসম্ভব পাঠান্তব বর্জন কবিয়া গ্রহণ করিয়াছি । বাঙ্গালা-ভাষী সাধারণ পাঠকের জ্ঞাত উদ্দিষ্ট আগার এই অনুবাদ গ্রন্থখানিকে পাঠান্তব-ভারে ভাবাক্রান্ত কবি নাই । সাধারণ পাঠকের সুবিধাব জ্ঞাত বামদিকেব পৃষ্ঠায় মূল পাঠ ও দক্ষিণ দিকেব পৃষ্ঠায় অনুবাদ সামনা-সামনি মুদ্রিত হইয়াছে । বঙ্গানুবাদেব মধ্যে প্রযুক্ত সংস্কৃত শব্দেব সাহায্যে ( যথাসম্ভব মূল প্রাকৃতেব সংস্কৃত প্রতিরূপই বঙ্গানুবাদে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ) বঙ্গানুবাদটি অনেক স্থলে সংস্কৃত ‘ছায়া’-র কার্য্য কবিবে । মূল পাঠ বঙ্গাকরেই মুদ্রিত হইয়াছে । বর্ণীয় ‘ব’-কাবেব স্থানে পেট-কাটা ‘ব’ ( অসমীয়া ভাষাব ‘ব’ ) অক্ষবেব ব্যবহাব করিয়াছি ।

লেখকেব পবিত্রম-লাঘবেব উদ্দেশ্যে জৈন সাহিত্যেব লিপিকবগণ পূর্বানুবৃত্ত বাক্য বা বাক্যসমূহেব বর্জন কবিয়া থাকেন । একপ স্থলে বাক্যেব প্রথম পদটি বা প্রথম দুই-তিনটি পদ লিখিয়া তাহাব পরে একটি ‘জাব’ ( = যাবৎ ) লিখিয়া তাহাব পবে সর্বশেষ পদটি লিখিয়া থাকেন ।\*

---

\* এ বিষয়ে উৎকল পাঠক ‘বরঙ ( বর্ণক )’ শব্দেব টীকা দেখিবেন ।

## এগাবো

সাধারণ পাঠকের সুবিধাব জন্ম আমি এই পরিত্যক্ত পাঠাংশগুলির মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট সেগুলিকে পুনরুক্ত বাক্য (পু' বা°) নাম দিয়া তাহাদের একটি তালিকা শব্দ-সূচির শেষে সংযোজিত করিয়াছি। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পাঠাংশগুলির মধ্যে বহুবিধ জটিলতা থাকায়, কয়েকটি দীর্ঘ পরিশিষ্টে অনুবাদসহ গ্রন্থমধ্যে সংযোজিত হইয়াছে। প্রধানতঃ বঙ্গ-ভাষী সাধারণ পাঠকের জন্ম গ্রন্থখানি অভিপ্রেত হইলেও, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বা ইতিহাস-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অনুসন্ধান-কারীগণেরও এই গ্রন্থ পাঠে অনেক শ্রম-লাভব হইবে বলিয়া আশা করি।

যে পট-ভূমিকাব উপর সাধারণ জৈন সাহিত্য উদ্ভূত ও বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার একটি স্থূল বিবরণ এই গ্রন্থের 'অবতবণিকার' প্রদত্ত হইয়াছে এবং 'ভদ্রবাহুর কল্পসূত্র' গ্রন্থের সম্পর্কে মুখ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি 'ভূমিকা'র দেওয়া হইয়াছে। অর্ধমাগধী ব্যাকরণ লইয়া একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও অবতবণিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই ব্যাকরণের উদাহরণগুলি কল্পসূত্র হইতেই সংকলিত হইয়াছে।

অনুবাদ সাহিত্যের যে একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে তাহা অনুধাবন করিয়াছিলেন বঙ্গমাতার সুসন্তান পরলোকগত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। সেই হেতু তিনি নিজের পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ বিশাল গ্রন্থ জাতকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ কবিরিয়াছিলেন। তাহার সেই অনুবাদ-গ্রন্থ পাঠ করিয়া বহু কবি, সাহিত্যিক ও গবেষণাকাবী উপকৃত হইয়াছেন। সেই পরলোকগত ঈশানচন্দ্রের অপূর্ণ কামনাকে সক্রিয় কবিরী বাখিবাব উদ্দেশ্যে তাঁহার সুযোগ্য সন্তান পরলোকগত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কলিকাতা

## বারো

বিশ্ববিদ্যালয়েব কৰ্তৃপক্ষগণেব হস্তে 'ঈশান অনুবাদমালা' অৰ্থ-  
ভাণ্ডাৰ' নামে ৪০,০০০ টাকাৰ একটি গ্ৰাস-ভাণ্ডাৰ অৰ্পণ কৰেন।  
সেই 'ঈশান অনুবাদমালা'ৰ প্ৰথম গ্ৰন্থ হইল এই জৈন কল্প-  
সূত্ৰেব অনুবাদ। এজন্য পিতা পুত্ৰ উভয়েৰ নিকট সমগ্ৰ  
বঙ্গবাসী জনগণ তথা বৰ্তমান অনুবাদক চিৰ-কৃতজ্ঞতাপাশে  
আবদ্ধ থাকিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ তদানীন্তন কৰ্ণধাৰ বঙ্গজননীৰ  
সুসন্তান ডক্টৰ শ্ৰীশ্যামাপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল.,  
বাব. এট-ল, ডি. লিট. (অধুনা এম. পি.) মহাশয় 'ঈশান  
অনুবাদমালা'ৰ প্ৰথম গ্ৰন্থ হিসাবে এই 'কল্পসূত্ৰ' গ্ৰন্থখানিৰ  
নিৰ্বাচন কৰিহা আমাকে অনুবাদ-কাৰ্যেৰ ভাৰ দিয়াছিলেন।  
এজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাৰ নিকট চিৰ-কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ সংস্কৃত বিভাগেৰ অধ্যক্ষ অনুজকল্প  
শ্ৰীমান্ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি., মহাশয়  
আমাৰ লেখা গ্ৰন্থখানিৰ পাণ্ডুলিপি আশ্ৰয় দেখিয়া দিয়াছেন।  
তজ্জন্ম আমি তাঁহাৰ নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই গ্ৰন্থেৰ মুদ্ৰণ-কাৰ্য্য ত্বৰণিত কবিবাব জন্ম কলিকাতা  
বিশ্ববিদ্যালয়েৰ কৰ্তৃপক্ষগণেৰ মধ্যে ষাঁহাবা তাঁহাদেব বহুমূল্য  
সময় ব্যয় কৰিয়া আমাৰ সাহায্য কৰিয়াছেন, তাঁহাদেব সকলেব  
নিকট আমি আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিতেছি।  
এই প্ৰসঙ্গে সৰ্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাহায্য পাইয়াছি কলিকাতা  
হাইকোর্টেৰ বিচাৰপতি মাননীয় শ্ৰীযুক্ত বমাপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায়,  
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ বেজিন্ট্ৰাৰ ডক্টৰ শ্ৰীযুক্ত শ্বেহময় দত্ত  
ডি.এস-সি. মহাশয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ মুদ্ৰণশালাৰ  
অধ্যক্ষ শ্ৰীযুক্ত শিবেশ্বৰনাথ কাক্সিলাল মহাশয়েব নিকট।

## তেরো

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত রেজিস্ট্রার যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তী এম. এ. মহাশয় আমাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তজ্জন্ম তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিকট আমাব শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

এই গ্রন্থখানির মুদ্রণে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণত্ব থাকায় পুৰাণ প্রেসেব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালিদাস মুন্সি মহাশয় মুদ্রণ-বিষয়ে নানা আপত্তি তুলিয়া প্রথম দিকে অনেক সময়ের অপব্যয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে নিজের ভ্রম বুঝিতে পাবিয়া আমার সহিত অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপনপূর্বক মুদ্রণ-কার্য্য দ্বাৰ্য্যিত করিয়া দিয়াছেন এবং এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাল বৃথা বাদানুবাদে নষ্ট হইবার পৰ 'আট-দশ মাস সময়ের মধ্যে গ্রন্থ-খানির মুদ্রণ-কার্য্য শেষ করিয়া দিয়াছেন। এজন্ম তাঁহাকে আমার হার্দিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ঐ প্রেসের অক্ষর-সংযোজক শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্যে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করিয়া আমাব ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। এবং প্রেসের কর্মচারী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চম্পাটি মহাশয়ও নানাভাবে আমাব পুস্তক-মুদ্রণের সাহায্য করিয়াছেন। এজন্ম তাঁহাকেও আমাব ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, আমার শ্রদ্ধেয় সূত্র ও প্রতিবেশী ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, এম্. এ., পি. আর. এস. (কলিকাতা), ডি. লিট. (লন্ডন), এফ. এ. এস., অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বেব 'সম্মানিত' অধ্যাপক, এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি ও পশ্চিম-বঙ্গ বিধান-পরিষদের সভাপতি, আমার



## চৌদ্দ

এই গ্রন্থের সম্পাদন, অনুবাদ ও মুদ্রণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে  
অশেষ-ভাবে উপদেশ ও উৎসাহ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন,  
ও প্রবন্ধাকারে একটি 'পরিচায়িকা' লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাব  
নিকট আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ অপবিশোধ্য।

১২২।এ বালিগঞ্জ গার্ডেন্স্,

কলিকাতা—১৯।

১৯ বৈশাখ ১৩৬০,

২ মে ১৯৫৩।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

## অবতরণিকা।

- ১। প্রাচীন সাহিত্যে জৈনধর্মের মৌলিক উপাদান
  - ২। জৈন সাহিত্য :
    - [ক] জৈন আগম সাহিত্য
    - [খ] আগম বহির্ভূত জৈন সাহিত্য
  - ৩। অর্থ মাগধী ভাষা
-



## ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে জৈনধর্মের মৌলিক উপাদান

বেদ আর্ষগণের সর্বপ্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু বেদের মধ্যে আমরা কোনও যুগবিশেষের সভ্যতা দেখিতে পাই না। ব্যাসদেব যিনিই হউন না কেন, তিনি কেবল বেদমন্ত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার সংগ্রহই যে সমগ্র বেদ, তাহাও স্বীকার কবা যায় না; হয় তো বহু মন্ত্র ব্যাসদেবের অগোচরেই বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহা একপ্রকার অবিসংবাদিত সত্য যে ব্যাসদেবের যুগেই বেদমন্ত্রসমূহ রচিত হয় নাই। বেদ বচনা বা বৈদিক সভ্যতা প্রণয়নের দেশ-কাল-নির্ণয় এখন অসম্ভব। আমরা এইমাত্র জানি যে বেদ বিভিন্নদেশীয় ও বিভিন্নকালীয় ঋষি সম্প্রদায়ের নিকট সংবন্ধিত ছিল। কোনও বেদমন্ত্র উচ্চারণ কবিতে হইলে সেই সকল বিভিন্নদেশীয় ও বিভিন্নকালীয় মন্ত্রজ্ঞ ঋষির নাম উল্লেখ কবিতে হয়। সুতরাং বেদমন্ত্র সমূহে যে সভ্যতার নিদর্শন সংবন্ধিত আছে তাহা এক যুগেরও নহে, এক দেশেরও নহে, এক সম্প্রদায়েরও নহে। এই এক বেদের মধ্যেই বহু যুগের, বহু স্থানের ও বহু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত একত্র সংগৃহীত বহিয়াছে। বহু স্থলেই মতের বিভিন্নমুখিতা সুপ্রতীক্ষ্যমান। ফল কথা ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসে জটিলতা ও বিভিন্নমুখিতার অবশিষ্ট নাই। কিন্তু তথাপি অতি সূক্ষ্ম আলোচনার সাহায্যে এই সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে আমরা কয়েকটি মৌলিক ও সাম্প্রদায়িক উপাদান লক্ষ্য করিতে পারি। সেই উপাদানগুলি কোনও কোনও অংশ

অতি প্রাচীন ও কোনও কোনও অংশ তৎপৰবৰ্ত্তী যুগেব। এই সকল সাম্প্ৰদায়িক মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিব আলোচনা ব্যতীত অধুনা প্রচলিত ভাবতীয় ধৰ্মবিশ্বাস সমূহেব ইতিহাস আবিষ্কার করা অসম্ভব।

প্রাচীন ভাবতীয় বৈদিক সাহিত্য ও সভ্যতাৰ বিশ্লেষণ করিলে আমবা দ্বিবিধ উপাদান লক্ষ্য কৰিতে পাবিব, কেননা ইবাণীয় আৰ্যসভ্যতা ও ভাবতীয় চিন্তাধাবাব মিলনে এটি সাহিত্য ও সভ্যতা রচিত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্য ও সভ্যতাৰ কোন অংশগুলি ইবাণীয় সাহিত্যেব সহিত অভিন্ন ও কোনগুলি পৰবৰ্ত্তী যুগে বৰ্চিত তাহাব বিচাব ও বিশ্লেষণ কৰিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে ইবাণীয় আবেস্তা সাহিত্যেব মৌলিক লক্ষণগুলি জানিতে হইবে। ইবাণীয় আৰ্যগণ ও আমাদেব আৰ্য পূৰ্বপুৰুষগণ অতি প্রাচীন কোনও কালে এক দেশে এক বাষ্টীয় জাতিৰূপে বসবাস কৰিতেন এবং এক অভিন্ন সাহিত্য ও সভ্যতাৰ সৃষ্টি কৰিয়াছিলেন। কোন দেশে এবং কোন কালে তাঁহাদেব মিলনাত্মক সাহিত্য ও সভ্যতাৰ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা এখন আমবা জানিনা এবং সে সাহিত্য ও সভ্যতাৰ সহিত আমাদেব প্রত্যক্ষ পৰিচয় নাই। এখন আমবা এইমাত্র নিঃসংশয়ে জানি যে তাঁহাবা দুই শাখায় বিচ্ছিন্ন হইবাব পৰ এক শাখা ইবাণ দেশে তাঁহাদেব আবেস্তা সাহিত্য ও জবখুষ্ট্রীয় ধৰ্ম লইয়া উপনিবেশ স্থাপন কৰিয়াছিলেন এবং অপর শাখা বেদ ও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান লইয়া ভাবভবৰ্ষেব শিক্ষা, সভ্যতা ও ভবিষ্যৎ চিন্তা ধাবাব সূত্রপাত কৰিয়াছিলেন। এক-বাষ্টীয় জাতিৰূপে এক দেশে একত্র বসবাসকালে তাঁহাদিগেব মধ্যে একটা বিবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, যে বিবাদেব ফলে এক সম্প্রদায় গিয়াছেন

পশ্চিম মুখে ইরাণ বা পাকিস্তান দেশে, আব অপর সম্প্রদায় আসিয়াছেন পূর্বমুখে ভাবতবর্ষে। এই বিবাদেব মূলকারণ ধর্ম বিশ্বাসে মতভেদ। ভারতীয় আর্ষগণ যে মত পোষণ করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও অগ্ন্যায় দর্শনাদিব বীজ নিহিত ছিল। এই ক্ষণকালের সম্পর্কে সম্পর্কিত দৃশ্যমান জগৎকে তাঁহারা আত্মীয় ভাবিতে পাবেন নাই। সাংখ্য দার্শনিক প্রকৃতির আকর্ষণে নির্লিপ্ত পুরুষকে তাঁহারা বন্দী কবিতো রাজি হন নাই। পরম পুরুষকে নির্লিপ্ত রাখিয়াই তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাসের মূলসূত্র পরিকল্পিত। তাই তাঁহারা এই দৃশ্যমান জগৎকে অলীক মায়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ইব্রাণীয় আর্ষগণ একথা মানিলেন না। তাঁহাদের মতে এ জগৎ মানবের উপভোগের জন্য সৃষ্ট, সুতরাং অলীক নহে। এই যে ফুল ফুটিতেছে, নদী ছলিতেছে, বায়ু বহিতেছে, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নানাবিধ রূপ-পরিবর্তন ঘটিতেছে, ইহা কি উপভোগ্য নহে? ভারতীয় ঋষি বলিলেন—‘না, এই আধিভৌতিক জগতের পরে আর একটা আধ্যাত্মিক জগৎ আছে, সেই জগতের আনন্দই প্রকৃত আনন্দ, তাহাই উপভোগ্য, কারণ সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী নয়, সে আনন্দ সনাতন। এই মতভেদেব ফলে দুই সম্প্রদায় পরস্পরের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। প্রাচীন আর্ষজাতির ‘দেব’ (দেব) শব্দ ঐ ইব্রাণীয়গণের ভাষায় দেব-দেবী দৈত্য শব্দের বাচক হইল। আমাদের ইন্দ্র তাঁহাদের ঐ ‘দেব’-গণের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। আমাদের ‘অশ্বর’ শব্দের অর্থ ছিল ‘বলবান, বীরবান’। এই অর্থে এই শব্দ ঋগ্বেদে বরুণাদি দেবতার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত আছে। ‘অশ্ব’ শব্দের ‘প্রাণ’ অর্থ অতি প্রাচীন। অস্তিত্ববাচী

‘অস্’ ধাতু আগাদের শ্বাস-ধ্বনিব অনুকরণে জাত অতি প্রাচীন ধ্বন্যাত্মক ধাতু। শ্বাসক্রিয়াই প্রাচীন মানবেব নিকট জীবনের পবিচায়ক চিহ্ন ছিল। নাকে হাত দিয়া অথবা সন্দেহেব স্থলে নাকে তুলা দিয়া দেহে জীবন আছে কিনা তাহা পৰীক্ষা কবিবাব পদ্ধতি অতি প্রাচীন। সুতবাং ‘অস্’ ধাতু ও ‘অস্’ শব্দও অতি প্রাচীন। এট ‘অস্’ শব্দের উদ্ভব ‘-ব’ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন ‘অসুব’ শব্দের মৌলিক অর্থ ‘প্রাণবান্’ বা ‘শক্তিমান্’। কিন্তু এ শক্তি ঐহিক শক্তি বা দৈহিক শক্তি, - আধ্যাত্মিক বা মানসিক শক্তি নহে। তাই ঐহিক সন্তোষকামী ইবাণীয়গণ তাঁহাদের উপাস্ত্র দেবতাকে ‘অহুব’ ( < অসুব ) শব্দে অভিহিত কবিলেন এবং তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হইলেন ‘অহবো মজ্জদা’। অপব পক্ষে ভাবতীয় আৰ্যগণ ‘অসুব’ শব্দকে দেবতাব শত্রু অর্থাৎ দৈত্য শব্দের বাচক করিয়া লইয়া দেব অর্থে একটি নূতন শব্দ সৃষ্টি কবিলেন—‘সুব’। ধাতু প্রত্যয় দ্বাবা এ শব্দ নিষ্পন্ন হয় না, অন্তান্ত্র আৰ্যভাষাতেও এ শব্দ নাই। এ শব্দের উৎপত্তি একটা বিস্মৃতিব উপব প্রতিষ্ঠিত। ঐ প্রাচীন ‘অসুব’ শব্দের প্রথম অ-কাবটিকে নঞর্থক অ-কাব ধবিয়া লইয়া, তাহাব বর্জনে এই ‘সুব’ শব্দের উদ্ভব। কিন্তু এ ‘সুব’ শব্দ আজ পর্যন্ত আমাদের ভাষায় সজীব। সে যাহাই হউক, এই শব্দটি আগাদের প্রাচীন যুগেব সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষেব সনাতন সাক্ষীরূপে বর্তমান।

বেদে দুইটি শব্দ আছে,—‘ঋত’ ও ‘সত্য’। দৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগতেব নিয়ামক শক্তি ‘ঋত’ এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জগতেব নিয়ামক শক্তি ‘সত্য’। ইবাণীয়গণ এই ঋত (বা ‘অয’) শক্তিকে দেবতাব ত্রায় গণ্য কবিয়া ইহাব সর্বশক্তিমন্ত্রা

স্বীকার ক'বিয়াছেন। ইহাও তাঁহাদের ঐহিকতার আর একটি প্রমাণ। এই 'অম্ব' শক্তিকে দেবতার জায় গণ্য করিয়া ইহার নাম দিয়াছেন,—'অম্বো বোহিস্ত'। এই 'অম্বো বোহিস্ত' দেবতার প্রভাবে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা-সমন্বিত বিশ্ব স্বনিয়মের বশবর্তী হইয়া অবিশ্রান্ত কার্য কবিতোছে। এই শক্তির প্রভাবেই অগ্নিব দাহিকা শক্তি ও জলের শীতলতা সম্ভবপব হইয়াছে। এই শক্তি আছে বলিয়াই মেঘ বৃষ্টি দান কবে। ইহারই প্রভাবে ঋতুগণের ক্রমাধ্বয়ে আবর্তন হয়। এক কথায় সমস্ত জড় জগতের ইহাই নিয়ামক শক্তি। স্বয়ং 'অহুরো মজ্জদা'ও এই শক্তির প্রভাবেই শক্তিমান। ইরাণীয়গণ এই প্রাকৃতিক শক্তির বশে যে সভ্যতার সৃষ্টি কবিয়াছেন তাহার ফলেই আজ পারস্যগণ এই সংসারে সমৃদ্ধিশালী। আব ভারতীয়গণ যে কারণে তাঁহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন তাহাও ফলেই আজ পর্যন্ত তাঁহাও ভাবপ্রবণ ও আধ্যাত্মিকতাবাদী।\*

বৈদিক ভাবতীয়গণ যে সভ্যতা লইয়া ভাবতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাবই মধ্যে দুইটি উপাদান লক্ষ্য করা যায়,— একটি ইরাণীয়গণের সভ্যতার সহিত অভিন্ন এবং অপনটি ইরাণীয়গণের সহিত বিরোধেব হেতু স্বরূপ। ইরাণীয় 'অম্ব'

---

\* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ-কল্প সূর্য ও উক্তব ত্রীশতকডি মুখোপাধ্যায় এম এ, পি. আব. এস, পি. এইচ, ডি. মহোদয় এই প্রসঙ্গে আমাকে জানাইয়াছেন যে "ঋগ্বেদে ও কর্মকাণ্ডে বৈবাগ্যের কথা নাই,—আবণ্যক ও উপনিষদেই বৈবাগ্যের কথা পাওয়া যায়।" অল্প কথার বলিতে গেলে তাঁহাব কথাই প্রমাণিত হয় যে বৈবাগ্যের কল্পনা ও সাধনা ভাবতভূমিতেই জাত ; উক্তবাধিকাব-স্থলে আগত নহে।



শক্তিব প্রভাব যে সকল ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, ভাবতীয় সভ্যতাবৎ সেই সকল উপাদান প্রাগ্-ভাবতীয় বা ইরাণীয় যুগেব এবং যে সকল উপাদান আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই ভাবতীয় বৈদিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য। সূতবাং বৃষ্টি-নিয়ন্তা ইন্দ্র, জলবাশিব পবিচালক বরুণ প্রভৃতি যে সকল দেবতাব স্তোত্রে ‘অম’ শক্তি বা ঋত শক্তিব মাহাত্ম্য ঘোষিত, সেই স্তোত্র ও তদ্ভাবা উপাস্ত দেবতাই প্রাগ্ভাবতীয় বা ইরাণীয় যুগেব। ঐহিক ‘অম’ শক্তিতে শক্তিমান বরুণ দেবতাই ইরাণীয়-দিগেব শ্রেষ্ঠ দেবতা ‘অহুবো মজ্জদা’ ৰূপে পবিগত হইয়াছেন বলিয়া আবেস্তা সাহিত্যেব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকাৰ কৰিয়া থাকেন। ভাবতীয় অগ্নি দেবতা ইরাণীয়গণেবও দেবতা। সূতবাং এই সকল দেবদেবীৰ কল্পনা বা তাঁহাদেব স্তোত্র বচনায কোনও ভাবতীয় বৈদিক ঋষিব নূতন প্রতিভা নিহিত আছে বলিয়া স্বীকাৰ কৰা যায় না। ভাবতে প্রবেশেব পূৰ্ব হইতেই ধর্ম-বিশ্বাসেব এই সকল উপাদান বৈদিক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং হয় তো বা ভাবতে প্রবেশেব পৰেও কোনও কোনও বৈদিক ঋষি ঐ সকল প্রাচীন বিষয়েব পুনৰাবৃতি ছাৰা কতিপয় বেদমন্ত্ৰ বচনা কৰিয়া থাকিতে পাবেন। কিন্তু তাহাতে ভাবতীয় ঋষিব অভিনব চিন্তাবৃত্তিৰ কোনও বিশিষ্ট ছাপ নাই। হিংসামূলক যজ্ঞাদিৰ অনুষ্ঠান অতি প্রাচীন যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে; ইরাণীয় ‘যজ্ঞ’ শব্দই তাহাব প্রমাণ। কিন্তু ভাবতে প্রবেশেব পৰ বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানেব উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে কল্পিত হইয়াছে। ঐহিক ভোগপৰাষণতা বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানেব উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। পাবত্ৰিক মঙ্গলসাধনই যজ্ঞানুষ্ঠানেব উদ্দেশ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। হিংসামূলক পুৰুষমেধ,

অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের পব 'সর্বমেধ' যজ্ঞের বর্ণনা বাজসনেয়ি সংহিতায় স্থান পাইয়াছে। এই যজ্ঞে যজ্ঞমান রাজা তাঁহার সর্বস্ব পুরোহিতকে দান কবিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। এই যজ্ঞকে দান যজ্ঞ বলা যায়। ইহা অহিংসারই নামান্তর। সুতরাং যজ্ঞ শব্দের প্রাচীন অর্থের বিপরীত অর্থেই 'যজ্ঞ' শব্দ এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঋগবেদ সংহিতায় ইন্দ্র-বরুণাদি ঋত-দেবতার নামে যে সকল অসংখ্য স্তোত্র স্থান পাইয়াছে তাহাতে এই সকল দেবতার প্রতি বৈদিক আর্ঘ্যগণেব অচলা নির্ভা ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই মন্ত্রগুলির পবে রচিত কতকগুলি মন্ত্রে দেখা যায় যে এই সকল দেবতাব প্রতি বৈদিক ঋষিদের বিশ্বাস হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাঁহাদের অন্তঃকরণ সংশয়াকুল হইয়া পড়িয়াছে। এই শেষের যুগেব বৈদিক ঋষিগণ বহু দেবতা ত্যাগ করিয়া একজন অদ্বিতীয় দেবতাকে খুঁজিয়াছেন। মনে হয় বহু দেবতায় বিশ্বাসবান্ আর্ঘ্য-সমাজে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়াছে। প্রাচীন বেদবাক্যে অবিচলিত বিশ্বাস বাধিতে না পারিয়া কোনও কোনও ঋষি দেবতত্ব, সৃষ্টিতত্ব, পরলোকতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। বৈদিক সভ্যতার এই কালটিতে ধর্মমত বিষয়ে যুগান্তর সৃষ্টির পূর্বসূচনা দেখা যায়; ভাবতীয় নূতন দার্শনিক চিন্তার প্রথম উন্মেষ এই কালেই হইয়াছে। একজন ঋষি বলিয়া উঠিলেন :

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?

কোন্ দেবতাকে হবি দান করা হইবে ? কোন্ দেবতাব নামে যজ্ঞ উৎসৃষ্ট হইবে ? এই সন্দেহেব বশবর্তী ঋষি জগতের সৃষ্টি-কর্তা হিব্যগর্ভ দেবতাকেই সর্বোচ্চ আসন দান কবিয়াছেন।

এই যুগে ঋষিগণের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বোচ্চ দেবতা নির্বাচনের জন্ম যেন একটা প্রবল চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রদায় ভেদে একেশ্বর-বাদিষেব এইটিই পূর্বলক্ষণ। সম্প্রদায় ভেদে নির্বাচনের ফলে ‘পুরুষ দেবতা,’ ‘বিশ্বকর্ম দেবতা,’ ‘রুদ্র দেবতা’ প্রভৃতি বহু নূতন দেবতাব স্তোত্র বৈদিক মন্ত্রসংহিতায় স্থান পাইয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে অভিনব দার্শনিক বা অর্ধ-দার্শনিক মত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ঋগ্বেদীয় নাসদীয় সূক্তে ( ১০।১২৯ ) নূতন দার্শনিক মতের আভাস সুপরিষ্কৃত হইয়াছে।

জগৎ-সৃষ্টির পূর্বকালে ‘সৎ’ ছিল না, ‘অসৎ’ও ছিল না। ‘অস্তবীক্ষ’ ছিল না, ‘আকাশ’ও ছিল না। এই প্রপঞ্চ জগতের আবরণ, আশ্রয় বা আধার কি ছিল? অতল-স্পর্শ জলবাশিই কি ছিল? যত্ন ছিল না, অযত্নও ছিল না। দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনও প্রভেদ ছিল না। এই সব ‘ছিল-না’র মধ্যে তিনি ছিলেন,—নিজেই নিজেব অবলম্বন ও আশ্রয়। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তাঁহাব উপরে কিছুই ছিল না। অন্ধকার অন্ধকাবেতেই আচ্ছন্ন ছিল। জল ও স্থলে কোনও পার্থক্য বা ব্যবধান ছিল না। শূন্য ও অভাবের মধ্যে বিনি প্রচ্ছন্ন ছিলেন, তিনিই তপঃপ্রভাবে স্বয়ংপ্রকাশ হইবা আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাব মধ্যে সর্বপ্রথমে ইচ্ছা জাগ্রবিত হইল, সেই ইচ্ছাতেই মুনিগণের অনুসন্ধিৎসা জাগ্রবিত হইয়াছে। তাঁহাবা বুঝিতে পারিয়াছেন যে শূন্যের মধ্যেই সদ্বস্তব বীজ নিহিত রহিয়াছে। তখন সেই অব্যক্ত তত্ত্বদর্শনের পথে আলোকপাত হইল এবং বীজ ও শক্তি উদ্ভূত হইল। নিম্নে আত্মশক্তি ও উর্দ্ধে ইচ্ছাশক্তি প্রকটিত হইল। কিন্তু কে জানে এই সৃষ্টিবহন? দেবতার। নিশ্চয় সৃষ্টির পরে আবির্ভূত হইয়াছেন।

তবে কে জানে, কেমন করিয়া ও কোন্ বস্তু হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে ? হয় তো তিনিই জানেন, যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনিই যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই বা প্রমাণ কি ? আর তিনিই যে জানেন তাহারই বা প্রমাণ কি ?

“দেবতারা নিশ্চয় সৃষ্টির পবে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহারা অনাদিও নহেন, অনন্তও নহেন”—এই সকল মতবাদ যে সমাজে প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়, সে সমাজ যে দেবতার প্রতি আস্তা হারাইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বহু পববর্তী (বৌদ্ধ ও) জৈন সাহিত্যে দেবতার প্রতি এই অনাস্তার পূর্ণ পরিণতি দেখা যায়।

ঋগ্বেদ সংহিতাব এই যুগে, যখন আর্য ঋষিগণের মধ্যে ‘দেবতায় বিশ্বাস’ টলটলায়মান, সেই যুগে, তাঁহাদের সভ্যতা, শিক্ষা, দীক্ষা ও সাহিত্য-দর্শনাদির বিষয়ে আরও অনেক পবিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। সমাজের শিক্ষা-ও দীক্ষা-গুরু ব্রাহ্মণের মর্যাদা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে ব্রাহ্মণের উপর স্থানে স্থানে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য দেখা দিয়াছে। পববর্তী ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের যুগে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য সুপরিলাক্ষিত হয়। কেবল যে বিশ্বামিত্র ঋষি স্বীয় তপস্যার বলে ব্রহ্মর্ষিধ্ব লাভ করিয়াছেন এবং সারা জীবন বশিষ্ঠের সহিত কলহ কবিয়া কাটাইয়াছেন, তাহা নহে। বহু স্থলেই ক্ষত্রিয়গণ তত্ত্বদর্শন-শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন এবং অনেক ক্ষত্রিয় রাজাব নিকট ব্রাহ্মণগণ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১) দেখা যায় যে রাজর্ষি জনক খেতকেতু, সোমশ্রু ও যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে ‘অগ্নিহোত্র’ বিষয়ে উপদেশ

দিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ (৫।৩) ও বৃহদারণ্যক উপনিষদেব (৬।২) প্রাশাস্যে জ্ঞানায় যে ঋতকেতুৰ পিতা গোতম জন্মান্তরহস্তে জ্ঞানলাভার্থ রাজা প্রবাহণ জৈবলিৰ শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোতম তাঁহাব নিকট শিক্ষালাভ কৰিয়াছিলেন : “এ-সব বহস্য ব্রাহ্মণদিগেৰ মাথায় প্রবেশ করে না বলিয়াই জগতেৰ আধিপত্য ক্ষত্ৰিয়েৰ ভাগ্যে পড়িয়াছে।” ছান্দোগ্য উপনিষদ (৫।১১) ও শত-পথব্রাহ্মণ (১০।৬।১) হইতে অবগত হওয়া যায় যে রাজা অশ্বপতি কৈকেয় আশ্ব-তত্ত্ব বিষয়ে প্রথম ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পাঁচজন উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ এই বিজ্ঞা লাভ করিবাৰ ইচ্ছায় আসিয়াছিলেন উদ্বালক আরুণিৰ নিকট। কিন্তু আরুণি ভাবিলেন : এই-সব বড় বড় পণ্ডিত আমাকে প্রশ্নেৰ পৰ প্রশ্ন বৰ্ধণে জর্জৰিত কৰিয়া কেলিবেন, আনি সকল প্রশ্নেৰ সম্যক্ সমাধান করিতে পাবিব না। এই ভাবিয়া তিনি ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণকে ক্ষত্ৰিয় নবপতি অশ্বপতিৰ নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আশ্বতত্ত্ব ব্যাখ্যা কৰিয়া অশ্বপতি ঐ পাঁচজন জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট কৰিয়াছিলেন। কোবীতকী উপনিষদে (১।১) লিখিত আছে যে সৰ্বপ্রথম ও সৰ্বশ্রেষ্ঠ পুনোহিত উদ্বালক আরুণিৰ শিক্ষক ছিলেন ক্ষত্ৰিয় নৃপতি চিত্ৰ গান্ধারনি। কোবীতকী (৪) এবং বৃহদারণ্যক (২।১) উপনিষদেৰ বিবরণ হইতে জ্ঞানায় যে গার্গ্য বালাকি কান্বীনাজ্জ অজ্ঞাত-শত্ৰুৰ নিকট আশ্বতত্ত্ব ও ব্ৰহ্ম ব্যাখ্যা বিষয়ে শিক্ষালাভ কৰিয়াছিলেন। কোবীতকী ব্রাহ্মণে (২৬।৫) রাজা প্রতর্দন যজ্ঞকালে তাঁহাব পুনোহিতদিগেৰ সহিত তর্ক ও বিচাৰ কৰিতেন।

এই সকল ও আবও অনেক উদাহরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগে বহু ক্ষত্রিয় নবপতি ব্রাহ্মণ-দিগেব শিক্ষা ও দীক্ষাপ্তরুর স্থান অধিকার কবিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কেহ ব্রাহ্মণেব সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নাই। খেমুদান, হিবগ্যদান, মাল্যভূষণাদিদান এবং নানাবিধ পুরস্কার ও উপহাব দান কবিয়া তাঁহাবা ব্রাহ্মণেব মর্যাদা বক্ষা করিতেন ও ব্রাহ্মণকে ভক্তি-শ্রদ্ধা কবিতেন। ষ্ঠেতকেতু, সোমশস্য ও যাজ্ঞবল্ক্যকে বার্জশি জনক অগ্নিহোত্র বিষয়ে শিক্ষাদান কবিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দান ও দক্ষিণাদি দ্বাবা তিনি তাঁহাদের সকলকেই পবিতুষ্ট কবিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (রাজশিব নিজেব বিচাবে শ্রেষ্ঠ) যাজ্ঞবল্ক্যকে শতধেতু দান কবিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকে খেমুদান ও হিবগ্যদান এযুগে রাজশ্রুগণেব নিকট রাজগৌরব বলিয়া পবিগণিত ছিল। পবমাত্তত্ব, কর্মতত্ত্ব, জন্মান্তবতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণায় নিবত থাকিয়াও সেকালেব রাজশ্রুগণ প্রাচীন সমাজেব আচাব-ব্যবহাব ত্যাগ কবেন নাই। বৈদিক যুগের সর্ববিধ ক্রিয়াকলাপ ও যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে তাঁহাবা কিছুমাত্র অবহেলা কবেন নাই। এক কথায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েব মধ্যে জ্ঞানচর্চায় প্রতিবন্দ্বিতা থাকিলেও বিবোধ ছিল না; কেবল জ্ঞানচর্চাব অভাবে বিদ্যাসূত্র ব্রাহ্মণেব সংখ্যা বাড়িতেছিল এবং প্রবল আগ্রহেব সহিত জ্ঞানচর্চাব ফলে ক্ষত্রিয়দিগেব মধ্যে বিদ্বান্ ও তত্ত্বদর্শী লোকেব সংখ্যা বাড়িতেছিল।

যেখানে ধনসম্পত্তি সেইখানেই চাটুকার ও স্তাবকের সমাবেশ। বাজারা বিদ্বান্ ও বদান্ত হইলে তাঁহাদের প্রশংসা

ও গুণগান কবিবাব লোকেব অভাব কখনও হয় না। সুতবাং অনুমান কবা যাইতে পাবে যে যে-সকল ক্ষত্রিয় রাজা সেকালে ব্রাহ্মণদিগকে তত্ত্ববিজ্ঞা ও যজ্ঞানুষ্ঠানাদি বিষয়ে উপদেশ দিতেন তাঁহাদেব নিশ্চয়ই জ্ঞাবক ও অনুগৃহীতেব দল ছিল। এই জ্ঞাবক দলেব দিন দিন সংখ্যাবৃদ্ধিও সহজেই অনুমিত হইতে পাবে। ইহাবা সকলেই যে ধীবে ধীবে ব্রাহ্মণদিগেব প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি হাবাইতেছিল তাহাতেও সন্দেহ কবিবাব হেতু নাই। কাজেই ব্রাহ্মণদিগেব সহিত ক্ষত্রিয় বাজ্ঞবর্গেব প্রকাশ্য বিবোধ না থাকিলেও ভিতবে ভিতবে এক একটি বিরুদ্ধ দল বা সম্প্রদায়েব উদ্ভব ও সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছিল।

যে আবণ্যক ও উপনিষদেব যুগে ক্ষত্রিয় বাজ্ঞবর্গ তত্ত্ব-বিজ্ঞান ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ কবিয়াছিলেন সেই যুগে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসধৰ্মেবও প্রভাব ও প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অনেক রাজা সৰ্বমেধ যজ্ঞে বাজ্য, সম্পদ ও ধনবত্ত্ব বিলাইয়া দিয়া অবণ্যবাসী যাযাবব সন্ন্যাসী হইয়া মোক্ষসাধনে নিযুক্ত হইতেন। ইহাবা যদিও আত্মোন্নতি ও মোক্ষলাভেব জন্ত সাধাবণতঃ তপশ্চৰ্চাতেই নিযুক্ত থাকিতেন, তথাপি সমবেত নবনাবীব নিকট তত্ত্বব্যাখ্যায় বিবত থাকিতেন না। বুদ্ধমূলে বসিয়া যখন এই সকল সৰ্বত্যাগী অনাশ্রমী সন্ন্যাসী তত্ত্ববিজ্ঞাব ব্যাখ্যা কবিতেন তখন তাঁহাদেব অসাধাবণ ভ্যাগগুণে আকৃষ্ট শ্রাবকেব দল ধীবে ধীবে ক্ষাতসাৰে বা অজ্ঞাতসাৰে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়েব বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইয়া উঠিতেছিল। এইভাবে ভাবতবৰ্ষে সাম্প্রদায়িক মতেব বিভিন্নমুখিতাব উদ্ভব ও বিকাশ হইতেছিল,—কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থা ও আচাব-ব্যবহাব এবং যজ্ঞাদিৰ অনুষ্ঠান পূৰ্ববৎ সমাজে চলিতেছিল। তবে হিংসা-

মূলক যন্ত্রানুষ্ঠান ও অন্ধ ধর্মকর্মের প্রতি অনাদর ও অশ্রদ্ধাবও বৃদ্ধি ও বিকাশ হইতেছিল। কালক্রমে এই অশ্রদ্ধা হইতে বৈদিক আর্থধর্মের বিরুদ্ধে একটা ধুমায়মান বিদ্রোহবহিষ্কৃত হয়। ধুমায়মান বহিষ্কৃত চিরকাল ধুমায়মান থাকে না। একদিন না একদিন জলিয়া উঠিবেই। কিন্তু সংখ্যাবাহুল্যের অভাবে অথবা শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রচারের অভাবে এই সকল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ আর্থবিদ্রোহ বহুকাল ধুমায়মান ছিল, জলিয়া উঠে নাই।

ব্রাহ্মগণের বিরুদ্ধে এই সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহবহিষ্কৃত কোন কালে ও কোন দেশে প্রথম ধুমায়মান হইয়াছিল এবং ইহার প্রথম কার্যক্রম কিপ্রকার ছিল তাহা যথার্থভাবে নির্ণয় করা এখন একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহ যে এককালে জাগিয়াছিল এবং তাহার প্রভাব যে প্রবল ও স্থায়ী হইয়াছিল তাহার আভাস আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যের কিংবদন্তীসমূহে সংগৃহীত রহিয়াছে। পরশুরাম ভার্গব কোন কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা এককপ অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু তিনি বৈদিক যুগের পরে এবং জৈন ও বৌদ্ধযুগের পূর্বে কোনও কালে ক্ষত্রিয় শোণিতে ধরিত্রী কলঙ্কিত করিয়াছিলেন সে বিষয়ে একরূপ নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। পবনশুরাম যে একলাই একখানা পরশু হাতে করিয়া একুশবার ধ্বাকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস করা যায় না, নিশ্চয়ই তাহার দলবল ছিল, এবং নিশ্চয়ই তিনি সমগ্র পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় কবিত্তে পাবেন নাই। হয় তো একুশবার তিনি সদলবলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজে



নাবাষণেব সপ্তম অবতাবৰূপে প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত হইয়াছেন। কোনও পবাক্রান্ত বাজাব বিরুদ্ধে পবশুবামেব অভিযান হইয়া থাকিলে ঐ বাজাব নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইত না। বোধ হয় ব্রাহ্মণবিবোধী মতপ্রচাবক ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসীদেব বিরুদ্ধেই পবশুবামেব অভিযান হইয়াছিল। যাহাই হউক ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রবল বিরোধের এইটিই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সময়ে বা ইহাবই পবে দেখা যায় ব্রাহ্মণ সন্তান জ্যোৎস্নাৰ্য যুদ্ধবিগ্রহাবিশাবদ হইয়াছেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় বাজাব অধীন হইয়া কাৰ্য কবিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় ব্রাহ্মণ্য সমাজে তাঁহাব যোগ্য সম্মান লাভ কবিত্তে পাবেন নাই। নিষাদতনয় একলব্যেব উপাখ্যানে তিনি নিন্দিত হইয়াছেন। তাঁহাব পুত্র অশ্বখামা হীন কৰ্মেব জন্ত শাস্তি লাভ কবিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েব মধ্যে বিবোধ যে বহুকাল চলিয়াছিল তাহা মানিয়া লইবাব বিপক্ষে যুক্তি নাই। খুব সম্ভবতঃ কুব্জক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই বিবোধেব অবসান কবিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েব মিলন ঘটাইয়া সমগ্র ভাবতবর্ষে এক ধৰ্মৰাজ্য স্থাপন কবিয়াছিলেন। বিষ্ণু দেবতাৰ অবতাবভূত ক্ষত্রিয় নৃপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধোন্মত্ত ব্রাহ্মণেব পদচিহ্ন বন্ধে ধাবণ কবিয়া সনাতন কালেব মানবেব নিকট ধৰ্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণেব ধৰ্মহীনতা ও জ্ঞানহীনতাৰ পবিচয় বন্ধা কবিয়াছেন এবং জাতি-ধৰ্মনিৰ্বিশেষে পতিতেব উদ্ধাব সাধন কবিয়া তাহাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছেন। হয় তো এইকণ সাম্প্রদায়িক বিবোধেব নিষ্পত্তিব জন্ত যুগে যুগে বহুবাব তাঁহাকে অবতাব গ্রহণ কবিত্তে হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এ বিবোধ সমুদ্রেব তবদেব ত্রায় প্রবাহিত হইয়া আসিবাছে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই বিরোধ কোথায় প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা আবিষ্কার করা অতি দুস্বাধ্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রভাব যে সমগ্র আৰ্য্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যেব কিয়দংশ পর্যন্ত দেশে অনুভূত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আৰ্য্যাবর্তের পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ অঙ্গ-বঙ্গ - কলিঙ্গ-মগধে এই বিদ্বেষবহি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। আৰ্য্যকৃষ্টির বহির্ভূক্ত এই সকল দেশের অধিবাসিগণ আৰ্য্যসভ্যতায় নবদীক্ষিত হইবার পরও বহুকাল মধ্যদেশবাসী আৰ্য্যগণ কর্তৃক অবজ্ঞাত হইয়াছে। আৰ্য্য ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্র অনুসারে এদেশে পদার্পণ করিলে নির্ভাবানু আৰ্য্যসন্তানকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। শুধু তাহাই নহে, এদেশের ভাষাগুলিও আৰ্য্যদিগের নিকট ববাবব অবজ্ঞাত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে একবার “হে অরয়ঃ” স্থানে “হে অলয়ঃ” এই প্রাচ্যদেশেব উচ্চারণ আৰ্য্য ব্রাহ্মণগণের বেদমন্ত্র দূষিত করিয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ‘পরবর্তী যুগের নাটকাদিতেও মাগধী ভাষা চোর, লম্পট, ধীবর, ভৃত্য প্রভৃতি হীন পাত্রের ভাষা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে প্রাচ্যদেশবাসী অনাৰ্য্যগণ আৰ্য্য-কৃষ্টি-ভুক্ত হইয়াও বহুকাল আৰ্য্য সভ্যতার সর্ববিধ অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু তথাপি এই প্রাচ্যদেশবাসিগণ আৰ্য্য সভ্যতা ও আৰ্য্য সভ্যতার সহিত আগত সংস্কৃত ভাষাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। আৰ্য্য ভাষার আদর্শে প্রাচ্য ভাষাবও সংস্কার হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালে,—আরণ্যক ও উপনিষদের যুগে মিথিলার বদান্ত নৃপতি রাজর্ষি জনকের আশ্রয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ রচিত হইয়াছে। নানা দিগদেশ হইতে

চিন্তাশীল ঋষিগণ জনকের বাজসভায় সমবেত হইয়াছেন। এই সকল সম্মানার্থে অতিথি বভ্যর্থনা ও পুস্কাবাব জন্ত জনকের রাজ-কোষ মুক্ত ছিল। পূর্ব ও পশ্চিমাব শুভ মিলনে জনকের বাজধানী পুণ্যভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। প্রাচীন কালের মিথিলাকে এই হিসাবে আর্য সভ্যতার একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়। তর্কে পবাজিত ব্রাহ্মণাব ও জনকের পুস্কার ও দক্ষিণাদি লাভ কবিতেন। কিন্তু তথাপি এই দানশীল বাজর্ষির তিবোধানের পব এদেশের অধিবাসিগণ মধ্যদেশবাসী আর্যগণ-কর্তৃক অনাদৃত ও অবজ্ঞাত হইয়াছে। ফলে ব্রাহ্মণদিগের ধর্মাস্তান ও যজ্ঞকর্মদিব নিন্দায় এই দেশের অধিবাসিগণের চিন্তা বিবাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল বিবেচ-বিবাক্ত-চিন্তা জন-গণের মুখপাত্রকপে মহাবীবস্বামী ও বুদ্ধদের হিংসামূলক বৈদিক যজ্ঞাস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কবিয়া দুইটি নূতন ধর্ম প্রচাব কবিয়াছেন। উভয় ধর্মবই মতে হিংসা অধর্ম, অহিংসাই পবম ধর্ম। হিংসামূলক বৈদিক যজ্ঞাস্তান ধর্মকর্ম নহে, অধর্ম; পুণ্য নহে, পাপ। ফলে এদেশে বৈদিক যজ্ঞাস্তানের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে : এত কাল বাহারা মুখ কুটিয়া বেদ-বিবেচ প্রকাশ কবিতে পাবে নাই, তাহাবা মুক্তকণ্ঠে প্রাণ খুলিয়া অহিংসা মন্ত্র প্রচাব কবিতে লাগিয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞমানকে যজ্ঞাস্তানে ব্রতী করিয়া পরকালে স্বর্গলাভের প্রলোভন দেখান, তাহাবা নিজেবাই অন্ধ ; পরকে পথ দেখাইবেন কেমন করিয়া ? যজ্ঞে পশুবধ কবিলে যদি সেই পশুব স্বর্গলাভ ঘটে, তবে কেন পুবোহিত যজ্ঞে পিতুবধ কবিয়া আপন পিতাকে স্বর্গে প্রবেণ কবেন না ? যজ্ঞাস্তানের ফলে যজ্ঞমান যে স্বর্গ লাভ কবিলে

বলিয়া পুরোহিত তাহাকে প্রলুব্ধ করেন, সে স্বর্গ কি পুরোহিত নিজে দেখিয়াছেন? দেবতা ও পুণ্যাস্থানদিগের বিলাসভূমি এই স্বর্গনামক দেশ কি তাঁহাদের স্ব-কপোল-কল্পিত আকাশ-কুসুম নয়? তাঁহাদের এই সমস্ত কর্ম কেবল জীবিকা অর্জনের জন্ত প্রবঞ্চনামূলক উপায় মাত্র নয়? যে যজ্ঞমান পুরোহিতকে যত বেশি দক্ষিণা দান করিতে পাবে, তাহার তত বেশি প্রশংসা হয়।

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের এইসকল বিষয় স্পষ্টভাবে পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্মের প্রাদুর্ভাবের পূর্বকালে মগধদেশের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের অশান্ত জাতিসমূহের মধ্যে হিংসামূলক বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমাজে ব্রাহ্মণ জাতির অর্থোক্তিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে একটা প্রবল জনমত উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই বেদবিরোধী জনগণের মুখপাত্ররূপে মহাবীর স্বামী [ও পার্শ্বনাথ] মগধপতলে সমাগত সহস্র সহস্র শ্রবণোৎসুক জনগণের মধ্যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া যে ধর্মব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্ব-কপোল-কল্পিত আবিষ্কার নহে, তাহা এইসকল জনগণের উর্বর মানস-ক্ষেত্রে বহু পূর্ব হইতেই বীজরূপে উদ্ভূত ও অঙ্কুরিত হইয়াছিল। মহাবীর স্বামীর মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী সেচনে সেই-সকল অঙ্কুরিত বীজ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এবং কালক্রমে সেইসকল বীজ হইতে উদ্ভূত ধর্মবৃক্ষ বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়া সমগ্র ভাবভবর্ষে এবং ভারতের বাহিরে বহু দেশে পবিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

জৈন ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতীয় জনগণের মনোমধ্যে জৈনধর্মের যেসকল মৌলিক উপাদান নিহিত ছিল, সেগুলি সংক্ষেপে এই :

- ১। বৈদিক দেবতাব প্রাতি বিশ্বাস হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।
  - ২। ব্রাহ্মণের উপর ক্ষত্রিয়ের প্রভাব বর্তিয়াছে এবং ক্ষত্রিয়েরা তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা কবিয়াছেন।
  - ৩। কর্মফলে দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে।
  - ৪। কর্মফল-জন্তু জন্মান্তরে বিশ্বাস জন্মিয়াছে।
  - ৫। অহিংসা পরম ধর্ম, হিংসা মহাপাপ এই বিশ্বাস প্রচাৰিত হইয়াছে।
  - ৬। পশুমেধ যজ্ঞেব বিরুদ্ধে অহিংসাব প্রভাব আসিয়াছে ; দান যজ্ঞ ও সর্বমেধ যজ্ঞ তাহার পরিণতি।
  - ৭। দেবগণেব সৃষ্টি-কর্তৃত্বে সংশয় জাগিয়াছে : তাঁহাবাও সৃষ্ট জীব বলিয়া প্রচাৰিত হইয়াছেন।
  - ৮। দেবতাবাও কর্মফলেব অধীন।
  - ৯। কর্মফল খণ্ডনেব উপায় তপস্যা ও কৃচ্ছ সাধন।
  - ১০। সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাস ধর্মে আস্থা বিস্তার পাইয়াছে।
  - ১১। সর্বমেধ যজ্ঞেব অনুষ্ঠান পূর্বক ক্ষত্রিয় রাজত্বগণেব সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ বহু স্থলে সংঘটিত হইয়াছে।
  - ১২। ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী কর্তৃক ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও পশুমেধ যজ্ঞেব নিন্দা হইয়াছে।
  - ১৩। পবপ্তবাম প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়েব বিরুদ্ধে অভিযান কবিয়াছেন। সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয় ধর্মব্যাখ্যাভূগণেব বিরুদ্ধেই পবপ্তরামেব অভিযান ঘটয়াছিল।
- মগধ বা পূর্বভাবতেব ব্রাহ্মণেতব আৰ্হগণের মনোমধ্যে যে-সকল ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-বিকল্প মতবাদ, বিশ্বাস ও সংশয় বহুকাল ধবিয়া সঞ্চিত ও পুষ্টি হইতেছিল অবগ্যাচাবী ক্ষত্রিয়-সন্ন্যাসিগণেব ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও আলোচনার ফলে তাহাদেব যে পরিণতি

ঘটিয়াছিল তাহাই জৈন ধর্মের মূল ভিত্তি। আরণ্যক ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসীরা সমাগত শ্রাবকমণ্ডলীর নিকট যে অহিংসা ধর্ম ও কর্মফল খণ্ডনেব উপদেশ দিতেন তাহাই মহাবীর স্বামীব নিকট সুনিয়ন্ত্রিত ও শাস্ত্র-নিবদ্ধ হইয়া জৈন ধর্মরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

## জৈন সাহিত্য

জৈনসাহিত্য সাধারণতঃ জৈনদিগের ধর্মসাহিত্য। জৈন ধর্মসাহিত্যকে সাধারণতঃ ‘আগম’ নামে অভিহিত করা হয়। এই আগম গ্রন্থগুলি ‘অঙ্গ’ ও ‘অঙ্গ-বাহিরিয়’ ভেদে দ্বিবিধ। অঙ্গবাহিরিয় গ্রন্থগুলি আবার ‘অঙ্গপ্পবিট্ট’ ও ‘অণঙ্গপ্পবিট্ট’ ভেদে দ্বিবিধ। ‘আগম’ গ্রন্থগুলিব সংখ্যা ৪৫। ১১খানি ‘অঙ্গ’, ১২খানি ‘উবঙ্গ’ ( উপাঙ্গ ) ১০খানি ‘পইয়’ ( দশ প্রকীর্তিকাঃ ), ৬খানি ‘ছেয়সুত্ত’ ( ‘ষট্ ছেদসুত্তানি’ ), ২খানি বিশিষ্ট গ্রন্থ এবং ৪ খানি ‘মূলসুত্ত’ ( মূলসুত্ত ) লইয়া ৪৫খানি আগম।

একাদশ অঙ্গ : (১) আয়ারংগ (আচারঙ্গ ), (২) সূয়গড়ংগ ( সূত্রকৃতঙ্গ ), (৩) ঠাংগ ( স্থানঙ্গ ), (৪) সম-বাংগ ( সমবারঙ্গ ), (৫) ভগবতী বিয়াহাপন্নত্তি ( ব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তি ) (৬) নায়্যাম্মকহাও ( জ্ঞাতাধর্মকথাঃ ), (৭) উবাসগদসাও ( উপাসকদশাঃ ), (৮) অমুগড়দসাও ( অমুগুদদশাঃ ), (৯) অগুত্তবোববাইয়াদসাও ( অনুত্তবোপপাত্তিক দশাঃ ), (১০) পণ্হাবাগবগাইং ( প্রশংসাকরণানি ), (১১) বিবাগসুয়ং ( বিপাকসুত্ত ) [ এবং অমুনালুপ্ত (১২) দ্টিট্টিবায় ( দ্টিট্টি-বায়ঃ ) ] ।

দ্বাদশ উপাঙ্গ : (১) উবদাইয় ( উপপাত্তিক ), (২)

বায়পসেণইজ বা বায়পসেণইয় ( রাজপ্রত্নীয় ), (৩) জীবাভি-  
গম, (৪) পন্নবণা ( প্রজ্ঞাপনা ), (৫) সূবপন্নত্তি বা সূবিয়-  
পন্নত্তি ( সূর্যপ্রজ্ঞত্তি ), (৬) জম্বুদ্বীপপন্নত্তি ( জম্বুদ্বীপ-  
প্রজ্ঞত্তি ), (৭) চন্দ্রপন্নত্তি ( চন্দ্রপ্রজ্ঞত্তি ), (৮) নিবযাবলী,  
(৯) কপ্পাবড়ংসিআও ( কল্লাবত্তংসিকা: ), (১০) পুপ্পি-  
আও ( পুপ্পিকা: ), (১১) পুপ্পচুলিআও ( পুপ্পচুলিকা: )  
(১২) বণ্হিদসাও ( বৃষ্টিদশা: ) ।

দশ প্রকীর্ত্তক : (১) চউসবণ ( চতুঃশবণ ), (২) আউব-  
পঁচক্খাণ ( আতুবপ্রত্যাখ্যান ), (৩) ভত্তপবিজ্জা ( ভক্ত-  
পবিজ্জা ), (৪) সংথাব ( সংস্তাব ), (৫) তন্মুলবেয়ালিয়  
( তন্মূলবৈতালিক ), (৬) চন্দাবিজ্জায় ( চন্দ্রাবিধ্যক ) বা  
চন্দাবীজ বা চন্দাবিজ্জা ( চন্দ্রবিজ্জা ), (৭) দেবিন্দখঅ  
( দেবেন্দ্রস্তব ), (৮) গণিবিজ্জা ( গণিতবিজ্জা ), (৯) মহাপচক্-  
খাণ ( মহাপ্রত্যাখ্যান ), (১০) বীবখঅ ( বীব স্তব ) ।

ষট্ ছেদ গ্রন্থ : (১) নিসীহ ( নিশীথ ), (২) মহানিসীহ  
( মহা-নিশীথ ) (৩) ববহাব ( ব্যবহাব ), (৪) আয়াবদসাও  
( আচারদশা: ), (৫) কপ্প ( বৃহৎকল্প ), (৬) পঞ্চকল্প ( পঞ্চকল্প ) ।  
মতান্তবে (৪) দসসুত্তক্খক্ক ( দশস্তুতস্কন্ধ ), এবং (৭) জীয়  
কপ্প ( জিতকল্প ) ।

বিশিষ্ট গ্রন্থদ্বয় : নন্দী বা নন্দিমুত্ত ( নান্দীমুত্র ), (২)  
অণুগদাব ( অনুযোগদাব ) ।

চতুমূল সূত্র : (১) উত্তবজ্জায়ণ ( উত্তবাজ্যয়ন ), (২)  
আবসসয় ( আবশ্যক ), (৩) দসবেয়ালিয় ( দশবৈকালিক ),  
(৪) পিণ্ডনিজ্জুত্তি ( পিণ্ডনিযুক্তি ) । মতান্তবে (৩) ওহনিজ্জুত্তি  
( ওঘনিযুক্তি ), ও (৪) পক্খী ( পাক্ষিকসূত্র ) ।

মহাবীৰ স্বামীৰ উপদেশ চৌদ্দটি ‘পুৰ্ব’ (চতুৰ্দশ পূৰ্ব) বা প্রাচীন শাস্ত্রে নিবদ্ধ ছিল। এই ‘পুৰ্ব’গুলি মহাবীৰ স্বামীৰ নিজের শিষ্য ও গণধরগণ জানিতেন। এই চতুৰ্দশ পূৰ্ব বাহাদেৱ কণ্ঠস্থ ছিল তাঁহারা ‘চতুৰ্দশ-পূৰ্ব’ বলিয়া কথিত হন। এখন ‘পূৰ্ব’গুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতকে স্থূলভদ্ৰ স্ববিৰেব অধিনায়কত্বে পাটলিপুত্ৰ নগৰে যে প্রথম জৈন মহাসংঘের অধিবেশন হয় তাহাতে চৌদ্দটি পূৰ্ব শাস্ত্ৰের সার লইয়া দ্বাদশখানি অঙ্গগ্রন্থ সংকলিত হয়। সেই বাবোখানি অঙ্গগ্রন্থের সৰ্ব শেষ গ্রন্থ ‘দৃষ্টিবাদ ( দিট্টিবায়)’ আবার কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। কলে দেবধিগণী ক্ষমা-শ্রমণের অধিনায়কত্বে বলভীনগৰে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে যে মহাসংঘ আহুত হয় তাহাতে ৪৫খানি ‘আগম’ পুনঃ-সংস্কৃত ও পুস্তকাকারে লিখিত হয়। দেবধিগণীর পূৰ্বে ‘আগম’ সমূহ লিখিত বা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয় নাই। ৩২ অঙ্কৰে এক একটি ‘গ্রন্থ’ ( বা শ্লোক ) ধৰিয়া এই আগম-গুলির অঙ্কর-সংখ্যা নির্ধাৰণ কৰা হয়। লিখিত পুথিগুলিতে এবং অধুনা মুদ্রিত পুস্তকসমূহে এই ‘গ্রন্থ’সংখ্যা ( যেমন : ‘গ্র’ ১২০৩ ) দেওয়া থাকে।

জৈন আগমগুলির এই ইতিহাস হইতে প্রতীয়মান হয় যে চৌদ্দটি পূৰ্বে মহাবীৰ স্বামীৰ মুখনিঃসৃত বাণী নিবদ্ধ ছিল। মহাবীৰ স্বামীৰ শিষ্যগণ এই পূৰ্বগুলির ব্যাখ্যা-বিস্লেষণাদি দ্বাৰা ৫ তৎসহ আখ্যায়িকা দি ছুড়িয়া ৪৫খানি আগম প্রণয়ন কৰিবাড়েন। বোনও বোনও আগমের সত্যিহাস নান জানা আছে : ৪র্থ উপাঙ্গ পটনয়া স্থানায়-প্রণীত, ৫ম মূলভদ্ৰ ‘দক্ষবহানিন’ ( দক্ষবৈবানিন ) ৬ম ৩৬



রচিত, ৩য় ও ৫র্থ ছেদসূত্র 'ব্যবহার' ও 'দশাশ্রতস্কন্ধ' ভদ্রবাহু-বিবচিত, ১ম প্রকীরণক 'চউসবণ' বীবভদ্রকথিত, ছেদ-সূত্র 'জিতকল্প' জিগভদ্র-সংবচিত, নান্দিসূত্র দেবর্ধি-বিরচিত। ইহা ছাড়া অধিকাংশ আগমই অজ্ঞ শূদ্র (আর্য শূদ্রমা) কর্তৃক জন্মস্বামীব নিকট বিবৃত হইয়াছে। সূতবাং মহাবীব স্বামীব মুখনিঃসৃত বাণী অবলম্বন করিয়া বচিত হইলেও আগমগুলি মহাবীব স্বামীর বচনা নহে।

ভদ্রবাহু বিবচিত কল্পসূত্র গ্রন্থখানি মূলতঃ আগম-বহির্ভূত গ্রন্থ হইলেও দেবর্ধির বলভী সংঘে এটি আগম-প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে (খেরাবলীতে) দেবর্ধিগণী ক্রমাশ্রমগণেব নাম ও প্রশংসা আছে।

### আগম সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

আচারারাজ : দুই খণ্ডে বা শ্রুত-স্কন্ধে বিভক্ত। প্রথম শ্রুতস্কন্ধে আত্মা, কর্ম, সংসার, জীব, অহিংসা, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ ও তৎসম্পর্কিত দার্শনিক আলোচনা আছে। এই সব জানা চাই এবং জানিয়া তদনুসাবে কাজ করা চাই। দ্বিতীয় শ্রুতস্কন্ধেব প্রথম খণ্ডে ভক্ত (অন্ন), শব্যা, বাক্য, বস্ত্র, ভিক্ষাপাত্র ও পবিগ্রহ বিবয়ে উপদেশ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে মহাবীব স্বামীব সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আছে। এই জীবন কাহিনী অবলম্বন কবিয়া ভদ্রবাহু তাঁহার কল্পসূত্রে জিনচবিত্র লিখিবাছেন। গদ্য-পদ্যে মিশ্রিত অতি প্রাচীন বচনা শূদ্র কর্তৃক তৎশিষ্য জন্মস্বামীকে উক্ত। সংসাবত্যাগ ও সম্যাস গ্রহণেব উপদেশে গ্রন্থখানি পবিপূর্ণ। যাকোবি এই গ্রন্থেব মূল ও অনুবাদ প্রকাশ কবিয়াছেন।

(২) সূর্যগড়ংগঃ জৈন মতের বিরুদ্ধে যে সকল ধর্মমত সেই সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল সেই সকল তীর্থিক-মতের বিরুদ্ধে সমালোচনা এবং তরুণ নিগ্রহগণকে এই সকল মতবাদীদিগের কবল হইতে মুক্ত থাকিবার উপদেশে এই অঙ্গ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। সংসারের নানাবিধ প্রলোভন এবং নারীর প্রলোভন হইতে মুক্ত থাকিবার উপদেশ এবং সংক্ষেপে নরক-বর্ণনা ইহাতে আছে। শীলাঙ্কাচার্য কৃত টীকাসহ বোম্বাই আগম-সংগ্রহ গ্রন্থ-মালায় প্রকাশিত, ১৯১৭।

(৩) ঠাণংগঃ ১ হইতে ১০ পর্যন্ত সংখ্যায় নানাবিধ তথ্যেব আলোচনা এবং দৃষ্টিবাদ নামক অধুনালুপ্ত দ্বাদশ সংখ্যক অঙ্গ গ্রন্থেব সংক্ষিপ্ত স্মৃতি এই গ্রন্থে আছে। আগম সংগ্রহ গ্রন্থমালায় ৩য় গ্রন্থরূপে প্রকাশিত, বারাণসী ১৮৮০। এই সংস্করণে একটি সংস্কৃত ও প্রাকৃত টীকা আছে। অভয়দেব স্মৃতিব টীকাসহ ১৯১৮-২০ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই নগরে মুদ্রিত আর একটি সংস্করণ আছে।

(৪) সমবারংগঃ স্থানাজস্মৃতের সংখ্যাগত বহু বিষয়ের আলোচনায় এই গ্রন্থেব অধিকাংশই কাটিয়াছেঃ লক্ষাধিক সংখ্যায় ব্যবহার হইয়াছে। দ্বাদশ অঙ্গ ও চতুর্দশ পূর্বের সংক্ষিপ্ত স্মৃতি লইয়া গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে। ১৮ প্রকার ব্রাহ্মী লিপির কথা এই গ্রন্থে থাকাতে কেহ কেহ মনে করেন যে গ্রন্থখানি অধিক প্রাচীন নহে। বারাণসী নগরে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে এবং অভয়দেব স্মৃতির টীকাসহ আগম সংগ্রহ গ্রন্থমালায় বোম্বাইনগরে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

(৫) ভগবতী বিম্বাহা পন্নতিঃ মহাবীর স্বামীর ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা বিষয়ে প্রজ্ঞাপ্তি বা শিক্ষা; গোতম ইন্দ্রভূতির

প্রশ্ন ও মহাবীর স্বামীৰ উত্তর সমূহ লইয়া এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ সংকলিত। বহু আগম গ্রন্থেব তত্ত্ব ও তথ্যেব ব্যাখ্যা এবং মহাবীর স্বামীৰ জীবনী এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। মহাবীর স্বামীৰ পূৰ্বপুরুষগণেৰ বিবৰণ, পার্শ্ব, জামালি ও গোসাল মক্খলিপুত্ৰ ও তাহাদেব ধৰ্মমতেব সমালোচনা, কৰ্মবন্ধন, সংসাৰ, মূৰ্ত্তি প্রভৃতি দাৰ্শনিক তত্ত্বেব ব্যাখ্যা, স্বৰ্গ, নবক প্রভৃতিৰ বিবৰণ ইত্যাদিতে গ্রন্থখানি বিৰাট আকাৰ ধাবণ কৰিয়াছে। আগম সংগ্রহ গ্রন্থমালায় বাবাংসী নগৰে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং অভয়দেব সূৰিৰ টীকাসহ বোম্বাই নগৰে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 'উবাসগদসাও' গ্রন্থেৰ পৰিশিষ্টে হোআৰ্ন'লি এই গ্রন্থেব ১৫শ খণ্ড হইতে গোসাল মক্খলিপুত্ৰেব বিবৰণ অনুবাদ কৰিয়াছেন। বেণীমাধব বড়ুয়া কলিকাতা বিভিউ পত্রিকায় ( ১৯২৭ জুন ৩৫৫ পৃঃ ) এবিষয়ে আলোচনা কৰিয়াছেন।

(৬) নান্নাধম্মকহাঃ : নানাবিধ ধৰ্মকাহিনীতে পৰিপূৰ্ণ দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথমখণ্ডেব ৮ম পৰিচ্ছেদে উনবিংশ তীৰ্থংকব মিথিলা-বাজকুমাৰী মল্লীৰ বিবৰণ আছে। দিগম্বেবো ইহাকে নাবী বলিয়া স্বীকাৰ কৰেন না, তাঁহাদেব নিকট এই তীৰ্থকবেৰ নাম 'মল্লীনাথ'। তাঁহাদেব মতে কোনও নাবী জন্মান্তৰ পৰিগ্রহ না কৰিয়া মুক্ত হইতে পারেন না। অভয়দেব সূৰিৰ টীকাসহ আগম সংগ্রহ গ্রন্থমালায় বোম্বাই নগৰে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই অঙ্গে কালী দেবীৰ কাহিনী একটী ধৰ্মকথাকপে বিবৃত হইয়াছে।

(৭) উবাসগদসাও : দশজন উপাসক বা গৃহী জৈনেব জীবনকথা। জম্বুস্বামীৰ নিকট আৰ্য সূহ্ম এই কাহিনীগুলি

বিবৃত্ত করিয়াছেন। ৭ম পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে গোসাল মক্খলিপুত্তের কুম্ভকার শিষ্য সন্দালপুত্ত মহাবীর স্বামীৰ উপদেশ পাইয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিল। অভয়দেবের সংস্কৃত টীকা ও ইংরেজি অনুবাদসহ হোআর্নলি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন (Calcutta Bib. Ind. 1885-88)। আগমোদয় গ্রন্থমালায় অভয়দেবের টীকাসহ বোম্বাই নগরে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৮) অম্বুগড়দসাঃ জীবনান্তকারী পবমপবিত্র সাধু-গণের কাহিনী লইয়া দশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত অঙ্গগ্রন্থ; এক্ষণে আট অংশে বিভক্ত। অভয়দেব স্মৃতির টীকাসহ ৮ম, ৯ম ও ১১শ অঙ্গ একত্রে বোম্বাই আগমোদয় গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে। বার্নেট (L. D. Barnett) অম্বুগড়দসা ও অম্বুত্তরোববাইয়দসাব অনুবাদ করিয়াছেন (Oriental Translation Fund, London, 1907).

(৯) অম্বুত্তরোববাইয়দসাঃ ষাঁহারা সাধনপ্রভাবে অম্বুত্তর বিমান লাভ করিয়াছেন সেই-সব পবমপবিত্র সাধুগণের কাহিনী লইয়া রচিত দশ পরিচ্ছেদ, এক্ষণে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। গোঁতম স্মৃশ্মের বাল্যকথা ও দ্বারবতীনগরীর যাদব নৃপতি কৃষ্ণের কাহিনী মহাভারতের অম্বুরূপ ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে, কেবল কৃষ্ণকে জৈন করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রায়োগবেশন দ্বারা মোক্ষ লাভের বহু কাহিনী এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

(১০) পণ্হা-বাগবগাইঃঃ প্রথমমুহ ও তাহাদেব ব্যাকরণ বা ব্যাখ্যা এই দশ দ্বাব বা পরিচ্ছেদে রচিত : অঙ্গগ্রন্থ। প্রথম পাঁচটি 'দ্বাবে' পঞ্চমহাব্রত ও পরবর্তী পাঁচটি দ্বাবে পঞ্চমহাব্রত জন্ত পুণ্য আলোচিত হইয়াছে। বোম্বাই আগমোদয়-গ্রন্থ-

মালায় অভয়দেব সূরির টীকাসহ ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(১১) বিবাগস্মরণং (বিপাকশ্রুতম্) : সৎকর্ম বিপাকের অর্থাৎ কর্মপরিণতিব দশটি ও অসৎকর্ম বিপাকের দশটি কাহিনী। অভয়দেব সূরির টীকাসহ আগমোদয় গ্রন্থ-মালায় বোম্বাই নগরে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত।

(১২) দ্বাদশ সংখ্যক অঙ্গ ‘দৃষ্টিবাদ’ লুপ্ত হইয়াছে। (দৃষ্টি = মত, ধর্মমত)। বিভিন্ন ধর্মমতের আলোচনা এই অঙ্গে ছিল। দৃষ্টিবাদ অঙ্গ পাঁচ ভাগে বিভক্ত : (১) পবিকস্মং বা আগম সূত্র হৃদয়ংগম করিবার জন্য আবশ্যক বোড়শবিধ পূর্বকৃত্য। (২) স্মৃতিহিং—৮৮টি সূত্রে তীর্থিক মতসমূহের খণ্ডন। (৩) পুষ্কগঞ—চতুর্দশ পূর্ববিষয়ক বিবরণ। (৪) অনুযোগ বা তীর্থকরণ ও অত্যাশ্র সাধুগণের বিষয়ে পৌরাণিক কাহিনী। (৫) চুলিয়া (চুলিকা) বা পবিশিষ্ট।

উবঙ্গ (উপাঙ্গ) : প্রত্যেক অঙ্গেব একখানি কবিতা উপাঙ্গ আছে।

(১) উববাইল্ল (উপপাদিক) : দুই খণ্ড : প্রথম খণ্ডে কুণিয় ভিন্তাসারপুত্ত পুন্নভদ্র স্তূপে মহাবীর স্বামীব বাণী শ্রবণ কবেন; পাপপুণ্যেব ফলভোগ জন্য চাবি গতিতে (নারকগতি, তির্যগ্গতি, মনুষ্যগতি, ও দেবগতি) জন্মগ্রহণের বিষয়ে বক্তৃতা। দ্বিতীয় খণ্ডে গোতম ইন্দ্রভূতিব প্রশ্ন ও মহাবীর স্বামীর উত্তর,—এইকপ প্রশ্নোত্তরবলে পুনর্জন্ম ব্যাখ্যা। যে যে উপায়ে দেবগণের বিমানলোকে উপপাত (অবস্থান, স্থান

লাভ) হইতে পারে যোড়শখা তাহার বর্ণনা। লেউমান ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে মূলগ্রন্থ শব্দসূচিসহ প্রকাশ করেন। আগমোদয় গ্রন্থমালায় উপাঙ্গ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় উপাঙ্গে ‘বর্ণক’ (পুনরুক্ত বাক্য) সমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা আছে।

(২) রায়পসেনহীজ্জ (রাজপ্রত্নীয় সূত্রম্) : স্থবির কেসী ও রায়পএসী—এই দুই জনের মধ্যে প্রমোত্তর ক্রমে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা। দেহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ আত্মা এই কথা কেসী প্রমাণ করিতে চাহিলে পএসী বলিলেন যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত চোরের দেহ কাটিয়া কুটিয়া তিনি তাহা হইতে আত্মা বাহির করিতে পারেন নাই। তাহাতে স্থবিব বলেন দাছ কাঠ-খণ্ড কুটি কুটি করিয়া কাটিলে তাহার মধ্যে অগ্নিব খোঁজ পাওয়া যায় না। মলয়গিবির টীকাসহ আগমোদয় গ্রন্থমালায় ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত।

(৩) জীবাজীবভিগম : জীব ও অজীবের জ্ঞান : ইন্দ্রভূতি গোতম ও মহাবীর স্বামীর মধ্যে কথোপকথন : ২০ খণ্ডে সমাপ্ত। ভূগোল—দ্বীপ, সাগর ইত্যাদি বর্ণনা। সংক্ষেপে নাম জীবভিগম। বোম্বাই শেঠ দেবচাঁদ লালভাই জৈন পুস্তকালয় হইতে মলয়গিবির টীকা সহ ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত।

(৪) পন্নবণা (প্রজ্ঞাপনা) : আৰ্য সাম বিরচিত ৩৬ পরিচ্ছেদে বিভক্ত জীবগণের ত্রৈণীবিভাগ। আৰ্য ও স্পেছ জাতির উল্লেখ আছে। মলয়গিবির টীকা ও নারকচন্দ্রকৃত সংস্কৃত অনুবাদসহ পন্নবণা ভগবতী, কাশী ১৮৮৪। বোম্বাই আগমোদয় গ্রন্থমালায় ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রামাচার্য-দ্বন্দ্ব জীমন্-মলয়-গির্ঘাচার্য-বিহিত-বিবরণসূত্র প্রজ্ঞাপণো পাঙ্গম্।

(৫) সূর্যপন্নতি (সূর্য প্রজ্ঞপ্তি) : জৈন জ্যোতিষ গ্রন্থ, দ্বাদশ বাশি, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রের বিবরণসহ। স্থানান্দ্রমতে 'অঙ্গ-বাহিরিয়' গ্রন্থ। মলয়গিবির টীকাসহ আগমোদয় গ্রন্থমালায় ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত : সূর্য প্রজ্ঞপ্তি-উপাঙ্গম্।

(৬) জম্বুদ্বীপ-পন্নতি (জম্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তি) : ভাগবত ও বিষ্ণুপুর্বাণেব অনুকণ ভূগোলগ্রন্থ : জম্বুদ্বীপ বর্ণনা। ভারতবর্ষ বর্ণনায় বাজা ভবতেব কাহিনী। স্থানান্দ্রমতে 'অঙ্গবাহিরিয়'। বোম্বাই জৈন পুস্তকালয় হইতে শাস্তিচন্দ্রের টীকাসহ প্রকাশিত।

(৭) চন্দ্র পন্নতি (চন্দ্র প্রজ্ঞপ্তি) : সূর্য প্রজ্ঞপ্তিবে জ্যায় জৈন জ্যোতিষগ্রন্থ। স্থানান্দ্রমতে 'অঙ্গবাহিরিয়'।

(৮) নিরুপাবলিন্নাও (নিরুপাবলিন্নাশুভ্রং = নিরুপাবলিকসূত্রম্) : চম্পা রাজ্যের বাজা কুণিষ (কুণিক) অজ্ঞাতশত্রুবে দশ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁহাদের মাতামহ বৈশালীব বাজা চেষ্টক কর্তৃক নিহত হইয়াছিল এবং নিবয় বাস করিয়াছিল। চন্দ্রশুবিব টীকাসহ আহমদাবাদ আগমোদয় গ্রন্থমালায় ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত।

(৯) কপ্পাবড়ংসিআও (কল্পাবতংসকাঃ) : ৮ম অঙ্গে বর্ণিত দশ বাজপুত্রের কাহিনী। সন্ন্যাস গ্রহণের ফলে তাহাবা বিমানলোক প্রাপ্ত হয়। সেই-সব বিমানলোকেব বর্ণনা।

(১০) পুপ্পিক্সাও (পুপ্পিকা) : পুপ্পকাবোহণে যে-সকল দেব-দেবী মহাবীব স্বামীকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন কবিবাব জ্ঞাত আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগেব পূর্বেতিহাস মহাবীব স্বামী ইন্দ্রভূতিকে বলিতেছেন।

(১১) পুষ্পচুল্লিকাও (পুষ্পচুল্লিকা) : ১০ম উপাঙ্গের পরিশিষ্টস্বরূপ দশটি অঙ্করূপ কাহিনীর সমাবেশ।

(১২) বৃষ্টিদশাও (বৃষ্টিদশা) : অবিশিষ্টনেমি বর্ণিত ১২ জন বৃষ্টিবংশীয় রাজপুত্রের দীক্ষার কথা।

দশ পল্পর (দশ প্রকীর্তিকা) : দশ প্রকীর্তক গ্রন্থ আগমের পবিশিষ্ট স্বরূপ।

(১) চট্টসরগ : অর্হৎ, সিদ্ধ, সাধু ও ধর্ম—এই চতুষ্টয়বর্ণেব স্তুতি, ৬৩ শ্লোকে। বীরভদ্র ইহার রচয়িতা।

(২) আউরপচ্চক্ষাণ (আত্মরপ্রত্যাক্ষান) : এবং (৩) মহাপচ্চক্ষাণ (মহাপ্রত্যাক্ষান) : কবিতায় নিবদ্ধ সংসারাত্তব মৃত্যুকাঙ্ক্ষী সন্ন্যাসীর সংসারসুখ-প্রত্যাক্ষানেব কথা। 'বালমরণ' বা অভ্যঙ্গনের মৃত্যু প্রাকৃতিক নিয়মে অবশ্যস্বাবী। সে মরণে পতন-অর্থাৎ পুনর্জন্মও অবশ্যস্বাবী। কিন্তু ভক্তত্যাগপূর্বক ইচ্ছামৃত্যু পুনর্জন্মনিবারণ কবে। স্মৃত্যয় গাঁথা ছুঁচ যেমন আবর্জনাস্ত্রুপে পড়িলেও হারাইয়া যায় না সেইরূপ জ্ঞানীর আত্মা সংসাবে হাবাইয়া যায় না। শুধু অস্থি লইয়া চর্বণ কবিবার সময়ে ভ্রান্ত কুকুর যেমন মনে করে যে সে সারবস্তু পাইয়াছে তেমনি নির্বোধ সংসারী মনে কবে যে সে সুখ ভোগ করিতেছে। নারীসঙ্গ-সুখে সুখ নাই, অবসাদ আছে। আত্ম জীবনের পাপ কাহিনী গুরুকে শুনাইয়া যে পাপী ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে সে ভার-বিহীন ভাব-বাহীর ছায় লঘু। এইরূপ বহু নীতি কথা ও উপদেশ এই দুই গ্রন্থে আছে।



(৩) ভক্ত পরিনা (ভক্ত পরিজ্ঞা) ও (৪) সংস্কার (সংস্কার)—এই দুই গ্রন্থে অসংখ্য পাপীৰ প্রায়শ্চিত্তের কথা বর্ণিত আছে। ভক্তপরিণা=আহাব ত্যাগ। সংস্কার= তৃণান্তবণ শয্যা।

(৫) তন্দুলবেয়ালিঙ্গা (তন্দুলটৈচারিকা) : বিজয়বিমলসূরি গ্রন্থখানি নিম্নরূপ নাম ব্যাখ্যা কবিতাছেন : “তন্দুলানাং বর্ষশতযুষ্-পুরুষ-প্রতিদিন-ভোগ্যানাং সংখ্যা-বিচারেণোপলক্ষিতং তন্দুলটৈচারিকং নামেতি,” (বর্ষশতযুষ্ পুরুষের ঋতু তন্দুল বা চাউলের সংখ্যাবিচার দ্বারা উপলক্ষিত গ্রন্থ)। মহাবীর ও গোঁতমের কথোপকথনে গ্রথিত গ্রন্থ গল্প-পদ্মময়। ভ্রূণোৎপত্তি হইতে ক্রমে ক্রমে মানবশিশুর বিকাশ পর্যবেক্ষণ ও দেহবিজ্ঞান। আগমোদয় গ্রন্থমালায় প্রকাশিত। বোম্বাই জৈন পুস্তকালয়ে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত : প্রত্নপূর্বধব-নির্মিতং ত্রীতন্দুলটৈচারিকং ত্রীমদ-বিজয়-বিমল-গণি-দৃষ্-বৃত্তি-যুতম্ সাবচূর্ণিকং চ চতুঃশবণম্।

(৬) চন্দ্রাবিজ্জ্বল (চন্দ্রাবেধ্যক) : গুরুশিষ্যের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার বিধান।

(৭) দেবিন্দ্রস্থল (দেবেন্দ্রস্তব) : দেবরাজগণের শ্রেণীবিভাগ ও বাসস্থান।

(৮) গণিবিজ্জা (গণিতবিজ্ঞা) : জ্যোতিষ বিষয়ক গণিত।

(১০) বীরথঅ (বীরস্তব) : মহাবীরের স্তব ও বিভিন্ন নাম।

[ প্রকীর্তক গ্রন্থ অসংখ্য : নান্দী সূত্র মতে ৮৪০০০। ৮৪০০০ ঋষভশিষ্যের প্রত্যেকের নিকট এক একখানি ছিল। গচ্ছান্নার

পল্লভা (‘গচ্ছ’ অর্থাৎ মঠে অবস্থানকালে পালনীয় আচার বিষয়ে প্রকীর্ত্তন), আচার্য, উপাধ্যায়, নিগ্রহ ও নিগ্রহী-দিগের জন্ত পালনীয় নিয়মাবলী। মরণসমাহী (মরণ সমাধি) মরণেব জন্ত সমাধি বা ধ্যান। আগমোদয় গ্রন্থ-মালায় চউসরণ, আউরপচ্চক্ষাণ, মহাপচ্চক্ষাণ, ভন্তপরিয়া, তন্দুলবেয়ালিয়া, সস্থার, গচ্ছায়ার, গণিবিজ্জা, দেবিন্দখয় ও মরণসমাধি আছে। ভাবনগরে প্রকাশিত সংস্করণে চউসরণ, আউর-পচ্চক্ষাণ, ভন্তপরিয়া, ও সস্থার আছে।]

ষট্ ছেদসূত্র : ছেদশব্দেব জৈন পবম্পরাগত অর্থ জানা যায় নাই। তবে এগুলি সবই জৈন সম্যাসধর্মে পালনীয় আচার-বিধি ও শৃঙ্খলাবিধি। সম্ভবতঃ এগুলি সংকলিত গ্রন্থ, পরবর্তী সংযোজন, অর্থাৎ আগম-প্রবিষ্ট। ছেদগ্রন্থ-গুলির মধ্যে তিনটি নাম (দসা-কপ্প - ববহার) একসূত্রে গ্রথিত ও এক ঋতস্বক্কে সন্নিবেশিত পাওয়া যায়। ‘নিসীহ’ (নিবেধ) ও ‘মহা-নিসীহ’ বোধ হয় পরবর্তী সংযোজন। ‘দসা,’ ‘আয়ার-দসাও’ বা ‘দসাসুয়ক্খক্’ প্রবাদ, অনুসাবে ভদ্রবাহুর বচনা। এই ‘দসা’ গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদ ভদ্রবাহুর কল্পসূত্র নামে পরিচিত। কল্পসূত্রবিষয়িণী আলোচনা পবে দ্রষ্টব্য। পঞ্চম ছেদগ্রন্থ বৃহৎকল্পসূত্র বা বৃহৎ-সাধুকল্পসূত্রই প্রকৃত এবং প্রাচীন কল্পসূত্র। অনেকে মনে করেন যে ভদ্রবাহুর নামে প্রচলিত পৃথক কল্পসূত্রখানি বলভী মহাসংঘে দেবর্ধিগণী ক্ষমাস্রমণ কর্তৃক আগম-প্রবিষ্ট। ছেদ গ্রন্থসমূহেব মধ্যে তিনটি তিনটি ‘কল্প’ পাওয়া যায় : ‘কপ্প’ (বৃহৎকল্প), ‘পঞ্চকল্প’ ও ‘জীয়কল্প’ (জিতকপ্প)।

এইগুলির মধ্যে কেবল জিতকল্প জিনভদ্র বিবচিত। অন্যান্যগুলি সম্ভবতঃ ভদ্রবাহুবচিত। কল্পমূত্রগুলিতে সম্যাসীদিগের পালনীয় আচাৰ ও শৃঙ্খলা বিষয়ে বিধিবিধান আছে। ব্যবহাৰ মূত্রে এই বিধানাবলীর পৰিশিষ্ট স্বৰূপ। কল্পমূত্রে যে শাস্তিৰ ব্যবস্থা আছে, ব্যবহাৰমূত্রে তাহাবই প্রয়োগ ব্যবস্থা আছে। ‘নিসীহ’ (নিষেধ) গ্রন্থে দৈনন্দিন ক্রটি-বিচ্যুতি ও নিয়মভঙ্গ-জন্ত অপরাধের শাসন ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ব্যবহাৰ গ্রন্থেই এই সকল শাসন ব্যবস্থা বিহিত থাকায় অনেকে ‘নিসীহ’ গ্রন্থ-খানিকে পৰবর্তী বচনা বলিয়া মনে করেন। ‘আয়াবংগ’ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় চূলা বা পৰিশিষ্ট অবলম্বন কৰিযাই এই সকল বিধি-নিষেধ সংগৃহীত হইয়াছে। ‘পঞ্চকপ্প’ গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। জিনভদ্র কৃত জিতকল্পকে যেমন কেহ কেহ ষষ্ঠ ছেদগ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করেন, তেমনি আবার কেহ কেহ ‘পিণ্ড-নিজ্জুতি’ ও ‘ওহ-নিজ্জুতি’ নামক আচাৰ ও শাসন-ব্যবস্থাবিষয়ক দুইখানি গ্রন্থকেও ছেদগ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রাচীন ‘মহানিসীহ’ গ্রন্থখানিও সম্ভবতঃ বিলুপ্ত। প্রচলিত গ্রন্থখানি প্রাচীন গ্রন্থের স্থানে উক্ত কালে গৃহীত। কর্ম-বন্ধন-জনিত দুঃখকষ্টের বিবয়, ব্রতভঙ্গজনিত পাপ, পাপস্বীকার ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা ‘মহানিসীহ’ গ্রন্থে আছে। হিন্দু পুৰাণ হইতে গৃহীত বহু কাহিনী এবং নববচিত বহু কাহিনী এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাষা ও ভাবে এ গ্রন্থ আধুনিক-গঙ্গী।

‘নন্দী’ ও ‘অগ্নিওগদার’ কখনও কখনও প্রকীর্ত্ত গ্রন্থ মধ্যে পৰিগণিত হইলেও এ দু’খানি প্রকীর্ত্ত গ্রন্থ নয় : দুই খানিই

প্রকাণ্ড গ্রন্থ। জৈন আগম ও জৈন ধর্মাবলম্বী, জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্তই এই দুই গ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। নন্দী ( শুভ পূর্বাভাষ ) গ্রন্থখানি জৈন প্রবাদ অনুসারে দেবর্ষিগণী ক্ষমা-শ্রমণ-প্রণীত। বোম্বাই আগমোদয় গ্রন্থমালায় ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে এ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে : “নন্দীসূত্রম্, শ্রীমন্-মলয়-গির্ঘাচার্য-প্রণীত-বৃদ্ধি-যুতং শ্রীমদ্ দেব-বাচক-ক্ষমাশ্রমণ নির্মিতম্।” ঐ আগমোদয় গ্রন্থমালায় ‘অনুযোগদ্বাব’ও ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছে : “অনুযোগদ্বারাণি হেমচন্দ্র সূবি নির্মিত-বৃদ্ধি-যুতানি।” নন্দীব আরম্ভে মহাবীব স্বামীব স্তোত্র ও তৎপবে চতুর্বিংশতি তীর্থকব, একাদশ গণধব, পরে ধেবাবলী ( দেবর্ষি-গুরু ‘দূসগণী’ পর্যন্ত ) আছে। এই দুইখানি গ্রন্থকে জৈন বিশ্বকোষ বলা যায়। জৈন ধর্ম ছাড়াও অনেক বিষয় এই দুই গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। মিথ্যাশ্রুতম্ ( মিছানুশ্রুত, পরধর্ম ), লৌকিক ( লৌহিএ ) জ্ঞান - বিজ্ঞান, মহাভারত ( ভাবহ ), বামায়ণ প্রভৃতিব বিবরণ উভয় গ্রন্থেই আছে। তাছাড়া কোটিলীয় অর্থশাস্ত্র ( কোডিল্লং ), বাৎস্তায়নেব পূর্বাচার্য ঘোটকমুখেব কামসূত্র ( ঘোড়য়মুহং ), বৈশেষিকদর্শন ( বইসেসিয়ং ), বুদ্ধশাসন, কপিলের দর্শন ( কাবিলং ), পুরাণ, পাতঞ্জলশাস্ত্র ( পাংজলি ), গণিতশাস্ত্র ( গণিঅং ), ভাগবত-পুবাণ ( ভাগবয়ং ), নাটক ( নাড়য়াই ) এবং সাজোপাজ, বেদচতুষ্টয়ের কথা আছে। ইহা ছাড়া আছে কাব্যরস, আদিরস, ব্যাকরণ, সমাস, কাল-বিভাগ ইত্যাদি।

### মূলসূত্র চতুষ্টয়ঃ

মূলসূত্র চতুষ্টয় মধ্যে উত্তরজ্বরয়ণ বা উত্তবাধ্যয়নসূত্রই প্রধান। ৩৬ অধ্যায়ে এই বিরাট গ্রন্থ বিভক্ত। কর্ম, পাপ,

পুণ্য, জ্ঞানীব ইচ্ছামৃত্যু, অজ্ঞানীব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে মৃত্যু, সাধু সন্ন্যাসী, ভণ্ড সন্ন্যাসী, বত্ত চতুষ্টয় ( মনুষ্যকুলে জন্ম, জৈন ধর্মে দীক্ষালাভ, জৈন ধর্মে বিশ্বাস ও আত্মসংযম ) প্রভৃতি নানা বিষয়ে উপদেশ আছে। সমগ্র গ্রন্থখানি মহাবীরেব উক্তি হইলেও অষ্টম অধ্যায়টি কপিলেব এবং আলোচনাটি ‘কাবিলিয়ং’ বলিয়া বর্ণিত। ষোড়শ অধ্যায় বহু কাহিনীতে পবিপূর্ণ : অনেক কাহিনীই হিন্দু সাহিত্য হইতে গৃহীত। ২৩শ অধ্যায়ে তর্ক দ্বাৰা একজন পার্শ্ব শিষ্য ও একজন মহাবীর শিষ্য উভয়েব গুরু প্রবর্তিত ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা কবিতেছে। ২২শ অধ্যায়ে কৃষ্ণ ও বৃষ্ণি বংশের কথা আছে। গল্পটি সংক্ষেপে বিবৃত হইল :

সূর্যপুত্র নগবে দুইজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। প্রথম বসুদেবের দুই পত্নী : বোহিনী ও দেবকীর গর্ভে রাম ও কেশব নামে দুই পুত্র জন্মে। দ্বিতীয় সমুদ্রবিজয়েব পত্নী শিবাব গর্ভে অবিষ্টনেমিব জন্ম হয়। অবিষ্টনেমিব সহিত বিবাহ দিবাব জন্ম কেশব চাহিলেন রাজকন্যা রাজমতীকে। রাজমতীব পিতা সম্মত হইলে অবিষ্ট জাঁকজমকেব সহিত বিবাহ কবিতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে অসংখ্য পিঞ্জবাবদ্ধ পশু দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিয়া জানিলেন যে তাঁহাব বিবাহ-উৎসবে এইগুলিকে বধ কবা হইবে। ককণায অভিভূত অবিষ্টনেমি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ কথা শুনিয়া শোক-বিহ্বলা রাজমতীও কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণেব প্রতিজ্ঞা কবিলেন। সন্ন্যাসিনী হইয়া পর্যটনকালে একদিন বৃষ্টিব সময় রাজমতী আর্দ্রবস্ত্রে একটি গুহায় আশ্রয় লইলেন। সেখানে অল্প কেহ নাই ভাবিয়া তিনি তাঁহাব

বজ্রখানি অঙ্গ হইতে মোচন কবিতা লইয়া শুকাইতে লাগিলেন। অবিষ্টনেমির অগ্রজ রথনেমি ইতিপূর্বে ঐ গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাজীমতীর নগদেহেব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে বিবাহ কবিতার প্রস্তাব কবিলেন। রাজীমতী তাঁহাকে তিরস্কার কবিতা বলিলেন : একেব নিষ্ঠীবন অশ্বেব খাত্ত হওয়া উচিত নয়। তাঁহার এই তীব্র তিরস্কাবে রথনেমির জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, অন্ধুশ-তাড়িত হস্তীব ন্যায় তিনি ধর্মপথে প্রত্যাবর্তন করিলেন। [ চার্পেটিয়াবেব অনুবাদসহ ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে আপসালা নগবে 'উত্তবাধ্যয়ন' মুদ্রিত হইয়াছে। শাস্তি আচার্যের টীকাসহ জৈন পুস্তকালয় হইতে তিন খণ্ডে এবং আগমোদয় গ্রন্থমালা হইতেও এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৩-২৭ খ্রীস্টাব্দে আগ্রা নগরে তিন খণ্ডে, উপাধ্যায় কমলসংঘের টীকাসহ, বিজয় ধর্মসূত্রিবি শিষ্য মুনি শ্রীজয়ন্ত বিজয় কতৃক খবতব গচ্ছেব পক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। যাকোবিব ইংবেজি অনুবাদ আছে (S. B. E. Vol. 45)। মহাবীৰ প্রদত্ত ৩৬টি অগৃষ্ট প্রশ্নেব উত্তব লইয়া এই ৩৬ অধ্যায়ে নিবদ্ধ উত্তবাধ্যয়ন গ্রন্থ। ]

দ্বিতীয় মূলসূত্র আবসুসন্ন (আবশ্যক বা স্বভাব-বশ্যক)। ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই আগমোদয় গ্রন্থমালায় শ্রুতকেবলী শ্রীভদ্রবাহু স্বামীব নিযুক্তি সহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

তৃতীয় মূলসূত্র দাসবেস্সালিন্ন (দর্শনবৈকালিক সূত্র) সেজ্জংভব প্রণীত। কথিত আছে যে তীর্থকরেব, মূর্তিদর্শনে সেজ্জংভবেব বৈরাগ্য-সঞ্চার হইলে তিনি অন্তঃসত্ত্বা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ কবেন। যথাকালে প্রসূত

পুত্র ‘মানক’ পিতাব উদ্দেশে গৃহত্যাগ কবিয়া আসিয়া পিতাব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবেন। পুত্র ছয় মাস মাত্র জীবিত থাকিবে জানিয়া পিতা সেজ্জাভব এই ‘দসবেয়ালিয়া’ গ্রন্থ রচনা কবিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া জ্ঞানী পুত্র ধ্যানাসনে বসিয়া দেহত্যাগ কবিয়া বিমানলোকস্থ হন। এই গ্রন্থেব দ্বিতীয় খণ্ডে বাজীমতীৰ গান আছে। এই গানে উদ্ভাস্ত বথনেমিকে তীব্র ভিবঙ্কাব কবা হইয়াছে। কথিত আছে বীৰ নির্বাণেব ৯৮ বৎসব পবে মানকেব নির্বাণ ঘটে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই নগবে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

চতুর্থ মূলসূত্র পিণ্ডনিজ্জুত্তি ( পিণ্ডনিযুক্তি ) : ভদ্রবাহু স্বামি-প্রণীত। ভদ্রবাহুবিবচিত ওহনিজ্জুত্তি ও পিণ্ডনিজ্জুত্তি গ্রন্থদ্বয়কে কেহ কেহ ছেদসূত্রেব অন্তর্নিবিষ্ট কবিয়া থাকেন। ধর্মজীবন ও ধর্মজীবনেব শাসনবিধান এই দুই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ‘পক্খি’ বা পাক্ষিক সূত্রও এইসঙ্গে আসে, পক্ষ-ব্যাপী স্বীক্যাবোক্তিব বিধান। “ভদ্রবাহু স্বামি-প্রণীতা পিণ্ডনিযুক্তিঃ মলয়গিৰ্য্যার্চাবিবৃত্তা” বোম্বাই জৈন পুস্তকালয় হইতে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত। “ওঘনিযুক্তিঃ, ভদ্রবাহু স্বামি বিবচিতনিযুক্তিঃ, শ্রীমৎ পূৰ্বাচার্য বিবচিত ভাষ্যবৃত্তা, শ্রীমদ্ ভোগাচার্য সূত্রিত বৃত্তিবৃত্তা” আগমোদয় গ্রন্থমালা, ১৯১৯। পাক্ষিকসূত্রম্—যশোদেব সূত্রিব টীকাসহ জৈন-পুস্তকালয়ে মুদ্রিত, ১৯১১।

### দিগম্বর জৈনদিগের আগমচতুষ্টয়

চাৰি শ্রেণীতে বিভক্ত, ‘বেদচতুষ্টয়’ নামে অভিহিত, দিগম্বরদিগেব কতকগুলি গ্রন্থ। এইগুলিব নাম ‘অনুবোগ’

বা পশ্চাৎ সংযোজিত আগমগ্রন্থ। প্রথমানুশ্লোক গ্রন্থমালায় আছে বহুবিধ পুরাণগ্রন্থ। অধিকাংশই হিন্দু সাহিত্যের বিকৃতি। পদ্মপুরাণ (বামায়ণ), হরিবংশ (বৃষ্ণিবংশ বা মহাভাবত), ত্রিষষ্টি লক্ষণপুরাণ (৬০ জন মহাপুরুষের পুণ্যকাহিনী) মহাপুরাণ, উত্তরপুরাণ।

করণানুশ্লোক গ্রন্থমালায় আছে সূর্যপন্নতি, চন্দ্রপন্নতি ও জয়ধবলা।

দ্রব্যানুশ্লোক গ্রন্থমালায় আছে দার্শনিক তত্ত্বসমূহের বিবরণ। কুন্দকুন্দ বচিত দর্শনগ্রন্থ, উমান্বাতিবচিত তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র এবং সমস্তভদ্রকৃত আপ্তমীমাংসা।

চরণানুশ্লোক গ্রন্থমালায় আছে আচারগ্রন্থ। বট্টকেব প্রণীত মূল্যচার ও ত্রিবর্ণাচার এবং সমস্তভদ্রকৃত রত্নকবণ্ড-শ্রাবকাচাব।

### আগম-বহির্ভূত জৈনসাহিত্য

ভাষাঃ জৈন আগম সাহিত্যের ভাষা সাধারণতঃ অর্ধ-মার্গধী (বা হেমচন্দ্রমতে ‘অর্ধ’) ভাষা বলিয়া পবিচিত। কিন্তু আগম-বহির্ভূত জৈনসাহিত্য নানা ভাষায় লেখা : (১) সংস্কৃত, (২) প্রাকৃত, (৩) অপভ্রংশ প্রাকৃত, (৪) গুজরাটী, (৫) কন্নড় ও (৬) হিন্দী। যদিও জৈন সাহিত্যের ভাষা সাধারণভাবে প্রাকৃত ভাষা এবং প্রদেশ বিশেষের কথ্য প্রাকৃত ভাষা, তথাপি খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক হইতে পরবর্তী যুগের সাহিত্যে অথবা তৎপূর্ববর্তী যুগের দর্শনসাহিত্যে অনেকেই সংস্কৃত ব্যবহার করিয়াছেন। টীকা বচনায় (অতি প্রাচীন টীকাকার ভিন্ন) প্রায় সকলেই সংস্কৃত ব্যবহার করিয়াছেন।



খ্রীষ্টীয় নবম শতক বা তৎপৰবৰ্তী যুগেৰ সাহিত্যে অনেকে আধুনিক ভাৰতীয় ( স্কজবাটী, কন্নড় বা হিন্দী ) ভাষাৰ ব্যবহাৰ কৰিয়াছেন। সুতৰাং আগম-বহিৰ্ভূত জৈন সাহিত্যে নানা দেশে নানা ভাষাৰ ব্যবহাৰ হইয়াছে।

বিশ্ববাস্তৱঃ বামায়ণ, মহাভাৰত, পুৰাণ, জ্যোতিষ অলঙ্কাৰ, আয়ুৰ্বেদ, ছন্দ, উপাখ্যান প্রভৃতি প্রাচীন ভাৰতীয় সাহিত্যেৰ প্ৰায় সকল বিশ্ববাস্তৱই জৈনসাহিত্যে ৰূপান্তৰিত বা পৰিবৰ্তিত আকাৰে ( জৈন মনোবৃত্তিৰ অনুকূল আকাৰে ) স্থান পাইয়াছে। ভীৰ্থংকৰদিগেৰ কাহিনী, স্তোত্র, অভিনব জৈন পুৰাণ বা সৃষ্টিতত্ত্বেৰ কথা, জৈন সাধুপুৰুষদিগেৰ জীবনী, স্থবিবাবলী, পট্টাবলী, এবং অনেক অভিনব জৈনকাহিনী জৈনসাহিত্যেৰ বিশিষ্ট মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিয়াছে। বৌদ্ধ জাতকেৰ আয় জৈন কথাসাহিত্য সুবিস্তৃত এবং এই সাহিত্যে অগ্ৰ সাহিত্যেৰ বহু আখ্যান জৈন ৰূপ গ্ৰহণ কৰিয়া স্থান পাইয়াছে। এমন কি কালিদাসেৰ শকুন্তলা, বিক্ৰমোৰ্বশী ও মেঘদূতৰও অনুকৰণ হইয়াছে। বাৎস্তায়নেৰ কামশাস্ত্ৰও বাদ যায় নাই। কিন্তু সকল প্ৰকাৰ ৰচনাতেই একটি জৈন ধৰ্ম বা জৈন মনো-বৃত্তিৰ অনুকূল ছাপ পড়িয়াছে।

জৈন ৰামায়ণ ( পদ্ম পুৰাণ, বা পদ্ম চৰিত > পটম চৰিত ) : বাল্মীকিৰ বামায়ণেৰ মূল আখ্যানটিকে জৈন হাঁচে ঢালিষা ৰূপান্তৰিত কৰিয়া জৈন পদ্মপুৰাণ বা জৈন বামায়ণেৰ আখ্যান বচিত হইয়াছে। বান, লক্ষ্মণ, বাবণ, সুগ্ৰীব, হনুমান প্রভৃতি সকলকেই জৈন কবিয়া লওয়া হইয়াছে। ছ'একটি নামেও পৰিবৰ্তন আছে : বামেৰ নাম 'পদ্ম,' বামেৰ মায়ের নাম 'অপবাজিতা'। বানবেবা বানব নয়, 'বিজ্ঞাধব'।

বান্ধসেরাও বিজ্ঞাধরের বংশ। কুম্ভকর্ণের নাম 'ভান্নকর্ণ,' শূর্ণধার নাম 'চন্দ্রমুখা'। প্রথমে কৃতযুগে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তিন বর্ণ ছিল। বিজ্ঞাধরও ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিল না। সকলেই ছিল জৈন, সমস্ত জগৎটাই জৈন। ব্রাহ্মণেরা পরে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারাই যজ্ঞ ও জীবহিংসা প্রবর্তিত করিয়াছে।

রামায়ণ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বিমল স্মরিত 'পটুম চবির' বীব নির্বাণের ৫৩০ বর্ষ পরে (খ্রীষ্টীয় ৪ অব্দে) প্রাকৃত ভাষায় আৰ্য্য ছন্দে লিখিত। যাকোবি সম্পাদিত সংস্করণ, ভাবনগর, ১৯১৪। মহাবীৰ স্বামীর অভিনাট্য শিশু গোতম ইন্দ্রভূতি এই কাহিনীর বক্তা (ইনি মহাবীর স্বামীর নিকট ইহা শুনিয়াছিলেন)। শ্রোতা মগধাধিপতি শ্রেণিক বিম্বিসার। সারাংশ নিম্নে সংগৃহীত হইল।

মগধের রাজধানী রাজপুর নগরে মহারাজ শ্রেণিক যখন রাজা ছিলেন, সেই কালে কুণ্ডগ্রাম নগরে মহারাজ সিদ্ধার্থের ঔরসে রাজ্ঞী ত্রিশলার গর্ভে অশ্বম ভগবান্ মহাবীরের জন্ম হয়। '৩০ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কেবলী হন। একদিন 'বিপুল' পাহাড়ে দেব, মনুষ্য ও সর্বজীব সমক্ষে মহাবীরস্বামী 'আত্মা,' 'কর্ম' 'জন্মান্তর,' 'কর্মমুক্তি' ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে মহারাজ শ্রেণিক (বিম্বিসার) উপস্থিত ছিলেন।

বক্তৃতা শুনিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পরও মহারাজ শ্রেণিক মহাবীর স্বামীর বাণী ভুলিতে পারিলেন না। রাত্রিকালে চিন্তালস চিন্তে তিনি শয়ন করিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নযোগে তিনি ভাবিতে লাগিলেন পূর্বজন্মের কর্মফলে যদি

জীব অলৌকিক শক্তি ও নানাবিধ সদৃশ্যেব অধিকাবী হয়, তবে অশেষ শক্তিশালী বাক্ষসরাজ বাবণ নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে অনেক সৎকর্ম কবিয়া থাকিবেন এবং সেই সৎকর্মের ফলেই তিনি বাজকুলে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি মাংসাহাব কবিতেন কেন? তাঁহাব ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ (বা ভানুকর্ণ) বৎসবে ছয়মাস ঘুমাইয়া থাকিতেন এবং তাবপব জাগবিভ হইয়া হস্তী প্রভৃতি বহু জীবের মাংস আহাব কবিয়া আবার ছয় মাসেব জন্ম ঘুমাইয়া পড়িতেন কেন? আবার যে দেববাজ ইন্দ্র তাঁহাব প্রবল প্রতাপে স্বর্গে দেবগণেব উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন তিনিই বা কেন বাবণেব নিকট বন্দী হইলেন? সিংহ কি হবিণেব নিকট বন্দী হয়? মদ-মত্ত হস্তী কি কুকুবেব নিকট পবাজিত ও লাঞ্চিত হয়? বামায়েণেব উপাধ্যান নিশ্চয়ই মিথ্যা কথাব সমষ্টি!

নিজাভ্যেব পব প্রাতঃকালে মহাবাজ সদলবলে মহাবীব-শিষ্য গৌতমেব (গোয়মেব) নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন বামায়েণেব এইসব অদ্ভুত ও অবিদ্বান্ধ কথ্য সত্য হইল কি প্রকাবে? ইহা শুনিয়া গৌতম মহাবীব স্বামীৰ নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন সেইকপই উত্তব দিলেন ও বলিলেন : সৎকবি সত্য কথ্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু অসৎ কবিব বচনায় মিথ্যা কথ্য স্থান পায়। বাবণেব বিষয়ে বাজীকিব কথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি আপনাকে মহাপুরুষ-দিগেব সত্য জীবনকথ্য শুনাইব।

বিশ্ব ও বিশ্বস্থিতি বর্ণনা এবং কৃতযুগেব প্রথম তীর্থংকব ঋষভদেবেব জীবনচবিত বর্ণনাৰ পব গৌতম বলিলেন :

কৃত যুগে কেবল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণ

ছিল। ব্রাহ্মণ ছিল না। সকলেই জৈন ধর্ম মানিত। তারপর ইন্দ্রজাল-বিদ্যাবিৎ বিদ্যাবগণের উদ্ভব হয়। তারপর ইক্ষ্বাকু বংশ ও চন্দ্র বংশের উদ্ভব হয়। এইকালে দ্বিতীয় তীর্থংকব অজিতনাথ প্রাহুভূত হন। বানব দ্বীপে কিক্ষিক্যাপুর নামে এক নগর আছে। বানরেবা গণ্ড নহে, বিদ্যাব। তোরণে, পতাকায, গৃহচূড়ায়, বথশীর্ষে বানবেব চিহ্ন ব্যবহার কবার জন্ত তাহাদিগের নাম বানব বা বানর-ধ্বজ।\*

লঙ্কা দ্বীপে রাবণ, বাবণ-ভগিনী চন্দ্রমুখা, রাবণ-ভ্রাতা ভানুকর্ণ এবং বিভীষণের জন্ম হয়। তপস্যা প্রভাবে ইহার। সকলেই অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন ও ইন্দ্রজাল-বিদ্যাবিৎ হয়। যে বংশে বাবণ জন্মগ্রহণ করে সেই বান্দস বংশীয়গণ নবখাদক ছিল না, তাহাবা ছিল বিদ্যাব। রাবণের গর্ভধাবিণী বিচিত্রশক্তি-সম্পন্ন মুক্তার মালা বাবণেব গলায় জড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেই সকল মুক্তায় বাবণেব মস্তকেব প্রতিবিশ্ব পড়ায় সেই প্রতিবিশ্বিত মুক্তাগুলি এক একটি মস্তকের মত দেখাইত। এইরূপে নয়টি প্রতিবিশ্ব বাবণেব মস্তক বেষ্টন করিয়া দেখা যাইত বলিয়া রাবণের নাম হয় ‘দশানন’, বস্তুতঃ পক্ষে রাবণের মাথা একটাই ছিল। মহাবাজ রাবণ পরম জৈন ছিল, জৈন সাধুদিগের সৎকার করিত এবং বহু জৈন মন্দির নির্মাণ কবাইয়াছিল। এইকালে ব্রাহ্মণদিগেব উৎপত্তি হয় এবং জৈনদিগেব সহিত তাহাদিগেব প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। এক ব্রাহ্মণেব ‘পর্বত’ নামে এক পুত্র ও ‘নাবদ’ নামে এক

---

\*পশ্চিম মহা পর্বতে স্থিত ‘বনবাস’ নগবেব ‘কদম্ব’ বাজগণ ৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহাদেব বাজ-পতাকায বানব-চিহ্ন ব্যবহাব কবিতেন এবং ‘বানব-ধ্বজ’ নামে বিদিত ছিলেন।

শিষ্য ছিল। গর্হিতভাবে সন্ন্যাসধর্ম পালন কবায় (অর্থাৎ জৈন আচার না মানিয়া ব্রাহ্মণের আচার পালন কবায়) পর্বত নবখাদক রাক্ষস বংশে জন্মগ্রহণ করে এবং ইন্দ্রজাল প্রভাবে ব্রাহ্মণের আকার ধারণ কবিয়া যজ্ঞ ও জীব হত্যার বিধান দেয়। কিন্তু পবন জৈন নাবদ এই যজ্ঞ ও জীব হত্যার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কবিয়া বলেন : যজ্ঞীয় পশু অর্থে কাম-ক্রোধাদি বিপুল বুদ্ধিতে হইবে; দক্ষিণা অর্থে সত্য, ক্ষমা ও অহিংসা এবং যজ্ঞফল অর্থে 'স্বর্গ' নয়, 'নির্বাণ'। বুদ্ধিতে হইবে। যজ্ঞে যে পশু হত্যা কবে সে ব্যাধের মতই নিবয়গামী হয়। পূর্বজন্মে একজন নিগ্রহেব নিগ্রহ কবাব অপবাধে দেববাজ ইন্দ্রকে বাবণের নিকট পবাজিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু বাবণ তাঁহাকে বন্দী কবিয়া বাধে নাই, জাঁক-জমকের সহিত লঙ্কায় আনিয়াই তাঁহাকে মুক্ত কবা হইয়াছিল।

পরম জৈন রাজা দশবধের জ্যেষ্ঠা মহিষী অপবাজিতাব পুত্র পদ্ম, মধ্যমা সুমিত্রাব পুত্র লক্ষ্মণ এবং কৈকেয়ীৰ পুত্র ভবত ও শত্রুঘ্ন। দশবধের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনন্তবধ রাজ্য ত্যাগ করিয়া নিগ্রহ হইয়া গেলে দশবধ রাজ্যভাব গ্রহণ কবেন। একটি জৈন মন্দিরে রাজা দশবধ পুত্রগণের সহিত অষ্টাহ ব্যাপী জিনার্চনা ও স্নান বন্দনা কবেন। অবত্থ স্নানের পব নাবীদেব স্নানের জন্ত তীর্থোদক পাঠাইয়া দেওয়া হয়। জ্যেষ্ঠা মহিষী স্নানের জল না পাইয়া রুষ্ট হন এবং আত্মহত্যার উদ্যোগ কবেন। রাজা যখন তাঁহার সহিত আলাপে নিযুক্ত, সেই সময়ে কঙ্কুকী জল লইয়া গিয়া বাণীৰ মন্তকে ঢালিয়া দেয়। ইহাতে বাণীৰ বোধশাস্তি হয়। বিলম্বেব কাবণ

জিজ্ঞাসা করায় কঙ্কী বলে : আমি বুদ্ধ হইয়াছি, আমার দেহ গো-শকটের আয় বীর গতিতে চলে। শিখিলাগ্রহ সখাব মত চোখ দুটি ভাল কাজ কবে না। অসৎ পুত্রের আয় কান দুটি কথা শুনে। চক্রনেমির আয় দাঁতগুলি অলিত হইয়াছে। দংশনে অসমর্থ গজ-দন্তের আয় হাত দুটি শিখিল-কর্মা। অসতী নারীব আয় পা-দুটি সৎ পথে চলে না। এই লাঠিখানিই এখন আমার প্রিয়তম বন্ধু এবং একমাত্র অবলম্বন।

জনক রাজার মহিষীর নাম বিদেহা। বিদেহার কন্যা সীতা বৈদেহী পবন রূপবতী। দশরথপুত্র পদ্ম অর্ধ-বর্ষব দেশেব শ্লেচ্ছদিগেব বিরুদ্ধে জনকরাজার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়া শ্লেচ্ছ-দিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ‘পদ্ম’কুমারেব বল-বীৰ্য ও সদৃশ্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা জনক সীতাব সহিত পদ্মকুমারের বিবাহ দেন। সীতার পাণিপ্রার্থী বিদ্যাধবগণ আপত্তি কবিয়া একখানি ধনুক আনিয়া বলে যে এই ধনুকে যে গুণ দিতে পারিবে তাহাবই হস্তে সীতাকে সমর্পণ করিতে হইবে। পদ্ম ভিন্ন আর কেহই সে ধনুক নোয়াইতে পারে নাই।

কালক্রমে দশবর্ষ বাধাক্য দশায় উপনীত হন এবং পদ্ম-কুমাবকে বাজ্যে অতিবিক্ত করিয়া সংসার ত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিবার জন্ত উৎসুক হইয়া পড়েন। ভবতও প্রব্রজ্যা গ্রহণে উৎসুক হন, কিন্তু পদ্ম ও কৈকেয়ীর অনুবোধে বিবত হইয়া রাজ্যভাব গ্রহণ কবেন। কিন্তু জৈন সাধু ‘হ্যুতি’র সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন যে পদ্ম প্রব্রজ্যা হইতে কিরিয়া আসিবা-মাত্র বাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে যাইবেন। লক্ষ্মণ ও সীতাব সহিত পদ্ম বনে গেলেন। সর্ব বাসনা ও ভোগ বর্জন কবিয়া

পবম পবিত্র জৈন শ্রাবকেব মত ভবত বাজকাৰ্য পবিচালন কবিত্তে লাগিলেন ।

জৈন মতে পদ্ম-লক্ষ্মণাদি ভ্ৰাতৃচতুষ্টয় বিষুব অংশভূত অবতাৰ নহেন । তাঁহাবা 'কাবণ পুৰুষ' অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনেব জন্তু তাঁহাদেব জন্ম । লক্ষ্মণ পদ্ম অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও মেধাবী । লক্ষ্মণই কৃষ্ণ, কেশব বা অচ্যুত, অষ্টম বাসুদেব । 'পদ্ম' উপাখ্যানেব যত মহৎ কৰ্ম, সবই লক্ষ্মণেব শক্তিৰে সম্পন্ন হয় । লক্ষ্মণেব অস্ত্ৰেই বাবণ নিহত হয় ।

পদ্ম, সীতা ও লক্ষ্মণেব বনবাস কাহিনী প্ৰায় বাস্তবিক কাহিনীবই অনুকৰণ । লোভ মহা পাপ । প্ৰলোভনমুক্তা সীতাব দুৰ্গতি জৈন নীতিসম্মত । বাবণ কৰ্তৃক সীতাহৰণেব পব কিক্ষিপ্যাপুৰে 'বানব-ধ্বজ' স্মৃগীব, হনুমান প্ৰভৃতি বিজ্ঞাধব-গণেব সহিত পদ্ম ও লক্ষ্মণেব মিলন হয় । তাবপব লঙ্কায় যুদ্ধ ।

\* \* \* \*

লক্ষ্মণেব ক্ষত সম্পূৰ্ণৰূপে আবোগ্য হওয়াব সংবাদ পাইয়া বাবণ একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল, কিন্তু আশা ছাড়িল না । বাবণেব পাত্ৰমিত্ৰগণ তাহাকে সত্ৰপদেশ দিল । বলিল : পবম জিনভক্ত পদ্ম অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন । তাঁহাব সহিত বিবোধ সমীচীন নয । সীতা পবম পবিত্ৰা, তাঁহাকে আব নিগ্ৰহ কৰা উচিত নয । সীতা প্ৰত্যৰ্পণপূৰ্বক পদ্মকুমাৰেব সহিত সন্ধি স্থাপনই যুক্তিযুক্ত । কিন্তু ছুৰ্বিনীত ইন্দ্ৰজিৎ বাবণ আত্মমৰ্যাদা ক্ষুণ্ণ কৰিয়া এ উপদেশ গ্ৰহণ কৰিল না । ঘোৰ ঘটী কৰিয়া ষোড়শ তীৰ্থংকব শান্তিনাথেব মন্দিৰে পূজা-

বন্দনা করা হইল। লঙ্কা রাজ্যে জীবহত্যা নিষেধ করিয়া বাজ-আদেশ বাহির হইল। সৈন্যগণকে যুদ্ধে বিরত থাকিতে আদেশ দেওয়া হইল। তারপর শান্তিনাথের মন্দিরে পবন পবিত্র অন্তঃকবণে পদ্মাসনস্থ হইয়া বাবণ ধ্যানে মগ্ন হইল। উদ্দেশ্য,—তপস্যা প্রভাবে বহুরূপিণী ইন্দ্রজালবিদ্যা লাভ কবিয়া মানব-শত্রুকে নাশ করিতে হইবে।

বিভীষণ এ সংবাদ অবগত হইয়া পদ্মকুমারকে বলিল : তপোভঙ্গ না করিলে রাবণ অজেয় হইবে। পুণ্যকর্মরত রাবণকে বিরক্ত কবিতে পদ্মকুমার রাজি হইলেন না। তখন অনন্তোপায় বিভীষণ কুমার অঙ্গদের সহিত পবামর্শ কবিলেন। স্থিব হইল যে পদ্মকুমারেব অজ্ঞাতসাবেই রাবণেব তপোভঙ্গ কবিতে হইবে। বাঙ্গালা বামায়ণের অঙ্গদ-রায়বারের অনুরূপ ছায়া এইখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

কুমার অঙ্গদ লঙ্কাভিমুখে যুদ্ধাভিযানে নির্গত হইল। কোটি কোটি ‘বানরধ্বজ’ সৈন্য লঙ্কায় প্রবেশ করিল। ক্ষেত নষ্ট কবিল, শস্য নষ্ট করিল। মুখবিকৃতি পূর্বক লাফাইয়া লাফাইয়া গ্রাম্য বালিকাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। সমগ্র লঙ্কায় বিভীষিকা লাগিয়া গেল। শত শত, সহস্র সহস্র বানরধ্বজ সৈন্যের কোলাহলে নগর মুখরিত হইয়া উঠিল। শান্তিনাথেব মন্দিরে শত শত বজ্রনাদের শ্রাব্য ভয়ংকর শব্দ ও কোলাহল উত্থিত হইল। কিন্তু তথাপি রাবণেব ধ্যানভঙ্গ হইল না। পদ্মাসনে উপবিষ্ট রাবণ প্রস্তর নির্মিত বিরাট মূর্তির শ্রাব্য অটল ও নিষ্পন্দ রহিল। মন্দির-বক্ষক যক্ষগণ আসিয়া অঙ্গদকে এইসকল দুষ্কর্ম হইতে বিরত হইতে বলিল। অবশেষে দুই পক্ষেব সম্মতিক্রমে স্থিব হইল যে রাবণেব জীবন নাশ না



করিয়া এবং মন্দির ও বাজপ্রাসাদের কোনও ক্ষতি না করিয়া বাবণেব ধ্যানভঙ্গ করিবাব জন্য যাহা আবশ্যক অঙ্গদ তাহা করিতে পাবিবে ।

হস্তিশৃষ্ঠে আবোহণ করিয়া কুমাব অঙ্গদ নগব ভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইল । বানরধ্বজ সৈন্যগণ দলে দলে বালক, বালিকা ও নাবীগণকে ভাবকি দেখাইয়া ফিবিতে লাগিল । নারীদিগের ছুই-ছুই জনকে ধরিয়া চুলে চুলে বাঁধিয়া দিয়া মজা দেখিতে লাগিল । কিন্তু কেহ কাহাকেও অস্ত্র প্রহাব কবিল না । নগব ভ্রমণেব পব শাস্তিনাথের মন্দিবে আসিয়া কুমাব অঙ্গদ ভক্তিভাবে শাস্তিনাথকে প্রণাম কবিল । তাবপর কোলাহল করিয়া বাবণকে তিবক্ষাব কবিতে লাগিল : তপস্বীর বেশে তুমি ভণ্ড, তুমি তোমাব পবিত্র বংশে কলঙ্ক আনিয়াছ, সাধুর শাস্তি দিয়াছ, অসাধুব প্রশ্রয় দিয়াছ, লোভে ও পাপে আকর্ষণ নিমগ্ন হইয়াছ ; শাস্তিনাথেব পবিত্র মন্দিবে প্রবেশ করিবাব অধিকাব তোমাব মত পাষণ্ডেব নাই । দূব হণ্ড, অপবিত্র । ইত্যাদি ।

কিন্তু কিছুতেই বাবণেব ধ্যানভঙ্গ হইল না । পাষাণেব মূর্তিৰ জ্বায বাবণ অসাড়, অনড অবস্থায় বসিয়া রহিল । কুমাবেব অনুচরগণ কোলাহল কবিতে লাগিল ।

এমন সমযে বিদ্যাতেব জ্বায আকাশপথ বিদীর্ণ করিয়া ইন্দ্রজাল বিভাব অধিষ্ঠাত্রী দেবী এক যক্ষিণী আসিয়া বাবণকে বলিলেন 'উঠ, আব তপস্তা করিতে হইবে না, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, বব চাও' । বাবণ 'শক্রনাশ' বব প্রার্থনা করিল । যক্ষিণী বলিলেন পবম জৈন পদ্ব ও লক্ষ্মণেব অথবা বানবধ্বজ বিভাধবদিগেব কোনও ক্ষতি তুমি কবিতে পাবিবে না । আব অন্ত কেহ তোমাব কোনও ক্ষতি কবিতে পাবিবে না । হতাস

মনে বাবণ বলিল : ‘হায় ! তাহারাই যদি থাকিল, তবে আমার লাভ কি হইল ?’

অতঃপব- লক্ষ্মণের হাতে বাবণ বধ, সীতা উদ্ধার, অযোধ্যায় প্রত্যাভর্জন, রাজ্যত্যাগ পূর্বক ভরতের প্রব্রজ্যা গ্রহণ, সীতার চবিত্রে প্রজাগণের সংশয়, প্রজা-মনোরঞ্জনব জন্ত সীতার নির্বাসন, সীতার শোকে পদ্মকুমারের বিলাপ, বনে কুশ ও লবের জন্ম ইত্যাদি সবই বাঙ্গালিকির আখ্যানের অনুরূপ । তবে মধ্যে মধ্যে চমৎকারিষ্যবিহীন জন্মান্তবকাহিনী ও কর্ম-ফলের উদাহরণে অসংখ্য কাহিনী স্থান পাইয়াছে ।

পদ্মপুরাণ বা টৈজনরামায়ণের অন্য কয়েকখানি বই :

রবিশেন লিখিত পদ্মপুরাণ ( সংস্কৃত ) ৮ম শতক ।

হেমচন্দ্র কৃত রামচরিত্র ( দ্বিষষ্টি-শলাকা পুরুষ চরিত্রের ৭ম পর্ব ) সংস্কৃত ভাষা, ১৩শ শতক ।

বাজবিজয় সুরিব শিষ্য দেববিজয় গণীর রামচরিত্র ( সংস্কৃত গদ্য ) হেমচন্দ্র অবলম্বনে ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ।

কন্নড় দেশেব কবি পম্পা বিরচিত কন্নড় ভাষায় গদ্য-পদ্যময় পম্পা-রামায়ণ । দ্বাদশ শতক ।

কুম্ভেন্দু রচিত ষট্পদী ছন্দে কন্নড় ভাষায় লিখিত কুম্ভেন্দু-রামায়ণ । ১৩শ শতক ।

চন্দ্রশেখর ও পদ্মনাভ প্রণীত ‘রামচন্দ্র চরিত্র’ ( কন্নড় ) ১৭০০-১৭৫০ খ্রীঃ ।

দেবচন্দ্র কৃত রামকথাবর্তাব ( কন্নড় ) ১৮০০ খ্রীঃ । পম্পা-রামায়ণ অবলম্বনে রচিত ।

কৃষ্ণদাস কৃত পুণ্যচন্দ্রোদয়-পুবাণ ( সংস্কৃত ) ।

### জৈন মহাভারত :

জৈনদিগের হাতে পড়িয়া বাঙ্গালীকির বামাযণের যে প্রকাব বিকৃতি ঘটিয়াছে, মহাভারতের উপাখ্যানে সেকপ বিকৃতি দেখা যায় না। কেবল জৈন আবেষ্টনের মধ্যে সকলকে টানিয়া লওয়া হইয়াছে এবং জৈনমতে বিশ্বের বিবরণ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বক্তা মহাবীরশিষ্য গৌতম এবং শ্রোতা মগধাধিপতি শ্রেণিক (বিস্বিসাব)। গ্রন্থের নাম হবিবংশ-পুবাণ। কৃষ্ণের খুল্লতাত ভ্রাতা অরিস্টনেমির কাহিনী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কোবব, পাণ্ডব, কর্ণ প্রভৃতি সকলেই জৈন।

#### কল্পকথানি গ্রন্থের নাম :

জিনসেন বিবচিত হবিবংশ পুবাণ (৬৬ সর্গে, সংস্কৃত ভাষায়) ৭৮৩ খ্রীঃ।

সকলকীর্তিব হবিবংশ (৩৯টি সর্গ। প্রথম ১৪ সর্গের পববর্তী অংশ জিনদাস বিবচিত) ১৫শ শতক।

মলধব দেবপ্রভ জুবি রচিত পাণ্ডবচবিত (১৮ সর্গ, ১২০০ খ্রীঃ)।

শুভচন্দ্র বচিত পাণ্ডবপুবাণ বা জৈন মহাভারত (১৫৫১ খ্রীঃ)।

বাদিচন্দ্র কৃত পাণ্ডবপুবাণ (১৮ সর্গ)।

বাজ্যবিজয় জুবি কৃত গল্প গ্রন্থ, দেবপ্রভ-কৃত কাব্য-গ্রন্থ হইতে সংকলিত। ১৬০৪ খ্রীঃ।

শুণবর্ম (৮৮৬-৯১৩ খ্রীঃ) কৃত হবিবংশ বা নেমিনাথচবিত। কন্নড় ভাষা।

পম্পাকবি (জন্ম ৯০২ খ্রীঃ) কৃত পম্পা ভারত। কন্নড় ভাষা।

[জ্যোপদী অজুনের পত্নী, পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী নহে। অজুনই কাব্যের নায়ক; সুভদ্রা-সহ তিনিই হস্তিনাপুবে রাজা হন।]

অমিতগতি-প্রণীত (সংস্কৃত) ধর্ম পরীক্ষা (১০১৪ খ্রীঃ)  
এস্বে মহাভারতের কথা :

“ব্যাস নিশ্চয়ই জানিতেন যে তাঁহার কাব্য মিথ্যা কথায় ভবা; কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার অসঙ্গত, অদ্ভুত, অর্থহীন কাব্যখানি বিশ্বের মানব সমাজে সাহস কবিতা প্রকাশ কবিতা-ছেন, কেননা তিনি পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছিলেন যে মানবজাতি অতি নির্বোধ। গঙ্গাগর্ভে একটি বস্তু বাখিয়া তত্পরি বালুকা স্তুপীকৃত কবিতা লাগিলেন। অবিলম্বে বহু লোক তাঁহার অলুপ্ত কবিতা বালি ফেলিতে লাগিল। তাঁহার বস্তুটি কোথায় বস্তু হইয়াছিল তাহার নিদর্শন অতীতকাল মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই কপই মানবজাতির প্রকৃতি।

জিনপুরাণ বা ভীষ্মকরগণের কাহিনী :

কল্লেকখানি গ্রন্থের নাম :

ভদ্রবাহু কৃত জিনচরিত্র (কল্লেকের অন্তর্গত)।

জিনসেন কৃত আদিপুবাণ (ঋষভদেব বা আদিনাথের ইতিহাস আছে) নবম শতক।

হেমচন্দ্র কৃত ত্রিযষ্টি শলাকা পুরুষ চবিত। ১৩ শতক।

গুণচন্দ্র গণীব মহাবীর চরিত্রম্। ১০৮২ খ্রীঃ। আগমোদয় ১৯২৯।

দেবেন্দ্র গণী বা নেমিচন্দ্র কৃত মহাবীর চরিত্রম্। ১০৮৫ খ্রীঃ।

সুবার্চাৰ্য কৃত নেমিনাথ চৰিত ( সংস্কৃত ) । ১১ শতক ।  
 মলখারি-হেমচন্দ্র কৃত নেমিনাথ-চৰিত ( সংস্কৃত ) । ১১৫৯ খ্রীঃ ।  
 হৰিভদ্র কৃত নেমিনাহ চৰিউ । ১৩ শতক ।  
 হৰিভদ্র কৃত মল্লীনাথ চৰিত । ১৩ শতক ।  
 বাগ্ভট কৃত নেমিনিৰ্বাণ ( সংস্কৃত ) । ১১-১২ শতক ।  
 বিক্ৰম কৃত নেমিদূত ( মেঘদূতের অনুকবণে ) ।  
 জিনসেন কৃত পার্শ্বাভ্যুদয় । ৯ শতক ।  
 ভবদেব সুবিব পার্শ্বনাথ চৰিত্র । ১৩ শতক  
 বাদিৰাজ কৃত পার্শ্বনাথ চৰিত্র । ১০২৫ খ্রীঃ ।  
 মাণিক্যচন্দ্র কৃত পার্শ্বনাথ চৰিত্র । ১২২৭ খ্রীঃ ।  
 সকলকীর্তি কৃত পার্শ্বনাথ চৰিত্র । ১৫ শতক ।  
 পদ্মসুন্দর কৃত পার্শ্বনাথ চৰিত্র । ১৫৬৫ খ্রীঃ :  
 উদয়বীৰ্য গণি কৃত পার্শ্বনাথ চৰিত্র ।  
 মাণিক্যচন্দ্র কৃত শান্তিনাথ চৰিত্র । ১৩ শতক ।  
 সকলকীর্তি কৃত শান্তিনাথ চৰিত্র । ১৫ শতক ।  
 দেবসুৰি কৃত শান্তিনাথ চৰিত্র ( সংস্কৃত ) । ১২৮২ খ্রীঃ ।  
 অজিতপ্রভ কৃত শান্তিনাথ চৰিত্র ( সংস্কৃত মহাকাব্য ) ।

১৩ শতক ।

সোমপ্রভ কৃত সুমতিনাথ চৰিত ( প্রাকৃত ) । ১২ শতক ।  
 অসগ কৃত শান্তি পুৰাণ । কাল অজ্ঞাত ।

লক্ষ্মণ গণি কৃত সুপাসনাহ চৰিয়ম্ । ( প্রাকৃত মহাকাব্য ) ।

১১৪৩ খ্রীঃ ।

কৃষ্ণদাস কৃত বিমল-পুৰাণ ।

হৰিচন্দ্র কৃত ধৰ্ম শৰ্মাভ্যুদয় ( ধৰ্মনাথের জীবনী লইয়া  
 মহাকাব্য ) । ৯ শতক ।

বর্ধমান সুরি কৃত বাস্তুপুজ্য চবিত্র ।

মেরুতুঙ্গ কৃত মহাপুরুষ চরিত্র ( ঋষভ, নেমি, শান্তি, পার্শ্ব ও বর্ধমান ) সংস্কৃত মহাকাব্য । পঞ্চসর্গাব্যাক । ১৩০৬ খ্রীঃ ।

পম্পাকৃত আদিপুরাণ ( ঋষভ চবিত্র,—কন্নড় ভাষা ) ।

১০ শতক ।

পোন্নাকৃত শান্তিপু্রাণ ( কন্নড় ভাষা ) ১০ শতক ।

রম্মাকৃত অজিত পুরাণ ( কন্নড় ভাষা ) ১০ শতক ।

চাবুণ্ড রায় কৃত চাবুণ্ডরায় পুরাণ ( ২৪ জন তীর্থংকরের কথা, কন্নড় ভাষা ) ১৭৮ খ্রীঃ ।

নাগচন্দ্র কৃত মল্লীনাথ পুরাণ ( কন্নড় ভাষা ) । ১২ শতক ।

নেমিচন্দ্র কৃত নেমিনাথ পুরাণ ( কন্নড় চম্পু ) ।

১১৭০ খ্রীঃ ।

অগ্গল কৃত চন্দ্রপ্রভ পুরাণ ( কন্নড় চম্পু ) । ১১৮৯ খ্রীঃ ।

আচ্ছন্ন কৃত বর্ধমান পুরাণ ( কন্নড় চম্পু ) । ১১৯৫ „ ।

বন্ধুবর্ম কৃত হরিবংশাভ্যুদয় ( নেমিনাথ চরিত্র, কন্নড় চম্পু ) । ১২০০ খ্রীঃ ।

পার্ষপণ্ডিত কৃত পার্শ্বনাথ পুরাণ ( কন্নড় চম্পু ) ।

১২০৫ খ্রীঃ ।

জন্ন কৃত অনন্তনাথ পুরাণ ( কন্নড় চম্পু ) । ১২৩০ খ্রীঃ ।

গুণবর্ম কৃত পুষ্পদন্ত পুরাণ ( কন্নড় চম্পু ) ১২৩৫ „ ।

কমলভব কৃত শান্তীস্বর পুরাণ ( কন্নড় চম্পু ) ১২৩৫ „ ।

মহাবল কবি কৃত নেমিনাথ পুরাণ ( কন্নড় চম্পু )

১২৫৪ খ্রীঃ ।

মধুর কৃত ধর্মনাথ পুরাণ ( কন্নড় চম্পু ) ১৩৮৫ খ্রীঃ ।

মঙ্গবস কৃত নেমিঙ্গিনেশ ( কন্নড় চম্পু ) ১৫০৮ খ্রীঃ ।  
 শাস্তিকীৰ্ত্তি কৃত শাস্তিনাথ পুবাণ ( কন্নড় চম্পু ) ১৫১৯ খ্রীঃ ।  
 দোড্ডয়্য কৃত চম্পুপ্রভ পুবাণ ( কন্নড় চম্পু ) ১৫৫০ খ্রীঃ ।  
 দোড্ডনাঙ্ক কৃত চম্পুপ্রভ পুবাণ ( কন্নড় চম্পু ) ১৫৭৮ ,, ।

### কথা সাহিত্য :

ধর্মকুমার কৃত শালিভদ্র চরিত ( ১২৭৭ ) একখানি সংস্কৃত মহাকাব্য । ইহাবই অল্পকবণে অলঙ্কার-বহুল সংস্কৃত প্রচ্যন্ন সুবিদানধর্মকথা ( ১৩ শতকের শেষ ভাগে ) লিখেন । ইহাবই নামাস্তব দানাবদান । শালিভদ্রেব কাহিনী জৈন-সাহিত্যে সুপরিচিত । সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল ।

পূর্বজন্মে শালিভদ্র এক দরিদ্র বিধবাব পুত্র ছিলেন, নাম ছিল 'সংগম' । মেঘ-পালন কার্যে নিযুক্ত থাকিয়াও সংগম অনেক সময় ধ্যানস্থ থাকিতেন । কোনও এক উৎসবের দিনে সকল গৃহস্থেব বাড়ীতেই নানা সুখান্ন প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া সঙ্গম তাঁহাব মাতাকে ভাল খাওয়া প্রস্তুত কবিত্তে বলিলেন । অনেক কষ্টে উপকরণ সংগ্রহ কবিয়া সঙ্গমেব দরিদ্র বিধবা মাতা যে খাওয়া প্রস্তুত কবিলেন সঙ্গম তাহা নিজে না খাইয়া একজন আগন্তুক সন্ন্যাসীকে দান কবিলেন । অতিথি তাহাই খাইয়া উপবাসেব পব পাবণ কবিলেন । জৈন ধর্মমতে নিজে না খাইয়া অতিথিকে খাওয়া দান মহা পুণ্য কর্ম । ইহা অপেক্ষা বড় দান আব নাই । এই পুণ্যেব ফলে সঙ্গম বাজগৃহ নগবে গৌভদ্র নামক এক ধনীৰ ভাৰ্ষা ভদ্রাব গৰ্ভে 'শালিভদ্র' নামে জন্মগ্রহণ কবেন । নানা সুসমায় বিমণ্ডিত দেহ ও অশেষ সদৃশ্যেব আধাব চিত্র লইয়া তিনি জন্ম গ্রহণ কবেন ।

যৌবনকাল উপস্থিত হইলে গোভদ্র ৩২ জন সুন্দরী কন্যার সহিত শালিভদ্রের বিবাহ দিয়া নিজে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং প্রায়োবেশন দ্বাৰা ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। এইরূপ মৃত্যুব পুণ্যে গোভদ্র বিমানলোকে দেবতা হইয়া স্থান পান। দেবতাব অশেষ ক্ষমতা। সেই দৈব শক্তির বলে দেবতারূপী গোভদ্র তাঁহার পুত্রের জন্ত রাশি বাশি ধনবত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া দেন। ফলে শালিভদ্র অশেষ ধনশালী হইয়া পড়েন। শালিভদ্রের মতো ধনী জগতে আব কেহ নাই। একদিন মহাবাজ ঐশিককে দেখিয়া তাঁহার এই দিব্যজ্ঞান হইল যে ধনসম্পদ বা রাজশক্তি থাকিলেও মানুষ মানুষই থাকিয়া যায়, কাবণ বাজা হইয়াও ঐশিক একজন জবা-মৃত্যুর অধীন মানব মাত্র। এই জ্ঞান লাভ করিয়া শালিভদ্র প্রত্যেক-বুদ্ধ লাভ করিলেন এবং তাঁহার গুরু ধর্মশোষের উপদেশ মতে সংসার ত্যাগ করিয়া দেবগণের ভোগ্য বিমানলোক প্রাপ্ত হইলেন।

চন্দ্রপ্রভ-প্রণীত প্রভাবকচরিত ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রচ্যুত সুবি কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া একখানি অলঙ্কার-বহুল সংস্কৃত মহাকাব্যে পরিণত হয়। ইহাতে ২২ জন জৈন গুরুর এবং কবি, গ্রন্থকার, লেখক প্রভৃতির জীবন কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। হবিভদ্র, সিদ্ধার্থ, বপ্‌পভট্ট, মানভুজ, শান্তি সুরি, হেমচন্দ্র প্রভৃতি ইতিহাসবিশ্রুত মহাপুরুষগণের জীবনী থাকায় গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

মেরুভুজ কৃত প্রবন্ধচিন্তামনি ( ১৩০৬ খৃঃ ) ও বাজশেখব কৃত প্রবন্ধকোষ ( ১৩৪৯ খৃঃ ) দুইখানি ঐতিহাসিক বা অর্ধ-ঐতিহাসিক জীবনচবিতের সংগ্রহ। মহারাজ ভোজ,



মহাবাজ বিক্রমাদিত্য, শীলাদিত্য, বরাহমিহির, মহাবাজ নন্দ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের সহিত সম্পর্কযুক্ত বহু গল্প, কাহিনী, উপাখ্যান, প্রাচীন কথা প্রভৃতি প্রথম গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হেমচন্দ্র ও কুমারপাল এবং বহু রাজসভা তর্ক-সভার বিবরণও আছে। প্রবন্ধকোষে হেমচন্দ্র, হবিহব, শ্রীহর্ষ, অমরচন্দ্র, দিগম্বর মদনকীর্তি প্রভৃতি ২৪ জন মহাপুরুষ ও ৭ জন রাজার কথা আছে।

পাদলিঙ্গ [ বা পালিঙ্গ ] স্মৃতি কৃত (২, ৩ শতক) তবঙ্গবতী নামক ধর্মকথা গ্রন্থ লোপ পাওয়ায় সহস্র বৎসর পবে তাহাবই বিষয় অবলম্বন করিয়া ১৬৪৩ প্রাকৃত শ্লোকে নিবদ্ধ ভরঙ্গলোলা বিবচিত হয়। যে প্রণয় কাহিনী লইয়া এই গ্রন্থ তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :

কোনও এক ধনী বণিকের অতিশুদ্ধবী কন্যার জীবন কাহিনী বা পূর্বজন্ম-কাহিনী এই গ্রন্থে পল্লবিত বর্ণনায় স্থান পাইয়াছে। এই বণিক কন্যা সন্ন্যাসিনী বা নিগ্রহী। সর্বোববে হংসমিথুন দেখিয়া একদিন সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে; কারণ পূর্বজন্মে সে হংসী ছিল। ব্যাধের শবে তাহার প্রণয়ী হংসের মৃত্যু হওয়ায় সে স্বেচ্ছায় সহমৃত্যু হইয়া পুড়িয়া মরিয়াছিল। পূর্বকথা শ্রবণ হওয়াতে সে স্মৃতির সাহায্যে হংসমিথুনের চিত্র অঙ্কিত করে। এই চিত্রের সাহায্যে বহু বিবহ-বিচ্ছেদ ও বহু দুঃখ-কষ্টের পব তাহার পূর্বজন্মের স্বামীর সহিত তাহার মিলন ঘটে। উভয়ে পলাইয়া বাইবার পথে তাহারা দম্ভ্য হস্তে মৃত হন। দম্ভ্যবা তাহাদিগকে কালীমন্দিরে বলি দিবার জন্ত লইয়া যায়। সেখান হইতে তাহারা

কৌশলে গলাইয়া আসে। বণিক পিতার গৃহে ঐ সন্ন্যাসিনী প্রত্যাবর্তন কবিয়া তাহার এই পূর্ব জন্মেব স্বামীকে বিবাহ করিতে চায়। বিবাহে পিতামাতা সন্মতি দান করেন। বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। অল্পকাল পরে একজন জৈন সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাদিগকে জৈনধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে থাকে। এই সন্ন্যাসী পূর্ব জন্মে ব্যাধরূপে হংসমিথুনের মধ্যে হংসটিকে বধ করিয়াছিল। বণিকের জামাতা তাহাকে চিনিতে পারে এবং তাহাব সহিত হৃদয়যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এই সব কর্মের ফলে তাহাদের বৈরাগ্য জন্মে এবং তাহারা উভয়েই নিগ্রহ ও নিগ্রহী হইয়া সংসার ত্যাগ কবিয়া যায়।

হবিভজ কৃত সমরারীচ-কহ। ( সমরাদিত্য কথা ) খ্রীস্টীয় দশম বা একাদশ শতকে লেখা একখানি ধর্মকথা ও প্রাকৃত মহাকাব্য।\* ১২১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিদ এই বিবর্ত গ্রন্থের সংক্ষেপ করেন।† নাবীর নিন্দা, জন্মান্তরের কথা, অদ্ভুত প্রণয়কাহিনী, প্রণয়ের ব্যর্থতা, নৌকাডুবি, প্রণয়ে অবিশ্বাস প্রভৃতি নানা কাহিনীতে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। গল্প-পদ্ধতি লেখা। জৈন মহাবাহী ভাষা। বহু নায়ক-নায়িকা ও প্রতিনায়ক-প্রতিনায়িকাব নানা জন্মের ভিতর দিয়া কর্মফল-ভোগের কাহিনীতে পূর্ণ।

সিদ্ধার্থ রচিত উপমিতি-ভব-প্রপঞ্চ কথা ( ৯০৬ খ্রীঃ ) একখানি গল্প-পদ্ধতি মিশ্রিত সংস্কৃত ভাষায় লেখা ধর্মকথা, রূপক বর্ণনার চরম নিদর্শন। [ শেঠ দেবচাঁদ লালভাই জৈন পুস্তকোদ্ধার

\* Edited by H. Jacobi in Bib. Indica (1908), 1926.

† সমবাদিত্য সংক্ষেপ—Edited by H. Jacobi, Ahmedabad 1905.

৪৬ ও ৪৯ সংখ্যা, ১৯১৮ ও ১৯২০ খ্রীঃ।] এই বিবর্ত 'সংসার-নাটকে' মানবের নানা চিত্তবৃত্তি আবোপিত-ব্যক্তিত্ব হইয়া পাত্র-পাত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। অতি-পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সংস্কৃত রচনা, পণ্ডিতজনের জ্ঞান লিখিত। অশিক্ষিত সাধারণ পাঠকের জ্ঞান লিখিলে তিনি প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার কবিতেন। ভূবি ভূরি গল্প ও উপাখ্যান উপযুক্ত স্থলে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তথাপি সাধারণ পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। উপমিত অর্থাৎ রূপক কাহিনী দ্বাৰা ভবপ্রপঞ্চ অর্থাৎ জন্মান্তর বাহুল্যের বর্ণনা লইয়া এই গ্রন্থ।

এই গ্রন্থে কবির নিজের জীবনের কপক-কাহিনী বর্ণিত আছে : ছুঃখ-দারিদ্র্য এবং নানা ব্যাধিতে পীড়িত 'নিপ্পুণ্যক' নামে একজন ভিক্ষুক 'স্বকর্মোদ্ঘাটক' নামক দ্বাবপালের সাহায্যে দূরত্বস্থিতি বাজার বাজপ্রাসাদে প্রবেশ কবিয়া 'ধর্মবোধক' নামক পাচকের কন্যা 'তৎকরণা'ব হাতে 'শ্রেষ্ঠমঙ্গল' নামক খাত্ত 'সত্যানন্দ সৃষ্টি' নামক লালাবসের সাহায্যে খাইয়া 'পুতদৃষ্টি' নামক নেত্রাজ্ঞান চক্ষু লাগাইয়া শনৈঃ শনৈঃ আবোগ্য লাভ কবিয়া 'পুণ্য-সমৃদ্ধ' ঋষিতে পবিত্র হইয়াছিলেন এই 'সিদ্ধার্থ'। তারপর বহু পল্লবিত বহু-বিস্তৃত কপক কাহিনীতে তিনি 'সংসারী জীব' নামক পর্যটকের নানা জন্মান্তরবেব মধ্য দিয়া সংসার-যাত্রার কাহিনী বিবৃত কবিয়াছেন।

উাহাব এই 'সংসার নাটক' জৈনগণের মধ্যে বহুসমাদৃত হইয়াছে। বর্ধমান ( ১০৩২ খ্রীঃ ), দেবেন্দ্রসূরি ও হংসবল্ল এই গ্রন্থের অংশ বিশেষের আলোচনা কবিয়াছেন। হেমচন্দ্রও উাহাব 'পরিশিষ্ট পর্বে' সিদ্ধার্থের গ্রন্থের পাত্র-পাত্রীর নাম ব্যবহার কবিয়াছেন। সুতবাং গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ধনপাল ( ধনবাল ) কৃত ভবিসত্ত-কহা ( ভবিষ্যদন্ত কথ্য )  
 একখানি অপভ্রংশ কাব্য । এটি একটি রূপকথা । নানা চাঞ্চল্যকর  
 ছুঁটিনাব মধ্য দিয়া চলিয়া ভবিষ্যদন্ত তাহার বিশ্বাস-ঘাতক  
 বৈমাত্রেয় ভাই কর্তৃক একটি নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হয় ।  
 সেখানে দেবানুগ্রহে ভবিষ্যদন্ত একটি পরিত্যক্ত নগরের পরিত্যক্ত  
 প্রাসাদে পৌঁছিয়া একটি অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী রাজকন্যাকে  
 দেখিতে পায় ও তাহাকে বিবাহ কবে । সুখে ১২ বৎসব কাটে ।  
 স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্ত যখন তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে,  
 তখন আবার সেই বৈমাত্রেয় ভাই নৌকা লইয়া আসে । তাহার  
 নৌকায় দেশে ফিরিবে ভাবিয়া ভবিষ্যদন্ত সস্ত্রীক নৌকায় উঠিতে  
 যায় । কিন্তু তাহার পত্নী নৌকায় উঠিবামাত্র বিশ্বাসঘাতক নৌকা  
 ছাড়িয়া দেয় এবং ভবিষ্যদন্তের পত্নীকে হরণ কবিয়া পলায়ন কবে ।  
 ভবিষ্যদন্ত পুনরায় ঐ নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হয় । অনুকম্পাবান  
 একজন যক্ষের সাহায্যে দৈব বিমানে আরোহণ করিয়া ভবিষ্যদন্ত  
 স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কবিত্তে সমর্থ হয় এবং ঠিক সময়ে উপস্থিত হইয়া  
 তাহার সতী সাধবী পত্নীর সহিত মিলিত হয় । তারপব বহু যুদ্ধ  
 বর্ণনা ও বহু ব্যক্তিব জন্ম-জন্মান্তবেব কাহিনীতে গ্রন্থখানি  
 পবিপূর্ণ । [ দালাল ও গুণে কর্তৃক সম্পাদিত ও বরোদা হইতে  
 প্রকাশিত, ১৯২৩ । ]

মল্ল-সুন্দরী-কথা একখানি চাঞ্চল্যকর উপন্যাসের  
 কাব্যরূপ । প্রাকৃত ভাষায় লেখা । ১৫ শতকে মাণিক্য-সুন্দর  
 এই কাব্যেব অনুকবণে মহাবল-মল্ল-সুন্দরী-কথা  
 লিখিয়াছেন । তদনুকবণে জয়তিলক সংস্কৃত কবিতায়  
 মল্ল-সুন্দরী-চরিত্র লিখিয়াছেন । শেষ গ্রন্থেব অনুকবণে  
 ১৮ শতকে একখানি গুজবাটী কাব্য বচিত হইয়াছে । পবিত্র

ও জনপ্রিয় জৈন রূপকথাটি এইরূপ : রাজকুমার মহাবল ও রাজকুমারী মলয়-সুন্দরী বহুশ্রাচ্ছন্ন উপায়ে বাবে বারে মিলিত ও বারে বাবে বিচ্ছিন্ন হয়। এইসব মিলন ও বিচ্ছেদেব স্মৃষ্ণ হেতু বিশ্লেষণ কবিতা পূর্বজন্ম-বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সর্বশেষে মহাবল সর্বজন্ম লাভ কবে এবং মলয়-সুন্দরী যশস্বিনী সন্ন্যাসিনী হয়।\*

দিগম্বর জৈন সোমদেবসুবি কৃত স্বশস্তিলক চম্পু ৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত, গল্প ও পদ্যে মিশ্রিত [ বোধাই কাব্যমালা ৭০, ১৯০১ ]। সংস্কৃত ভাষা। যৌবন-মদমত্ত বিলাস-মগ্ন রাজা মাণিক্যদত্তকে তাঁহার কুলপুত্রোচিত বলিলেন যে কুলদেবতা চণ্ডীমাণিক্যদেবতার নিকট সর্বজাতীয় জীবের এক একটি মিথুন বলি দিতে হইবে, একটি নবমিথুনও বলি দিতে হইবে এবং রাজাকে স্বহস্তে বলিদান কর্ম করিতে হইবে। নববলিও জন্ম একজন সন্ন্যাসী ও একজন সন্ন্যাসিনী আনীত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া মাণিক্যদত্ত ভাবিতে লাগিলেন, “আমার ভগিনীর যে যমজ সন্তান জৈন ধর্মে দীক্ষা লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে, ইহা কি তাহা হইবে?” জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা গেল যে তাহাই সত্য। তখন ভাবাস্তব-প্রাপ্ত মাণিক্যদত্ত ও তাঁহার কুলদেবতা সকলেই জৈন হইয়া পড়িলেন। প্রসঙ্গক্রমে ভাববি, ভবভূতি, ভট্টহবি, গুণাচা, ব্যাস, ভাস, কালিদাস, বাণভট্ট প্রভৃতি বহু কবিও নাম গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহারা সকলেই জৈনধর্মে অনুব্রাজ্য দেখাইয়াছেন। গ্রন্থখানি বাণভট্টের কাদম্বরীর আদর্শে রচিত।

---

\* ধর্মচক্র লিখিত ‘মলয়সুন্দরী কথোদ্ধাব’ ( ১৪ শতক ) একখানি সংস্কৃত গল্প-গ্রন্থ ; মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক উদ্ধৃত বহিষাছে।

, ১৭০ খ্রীস্টাব্দে বা নিকটবর্তী কালে খেতাস্বর জৈন ধনপাল কর্তৃক রচিত তিলক-মঞ্জরী [ বোধাই কাব্যমালা ৮৫, ১৯০৩ খ্রী: ] ও ১১শ শতকে দিগম্বর বাদীভসিংহ কর্তৃক লেখা গচ্ছচিস্তামনি [ সংস্করণ, কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী, মাদ্রাজ ১৯০২ ] এই দুইখানি গ্রন্থে 'জীবদ্ধব'-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।\*

রাজপুর নগরের রাজা সত্যদেব মহিষী বিজয়া দেবী স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার জীবনে সুখ ও দুঃখ চক্রাবর্তক্রমে পুনঃ পুনঃ আসিবে। কিছুদিন পবে তিনি আবার স্বপ্ন দেখিলেন যে দেবতাদেব বিমানলোক হইতে এক জীব তাঁহার গর্ভমধ্যে প্রবেশ কবিল, মনে হইল যেন পদ্মসরোবরে একটি অতি সুন্দর সাবস পক্ষী অবতরণ করিল। তারপব একদিন বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী কার্তাজারক রাজাকে রাজ্য-চ্যুত ও নিহত কবিল। দয়াবতী এক যক্ষী সাহায্যে বাণী রক্ষিত হইয়া এক শ্মশানে গিয়া এক পুত্র সন্তান প্রসব কবিলেন। দেখিয়া মনে হইল যেন অঙ্গাব-কৃষ্ণ আকাশে চন্দ্রোদয় হইল। সন্তানটির প্রতি ভূতপ্রেতাদিবি আক্রমণ নিবারণার্থে যক্ষী সেখানটি মণিদীপে আলোকিত কবিয়া বাখিল এবং শোকাকুলা বাণীকে সান্দ্রনা দিবার জন্ত জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব বিষয়ে এবং জৈন ধর্মভঙ্গ বিষয়ে নানা কথা শুনাইতে লাগিল।

গন্ধোৎকট নামক বণিকেব পত্নী যখন অন্তঃসত্ত্বা, তখন এক সন্ন্যাসী গণনা করিয়া বলেন যে যে সন্তান প্রসূত হইবে সে শৈশবেই মাঝা যাইবে, তবে জন্মমাত্র যদি তাহাকে ত্যাগ কবা হয় তবে গন্ধোৎকটের একটি দীর্ঘজীবী গুণী পুত্র লাভ হইবে। শ্মশানেব নিকট দিয়া যাইবাব সময় গন্ধোৎকট বিজয়ার

\* গুণভদ্র প্রণীত উক্ত পুবাণে 'জীবদ্ধব' কাহিনী বর্ণিত আছে।

সজোজাত পুত্ৰেব ক্ৰন্দন শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, “জীব, জীব,”। ফলে সত্যন্ধব-পুত্ৰেব নাম হইল “জীবন্ধব”। বণিক্ গন্ধোৎকটকে চিনিতে পাবিয়া শোকাকুলা বাণী তাঁহাবই হস্তে জীবন্ধবকে সমৰ্পণ কবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং ছেলোটিকে যত্ন কবিবাব জ্ঞাত্য বাববাব তাঁহাকে সনিৰ্বন্ধ অনুবোধ কৰিলেন। জীবন্ধবকে লইয়া গিয়া গন্ধোৎকট তাঁহাব পুত্ৰশোকাভুবা গভ্ৰী নন্দাব কোলে দিলেন। চোখ মুছিয়া নন্দা জীবন্ধবকে আদব কবিতে লাগিলেন।

বাণী বিজয়া যক্ষীব সাহায্যে একটি জৈন মঠে নীত হইলেন। সেখানে মঠ-নিবাসী সন্ন্যাসীদিগেব নিকট নানা ধৰ্মকথা শুনিয়া তিনি কাল কাটাইতে লাগিলেন।

বাজা সত্যন্ধবেব আবও দুইটি বাণী দুইটি পুত্ৰসন্তান প্ৰসব কবিলেন। বাজাব বিশ্বাসী পাত্ৰদিগেবও চাবিটি পুত্ৰ ভূমিষ্ঠ হইল। গোপনে সকলকেই গন্ধোৎকটেব গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। নন্দাবও একটি পুত্ৰ হইল, তাহাব নাম হইল নন্দাত্য। জীবন্ধবেব সহিত তাহাবা সকলে মানুষ হইতে লাগিল।

শৈশবেই জীবন্ধব অসাধাৰণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাব পবিচয় দিতে লাগিলেন। একদিন গন্ধোৎকটেব গৃহে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জীবন্ধবেব অসাধাৰণ বুদ্ধিমত্তাব কথা শুনিয়া তাঁহাব প্ৰশংসা কবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পবে অত্যুৎকৃষ্ট খাণ্ড মুখে পুৰিয়া জীবন্ধব কাঁদিয়া উঠিলেন। ইহা দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে তিবন্ধাব কবিয়া বলিলেন, “বুদ্ধিমান্ ছেলে কাঁদে না।” জীবন্ধব তৎক্ষণাৎ নিজেব ক্ৰন্দন সমৰ্থন কবিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কান্নাই তো এ অবস্থায় বুদ্ধিমত্তাব পবিচায়ক। কাঁদিলে চক্ষু পবিক্ষাব হয়, লালাবস ক্ষবণ হয়,

‘উষ্ণ খাত্তেব উষ্ণতা প্রশমিত হয়।’ সন্তুষ্ট হইয়া - সন্ন্যাসী, জীবন্ধবের শিক্ষক হইলেন।

বিদ্যাপুরদিগের রাজা গরুড়বেগের পরম রূপবতী কন্যা গন্ধর্বদত্তাব বিবাহেব বয়স হইলে গরুড়বেগ স্বয়ংবর-প্রথায় বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। গন্ধর্বদত্তা যেকণ ষট্‌তন্ত্রী বাজাইয়া গান করিতে পারিত সেকালে সেরূপ আব কেহ পাবিত না। তাই স্থিৰ হইল যে ষট্‌তন্ত্রী বাজাইয়া যে তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে সেই তাহাকে বিবাহ কবিবে। জীবন্ধব স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইয়া ষট্‌তন্ত্রী বাজাইতে লাগিলেন, কিন্তু ষট্‌তন্ত্রী গন্ধর্বদত্তার মত বাজিল না। অল্প পর্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি জানিলেন যে গন্ধর্বদত্তার ষট্‌তন্ত্রীর মত ষট্‌তন্ত্রী সেখানে আর নাই। তাই তিনি সেইটিই চাহিয়া লইয়া বাজাইতে লাগিলেন। সকলে মুগ্ধ হইল। গন্ধর্বদত্তার সহিত জীবন্ধবের বিবাহ হইয়া গেল।

সুরমঞ্জরী ও গুণমালা নাম্নী দুই কুমারী কন্যার মধ্যে তাহাদের ব্যবহৃত গন্ধদ্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ লইয়া, বিবোধ হইলে জীবন্ধব অসাধারণ বুদ্ধিবলে তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। ঐ দুই জনের গন্ধদ্রব্য লইয়া তিনি দুই জায়গায় ছড়াইয়া দিলেন। সুরমঞ্জরীর গন্ধদ্রব্যে মৌমাছি আসিয়া বসিতে লাগিল। কলে সুরমঞ্জরীর গন্ধদ্রব্যই অধিক অগন্ধযুক্ত বলিয়া স্থিৰ হইল। তাহাব বুদ্ধি-বলে আকৃষ্টচিত্তা সুরমঞ্জরীকে তিনি বিবাহ কবিলেন।

রাস্তায় বালকেব দল একদিন একটি কুকুবেব উপর নানারূপ অত্যাচার করিতেছিল। তাহা দেখিয়া জীবন্ধব বালকদিগকে তিবস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, কৃতজ্ঞ



কুকুরটি তাঁহাব বশীভূত হইল। কুকুরটি পূর্বজন্মে যক্ষ ছিল, কর্মফলে কুকুর হইয়া জন্ম গ্রহণ কবিয়াছিল। এখন তাহার কুকুর-জন্ম হইতে মুক্তিলাভ হইল। স্মৃতিতে আত্মপ্রকাশ কবিয়া যক্ষ জীবন্ধবকে একটি মন্ত্রপূত আংটি দিল। ঐ আংটি হাতে থাকিলে জীবন্ধব ইচ্ছামত রূপ ধারণ কবিতো পাবিবেন। যক্ষের সঙ্গেও তাঁহাব অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল।

বাজা ধর্মপতিব কন্যা পদ্মোত্তমা সর্পদষ্ট হইলে যক্ষ-বন্ধুব সাহায্যে জীবন্ধব তাহাকে আবোগ্য কবেন। ফলে পদ্মোত্তমার সহিত তাঁহাব বিবাহ হইল।

বণিক সুভদ্রেব কন্যা ক্ষেমসুন্দরী পবন রূপবতী। কিন্তু তাহাব বিবাহ হয় না। লক্ষণ দেখিয়া এক সন্ন্যাসী বলিয়া গেলেন যে, যে ব্যক্তিব উপস্থিতিতে তাহাদের জৈন মন্দিরের চাঁপাগাছে ফুল ফুটিয়া উঠিবে, কোকিল কুজন কবিয়া উঠিবে, সরোবরের জল নির্মল হইয়া উঠিবে, প্রফুল্লিত পদ্মে সরোবর স্নানোদ্ভিত হইয়া উঠিবে, ঝাঁকে ঝাঁকে মোমাছি পদ্মমধু-পানে রত হইবে এবং মন্দিরের দবজাগুলি আপনা হইতে খুলিয়া যাইবে, সেই ব্যক্তিই ক্ষেমসুন্দরীর পতি। জীবন্ধব ঐ মন্দিরে যাইবামাত্র সেখানে পূর্বোক্তরূপ পবিবর্তন সংঘটিত হওয়াতে সুভদ্র জীবন্ধবের হস্তে তাঁহাব কন্যা সমর্পণ কবিলেন।

অন্নবব-সভায় লক্ষ্যবেধ করিয়া জীবন্ধব বাজকন্যা হেমাভাব পাণিগ্রহণ করেন।

সরোবরে ক্রীড়াবত ঘুঘুমিথুন দেখিয়া বাজকুমারী ত্রীচন্দ্রা মুহুর্তিত হইয়া পড়িল। পূর্বজন্মে সে ঘুঘু হইয়া জন্মিয়া ব্যাধেব শবে নিহত তাহাব স্বামীর শোকে অত্যন্ত আকুল হইয়া

সহমরণে মরিয়াছিল। অকস্মাৎ সেইকথা শ্রবণ হওয়াতে আজ তাহার এই মুহূর্ত। লক্ষণজ্ঞগণের গণনায় স্থির হইল যে তাহাব পূর্বজন্মের স্বামীকে পাইলেই তাহার মুহূর্ত-ভঙ্গ হইবে। জীবন্ধর গণনা করিয়া জানিলেন যে গন্ধোৎকটপুত্র নন্দাচ্য তাহার পূর্বজন্মের স্বামী। সুতরাং নন্দাচ্যকে তাহার সম্মুখে আনা হইল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচন্দ্রার মুহূর্তভঙ্গ হইল। নন্দাচ্য ও শ্রীচন্দ্রাব বিবাহ হইয়া গেল।

পূর্বজন্মে জীবন্ধব একটি সারস শাবককে ১৬ দিন মাতা-পিতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিলেন। সেই পাপে এক্ষণে তাঁহাকে ১৬ বৎসব মাতৃবিচ্ছেদ সহ্য করিতে হইল। ১৬ বৎসর পরে মাতাপুত্রে শুভমিলন সংঘটিত হইল। মাতা পুত্রকে জানাইয়া দিলেন যে তিনি রাজা সত্যন্ধরের পুত্র এবং বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী কাষ্ঠাঙ্গারক তাঁহাকে বধ করিয়া রাজা হইয়া আছে। জীবন্ধর কাষ্ঠাঙ্গারককে বধ করিয়া যথাসময়ে রাজ্য পুনরুদ্ধার কবিস্বার প্রতিজ্ঞা করিলেন।

দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া রাজপুত্রের বণিক সগরদত্তকে জানাইয়াছিলেন যে জীবন্ধব তাহার কন্যার পূর্বজন্মের স্বামী। সেইজন্ত জীবন্ধরের সহিত তাহার বিবাহ হইল।

মন্ত্রপুত আটটির প্রভাবে ব্রাহ্মণ পর্যটকের ছদ্মবেশে জীবন্ধর রাজপুত্রের বাকপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার গিড়ঘাতী রাজা কাষ্ঠাঙ্গারক তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তাঁহাব যথোচিত সম্মান ও অভ্যর্থনা কবিল।

জীবন্ধরের বিচারে তাহার গন্ধদ্রব্যে অগর্ভ স্থির হওয়ার পর হইতে গুণমালা পুরুষ জাতিকে ঘৃণা করিতে লাগিল, খুব তার্কিক হইয়া পড়িল আর প্রতিজ্ঞা করিল যে তাহার

প্রশ্নের যথাযথ উত্তর যে দিতে পাবিবে তাহাকেই সে বিবাহ কবিবে, নতুবা কাহাকেও বিবাহ কবিবে না। ইহা শুনিয়া বুদ্ধবেশী জীবন্ধব তাহাব বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গুণমালা জিজ্ঞাসা কবিল, “কোথা হইতে আসিতেছ, কোথায় যাইবে?” জীবন্ধব বলিলেন, “আমি পরে আসিয়াছি এবং পূর্বে যাইব।” কথা শুনিয়া দাসীবা হাসিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “বুড়া হইলে বুদ্ধির ঠিক থাকে না, তোমাদেব কি কখনও সে অবস্থা আসিবে না?” গুণমালা আবাব জিজ্ঞাসা কবিল, “তুমি কোথায় যাইতেছ?” জীবন্ধব বলিলেন, “আমি ততক্ষণ চলিব যতক্ষণ না একটি যোগ্যা কুমারী সাংক্ষাৎ পাই।” একথা শুনিয়া গুণমালা হাসিয়া বলিল, “ইনি বাহিবে বুদ্ধ হইলেও অন্তরে মূৰ্খ।” তাবপব তাঁহাব উপযুক্ত সম্মান দেখাইয়া আহাবাদিব ব্যবস্থা কবিয়া দিয়া বলিল, “যেখানে যাইতে চাও, এখন তাড়াতাড়ি সেইখানে যাও।” ইহা শুনিয়া জীবন্ধব বলিলেন, “বেশ কথাটি তোমাব।” এই বলিয়া লাঠিতে ভব দিয়া উঠিবাব চেষ্টা কবিবাই বসিয়া পড়িলেন; যেন গুণমালা তাঁহাকে থাকিতেই বলিযাছে। “ধৃষ্টতা দেখিয়া গা জলিয়া যায়” বলিয়া দাসীবা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবাব উপক্রম কবিতেই গুণমালা তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল, “উনি থাকিলে তোমাদেব ক্ষতি কি? জাননা উনি ব্রাহ্মণ আব উনি আমাব অতিথি।” জীবন্ধব সেইখানেই থাকিলেন এবং রাত্রিকালে স্তূললিত কর্ণে যে গান কবিলেন তাহা শুনিয়া গন্ধর্বদম্ভাব বিবাহে জীবন্ধবেব গীতবাচ্য গুণমালাব মনে পড়িয়া গেল। তাবপব তাঁহাব প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হইলে গুণমালার মাতাপিতা তাঁহাবই সহিত গুণমালার

বিবাহ দিলেন। গন্ধোৎকটের গৃহে ভোজের অনুষ্ঠান হইল।

বিদেহরাজের কন্যা রত্নবতীর ধনুকভাঙ্গা পণ ছিল ; একটি প্রকাণ্ড ধনুকে যে গুণ দিতে পাবিবে তাহাবই সহিত রত্নবতীর বিবাহ হইবে। সেই ধনুকে গুণ দিয়া জীবন্ধর রত্নবতীকেও বিবাহ করিলেন। জৈনেরা বলেন যে পূর্বজন্মের স্মৃতির ফলে জীবন্ধরের অষ্টপত্নী-লাভ হইয়াছিল।

এই সময়ে কাষ্ঠাজাবক জীবন্ধবেব সহিত যুদ্ধ কবিয়া রত্নবতীকে কাড়িয়া লইতে আসিল। জীবন্ধর তাঁহার পিতাব পাত্রমিত্রগণের নিকট আশ্রয়বিচয় দিয়া তাঁহাদেব সাহায্য চাহিলেন এবং তাঁহাদেব সাহায্যে কাষ্ঠাজাবককে হত্যা করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন এবং শুভদিনে শুভক্ষেণে রাজ-সিংহাসনে আবোহণ করিলেন। মাতা, ভ্রাতা, অষ্টপত্নী ও বন্ধুবান্ধব লইয়া বহুকাল সুখে রাজত্ব কবিলেন। পূর্বজন্মের সংকর্মেব ফলে তাঁহাব এই সুখ-সম্ভোগ। শেষ জীবনে কিন্তু তাঁহারা সকলেই জৈন ধর্মের বিধান অনুসারে সংসার ত্যাগ কবিয়া যান।

জৈন কথা-সাহিত্যে ‘জীবন্ধব’-কাহিনী বহু সমাদৃত।

কালকাচার্য কথানক—গল্প-পঞ্চময় প্রাকৃত। কল্পলত্ন পাঠেব পর নিগ্রহগণ আবৃত্তি কবিয়া থাকেন। অতি প্রাচীন কথা। গল্পটি এই :

বাজপুত্র ‘কালক’ জৈন ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মঠে থাকেন এবং নিজগুণে উন্নতি লাভ কবিয়া আচার্য হন। তাঁহাব ভগিনী নিগ্রহী “সরস্বতী” উজ্জয়িনীবাজ গর্দভিল্ল কতৃক অপহৃত ও উজ্জয়িনীব অন্তঃপুরে নীত হইলে কালক উদ্ধাদ-

গ্রন্থ হইয়া গদ্যভিল্লের বিরুদ্ধে বাজ্রদ্রোহ করিবাব জন্য দেশেব লোককে উত্তেজিত করেন এবং শককূলে যাইয়া সেখানকার ‘শাহী’ বাজাদিগকেও উজ্জয়িনীরাজেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবিবাব জন্য প্রবোচিত করেন। ফলে উজ্জয়িনীরাজ পবাজিত ও উজ্জয়িনী বিজিত হয় (৭৪-৬১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)। এই গ্রন্থেব রচয়িতার নাম জানা যায় নাই। ১০২টি প্রাকৃত শ্লোকে নিবদ্ধ আর একখানি “কালকাচার্যকথানক” লিখিয়াছেন ভাবদেব স্মৃতি।

জৈন কথাসাহিত্যেব অস্ত্য নাই। অনেক প্রকাশিত হইয়াছে, অনেক হয় নাই। বাহ্যল্যভয়ে সে-সব সাহিত্যেব বিবরণ দেওয়া হইল না।

### নাটক :

নাট্যসাহিত্যেও জৈনগ্রন্থেব অপ্রাচুর্য নাই। কয়েকখানি ব নাম মাত্র সংগৃহীত হইল।

বশশচন্দ্রকৃত মুদ্রিত কুমুদচন্দ্র প্রকরণ (কাশী যশো-বিজয় জৈন গ্রন্থমালা, ১৯০৫)। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকে গুজবাটেব বাজা জয় সিংহের (১০৯৪—১১৪২ খ্রীঃ) রাজসভায় তর্কে শ্বেতাশ্বব আচার্য দেবস্মৃতি কর্তৃক দিগম্বব আচার্য কুমুদচন্দ্রেব পবাভবেব বিবরণ আছে। ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দেব ঘটনা। দ্বাদশ শতকেব লেখা।

সিদ্ধপালেব পুত্র বিজয়পাল-কৃত দ্রৌপদী স্নহংবর (জৈন আত্মানন্দ সভা, ভাবনগব ১৯১৮)। কুমাবপালেব সমসাময়িক বিজয়পাল মহাভাবতেব কথা অবলম্বন কবিষা এই নাটক বচনা কবিষাছেন।

দাক্ষিণাত্যবাসী হস্তিমল্ল (১২৯০ খ্রীঃ) কৃত বিক্রান্ত-

কৌরব নামক ষড়ঙ্ক ও টেমখিলীকল্যাণ নামক পঞ্চাঙ্ক নাটক (মাণিকচন্দ্র দিগম্বর গ্রন্থমালার ১ ও ২ সং গ্রন্থ) যথাক্রমে মহাভারত ও রামায়ণ অবলম্বনে রচিত নাটক।

জৈন কবি জয়সিংহ (১২২৯ খ্রীঃ) লিখিত হস্তী-মদ-মর্দন (গায়কোয়াড় ওবিয়েন্টাল সিরিজ ১০ সংখ্যা, দালাল, বরোদা, ১৯২০) একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক। হস্তী বা আমীব শিকার বা সুলতান শামস-উদ্-দুনিয়ার গুজবাটে পরাভবের কাহিনী।

যশঃপাল (১২২৯—৩২) লিখিত মোহরাজ-পরাজয় (দালাল, বরোদা, ১৯১৮) একখানি পঞ্চাঙ্ক রূপক নাটক। রাজা কুমারপালের জৈন ধর্মে দীক্ষার (অথবা মহারাজ জ্ঞানেন্দ্র কন্যা কৃপাসুন্দরীর সঙ্গে বিবাহের) কথা। 'মোহ' শব্দের অর্থ 'মুক্ততা' বা 'অজ্ঞান-মদ-মত্ততা'। রাজা কুমার পালেব 'মোহ' বিদূরিত হইলে তিনি জৈন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং 'জ্ঞান' বা 'সত্য ধর্ম জ্ঞান' রূপে রাজ্যের কন্যা 'কৃপা সুন্দরীকে' লাভ করেন।

বামভজ মুনি (১২ শতক) কৃত প্রবুদ্ধ-রৌহিণেশ্বর (জৈন আত্মানন্দ গ্রন্থমালা ৬০; ভাবনগর ১৯১৭) একখানি ষড়ঙ্ক নাটক। দিগ্বিজয়ী দম্ভ্য রৌহিণেশ্বর অভয়দেব কর্তৃক পবাজিত হইয়া তাঁহাবই অনুগ্রহে মহাবীর স্বামীব দর্শন লাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছিল। চাহমান নবপতি সমর সিংহ (১১৮৫) কর্তৃক ঋষভদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় অভিনীত।

বালচন্দ্র কৃত ককেশ্যবজ্রাসুধ (জৈন আত্মানন্দ গ্রন্থ-রত্নমালা, ৫৬, ভাবনগর ১৯১৬) শিবী উপাখ্যান অবলম্বনে

বচিত। 'শিবি'ব স্থানে এখানে জৈন নৃপতি 'বজ্রাযুধে'ব করুণা কীৰ্তিত হইয়াছে।

মেঘপ্রভাচার্যকৃত ধৰ্মাভ্যুদয় (জৈন আত্মানন্দ গ্রন্থ-বত্সমালা, ৬১, ভাবনগব, ১৯১৮) জিন পার্শ্বনাথের মন্দিরে অভিনীত ছায়া নাটক।

খণ্ড কাব্য বা স্তোত্র কাব্য অসংখ্য। কয়েকটির নাম :

ভজবাহুকৃত উবসগ্গহর স্তোত্র পার্শ্বনাথের পঞ্চ শ্লোকাক্ষক প্রাকৃতস্তোত্র।

মানতুঙ্গকৃত ভক্তামর-স্তোত্র (কাব্যমালা ৭ সংখ্যায় মূল) শ্বেতাশ্বব ও দিগম্বব উভয় সম্প্রদায়েব মধ্যে বহু-প্রচলিত স্তোত্র। শৃঙ্খলাবদ্ধ মানতুঙ্গ রুদ্ধ গৃহ হইতে এই স্তোত্র প্রভাবে নিক্রান্ত হইয়া আসিয়া ভোজবাজকে জৈন ধর্মে দীক্ষিত কবিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

সিদ্ধসেন দিবাকব কৃত কল্যাণ-মন্দির-স্তোত্র (কাব্য-মালা ৭)। এই স্তোত্রটিও দিগম্বব ও শ্বেতাশ্বব উভয় সম্প্রদায়েব মধ্যে অতিপ্রিয় স্তোত্র। ৪৪টি অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ শ্লোকে নিবদ্ধ। এটি পার্শ্বনাথের স্তোত্র।

তঁাহাবই লিখিত বৰ্ধমান মহাবীবেব স্তোত্র দ্বাত্রিংশিকা-স্তোত্র বা বৰ্ধমান দ্বাত্রিংশিকা (ভাবনগব ১৯০৩)।

সমন্তভজ-কৃত ব্রহ্ম স্বরস্তু স্তোত্র বা চতুর্বিংশতি জিন স্তবন (কাশী দিগম্বব জৈন গ্রন্থভাণ্ডার ১৯২৪—২৫)।

বিদ্যানন্দিকৃত পাত্রকেসরিস্তোত্র (কাশী দিগম্বব জৈন-গ্রন্থ ভাণ্ডার), ইহাবই নামান্তর ব্রহ্ম পঞ্চ নমস্কার স্তোত্র। এটি মহাবীব স্বামীব স্তোত্র, ৫০ শ্লোক।

বঙ্গভট্টিকৃত (৮-৯ শতক) চতুর্বিংশতিজিনস্ততি ( নির্ণয় সাগর প্রেস ১৯১২) ৯৬ সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ ২৪ জন তীর্থংকরের স্তব। কাশ্যকুজাধিপতি যশোবর্ম দেবের পুত্র রাজা 'আমরাজ'কে বঙ্গভট্টি জৈন ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

দশম শতকের 'শোভন' কবি-লিখিত শোভনস্তোত্র ( কাব্যমালা ৭ ) ২৪ জন তীর্থংকরের স্তোত্র। অতিপাণ্ডিত্য-পূর্ণ সংস্কৃত ভাষা। শোভনের ভ্রাতা ধনপাল প্রাকৃত ভাষায় ৫০ শ্লোকে ঋষভপঞ্চাশিকা ( কাব্যমালা ৭ ) লিখিয়াছেন।

নন্দিসেন ( ৯ শতক) কৃত অজিন্ন-সংতি-ধ্বজ ( অপ্ৰচলিত ছন্দে প্রাকৃত ভাষায় ৯ শতকে লেখা )।

দ্বিতীয় তীর্থংকর অজিতনাথ ও ১৬শ তীর্থংকর শাস্তিনাথের আবও কয়েকটি স্তোত্র :

জিনবল্লভ কৃত ( ১২ শতক ) উল্লাসিকম-ধ্বজ ( বরোদা ১৯২৭ ), বীবগণি কৃত অজিন্ন-সংতি-ধ্বজ, জয়শেখর কৃত অজিত-শাস্তি-স্তব ( সংস্কৃত ) এবং শাস্তিচন্দ্র গণিকৃত অজিত-শাস্তি-স্তব ( ১৬ শতক )। অভয়দেব ( ১১ শতক ) কৃত জয়-ভিহঙ্গ-স্তোত্র ( আমেদাবাদ ১৮৯০ ) পার্শ্বনাথের স্তব। বাদিবাজ ( ১১ শতক ) কৃত দার্শনিক স্তোত্রত্রয় : জ্ঞানালোচন স্তোত্র ( মাণিকচন্দ্র দিগম্বর গ্রন্থমালা ২১ ), একীভাষ স্তোত্র ( কাব্যমালা ৭ ) এবং অধ্যাত্মাষ্টক ( মাণিকচন্দ্র দিগম্বর গ্রন্থমালা ১০ )। হেমচন্দ্রকৃত বীভরাগ স্তোত্র ( নির্ণয় সাগর ১৯১১ ) কুমাবপালের আদেশে লিখিত। ধর্মঘোষ কৃত ইসিমংডল ( ঋষিমণ্ডল ) স্তোত্র জম্বুস্বামী, শয্যাস্তব, ভদ্রবাহু প্রভৃতি আচার্যগণের প্রশংসায় প্রাকৃত শ্লোকে বচন।



### ষড় ভাষা স্তোত্র :

ধর্মবর্ধন ( ১২ শতক ) কৃত ষড়্ ভাষানির্মিত পার্শ্ব-  
জিনস্তবন। এই স্তোত্রে সংস্কৃত, মহাবাহু, মাগধী  
শৌবসেনী, পৈশাচী এবং অপভ্রংশ এই ছয় ভাষা ক্রমান্বয়ে  
ব্যবহৃত হইয়াছে।

জিনপদ্ম কৃত ( ১৪ শতক ) ষড়্ ভাষা বিভূষিত-  
শান্তিনাথ স্তবন। এই স্তোত্রেও ঐ ছয় ভাষাব্যবহার  
হইয়াছে।

### জৈন দর্শন

জৈন দর্শনের বৈশিষ্ট্য ইহার ‘স্বাদ্বাদ’ বা ‘সপ্তভঙ্গ নয়’।  
প্রাচীন মত খণ্ডনের জন্য অমোঘ অস্ত্ররূপে জৈনেবা তাঁহাদের  
এই ‘স্বাদ্বাদ’ বা ‘সপ্তভঙ্গ নয়’ ব্যবহার করিয়া থাকেন।  
এই বিচারের প্রথম এবং প্রধান কথা আপেক্ষিকত্ব। অব্য,  
ক্ষেত্র, কাল ও ভাবের বিভিন্নতা অনুসারে প্রত্যেক বস্তুই  
আপেক্ষিক বিভিন্নতা ঘটিতে পারে। এক লক্ষ্য লইয়া বিচার  
করিলে যেমন কোনও বস্তু আছে [ স্বাদ্বস্তি ] বলা যায়, অন্য  
লক্ষ্য লইয়া বিচার করিলে আবার সেই বস্তু নাই [ স্বান্নাস্তি ]  
বলা যায়। বিভিন্ন পর্যায়ে একই বস্তু আছেও বলা যায়,  
নাইও বলা যায় [ স্বাদ্বস্তি-নাস্তি ]। সর্বাবস্থায় সর্ব পর্যায়ে  
কোনও বস্তু আছে বা নাই বলা যায় না। পুদ্গল  
সমূহের পর্যায়ক্রমিক মিলন ও বিচ্ছেদে জগতের সদা-পরিবর্তন-  
শীলতা এই ‘স্বাদ্বাদ’ নামক জৈন বিচারপদ্ধতিতে স্বীকার  
করা হইয়াছে। ‘স্বাদ্বাদ’ নামক বিচারপদ্ধতিকে ‘অনেকান্ত-  
বাদ’ও বলা হয়, কাবণ ‘একান্ত-বাদ’ মতের খণ্ডনের জন্যই  
এই মত আবিষ্কৃত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী বলিলেন, ‘আত্মা

সং, অত্ৰ সকল দৃশ্যমান পদার্থ অসং ; আত্মা নিত্য, অত্ৰ সকল বস্তু অনিত্য ।’ ঋণিকবাদী বলিলেন, ‘অনিত্য পদার্থ কিছু নাই, সবই ঋণিক ; প্রত্যেক পদার্থেবই উৎপত্তি, বিকাশ ও ক্ষয় আছে ।’ অদ্বৈতবাদীৰ মতে আত্মা ব্যতীত সকল পদার্থই ‘অ-সং’ অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ‘অস্তিত্ববিহীন’ । যুক্তিকাব বিকাব ‘ঘট’ অ-সং পদার্থ, কারণ ঘট ভাঙ্গিলে তাহাতে যুক্তিকা ভিন্ন অত্ৰ কিছু থাকে না । সুতরাং ‘ঘট’, প্রভৃতি বস্তু যুক্তিকারই সাময়িক অনিত্য রূপ । শ্রাদ্ধাদী বলিবেন, দ্রব্য-গতভাবে ঘট ঘটই, অত্ৰকিছু নহে ; ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ঘটেব অস্তিত্ব স্বীকার্য ; কিন্তু এরূপ অস্তিত্বকে তাঁহাবা ‘স্বাদস্তি-ত্ব’ বলিবেন । পর্যায়-গত পরিবর্তন ঘটিলে ভাঙ্গা ঘটকে আর ঘট বলা যায় না, তখন তাহাকে অ-সং পদার্থ না বলিয়া ‘স্বান্নাস্তিত্ব’-বান্ পদার্থ বলা যায় । আবার পর্যায়ক্রমে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব যাহাতে আরোপ করা যায় তাহা ‘স্বাদস্তি-নাস্তি’ । সকল কালে সকল পর্যায়ে ঘটকে নিত্য পদার্থ বলিবাব সময় শ্রাদ্ধবাদী বলিবেন তাহা হইতে পাবে না ; চিবকাল একভাবে কোনও কিছুব অস্তিত্ব স্বীকাব কবা যায় না ।

বস্তু-সত্তাব আপেক্ষিকত্ব বা সদাপরিবর্তনশীলতা বুঝাইবার জন্ত জৈনগণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান বা নির্ণয়েব সঙ্গে “স্যাৎ” এই পদটি জুড়িয়া দিয়া থাকেন । তাঁহাদের ‘স্বাদস্তিত্ব’ আপেক্ষিক সত্তাব বোধক ; ‘স্বান্নাস্তিত্ব’ আপেক্ষিক অনস্তিত্বেব বাচক । দ্রব্যাপেক্ষা, কালাপেক্ষা, ক্ষেত্রাপেক্ষা ও ভাবাপেক্ষায় বস্তু-সত্তা আপেক্ষিক । কালাপেক্ষায় বর্তমান মুহূর্তে যে বস্তু সত্তাবান্, পরমুহূর্তেই তাহা অ-সত্তাবান্ বা পরিবর্তিত হইতে

পাবে। প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বস্তুব সত্তা জৈনগণ অস্বীকার করেন না; তাঁহাদের সর্ববিধ সত্তাই আপেক্ষিক সত্তা বা “স্যাদস্তিত্ব”বান্। প্রত্যক্ষীভূত বস্তু মাত্রই “স্যাদস্তিত্ববান্”। দিবাভাগে ‘সূর্য্য’ স্যাদস্তিত্ববান্, বাত্রিভাগে স্যান্নাস্তিত্ববান্। আবার পর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ প্রতিদিবস দিবাভাগে স্যাদস্তিত্ববান্ ও বাত্রিভাগে স্যান্নাস্তিত্ববান্ বলিয়া সূর্য্যকে স্যাদস্তিনাস্তিত্ববান্ বলা যাইতে পারে। তর্কশাস্ত্র অনুসারে ‘বক্ষ্যা-স্মৃত’ শব্দে প্রকাশ্য ভাবটি মিথ্যা হইলেও কল্পনাব সাহায্যে ‘বক্ষ্যা’ ও ‘স্মৃত’ শব্দে প্রকাশ্য ভাব দুইটির সম্পর্ক অনুভূতি-গম্য এবং সেইজন্ত স্বীকার্য্য। শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিন্দুব ছেলে’ তাহাব উদাহরণ। সুতরাং জৈনদর্শনের মতে ‘বক্ষ্যা-স্মৃত’ স্যাদস্তিত্ববান্।

মানুষের ভাষায় প্রত্যেকটি বস্তুর এক-একটি নাম ( বা শব্দ ) আছে। কিন্তু একটি নামে একাধিক বস্তু এককালে বুঝায় না। পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর জন্ত পৃথক্ পৃথক্ নাম বা শব্দ আবশ্যক। গোরু শব্দে আমবা পশু-বিশেষকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু জ্ঞানহীন মুখ্ মানুষ-বিশেষকেও কখনও কখনও ‘গোক’ বলা হয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত ‘গোরু’ শব্দের অর্থ ও এই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ‘গোক’ শব্দের অর্থ অভিন্ন নহে। এই প্রসঙ্গভেদ বশতঃ এখানে অর্থভেদ সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু তৎসঙ্গেও উদ্দেশ্য-ভূত বিশিষ্ট বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি এবং বিধেয়-ভূত ‘গোরু’ শব্দে অর্থবিশ্লিষ্টতা স্বীকার্য্য। সুতরাং তাহাদের মধ্যে অভিন্নতারূপ সম্পর্ক কেমন করিয়া স্বীকার কবা যায়? তর্কশাস্ত্রের যুক্তি দ্বারা কিংবা ভাষাপ্রকাশ্য শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া ইন্দ্রিয়াদিবি সাহায্যে অনুভূত প্রত্যক্ষীকৃত অভিন্নতাকে জৈনদর্শন অসত্য

বলিতে পারে না। তবে সর্বতোভাবে সত্য জৈনমতে নাই। জৈনমতে সকল জ্ঞান বা সকল নির্ণয়ই আপেক্ষিক। ভাষা দ্বারা অপ্রকাশ্য এই অভিন্নতা সম্পর্কে তাঁহারা 'স্যাদবক্তব্য' অর্থাৎ আপেক্ষিক ভাবে সত্য বলিয়া স্বীকার কবেন। এই 'স্যাদ-বক্তব্য' সম্পর্কেব সঙ্গে 'স্যাদস্তিত্ব' জুড়িয়া 'সাদস্তি অবক্তব্য', 'স্যান্নাস্তিত্ব' জুড়িয়া 'স্যান্নাস্তি অবক্তব্য' এবং 'স্যাদস্তিনাস্তি' জুড়িয়া 'স্যাদস্তিনাস্তি অবক্তব্য' এই তিনটি বিচারক্রম বা ভঙ্গীও জৈনগণ স্বীকার করিয়াছেন।

এই সাত প্রকার 'ভঙ্গ' বা 'ক্রমে' যে বিচারপদ্ধতি ( বা নয় ), তাহাকে 'সপ্তভঙ্গ নয়' বা 'সপ্তভঙ্গী' বলে। পদার্থ বিচার কবিবার পদ্ধতি দুইটি : দ্রব্যার্থিক ও পর্যায়ার্থিক। দ্রব্যার্থিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ দ্রব্যমাত্রের চিন্তা দ্বারা বিচার কবিলে যে বস্তু সত্তা ( যেমন 'বট' ) স্বীকার করা যায় ( স্যাদস্তি ), পর্যায়ার্থিক পন্থায় অর্থাৎ কালান্তরে বা অবস্থান্তরে অবিকৃতভাবে ঐ বস্তু থাকিলে না একথাও স্বীকার করা যায় ( স্যান্নাস্তি )। স্যাৎ, অস্তি, নাস্তি, অবক্তব্য—এই চারিটি পরিভাষার যোগে সপ্তভঙ্গ নয় : (১) স্যাদস্তি, (২) স্যান্নাস্তি, (৩) স্যাদস্তি-নাস্তি, (৪) স্যাদবক্তব্য, (৫) স্যাদস্তি অবক্তব্য, (৬) স্যান্নাস্তি অবক্তব্য, (৭) স্যাদস্তিনাস্তি অবক্তব্য। এই সপ্তভঙ্গ নয় প্রভাবে জৈনগণ অতি সহজে বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিতে পারিয়া-ছিলেন।\*

\* ভঙ্গাঃ সত্তাদয়ঃ সপ্ত সংশয়াঃ সপ্ত তদ্গতাঃ।

জিজ্ঞাসাঃ সপ্ত, সপ্ত স্ম্যঃ প্রশ্নাঃ, সপ্তোক্তবাণি চ ॥ সপ্তভঙ্গী তবদ্ভিনী।

বস্তু বিচার বা বস্তু পলঙ্কির সত্তাদি [ ১। স্যাদস্তি, ২। স্যান্নাস্তি, ৩। স্যাদস্তিনাস্তি, ৪। স্যাদবক্তব্য, ৫। স্যাদস্তি অবক্তব্য, ৬। স্যান্নাস্তি

মৌলিক দর্শন-গ্রন্থ বেশি নাই। কিন্তু দর্শনগ্রন্থেব টীকা ও ব্যাখ্যা অনেক। কুন্দকুন্দ-কৃত পঞ্চাঙ্খির (পঞ্চাঙ্গিক্য) সংগ্রহ, বট্টকেব-কৃত মূলাচার, কার্তিকেব স্বামী কৃত কন্তিগেন্নাগুপেক্ষা, উমাশ্বামী (উমাশ্বাতী) কৃত তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র, সিদ্ধসেনদিবাকর কৃত ন্যায়াবতার, সমন্তভদ্র কৃত আশ্রমীমাংসা, অকলঙ্ক কৃত ন্যায়বিশিষ্টকর, বিজ্ঞানন্দ কৃত প্রমাণনির্ণয়, প্রভাচন্দ্র কৃত ন্যায়কুমুদ চন্দ্রোদয়, শুভচন্দ্র কৃত ভ্রাতার্নব বা বোণপ্রদীপাধিকার, হবিভদ্র কৃত ষড়্‌দর্শন সমুচ্চর (বৌদ্ধ, শ্রায়, সাংখ্য, বৈশেষিক ও জৈমিনীয দর্শনেব সাব-সংগ্রহ), অমৃতচন্দ্র কৃত তত্ত্বার্থসার, দেবসেন কৃত দর্শনসার, চামুণ্ডরায় কৃত দল্লসংগ্রহ (দ্রব্য সংগ্রহ) ও গোস্বাম্‌টসার, জিনচন্দ্রগণী (বা দেবগুপ্ত) কৃত নবতত্ত্ব প্রকরণ, হেমচন্দ্র কৃত প্রমাণমীমাংসা, মল্লিসেন কৃত শ্রাদ্ধাদমঞ্জরী, বিমলদাস-কৃত সপ্তভঙ্গীতরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থই জৈন দর্শনেব প্রধান গ্রন্থ।

### স্মৃতি গ্রন্থ বা আচার গ্রন্থ :

আচার-বিধি বা চরিত্র-নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী লইয়া জৈন গ্রন্থ অনেক আছে। কয়েকখানিবি বিবরণ নিম্নে সংগৃহীত হইল।

---

অবজ্ঞব্য, ৭। স্যাদাস্তিনাস্তি অবজ্ঞব্য] সাতটি ভজ বা ক্রম। কারণ শাহুৰ শাত্রেবই যনে এবিষয়ে সাতটি সংশয় থাকে, জানিবার ইচ্ছা সাত প্রকাবেই হয়, প্রশ্নও সাতটি এবং উত্তরও সাতটিই হইয়া থাকে।

হরিভদ্র (৬ শতক) কৃত শ্রাবকপ্রভুত্বা (সাবর পল্লভি)। জৈন শ্রাবক বা গৃহীদিগের পালনীয় নিয়মাবলী প্রাকৃত ভাষায় লেখা ( প্রেমচাঁদ সম্পাদিত, বোম্বাই ১৯০৫ )।

সমন্তভদ্র (৮ শতক) কৃত রত্নকারণ শ্রাবকচাৰ [ ইংরেজি ও হিন্দী অনুবাদসহ চম্পৱায় জৈন সম্পাদিত, আৰা, ১৯১৭। প্রভাচন্দ্রের টীকাসহ মূল, মাণিকচন্দ্র দিগম্বর গ্রন্থমালা, ২৪ সং। কাশী দিগম্বর জৈন গ্রন্থমালা, মূলমাত্র ১৯২৪-২৫ ]। ১৫০টি সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ।

হরিভদ্র (৬ শতক) কৃত ধর্মবিন্দু [ আগমোদয় সমিতি, আমেদাবাদ, ১৯২৪ ] তিন খণ্ডে বিভক্ত আচাৰ গ্রন্থঃ শ্রাবকচাৰ, শ্রমণচাৰ ও নির্বাণ।

দেবসেন (৯ শতক) কৃত শ্রাবকচাৰ ও আরাধনাসাৰ ( মাণিকচন্দ্র দিগম্বর জৈন গ্রন্থমালা, ৬ সং, বোম্বাই ১৯১৬ )।

চামুণ্ডরায় (১০ শতক) কৃত কল্পভাষার লেখা চামুণ্ডরায় পুরাণ। দিগম্বর জৈনদিগেব পালনীয় নিয়ম ও ব্রতাদির পূর্ণ বিবরণ।

আশাধব (১৩ শতক) কৃত ধর্মামৃতঃ সাগারধর্মামৃত ও অনাগাব ধর্মামৃত নামে দুই খণ্ড। গ্রন্থ অমুদ্রিত।

সকলকীর্তি (১৫ শতক) কৃত প্রমোদব্রোপাসকাচাৰ। জৈন গৃহীদিগের পালনীয় বিধি প্রমোদবচ্ছলে সংনিবদ্ধ।

মানবিজয়-কৃত এবং যশোবিজয়-সংস্কৃত ধর্মসংগ্রহ [ জৈনপুস্তকোদ্ধার সংগ্রহ ২৬ ও ৪৫ সংখ্যা, বোম্বাই ১৯১৫, ১৯১৮। ] জৈন গৃহী ও শ্রমণের পালনীয় বিধি বিষয়ে বিবিট সংগ্রহগ্রন্থ। ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে সম্পাদিত। বহু প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থঃ দর্শন, ব্যাকরণ, কোষ, অলঙ্কার, গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি সকল বিষয়েই জৈনদিগের দান আছে। তাছাড়া অনেক আধুনিক ভাষার উন্নতি সাধনেও জৈনদিগের বিশিষ্ট কৃতিত্ব দেখা যায়। গুজরাটী, হিন্দী, তামিল ও কন্নড় ভাষায় বহু জৈনগ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

## অর্ধমাগধী ভাষা

বৌদ্ধ ত্রিপিটকের ভাষার নাম পালি ভাষা। কিন্তু বৌদ্ধগণ ইহাকেই ‘মাগধী’ ভাষা বলিয়াছেন : “সা মাগধী মূলভাসা নবা যায়াদিকল্পিকা। মানুসা চ’সুসুতালাপা সংবুদ্ধা চাপি ভাসরে ॥” [সেই মাগধীই মূলভাষা অর্থাৎ আদিভাষা, যে ভাষায় আদিকল্পেব মনুষ্যেবা, এবং বাঁহাবা অন্য কোনও ভাষায় আলাপ শুনে নাই তাঁহাবা, এবং সংবুদ্ধেরা কথোপকথন করিতেন।] অন্য কথায় বলিতে গেলে মাগধী অর্থাৎ মগধ দেশের ভাষাকেই বৌদ্ধগণ আদি ভাষা এবং সর্বসাধারণের ভাষা বলিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে মাগধী ভাষার যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আগাদেব নিকট সুপবিচিত [কর্তৃকাবেব একবচনে এ বিভক্তি, তালব্য শ-কাবেব ব্যবহাব এবং ‘র’ স্থানে ল-কাবেব ব্যবহাব], সেই তিনটি বৈশিষ্ট্যেব একটিও পালি ভাষায় বক্ষিত হয় নাই। [কর্তৃকাবেব একবচনে ‘ও’ বিভক্তি, দন্ত্য স-কাবেব ও র-কাবেব ব্যবহাব পালি ভাষায় যথানিয়মে দেখা যায়।] ইহার কাবণ এই যে সমগ্র ভারত-বাসীর নিকট বোধগম্য কবিবার জ্ঞাত মাগধীর বৈশিষ্ট্য পবিত্যাগ-পূর্বক ভাষাটিব সংস্কার কবিয়া লওয়া হইয়াছে। জৈনদিগের ‘অর্ধমাগধী’ নামটির মধ্যেই সংস্কারের ইঙ্গিত দেখা যায়। মগধ দেশেব ভাষার অর্ধেক ও ভারতের অন্য প্রদেশের ভাষার অর্ধেক লইয়া কৃত্রিম উপায়ে এই অর্ধমাগধী ভাষা রচনা কবিয়া লওয়া হইয়াছে। যে দেশে মাগধী ভাষা প্রচলিত ছিল সেই দেশেই [অর্থাৎ বিহার প্রদেশেই] বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মের প্রথম প্রচাব হইয়াছিল বলিয়া ‘মাগধী’ নামটি



উভয় ধর্মের ভাষাতেই জড়িত হইয়া গিয়াছে [ যদিও মাগধী, অধর্মাগধী এবং পালি এই তিনটি ভাষাই পবম্পর বিভিন্ন আকারে আমরা পাইতেছি ]। “ভগবৎ চ গং অন্ধমাগধীএ ভাসাএ ধম্মমাইকুখই।” [ ভগবান্ মহাবীর অধর্মাগধী ভাষাতেই তাঁহার ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।—সমবায়াজ্জ। ] “স বি য় গং অন্ধমাগহা ভাসা তেসিং সবেবসিং আবিসমণাবিসাণং অগ্নণো স-ভাসাএ পবিণাসেণং পবিণমই।” [ সেই অধর্মাগধী ভাষা পরিণামে আর্য ও অনার্য সকল জাতিবই আপন ভাষায় পবিণত হইয়াছে। ঔপপাতিক। ] এই সকল প্রাচীন উক্তি হইতে বুঝা যায় যে মাগধী ভাষার এমন ভাবে সংস্কার করা হইয়াছিল যে যে-সকল দেশে জৈন ধর্ম প্রচাৰিত হইয়াছিল, সেই-সকল দেশের আর্য ও [ আর্য-সভ্যতা-প্রাপ্ত ] অনার্য জাতিগণের সকলেই এটিকে সাধারণভাবে আপন ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

কর্তৃকাবেকব একবচনে এ বিভক্তিসূক্ত পদই অধর্মাগধী ভাষায় পাওয়া যায় : সমদে ভগবৎ মহাবীরে পংচ-হত্থুত্তরে হোখা [ অমণ ভগবান্ মহাবীর পঞ্চহস্তোত্তর হইয়াছিলেন ]। বংভদন্তে গচ্ছই [ ব্রহ্মদত্ত বাইতেছে ]। তুমং কে অসি ? [ তুমি কে ? ] অহং সমদে ভিক্খু [ আমি একজন অমণ ভিক্ষু ]। স্বে গুণে সে মূলট্টাণে, জে মূলট্টাণে সে গুণে [ যাহা গুণ তাহাই মূলস্থান, যাহা মূলস্থান তাহাই গুণ ]। এই একটিমাত্র মাগধীর বৈশিষ্ট্য অধর্মাগধীতে পাওয়া যায়, অথ কোনও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। আবার অনুরূপ স্থলে বিকল্পে কচিং ‘ও’ বিভক্তিও দেখা যায় : এসো পঞ্চ নমোক্কাবো

সর্বপাপপ্ৰণাসণো [এই পঞ্চ নমস্কার সর্বপাপ-প্রণাশন] ।  
 সংস্কৃতের অনুকরণে বহুবচনেও কোনও কোনও স্থলে 'এ'  
 বিভক্তি দেখা যায় : জে য় দাণং পসংসন্তি বহগিচ্ছংতি  
 পাণিণং । জে য় ণং পড়িসেহংতি বিভিচ্ছয়ং করংতি তে ॥  
 [যাঁহাবা দানেব প্রশংসা কবেন, তাঁহাবা প্রাণিবধে মত  
 দেন । আর যাঁহারা প্রতিষেধ (নিষেধ) করেন, তাঁহাবা  
 (লোকের) বৃত্তিচ্ছেদ করেন ॥ শূত্রকৃতান্ত ১।১১] । মাগধী  
 ভাষাব অন্য দুইটি বৈশিষ্ট্য [তালব্য শ-কারের ব্যবহাব ও র  
 স্থানে ল] অর্ধমাগধী ভাষায় নাই ।

অর্ধমাগধী বর্ণমালা : ঋ, ৯, ঐ, ও, শ্, ষ্, এবং :  
 অর্ধমাগধীতে নাই ।

ঋ>ই : ঋদ্ধি>ইদ্‌টি ; বৃত্তি>বিত্তি ; যুগ>মিয় ;  
 যুতি>যিই । হিয়য়<হুদয় ; উক্কিট্ট<উৎকৃষ্ট ।

ঋ>উ : ঋতু>উউ ; বুযভ>উসভ ; নিবৃত>নিব্বুয় ;  
 গৃষ্ট>পুল্লিয় । বুটঠি<বৃষ্টি ; বুড্‌ত<বৃদ্ধ ।

ঋ>অ : তৃতীয়>তইয় ; কুত্বা>কটু ; কৃত>কড় ;  
 কয় ; যুত>মড় । হড়<হুত ; হট্ট<হুষ্ট ।

ঋ>কু : বৃক্ষ>রুকথ ।

ঋ>ক্লি : ঋজু>ক্লিউ ; ঋগ্বেদ > বিউববেয় ;  
 ঋক্ষ>রিকথ ।

ঐ>এ : ভৈবব>ভেরব ; বৈশ্রবণ>বেসয়ণ ;  
 চৈত্য>চেইয় ; বৈশালী>বেসালি । এরাবণ<ঐরাবণ ।

ঐ>ই : ঐক্ষাক>ইক্‌খাগ ; চিত্ত (চেত্ত) <চৈত্র ;  
 তিল্ল <তৈল ।

ঐ>ই : গেবিজ্জ <গৈবেয় ; ইকারসী <একাদশী ।

ভ্র>ভঃ গোষম <গৌতম; কোসবী <কৌশাঘী;  
কোউয় <কৌতুক; কোডিয় <কৌণ্ডীত। সোডীব <  
শৌণ্ডীব।

ভ্র>ভঃ কুচ্ছ <কৌৎশ; মুটঠিয় <মৌষ্টিক;  
মুকথ <মৌখ্য।

ভ্র>ভঃ পউট্ট <প্রকোষ্ঠ; কুডুংবিয় <কৌটুম্বিক।

অব>ভ>ভঃ উয়হ <ওগ্গহ <অবগ্রহ; উবয়ংত <  
ওবয়ংত <অবপতৎ।

অনাদি অযুক্ত ক্ চ ত্ প্ গ্ জ্ দ্ ব্ লুপ্তঃ  
মউড় <মুকুট; মই <মতি; মিউ <মুহ; বইয় <বচিত;  
বাজি >বাই; মই <শুচি; বউল <বকুল; বিপুল >বিউল;  
শকুন >সউল; আলইয় <আলগিত <আলয়।

অনাদি অযুক্ত ক্ চ ত্ গ্ জ্ দ্ ব্ > ঋঃ  
আহয় <আহত; ইয়াগি <ইদানীম্; উইয় <উদিত;  
এয়াবিস <এতাদৃশ; ওয় <ওজস্; কয়ংবুয় <কদম্বক;  
গোয়ব <গোচব; গোযম <গৌতম; মূয় <মুশ্ত; ছেয <ছেক।

অনাদি অযুক্ত ক্ চ ত্ প্ গ্ জ্ দ্ ব্ অপরিবর্তিতঃ  
অগাব; অদিট্ট <অদৃষ্ট, আকুল; আগম; ককুহ <ককুদ;  
কপোল; কেবলী; ততে <ততঃ; দেব; নগব [নযব];  
ভগবং <ভগবান্; ভব; বাগ [বায়]; বিদেহ; উবচিয় <  
উপচিত; উজু <ঋজু।

অনাদি অযুক্ত ক্ চ ত্ প্ > গ্ জ্ দ্ ব্ঃ আগব <  
আকব; উজুবালিয়া <ঋজুপালিকা; উববায় <উপপাত;  
এগে <একে; কলাব <কলাপ; কাবগ <কাবক; চবল <  
চপল; দগ <দক <উদক; নীব <নীপ।

ଅନାଦି ଅସ୍ତୁକ୍ତ ଙ୍ > ଙ : ପୂୟା < ପୂଜା, ପଂୟଣ < ପ୍ରୟୋଜନ ।

ଅନାଦି ଅସ୍ତୁକ୍ତ ଡି > ଢ : କଢ଼ି < କଟି ; କଢୁୟ < କଟୁକ ; କଢ଼ଗ < କଟକ ।

ଅନାଦି ଅସ୍ତୁକ୍ତ ଠି > ଠ : ପାଠଗ < ପାଠକ ; ମୀଠ < ମୀଠ ।

ଅନାଦି ଅସ୍ତୁକ୍ତ ଥ, ଘ, ଫ, ଷ, ଢ > ହ : ମୁହ < ମୁଖ ; ମେହ < ମେଷ ; ମେହାବୀ < ମେଧାବୀ ; କହା < କଥା ; ମୋହା < ମୋହା ; ମୋହତ < ମୋହମାନ ; ଅହ < ଅଧ ; ମିହି < ମିଷି ।

ଅନାଦି ଅସ୍ତୁକ୍ତ ଥ ଷ ଥ ଢ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ : ଅୁତ < ଶୁଭ ; ଉସତ < ଅସତ ; ଲାସବ ; ଅସବିମ ; ଆଧାର ; ଜସଣ < ଜସନ ; ଦସି ।

ଅନାଦି ଅସ୍ତୁକ୍ତ ଥା > ଠ : ମୁଠାବୀ < ମୁଠିବୀ ।

ଅନାଦି ଅସ୍ତୁକ୍ତ ଦନ୍ତ୍ୟ ନ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଣ ହରଃ ସମ୍ମେ, ମିନିକ୍, ମାଞ୍ଜି, ନଗବ, ନମୋ, ନବ, ନବିନ୍ଦ, ଧନି, ଧରଣି, ନିଭେଳଣ । କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ତବର୍ଣ୍ଣେ ହୟ ନା, ମୁନ ( < ମୁନ୍ୟ ), ଧନ ( < ଧାନ୍ୟ ) ।

ଓ < ଅବ : ଓଗ୍‌ଗହ < ଅବଗ୍ରହ ; ଓହି < ଅବଧି ; ଓବୟତ < ଅବପତତ ।

ଆଦିହର ଲୋପ : ଡି < ଇତି, ବ < ଇବ, ଦକ < ଉଦକ, ମିନିକ୍ < [ ଅ ] ମିନିକ୍ ।

### ସ୍ତୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ

ମଦାଦିତେ ଥାକେ ନା : ଧଣ < କ୍ଷଣ ; ଧନ୍ତ < କ୍ଷାନ୍ତ ; ଧୟ < କ୍ଷୟ ; ଧୂଣ < କ୍ଷୂଣ ; ଗହ < ଗ୍ରହ ; ଗାମ < ଗ୍ରାମ ; ଗିମ୍‌ହ < ଗ୍ରୀଷ୍ମ ; ଠିହି < ଶ୍ଚିତି ; ତେବସ < ତ୍ରୟୋଦଶ ; ଥଣ < ଶ୍ଚନ ; ଥେବ < ଶ୍ଚବିବ ; ମହିଠ୍‌ଠା < ମ୍ରତିଠା ; ଫାସ < ଶ୍ଚର୍ଷ ।

যুক্ত বর্ণের য র ল ব লোপ পায় ও অবশিষ্ট-ভূত  
অনাদি বর্ণের দ্বিঃ হয়; কোহ  $\triangleleft$  ক্রোধ; গঙ্গাবত্ত  $\triangleleft$  গঙ্গাবর্ত;  
গজ্জিয়  $\triangleleft$  গজ্জিত; গত  $\triangleleft$  গাত্র, গর্ত; গলগ্গহ  $\triangleleft$  গলগ্রহ;  
চত্তাবি  $\triangleleft$  চত্বারি; জ্জচ্চ  $\triangleleft$  জাত্য; দব্ব  $\triangleleft$  দ্বব্য;  
দিব্ব  $\triangleleft$  দিব্য; অজ্জ  $\triangleleft$  অজ; অপ্প  $\triangleleft$  অল্প; কপ্প  $\triangleleft$  কল্প;  
সুত্ত  $\triangleleft$  সূত্র; পেসুম  $\triangleleft$  পৈশুম।

উদ্ববর্ণ-সম্পৃক্ত যুক্ত বর্ণে উদ্ব বর্ণের লোপ  
হয় এবং অবশিষ্ট অনাদি বর্ণের দ্বিঃ ও মহাপ্রাণতা  
হয়: কোট্টাগাব  $\triangleleft$  কোষ্ঠাগাব; ঋণ  $\triangleleft$  ঋণ; অট্ট  $\triangleleft$   
অষ্ট; জেট্ট  $\triangleleft$  জ্যেষ্ঠ; নথি  $\triangleleft$  নান্তি; পচ্ছিম  $\triangleleft$  পশ্চিম;  
পুপ্প  $\triangleleft$  পুষ্প। কন্দমাণ  $\triangleleft$  কন্দমান। কাস  $\triangleleft$  কাম্প।  
থোব  $\triangleleft$  স্তবক। ঋমাসমণ  $\triangleleft$  কামাশ্রমণ।

অনাদি অযুক্ত য়  $\triangleleft$  ত্র, ত্রা (বিকল্পে):  
সূত্র  $\triangleright$  সূয় (বিকল্পে, সূত); আত্মা  $\triangleright$  আত্মা (বিকল্পে,  
অপ্পা, অস্তা)। সূয়গড়  $\triangleleft$  সূত্রকৃত; সূয়ক্খং  $\triangleleft$  সূত্রক্কং;  
বিবাগসুয়ং  $\triangleleft$  বিপাককৃতম্। অভিন্নায়া  $\triangleleft$  অভিন্নাত্মা  
[অভিজ্ঞাতা]। গায়  $\triangleleft$  গাত্র।

সন্ধিঃ সংস্কৃতে সন্ধি-কবা শব্দ বা পদ উপযুক্ত  
ধ্বনিপরিবর্তনসহ অধঃসংস্কৃতে বহুশঃ ব্যবহৃত হইলেও  
[দেবাণুশ্লিষা, সর্বানংকাবভূসিএ, অংগোবংগ  $\triangleleft$  অঙ্গোপাঙ্গ,  
অপ্পা+উপলংভ=অপ্পোপালংভ; ইত্যাদি] দুই-একটি প্রাকৃত  
বিধানে সন্ধিও দেখা যায়।

স্ব-সন্ধিব অতি সাধারণ নিয়ম এই যে সন্ধিহিত স্বর-  
দ্বয়েব একতবেব লোপ হয়: তস্+এব=তসেব; জেণ+  
এব=জেণেব; তেণেব; ইহ+এব=ইহেব; লদ্ধ পঞ্চ+

ইংদিয়ে = লঙ্কা পংচিন্দিয়ৈ ; কাঅ + উস্গাং = কাউসগাং ; অঙ্ক + অট্ঠম = অঙ্কট্ঠম ; পুরিস + উত্তম = পুরিসুত্তম ; হথা [ < হস্তা ] + উত্তবা = হথুত্তবা ; মাণ + উম্মাণ = মাণুম্মাণ ।

সন্ধিজাত ঐ-কার ও ঔ-কার স্থানে যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও' হয় ; তেণেব < তেনৈব ; তওয় < ততোজস্ । চাউলোদণে < তথুলোদনম্ । অহরোট্ঠা < অধবোষ্ঠৌ ; উত্তরোট্ঠা < উত্তবোষ্ঠৌ : ।

স্ববর্ণ পবে থাকিলে অনুস্বাব স্থানে 'ম্' হয় ; সমাসেও অনেক-ক্ষেত্রে 'ম' কাবেব বা অনুস্বারেব আগম হয় ; হট্ঠ-তুট্ঠ-চিহ্নম্ আনন্দিয়া ; অন্নমন্নং । তীয়-পচুপ্পন্নম্নাগ-য়াণং ; মজ্জাংমজ্জোণ ।

শব্দরূপ : [ দ্বিবচন নাই ]

অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ ; প্রথমার একবচন—সমণে < শ্রমণঃ, গায়মে < গৌতমঃ, মহাবীরে < মহাবীরঃ । সম্বোধনে—দেবাণুপ্পিয়া, ভংতে < ভদন্ত । বহুবচনে—থেবা, আয়বিয়া, গণহরা । দ্বিতীয়াব একবচন—গায়মং । বহুবচন—সমণা, সমণে । তৃতীয়ার একবচন—সমণে ( ১ ) । তৃতীয়াব বহুবচন—সমণেহি ( ১ ) < শ্রমণেভিঃ । চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচন—সমণস্, [ চতুর্থী বিভক্তিতে বিকল্পে 'আয়-রিয়ায়' ] । বহুবচনে—সমণাণং ( ৭ ) । পঞ্চমীর একবচনে, সমণাও, সমণা । বহুবচনে—সমণেহিংতো । সপ্তমীর একবচনে সমণাসি, সমণে । বহুবচনে—সমণেশু ।

ইকারান্ত ও উকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ :—অর্থমাগ-ধীতে অধিকাংশ শব্দই অকাবান্ত ; ইকাবান্ত ও উকাবান্ত শব্দ অল্পই ব্যবহৃত হয় । যুগি, ববি, বিণ্হ, হবি প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ

পাওয়া যায়। ইন্-ভাগান্ত কয়েকটি শব্দের সহিত ইকারান্ত শব্দগুলির কপ মিশিয়া গিয়াছে। যেনন : সেট্টিগো, মুগিগো বিকলে সেট্টিস্, মুগিস্।

প্রথমার একবচনে—ববী, বিণ্হু। বহুবচনে—মুগী, মুগিগো, সাহু, সাহুগো, সাহবো < সাধবঃ।

দ্বিতীয়ার একবচনে—মুগিং, বিণ্হুং। বহুবচনে—মুগিগো, মুগী, সাহু, সাহুগো, সাহবো।

তৃতীয়ার একবচনে—মুগিগা, সাহুগা। বহুবচনে—মুগিহিং, সাহুহিং [ হি ]। চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচনে—মুগিগা, মুগিস্ ; সাহুগো, সাহুস্। বহুবচনে—মুগীগং সাহুগং।

পঞ্চমীর একবচনে—মুগিগো, মুগীও, সাহুগো, সাহুও।

বহুবচনে—মুগীহিংতো।

সপ্তমীর একবচনে—মুগিংসি, সাহুংসি।

বহুবচনে—মুগীসু, সাহুসু।

অকারান্ত, ইকারান্ত ও উকারান্ত ক্রীষলিঙ্গ শব্দ : সাধাবণতঃ পুংলিঙ্গ শব্দের ত্রায়ই ইহাদেব কপ ; কেবল প্রথমা ও দ্বিতীয়ার ভিন্ন কপ, যীবং, দহিং, মহুং ; জনাইং, জলাগি, দহীইং, দহীগি, মহুগি, মহুইং।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ : স্ববাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ তৃতীয়া, চতুর্থী, ষষ্ঠী ও সপ্তমীর একবচনে অভিন্ন-কপ হইয়া পড়িয়াছে : মালাএ, তিসলাএ, দেবাংদাএ। লচ্ছীএ, ততীএ, ভগিগীএ। বহুএ। অত্র বিভক্তির একবচনে : প্রথমায়—তিসলা, লচ্ছী, বহু। দ্বিতীয়ায়—দেবাংদং, লচ্ছিং, বহুং। পঞ্চমীতে—তিসলাও। সপ্তমীতে—লচ্ছিংসি, ধেগুংসি পাওয়া যায়। বহুবচনে : প্রথমা দ্বিতীয়া—ভগিগীও, ভগিগী, মালাও, মালা, বহুও, বহু।

তৃতীয়ায়—মালাহিং, বহুহিং, ভগিনীহিং; -হি। চতুর্থী-ষষ্ঠী—  
-ণং, ৭ [ পূর্বস্বর দীর্ঘ ]; -পঞ্চমী—-হিংতো [ পূর্বস্বর দীর্ঘ ];  
সপ্তমী - স্ম [ পূর্বস্বর দীর্ঘ ]।

ঋ-কারান্ত সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃত রূপ :

পিতা > পিয়া; পিতরঃ > পিয়রো, পিতবন্ > পিয়রং  
পিতরি > পিয়রি, পিতৃষু > পিঈষু, পিউষু; পিতৃভিঃ >  
পিউহিং, পিঈহিং, -হি; পিতৃণাম্ > পিউণং, পিঈণং, -ণ;  
\*পিতৃণা [ পিত্রা ] > পিউণা; \*পিতৃণঃ [ < পিতৃঃ ] >  
পিউণো, পিউস্ [ \*পিতৃশ্চ ]। পিউহিংতো, পিঈহিংতো।  
মাতা > মায়্যা, মাতরঃ > মায়বো; মাতবন্ > মায়বং।  
[ মাতৃ > মাউ ]; মাউ-এ [ < মাত্রে, মাতুঃ ]; মাউণা [ < মাত্রা  
> মাতৃণা ]; মাউএ [ < মাতবি ]; মাউহিং মাইহিং, মায়্যাহিং  
-হি [ < মাতৃভিঃ ], মাউষু, মাইষু, [ মাতৃষু ]। মাউণং,  
মাইণং [ < মাতৃণাম্ ]। ভায়া ( < ভ্রাতা ), ভায়বং, ভায়বো  
[ < ভ্রাতবঃ ]; ভাউণো, ভাইস্, ভায়রা, ভায়বো, ভায়বে,  
ভাউণং, ভাউণং, ভাইণং, -ণ; ভাউহিং, ভাইহিং। ধুয়া [ < দৃহিতা ],  
ধুয়বং, ধুয়রাহিং।

অন্য কয়েকটি শব্দ :

রায়্যা [ রাজা ]; রায়ন্ [ রাজানন্ > ] রায়্যাণং; রায়্যা,  
[ রাজানঃ > ] রায়্যাণো, রাইণা, রম্মা, রায়্যেণ, বম্মো, রায়্যস্,  
রাইণং, রাইহিং, রাইষু।

আয়্যা > আয়্যা, অপ্পা, অন্তা; আয়্যাণং, অপ্পাণং,  
অন্তাণং; অপ্পণো, অপ্পণা, আয়ও, অন্তএ। আয়্যানঃ >  
অপ্পাণো; আয়্যাসু। তেজসা > তেয়সা। বচসা > বয়সা।  
তেয়েণং < তেজসা, বয়েণ < বচসা। তবেণ, তবসা < তপসা।



অবহা, অরহং, অবহংতে : ভগবং, ভগবংতে ; ভগবও, অবহও ।  
ভগবংতস্, অবহংতস্ । ভগবংতেণ, ভগবয়া ।

সংখ্যা শব্দের ব্যবহারে শৃঙ্খলার অভাব : অম্হং  
সুমিগসথেসু বায়ালীসং সুমিগা [ অম্মাকং স্বপ্নশাস্ত্রেষু দ্বাচদ্বারিংশং  
স্বপ্নাঃ ], তীসং মহাসুমিগা [ ত্রিংশং মহাস্বপ্নাঃ ], বাবত্তবিং সব-  
সুমিগা পন্নত্তা [ দ্বাসপ্ততি সর্ব স্বপ্নাঃ প্রজ্ঞপ্তাঃ ], [ আমাদেব স্বপ্ন  
শাস্ত্রে ৪২টি স্বপ্ন, ৩০টি মহাস্বপ্ন ও ৭২টি সর্বস্বপ্ন ( অর্থাৎ  
সর্বসাকুল্যে ৭২টি স্বপ্ন ) প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে । ] তীসাএ  
বাসসহস্বেসু [ ত্রিংশৎসু বর্ষসহস্বেসু ] [ ত্রিশ সহস্র বৎসবে ]  
ছত্তীসং অজ্জিযাসাহসসীও [ ষট্‌ত্রিংশৎ আর্থিকা-সাহস্রিকাঃ ]  
[ ৩৬০০০ আর্থা ], অট্টসয় [ অষ্টাশতম্ ] [ ১০৮ ], চত্তাবি তীসে  
জোয়ণসএ [ চত্তাবি ত্রিংশদ্ যোজনশতম্ ] [ ৪৩০ যোজন ] ।  
কোড়াকোড়ী [ ১০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ] ; দস কোড়াকোড়ী  
[ ১০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ] । পূর্ণ সংখ্যাব পববর্তী সংখ্যাব  
সহিত 'অধ' শব্দের যোগ হয় । দ্বি+অধ=দ্ব্যধ+দিবড্  
[ > দেড় ] ; অধ+তৃতীয় > \* অড্‌ততইয় > অড্‌তাইজ্জ >  
[ আড়াই, আড়াই ] ; অধ+চতুর্থ > অদ্ধুট্ট [ প্রাচীন বাঙ্গালা  
আহট, আউট ] ইত্যাদি । দিবড্ [ ১৥ ] আটাইজ্জ [ ২৥ ] ;  
অদ্ধুট্ট [ ৩৥ ] ; অদ্ধপঞ্চম [ ৪৥ ] ; অদ্ধহট্ট [ ৫৥ ] ; অদ্ধসত্তম  
[ ৬৥ ] ; অদ্ধট্টম [ ৭৥ ] ; অদ্ধনবম [ ৮৥ ] । সহই [ <সক্‌ ] ।  
হুখুত্তো, হুখুত্তো [ < দ্বিক্‌ ] , দোচ্চং । তিখুত্তো, তিক্-  
খুত্তো, তচ্চং । সত্তখুত্তো, তিসত্তখুত্তো [ ত্রিসপ্তক্‌ ] ।  
অণেগসয়সহসখুত্তো । অণতখুত্তো ।

সর্বনাম শব্দ : পুরুষবাচক :

উত্তমপুরুষ : অহং, হং । অম্‌হে, বয়ং । মং, মমং ।

অম্‌হে, ণে। মএ। অম্‌হেহি। মম, মে, মমং। অম্‌হং, ণো।  
মমাহিংতো। মমংসি, মঙ্গি। অম্‌হেস্মু।

মধ্যমপুরুষঃ তুমং, তং। তুম্‌হে, তুব্‌ভে। তুমং। তুম্‌হে,  
তুব্‌ভে, ভে। তুমে। তুব্‌ভেহি। তব, তে, তুব্‌ভ। তুব্‌ভং,  
তুম্‌হং, ভে, বো। তুমংসি, তঙ্গি। তুব্‌ভেস্মু।

প্রথম পুরুষঃ একবচনে : সে, সো [ক্লীবলিঙ্গে তং,  
জীবলিঙ্গে সা]। তং। তেণং [জীবলিঙ্গে তীএ, তাএ]। তস্‌স,  
সে [জীবী তীসে]। তাও। তংসি, তংমি [জীবী তীসে]। বহুবচনে :  
তে [ক্লীবলিঙ্গে তাইং, তানি ; জীবলিঙ্গে তাও]। তেহিং [জীবী  
তাহিং]। তেসিং [জীবী তাসিং]। তেস্মু [জীবী তাস্মু]।

এসে, এসো [ক্লীব এয়ং, জীবী এসা]। এয়ং। এএণং [জীবী  
এয়াএ]। এয়স্‌স [জীবী এয়াএ]। এয়ংসি, এয়ংমি [জীবী এয়াএ]।  
এএ [ক্লীবলিঙ্গে এয়াইং, জীবী এয়াও]। এএহিং [জীবী  
এয়াহিং]। এএসিং [জীবী এয়াসিং]। সমাসে : এয়াক্সবে  
[এতদ্ব্যকপঃ]।

অযং, ইমে [ক্লীবলিঙ্গে ইমং ইদং। জীবলিঙ্গে ইয়ং, ইমা]।  
দ্বিতীয়ায় ইমং। তৃতীয়ায় ইমেণং, ইমিণা [জীবী ইমাএ]।  
চতুর্থী ও ষষ্ঠীতে অস্‌স, ইমস্‌স [জীবী ইমীসে, ইমাএ]। ৫মী  
ইমাও। ৭মী ইমংসি, ইমংমি, অস্‌সিং [জীবী ইমীসে, ইমাএ]॥  
বহুবচন : ইমে [ক্লীবলিঙ্গে ইমাইং। জীবলিঙ্গে ইমাও]। ইমেহিং  
ইমাহিং]। ইমেসিং [জীবী ইমাসিং]। ইমেস্মু [জীবী  
ইমাস্মু]॥

কে [ক্লীবলিঙ্গে কং। জীবলিঙ্গে কা]। কিং। কেণং [জীবী কাএ]।  
কস্‌স [জীবী কীসে]। কাও। কংসি, কস্‌সিং, কংমি [জীবী কীসে]॥  
কে [ক্লীবলিঙ্গে কাইং। জীবলিঙ্গে কাও]। কেহিং [জীবী কাহিং]।

কেসিং [ জ্বী° কাসিং ]। কেহিংতো [ জ্বী° কাহিংতো ] কেশু  
[ জ্বী° কাম্ ] ॥

জ্ঞে—‘কে’ শব্দের জ্ঞায়।

অন্ন [ অন্না ], অবব, ইয়ব, এগ [ কেহ কেহ ]; কয়ব,  
পব, সবব প্রভৃতি শব্দের রূপ ‘কে’ শব্দের জ্ঞায়।

কিংচি, কিংপি [ < কিংচিৎ, কিমপি ]—অব্যয়।

ক্রিয়াপদ [ কাল, বচন ও পুরুষ ভেদে ভিন্ন রূপ ] :

বর্তমান কাল একবচন : প্রথম পুরুষ : কবেই, জাগই,  
গচ্ছই, জিগই, পাসেই, পাসই। অথি। মধ্যমপুরুষ : কবেসি,  
গচ্ছসি, পাসসি। অসি, সি। উত্তমপুরুষ : কবেমি, গচ্ছামি,  
পাসামি। অসি, মি ॥

বহুবচন : কবেংতি, জাগংতি, পাসংতি, গচ্ছংতি। সংতি।  
করেহ, গচ্ছহ, পাসহ। থ। কবেমো, গচ্ছামো, পাসেমো। মো ॥

অতীতকাল প্রথম পুরুষ : একবচন : কবেথা, কবিথা,  
পাসিথা, হোথা।

বহুবচন : কবিংসু, পাসিংসু, গচ্ছিংসু। বযাসী [ ‘বলিল’ ],  
অকাসী [ ‘করিল’ ]।

ভবিষ্যৎকাল : একবচন : প্রথমপুরুষ : কবিস্‌ই,  
গচ্ছিস্‌ই, পাসিস্‌ই, পাসিহিই, কাহিই, কাহী। মধ্যমপুরুষ :  
কবিস্‌সি, পাসিস্‌সি, কাহিসি, পাসিহিসি। উত্তমপুরুষ :  
কবিস্‌সামি, কাহিসি, পাসিস্‌সামি, পাসিহিমি ॥

বহুবচন : কবিস্‌সংতি, কাহিংতি, পাসিস্‌সংতি, পাসিহিংতি।  
কবিস্‌সহ, কাহিহ, পাসিস্‌সহ, পাসিহিহ। কবিস্‌সানো,  
কাহিমো, পাসিস্‌সানো, পাসিহিমো ॥ বোচ্ছং, সোচ্ছং, কবিস্‌সং

প্রভৃতি বিকল্পে ‘বক্ষ্যামি’, ‘শ্রোশ্যামি’, ‘করিশ্যামি’ স্থানে ব্যবহৃত হয়।

অনুত্তরঃ একবচন : প্রথমপুরুষ : করেউ, অখু, পাসউ, গচ্ছউ। মধ্যমপুরুষ : করেহি, পাস, পাসাহি, গচ্ছাহি, জিণাহি, করস্ন, কহস্ন। [ উত্তমপুরুষ : করোমি, পাসামি, প্রভৃতি বর্তমান কালের রূপ ব্যবহৃত হয়। ] ॥

বহুবচন : কবেংডু, পাসংডু, সন্ত। কবেহ পাসহ, হোহ। [ উত্তমপুরুষে : করেমো, পাসামো প্রভৃতি বর্তমানের রূপ ]।

বিধিলিঙ্ : একবচন : প্রথমপুরুষ : পাসেজ্জা, করেজ্জা, পাসে, কবে, গচ্ছ, কুজ্জা, সিয়া। মধ্যমপুরুষ : পাসেজ্জা, পাসেজ্জাসি, পাসেজ্জাহি। উত্তমপুরুষ : পাসেজ্জা, পাসেজ্জামি।

বহুবচনে : প্রথমপুরুষ : পাসেজ্জা। মধ্যমপুরুষ : পাসেজ্জাহ। উত্তমপুরুষ : পাসেজ্জাম।

নামধাতু : উচ্চারেই, পাসবণেই, সদাবেই [  $\leftarrow$  উচ্চর, পাসবণ, সদ ]।

নিজন্তুধাতু : ঠাই — ঠাবেই; গ্হাই — গ্হাবেই, গ্হাবেই। কবেই—কবাবেই; কঙ্গই [  $\leftarrow$  কঙ্গতে ]—কঙ্গাবেই। মবই—মাবেই, পড়ই—পাড়েই।

ভাবকর্মবাচ্যের ক্রিয়া : পুচ্ছই—পুচ্ছিজ্জই; কহই—কহিজ্জই; সুগই—সুগিজ্জই। লব্ভই [  $\leftarrow$  লভ্যতে ], মুচ্ছই [  $\leftarrow$  মুচ্যতে ], ভুজ্জই [  $\leftarrow$  ভুজ্যতে ], ভিজ্জই [  $\leftarrow$  ভিত্ততে ], দিজ্জই [  $\leftarrow$  দীয়তে ], নজ্জই [  $\leftarrow$  জ্ঞাত্যতে ], [ বুচ্ছই  $\leftarrow$  উচ্যতে ], কবিজ্জই, কীবই [  $\leftarrow$  ক্রিয়তে ]।

নিষ্ঠাপ্রত্যয় শোভে : হসিয় [  $\leftarrow$  হসিত ], পুচ্ছিয়

[ < পৃষ্ট ], রক্খিয় [ < বক্ষিত ]। গয় [ < গত ], কড় [ < কৃত ], মুয়, মড় [ < য়ত ]। রক্খিয়বংত [ < বক্ষিতবান্ ], হসিয়বংত [ < হসিতবান্ ]।

শত্‌ > অংত : পাসংত, চিট্‌ঠংত চরংত। কবিজ্জংত, দিজ্জংত।

শানচ্‌ > মাণ : পাসমাণ, চিট্‌ঠমাণ, চবমাণ। কবিজ্জমাণ, দিজ্জমাণ।

অসমাণ্ত কর্মপ্রবাহে লিপ্ততা বুঝাইতে সমাণ [-নী] যোগ হয় : ওহীবমাণী সমাণী ; অব্‌ভুন্নোএ সমাণে।

ঈন্ন, নিজ্জ, তব্য > অন্ন : বংদগিজ্জ, জাগিয়ব। কাযব [ < কর্তব্য ], পেজ্জ [ < পেয় ]।

অসমাপিকা ক্রিয়া :

-ইত্তা [ < ইত্বা, ষ ] : কবিত্তা [ < কৃত্বা ], গচ্ছিত্তা, পাসিত্তা।

-ইত্তাণং : পাসিত্তাণং [ দেখিয়া ], চইত্তাণং [ ছাড়িয়া ]।

-উণং : দাউণং [ দিয়া ], বংধিউণং [ বাঁধিয়া ], নাউণং [ জানিয়া ], কাউণং [ করিয়া ]।

-ইত্তু : জাগিত্তু [ জানিয়া ], বংধিত্তু [ বাঁধিয়া ]।

-ট্টু : কট্টু [ কৃত্বা ], সাহট্টু [ সংভর্ষ, সংভূত্ব ]।

-চ্চা : কিচ্চা [ কৃত্বা ], চিচ্চা [ ত্যক্ত্বা ], নচ্চা [ জ্ঞাত্বা ], সোচ্চা [ শ্রুত্বা ]।

-ষ [ সংস্কৃত ] নিশম্য > নিসম্ম, অভিগম্য > অভিগম্ম।

পবিন্নায় < পবিন্জায়, সমাদায় < সমাদায়।

উদ্দেশ্যবাচক অসমাপিকা ক্রিয়া :

-ইত্তএ : করিত্তএ [ কতুর্ম্। কতবৈ। ], গচ্ছিত্তএ [ গন্তবৈ ]।

উৎ, ইউৎ [ < তুন্ ] : কাউৎ [ < কতুর্ম্ ], গিণ্‌হিউৎ, দাউৎ।

সমাস :

দ্বন্দ্ব : গামনয়বেস্তু [ গামেস্তু য় নয়রেষ্তু য় ] : অন্নপাণং, ভন্তপাণং, অশ্মাপিয়রো।

দ্বিগু : দুপ্পয় [ দ্বিপদ ], চউপ্পয় [ চতুস্পদ ], বে-ইন্দিয়, পঞ্চিৎদিয়।

অব্যয়ীভাব : অনুগুণং, অনুগংগং, অনুপুংবিং, অজ্‌বুথিএ।

তৎপুরুষ : গিহগএ [ গিহং গএ ], জাই-অংথে [ জাইএ অংথে ], রুক্‌থপড়িএ [ রুক্‌থাও পড়িএ ], গাণকুসলে [ গাণংসি কুসলে ], রায়কুমারে [ রম্নো কুমারে ]।

কর্মধারয় : নীলুপ্পলং [ নীলং উপ্পলং ], সেয়রন্তে [ সেএ রন্তে, ষ্বেতবন্তে ]।

বহুব্রীহি : জিয়কোহে [ জিএ কোহে জেণং ], সয়ত্বারে [ সয়ং ত্বারাইং জস্ ]।

তদ্ধিত প্রত্যয় : স্ত্রীপ্রত্যয় : দারয়—দারিয়া, ভুংজমাণী, পচমী।

ভাব প্রত্যয় : আয়বিয়ন্তং, তক্কবন্তং।

বিশেষণ প্রত্যয় : বাহিরিল্ল, গামিল্ল, গুণবন্ত, বিজ্জামন্ত।



## ভূমিকা

- ১। কল্পসূত্রকার ভদ্রবাহু
  - ২। তীর্থকবগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  - ৩। তীর্থকব শিষ্য গোতম ও সুধর্মা
  - ৪। সুধর্মার পরবর্তী কয়েকজন বিখ্যাত ধর্মাধিনায়ক
  - ৫। কল্পসূত্র
  - ৬। মহাবীর স্বামী
    - ক। শুভস্বপ্ন দর্শন
    - খ। জন্মোৎসব ও বাল্যজীবন
    - গ। বিবাহ
    - ঘ। সন্ন্যাস গ্রহণ
    - ঙ। তপস্শ্রা বা সাধনা
    - চ। ধর্মপ্রচার ও নির্বাণ
-





## কল্প-সূত্রকার

### ভঙ্গবাহু

অভ্রভেদী বিদ্যাপর্বত অতিক্রম করিয়া অগস্ত্য ঋষি সদল-  
বলে দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন-পূর্বক তামিল-ভাষী দ্রাবিড়-  
গণের শিক্ষা-দীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন,—এ-কথা এখন  
সর্বজন-বিদিত ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এই সত্য পূর্বকালে  
আর্যাবর্তবাসী আর্যগণের জানা ছিল না। অগস্ত্য ঋষির  
বিষয়ে পুরাণকারেরা নানা-রূপ অলৌকিক ও অবিদ্বান্ধ গল্পেব  
সৃষ্টি কবিয়াছিলেন। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, আর্যাবর্ত  
ও দাক্ষিণাত্যের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আকাশে মাথা তুলিয়া  
সুবিস্তৃত বিদ্যাপর্বতমালা ভাবভববর্ষের এই দুই অংশের মধ্যে  
এমন একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল যে, এক অংশের  
লোকে অল্প অংশের লোকের কোনও খবর পাইত না। ফলে,  
কল্পনাব আশ্রয়ে নানা-রূপ প্রবাদ ও গল্প-গুজবের উদ্ভব  
হইত। আধুনিক যুগে ভারতের সর্বত্র রেলপথের প্রতিষ্ঠা  
হওয়ায় উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের ব্যবধান কাটিয়া গিয়াছে।  
এখন হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যাতায়াত করিতে  
লোকেব কোনও কষ্ট হয় না। তা'ছাড়া, দৈনিক সংবাদপত্রের  
অল্পগ্রহে একপ্রান্তে সংঘটিত ঘটনা অল্প-প্রান্তে পৌঁছিতে বেশি  
বিলম্ব হয় না। কিন্তু তথাপি বিদ্যাচলকৃত ব্যবধানের ফলে  
প্রাচীনকাল হইতে যে-সকল ঐতিহাসিক ঘটনা প্রচ্ছন্ন হইয়া  
রহিয়াছে, সে-বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে আধুনিক-  
যুগেও আশানুরূপ আলোকপাত হইতেছে না। তামিল  
সাহিত্যেব আলোচনা হইতে আমরা যেমন অগস্ত্য ঋষির  
উপনিবেশের কথা ও তামিল-ভাষা-ভাষীদিগের শিক্ষা-দীক্ষা

ও আৰ্যসভ্যতা-গ্রহণের কথা জানিতে পাবিয়াছি, কন্নড়-  
[Kannarese] সাহিত্যের আলোচনা কবিয়া আমবা সেইরূপ  
আব-একজন আৰ্যাবর্তবাসী ঋষি কন্নড়-দেশে উপনিবেশ-  
স্থাপনের কথা জানিতে পাবি। হিন্দু পুৰাণে দাক্ষিণাত্য-  
প্রবাসী অগস্ত্য ঋষি বিষয়ে যেমন নানা অলৌকিক গল্প কল্পনা  
বলে উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত বিবরণ আৰ্যাবর্ত-  
বাসীর জ্ঞান-গোচর হয় নাই,—কন্নড়-দেশপ্রবাসী এই ঋষিটির  
বিষয়েও আৰ্যাবর্তবাসী একাল যাবৎ কিছুই জানে না। ইতিহাস  
লইয়া যাঁহাৰা আলোচনা করিতেছেন, সেই-সব বিশ্ববিশ্রুত  
পণ্ডিতগণও এই ঋষি বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া উদ্ভব-  
ভাবে প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ ও অপবিস্কৃত উপকরণ ও কিংবদন্তী  
উপব নির্ভর কবিয়াছেন। এই কন্নড়- [কর্ণাট] দেশ-প্রবাসী  
ঋষিটির নাম ভদ্রবাহু। ইনি শ্রমণ ভগবান্ বৰ্ধমান মহাবীর  
স্বামীৰ শিষ্য-পারম্পর্যে ষষ্ঠ-স্থানীয় এবং সর্বশেষ চতুর্দশপূৰ্বী ও  
সকল-শ্রুত-জ্ঞানী [‘অপচ্ছিম-সয়ল-সুয়-নাগি’] ছিলেন।

কন্নড় সাহিত্য ও কন্নড়-দেশীয় প্রাচীন কিংবদন্তী হইতে  
আমবা জানিতে পারি যে, অতি প্রাচীনকালে, যখন পাটলীপুত্রে  
মৌর্য-নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত বাক্সা ছিলেন, সেইকালে জৈন গণধর  
ভদ্রবাহু অসংখ্য শিষ্য সঙ্গে লইয়া কন্নড়-দেশে গিয়া উপনিবেশ  
স্থাপন করেন, এবং তথায় দেবতুল্য সম্মান লাভ করেন।  
কন্নড় দেশে সংস্কৃত ও কন্নড় ভাষায় যে বিবিধ সাহিত্য গড়িয়া  
উঠিয়াছে তাহা জৈন সাহিত্য। এই সাহিত্যের গ্রন্থাবলী হইতে  
জানা যায় যে, নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত ভদ্রবাহুর অন্তবঙ্গ শিষ্য ছিলেন,  
এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে তিনি  
গুরু ভদ্রবাহু সহিত কন্নড় দেশে গিয়া নিগ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন  
করিয়া শেষজীবন যাপন কবিয়াছিলেন। সে-দেশে “প্রাষণ-

বেলগোলা” নামে যে পর্বত আছে, সেই পর্বতে চন্দ্রগুপ্ত জৈন-ধর্মাবলম্বীরা “সল্লেশনা” অর্থাৎ অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ঐ শ্রাবণ বেলগোলা পর্বতে বর্তমান অসংখ্য জৈন মন্দির ও জৈন শিলালিপি অত্যাধিক সেখানকার জৈন অভ্যুদয়ের সাক্ষ্য দিতেছে। ঐ-সকল মন্দিরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির হইল চন্দ্রগুপ্তের নামে প্রতিষ্ঠিত মন্দির। উক্ত শ্রাবণ-বেলগোলা পর্বতটি অত্যাধিক ধর্মপ্রাণ জৈনদিগের মহা-তীর্থস্থান। এখানে পাহাড় কাটিয়া ৫৭ ফুট উচ্চ একটি নগ্ন জৈন সাধুর প্রস্তর-মূর্তি ৯৮৬ খ্রীস্ট-অব্দে নির্মাণ করা হইয়াছে। এই জৈন সাধুটির নাম গোস্মট। ইনি আদি তীর্থংকব স্বাভব দেবের পুত্র এবং ভারতবর্ষের রাজা ভরভের ভ্রাতা বলিয়া সে-দেশে পরিচিত। সন্ন্যাসী হইবার পূর্বে ইহার নাম ছিল বাছবলি। শ্রাবণ বেলগোলায় গোস্মট-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পব কাবকল ও য়েনুব পর্বতে আর-দুইটি গোস্মট-মূর্তি উদ্ভব-কালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারকল পর্বতেব মূর্তিটি ৪১ ফুট উচ্চ এবং ১৪৩২ খ্রীস্ট-অব্দে প্রতিষ্ঠিত। য়েনুর পর্বতেব মূর্তিটি ৩৫ ফুট উচ্চ এবং ১৬০৪ খ্রীস্ট-অব্দে প্রতিষ্ঠিত। সুদীর্ঘ কালের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান এই মূর্তিগুলি এবং তত্রত্য পর্বতগাত্রে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মন্দির ও শিলালিপি আজ-পর্যন্ত দর্শকগণের নিকট কর্ণাট দেশে জৈন ধর্মের অভ্যুদয়-বার্তা এবং গণধর ভজবাহুর মাহাত্ম্য

---

\*‘শ্রমণ’ [-জৈন সন্ন্যাসী] শব্দের বিশেষণের বিকৃত উচ্চারণে “শ্রাবণ” শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে এবং জৈন নিগ্রহদিগের আবাসস্থল মহীশূর বাজ্যেব এক প্রান্তে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র পাহাড়টিব (শ্রাবণ বেলগোলা) নামেব পূর্বে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঘোষণা করিতেছে। খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত এই দেশেব নানা-বংশীয় রাজগণ জৈন-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তালকাড প্রদেশের গঙ্গরাজগণ, মান্ডখেট প্রদেশেব রাষ্ট্রকূট ও কলচূবীয় রাজগণ, মাদ্রাব-পাণ্ড্য রাজগণ সকলেই জৈন ছিলেন। কদম্ব ও চালুক্য-বংশীয় রাজাবা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী থাকিলেও জৈন-ধর্মেব প্রতি আস্থা-সম্পন্ন ছিলেন এবং অর্থ ও বৃত্তিদান-পূর্বক জৈন লেখকগণকে উৎসাহিত কবিতেন। কিন্তু, পল্লব ও চোল রাজগণ জৈনধর্মেব বিরোধী ছিলেন। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-দেশীয় পর্যটক হিউএন্-ত্‌সাঙ এই দেশে অসংখ্য জৈন ধর্মাবলম্বী নব-নারী দেখিয়া গিয়াছেন। এই-সকল প্রমাণ পর্যালোচনা কবিয়া দেখিলে নিঃসংশয় হওয়া যায় যে, মৌর্য-নৃপতি চন্দ্রগুপ্তের গুরু জৈন গণধর ভদ্রবাহু এই-দেশে সাবল্যের সহিত জৈনধর্ম প্রচাৰ করিয়াছিলেন, এবং সেই জৈনধর্ম দেড় হাজার বৎসর ধবিয়া সে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও অনেক ধর্মপ্রাণ জৈন নিগ্রহু সে-দেশেব তীর্থগুলিতে গুহায় বাস কবিতেছেন।

ভ্রমণ ভগবান্ মহাবীর স্বামী মগধ-দেশে জৈনধর্ম প্রচাৰ কবিয়াছিলেন, এবং মগধ-দেশস্থিত ‘পাবা’ নগবে পবিনির্বাণ লাভ কবিয়াছিলেন। চব্বিশজন তীর্থংকবেব মধ্যে আবও কুড়ি জন মগধ দেশের সুমতেশ্বৰ [ আধুনিক পবেশনাথ পাহাড় ] নামক স্থানে পরিনিৰ্বৃত হন। মৌর্য নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত মগধদেশে পাটলীপুত্রে রাজা ছিলেন। মহাবীর স্বামীর শিষ্য গণধবগণ ও ভদ্রবাহু মগধেব অধিবাসী ছিলেন। এমত অবস্থায় পাঠকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিতে পাবে যে, ভদ্রবাহু স্বীয় জন্মস্থান মগধ-দেশ ত্যাগ কবিয়া দুর্লভ্য বিদ্যাচল লঙ্ঘনপূর্বক দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট-প্রদেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন

করিলেন কেন ? এ-বিষয়ে একটি প্রাচীন কিংবদন্তী আছে ।  
 মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে উত্তর-ভারতে তথা মগধ-দেশে  
 দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হইয়াছিল । কেহ  
 কেহ বলেন, জ্যোতির্বিৎ ভদ্রবাহু জ্যোতিষিক গণনা-দ্বারা পূর্ব  
 হইতেই এই ভাবী দুঃসময়ের কথা জানিতে পাবিয়াছিলেন এবং  
 দুর্ভিক্ষ হইতে আপনার শিষ্যমণ্ডলীকে রক্ষা কবিবার জন্য  
 দক্ষিণাভিমুখে পর্যটন করিয়াছিলেন ; কারণ, দক্ষিণ-দেশে এই  
 দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হয় নাই । আবার কেহ কেহ তাঁহার  
 জ্যোতিষিক গণনাব বিষয় আদৌ স্বীকার করেন না । তাঁহারা  
 বলেন, দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইবার পর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত শিষ্যমণ্ডলীকে  
 লইয়া তিনি দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন । বলা বাহুল্য,  
 তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীব সকলেই তাঁহার সহিত দাক্ষিণাত্যে যাত্রা  
 কবেন নাই । যে সকল জৈন নর-নারী দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত মগধদেশে  
 থাকিয়া গেলেন, তাঁহারা জৈন নিগ্রহদিগের জন্য নির্দিষ্ট আচার  
 অঙ্গুষ্ঠ রাখিতে পারেন নাই,—আচার-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন ।  
 তাঁহাদের মধ্যে ঋত বজ্র ধারণের প্রথা প্রচলিত হইয়া  
 গিয়াছিল । ফলে, উক্তকালে জৈনদিগের মধ্যে দুইটি শাখার  
 প্রবর্তন হয় : [ ১ ] ঋতাস্থব ও [ ২ ] দিগস্থব । উক্তব ভাবে  
 যাঁহারা রহিয়া গেলেন, তাঁহারা হইলেন ঋতাস্থব ; এবং  
 ভদ্রবাহুব সহিত যাঁহারা দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন, তাঁহারা  
 হইলেন দিগস্থব ।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা কবিয়া দেখা যাউক, ভদ্রবাহু  
 জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন কিনা । ‘ভদ্রবাহবী সংহিতা’  
 নামে একখানি জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থ আছে । সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ  
 অবলম্বন করিয়া অর্বাচীন ঋতাস্থবদিগের মধ্যে একটি অদ্বুত  
 পৌরাণিক গল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাঁহারা বলেন, প্রভিষ্ঠান

[গোদাবরী - তীবস্থিত পৈথানা]-নগব-বাসী ভদ্রবাহু ও ববাহমিহিব দুই সহোদব ছিলেন। ভদ্রবাহুর গুরু ষশোভজ তদীয় শিষ্য সম্ভূতবিজয় ও ভদ্রবাহুকে আচার্য পদে প্রতিষ্ঠিত করায় ববাহমিহিব ক্রুদ্ধ হইয়া জৈনধর্ম ত্যাগ করেন। 'বৃহৎ সংহিতা' নামক বিখ্যাত জ্যোতিষশাস্ত্রেব গ্রন্থ বচনা কবিয়া ববাহমিহিব বিদর্ভ দেশে বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। সেই দেশের অশিক্ষিত জনগণেব মনোহরণ কবিবার জন্য তিনি প্রচাৰ করিলেন যে, সূর্যদেবের আস্থানে তিনি [ববাহমিহির] সৌব বথে আবোহণ করিয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং সকল গ্রহ-নক্ষত্র দেখিয়া আসিয়াছেন। এই প্রচাৰকাৰেব ফলে ঐ দেশের বাজা ববাহমিহিবেব প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং তাঁহাব পবামর্শক্রমে উক্ত দেশেব জৈনদিগকে বাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। জৈনদিগেব এই চূৰ্ণা দেখিয়া ভদ্রবাহু তাঁহাব অলৌকিক জ্যোতিষ শাস্ত্রেব জ্ঞান দ্বাবা তৰ্ক যুদ্ধে তাঁহাব সহোদব ববাহমিহিবকে পরাজিত কবেন। ক্ষোভে ও ক্রোধে ববাহমিহিব পঞ্চব লাভ কবিয়া একটি 'চুষ্টব্যন্তব' অর্থাৎ অনিষ্টকারী অপদেবতা কপে আবির্ভূত হইয়া জৈনদিগেব ঘবে ঘবে নানাবিধ বোগেব বীজ ছড়াইয়া দেন। এই বিপদ হইতে জৈনদিগকে বক্ষা কবিবাব জন্য ভদ্রবাহু উপসর্গহব স্তোত্র বচনা কবিয়া পার্শ্বদেবেব স্তব কবেন। তাহাতে এই বিপদেব শাস্তি হয়। এই উপসর্গহব স্তোত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

“উবসর্গহবং পাসং বংদামি কন্ম-ঘণ-মুক্তং ।

বিসহব-বিস-নিদ্রাসং মংগল-কল্লাণ-আবাসং ॥ ১ ॥

বিসহব-ফুলিংগ-মংতং কংঠে ধাবেই জো সয়া মণুও ।

তসুং গহ-বোগ-মাবী-চুট্ট-জবা জংতি উপসামং ॥ ২ ॥

চিট্ঠউ দূবে মংতো তুজ্জ পণামো বি বহুফলো হোই ।  
নর-তিরিশ্শু বি জীবা পাবংতি ন হুখ-দোহগং ॥ ৩ ॥

তুহ সম্মত্তে লঙ্কে চিংতামণি-কপ্প-পায়বব্ভহিএ ।  
পাবংতি অবিগ্গেষং জীবা অয়রামরং থাং ॥ ৪ ॥

ইঅ সংখুও মহায়স ভক্তি-ব্ভর-নিব্ভরেণ হিঅএণ ।  
তা দেব দেশ্শু বোহিং ভবে ভবে পাস জিগচন্দ ॥ ৫ ॥”

[ উপসর্গহর পার্শ্বদেবের বন্দনা করি। কর্মঘনমুক্ত পার্শ্বদেবের বন্দনা কবি। বিষধর-বিষ-নাশক পার্শ্বদেবের বন্দনা করি। মঙ্গল ও কল্যাণের আবাস-ভূত পার্শ্বদেবের বন্দনা কবি ॥ ১ ॥

যে-সকল মানব সর্বদা তোমার এই বিষহর মন্ত্র ও ফুলিঙ্গ-  
[ অগ্নি ] -মন্ত্র কণ্ঠে ধারণ করে, তাহাদের সেই মন্ত্রের প্রভাবে  
গ্রহ, বোগ, মারী ও দুষ্ট জরা উপশমপ্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥

মন্ত্রের কথা দূরে থাকুক, তোমাকে প্রণাম করিলেই বহু  
ফল লাভ হয়। মনুষ্য, তির্যক - যোনি-সম্ভূত অপদেবতা ও  
অজ্ঞাত জীবগণ [ তোমাকে প্রণাম কবিলে ] হুঃখ ও দুর্ভাগ্য-  
গ্রস্ত হয় না ॥ ৩ ॥

চিন্তামণি ও কল্পপাদপ অপেক্ষা অধিক তোমাকে সম্যক  
অবগত হইলে জীবগণ বিনা বিশ্বে জরা-মরণ-বর্জিত স্থান লাভ  
কবে ॥ ৪ ॥

হে মহাযশাঃ ! এইভাবে ভক্তি-ভর-নির্ভর হৃদয়ে তোমার স্তুত  
কবিতেনি। হে জিগচন্দ্র পার্শ্বদেব, জন্মে জন্মে বোধি ( অর্পাৎ  
বিশুদ্ধ জ্ঞান ) দান কব ॥ ৫ ॥ ]

এই পঞ্চ-স্তবকায়ক পার্শ্বস্তোত্র বাঁহার বচনা, সেই ভদ্রবাহুদে  
জয়গান করা হইয়াছে :



“উবসন্নহবং শ্রুত্ব  
কাউণং জ্ঞেয়ং সংঘ-কল্যাণং  
করুণা-পরেণ বিহিঅং  
স ভদ্রবাহু গুরু জয়উ ॥”

[ যিনি করুণা-পববশ হইয়া উপসর্গহর স্তোত্র-বচনা দ্বাৰা  
সংঘ-কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, সেই গুরু ভদ্রবাহুর জয় হউক । ]

এই সকল বিবরণ ‘কল্প-সূত্র-কথানক’ প্রভৃতি হইতে  
অধ্যাপক ঝাকোবি সংগ্রহ কবিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ  
বলেন, ‘ভাদ্রবাহবী সংহিতা’ ববাহমিহিবের পন্নবর্তী যুগের  
রচনা এবং এই গ্রন্থে ববাহমিহিবের বচনাব প্রভাব লক্ষিত হয়।  
আব ববাহমিহিব খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের লোক ; অর্থাৎ ভদ্রবাহু  
অপেক্ষা নন্নশত বৎসবের পন্নবর্তী। হিন্দুদের শাস্ত্রে বা প্রাচীন  
জৈন শাস্ত্রে ববাহমিহিবের জৈন ধর্ম অবলম্বন কবাব বিষয়ে  
কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। সূতবাং এই গ্রন্থ- [ ভাদ্রবাহবী  
সংহিতা ]- বচনাব কৃতিত্ব ভদ্রবাহব উপব অর্পিত করা যায় না।  
তা’ছাড়া আব একখানি আইনের বই ‘ভদ্রবাহু সংহিতা’ও এই  
ভদ্রবাহব নামে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই গ্রন্থদ্বয় ভদ্রবাহু  
অপেক্ষা অনেক অবর্চীন। সূতবাং ‘ভাদ্রবাহবী সংহিতা’ব  
প্রামাণ্যে ভদ্রবাহুকে জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত বলা যায় না। তবে  
সাধাবণভাবে বলা যায় যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই জৈনগণ  
গ্রহনক্ষত্রাদি ও শকুন শাস্ত্রের আলোচনা কবিতেন। সূতবাং  
ভদ্রবাহু হয়তো জ্যোতির্বিৎ ছিলেন।

ভদ্রবাহু জ্যোতির্বিৎ থাকুন আব না-ই থাকুন, এবং জ্যোতি-  
র্বিদ্যাবলে মগধেব দারুণ দুর্ভিক্ষের কথা পূর্ব হইতে অবগত  
হইয়া থাকুন আব না-ই থাকুন, তিনি যে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বা  
দুর্ভিক্ষ-ভীত অনুচববর্গকে সঙ্গে লইয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন,

সে-বিষয়ে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। প্রাচীন জৈন কিংবদন্তী ও কন্নড় সাহিত্যের কিংবদন্তী লইয়া এ-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। কিন্তু জৈনশাস্ত্র-বিশারদ অধ্যাপক য়াকোবি ভদ্রবাহুকে দাক্ষিণাত্যে না পাঠাইয়া নেপালে পাঠাইয়াছেন। কোন প্রমাণ অবলম্বন করিয়া তিনি এরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাব উল্লেখ তিনি করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন ভদ্রবাহু নেপালে যাওয়ার পর মগধে জৈন সঙ্ঘের কর্তা ছিলেন স্থূলভদ্র স্থবির। কিন্তু স্থূলভদ্র জৈন আগমের বিষয় সম্পূর্ণ জানিতেন না বলিয়া ৪৯৯ জন জৈন সাধু সঙ্গে লইয়া নেপালে ভদ্রবাহুব নিকট ঐ-সকল বিষয় শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু ভদ্রবাহু সে-কালে মহাপ্রাণ ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অনবসর বশতঃ স্থূলভদ্র ও তদনুচরবর্গের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ-রূপে সিদ্ধ হয় নাই। য়াকোবির মতো কৃতবিদ্য পণ্ডিত যে বিনা-প্রমাণে কোনও কিছু লিখিয়া যাইবেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। হয় তো কোনও প্রমাণ তিনি পাইয়া থাকিবেন; কিন্তু সে প্রমাণ বিশ্বাস-যোগ্য নহে। কারণ, ভদ্রবাহুর দাক্ষিণাত্য-গমন যেমন জৈন কিংবদন্তী ও দাক্ষিণাত্যের কিংবদন্তী হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে, নেপাল-গমনের সে-রূপ কোনও প্রমাণ নাই। সুপরিচিত জৈন কিংবদন্তীও নাই, নেপালের প্রমাণও নাই।

ভদ্রবাহু দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যাওয়ার পর মগধে ভদ্রবাহুর মতো জৈন আগমে অভিজ্ঞ কেহ ছিলেন না, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পাঁবা যায়। তখনকার দিনে মগধের জৈন-সঙ্ঘের কর্তা স্থূলভদ্র জৈন আগমসমূহ সংগ্রহ করিবার জন্ত পাটলীপুত্র নগরে জৈন সাধু ও স্থবিরগণের একটি সম্মিলন আহ্বান করেন। দ্বাদশ-

বর্ষ-স্বাপ্নী ছাউনির অবসানে এই সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। যে-সকল স্থবির সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা জৈন আগমেব যে-যে অংশ, আবৃত্তি করিয়া বলিতে পাবিয়াছিলেন, বিচার-পূর্বক তাহাই গ্রহণ করিয়া পাটলীপুত্রেব অধিবেশনে একাদশ অঙ্কেব উদ্ধার কবা হয়। ত্রীবীচনিবর্ণণের দুই-শত বৎসর পবে মৌর্য নৃপতি চন্দ্রগুপ্তেব রাজত্বকালে এই জৈন সম্ভবর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই অধিবেশনে ভদ্রবাহু উপস্থিত ছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি উপস্থিত ছিলেন না। কারণ, তাত্‌কালিক মগধেব জৈন সম্ভব ভদ্রবাহু অপেক্ষা স্থলভদ্রেব সমাদর কিছু বেশি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঋষিগুণ-সূত্রে ভদ্রবাহু প্রাশংসায় একটি-মাত্র শ্লোক স্থান পাইয়াছে; কিন্তু স্থলভদ্রেব নামে কুড়িটি শ্লোক বচিত হইয়াছে। ভদ্রবাহু বিষয়ে রচিত শ্লোকটি এই-রূপ :

“দসকপ্প-ববহাবা

নিজ্জুতা জ্ঞেয় নবম-পূর্ব্বাণ্ড।

বংদামি ভদ্রবাহুং তম্

অপচ্চিম-সয়ল-সুয়-নাণি ॥”

[অপশ্চিম সকল-শ্রুত-জ্ঞানী সেই ভদ্রবাহু বন্দনা করি, যিনি নবম পূর্ব্ব হইতে দশকল্প ও ব্যবহার নির্ধারিত কবিয়াছেন অর্থাৎ হাঁকিয়া বাহিব কবিয়াছেন।]

এখানে প্রাণিধান-যোগ্য কথা এই যে, ভদ্রবাহু সর্বশেষ চতুর্দশপূর্ব্ব হইলেও তাঁহাকে ‘পশ্চিম সকল-শ্রুত-জ্ঞানী’ না বলিয়া ‘অপশ্চিম সকল-শ্রুত-জ্ঞানী’ বলা হইয়াছে; অর্থাৎ স্থলভদ্রও যে একজন চতুর্দশপূর্ব্ব ছিলেন, তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জৈন-শ্রুতি বিষয়ে স্থলভদ্র ভদ্রবাহু অপেক্ষা

অনেক অল্প-জ্ঞানী ছিলেন। ভদ্রবাহুই সর্বশেষ স্থবিব, যিনি চতুর্দশ পূর্ব সমগ্র আবৃত্তি কবিত্তে পারিতেন। যাহা হউক, পাতলীপুত্রের অশ্বিবেশনে স্থবিবগণের মুখে আবৃত্তি শুনিয়া জোড়াতাড়া দিয়া ১১খানি অঙ্গ-গ্রন্থ উদ্ধার কবা হইল। কিন্তু 'দৃষ্টিবাদ' নামক দ্বাদশ অঙ্গ চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল। এই অধুনা-লুপ্ত দ্বাদশ অঙ্গে জৈনদিগের চতুর্দশ পূর্ব বা বিজ্ঞানের কথা ছিল।

কালক্রমে ভদ্রবাহুব অনুচরবর্গের মধ্যে কেহ-কেহ দাক্ষিণাত্য হইতে মগধে প্রত্যাবর্তন কবিত্তে লাগিলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, মগধের জৈন নিগ্রস্থ ও নিগ্রস্থীদের মধ্যে জৈন আচার-ব্যবহার শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; জৈন নিগ্রস্থেরা মহাবীৰ স্বামীর নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলিতেছেন না। ইহা দেখিয়া তাঁহারা মগধবাসী শ্বেতাশ্বরদিগকে আচার-ভ্রষ্ট বলিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিলেন না। কলে, জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্বেতাশ্বর ও দিগম্বর নামে দুই শাখার উদ্ভব হইল; এবং তাঁহারা পবম্পব বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইলেন।

ভদ্রবাহু সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যেই তাঁহার শেষ-জীবন যাপন কবিয়াছিলেন এবং আজীবন দিগম্বর ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে কন্নড়-দেশের জৈন সাধুগণ সকলেই দিগম্বর ছিলেন। উত্তর-কালে বৌদ্ধদিগের অনুকরণে তাঁহারা কাষায় বস্ত্র পরিধান করিতেন; কিন্তু আশাব-গ্রহণকালে সম্পূর্ণ নগ্ন হইতেন। আধুনিক-যুগে দেখা যায়, মারোয়াড় ও গুজরাট প্রদেশের জৈনগণ শ্বেতাশ্বর; এবং দক্ষিণ-দেশের গুহা ও গহ্বরে অতি অল্প-সংখ্যক দিগম্বর সাধু দেখিতে পাওয়া যায়।

ভদ্রবাহু যদিও নিজে দিগম্বর-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন, তথাপি শ্বেতাশ্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই তাঁহাকে সম-

ভাবে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন। ভদ্রবাহুব নির্বাণ-স্থান বা নির্বাণের বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু সর্ব সম্প্রদায়েব সম্মতিক্রমে তাঁহার পবিনির্বাণেব কাল নির্দিষ্ট আছে। খ্রীবীব নির্বাণেব ১৭০ বৎসব পবে তাঁহার পরিনির্বাণ হইয়াছিল। হেমচন্দ্রেব পরিশিষ্ট-পর্বে আছে :

“বীৰ-মোক্ষাদ্ বর্ষ-শতে সপ্তত্যগ্রে গতে সতি।

ভদ্রবাহুর্ অপি স্বামী যবৌ স্বর্গং সমাধিনা ॥”

[মহাবীৰ স্বামীৰ মোক্ষলাভের ১৭০ বৎসব পরে ভদ্রবাহু স্বামীও সমাধি অবলম্বন পূর্বক স্বর্গগত হইয়াছেন।]

জৈনাচার্য হেমচন্দ্রেব মতে ৪৬৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মহাবীৰেব পরিনির্বাণ ঘটে। এবং তাহাব ১৫৫ বৎসর পবে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক সংঘটিত হয়। হেমচন্দ্রেব পরিশিষ্ট পর্বেব অষ্টম সর্গের ৩৪১ সংখ্যক শ্লোকে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক-কালের উল্লেখ আছে। যথা :

“এবং চ খ্রীমহাবীরে যুক্তে বর্ষশতে গতে।

পঞ্চ-পঞ্চাশদধিকে চন্দ্রগুপ্তোহভবন্ নৃপঃ ॥”

সুতবাং, এই প্রমাণগুলি মিলাইয়া লইলে ভদ্রবাহুব নির্বাণ-কাল ২৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পড়ে। কন্নড়-দেশেব কিংবদন্তী অনুসাবে ঐ ২৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দই চন্দ্রগুপ্তের কন্নড়-রাজ্যে দেহ-ত্যাগেব কাল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাজশিষ্য চন্দ্রগুপ্তেব মৃত্যু দেখিয়া ভদ্রবাহু বেশি-দিন জীবিত ছিলেন না। উভয়েব মৃত্যুকালের ব্যবধান ২।১ মাস মাত্র হইতে পারে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, উক্তব কালেব কোনও জৈন জ্যোতির্বিৎ আত্মনাম গোপন করিয়া ভদ্রবাহুর নামে ‘ভদ্রবাহবী সংহিতা’ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; এবং আব-একজন জৈন আইন-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ‘ভদ্রবাহু সংহিতা’ নামে একখানি আইনের বই

রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম ভদ্রবাহু ছিল কি-না, বলা যায় না। কিন্তু ভদ্রবাহু নামে যে আর একজন জৈন সাধু ছিলেন, তাহার 'প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দ্রাবিড়-সম্প্রদায়ের দিগম্বরদিগের পট্টাবলীতে কুন্দকুন্দ নামে একজন জৈন স্তুবিবেব নাম পাওয়া যায়। ইনি খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের লোক, এবং অনেক জৈন গ্রন্থের প্রণেতা। ইনি ভদ্রবাহুর শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ভদ্রবাহু খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের কুন্দকুন্দ স্তুবিবেব গুরু হইতে পারেন না। সুতরাং, ভদ্রবাহু নামে একাধিক জৈন দিগম্বর স্তুবিবেব অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

ভদ্রবাহু গৃহী ছিলেন না; দিগম্বর \* সন্ন্যাসী ছিলেন। সংসারের সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক ছিল না, তাঁহার জীবনের কাহিনী বেশি-কিছু থাকিতে পারে না। পুত্র-পৌত্রাদি তাঁহার ছিল না; গুরু-পারম্পর্যে বা শিষ্য-পারম্পর্যেই তাঁহার পরিচয়; তাঁহার বংশ-পরিচায়ক গোত্রটিও অজ্ঞাত। 'প্রাচীন' গোত্রে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার পরিচয়; কিন্তু 'প্রাচীন গোত্র' মানে কি? এ যেন অনাদি, অনন্ত, স্বয়ংভূ শিবের গোত্র। তাঁহার জন্মকালের বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। জন্মস্থানের বিষয়েও আমরা কিছু জানি না। কেবল তাঁহার কর্মস্থান মগধ দেশের রাজগৃহে এবং দাক্ষিণাত্যের আবণ বেলগোলা পাহাড়ে ছিল ইহাই জানিতে পারি। মৌর্য রাজা যখন তাঁহার শিষ্য ছিলেন, তখন মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রেও তাঁহার যাতায়াত ছিল,—অনুমান বলা যায়। তাঁহার পুত্রকল্প অভিন্না চাবিজন খের শিষ্য ছিলেন,—গোদাস, অগ্নিদত্ত, জনদত্ত ও সোমদত্ত। শিষ্যেরা

---

\* সম্ভবতঃ ভদ্রবাহু কালে জৈনেবা দিগম্বর ও খেতাধব শাখায় বিভক্ত হন নাই।

কাশ্যপ-গোত্রীয় ছিলেন এবং গোদাস হইতে ‘গোদাস’ গণ উদ্ভূত হইয়াছিল। এই সকল কথা আমবা কল্পসূত্রের স্থবিবাবলী হইতেই জানিতে পাবি। খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকে বত্ননন্দী নামে একজন জৈন সাধু ‘ভদ্রবাহু চবিত’ নামক যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা দেখিবাব সৌভাগ্য আমাব হয় নাই। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে হয়তো ভদ্রবাহু বিষয়ে আবও অনেক কথা জানা যাইত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভদ্রবাহু জীবনচবিত বিষয়ে আমবা যাহা জানিতে পাবি, তাহা এই : তিনি মগধ দেশে ‘প্রাচীন’ গোত্রীয় কোনও অজ্ঞাত কুলে খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে জন্মগ্রহণ করেন ; কিছুকাল বাজগৃহস্থিত জৈন-সঙ্ঘের কর্তৃক কবিয়াছিলেন ; সম্ভবতঃ মৌর্য নৃপতি চন্দ্রগুপ্তকে জৈন ধর্মে দীক্ষিত কবিয়াছিলেন ; সদল-বলে দাক্ষিণাত্যে প্রাবণ বেলগোলা পাহাড়ে গিয়া জৈনধর্ম প্রচাব কবিয়াছিলেন ; এবং ২৯৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সমাধি অবলম্বন পূর্বক ইহলোক ত্যাগ কবিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পাবে, ভদ্রবাহু কি নিজে কোনও গ্রন্থ বচনা কবিয়াছিলেন ? ভদ্রবাহুর কালে ভাবতবর্ষে কি লিপিবিজ্ঞা প্রবর্তিত ও প্রচাবিত হইয়াছিল ? ভাবতীয় লিপি [ ব্রাহ্মী ও খবোষ্ঠী লিপি ] প্রাচীন পবিচয় আমবা পাই অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভলিপিগুলিতে। অশোকের সময়েব দুই-একশত বৎসব পূর্বে উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী লিপিও আবিস্কার হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মী লিপি পূর্ববর্তী কোনও সুপ্রচলিত লিপি সংবাদ এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ভাবতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিশাল ভাবতেব নানা অংশে আধুনিক যুগে যে-সকল লিপি প্রচলিত আছে সে সমস্তই ব্রাহ্মী বা খবোষ্ঠী লিপি পবিণতি। সুতবাং মনে করা যাইতে পাবে যে, ভদ্রবাহু কালেও কোনও-প্রকাব লিপি এ দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু, সে লিপি যে জনসাধাবণের

মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং আধুনিক-যুগের মতো বহুলভাবে ব্যবহৃত হইত, তাহা মনে করা যায় না। ব্রাহ্মী লিপির অক্ষবগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এগুলি বহুকাল হইতে দেশে বহু-প্রচলিত ছিল না। প্রত্যেকটি অক্ষর পৃথক পৃথক ভাবে লিখিত হইত। কোনও দুইটি অক্ষর বেমালাম একসঙ্গে জুড়িয়া যায় নাই। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মী লিপির বহুল প্রচার না হইয়া থাকিলেও, শিক্ষিত সমাজে যে ঐ লিপি প্রচলিত ছিল না, তাহা মনে করিবাব কোনও হেতু নাই। কিন্তু, ব্রাহ্মী লিপি শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সুপরিচিত ছিল—ইহা ধরিয়া লইলেও মনে হয় না যে, তখনকার দিনেও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এখনকার মতো বসিয়া বসিয়া বই লিখিতেন বা বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মতো অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া, কেহ যশস্বী হইতে পারিয়াছিলেন। এখনকার দিনে ও তখনকার দিনে একটা মস্ত বড়ো প্রভেদ এই যে, তখনকার শিক্ষিতেরা স্মৃতিশক্তি উপর অধিক নির্ভর করিতেন, লিপির উপর করিতেন না। তাঁহাদের স্মৃতিশক্তি এ-কালের শিক্ষিত জনগণের স্মরণশক্তি অপেক্ষা অনেক বেশি প্রখর ছিল। তাঁহারা একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আজীবন মনে রাখিতে পারিতেন। অধীত বিষয়-সমূহ ঘন ঘন আবৃত্তি করিয়া কণ্ঠস্থ করিতেন। এইটাই প্রাচীন ভারতের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। এই কথাটি মনে থাকিলে প্রাচীন যুগের সাহিত্য-বিষয়ে আলোচনা-কালে আমাদের কথা-কটোকাটি অনেক কমিয়া যাইবে। ভদ্রবাহুর নামে অনেক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। 'জৈন' আগমগুলির তিন-চারিখানি ভদ্র-বাহুর নামে প্রচলিত। ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, 'ভাদ্রবাহবী সংহিতা', 'ও 'ভদ্রবাহু সংহিতা' ভদ্রবাহুর রচনা নহে। কিন্তু তাই বলিয়া জৈন আগম গ্রন্থগুলি ও কল্পসূত্র যে



তাঁহার মুখ-নিঃসৃত নহে, সে কথা ভাবিবার পক্ষে কোনও  
অনুকূল যুক্তি নাই। আমবা জৈন আগম-গ্রন্থগুলি যে আকাবে  
পাইতেছি, তাহা অবশ্যই ভদ্রবাহুব কালের নহে,—বিভিন্ন কালের  
বিভিন্ন ছাপ তাহাব উপব পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার মৌলিক  
অংশগুলি যে ভদ্রবাহুব মুখ-নিঃসৃত, সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবার  
কি কাবণ থাকিতে পাবে? সর্বধ্বংসী কালের করাল-প্রভাবে  
জৈন আগমগুলিব অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছে এবং সেগুলির  
পুনরুদ্ধারের জন্য ধর্মপ্রাণ জৈনগণ কতৃক ছইবার জৈন  
সঙ্ঘের সম্মিলন আহুত হইয়াছে: একবার স্থলভদ্রেব  
কতৃক পাটলীপুত্র নগরে; এবং আবার একবার ৯৮০ খ্রীস্টাব্দ-  
নির্বাণাব্দে [ ৫১৩ খ্রীস্ট-অব্দে ] গুজরাট দেশে বল্লভী নগরে  
দেবধিগণী ক্ষমাত্মগণের কতৃক। পাটলীপুত্রের সম্মিলনে  
সম্ভবতঃ ভদ্রবাহু উপস্থিত ছিলেন না, এবং বল্লভী সম্মিলনে  
তিনি নিশ্চয়ই ছিলেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহার নামে প্রচলিত  
অনেক আগম-গ্রন্থ এ-কাল পর্যন্ত অবিলুপ্ত আছে। কিন্তু  
এই সকল আগম-গ্রন্থের গ্রন্থকার বা রচয়িতা তাঁহাকে বলা  
যায় না। খ্রীমহাবীরের মুখ-নিঃসৃত আগম-বাক্যাবলী গুরু  
মুখে শুনিয়া ভদ্রবাহু সমস্তই কণ্ঠস্থ কবিয়াছিলেন; এবং তাঁহার  
মুখ হইতে শুনিয়া তাঁহার শিষ্যেরা সে-গুলি কণ্ঠস্থ কবিয়া  
লইয়াছিলেন, এবং কেহ-কেহ হয় তো লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।  
তাবপব শিষ্য-পারম্পর্য-ক্রমে ঐ আগম-গ্রন্থগুলি পাটলীপুত্র  
ও বল্লভী নগরের সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছে এবং লিপিবদ্ধ  
হইয়া একাল পর্যন্ত প্রচলিত আছে। কলম্বুত্রের সাক্ষ্য হইতেই  
জানা যাইতেছে যে বীর নির্বাণের পব ৯৮০ সালে [ দসমস্ য  
বাসুসয়স্ অন্তঃ অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই। ] দেবধিগণী  
ক্ষমাত্মগণের অধিনায়ককে [ দেবিভ্টি -খমাসমণে কাসব-গোত্তে

পণ্ডিত্যমি।] এই গ্রন্থ ও অত্যাশ্চর্য আগমগ্রন্থ সম্পাদিত ও লিখিত হইয়াছিল। ক্ষমাশ্রমণ দেবধর্ম্মিগণীই জৈন আগম-শাস্ত্রের ব্যাস-দেব স্থানীয়। তারপর কালের প্রভাবে এই-সকল গ্রন্থ-মধ্যে যে কিছু-কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিবর্জন ও পরিমার্জন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিবার পক্ষে কোনও বাধা দেখি না।

প্রাচীন প্রবাদ ও কিম্বদন্তী অনুসারে জৈন আগমের ছেদ-গ্রন্থ-গুলির সঙ্গেই ভদ্রবাহুব বিশিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। দসা, কল্প ও ব্যবহার গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া ভদ্রবাহুরই নাম পাওয়া যায়। দসা (দশা), আয়ার-দসা (আচার-দশক) বা দসানুয়কুৎস্ক (দশশ্রুতকুৎস্ক) গ্রন্থের প্রণেতা ভদ্রবাহু। তিনখানি কল্প-গ্রন্থের মধ্যে কেবল একখানি ‘জীয়কপ্প’ (জিত-কল্প) জিনভদ্র-বিরচিত, অপর দুইখানি, বৃহৎ কল্প ও পঞ্চকল্প ভদ্রবাহুর বচন। ব্যবহার-সূত্র (তৃতীয় ছেদসূত্র) ও ভদ্রবাহুরই রচনা। সূত্রাং ছয়খানি ছেদগ্রন্থের মধ্যে তিনখানির রচয়িতা ভদ্রবাহু। মূলসূত্র চতুষ্ঠয়ের মধ্যে পিণ্ডনিযুক্তি ও ওষনিযুক্তি ভদ্রবাহু-বিরচিত। সূত্রাং আগম গ্রন্থগুলির মধ্যে ভদ্রবাহুব বিশিষ্ট দান আছে স্বীকার করিতে হয়। ধর্ম্মঘোষ-কৃত ‘ইসিমংডল’ (ঋষিমণ্ডল) স্তোত্রে দেখা যায় যে ভদ্রবাহু অনেকগুলি আগম গ্রন্থের নিযুক্তি বা ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন।

ঋষিমণ্ডল সূত্রের ১৬৭ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভদ্রবাহু নবম পূর্ব হইতে দশটি কল্প ও তাহার সার-সংকলন করিয়াছেন। আবার ঐ ঋষিমণ্ডলসূত্রের একটি বৃত্তিতে পাওয়া যায় :

“দশবৈকালিকশ্রাচাবাঙ্গ-সূত্রকৃতান্দয়োঃ ।

উত্তরাধ্যয়ন-সূর্যপ্রজ্ঞপ্ত্যাঃ কলকস্ত চ ॥

ব্যবহারবিধিভাষিতাবশ্যকানাম্ ইতঃ ক্রমাৎ ।

দশাশ্রিতাধ্যক্ষদ্বন্দ্ব নিযুক্তীভূ দশ সোহতনোৎ ॥

তথাইত্যাং ভগবাংশ্চক্রে সংহিতাম্ ভাদ্রবাহবীম্ ॥”

[ ভগবান্ ভদ্রবাহু দশবৈকালিক, আচারাজ, সূত্রকুতাজ, উত্তরাধ্যয়ন, সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, কলক, ব্যবহাব, ঋষিভাষিত, আবশ্যক এবং দশাশ্রিতস্বদ্ব নামক দশখানি গ্রন্থেব নিযুক্তি বা ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। তাছাড়া তিনি ‘ভাদ্রবাহবী সংহিতা’ লিখিয়াছেন। ]

অনেকে সন্দেহ কবেন যে, একা ভদ্রবাহু এতগুলি গ্রন্থেব রচনা কেমন করিয়া কবিলেন? কিন্তু সে সন্দেহ অমূলক। কাবণ, তিনি তাঁহার শিষ্যদিগেব মধ্যে সকল আগমেবই বাচন কবিতেন, ব্যাখ্যাও কবিতেন। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণের কেহ-কেহ সেগুলি লিপিবদ্ধ কবিয়া বাখিয়াছিলেন, এবং কালক্রমে সেগুলি প্রকাশ কবিয়াছিলেন। তবে আমবা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, পঞ্চম ছেদসূত্র ‘কল্প’ বা বৃহৎকল্প ভদ্রবাহুর নিকট হইতে জৈনসংঘে প্রচাৰিত হইয়াছে এবং কল্পসূত্র গ্রন্থখানি তাঁহারই দিগম্বর সম্প্রদায়েব মধ্যে বিশেষ-বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে পঠিত হইত। আচারাজ প্রভৃতি নানা গ্রন্থ হইতে সংকলনাদিৰ দ্বাৰা এই গ্রন্থ বচিত হইয়াছিল, কিন্তু উক্তকালে এই কল্পসূত্র গ্রন্থেও অনেক সংযোজন সংসাধিত হইয়াছে। দেবর্ষি ক্ষমাশ্রমণকে নমস্কাৰ জানাইয়া গ্রন্থ শেষ কৰা হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ৯৮০ বীৰনির্বাণকে [ ৫১৩ খ্রীষ্ট-অব্দে ] বল্লভীৰ জৈনসম্ভব সম্মিলনেব অনুমোদনে কল্পসূত্র-গ্রন্থ পুস্তকে অন্তৰ্ভুক্ত। তথা আগম-প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহার পূৰ্বকাল পর্যন্ত ভদ্রবাহুর শিষ্যমণ্ডলীৰ কণ্ঠে কণ্ঠে ইহাব আবৃত্তি হইত।

## ২। তীর্থংকরগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

তীর্থংকর, তীর্থকর : 'তীর্থ' শব্দের অর্থ বৈতবণী [৷ বহিতবণী ৷ ব্যতিতবণিকা]-তরুণের পথ, অর্থাৎ জন্ম-জরা-মরণ-রূপ প্রবাহ-সমুদ্রের পাবে বাইবাব উপায়। জৈন তীর্থ চারিটি : [১] নিগ্রহী বা অনাগারীদিগের তীর্থ, [২] নিগ্রহী বা অনাগারিকাদিগের তীর্থ, [৩] শ্রাবক বা গৃহস্থদিগের তীর্থ, [৪] শ্রাবিকা বা গৃহবাসিনীদিগের তীর্থ। যিনি এই চতুর্বিধ তীর্থের কর্তা, তিনি তীর্থংকর বা তীর্থকর। চতুর্বিংশতি তীর্থকরের নাম ও বিবরণ নিয়ে সংগৃহীত হইল।

১। প্রথম তীর্থকর ঋষভদেব : সুষম-দুঃসম যুগে ইনি প্রাদুর্ভূত হন। গর্ভাবস্থায় ঋষভদেবের মাতা যে স্বপ্ন-শুলি দেখিয়াছিলেন, তাহাব মধ্যে ঋষভ বা রুষেব স্বপ্ন প্রথম দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় ঋষভদেব। তাঁহার অজ্ঞ নাম আদিনাথ। তাঁহার নামে বহু স্তোত্র ও গ্রন্থ সংবচিত হইয়াছে। তাঁহার শত পুত্রের মধ্যে ভবভেব নামানুসারে ভারতবর্ষেব নামকরণ হইয়াছে। পিতার নাম নাভি, মাতার নাম মারুদেবী। ঋষভদেব কোশল বা অযোধ্যাব বাজা ছিলেন। তাঁহার চিহ্ন ছিল বুধ, বটবৃক্ষতলে তাঁহার সিদ্ধিলাভ এবং কৈলাসশিখরে মহানির্বাণ লাভ হয়।

২। দ্বিতীয় তীর্থকর অজিতনাথ : ইহাব পিতা জিতশত্রু ও মাতা বিজয়া। দুঃসম-সুখম যুগে অযোধ্যানগরে ইহাব প্রাদুর্ভাব। ইনি জন্মগ্রহণ কবিরামাত্র ইহাব পিতাব সকল শত্রু পরাভূত হয়। এইজন্ত ইহাব নাম অজিতনাথ। মন্দিব ও সূর্তিতে ইনি হস্তিলাঞ্ছন। সপ্তচ্ছদ বা ছাতিম [সপ্তপর্ণ > ছত্তিবর্ণ > ছাতিম]-বৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ করেন।

সুমেতশিখর বা পবেশনাথ পাহাড়ে ইনি পবিনির্বাণ লাভ করেন।

৩। তৃতীয় : সংভবনাথ : ইনি এবং ইহাব পববর্তী সকল তীর্থকবই দুঃসম-সুখম যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপ-কালে ইহার জন্ম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর অবসান ঘটে। এই শুভ সংঘটনের জন্ত তাঁহার নাম হয় সংভব। ইহাব পিতা জিতাবি আবস্তীর রাজা ছিলেন। মাতার নাম সেনা। শাল্মলী তরুতলে ইহার সিদ্ধিলাভ হয়। অশ্ব ইহাব চিহ্ন। সুমেত-শিখর বা পবেশনাথ পাহাড়ে ইনি পবিনির্বাণ হন।

৪। অভিনন্দন : ইনি কোশলদেশীয় বনিতানগবেব রাজা সম্বব ও বাণী সিদ্ধার্থীর পুত্র। ইনি জন্মগ্রহণ কবিরামাত্র স্বর্গ হইতে দেববাজ ইন্দ্র ইহাকে অভিনন্দিত কবিরাব জন্ম আসিয়াছিলেন বলিয়া ইহাব নাম হয় অভিনন্দন। সবল-বৃদ্ধতলে ইনি সিদ্ধিলাভ কবেন। ইহাব চিহ্ন বানব। সুমেত-শিখর বা পবেশনাথ পাহাড়ে ইহাব পবিনির্বাণ ঘটে।

৫। সুমতিনাথ : ইনি কংকণপুবেব রাজা মেঘবথ এবং বাণী সুমংগলাব পুত্র। ইনি গর্ভে থাকিবাব সময়ে ইহার মাতার বুদ্ধি প্রথব হঠয়াছিল বলিয়া ইহার নাম হয় সুমতি। কথিত আছে যে পবলোকগত একজন ব্রাহ্মণেব দুই পত্নীৰ মধ্যে একমাত্র পুত্রেব দখল লইয়া বিবাদ হয়। বাণী সুমংগলা তাহার বিচার কবিয়া দেন। তিনি আদেশ কবেন : ছেলেটিকে কন্নাত দিয়া কাটিয়া সমান ভাগে ভাগ করিয়া দু'জনকে দেওয়া হউক। ছেলেটিব প্রকৃত মাতা এ প্রস্তাবে ভয়ানক আপত্তি করায় তাহাকেই ষষ্ঠাৰ্থ মাতা বলিয়া সিদ্ধান্ত কবা

হয়। প্রিয়ংগু বৃক্ষতলে ইনি সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার চিহ্ন চক্রবাক। স্নেহেশিখর ইহাব নির্বাণস্থান।

৬। পদ্মপ্রভ : ইনি কোশাখীর রাজা ক্রীধর ও রাণী সুসীমার পুত্র। পুত্রের জন্মের পূর্বে রাণী পদ্মপুষ্পের শয্যায় শয়ন করিতে এবং পদ্মপুষ্পের জাগ লইতে ভালবাসিতেন বলিয়া পুত্রের নাম হয় পদ্মপ্রভ। ইহার চিহ্নও পদ্ম। প্রিয়ংগু-বৃক্ষতলে ইহাব সিদ্ধিলাভ হয়। স্নেহেশিখরে নির্বাণ।

৭। 'সুপার্বনাথ : কানীরাজ প্রতিষ্ঠ ও রাজ্ঞী পৃথ্বীর পুত্র। রাণীর অঙ্গের দুইপার্শ্বে ধবলরোগ ছিল। পুত্রের প্রসবমাত্রই ইনি রোগমুক্ত হইয়া সুপার্ব হন। সেইজন্য ইহাব পুত্রের নাম হয় সুপার্বনাথ। শিরীষ-বৃক্ষতলে ইহার সিদ্ধিলাভ ঘটে। ইহার চিহ্ন ছিল স্বস্তিক। স্নেহেশিখর বা পরেশনাথ পাহাড়ে পরিনির্বাণ।

৮। চন্দ্রপ্রভ : চন্দ্রপুত্রী রাজা মহাসেন ও রাণী লক্ষ্মণার পুত্র। রাজ্ঞী চন্দ্রের তরল রশ্মি দোহদ-রূপে পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া ছেলের নাম হয় চন্দ্রপ্রভ। কথিত আছে যে স্নানকালে একটা খালা পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে চন্দ্রবিশ্ব প্রতিফলিত হইলে সেই জন রাণীকে পান করিতে দেওয়া হয়। পুত্রের অঙ্গের বর্ণও চন্দ্রের স্তায় শুভ্র ও উজ্জ্বল ছিল। নাগবৃক্ষতলে ইনি সিদ্ধিলাভ করেন। চিহ্ন চন্দ্রকলা। নির্বাণস্থান স্নেহেশিখর।

৯। সুবিন্দিনাথ [সুবুদ্ধিনাথ] বা পুষ্পদন্ত : কাকেশ্বরীপুত্রী রাজা সুগ্রীব ও রাজ্ঞী রমাব পুত্র। জন্মের পূর্বে ইহার পিতার কুটুম্বগণ কলহ-রত ছিলেন। ইহার জন্মের পর তাহাদের কলহের অবসান ঘটে। সেইজন্য ইহার নাম

সুবিধি। কুন্দবৎ শুভ্র দন্ত ছিল বলিয়া ইহার আব একটি নাম ছিল পুষ্পদন্ত। শালবৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ। ইহার চিহ্ন ষ্ঠোতাস্বদের মতে কুষ্ঠীব, ও কোনও কোনও দিগম্বরের মতে কর্কট। স্মৃত শিখরে পবিনির্বাণ।

১০। শীতলনাথ : ভদ্রিকাপুত্রী [ ভিলসাব ] রাজা দৃঢ়বৎ ও রাণী সুনন্দাব পুত্র। কথিত আছে যে রাজার যে ক্ষর বোগ আবোগ্য কবিত্তে বাজ্যেব চিকিৎসকগণ অসমর্থ হইয়াছিলেন, অন্তঃসত্ত্বা রাণীব কবম্পর্শে তাহা শীতল হইয়া যায়। এজন্য পুত্রের নাম হয় শীতলনাথ। প্লক্ষ বৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন : ষ্ঠোতাস্বরমতে শ্রীবৎস অস্তিক ; কিন্তু দিগম্বরমতে কল্পতরু বা বটবৃক্ষ। স্মৃত শিখরে পবিনির্বাণ।

১১। শ্রেয়াংসনাথ : সিংহপুত্রী বাজা বিষ্ণুদেব ও বাণী বিষ্ণাব পুত্র। এই বাজার একটি ভৌতিক সিংহাসন ছিল। ভূতের ভয়ে সে সিংহাসনে কেহ বসিতে পারিত না। অন্তঃসত্ত্বা বাণী নিবাপদে সেই সিংহাসনে উপবেশন কবিয়া-ছিলেন। এই অসম্ভাবিত অমংগল বিতাড়নের শক্তি ছিল বলিয়া পুত্রের নাম হয় শ্রেয়াংসনাথ। তিন্দুকবৃক্ষ - তলে সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন : গণ্ডাব। নির্বাণস্থান স্মৃত শিখরে।

১২। বাসুপূজ্য : চম্পাপুত্রী ( ভাগলপুত্র ) বাজা বসুপূজ্য ও বাণী জয়াব পুত্র। ইহাব জন্মের পূর্বে দেববাজ ইন্দ্র ও বসু এই তীর্থংকবের পিতাব পূজা কবিত্তে আসিয়া-ছিলেন। সেইজন্য বাজাব নাম বসুপূজ্য ও পুত্রের নাম বাসুপূজ্য হয়। পাটল-বৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন : মহিষ। চম্পাপুত্রীতে পবিনির্বাণ।

১৩। বিমলনাথ : কাম্পিল্য দেশীয় বাজা কৃতবর্মা ও

রাজ্ঞী শ্রামার পুত্র। গর্ভাবস্থায় রাজ্ঞীর জ্ঞানের বিমলতার জন্ম পুত্রের নাম হয় বিমলনাথ। অভিন্ন রূপ ও অভিন্ন আকারের দুই নারী রাজ্ঞীদ্বারে আসিয়া এক ব্যক্তিকে স্বামী বলিয়া দাবি করে। ঐ ব্যক্তির একটিই স্ত্রী ছিল। বিচার করিবার জন্ম রাজ্ঞী শ্রামা ঐ বিচারপ্রার্থী পুরুষটিকে বাজ চত্বরের দূরবর্তী প্রান্তে দাঁড়াইতে বলেন। ঐ ব্যক্তি দূরে দাঁড়াইলে তিনি ঐ দুই নারীকে বলেন যে, যে ঐ ব্যক্তির প্রকৃত স্ত্রী হইবে সে দূর হইতেই উহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে। ঐ দুই নারীব মধ্যে একটি ছিল রাক্ষসী, সে ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর মূর্তি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল। সে পঞ্চাশহাত লম্বা হাত বাহির করিয়া পুরুষটিকে স্পর্শ কবিয়া ফেলিল এবং তাহাতেই জানা গেল যে সে মানবী নয়, রাক্ষসী। জন্ম বৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন বরাহ। স্মৃত্ত শিখরে পরিনির্বাণ।

১৪। অনন্তনাথ : কোশল বা অযোধ্যার রাজা সিংহসেন ও রাজ্ঞী সুষমার পুত্র। অন্তঃসত্ত্বা কালে রাজ্ঞী একটি অনন্ত যুক্তার মালা দেখিয়াছিলেন, সেইজন্ম পুত্রের নাম অনন্ত। অশ্বখবৃক্ষমূলে ধ্যান দ্বারা সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন সজ্জারু। নির্বাণ স্মৃত্ত শিখরে।

১৫। ধর্মনাথ : রত্নপুরীর রাজা ভানু ও রাজ্ঞী সুহৃদয়ার পুত্র। পুত্রের জন্মের পর রাজা ও রাণীর ধর্মকর্মে অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে। এজন্ম পুত্রের নাম ধর্মনাথ। দধিপর্ণবৃক্ষ মূলে সিদ্ধিলাভ। তিনি বজ্রলাঞ্ছন। নির্বাণ স্মৃত্ত শিখরে।

১৬। শান্তিনাথ : হস্তিনাপুরীর রাজা বিশ্বসেন ও রাজ্ঞী স্মবিবার পুত্র। ইঁহার জন্মের পব হইতে দেশে মহামারীব শাস্তি হয় বলিয়া ইঁহার নাম শান্তিনাথ। নন্দিবৃক্ষমূলে সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন হরিণ। নির্বাণ স্মৃত্ত শিখরে।



১৭। কুস্থনাথ : গজপুৰী বা হস্তিনাপুৰীৰ ৰাজা শিবৰাজ ও ৰাজ্ঞী শ্ৰীদেবীৰ পুত্ৰ। অন্তঃসম্বা ৰাজ্ঞী স্বপ্নে বদ্রকুস্থু দেখিয়াছিলেন, শিবৰাজেৰ শত্ৰুবা কুস্থ বা সংকুচিত হইয়াছিল এবং কুস্থুনাথেৰ জীবৎকালে জগতে ‘কুস্থু’ নামক অদৃশ্য জীব মানবেৰ প্ৰত্যক্ষগোচৰ হয়। এই সকল কাৰণে তাঁহাৰ নাম কুস্থুনাথ। ভিলকবৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ, চিহ্ন ছাগ। নিৰ্বাণ স্মৰ্ত্তেশিখৰে।

১৮। অৰুনাথ : হস্তিনাপুৰীৰ ৰাজা সুদৰ্শন ও ৰাজ্ঞী রত্না দেবীৰ পুত্ৰ। আত্মবৃক্ষ মূলে সিদ্ধি। চিহ্ন নন্দাবত স্বস্তিক অথবা মংস্ত। নিৰ্বাণ স্মৰ্ত্তেশিখৰে।

১৯। ‘মল্লীনাথ : মিথিলাৰ ৰাজা কুবেৰ ও ৰাজ্ঞী প্ৰভাবতীৰ কন্যা। অশোক বৃক্ষমূলে সিদ্ধি। চিহ্ন কুম্ভ। স্মৰ্ত্তেশিখৰে নিৰ্বাণ।

দিগম্বৰ-মতে জম্মাস্তৱ-পৰিগ্ৰহ না কবিয়া কোনও নাবী নিৰ্বাণ লাভ কবিতে পাবেন না। সেইজন্ত দিগম্বৰেবা মল্লীনাথেৰ নারীত্ব স্বীকাৰ কৰেন না।

চতুৰ্থ অঙ্ক গ্ৰন্থ ‘নাৰাধম্ভকহা’ৰ মিথিলাৰ ৰাজহুহিতা মল্লীৰ বিবৰণ আছে। ৰাজকন্যা মল্লীৰ অলোকসাধাৰণ কাপেৰ কথা শুনিয়া কুৰু, প্ৰভৃতি বিভিন্ন দেশেৰ ছয়জন ৰাজপুত্ৰ তাঁহাৰ পাণি-প্ৰাৰ্থী হয়। মল্লীৰ পিতা মিথিলারাজ কুবেৰ তাহাতে অসম্মতি প্ৰকাশ কবিলে তাহাবা ছয়জনে সমবেত হইয়া মিথিলা অববোধ কৰে। বুদ্ধিগতী মল্লী এই বিপদ হইতে পিতাকে উদ্ধাৰ কবিবাব জন্ত পিতাকে বলেন, “ৰাজপুত্ৰদেৰ প্ৰত্যেককেই কন্যা দান অঙ্গীকাৰ কৰুন এবং তাহাদিগকে আহ্বান কৰিয়া গৃহে আনুন।” ‘মনঃপৰ্ধায়’ জ্ঞানবলে মল্লী বহু পূৰ্ব

হইতেই এই ভবিষ্যৎ ঘটনা অবগত ছিলেন এবং প্রতিকারের জন্ত প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার আদেশে পূর্ব হইতেই রাজ অন্তঃপুরে একটি 'মোহনঘব' নির্মিত হইয়াছিল। সেই গৃহে রাজকুমারী বদেহের অল্পরূপ রূপসম্পন্ন একটি ধাতুনির্মিত মূর্তি ছিল। ঐ মূর্তি বদেহের অত্যন্তরভাগ কাঁপা ছিল এবং উহার শিরোদেশে একটি ছিদ্র ছিল। মল্লী প্রতিদিন ঐ ছিদ্রপথে ভুক্তাবশেষ খাওয়াবস্ত্র ঢালিয়া রাখিয়া উহার শিরোদেশের ছিদ্রটি পুষ্পাচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেন। এই মোহনঘরে ঐ ছয়জন রাজপুত্র উপস্থিত হইলে মল্লী তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ধাতু-মূর্তির শিরোদেশ হইতে পুষ্পাচ্ছাদন অপসৃত করেন। তৎক্ষণাৎ ঐ ধাতু-মূর্তির অভ্যন্তর হইতে বহুদিনে বিন্ধ্যপ্রাপ্ত অন্নাদির উৎকট দুর্গন্ধে রাজপুত্রগণকে এমন অভিভূত করিয়া ফেলে যে তাহারা গৃহ হইতে পলায়নের চেষ্টা করে। তখন মল্লী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন : “আমার এই সুদৃশ্য চর্চাবরণের মধ্যে যে বস্তু আছে তাহা ঐকপই উৎকট দুর্গন্ধবৃত্ত।” এইরূপে বক্তৃতা করিবার পর তিনি বলেন যে আমি বিবাহ কবিব না, জন্ম-জরা-মরণ-বন্ধন-ছেদনের জন্ত অনাগারিষ্য গ্রহণ করিব। তাঁহার এই উপদেশে মুগ্ধ হইয়া রাজপুত্রগণ সকলেই অনাগারিষ্য গ্রহণ করিয়াছিল।

২০। মুনিমুত্রত : কুশাগ্রপূরী বা রাজগৃহেব রাজা সুমিত্র ও রাণী পদ্মাবতীর পুত্র। রাণী পদ্মাবতী সর্ববিধ জৈন ব্রত পালন করিয়াছিলেন বলিয়া পুত্রের নাম মুত্রত। চম্পক বৃক্ষমূলে সিদ্ধি। চিহ্ন কচ্ছপ। নির্বাণ স্নেহেত শিখবে।

মুনিমুত্রত হরিবংশীয় ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ করেন। ২২শ

তীর্থংকব নেমিনাথ এই কূলে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যাশ্চ  
তীর্থংকরণ সকলেই ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভব।

২১। নমিনাথ : মথুরাব বাজা বিজয় এবং রাজ্ঞী বিপ্রার  
পুত্র। রাজা বিজয় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ হতাশ হইয়া  
পড়ায় জ্যোতিষাচার্যগণ বলেন যে যদি বাজ্ঞী দুর্গপ্রাচীবে  
উঠিয়া শত্রুদিগের দিকে তাকাইতে পাবেন তবে শত্রুবা নার্মত  
হইয়া ভয়ে পলাইয়া যাইবে। কলে তাহাই ঘটয়াছিল। এইজন্ম  
তঁাহাব পুত্রের নাম নমিনাথ। বিষ্ণু বৃক্ষমূলে সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন নীল  
পদ্ম বা দিগম্বরমতে অশোক তরু। নির্বাণস্থান স্মৃতিশিখর।

২২। নেমিনাথ : সূর্যপুত্র বা সৌরিকপুত্রের হবিবংশোদ্ভূত  
বাজা সমুদ্রবিজয় ও বাজ্ঞী শিবাব পুত্র। অন্তঃসম্বা শিবা দেবী  
স্বপ্নে অরিষ্ট-নেমি বা রক্ত-চক্র দেখিয়াছিলেন বলিয়া পুত্রের নাম  
আরষ্টনেমি বা সংক্ষেপে নেমি। কৃষ্ণ ও বলবামের পিতা  
বসুদেব সমুদ্রবিজয়ের ভ্রাতা ছিলেন। মেঘশৃঙ্গমূলে সিদ্ধি-  
লাভ। চিহ্ন শঙ্খ। নির্বাণস্থান গিরীষ।

কেশব [ কৃষ্ণ ] তঁাহাব খুল্লতাত-পুত্র বাজকুমার অবিষ্টনেমিব  
পত্নীরূপে বাজকন্যা বাজ্ঞীমতীকে নির্বাচন করেন। বাজকুমার  
অবিষ্টনেমি মহাসমাবোহে বিবাহ করিতে যান। কিন্তু পথে যাইতে  
যাইতে জানিতে পারেন যে তঁাহাব বিবাহের ভোজে অসংখ্যপ্রাণী  
হত্যা করা হইবে। ইহা দেখিয়া তঁাহাব মন ঘুরিয়া যায়  
এবং তিনি সংসার ত্যাগ কবিয়া অনাগাবী হন। এ সংবাদ  
পাইয়া বাজ্ঞীমতী উচ্চৈঃস্ববে কাঁদিয়া কেলেদ এবং পবে সংসার  
ত্যাগ কবিয়া নিব্রাহ্মী হন। 'উত্তবাধ্যয়ন' গ্রন্থে রথনেমি ও  
রাজ্ঞীমতীর উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে।\* রথনেমি ও রাজ্ঞীমতীব

\* এই গ্রন্থেব অবতরণিকা ২।০—২।/০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উপাখ্যান অবলম্বন কবিতা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বহু কাব্য রচিত হইয়াছে। অরিস্টেনেমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কল্পনুত্রে আছে।

২৩। পার্শ্বনাথ : কাশীর রাজা অশ্বসেন ও রাজ্ঞী বামাব পুত্র। অন্তঃসত্ত্বা বামাদেবী যখন অন্ধকারে শয়ন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার পার্শ্বদেশে একটি কৃষ্ণসর্প আসিতেছিল দেখিয়া পুত্রের নাম পার্শ্ব রাখেন। অশোক তরুতলে সিদ্ধি। চিহ্ন ফণাযুক্ত সর্প। নির্বাণ স্ত্রীমতশিখবে।

পার্শ্বনাথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কল্পনুত্রে আছে। ঐতিহাসিকেরা ইহাকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার কবিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইনিই জৈন ধর্মের প্রবর্তক এবং মহাবীর স্বামী তাহাব প্রচারক। পার্শ্বনাথ ৩০ বৎসব সংসাবী থাকিবার পর অনাগাবী হন এবং সিদ্ধিলাভের পর ৭০ বৎসব ধর্ম প্রচাব কবিতা শতবর্ষ বয়সে ৭৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে নির্বাণলাভ করেন।

রাজকুমার পার্শ্ব কোশলরাজ প্রসেনজিভের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। রাজ্যপবিচালনাকালে তিনি সাহস ও বীরত্বের জন্য খ্যাত ছিলেন এবং কলিঙ্গের যবন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

না দেখিয়া আগুন জ্বালিয়া অজ্ঞাতসাবে কোনও অসাবধান ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী একটি সর্পকে মারিয়া ফেলিতেছিলেন। কথিত আছে পার্শ্বনাথ অর্ধদেহ কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া আনিয়া ঐ ভয়-বিহ্বল সর্পটিকে বাঁচাইয়াছিলেন। তিনি যখন সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে ৮৩ দিন ধরিয়া তপস্বী কবিতেছিলেন, তখন কর্মঠ নামে তাহাব এক শত্রু তাহার উপবে প্রবল বৃষ্টিপাত কবাইয়া দেয়। ঐ কর্মঠ পূর্ব জীবনে অসাবধান ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী

ছিল এবং তাহাবই কবল হইতে পার্শ্বনাথ একটি মুমূর্ষু সর্পকে বাঁচাইয়াছিলেন। সর্পটি এ ক্ষণে ধরণেশ্বর নামক দেবতা হইয়া-  
ছিলেন, তিনি সর্প-ফণাব ছাতা ধরিয়া পার্শ্বনাথকে বৃষ্টি হইতে  
বক্ষা কবিয়াছিলেন। এজন্ত পার্শ্বনাথের লাঞ্ছন একটি ফণাবিশিষ্ট  
সর্প।

পার্শ্বনাথ প্রচাবিত চারিটি ব্রত : অহিংসাব্রত, অসত্যত্যাগ  
ব্রত, অদত্তাদান ব্রত ও অপরিগ্রহ ব্রত। পার্শ্বনাথের  
প্রচাবিত ধর্মকে চতুর্ধাম ধর্ম এবং মহাবীর স্বামী প্রচাবিত  
ধর্মকে পঞ্চমাম ধর্ম বলা হয়। কারণ মহাবীর স্বামী আব  
একটি ব্রত—ব্রহ্মচর্য ব্রত প্রচাবিত কবিয়াছিলেন।

২৪। মহাবীর (বর্ধমান) : বৈশালী কুণ্ডনগবেব বাজা  
সিদ্ধার্থ ও বাজার ত্রিশলাব পুত্র। শাল বৃক্ষমূলে সিদ্ধি। চিহ্ন  
সিংহ। নির্বাণ পাপাপূবীতে।

ইহাব বিস্তারিত বিবরণ কল্পসূত্রে আছে।

**ভবিষ্যৎ তীর্থংকর :**

এখন হুঃসম যুগ চলিতেছে, ইহাব পব হুঃসম-হুঃসম যুগ  
আসিবে। হুঃসম-হুঃসম যুগে উৎসর্গিনী আবর্তনী আবন্ত হইবে।  
তাবপব আবাব হুঃসম ও হুঃসম-সুখম যুগ আসিবে। সেই  
হুঃসম-সুখম যুগে আবাব তীর্থংকবগণেব আবির্ভাব হইবে।  
তাহাদেবও সংখ্যা হইবে ২৪।

১। প্রথম তীর্থংকব পদ্মনাভ হুঃসম-সুখম যুগে আবির্ভূত  
হইবেন। তাবপব সুখম যুগে ২। সপার্ষ, ৩। উদাঙ্গজী,  
৪। স্বয়ংপ্রভ ৫। সর্বাঙ্গভূতি ৬। দেবপ্রভ, ৭। উজ্জয়প্রভ,  
৮। পোঢ়াল, ৯। পোঢ়িল, ১০। শতকীর্ত্তি, ১১। মুনি  
সুত্রত [ ইনি পূর্বজন্মে কৃষ্ণেব মাতা দেবকী ছিলেন ], ১২। অমম

[ ହିନି ପୂର୍ବଜନ୍ମେ ଅୟାଂ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେନ ], ୧୩ । ନିକସାୟ, ୧୪ । ନିମ୍ପୁଳାକ  
[ ହିନି ପୂର୍ବଜନ୍ମେ କୃଷ୍ଣେବ ଅଗ୍ରଜ୍ଞ ବଳଦେବ ଥିଲେନ ], ୧୫ । ନିର୍ଯ୍ୟାସ,  
୧୬ । ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ [ ବଳଦେବେର ମାତା ରୋହିଣୀ ], ୧୭ । ଅମାଧି,  
୧୮ । ସଂବରନାଥ, ୧୯ । ସଂଶୋଧନ [ ଦ୍ଵିତୀୟାୟନ ଆସି ], ୨୦ । ବିଜୟ  
[ କୃଷ୍ଣେର ଜାତି ସବକୁମାର, ପୂର୍ବଜନ୍ମେ କୃଷିକ ], ୨୧ । ମଲ୍ଲିନାଥ  
[ ନାରଦ ], ୨୨ । ଦେବଜିନ, ୨୩ । ଅନନ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ, ୨୪ । ଭଦ୍ରଜିନ ।

## ৩। তীর্থকরশিষ্য গোঁতম ও সূধম্মা

### ১। ইন্দ্রভূতি গোঁতম [গোৱম্ম]

ইন্দ্রভূতি গোঁতম মহাবীৰ স্বামীৰ সৰ্বপ্রথম এবং সৰ্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। মহাবীৰ স্বামীৰ সহিত সাক্ষাৎ হইবাব পূৰ্বে তিনি বৈদিক ধৰ্মে শিক্ষিত পুরোহিত ছিলেন। দশটি ভাইকে সহায়ক লইয়া তিনি একদিন অপাপা নগরে একজন ব্রাহ্মণ যজ্ঞমানেব গৃহে বেদ-বিধান-সম্মত যজ্ঞানুষ্ঠানে [অৰ্থাৎ পুণ্যলাভার্থ পশু-বধ কৰ্মে] পৌৰোহিত্য কৰিতেছিলেন, মহা সমাবোহে যজ্ঞীয় পশুর উৎসৰ্গমন্ত্ৰ পঠিত হইতেছিল। এমন সময়ে তিনি শুনিলেন যে ঐ নগৰে ঐ দিন একজন সন্ন্যাসী বেদ-বিবোধী ও যজ্ঞ-বিবোধী ধৰ্মমত প্রচাৰ কৰিতেছেন, বহু লোক তাঁহাব বক্তৃতা ও বিচাৰ শুনিবার জন্ত সমবেত হইয়াছে। এই সংবাদে শিক্ষাভিমানী ইন্দ্রভূতি ত্ৰুঙ্ক হইয়া উঠিলেন, এবং তৰ্কে পবাস্তু করিয়া জনতাসমক্ষে ঐ ধৰ্মপ্রচাৰককে অপ্ৰস্তুত কৰিবাব জন্ত বক্তৃতাৰ স্থানে সভাতৃক উপস্থিত হইলেন। বক্তৃতাকাৰীই ছিলেন মহাবীৰ স্বামী। সেখানে গিয়া মহাবীৰ স্বামীৰ শাস্ত্ৰ, সৌম্য ও সংযত ব্যবহাবে তাঁহাবা মুগ্ধ হইলেন। সন্ন্যাসীৰ দৰ্শনমাত্রই ইন্দ্রভূতিৰ ক্ৰোধ অৰ্থেক উপশমিত হইয়া পড়িল। কিন্তু তথাপি তাঁহাব পাণ্ডিত্যাভিমান গেল না। তিনি মহাবীৰ স্বামীকে প্রশ্নেৰ পৰ প্রশ্ন কৰিতে লাগিলেন, মহাবীৰ স্বামীও ধীৰ সংযত বাক্যে, সবল ভাষায়, সাধাৰণ উপমাৰ সাহায্যে তাঁহাৰ উপদেশ বাণী বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। দান্তিক অবিস্থাসীৰ অবিস্থাস উডিয়া গেল। মহাবীৰ-প্রচাৰিত বাণীই যে সত্য বাণী সে বিষয়ে ইন্দ্রভূতি ও তাঁহাব ভ্রাতৃগণেব

আর কোনও সন্দেহ রহিল না। মল্লের বশীভূত সিংহের ছায়া তাঁহার মহাবীর স্বামীৰ পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন এবং তৎ-প্রচারিত মত গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন। উক্তর কালে হৈহারাই একাদশ গগনধব হইয়াছিলেন।

গৌতমের দীক্ষার বিষয়ে দিগম্বরগণের উপাখ্যান অতুল্য। তাঁহার বলেন : গোবারা নামক গ্রামে ব্রাহ্মণী ‘পৃথ্বী’ দেবীর গর্ভে ব্রাহ্মণ ‘বসুমতি’র পুত্ররূপে গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার অত্যন্ত পাণ্ডিত্যভিমান ছিল। একদিন এক বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে কয়েকটি কবিতা শুনাইয়া তাহা ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে ঐ কবিতা কয়টি মহাবীর স্বামী শুনাইয়াছেন, কিন্তু ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া না দিয়াই ধ্যান-মগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর নিকট ব্যাখ্যা শুনিবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া বৃদ্ধটি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ গৌতমের নিকট আসিয়াছেন। কবিতাব অর্থ না বুঝা পর্যন্ত তাঁহার জীবনে শান্তি হইতেছে না। কাল, দ্রব্য, পঞ্চ অস্তিকার, তত্ত্ব, লেখা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ কবিতাগুলিতে ছিল। সুতরাং গৌতম কবিতাগুলি বুঝিলেন না, কিন্তু অজ্ঞান পাণ্ডিত্যভিমानी ব্রাহ্মণেব মতো নিজে না বুঝিয়াই বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন না। তিনি তাঁহার জ্ঞানের অল্পতা স্বীকার করিলেন এবং কবিতাগুলি বুঝিয়া লইবার জন্য মহাবীর স্বামীর নিকট চলিলেন। মহাবীর স্বামীর সৌম্য মূর্তি দেখিয়াই তাঁহার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ভক্তি-গদগদ চিত্তে মহাবীর স্বামীর বাণী শুনিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিষ্য হইয়া পড়িলেন।

ইন্দ্রভূতিব দীক্ষার বিষয়ে স্থানকবাসী জৈনগণের কাহিনী



আর-এক রকম। ইন্দ্রভূতি তাঁহাব যজ্ঞমান গৃহে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে যাইবাব পথে শুনিলেন যে স্বর্গের দেবগণ একজন সন্ন্যাসী বক্তৃতা শুনিবাব জন্য মর্ত্যধামে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের অঙ্গেব জ্যোতিতে মর্ত্যলোক উজ্জল হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রভূতি সন্ন্যাসী নিকট উপস্থিত হইবামাত্র অপবিচিত সন্ন্যাসী তাঁহাকে নাম ধবিয়া ডাকিলেন এবং তাঁহাব মনে যে-সব প্রশ্ন বা সন্দেহ ছিল তাহা না শুনিয়াই সেই সকল প্রশ্নেব উত্তর দিতে লাগিলেন ও সন্দেহ খণ্ডন করিতে লাগিলেন। বিস্মিত ইন্দ্রভূতি ভক্তিপ্রণত হইয়া কেবলী ব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিলেন।

ইন্দ্রভূতির দশ ভাইও মহাবীৰ স্বামী ব শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে তিনজন গণধব হইয়াছিলেন।

‘ত্ৰীবীৰ-নিৰ্বাণেব পূৰ্ব পৰ্বন্ত গোতম ‘কেবল’ জ্ঞান প্রাপ্ত হন নাই। কাবণ মহাবীৰ স্বামী ব প্রতি মমত্বই তাঁহাকে সংসাববন্ধনের মতো বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। এখন সেই একমাত্র বন্ধন ছিন্ন হইবামাত্র তিনি ‘কেবল’ জ্ঞান লাভ করেন। মহাবীৰ স্বামী ব নিৰ্বাণেব পর তিনি ১২ বৎসব জীবিত ছিলেন এবং সমগ্র জৈন তীর্থেব একাধিনায়ক ছিলেন। মহারাজ শ্রেণিক বিশ্বিসাবেব নিকট তিনি পদচরিত [জৈন রামায়ণ], মহাপুবাণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ৫১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ৯২ বৎসব বয়সে বাজগৃহ নগরে গোতমেব নিৰ্বাণ লাভ হয়। [অনেকে স্বীকার কবেন না যে ইন্দ্রভূতি জৈন ধর্মেব অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহারা বলেন তিনি ‘কেবল’-জ্ঞান লাভ কবিয়া আব কোনও কার্য কবিতেন না। মহাবীৰ স্বামী ব অল্প অন্তবঙ্গ শিষ্য সুধর্মা

২৪ [ ১২ + ১২ ] বৎসর জৈন ধর্মের অধিনায়কত্ব করিয়া-  
ছিলেন। ]

## ২। স্মৃধর্মা (স্মৃহস্ম্য)

গৌতমের পর মহাবীর স্বামীরা অপর অন্তরঙ্গ শিষ্য  
স্মৃধর্মা ১২ বৎসরের জন্ম জৈন ধর্মের অধিনায়কত্ব করেন।  
'কাহারও' কাহারও মতে তিনিই মহাবীর স্বামীরা পর ২৪  
বৎসর জৈন ধর্মের অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মারফতেই  
আমরা অঙ্গ, উপাঙ্গ প্রভৃতির সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা  
পাইয়াছি। তিনি 'কেবল' জ্ঞানী ছিলেন না বলিয়া সিদ্ধান্তগুলির  
ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না, আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে পারিতেন।  
ব্যাখ্যাব জন্ম তাঁহাকে ইন্দ্রভূতির শবণাগত হইতে হইত।  
১২ বৎসর [ মতান্তরে ২৪ বৎসর ] জৈনধর্মের অধিনায়কত্ব  
করিবার পর তিনিও 'কেবল' জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং ৫০০  
খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শতবর্ষ বয়সে নির্বাণ লাভ করেন।

## ৪। সুধর্মার পরবর্তী কয়েকজন বিখ্যাত ধর্মাধিনায়ক

### ৩। জম্মু স্বামী

সুধর্ম-স্বামীৰ নিৰ্বাণেৰ পৰ তঁহাৰ শিষ্য জম্মুস্বামী ২৪ বৎসৰ জৈনধৰ্মেৰ অধিনায়কত্ব কৰেন। গাৰ্হস্থ্য জীৱনে তিনি ৰাজগৃহেৰ একজন বিখ্যাত ধনী বণিকেৰ পুত্ৰ ছিলেন। তঁহাৰ সময়ে প্ৰভব নামক একজন ৰাজপুত্ৰ দম্ভ্যবৃত্তি কৰিত। বোদ্ধ শাস্ত্ৰে উল্লিখিত অজুনিমাল দম্ভ্যব ত্ৰায় প্ৰভবও প্ৰবল-পৰাক্ৰান্ত দম্ভ্য ছিল এবং নানাবিধ ইন্দ্ৰজাল বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিল। জম্মু স্বামীৰ পিতৃগৃহে একদিন প্ৰভব দম্ভ্যবৃত্তিৰ উদ্দেশ্যে আসিয়া গৃহেৰ সকলকে নিদ্ৰাভিভূত কৰিবাৰ জন্তু মন্ত্ৰ পাঠ কৰে; কিন্তু তপোবলসম্পন্ন সম্যাসী জম্মু স্বামী মন্ত্ৰেৰ প্ৰভাবে অভিভূত হন নাই। ফলে, দম্ভ্যপ্ৰবৰ বিন্মিত হইয়া জম্মুস্বামীৰ নিকট ইহাৰ কাৰণ জিজ্ঞাসা কৰে। তখন জম্মু স্বামী তাহাৰ নিকট জৈন ধৰ্মেৰ তত্ত্ব ব্যাখ্যা কৰিয়া যে বাণী শুনান, তাহাতে তাহাৰ প্ৰকৃতি বদলাইয়া যায় এবং জৈন ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিয়া ঐ দম্ভ্য ৰাজকুমাৰ অনাগাৰী হন এবং প্ৰভব স্বামী নামে প্ৰসিদ্ধ হন। ২৪ বৎসৰ জৈনধৰ্মেৰ অধিনায়কত্ব কৰিয়া জম্মুস্বামীৰ পৰ আৰু কেহ 'কেবল' জ্ঞানী হইতে পাবেন নাই, পাবিবেনও না; কেন না এখন দুঃসম যুগ আৰম্ভ হইয়াছে।

### ২। প্ৰভব স্বামী

জম্মু স্বামীৰ পৰ তঁহাৰ শিষ্য প্ৰভব স্বামী জৈন ধৰ্মেৰ অধিনেতৃত্ব কৰেন। প্ৰভব স্বামীৰ কালে জৈন সম্প্ৰদায়েৰ মধ্যে নেতৃত্ব কৰিবাব উপযোগী বিখ্যাত লোক কেহ ছিলেন

না বলিয়া শয্যাস্তব নামে একজন ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণকে তিনি কোশলে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। দীক্ষার পূর্বেই শয্যাস্তব একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দীক্ষার পব জ্ঞী ও শিশু পুত্রকে ত্যাগ করিয়া শয্যাস্তব অনাগারিষ্য গ্রহণ করেন। পরে তাঁহার জ্ঞী ও পুত্র মনক তাঁহারই নিকট জৈন ধর্মে দীক্ষালাভ করিয়া অনাগারী হন। প্রভব স্বামী 'কেবল' জ্ঞান বা নির্বাণ লাভ করেন নাই। তিনি পবলোকগত হইয়াছেন বটে, কিন্তু জন্মমৃত্যুর বন্ধন এখনও তাঁহার আছে।

### ৩। শয্যাস্তব

প্রভব স্বামীর পর শয্যাস্তব স্বামী [সেজ্জস্তব] জৈন ধর্মের অধিনেতা হন। তাঁহার মনঃপর্যায় জ্ঞান প্রভাবে তিনি জানিতে পারেন যে তাঁহার পুত্র মনক স্বপ্নায়। স্বপ্নায় মনককে জৈন ধর্মের তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা দশবৈকালিক গ্রন্থ নামে আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে।

### ৪ ও ৫। যশোভদ্র স্বামী ও সম্ভূতবিজয় স্বামী

শয্যাস্তব স্বামীর পব যশোভদ্র স্বামী ও তাঁহার পরে সম্ভূতবিজয় স্বামী জৈন ধর্মের অধিনেতৃত্ব করেন।

### ৬ ও ৭। ভদ্রবাহু স্বামী ও স্থূলভদ্র স্বামী

সম্ভূতবিজয়ের পর যথাক্রমে ভদ্রবাহু ও স্থূলভদ্র জৈন ধর্মে একাধিনেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের কথা স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে। স্থূলভদ্রের সময়ে পাটলীপুত্র নগরে আহুত জৈন সন্মিলনে অঙ্গগ্রন্থগুলির পাঠ স্থিবীকৃত হইয়াছিল।

জম্মু স্বামী সর্বশেষ কেবলী। প্রভব স্বামী হইতে স্থলভঙ্গ  
পর্যন্ত ছয়জন জৈন নায়ককে শ্রুতকেবলী বলা হয়। ইহাদের  
পর যে দশজন স্থবিব জৈন ধর্মের অধিনেতৃত্ব করিয়াছিলেন  
তাঁহারা দশপূর্বী।

## ৫। কল্পসূত্র

ভদ্রবাহুর নামে প্রচলিত গ্রন্থখানির নাম কল্পসূত্র [কপ্পসুত্তং]। যদিও গ্রন্থখানি জৈন প্রাকৃত ভাষায় রচিত, তথাপি গ্রন্থের প্রচলিত নাম ‘কল্পসুত্ত’ নহে,—‘কল্পসূত্র’। যাকোবিও ‘কল্পসূত্র’ নামেই গ্রন্থখানির সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু ‘কল্পসূত্র’ মানে কি? ‘কল্প’ শব্দের অর্থ যজ্ঞ-বিধি বা পর্বকালে পালনীয় বিধান। ‘সূত্র’ শব্দের সংজ্ঞা : “স্বপ্নাক্ষরমসন্দিক্ষং সাববদ্বি বিশ্বতোমুখম্। অন্তোভম্ অনবচ্ছ্য চ সূত্রং সূত্রবিদোবিভুঃ॥” অর্থাৎ স্বপ্নাক্ষর, সারবান, সর্বত্র প্রযোজ্য, অসন্দিক্ষার্থ, সূত্রাকাবে গ্রথিত সুন্দর গল্প রচনাকে ‘সূত্র’ বলা হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি ব্যাকবণেব মতো সূত্রাকাবে গ্রথিত সংক্ষিপ্ত রচনা নয় : বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান-সংবলিত ব্যবহারিক গ্রন্থ ‘কল্পসূত্রের’ অনুকরণে কতকটা সংগ্রথিত। বলা বাহুল্য, জৈন-ধর্ম যজ্ঞ-বিবোধী এবং জৈন ‘কল্পসূত্রে’ কোনও যজ্ঞের বিধান নাই। এই গ্রন্থখানির তিনটি অংশ : [১] জিনচবিত্র, [২] স্তুবিবাবলী, ও [৩] সামাচারী। ইহার তৃতীয় অংশ, অর্থাৎ ‘সামাচারী’ জৈনদিগেব প্রধান ধর্মোৎসব পয়ূষণ কৃত্যের বিধান সমষ্টি। এইটিই জৈনগণেব প্রধান উৎসব বা পর্ব। এই উৎসবের প্রথম বাত্রিতে সমগ্র কল্পসূত্র পাঠ করিবার রীতি ছিল।

জৈনদিগের এই সর্বপ্রধান উৎসবের অল্প নাম ‘সাংবৎসরিক’, কারণ জৈনবৎসবের শেষভাগে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চাবিমাংসব্যাপী বর্ষা ঋতু তাহারদেব বৎসরের শেষ ঋতু। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক এই চারিমাংস বর্ষা ঋতু।

কার্তিক মাসে বৎসবেব অবসান ও অগ্রহায়ণ [ 'হায়ন' অর্থাৎ বৎসবেব 'অগ্র' অর্থাৎ প্রথম বলিয়া এই মাসেব নাম 'অগ্রহায়ণ' ] মাসে বৎসবেব আরম্ভ হয়। 'বর্ষা' ঋতুৰ নামে বৎসব-বাচক 'বর্ষ' [ বাস ] শব্দ। গৃহস্থদিগেব গৃহ-সংস্কাবাদি কার্যেব জন্ত এবং সাংবৎসবিক উৎসবেব আয়োজনাদিব জন্ত সমগ্র জ্যৈষ্ঠ মাস ও ভাদ্রমাসেব ২০ দিন বাদ দিয়া এই উৎসব আবস্ত কবিবাব বীতি প্রচলিত আছে। এই কালেব পূর্বে পশুর্ষণা আবস্ত করা বাইতে পাবে, কিন্তু সাধাবগতঃ এই কালেব পবে নহে। যদি প্রবাসী গৃহস্থেবা গৃহে আসিয়া থাকেন, দেশে সুভিক্ষ থাকে [ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষাদি না থাকে ] উদ্‌যোগ-আয়োজনাদিব জন্ত কালক্ষেপ আবশ্যক না হয় এবং সাধুবা অনুমতি দেন, তবে বর্ষা ঋতুৰ আবস্তেব পব যে-কোনও শুভদিনে পশুর্ষণা আবস্ত হইতে পাবে।

ভাদ্রমাসেব সিতপঞ্চমী দিন হইতে আবস্ত কবিয়া কার্তিক মাসেব অগাবন্তা পর্যন্ত ৭০ দিন সময় পশুর্ষণা উৎসবেব জন্ত প্রকৃষ্ট কাল। অতিবৃষ্টি, প্রাকৃতিক উৎপাত বা অন্য কোনও প্রকাব অন্ত্রবিধা থাকিলে আবাচ হইতে আবস্ত কবিয়া অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ছয় মাস সময়েব মধ্যে পশুর্ষণাকৃত্য চলিতে পাবে। কল্পসূত্ৰোক্ত বিধি অনুসাবে পীঠ-কলক [ বেদী ] প্রভৃতি আচ্ছাদিত স্থানে জব্য, ক্ষেত্র, কাল, ভাব স্থাপনা কবিয়া আবাচ্যেব পূর্ণিমা দিনে আরম্ভ কবিয়া ভাদ্রমাসেব শুক্ল পঞ্চমী পর্যন্ত প্রতি পঞ্চম দিবসে পোষথ [ ঐ উপোষথ ] পালন কবিলে, অর্থাৎ একাদশ পর্ব তিথিতে উপোষথ গ্রহণ কবিলেও পশুর্ষণা কৃত্য করা হয়। কিন্তু এটি নিতান্ত অসমর্থেব পক্ষে ব্যবস্থা।

পশুর্ষণা উৎসব কালে যে কেবল কল্পসূত্র খানিই পাঠ

করা হয় তাহা নহে। কল্পসূত্র পাঠ এ কালে অবশ্য কর্তব্য, এবং এই গ্রন্থ পাঠের পর আর একখানি গ্রন্থও পাঠিত হইয়া থাকে,—‘কালকাচার্যকথানক’।\* এই ‘কালকাচার্যকথানক’ প্রাকৃত ভাষায় গদ্য ও পদ্যে বচিত। খ্রীষ্ট পূর্ব প্রথম শতকে [ ৭৩-৬১ খ্রীঃ পূঃ অব্দে ] কালকাচার্য একজন বিখ্যাত জৈন স্তবির ছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজা গর্দভিল্ল কালকাচার্যের ভগিনী সরস্বতীকে হরণ করিলে কালকাচার্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন। কিন্তু গর্দভিল্লেব রক্ষয়িত্রী ‘বাসভী’ দেবীর ভয়ে কেহ গর্দভিল্লেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মত হয় নাই। বাসভী দেবীর মন্দির হইতে ৭ ক্রোশ দূর পর্যন্ত রাসভী দেবীর ঐশী শক্তির প্রভাব ছিল। এজন্য কালকাচার্য শক কুলের একজন ‘শাহ’ রাজাকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া যে সৈন্য সংগ্রহ করেন সেই সৈন্যগণকে ৭ ক্রোশ সীমানার বাহির হইতে শর সন্ধান করিতে বলেন। অগণিত শর নিক্ষেপে রাসভী দেবীর জিহ্বা বিদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে হতশক্তি রাসভী দেবীর সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া গর্দভিল্ল কালকাচার্যের নিকট পবাজিত ও বন্দী হয় এবং কালকাচার্যের ভগিনী সরস্বতী দেবীর উদ্ধার হয়। কালকাচার্যের বিষয়ে এই প্রকার অনেক গল্প প্রচলিত আছে। পূর্বকালে ভাদ্রমাসের শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে কেবল একদিনের জন্ম পূর্ষণা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। কালকাচার্যের সময়েও সেই রীতি প্রচলিত ছিল। দাক্ষিণাত্যের একজন হিন্দু রাজাকে কালকাচার্য পূর্ষণা উৎসবে উপস্থিত হইয়া ধর্মবিষয়ক বিচারাদি শুনিবার জন্ম আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু ভাদ্রমাসের শুক্লপঞ্চমীতে

\* অবতবণিকা ৪৮/০—৪৯/০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।



ইন্দ্র পূজা অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া ঐ হিন্দু রাজা বলেন যে ঐ দিন ব্যতীত অন্য কোনও দিন পশুর্ষণা উৎসব অনুষ্ঠিত হইলে তিনি সানন্দচিত্তে তাঁহাব নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন। সেইজন্য কালকাচার্য ভাদ্রমাসেব শুক্লাচতুর্থীর দিনে পশুর্ষণা প্রবর্তনেন ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন। এই কারণে পর্বদিন না হইলেও ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্থী পশুর্ষণা পর্ব আবশ্য কবিবাব উপযুক্ত দিন বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রাচীন গাথা :

তেগউয় নব সএহিং সমইকংতেহি বদ্ধমানাও ।

পঙ্কসবগচউথী কালগসুবিহিংতো ঠবিয়া ॥

[ ত্রিনবতিযুত নব শতৈঃ সমতিক্রান্তৈঃ বর্ধমানতঃ ।

পশুর্ষণা চতুর্থী কালকসুবিহিতঃ স্থাপিতা ॥ ]

অর্থাৎ বর্ধমানেন [ পরিনির্বাণ ] কাল হইতে নয় শত তিরানববই [ বৎসর ] অতীত হইলে কালক সুবী কর্তৃক পশুর্ষণাচতুর্থী স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ‘গর্দভিল্ল’ বা কালকাচার্যেব কাল আবও পঁচশত বৎসর পূর্বে। এই জন্য টীকাকাবগণ কেহ ইহাব মীমাংসা করিয়া উঠিতে পাবেন নাই। সম্ভবতঃ পাঠে ভুল আছে : ‘নব সএহিং’ স্থানে ‘চউ সএহিং’ হইবে। পঞ্চমী স্থানে চতুর্থীতে পশুর্ষণা প্রবৃত্তিব মূলে কালকাচার্যেব সম্পর্ক বিষয়ে প্রবাদটি অতি প্রাচীন ; গাথাটি বোধ হয় পববর্তী যুগে রচিত এবং দেবর্ধিগণী ক্ষমাশ্রমণেব কালের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

৯৯৩ বীবনির্বাণাব্দে [ ৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ] আনন্দপুব [ আধুনিক মহাস্থান’ ] নগরের রাজা ধ্রুব সেনের প্রিয়পুত্র সেনাঙ্গজেব অকাল মৃত্যুতে শোক-সমুত্ত্ব রাজাকে সান্ধনা দিবার জন্য

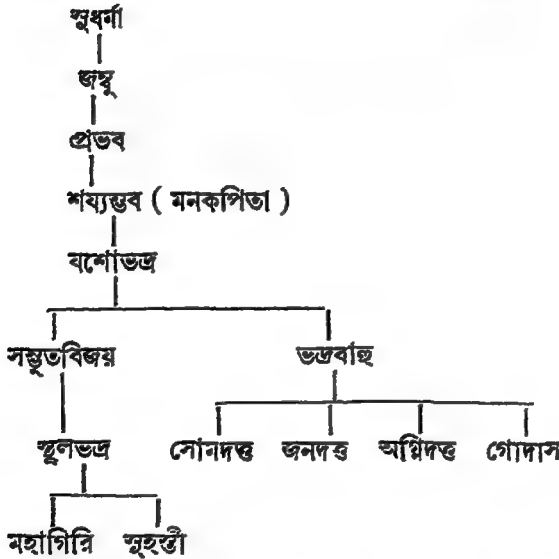
তাঁহার রাজ-সভায় বিবটি ধুমধামের সহিত সমগ্র কল্লমূত্র পাঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল।

ভদ্রবাহু স্বামীর বচনা হইলেও স্থবিরাবলীতে ভদ্রবাহু স্বামীর বিবরণ অল্পই আছে। অথচ স্থূলভদ্রের বিবরণ অনেক বেশি আছে। গণধর ভদ্রবাহুব নামটি মাত্র “সংক্ষিপ্ত বাচনায়” আছে; “বিস্তর বাচনায়” ভদ্রবাহুর চাবি শিষ্যের মধ্যে একমাত্র গণধর গোদাসেব প্রতিষ্ঠিত গোদাসগণ ও তাঁহার চাবিটি শাখার নাম আছে; ভদ্রবাহুব অপর তিনজন শিষ্যের নাম-মাত্র দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু স্থূলভদ্র স্বামীই দুই শিষ্য আৰ্য মহাগিরি ও আৰ্য সুহস্তীর শিষ্যবর্গের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আৰ্য মহাগিরির শিষ্য আট জন স্থবিবের নাম, মহাগিবির প্রধান শিষ্য গণধর উত্তর ও বলিসুহ ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত উত্তর-বলিসুহ গণ ও তাঁহার চারি শাখার নাম আছে। আৰ্য সুহস্তীর বারোজন গণধর শিষ্যের নাম, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত গণগুলির নাম ও তাঁহাদের শাখা ও কুলগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই-সব দেখিয়া মনে হয় যে দাক্ষিণাত্য-প্রবাসী গণধর ভদ্রবাহুব নাম-মাত্র পরিচয় উত্তর ভারতে ছিল, পূর্ণ পরিচয় ছিল না। স্থূলভদ্র-সমাহৃত পাটলীপুত্র সংঘে ভদ্রবাহু না থাকাতেই দ্বাদশ অঙ্গ ‘দৃষ্টিবাদ’ চিরতবে বিলুপ্ত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল; কাবণ সকল-ঐক্য-জ্ঞানী ভদ্রবাহু সকল ঐক্য জ্ঞানিতেন ও চতুর্দশ-পূৰ্বী ছিলেন। আগম-সংগ্রহ ব্যাপাবে স্থূলভদ্র ভদ্রবাহুব সাহায্য পান নাই।

যে-সকল যতি বা ভিক্ষুর বাচনাচার্য এক তাঁহাদের সমুদায়কে গণ বলে [এক-বাচনাচার্য-যতি-সমুদায়ো গণঃ]। গণেব প্রতিষ্ঠাতা ও অধিনায়ককে গণধর বলে। আগম সমূহেব সূত্রগুলি

বাচন কবিত্তে ও তাহাদের অর্থ-ব্যাখ্যা কবিত্তে গণধরেরা সনর্থ ছিলেন [সূত্রার্থোভয়বিৎ]। মহাবীর স্থানীর শিষ্য এগারো জন গণধরের মধ্যে কেবল সুধর্গারই শিষ্য-প্রশিষ্যেবা আধুনিক কাল পর্যন্ত জৈন ধর্মকে বাঁচাইরা রাখিয়াছেন। অত্য় দশজন গণধর নিরপত্য।

তীর্থংকর-শিষ্য গণধর সুধর্গার শিষ্য পাবস্পর্ব নিম্নরূপ :—



ইহারা সকলেই গণধর ছিলেন এবং ইহাদের শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকে গণধর ছিলেন। কিন্তু ভজবাহুর পরে আব কেহই চতুর্দশপূর্বা বা সকল-শ্রুতপ্রানী ছিলেন না।

## মহাবীর স্বামী

৬০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দেব পূর্বে ও পরে বিদেহ-দেশে লিচ্ছবী নামে একজাতীয় ক্ষত্রিয়ের বাস ছিল। এই বিদেহ দেশে আরও পূর্ব কালে জনক রাজার রাজত্বে উপনিষদের পঠন-পাঠন ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা হইত। জনক রাজা ক্ষত্রিয় হইলেও, অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিতে আসিতেন। যেতকেতু, সোমশুদ্র এবং যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে জনক 'ব্রহ্মোদয়' বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মিথিলাধিপতি জনকের রাজসভায় তাঁহারই উৎসাহে সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপনিষদগ্রন্থ 'বৃহদারণ্যক উপনিষৎ' সম্পাদিত হয়। কেবল রাজর্ষি জনকই যে ব্রহ্মবিজ্ঞান পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে। পূর্ব-দেশীয় অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মবিজ্ঞা, পবলোকতত্ত্ব, আত্মা, জ্ঞানাস্তর প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। কাশীরাজ অজাতশত্রু [ইনি মগধরাজ অজাতশত্রু নহেন], রণবিজ্ঞা-কুশল সনৎকুমার [ইনি জৈনদিগের নিকট সুপরিচিত], ক্ষত্রিয়রাজ চিত্র গান্ধার্যনি, কাশীবাজ আনুচান, প্রাবাহণ জৈবলি প্রভৃতি বহু ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণদিগের উপদেষ্টা ও শিক্ষাগুরু ছিলেন। শতপথব্রাহ্মণে দেখা যায় যে বিদেহ [বিদেঘ] দেশ উপনিষদ ও ব্রহ্মবিজ্ঞান আলোচনার জন্য বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গালীকবি রামায়ণে জনকের রাজধানী 'মিথিলা' নগরীর নিকটে 'বিশালা' লইয়াই প্রাচীন বিদেহ। এই 'বিশালা' হইতেই লিচ্ছবীদের দেশ 'বৈশালী' রাজ্য। সুতবাং বুঝা যায় যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিদেহবাসী ক্ষত্রিয়

‘লিচ্ছবী’বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ব্রাহ্মণদের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহাদেব সহিত তর্কে বিদেহবাসী ব্রাহ্মণেবা আটগুণা উঠিতে পাবিতেন না। বিদেহেব উত্তর-পশ্চিমে আব একটি দেশে ‘শাক্য’ নামক ক্ষত্রিয়দেব বাস ছিল। তাঁহাদেব রাজধানী ছিল কপিলবস্ত্র বা কপিলবাস্ত্র। এই দুই জাতীয় ক্ষত্রিয় রাজাবা বেদ-বিবোধী ও ব্রাহ্মণ-বিবোধী ছিলেন। ব্রাহ্মণেবাও “বিদ্যাপুত্র ভট্টাচার্য কলা মূলাব লোভী” হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আর্যাবর্তেব পূর্বপ্রান্তবাসী ক্ষত্রিয় শাক্য ও লিচ্ছবীদেব মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই গণতন্ত্র শাসন প্রচলিত ছিল। রাজর্ষি জনকেব সময় দেশেব শাসনব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা এখন জানিবাব উপায় নাই। কিন্তু ঘন ঘন বিদ্রোহসভাব অনুষ্ঠান তাঁহাব রাজ্যে হইত, এবং সেই সব সভা, সমিতি ও পবিষদে বক্তৃতা ও বিচার কবিবাব অধিকাব নব-নাবী-নির্বিগেমে সকলেরই ছিল, কোনও বাধা ছিল না। সম্ভবতঃ শাসন ব্যবস্থাতেও তিনি জনমতেব অনুসরণ কবিতেন। সে যাহাই হউক, খ্রীস্ট পূর্ব সপ্তম শতকে এ দেশে গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এ দেশেব রাজাবা রাজ-বংশীয় থাকিলেও জন-নায়ক ছিলেন এবং শাসন কার্যে সর্বদা জনমতের অনুসরণ কবিতেন। অর্থাৎ জন সভাব অনুমোদন-ক্রমে জন-নায়ক রাজা নির্বাচিত হইতেন। জন-মতেব অবমাননাকারী অত্যাচারী রাজা জন-সভাব বিচাবে সিংহাসন-চ্যুত হইতেন। এক কথায় বলিতে গেলে লিচ্ছবী, শাক্য, মল্লকী প্রভৃতি পূর্বদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ নির্ভীক ও স্বাধীন প্রকৃতিব মানুষ ছিলেন। অতি পূর্বকালে কোশলেব তথা ভাবতেব আদর্শ নৃপতি বামচন্দ্র প্রজাবল্লভেব জ্ঞান সীতা-বর্জন ও লক্ষ্মণ-বর্জন করিয়াছিলেন। পূর্বদেশেব ক্ষত্রিয়গণের

মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে প্রজাদের রক্ষণ, ভরণ, ও প্রজাদের মনোরঞ্জনই প্রকৃষ্ট রাজধর্ম।

লিচ্ছবীদিগের একটি শাখা বা বংশের নাম ছিল নায় [নাত]। 'নায়' শব্দের অর্থ বোধ হয় 'জ্ঞাতি' অর্থাৎ 'রাজ্যব জ্ঞাতি'।\* এই 'নায়' বংশের একজন প্রতাপশালী ভৌমিক সিদ্ধার্থ বৈশালীর অন্তর্গত কুণ্ডনগবে বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল ত্রিশলা, বৈদেহী বা বিদেহদত্তা; ইনি বিদেহের রাজ্য চট্টকের ভগ্নী ছিলেন। নয়জন মল্লকী ও নয়জন লিচ্ছবী [লেচ্ছকী] 'গণ রাজ্য' [Confederate princes] লইয়া বৈশালীপতি চট্টকের সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু, সাম্রাজ্য বলিতে আমবা এখন যাহা বুঝি, তাহা ছিলনা। সাম্রাজ্য সংক্রান্ত কোনও দায়িত্বপূর্ণ কার্য করিবাব সময় চট্টক পূর্বোক্ত অষ্টাদশ গণবাজাকে লইয়া পরামর্শ করিতেন এবং সকলের মতে যাহা স্থির হইত তাহাই তিনি মানিয়া চলিতেন। এইভাবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রণালীতেই বৈশালীর রাজকার্য পরিচালিত হইত। জিনচবিতেব ১২৮ সূত্রে এই অষ্টাদশ গণবাজার উল্লেখ আছে।†

\* যাকোবি 'নায়' শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'জ্ঞাতৃক' ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাব অর্থ-নির্ণয়-চেষ্টা করেন নাই। আমার মনে হয় যে যে বংশের পুত্র-কন্তাব রাজকন্তা বা রাজ-পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হইতে পাবিত সেই বংশই ছিল জ্ঞাতিবংশ। বৈশালীর রাজ্য চট্টকের ভগ্নী ত্রিশলা সিদ্ধার্থের পত্নী ছিলেন।

† টাকাকাব লিখিয়াছেন :

“কালীদেশস্য রাজানো মল্লকিজাতীয়া নব, তত্র কোশল দেশস্য রাজানো লেচ্ছকিজাতীয়া নব, তে কার্ববশাম্ গণম্ মেলকং কুর্বন্তীতি গণবাজানোহষ্টাদশ যে চট্টক মহাবাজস্য ভগবন্মাতুলস্য সামন্তাঃ শ্রবন্তে তে ॥”—সন্ধেহবিবোধি।

কুণ্ডনগবেব বিষয়ে খাবণা করিতে হইলে সেকালের নগবেব সাধাবণ সংস্থান বিষয়ে জ্ঞান থাকা চাই। সেকালের নগব একালের মতো ঘন বসতি-পূর্ণ হইত না ; পৃথক্ পৃথক্ জাতি পৃথক্ পৃথক্ পল্লীতে বাস কবিত। নগবেব মধ্যভাগে ক্ষত্রিয়-পল্লী, ব্রাহ্মণ-পল্লী, বণিক্-পল্লী প্রভৃতি এবং প্রান্তভাগে গোপ-পল্লী, কুম্বক-পল্লী, দাস-পল্লী ইত্যাদি বিভিন্ন পল্লী থাকিত। কল্পমূত্রে একটি বিশিষ্ট জাতিব পল্লীব উল্লেখ পাওয়া যায় : অশ্ব - লক্ষণ - পাঠক - [ জ্যোতিষাচার্য ব্রাহ্মণ ]- গণের পল্লী। সামাজিক মৰ্যাদায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়দিগেবই প্রাধান্য ছিল। দাবিড্য হেতু ব্রাহ্মণ লিচ্ছবীদেব নিকট অবজ্ঞাত জাতি বলিয়া গণ্য হইত। সিদ্ধার্থ এই কুণ্ডনগবেব প্রতিপত্তিশালী ভূস্বামী ছিলেন। এই সিদ্ধার্থের পত্নী ত্রিশলা [ ৫৯৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ] একদিন চৈত্রমাসেব শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে। উক্তব ফল্গুনী নক্ষত্রে সৰ্বশুভযোগসমন্বিত দিনে মধ্য রাত্ৰিতে বৰ্হমান নামক সৰ্বশুলক্ষণযুক্ত একটি পুত্র সন্তান প্রসব কবেন। ইনিই জৈন তীর্থংকর মহাবীৰ স্বামী।

শ্রমণ ভগবান্ শ্রীমহাবীৰ স্বামীব আবির্ভাব বিষয়ে একটি রহস্তপূর্ণ কাহিনী আছে। তিনি নাকি প্রথমে কুণ্ডনগবেব ব্রাহ্মণ-পল্লীতে ঋষভদত্ত নামক ব্রাহ্মণেব পত্নী দেবানন্দাব গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; এবং পবে দেববাজ ইন্দ্রেব কোশলে কুণ্ডনগবেব ক্ষত্রিয়-পল্লীতে সিদ্ধার্থেব পত্নী ত্রিশলাব গর্ভে গর্ভাস্তবিত হইয়াছিলেন। দিগম্ববগণ এ কাহিনীব যাথার্থ্য স্বীকাব করেন না ; কিন্তু শেতাশ্ববগণ অচলা ভক্তির সহিত এ কাহিনী বিশ্বাস কবিয়া থাকেন। সমালোচকগণ এই উপাখ্যান লইয়া নানাকপ জল্পনা-কল্পনা কবিয়াছেন। য়াকোবি

বলেন : সিদ্ধার্থের দুই পত্নী ছিল—রাজকুমারী ত্রিশলা ও ব্রাহ্মণকন্যা দেবানন্দা। ত্রিশলার পুত্র বৈশালী-বাজের ভাগিনেয় হইবে বলিয়া সিদ্ধার্থ দেবানন্দার পুত্রকে ত্রিশলার পুত্র বলিয়া প্রচাৰ কবিয়াছিলেন। কিন্তু গোপনে-গোপনে কুণ্ডনগবেষ মধ্যে প্রকৃত সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পবে, মহাবীর স্বামী তীর্থংকর-রূপে খ্যাতি অর্জন করিবার পর, যথার্থ কাহিনী গোপন কবিবার উদ্দেশ্যে উদ্ভবকালে কেহ এই কাহিনী বচনা কবিয়া থাকিবেন। শ্বেতাম্ভব জৈনগণ যাকোবির এ সিদ্ধান্ত কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, ভগবান্ মহাবীরের পূর্বজন্মার্জিত কর্মের সম্পূর্ণ ক্ষয় না হওয়াতে তাঁহাকে দ্বিভ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লইতে হইয়াছিল, কিন্তু দেবানন্দার কুক্ষিতে প্রবেশ কবার পর তাঁহার অশুভ কর্মের ফলভোগের অবসান ঘটে। এবং সেইজন্য তিনি উচ্চকুলে ক্ষত্রিয়গণী ত্রিশলাব গর্ভে গর্ভাস্তবিত্ত হন। ভগবান্ মহাবীর কি জন্ম দেবানন্দার আশাভঙ্গের হেতু হইলেন, এই প্রশ্নেব উত্তরে শ্বেতাম্ভবগণ বলেন যে, পূর্বজন্মে যখন দেবানন্দা ও ত্রিশলা সপত্নী ছিলেন, তখন দেবানন্দা ত্রিশলার একটি রত্ন হবণ কবিয়াছিলেন। সেই কর্মের ফলে দেবানন্দাকে পব-জন্মে পুত্রবত্ব হাবাইতে হইয়াছিল। গর্ভস্থ সন্তানের গর্ভাস্তব-প্রাপ্তি-রূপ অলৌকিক কথা শ্বেতাম্ভবগণ কেন বিশ্বাস করেন, ইহাব উত্তরে তাঁহাদের উক্তি এই যে, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণের জীবনে একপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। দেবকীর অষ্টম গর্ভেব সন্তান শ্রীকৃষ্ণ প্রসবেব পূর্বে ই বোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। জৈনগণ শ্রীকৃষ্ণকে মানেন ; তাঁহাদেব মতে শ্রীকৃষ্ণ ভবিষ্যৎ যুগে তীর্থংকর হইয়া জন্মগ্রহণ



কবিবেন। মথুরায় প্রাপ্ত খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকেব ভাস্কৰ্য-  
শিল্পে মহাবীৰ স্বামীৰ গৰ্ভান্তবপ্ৰাপ্তিব চিত্ৰ খোদিত আছে।

### শুভ স্বপ্নদৰ্শন

অন্তঃসত্বা-কালে ত্ৰিশলা [ও দেবানন্দা] চৌদ্দটি শুভ  
স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। অচলা ভক্তি ও অকুণ্ঠিত বিশ্বাসেব সহিত  
জৈনগণ [বিশেষতঃ জৈন নাবীগণ] এই স্বপ্নেব কথা শ্রবণ  
কৰিয়া থাকেন। বৌপ্যে খোদিত স্বপ্নমূৰ্ত্তিগুলি মন্দিৰে  
মন্দিৰে রক্ষিত হব। পুত্ৰবতী জৈন নাবীবা শ্ৰদ্ধা ও আগ্ৰহেব  
সহিত এই মূৰ্ত্তিগুলি দেখাইয়া থাকেন ও শ্রবণ কৰেন।  
অনেক ধৰ্মপ্ৰাণ জৈন প্ৰতিদিন প্ৰাতে ও সন্ধ্যায় তাবস্ববে  
কল্পনুয়েব এই স্বপ্নমন্ত্ৰগুলি আবৃত্তি কৰেন। তাঁহাদেব দৃঢ়  
বিশ্বাস, এই স্বপ্নগুলিব আবৃত্তি অশেষ মঙ্গলেব আকব।  
কোনও তীৰ্থংকৰ বা চক্ৰবৰ্তী নাবী-গৰ্ভে আবিৰ্ভূত হইলে ঐ  
তীৰ্থংকৰ বা চক্ৰবৰ্তীৰ মাতাবা এইৰূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন।  
স্বপ্নগুলি নিম্নে উল্লেখ কৰা হইল।

[ক] প্ৰথম স্বপ্ন : গজদৰ্শন। ইহাব ফলে জাতক  
গজবুংহিতবৎ বজ্জগম্ভীৰ স্ববে বক্তৃত্তা কৰিবাব শক্তি লাভ কৰেন।

[খ] দ্বিতীয় স্বপ্ন : বুঘদৰ্শন। ইহাব ফলে বুঘবৎ  
শক্তি ও সহিষ্ণুতা লাভ।

[গ] তৃতীয় স্বপ্ন : সিংহদৰ্শন। ফল সিংহেব আয়  
শত্ৰুজয় ও নেতৃত্ব কৰিবাব পৰাক্ৰম অৰ্জন। মহাবীৰেব প্ৰতীক  
ছিল সিংহ।

[ঘ] চতুৰ্থ : শ্ৰী বা লক্ষ্মীদৰ্শন। ফল : লক্ষ্মীশ্ৰী লাভ  
ও রাজপদে অভিষেক।

[ঙ] পঞ্চম : পুষ্পমাল্যদর্শন। ফল : পুষ্পমাল্যবৎ সৌভাব বা যশোবিস্তার।

[চ] ষষ্ঠ : পূর্ণচন্দ্রদর্শন। ফল : জগতের অন্ধকার দূর কবিতা জ্ঞানের স্নিগ্ধ আলোক বিকিরণ।

[ছ] সপ্তম : সূর্যসন্দর্শন। ফল : ধর্মপ্রচাবকগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোককে নিশ্চিন্ত কবিতা দিয়া প্রচণ্ড জ্ঞানালোক বিস্তার।

[জ] অষ্টম : ধ্বজ বা পতাকা-দর্শন। ফল : ছবাহ কর্মভাব বহন করিবার সামর্থ্য অর্জন\*।

[ঝ] নবম স্বপ্নে জলপূর্ণ বা রত্নপূর্ণ স্বর্ণ-কলস সন্দর্শন। ফল : শুভ সম্পদ লাভ বা ধ্যানমগ্নতা।

[ঞ] দশম স্বপ্নে ভ্রমব-গুঞ্জিত পদ্ম-সর্বোব-দর্শন। ফল : উপদেশ-মধু-বিতরণ-ক্ষমতা-লাভ।

[ট] একাদশ স্বপ্নে ক্ষীর-সমুদ্র দর্শন। ফল : ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য নদী যেমন সাগরে গড়িয়া বিশালত্ব ও সম্পূর্ণত্ব লাভ করে, তেমনি বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান অর্জনের পর কেবল-জ্ঞান বা সর্বজ্ঞত্ব লাভের সূচনা।

[ঠ] দ্বিগব্বরেরা দুইটি অতিবিস্তৃত স্বপ্নদর্শনের কথা বলেন। একাদশ স্বপ্নের পর তাঁহার রত্ন-সমুদ্র-দর্শন নামক একটি অতিরিক্ত স্বপ্নদর্শনের কথা উল্লেখ করেন। ইহার ফল : ত্রিভুবনে প্রভুত্ব-অর্জন।

[ড] দ্বাদশ স্বপ্ন : বিমান-লোক দর্শন। সর্ব-সুখ-নিকেতন অমৃত্তব বিমান-লাভের সূচনা।

[ঢ] দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্বপ্নেব মধ্যে দ্বিগব্বরগণ কতৃক

\* দ্বিগব্বর মতে অষ্টম স্বপ্নে মঙ্গল-সূচক মৎস্য-দর্শন।

আব একটি স্বপ্ন অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। মর্ত্যলোকেব নিয়ে ইন্দ্রলোক দর্শন। ইহাব কল : ইন্দ্রলোক-বিজয়।

[ ৭ ] ত্রয়োদশ স্বপ্ন : বভ্র-মঞ্জুবা দর্শন। কল : ত্রিবহু অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ চাবিত্র্য-লাভ।

[ ত ] চতুর্দশ স্বপ্ন : অতিবেগে চঞ্চল বহ্নিশিখাদর্শন। কল : অগ্নিশিখাব জ্বায় চঞ্চলতাব সহিত সর্বলোকে সত্যধর্মব বিস্তাব।

এই সকল স্বপ্নেব কথা ত্রিশলা সিদ্ধার্থের গোচবে আনিলেন এবং সিদ্ধার্থ স্বপ্নলক্ষণ-পাঠক বা জ্যোতিবাচার্য ব্রাহ্মণগণকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহাবা পবম্পব তর্কবিতর্কেব দ্বাবা শাস্ত্র পাঠ কবিযা স্বপ্নগুলিব সর্বমূললক্ষণতা প্রচাব কবিলেন। সিদ্ধার্থ ও ত্রিশলা এই শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং গন্ধ-মাল্যাদি উপহাব ও নানা উপঢৌকন দান কবিযা আচার্যগণকে বিদায় কবিলেন।

এইখানে লক্ষ্য কবিবাব বিষয় এই যে ব্রাহ্মণগণ কুণ্ডনগরের মধ্যভাগে বাস কবিতেন না; নুগবেব প্রান্তভাগে তাঁহাদেব পৃথক্ পল্লী ছিল। তাঁহাদেব বেশ-ভূষা, আচাব-ব্যবহাব ও তিলক-চন্দনাদি-ধাবণেব খুঁটিনাটি বিবরণ কল্পনুত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

### জন্মোৎসব ও বাল্যজীবন

যে-বাত্রে অশগ ভগবান্ ক্রীমহাবীবের জন্ম হয়, সেই রাত্রে কুণ্ডনগরে সিদ্ধার্থেব গৃহে মহান্ আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হব। স্বর্গের কল্পবাসী দেবতাবা নবজাত তীর্থংকবকে অভিনন্দিত কবিবাব জন্ম কুণ্ডনগবেব আকাশে সমবেড হইয়াছিলেন।

তাহাদের অঙ্গের দীপ্তিতে সমগ্র জগৎ সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। আনন্দ-কোলাহলে দিগ্বিদিক্ মুখবিত হইয়াছিল। বৈশ্রমণেব ভূত্যাগণ সিদ্ধার্থগৃহে নানাবিধ ধনরত্ন বর্ষণ করিয়াছিল। পবদিন প্রাতে সিদ্ধার্থেব আদেশে মহা ধুমধামে জম্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কারাগার হইতে বন্দীরা মুক্তিলাভ করে। প্রচুব ধনবত্ত্র দান পাইয়া দবিদ্রগণ হর্ষোৎফুল্ল হয়। প্রচলিত ওজন ও মাপ বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কুণ্ডনগবে আনন্দশ্রোত বহিয়া যায়। সিদ্ধার্থেব এই অকুণ্ঠিত দানের বিষয়ে আধুনিক সমালোচকদের সন্দেহেব উত্তরে জৈনগণ বলিয়া থাকেন যে, মহাবীরেব মতো মহাপুরুষেব জম্মোৎসবকালে অর্থাভাব হইতে পাবে না। জগতে যেখানে যেখানে বে-ওয়ারিশ ধনসম্পত্তি থাকে, ইঙ্গের আদেশে দেবভূত্যাগণ সেইসকল ধনসম্পত্তি ঐ সময়ে ঐ তীর্থংকরেব গৃহে উপস্থিত কবিয়া দেব।

জাতকের তৃতীয় দিবসে তাহাকে চন্দ্রসূর্য্য দেখানো হয়। ষষ্ঠ দিবসে রাত্রিভাগে ধর্ম-জাগরণ অনুষ্ঠিত হয় [আজকাল জৈনেবা ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠীগুজা কবিয়া থাকেন]। একাদশ দিবসে অশৌচ-মোচন হব। দ্বাদশ দিবসে আত্মীয়-কুটুম্বগণকে লইয়া ভূরিভোজনেব অনুষ্ঠান ও জাতকের নামকরণ কবা হয়। জাতকেব মাতাপিতা ইহাব নাম বাখেন 'বর্ধমান'; কেন-না, ইনি গর্ভস্থ হইবাব পব হইতে তাহাদের ধন-ধাত্ত-সুবর্ণ-রাজ্য-খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেবতাবা ইঁহার নানা গুণ দেখিয়া নামকরণ কবেন 'শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর'।

দিন দিন জাতক স্কুমাৰ হস্তপদ, সুপরিপূর্ণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়, সুপরিমিত আকাব ও গঠন, চন্দ্র-সৌর্য্য রূপ লইয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। শৈশবেব পর যৌবনে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান,

ঋক্-যজুঃ-সাম-অথর্ব বেদ, ইতিহাস, নানা বেদান্ত ও উপাঙ্গ, দর্শন, সংখ্যাগণিত, ছন্দ, অলংকার, ব্যাকরণ, শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ্য ও পাবিত্রাজক শাস্ত্রে তিনি পাবদর্শী হইয়া উঠিলেন। কল্পশূত্রে মহাবীবের বাল্য-বিষয়ে অধিক বর্ণনা নাই। কিন্তু তাঁহার বাল্য ও বৌবনের অলৌকিক শক্তি-সামর্থ্য ও বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে জৈনগণের মধ্যে অনেক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। একদিন বাজোড়ানে মল্লিপুত্রদিগের সহিত যখন মহাবীব খেলা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অকস্মাৎ একটি মদমত্ত হস্তী আসিয়া উপস্থিত হয়। ছেলেবা যে বেদিকে পাবে দৌড়াইয়া পলায়ন করে। কিন্তু বর্ধমান লেশমাত্র ভীত বা সন্ত্রস্ত না হইয়া মত্ত হস্তীব গুণ্ড আক্রমণ কবিয়া তাহার পৃষ্ঠে গিয়া বসিয়াছিলেন। হস্তী তাঁহাকে পদদলিত কবিতে পাবে নাই। আব একদিন যখন তাঁহারা গাছেব ডালে ডালে খেলা কবিতেছিলেন, তখন এক দৈত্য আসিয়া বালক বর্ধমানকে তুলিয়া লইয়া আকাশে উড়িয়া যায় এবং তাঁহাকে নানাক্রপ জ্বকুটি কবিতে থাকে। কিন্তু মহাবীব ভয় পাইবাব পাত্র ছিলেন না। তিনি ঐ দৈত্যটিকে এমন কবিয়া জড়াইয়া আকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন এবং চুল ধবিয়া টানিতেছিলেন যে দৈত্যপ্রবব আব আকাশে উড়িতে পারে নাই; জু-পৃষ্ঠে মহাবীবকে নামাইয়া দিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন কবিয়াছিল। এইরূপ আবও অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

### বিবাহ

শ্বেতাশ্বরদিগের মতে শ্রীমহাবীবের বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু দিগম্ববেবা সে-কথা স্বীকার কবেন না। শ্বেতাশ্ববমতে

কাম্বোপ-গৌত্রীয় বর্ধমানের বিবাহ হইয়াছিল কোণ্ডীয়া গৌত্রীয়া যশোদা নাম্নী কন্যার সহিত। তাঁহাদের একটি কন্যাসন্তান জন্মিয়াছিল, তাহার নাম অনবত্তা [অনোজ্জা] বা প্রিয়দর্শনা। জামালি নামক একজন কোশিক-গৌত্রীয় ক্ষত্রিয়ের সহিত প্রিয়দর্শনার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহাদের কন্যার [মহাবীর স্বামীব দৌহিত্রীর] নাম শেষবতী বা যশোবতী। মহাবীর স্বামীর জামাতা প্রথমে তাঁহার শিষ্য ছিলেন, কিন্তু পবে গোশাল নামে পবিচিত হইয়া বিরুদ্ধ ধর্মমতে প্রচার কবিয়াছিলেন। মহাবীর স্বামীব পিতৃব্যের নাম ছিল সুপার্ব, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব নাম নন্দিবর্ধন, ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম সুদর্শনা। মহাবীরের আরও তিনটি নাম ছিল : সিদ্ধার্থ, শ্রেয়াংস এবং যশংস। তাঁহার মাতাবও তিনটি নাম ছিল : ত্রিশলা, বিদেহদত্তা এবং প্রিয়কাবিলী।

এইখানে লক্ষ্য কবিবাব বিষয় এই যে, মহাবীরের জন্ম-কালীন উৎসবের যেমন বিস্তৃত বর্ণনা কল্পসূত্রে পাওয়া যায়, মহাবীর স্বামীর বিবাহের বর্ণনা সেরূপভাবে পাওয়া যায় না ; কেবল উল্লেখ-মাত্র আছে। তিথি-নক্ষত্র-দিন-কাল বা উৎসবের কোনও বর্ণনাই নাই। কোণ্ডীয়া গোত্রটিও সুপবিচিত গোত্র নহে। অনন্তচতুর্দশী ব্রতকথার মধ্যে কোণ্ডীয়া নামক একজন ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায়। বাকাটক, ভাবশিব প্রভৃতি নাগবংশীয় রাজগণের কোণ্ডীয়া নামক এক শাখা কম্বোজ দেশে [Cambodia] গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া সে দেশের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে কম্বোজে হিন্দু ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত কম্বোজ দেশে তাঁহাদের প্রবল প্রতাপ ছিল।

## সন্ন্যাস-গ্রহণ

সংসার ত্যাগ কবিষা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ কবিবার প্রবল ইচ্ছা বাল্যকাল হইতেই মহাবীর স্বামীব ছিল। কিন্তু প্রথম-প্রথম ইহাতে তাঁহার মাতাপিতার মত ছিল না। পবে, বর্ধমানের একান্ত আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাবা অনুমতি দিয়াছিলেন। তথাপি যতদিন তাঁহাবা জীবিত ছিলেন ততদিন বর্ধমান সংসার পবিত্যাগ কবেন নাই। তাঁহাদেব পবলোকগগনেব পর বর্ধমান তাঁহাব অগ্রজ নন্দিবর্ধনেব অনুমতি প্রার্থনা কবিলে তিনি এক বৎসব অপেক্ষা করিতে বলেন; কেন-না, পিছু-বিয়েগেব সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান সংসার ত্যাগ করিলে লোকে তাঁহাদেব উপব ভ্রাতৃবিবোধেব কলঙ্ক আৰোপ কবিতে পাবিত। সেইজন্ত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দিবর্ধন, পত্নী যশোদা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুদর্শনা ও কুটুম্বগণের সম্মতি লইয়া ত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে [ ৫৭০-৫৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ] অগ্রহাষণ মাসে কৃষ্ণা দশমী তিথিতে উত্তবক্ষনী নক্ষত্রে বিজয়-গ্রহুর্থে চন্দ্রপ্রভা নামক শিবিকায় আৰোহণ কবিষা বহু লোকজন, মুনিঋষি, ভ্রমণ-ভিক্ষু, দেব-অশ্ব কতৃক পবিবৃত ও অনুসৃত হইয়া বাজভাণ্ড সহকাবে নগর পবিক্রমণ কবিষা কুণ্ডনগবেব বহির্ভাগে ষণ্ড-বন নামক উপবনে অশোকবৃক্ষমূলে তিনি উপনীত হইলেন। সেখানে শিবিকা হইতে অববোহণ কবিয়া সমস্ত বস্ত্রভূষণাদি দান করিয়া অল্পচব-বর্গকে বিদায় কবিলেন। তাব-পব অশ্বেব সাহায্য না লইবা নিজেই পাঁচ গুপ্তিতে মস্তকেব সমস্ত কেশ ছিঁড়িবা কেলিলেন। তাবপব নিবন্ধু-বর্ষ-ভক্ত ব্রত [ অর্থাৎ, প্রতি তৃতীয় দিবসে একবার কবিয়া নিবন্ধু আহাব গ্রহণেব ব্রত ] অবলম্বন কবিয়া অনাগাবিদ্ধ গ্রহণ কবিলেন।

জৈনদিগেব মতে, সর্বজ্ঞত্বলাভের পাঁচটি ক্রম : মতি-জ্ঞান, ঞ্জত-জ্ঞান, অবধি-জ্ঞান, মনঃপর্যায় জ্ঞান, ও কেবল জ্ঞান বা সর্বজ্ঞত্ব । মহাবীর স্বামী প্রথম তিনটি জ্ঞানের অধিকারী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । অনাগারিষ্ণু গ্রহণেব সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহার মনঃপর্যায় জ্ঞান জন্মে । তাবপর ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী কঠোর সাধনার দ্বারা তিনি কেবল জ্ঞান বা সর্বজ্ঞত্বলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন । কেবল জ্ঞান লাভ কবিলার সঙ্গে-সঙ্গেই জীব সিদ্ধিলাভ কবিয়া থাকে ।

### তপস্শ্রা বা সাধনা

সন্ন্যাস-গ্রহণ-কালে মহাবীর স্বামী যে বস্ত্রখানি পবিয়া ছিলেন, সেইখানি পরিয়াই তিনি এক বৎসর একমাস কাটাইয়া দিয়াছিলেন । তাবপব তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন-দেহে বিচরণ করিতেন এবং কোনও ভিক্ষাপাত্র না লইয়া করতলে ভিক্ষা গ্রহণ কবিতেন । বর্ষার চাবিমাস তিনি একস্থানে অবস্থান করিতেন । কিন্তু শীত ও গ্রীষ্মেব আট মাস তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ কবিয়া বেড়াইতেন । গ্রামে এক রাত্রি ও নগবে পাঁচ রাত্রিব বেশি কোথাও থাকিতেন না । সর্বপ্রকার দ্রুংথ কষ্ট ও যন্ত্রণা অগ্নান বদনে সহ্য করিতেন । পুবীষে ও চন্দনে, তৃণ ও রত্নে, ধূলি ও কাঞ্চনে, সুখ ও দ্রুংথে তিনি ছিলেন উদাসীন । ইহলোক ও পবলোকে তিনি ছিলেন অনাসক্ত । জীবন বা মৃত্যু কিছুই তিনি কামনা করিতেন না । কেবল, কিসে তাঁহার কর্মক্ষয় হইবে সেই চেষ্টাতেই তিনি কুচ্ছ্র সাধ্য কর্ম কবিতেন । এইকপে সত্য-, সংযম-, তপস্শ্রা-, ও চারিত্র্য-সহকারে নির্লিপ্তভাবে ধ্যান-মগ্ন থাকিয়া তিনি পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর যাপন কবেন । তারপর



ত্রয়োদশ বর্ষে [ খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫৭ অব্দে ] বৈশাখ মাসেব শুক্লা দশমী তিথিতে বিজয় মুহূর্তে উত্তবক্ষ্মনীর নক্ষত্রে ঋজুপালিকা নদীর তীরে জুস্তিকা গ্রামে সামাগ নামক কোনও গৃহস্থেব ক্ষেত্রমধ্যে শালবৃক্ষতলে মহাবীর স্বামী অনন্ত, অনুত্তব, নিরাববণ, সম্পূর্ণ, সমগ্র কেবল জ্ঞান লাভ কবেন। এই কাল হইতেই তিনি কেবলী বা অর্হৎ নামে প্রসিদ্ধ হন।

দিগম্ববেবা মহাবীরেব কঠোবতব সাধনাব বর্ণনা কবেন। তাঁহাবা বলেন, তিনি ছয় মাস অচল অবস্থায় ধ্যানমগ্ন থাকিয়াও মনঃপর্যায় জ্ঞান অর্জন কবিতে পাবেন নাই। তাবপব কুলপূব নামক নগবে কুলাধিপ নামক নৃপতিব আস্থানে ছয় মাস উপবাসেব পব হৃৎক ও অগ্নে পাবণ কবিয়াছিলেন। পার্শ্বগান্তে তিনি দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ অবণ্যে অবণ্যে তপস্তা করিয়া পরিলভ্রমণ কবিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহাব মনঃপর্যায় জ্ঞান লাভ হয় নাই। অবশেষে উজ্জয়িনী নগবেব শ্মশানে যখন তিনি তপস্যাবত ছিলেন তখন কদ্দ ও রুদ্রাণী আসিয়া নানা উপায়ে তাঁহাব তপোভঙ্গেব চেষ্টা কবেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাঘাত অতিক্রম কবিয়া, সমস্ত প্রলোভন জয় কবিয়া তিনি অবশেষে মনঃপর্যায় জ্ঞান লাভ কবিয়াছিলেন।

সর্বস্ব ত্যাগ কবিয়া, সমস্ত ধন বিলাইয়া দিয়া বিজ্ঞ ও নগ্ন মহাবীর যখন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তখন তাঁহাব অজ্ঞাতসাবে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে একখানি দিব্য বস্ত্র পবাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। এই বিষয়ে একটি গল্প আছে। মহাবীর স্বামীব সংসার-ত্যাগকালীন দানে বঞ্চিত সোমদত্ত নামক একজন ব্রাহ্মণ বনে আসিয়া মহাবীর স্বামীব নিকট কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা কবিলেন। কিন্তু তখন দিবাব মতো কিছুই নাই ভাবিয়া

মহাবীর স্বামী অতীব দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তা কবিয়া তিনি সেই ইন্দ্র-প্রদত্ত স্বর্গীয় বস্ত্রখানির অর্ধাংশ সোমদত্তকে প্রদান করিলেন। হর্ষোৎফুল্ল সোমদত্ত গ্রামে ফিরিলে তাঁহার তন্তুবায় বন্ধু তাঁহাকে অপবার্ধ সংগ্রহ কবিয়া আনিতে বলিল। কিন্তু লজ্জিত সোমদত্ত মহাবীরের কাছে আসিয়াও তাঁহার নিকট উহা চাহিতে পারিলেন না। তখন মহাবীর স্বামীর বস্ত্রখানি কাঁটাগাছেব উপর পড়িয়াছিল, এবং নগ্ন মহাবীর স্বামী ধ্যানমগ্ন ও বাহ্য-জ্ঞানশূন্য ছিলেন। কণ্টকমুক্ত কবিয়া সোমদত্ত বস্ত্রখানি লইয়া আসিলেন; মহাবীর স্বামী জানিতেও পারিলেন না।

মহাবীর স্বামীর বাহ্য-জ্ঞানশূন্য ধ্যানের বিষয়ে আব একটি গল্প আছে। কুমারগ্রাম নামক গ্রামেব বাহিবে পথের ধাবে এককালে মহাবীর স্বামী নিশ্চল অবস্থায় নিমীলিত নেত্রে পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। একজন কৃষক তাহার বলদ দুইটি সেইখানে ছাড়িয়া দিয়া মহাবীর স্বামীকে দেখিতে বলিয়া ক্ষেতে চলিয়া যায়। ফিবিয়া আসিয়া বলদ দুইটিকে না পাইয়া এবং মহাবীর স্বামীর কোনও সাড়া-শব্দ না পাইয়া সে সমস্ত বাত্রি সাবা গ্রামে খুঁজিয়া বেড়ায়। 'বলদ দুইটি কিন্তু ইতিমধ্যে ঘাস ও জল খাইয়া ফিবিয়া আসিয়া মহাবীর স্বামীর নিকটে গুইয়া ছিল। প্রাতঃকালে ঐ কৃষক মহাবীর স্বামীর নিকটে বলদ দুইটিকে দেখিয়া তাঁহাকে চোব মনে করিয়া প্রহাব কবিতে থাকে। এমন সময়ে দেববাজ ইন্দ্র আসিয়া কৃষকেব প্রহাব হইতে মহাবীর স্বামীকে বন্ধা করেন।

### ধর্মপ্রচার ও নির্বাণ

কেবল জ্ঞান বা সিদ্ধিলাভেব পর মহাবীর স্বামী প্রচাব

কবিলেন যে জন্ম ও জাতি বা বর্ণের কোনও মূল্য নাই; সম্পূর্ণ কর্মক্ষম হইলেই জীবের শাশ্বত সুখ লাভ হয়। কর্মভাবাক্রান্ত জীবের দুঃখমোচনের জন্য তিনি অতঃপর ধর্মপ্রচাৰ কবিতা বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার সংঘম ও চারিত্র্য গুণে সহস্র সহস্র দেশের লোক তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। তাঁহার প্রচাৰিত নব ধর্মে দীক্ষিত অসংখ্য নবনাবী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যৰূপে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শিষ্য-সংখ্যা চতুর্দশ সহস্র হইয়াছিল। তিনি যেখানে যাইতেন, তাঁহার এই চতুর্দশ সহস্র শিষ্য তাঁহার অনুসরণ কবিত, এবং সেইখানেই বিশাল বক্তৃতামণ্ডপ বচিহ্ন হইত। বড় বড় বাজাৰ তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। বৈশালীর বাজা চোটক তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হইলেন ও ধর্মপ্রচাবে নানাকণ সাহায্য কবিত লাগিলেন। অঙ্গ-বাজ ( কুনিক ) বা অজ্ঞাতশক্র তাঁহাকে মহাসমাবোহে আহ্বান কবিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া নব ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। কোশাম্বীর বাজা শতানীক অচলা নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত তাঁহার বাণী শ্রবণ কবেন এবং তাঁহার ধর্ম গ্রহণ কবেন। মহাবীর যখন বাজগৃহেব নিকটে উপস্থিত হন, তখন মগধাধিপতি শ্রেণিক বা বিম্বিসার [ অজ্ঞাতশক্রের পিতা ] তাঁহার সমগ্র সেনা লইয়া নগরের বাহিৰে আসিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন কবিতাছিলেন। কথিত আছে, শ্রেণিক ধর্মবিষয়ে যে যষ্টি সহস্র প্রশ্ন কবিতাছিলেন এবং মহাবীরের শিষ্য গোতম সেইগুলির যে উত্তর দিতাছিলেন তাহাতে তিনি পবন সন্তোষ লাভ কবিতা জৈন ধর্মের প্রবল পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়িতাছিলেন।

বিম্বিসার [ শ্রেণিক ] ও অজ্ঞাতশক্র [ কুনিক ]—এই দুই জন বাজাকেই এ যুগের খাঁটি ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া ধবা

হয়। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে এ দু'জনের বিষয়ে পবম্পর-বিরোধী বিবরণ দেখা যায়। একাল পর্যন্ত ঐতিহাসিকেরা ইহার কোনও সমাধান কবিতে পাবেন নাই। একালেব ইতিহাস 'অন্ধ-হস্তি-শ্যায়'-দোষে দুষ্ট। নিবপেক্ষভাবে জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য আলোচনা করিলে ইহাই অনুমান হয় যে শ্রেণিক (বিশ্বাস) বৌদ্ধও ছিলেন না, জৈনও ছিলেন না, অথচ মহাবীর স্বামী ও বুদ্ধদেব উভয়কেই সমান শ্রদ্ধা করিতেন। অত্যাশ্চর্য মহাপুরুষগণও আশ্চর্য, দর্শন বা জন্মান্তর প্রভৃতির আলোচনা করিতে চাহিলে তিনি আন্তরিক আগ্রহের সহিত তাঁহাদের সেবা ও সাহায্য করিতেন। নিজের রাজকার্যে ব্যস্ত থাকিতেন বলিয়া নির্বাচন দ্বারা কোনও ধর্মমতকেই নিজের করিয়া লইতে পারেন নাই। কিন্তু ধার্মিকের বেশ দেখিলে বা তত্ত্বকথার নাম শুনিলেই তিনি গদগদচিত্ত হইয়া পড়িতেন। এক কথায় তিনি ছিলেন অতি কোমল-চিত্ত, ধর্মকথা শুনিলেই তাঁহার চিত্ত গলিয়া যাইত। তিনি মনে প্রাণে উৎসাহে আগ্রহে তত্বোপদেষ্টাব সেবা কবিয়া আনন্দ পাইতেন। তাই যখন শুনিলেন যে তাঁহাবই স্থালক 'বর্ধমান' তত্ত্বচিন্তা দ্বাবা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তখনই স-সৈন্ত-পারিষদে সিদ্ধপুরুষ স্থালকেব প্রত্নদগ্ধমেনেব জন্ত নগরের বাহিবে আসিলেন এবং সসন্মানে তাঁহাকে রাজগৃহে লইয়া গিয়া বিবাহ মণ্ডপ-তলে তাঁহাব বজ্রতাব ব্যবস্থা কবিয়া দিলেন। ধর্ম-জিজ্ঞাসায় এইরূপ একাগ্রতা ও তর্কসভাব উদ্‌বোধ-আয়োজনে অনন্ত-প্রেরিত প্রবৃত্তি এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই—রাজর্ষি জনক ও বৃহদাব্যাক উপনিষদের যুগ হইতেই—স্বতঃস্ফূর্ত দেখা যায়। কোনও বিশিষ্ট ধর্মমতের অনুসরণ এ অনুবাগের হেতু নয়, বিভিন্ন

মতবাদীৰ বিভিন্নকণ বিচাৰ শুনিবাব আকাজক্ষাই এ অনুবাগেৰ  
মূল। বিনয় ও সচ্চবিত্ততা গুণে বুদ্ধদেব ও মহাবীৰ স্বামী  
উভয়েই শ্ৰেণিকৈব বশীভূত ছিলেন। জৈনমতে মহাবীৰ স্বামী  
বাজৰ্ষি শ্ৰেণিকৈ তত্ত্বকথা শুনাইতে এত ভালবাসিতেন যে  
তাঁহাকে পদ্মচৰিত ও মহাপুৰাণ শুনাইবাব জন্ত অন্তৰঙ্গ শিষ্য  
গৌতমকে নিৰ্দেশ দিয়াছিলেন। একান্ত জিজ্ঞাসু চিত্তে বাজৰ্ষি  
শ্ৰেণিক গৌতমেৰ উপদেশ বাণী শ্ৰবণ কৰিয়াছিলেন। আবাব  
শ্ৰেণিক-বিস্বাস্যেৰে পুত্ৰ কুনিক-অজ্ঞাতশত্ৰু কেবল যে পিতৃ-  
বিবোধী ও পিতৃহন্তাই ছিলেন, তাহা নহে; তিনি সম্পূৰ্ণ  
বিপৰীত চৰিত্ৰেৰ লোক ছিলেন। পিতা ছিলেন কোমল-হৃদয়,  
পুত্ৰ ছিলেন কঠোৰ-চিত্ত। পিতা ছিলেন ধৰ্মজিজ্ঞাসু, পুত্ৰ  
ছিলেন রাজ্যলোলুপ। পিতা ছিলেন সৱল, পুত্ৰ ছিলেন  
কুটিল। তাই অজ্ঞাতশত্ৰু কোনও ধৰ্মমতেৰ অনুবৰ্তন কৰিয়া-  
ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। পিতৃহত্যাৰূপ মহাপাপ কৰিয়া  
যখন তিনি সিংহাসন লাভ কৰিলেন, তখনই বাজৰ্ণৈতিক কাৰণে  
আত্মীয়-স্বজনেৰ সহানুভূতি তাঁহাৰ একান্ত আবশ্যক হইয়া  
পড়িল। মাতুল মহাবীৰ স্বামী ও মাতামহ চেটকৈৰ বিৰুদ্ধাচৰণ  
কৰিয়া রাজ্যেৰ শত্ৰুবৃদ্ধি কৰা অপেক্ষা বৌদ্ধধৰ্মেৰ বিবোধিতা  
দ্বাৰা এই সকল প্ৰতিপত্তিশালী কুটুম্বগণকে হাত কৰাই তিনি  
বুদ্ধিমানেৰ কাজ মনে কৰিয়াছিলেন। জৈন আগম দ্বিতীয়  
উপাঙ্গ গ্ৰন্থ 'উববাইয়' [ ঔপপাতিক ] হইতে জানা যায়  
যে মহাবীৰ স্বামী যখন বাজগৃহেৰ পুণ্যভদ্ৰ বেদিতে বজ্জতা  
কৰেন তখন 'বিস্তাসাবপুত্ৰ কুনিক' তাহা শুনিতে গিয়াছিলেন।  
বাজ্যলোভে পিতৃহত্যা কৰিতে তাঁহাৰ কুণ্ঠা না হয়, 'শ্ৰীমতী'ৰ  
মতো একটি নগণ্য নারীৰ ৰক্তপাতে তাঁহাৰ সংকোচ থাকিতে

পাবে কি ? ধর্মভীরুতা তাঁহার বিবেচনায় দুর্বল-চিন্তিতা বই  
আব কি হইতে পাবে ? তাঁহার মতো সুবিধাবাদী বাজা কখনও  
এক পক্ষে আসক্ত থাকিতে পাবেন না। তাই আত্মীয়-  
কুটুম্বগণকে বশ কবিয়া যখন তিনি পিতৃত্যক্ত বাজগৃহেব সিংহাসনে  
সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখনই বাজ্যবুদ্ধি লোভের উৎকর্ষ তাড়নায়  
তাঁহার মনশ্চাক্ষল্য উৎপন্ন হইল। তিনি মাতামহেব বিরুদ্ধে  
যুদ্ধ ঘোষণা কবিলেন। জৈন 'নিরয়াবলী' হইতে জানা যায় যে  
এই যুদ্ধে তাঁহার দশটি বৈমাত্রেয় ভাই প্রাণ হাবাইয়া নরকে  
জন্মগ্রহণ কবে। মাতুল কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এবং মাতামহ  
বৈশালীরাজ চোটক যখন বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন, বৎসরের পব  
বৎসর ধরিয়া যখন তাঁহাদেব সঙ্গে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন  
কুটুম্ব-পক্ষীয় জৈন ধর্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্মের দিকে অঙ্গুগ্রহ  
দৃষ্টিপাত কবা কৃত্রিম অজ্ঞাতশত্রুব বাজ্যনৈতিক কারণে আবশ্যক  
হইয়া পড়িল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে জৈনমত ত্যাগ  
করিয়া বৌদ্ধমত গ্রহণ করিলেন, একথাও সত্য নহে। তিনি  
কখনও কোনও ধর্মমত স্বীকার কবেন নাই, জৈনমতও না, বৌদ্ধ  
মতও না, ব্রাহ্মণ্য ধর্মও না। তিনি ছিলেন সর্বধর্মদ্বেষী বাজ্য-  
লোলুপ রাজা। কোনও ধর্মই তাঁহার ছিল না। এইরূপ  
চবিত্তেব লোকই একদিন দাস্তিকতা-গর্বে বলিতে পারেন : “বেদ-  
ব্রাহ্মণ বাজা ছাড়া আব, কিছু নাই ভবে পূজা করিবা”।  
সমযান্তবে প্রয়োজনবশে সেই মত বদলাইয়া সসম্মানে মহাবীর  
স্বামীব অভ্যর্থনা কবিতে পারেন ; এবং আবাব কিছুকাল পবে  
বুদ্ধদেবের চরণ প্রান্তে শবণাগত হইয়া বলিতে পাবেন :

“ভগবন, আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন, আমি যাবজ্জীবন  
আপনাতে অনুবক্ত থাকিব। আমি মহাপাপী, মলিনতাপূর্ণ,

দুর্বল এবং ঘোব অজ্ঞান। আমি বাজ্যলাভের জন্য আমার পবন পূজনীয় সাক্ষাৎ ধর্মের অবতাব স্বরূপ পিতৃদেবকে হত্যা কবিয়াছি। তিনি পবন ধর্মনিষ্ঠ, শ্রায়পবায়ণ নৃপতি এবং অতি উদার-চবিত্র দেবসদৃশ ব্যক্তি ছিলেন। আমার শ্রায় নবধমকে আশ্রয় দান ককন, যেন ভবিষ্যতে আব পাপ না কবিত্তে পারি।”\*

ধর্মপ্রচাবেব উদ্দেশ্যে মহাবীর স্বামী ৪১ বৎসব নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বৎসব বর্ষাব চাবি মাস [চাতুর্মাস্য] এক-একটি নির্দিষ্ট স্থানে থাকিতেন। ৪১ বৎসব কোথায় কোথায় বর্ষা অতিবাহিত কবিয়াছিলেন তাহাব বিবরণ কল্পশূত্রে আছে। প্রথমে তিনি অস্থিক গ্রাম বা বর্ধমানে গিয়াছিলেন। সেখানকাব লোকে তাঁহার প্রতি অতি নিষ্ঠুর আচরণ কবিয়াছিল : কুকুব লেলাইয়া দিয়াছিল।† তিনি অকুণ্ঠিত সংযমেব সহিত সমস্ত অত্যাচার সহ্য কবিয়াছিলেন। তাবপব চম্পা [ভাগলপুৰ] ও পৃষ্টিচম্পা [বিহার]—এই দুই স্থানে তাঁহাব তিন বর্ষা কাটিয়াছিল। বৈশালী-দেশে ও বাণিজ্যগ্রামে [কুণ্ডনগবেব পল্লী] তাঁহাব ছাদশ বর্ষা কাটিয়াছিল। বাজ্যগৃহে চতুর্দশ বর্ষা কাটিয়াছিল। মিথিলায় ছয় বর্ষা, ভদ্রিকাগ্রামে তিন বর্ষা, আলাভিকা, পুনিতভূমি ও শ্রাবস্তীতে এক-এক বর্ষা কাটিয়াছিল। অন্তিম বর্ষায় তিনি ছিলেন পাপা-নগবে। এই পাপা-নগব আধুনিক পাটনাব নিকটে ছিল এবং ইহাব বাজ্য ছিলেন

\* —বৃহৎ বল ১ম খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা।

† নয় দেহে ভ্রাম্যমাণ বীভৎস-দর্শন মহাবীর স্বামীকে দেখিয়া তৎপ্রতি লোষ্ট্র-নিষ্ক্ষেপ কবা বা কুকুব লেলাইয়া দেওয়া লোকালয়বাসী জনগণেব পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।

হস্তিপাল । এইখানে তিনি সংপর্ষদ আসনে বা পদ্মাসনে বসিয়া কৰ্মফল বিষয়ে ৫৫টি ও অপৃষ্ট প্রশ্নেব উত্তরে ৩৬টি বক্তৃতা [ উত্তরাখ্যান সূত্র ] শেষ করিয়া [ ৫২৭ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে ] কার্তিক মাসের অমাবস্তা তিথিতে স্বাতী নক্ষত্রে রাত্রির শেষভাগে হস্তিপাল বাজার রাজকর্ম-সভায় জাতি-জবা-মরণ-বন্ধন ছেদন করিয়া সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও পরিনিবৃত্ত হইয়া সর্ব দুঃখেব পরপারে গমন কবেন ।

---





ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ  
ଶବ୍ଦ-ସୂଚି  
ଓ  
ଟୀକା



## শব্দসূচি ও টীকা

[ সংকেত : সূচিমধ্যে লিখিত সংখ্যাগুলি জিনচরিত্রের স্বত্র ( বা প্যারাগ্ৰাফ ) বুঝাইতেছে। সংখ্যার পূর্বস্থিত 'খে' খেবাবলী ( স্থবিরা-বলী ) ও 'স' সামাচারী ( পদ্যুৎপাদ ) বুঝাইতেছে। ]

অইপ্পমাণং [ অতিপ্রমাণম্ ], প্রমাণাতিরিক্ত, অতিবৃহৎ, বিরাট । ৪০

অইবৎতং [ অতিপতন্তং উৎপতন্তং ] উল্লঙ্ঘনশীল । ৩৫

অইসিবিভবং [ অতি-শ্রী-ভরম্ ] অতিবিক্ত শ্রীসম্পন্ন, অলৌকিক সৌন্দর্যশালী । ৩৪

অই-সেন-পত্তাণং [ অতি-শেষ-প্রাপ্তানাম্ ] সর্বশেষ সীমার উপনীত, (জ্ঞানের) শেষ সীমার বাঁহাবা পৌছিয়াছেন তাঁহাদেব, বাঁহাবা নিঃশেষে [ অবশি ] জ্ঞান লাভ কবিয়াছেন তাঁহাদেব । ১৩৯

অউগট্টি [ উনযষ্টি ] উনযাট । ১৩৬

অউগন্তবিং [ উনসপ্ততিম্ ] উনসত্তব । ১৭৮

অউগসট্টি [ একোনযষ্টি ] উনযাট । ১৩৬

অংস্য়ং [ অংস্কক ] অংস্কক, বজ্র । ৩২

অকপ্পেণং বযসি [ অকল্পেন বদসি, কল্পঃ আচাবঃ, শিষ্টাচারঃ ] শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ভাবায় কথা কহিতেছে । ৫৮

অকপ্পিএ [ অকল্পিতঃ ] অকল্পিত, একজন স্থবিবের নাম । ইনি গৌতম ইন্দ্রভূতির তৃতীয় ভ্রাতা ছিলেন । ইহার ৩০০ ভ্রমণ শিষ্য ছিল । স্থানকবাসীরা ইহাকে গৌতমের ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করেন না । তাঁহাবা বলেন ইনি গৌতমের বন্ধু ছিলেন । খে ১ ।

অকুডিলেণং [ অকুটিলেন ] সবল । অকুডিলেণং মগ্গেণং—সবল পথে । ১১৪

অকোহে অমাণে অমাএ অলোহে [ অক্রোধঃ অমানঃ অমায়ঃ

অলোভঃ ] ক্রোধশূন্য, মান [ = অভিমান, অহংকাব ] শূন্য, মায়াশূন্য ও  
লোভশূন্য । ১১৮

অগাবাও অগাবিরং [ অগারাৎ অনাগাবিহম্ ] অগার বা সংসার-  
আশ্রম হইতে অনাগাবিহ ব্রতগ্রহণ, সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম  
গ্রহণ । ১, ২৪, ১১৬

অগাবীএ [ অগারিণীএ, অগারিণ্যাঃ ] গৃহবাসিনীর, গৃহস্থবধূর ।  
সা ৩৯

অগিংসি [ অগ্ংহে ] গৃহ ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে, গৃহেব  
বাহিবে । সা ২৯

অগ্গিদন্তে [ অগ্নিদন্তঃ ] অগ্নিদন্ত, ভজবাহুর শিষ্য হুবির । খে ৫ ।

অগ্গিভূত্ [ অগ্নিভূতিঃ ] অগ্নিভূতি, গৌতমের ভ্রাতা হুবির । খে ১ ।

অংকোজ [ অংকোঠ- ] অঁকোড ( গাছেব ফুল ) । ৩৭

অংগুলিজ্জগ [ অঙ্গুবীজক ] আংটি । ৬১

অচুমুয় [ অত্মমত ] অত্মমত, উচ্চ । ৩৬

অচ্ছেবয় [ আশ্চর্যক ] আশ্চর্য । লোগচ্ছেবয়-ভূএ [ লোকাশ্চর্যভূতঃ ]  
জগত্তেব আশ্চর্যস্বরূপ । ১৯

অ-জিণাং জিণসংকাসাণং [ অজিনানাং জিনসংকাসানাম্ ] জিন  
বা সর্বজ না হইলেও বাঁহাবা জিনকল্প তাঁহাদেব । ১৩৮

অজিয়াইং [ অজিতানি ] অজিত, জয় না-কবা, এখনও বাঁহা জিত  
বা বশীভূত হব নাই সেইরূপ ( ইজ্জিষ জয় কব ) । ১১৪

অজিয়স্ [ অজিতত্ত ] অজিতনাথেব । দ্বিতীয় তীর্থকবের  
নাম । ২০৩

অজ্জঘোসে [ আর্ঘঘোষঃ ] আর্ঘঘোষ, পার্শ্বনাথেব শিষ্য । ১৬০

অজ্জ চন্দণা [ আর্ঘা চন্দনা ] আর্ঘা চন্দনা । ছত্রিশ সহস্র আর্ঘিকা-  
গণেব ইনি নেত্রী ছিলেন । চন্দনা বৈশালীবাজ চেতকেব কত্তা ছিলেন ।  
মতান্তরে ইনি চম্পাব রাজা দধিবাহনেব কত্তা । স্থানকবাসীদের  
উপাখ্যানে আছে যে একজন সৈন্ত ইঁহাকে জয় করিয়া আনিয়া বিক্রম  
করিয়াছিল । সেখানে ইঁহাকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হয় । ১৩৫

অজ্ঞ চেডয়ে [ আৰ্ঘ চেটকঃ ] আৰ্ঘ চেটক । একটি স্থবিববুলের  
নাম । খে ৭

অজ্ঞ জ্জখিণী [ আৰ্ঘা যক্ষিণী ] অবিষ্টনেয়ির শিষ্টা আৰ্ঘিকা-  
নেত্রী । ১৭৭

অজ্ঞভাএ [ আৰ্ঘভরা, অথবা অজ্ঞায় ] আৰ্ঘদিগের নিয়ম অনুসারে  
অথবা অজ্ঞ পর্যন্ত । সা ৬, ৭

অজ্জিয়া [ আৰ্ঘকা ] আৰ্ঘিকা, নিগ্রহী । ১৩৫, ১৭৬

অজ্জেনং [ আৰ্ঘেণ ] আৰ্ঘকত্বক । তিস্ক বা নিগ্রহই আৰ্ঘ ।  
জ্জিলিঙ্গে অজ্জিয়া । সা ৫৭ ।

অজ্জিব [ অষ্টৈব ] তৎক্ষণাৎ । সা ৫৯

অজ্জখিথে [ আধ্যাত্মিকঃ ] আধ্যাত্মিক বা মানসিক । ১৬, ৯০,  
৯৩, ১০৬

অজ্জ্বন্নং [ অধ্যবনন্ ] অধ্যবন, অধ্যায় । ১৪৭ । সা । ৬৪

অংচেই [ আকুঞ্চয়তি ] সংকুচিত কবেন । ১৫ । অংচিত্তা [ আকুঞ্চ্য ]  
কোঁচকাইয়া । ১৫

অংছাবেই [ যাকোবি 'আকর্ষণতি' লিখিযাছেন । অর্থটা কিন্তু  
আকর্ষণ নয়, স্থাপন । স্ততবার 'আহাংপয়তি'ই সংস্কৃত প্রতিশব্দ । ]  
( আভ্যন্তর ববনিকা ) স্থাপন করাইলেন । ৪৩

অট্টণ সাল্লা [ ব্যায়ামশালা, পৰিশ্রমশালা ] ব্যায়ামের আখড়া । ৬০

অট্ঠ [ <অৰ্ধ ] ও অথ [ <অৰ্ধ ] এক 'অৰ্ধ' শব্দ হইতে উৎপন্ন  
হইলেও অৰ্ধবিশিষ্টতা আছে । 'প্রয়োজন,' 'উদ্দেশ্য,' 'অভিপ্রায়,'  
'হেতু' প্রভৃতি ব্যঞ্জনাঙ্ক অর্থে 'অট্ঠ' শব্দের ব্যবহার হয় । যুৎপত্তিগত  
অৰ্ধ, বাচ্যার্থ বা অভিধাৰ্ধে 'অথ' শব্দের প্রয়োগ হয় । 'অত্র'  
স্থানে 'এখ' হয়, কচিং 'অথ'ও হইয়া থাকে । কিন্তু 'অট্ঠ' হয় না ।  
'অষ্ট' স্থানে 'অট্ঠ' হয় । ৮, ১২, ১৩, ৫০, ৭৩, ৮৩, ৯২, ১১৯ খে ১ ।  
সা ১, ২, ১৮, ৪০, ৬৪

অট্ঠ [ অষ্ট ] আট । অট্ঠংগ [ অষ্টাঙ্গ ] অট্ঠাঙ্গীংগ [ অষ্টাঙ্গিংশং ]  
অট্ঠম [ অষ্টম ], অট্ঠমস [ অষ্টমস ], অট্ঠায়স [ অষ্টাদশ ], ৪,

৬৩, ৬৪, ১১৪, ১১৯, ১৪৫, ১৬২, ১১৩, ১২৮, ১৩৭, ১৭৫ । সা ৪৪, ২৩ ।

অর্চ্যে স্তম্ভমাহি [ অর্চ্যে স্তম্ভমাহি ] আটটি স্তম্ভ জীব । আচাবাদি স্তম্ভ ১২-৭ অধ্যায়ে এই-সব স্তম্ভ জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে । সা ৪৪-৪৫ স্তম্ভে বহু স্তম্ভ ( অর্থাৎ সহস্রা অদৃশ্য ) জীব বা জীবাত্মব বর্ণনা আছে । চীকাকার যে সকল ব্যাখ্যা দিবাছেন তাহার কিয়দংশ বাক্যোবি উদ্ধৃত কবিয়াছেন । নিম্নে দেওয়া হইল :

“পঞ্চ-উল্লী : সা চ প্রায়ঃ প্রায়শি ভূমি-কাষ্ঠতাণ্ডাদিসু জায়তে, যত্রোৎপত্তে তদ্-জব্য-সমবর্ণাচ । বীজ-স্তম্ভম্ : কণিকা শাল্যাদি-বীজানাং ‘নহী’ তি, কচা নথিকা । হরিত-স্তম্ভম্ : নবোদ্ভিন্নং পৃথিবীসমবর্ণং হবিতং তচ্চাঙ্গসংহননত্বাৎ স্তোকেনাপি বিনশ্যতে । পুষ্প-স্তম্ভম্ : বটোদ্ভিন্নাদীনাং তৎসমবর্ণত্বাৎ অলপ্যং তচ্চোচ্ছ্বাসেনাপি বিবাধ্যতে । অণু-স্তম্ভম্ : উৎকৃষ্টা মধুমক্ষিকা-মৎকুণ্ডাভাঃ তেভ্যম্ অণুগ্ উৎকৃষ্টাণ্ডম্ । উৎকলিকাণ্ডং লুভা গুটাণ্ডম্ । পিপীলিকাণ্ডং কীটিকাণ্ডম্ । হলিকা গৃহকোকিলা ব্রাহ্মণী বা তস্যা অণ্ডং হলিকাণ্ডম্ । ‘হমোহলিয়া অহিলোডী সরডী কক্কিণী’ ত্যেকার্থাঃ, তস্যা অণ্ডম্ । এতানি হি স্তম্ভানি স্ত্যঃ । লয়নম্ আশ্রয়ঃ সন্ধানাম্, যত্র কীটিকাভ্যনেক-স্তম্ভ-সন্ধানা ভবন্তীতি লয়ন-স্তম্ভম্ বথা : উদ্ভিগা ভূমিকা গর্দভাকৃতয়ো জীবাত্মেবাং লয়নং ভূমাবুৎকীর্ণগৃহম্ উদ্ভিজলয়নম্ । ভৃগু শুকভূবাজীজলশোষানন্তবম্ কেদারাদিস্মৃতিতা দলিবিভ্যর্থঃ । ‘উজ্জ্বল’ন্তি বিলং ( ঋজুবিলং—স্রবোধিকা ), তালমূলকং তালমূলাকাং অধঃ পৃথু উপবি স্তম্ভং বিববম্, শম্বুকাবর্তং স্রবগৃহম্ । মেহ স্তম্ভম্ : ‘ওস’ন্তি অবশ্রায়ো যঃ খাৎ পততি হিমন্ত্যানোদবিন্দুঃ । গিহিকা ধূসবী । কবকা ঘনোপলঃ । হরতম্ভু’নিঃস্রততৃণাঐবিন্দুরূপো যো ববাহুবাধৌ দৃশ্যতে । সা ৪৪-৪৫ ।

অর্চ্যে পঞ্চ, আসাচ স্তম্ভে [ অর্চ্যে পঞ্চ : আসাচ স্তম্ভ : । কৃষা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাস । প্রতি মাসেব প্রথম পঞ্চ বহল পঞ্চ, দ্বিতীয় পঞ্চ শুদ্ধ পঞ্চ বা শুক্ল পঞ্চ । ] গ্রীষ্মের অষ্টম পঞ্চ অর্থাৎ

আবাচেব শুক্ল পক্ষ। জৈনশাস্ত্রে বৎসর তিন ঋতুতে বিভক্ত : গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত। প্রতি ঋতুতে চাবি চান্দ্র মাস। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই চাবি মাসে গ্রীষ্ম ঋতু। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক এই চারি মাসে বর্ষা। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মঘ, ফাল্গুন, হেমন্ত। ২

অট্ঠিগ্গহাঞ [ অস্থিগ্গহাঞ। ‘অস্তি’ স্থানে ‘অশি’ ও ‘অস্থি’ স্থানে ‘অট্ঠি’ হয়। ] অস্থি-জুথকব। ‘সংবাহণাঞ’ পদেব বিশেষণ। ‘সংবাহন’ অঙ্গসমূহে জুথকর চাপ। হাত-পা টেপা। ৬০

অট্ঠিগ্গা [ অস্থিতাঃ ] অস্থির, চঞ্চল। ‘কুহু’ নামক নৃপ জীব স্থির থাকিলে দৃষ্টিগোচর হয় না, চঞ্চল হইলে দৃষ্টিগোচর হয়। ১০২। সা ৪৪

অট্ঠিগ্গগাম [ অস্থিক গ্রাম ] অস্থিক গ্রাম। কথিত আছে এই গ্রামে এক বক্ষ বাস করিত। তাহাব ভুক্ত জীব-মৃত্তর অস্থি পুঞ্জীভূত হইলে সেই অস্থিপুঞ্জের উপর যে গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই অস্থিক-গ্রাম। ‘বধমান’ ইহাব অপর নাম। রাত দেশে এই গ্রাম ছিল। মহাবীর স্বামী ভিক্ষুরূপে এই অঞ্চলে পবিত্রগণ কবিবাহিলেন। ১২২

অড্ঢ [ অধ্ ] অধ, আধ। ১৪, ১৫।

অড্ঢাইজ্জেন্ন দীবেজ্জ [ অধৃত্তীবেষু দীপেষু ] আড়াই দীপে বা মহাদেশে। কল্পলোক ও মর্ত্যলোকের মধ্যে তির্ষ্যগ্লোকেব অবস্থান। এই তির্ষ্যগ্লোকে আড়াইটি দীপ বা মহাদেশ আছে। প্রত্যেক দীপে ‘মহাবিদেহ’ নামে এক একটি গুপ্ত দেশ আছে। তির্ষ্যগ্লোকে বাঁহাবা বান তাঁহাবা পরজন্মের পর বিমানলোকে বাঁহাবার অধিকারী। ১৪২, ১২২

অণংতে অনুত্তরে নিব্বাঘাঞ নিরাবরণে কসিণে পড়িপুন্নে কেবল-বর-নাণ-দংসণে সমুপ্পায়ে : [ টীকা : “অনন্তম্ অনন্তার্ধ-বিষয়ত্বাৎ ; অনুত্তরম্ গর্বোত্তমত্বাৎ, নিব্বাঘাতং কট-কুট্যাদিভির্ অপ্রতিহতত্বাৎ ; নিরাবরণং ক্ষাযিকত্বাৎ, ক্লংগং সকলার্থগ্রাহকত্বাৎ ; পড়িপুন্নে : প্রতি পূর্ণং সকল-স্বাংশ সহিতত্বাৎ ; কেবলম্ অতএব ববং জ্ঞানং দর্শনং চ ততঃ প্রাক্পদাত্য্যং কর্মধারয়ঃ ; তজ্জ্ঞানং বিশেষাববোধ



কপং দর্শনং সাম্যান্তবোধকপম্ ।” সমুৎপন্নম্ । —এটি একটি পুনরুক্ত  
বাক্য ( পু° বা° ১ ) ; গ্রন্থ মধ্যে অনেকবার এই বাক্যটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ।

অণংতস্ [ অনন্তত ] অনন্তনাথেষব । চতুর্গণ তীর্থকবের নাম । ১৯১

অণট্টাংগিস্—বাহার অষ্টাঙ্গ স্তবদ্ধ বা স্তৃঢ় নয় । যে অষ্টাঙ্গ  
বাঁধিয়া আসন পবিগ্রহ করে নাই । সা ৫৩

অণভিগ্গহিস্-সেজ্জাসংগিস্ [ অনভিগৃহীতশয্যাসনিকস্ত ] যে  
শয্যা ও আসন গ্রহণ কবে নাই তাহাব । সা ৫৩

অণবকংখাগে [ অনবকাঙ্ক্ষমাণঃ ] অপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা না  
করিয়া । সা ৫১

অণাপুচ্ছিত্তা [ অনাপুচ্ছ্য ] জিজ্ঞাসা না করিয়া । সা ৪৬-৫১

অণাতাবিস্ [ অনাতাপিত্ত ] তপশ্চরণেব দুঃখতাপ যে সহ  
করে নাই তাহাব ।

অণাসবে [ আশ্রবঃ ] আশ্রবশূন্ত । শুভাশুভ কর্মে বদ্ধ হইবাব  
দ্বাব বা কাষণকে আশ্রব বলে—‘শুভাশুভকর্মদ্বারকপ আশ্রবঃ’  
হিঙ্গ্রবুজ নৌকায় যেমন জন প্রবেশ করে তেমনি কোনও পদার্থে  
অহুরাগ বা ধেব উৎপন্ন হইলেই কর্মবন্ধনেব দ্বার খুলিয়া যায় । যে  
আশ্রবেব পবিশতি শুভ তাহা শুভাশ্রব বা পুণ্যাশ্রব, আর যে আশ্রবেব  
পবিশতি অশুভ তাহা অশুভাশ্রব বা পাপাশ্রব । কর্ম বন্ধন হইতে  
মুক্তি লাভ কবিতে হইলে শুভ-অশুভ সর্ববিধ আশ্রব হইতে মুক্ত  
থাকা চাই । আশ্রব ৪২টি, তন্মধ্যে ১৭টি প্রধান । ১। কর্ণাশ্রবঃ  
কর্ণের প্রীতিকর বা বিবক্তিকর ধ্বনিব প্রতি আসক্তি বা বিবক্তি ।  
২। অক্ষ্যাশ্রবঃ অক্ষিব প্রীতিকর বা বিবক্তিকর রূপে অহুরাগ বা  
বিরাগ । ৩। নাসিকাশ্রব । ৪। জিহ্বাশ্রব । ৫। স্পর্শাশ্রব ।  
পাঁচটি ইন্দ্রিয়াশ্রব । ৬। ক্রোধ, ৭। মান, ৮। মায়া, ৯। লোভ,  
চারটি কষায়াশ্রব । ১০। হত্যা, ১১। অনৃতভাষণ, ১২। অপহরণ,  
১৩। প্রলোভন, ১৪। অত্রস্তর্ঘ্য—পাঁচটি অত্রত আশ্রব । ১৫। মন,  
১৬। বচন, ১৭। কায় আশ্রব—তিনটি যোগাশ্রব । এই সত্তবোটি  
প্রধান আশ্রব । অবশিষ্ট ২৫টি অপ্রধান আশ্রব । ১৮। কায়িক

আশ্রব, অসাধনভাবে দেহের সঞ্চালনে অস্ত্র জীবের ক্ষতি হইতে  
পাবে, ইহাই কার্যিক আশ্রব। এইরূপ : ১৯। অধিকরণিক,  
২০। প্রদেশিক, ২১। পরিতাপনিক, ২২। প্রাণাতিপাতিক,  
২৩। আরম্ভিক, ২৪। পাবিগ্রহিক, ২৫। মাস্যাপ্রত্যয়িক ২৬। মিথ্যা-  
দর্শন-প্রত্যয়িক, ২৭। অপ্রত্যাখ্যানিক, ২৮। দৃষ্টিক, ২৯। স্পষ্টিক,  
৩০। প্রাণীভ্যক, ৩১। সামন্তোপনিপাতিক, ৩২। নৈশজিক,  
৩৩। স্বহস্তিক, ৩৪। আজ্ঞাপনিক, ৩৫। বৈদ্যবগিক, ৩৬।  
অনাতোগিক, ৩৭। অনবকাজ্ঞা-প্রত্যয়িক, ৩৮। প্রয়োগিক,  
৩৯। সামুদায়িক, ৪০। প্রেমিক, ৪১। ঘেষিক, ৪২। জৈষাপথিক  
আশ্রব। মহাবীর স্বামী সমস্ত আশ্রব হইতে মুক্ত ছিলেন। ১১৮

অগ্নিগণ [ অনাদানম্ ] অবিধি, অগ্নহীন বিধি। সা ৫৪।

অগ্নিজন্মসূ [ অ-নির্জীর্ণত্ব ] যাহা জীর্ণ হয় নাই এমন ( কর্ম )। ১৯

অগ্নিগণ [ অনীকানাম্ ] সেনাসমূহেব। ১৪

অগ্নিহবির্জগণ [ অনীকাধিপতীনাম্ ] সেশাপতিদিগেব। ১৪

অগুণগধব [ অহুযোগধবম্ ] ধর্মশাস্ত্রবক্ষক, জৈনসিদ্ধাস্তসমূহ যিনি  
মনে রাখেন। খে ১৩।

অকুংগণ [ অকুংগণ ] অকুংগণ। মাউ-অকুংগণচুঠাএ [ মাতুঃ  
অকুংগণনার্থ্য ] মাত্রেব দুঃখে দুঃখানুভব বশতঃ। ৯২

অগুচ্চাকুইবস [ অহুচ্চাকুংকিক্ত ] বাহাব কুংকি বা মেকদঙ উচ্চ  
নহে, যে কুংকি। সা ৫০

অগুদিসিং, দিসিং বা অগুদিসিং বা [ দিশং বা বিদিশং বা ] দিগ্-  
বিদিকে ( বাইবার সময় )। সা ৬১

অগুচ্চাণ্ড [ অহুচ্চাণ্ড ] অহুচ্চাণ্ড ককন। ২৮

অগুন্তবে [ অহুন্তরঃ ] সর্বোন্তম। ১

অগুন্তবোববাইগণ [ অহুন্তরোপপাতিকানাম্, অহুন্তরেবু বিজ্ঞাদিষু  
বিমানেন্ উপপাতো যেবাং তেবাম্ ] অহুন্তর বিমানে বাহারা পৌছিয়াছেন  
উাহাদেব। ১৪৫, ১৬৬, ১৮১, ২২৫

অগুন্তরী [ অহুন্তরী ] অহু জীববিশেষ, কুহু অহুন্তরী। ১৩২, সা ৪৪

অণুদুঃ [ অন্নদুঃ, অপবিত্যক্ত ] অপবিত্যক্ত । ১০২

অণুগাঈ [ অন্নগাদী ] অন্নকবণকাবী । ( মেঘ গর্জন- ) বিড়ম্বী । ৪৪

অণুপ্পইন্নং [ অন্নপ্রকীর্ণম্ ] পবল্পব অন্তঃপ্রবিষ্ট । inter penetrating. ৪৬

অণুপবিসই [ অন্নপ্রবিশতি ] আবল্ল করিল । ‘ঈহম্ অণুপবিসই’  
তর্ক আরম্ভ করিল, তাবিত্তে লাগিল । ৮

অণুপালিতা [ অন্নপাল্য ] পালন করিয়া । সা ৬৩ ।

অণুম্মাহঁং [ অন্নমতানি ] অন্নমত, অন্নমোদিত । সা ১২ ।

অণুবুহই [ অন্নবৃংহতি, অন্নবোধয়তি ] উচ্চারণ করিলেন, হাঁকিলেন,  
বুঝাইলেন । ১১, ৫৩

অণোজ্জা [ অনবজ্জা ] অনবজ্জা বা প্রিয়দর্শনা, মহাবীৰস্বামী  
কজ্জার দুই নাম । ১০৯

অন্নমদ্রোণং [ অন্নোন্নম্ ] পবল্পব, অন্নোন্ন । ৭২

অতুরিয়ং [ অতুরিতম্ ] ত্ববা না কবিবা, ধীবে ধীবে । ৫, ৪৭, ৮৮

অথ [ অত্র ] এখানে । খে ৯

অর্থং [ অর্থম্ ] অর্থ । ৯, ৫০, ৭৯ । সা ৬৪

অর্থমণ- [ অন্তমন- ] অন্তগমন । ৩৯

অথি [ অত্তি ] আছে । ১৯ । সা ১৯, ৩৮, ৩৯, ৫২, ৫৯

অথি- [ অহি- ] অহি । সাধারণতঃ ‘অহি’ স্থানে ‘অট্ঠি’ হয় ।  
পাঠান্তর ‘অট্ঠি’ । ৬০

অথোগইয়াণং [ “অথোগইয়া আববিয়া” ইত্থাক্কম্, ‘অথং ভাসেই  
আরবিত্ত’ ইতি বচনাং । অর্থ এব অন্নযোগ এব, একাবিত্তা একাগ্রতা,  
অর্থেকান্নিত্তাসু তেবাসু । অথবা অন্তোভদ্ যদ্ একেযামাচার্ণাণামিদমুক্তম্  
ভবতীতি এবং ব্যাখ্যেয়ম্ । তত্র যজ্ঞী ভূতীয়ার্থে ততশ্চাচার্ণবিদমুক্তং  
ভবতি ।—সন্দেহবিবোধবি চীকা । ] আচার্ণদিগের । সা ১৪-১৯, ৬৩

অর্থরূপে বেষ [ অর্থর্ব বেদঃ ] অর্থর্ব বেদ । ১০

অদ্ধ- [ অধ- ] অধ- । ‘অদ্ধট্ঠম’ (=সাড়ে সাত), ‘অদ্ধনব’  
‘অদ্ধনবম’ (=সাড়ে আট), ‘অদ্ধট্ঠ’ [ অধচতুর্থ ] (=সাড়ে তিন),

ইত্যাদি প্রযোগে ‘অর্থ’ শব্দে নূনান্বিতা প্রকাশ পায়। যাকোবি ‘অঙ্কুট্ট’ শব্দের মূল ‘অর্থতীর্থ’ ধরিয়াছেন। সেটা ভুল। ৩৯, ১২৪-২০৩, ২, ১৪৭, ৯, ৫১, ৭২, ৯৬, ১৫২, ১৬৫। খে ১, সা ৫৭।

অন্তগড়ে, অন্তকড়ে [ অন্তকুং ] তিনি শেষ কবিরাজিহলেন, জাতি-জরা-মরণবন্ধনের অন্তে গিয়াছিলেন, কর্তব্যকন ছেদন করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। ১২৪, ১৪৬, ১৪৭

অন্তকুলে [ অন্তকুলেয়, অন্ত্যজকুলেয় ] অন্ত্যজকুলে, চণ্ডালকুলে। ১৭, ১৯

অন্তবাবাস- [ অন্তবাবাস-, যাকোবি ‘বর্ধারাজী’ লিখিয়াছেন, ‘অন্তঃ’ মধ্যে, ‘আবাসঃ’ অস্থায়ী বাস, অন্তবাবাস। অথবা ‘অন্তরা’ মধ্যে অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও হেমন্তেব মধ্যে অথবা পরিভ্রমণের মধ্যে বাস, অন্তরাবাস ] বর্ধাকালীন অস্থায়ী বাস, বর্ধাবাস। ১১২, ১২৪।

অন্তরিক্কা [ অন্তবীয়া ] স্থবিরগণের এক শাখার নাম। খে ৮।

অন্তেউব [ অন্তঃপুর ] অন্তঃপুর। ৯০, ৯১, ১১২

অন্তেবাসী [ অন্তেবাসী ] অন্তেবাসী, শ্রমণশিষ্য। অন্তেবাসিনী [ অন্তেবাসিনী ] অন্তেবাসিনী, শিষ্যা। ১২৭, ১৪৪, খে ৫।

অপডিলেহণা-সীলসং [ অপ্ৰতিলেখনাসীলসং ] যে ব্রতগ্রহণ ও তপশ্চরণে অভ্যস্ত নহে। সা ৫৩

অপডিলবিত্তা [ অপ্ৰতিজ্ঞাপ্য ] প্রতিজ্ঞাপন না করিয়া, না জানাইবা। সা ৫২

অ-পচ্ছিম-মারণংতিয়-সংলেহণা-জুসণা-জুসিএ

[ টীকাকার : অপশ্চিম মরণসু তত্ত্বতবা, আর্থহাদ উত্তরপদবুদ্ধো অপশ্চিম মারণাংতিকী সা চার্সো সংলেখনা তস্যা জুসণতি সেবা তয়া জুসিএ ত্তি কণিতশরীবোহতএব প্রত্যাখ্যাত-ভক্তপানঃ ] সংলেখনা তপস্যা, বাণাঘাত, কণ্টকাঘাত, অগ্নিতাপ প্রভৃতি সহ করিয়া কৃচ্ছ সাধন দ্বাৰা যে তপস্তা অমুষ্ঠিত হয়, তাহা সংলেখনা। জুসণা=সেবা [ < দ্ব্যষণা=দেবসেবা ? ]। জুসিত=সেবিত ? পশ্চিম—সর্বশেষ। অপশ্চিম—সর্বশেষ সংলেখনা অপেক্ষা অল্পকঠোর অস্তিম-পূর্ব সংলেখনা।

‘অপশ্চিম-মাবণাস্তিক-সংলেশনা’— বিশিষ্ট পারিভাষিক শব্দ, তপস্যা-বিশেষের সংজ্ঞা। এই কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যায় প্রাণ পর্যন্ত পণ করা হয়। এই তপস্যায় দেহ কৃশ হইলেও জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। অপশ্চিম-মাবণাস্তিক-সংলেশনা নামক তপস্যা সাধনে বাহার দেহ স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। আচার্য্য ১৭৮৭ খ্রিঃ ‘ভক্ত-প্রত্যাখ্যান-মবণ’ ( = আহার ত্যাগ পূর্বক মৃত্যুব্রত গ্রহণ ) দ্রষ্টব্য। সা° ৫১।

অপমজ্জণা-সীলসূস [ অ-প্রমার্জনা-সীলস্ত ] স্নান-মার্জনাди কার্বে যে অত্যন্ত নহে, যে নিরমমত স্নান-মার্জনাদি করে না। সা ৫৩

অপরিম্মএনং [ অপবিজ্ঞপ্তেন ], অপরিম্ময়সূস [ অপবিজ্ঞপ্তয় ], পাঠান্তর ‘অপরিম্ময়সূস’ ] যে ( প্রতিশ্রুতি ) জানায় নাই, তৎকর্তৃক ; যে [ অহুবোধ ] জানায় নাই তাহার জ্ঞ। সা ৪০

অপাণএণং [ অ-পানকেন, কিমপি পানীয়ং ন গৃহীত্বা ] নিবন্ধু। ১১৬, ১২০, ১৪৭

অপুট্ট-বাগরপাহং [ অ-পৃষ্ঠ-ব্যাকরণানি, বিনা প্রয়েন ব্যাখ্যানানি ] যাহা কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই, এমন প্রশ্নের উত্তর ও তাহার বিশদ ব্যাখ্যা। ১৪৮

অপুণবাবত্তি-সিদ্ধি - গই - নামধেয়ং [ অগুনরাবত্তি - সিদ্ধি - গতি - নামধেয়ম্ ] ১৬

অপ্পড়িবাঙ্গি [ অপ্রতিপাতী ] প্রতিপাতশূন্ত। ১১২

অপ্পোড়িয় - লংগুং [ আ - ক্ষোটিত - লাদ্বলম্ ] যে লেজ আহুতাইভেছিল। ৩৫

অবীয়ে [ অদ্বিতীয়ঃ ] অদ্বিতীয়। ১১৬, ১৪৭

অব্ভংগং [ অভ্যঙ্গন ] অভ্যঙ্গন, সিন্ধু পদার্থ মদন। ৬০

অব্ভংগির [ অভ্যংগিত ] অক্বেব অভ্যস্তবে প্রবেশ কবাইয়া মর্দিত। ৬০

অব্ভগুনাং [ অভ্যঙ্গুজাত ] অহুমোদন করা হইলে। ৪৭, ৮৬, ১১০। সা ৪৬

অব্ভহিয় [ অভ্যধিক- ] তদপেক্ষা অধিক । ৬১

অব্ভিত্তর [ অভ্যন্তর ] অভ্যন্তর । ১০০, ৩২, ৬৩

অভগ্গ [ অভয় ] অভয়, সমগ্র । ১১৪

অভিক্খণং [ অভীক্ষ্ম ] বারে বাবে, ঘন ঘন, পুনঃ পুনঃ । সা ১৭

অভিজ্জস- [ অভিবশঃ ] কুলেব নাম । খে° ৯ ।

অভিধুণমাণ, অভিধুব্বমাণ- [ অভিষ্টুয়মাণ- ] বাহার সম্মুখে স্তব  
করা হইতেছে । ১১০, ১১৩, ১১৫

অভিগ্গন্দপ- [ অভিনন্দন- ] চতুর্ধ তীর্থংকব । ২০১

অভিগ্গন্দমাণ- [ অভিনন্দমান- ] অত্যাধমান । ১১০, ১১৩

অভিগিস্ট- [ অভিনিবৃত্ত- ] পার হইয়া বাওয়া, বিগত । ১১৩, ১২০

অভিন্নায়া- [ অভিন্নায়া বাকোবি 'অভিজ্ঞাতঃ' লিখিয়াছেন ]

অভিন্নায়া, অতিপ্রিয়, অন্তবদ । খে° ৫, ৬

অভিল্লাব- [ অভিলাপ- ] নাম পবিবর্ত্তন ও নূতন নাম সংযোজন পূর্বক  
পাঠ । 'মহাবীর' স্থানে 'পার্শ্ব' শব্দের উল্লেখপূর্বক পাঠ । ১৫১, ১৫৪

অভিসংখুণমাণ- [ অভিসংস্কুয়মান- ] সংস্কুয়মান, বাহার স্তবগান  
করা হইতেছিল । ১১৩

অভিসিদ্ধমাণী [ অভিষিচ্যমানা ] অভিষিচ্যমান, বাহার অভিবেক  
করা হইতেছিল । ৩৬

অভিসিচ্ছই [ অভিসিদ্ধতি ] অভিবেক কবে, সেচন কবে । ২১১ ।

অভিসেয়—অভিবেক । ৪, ৩৩, খে° ১২

অভীই [ অভিজিৎ ] অভিজিৎ, নক্ষত্রের নাম । ২০৪, ২০৫, ২২৭

অমচ্চ- [ অমাত্য- ] অমাত্য, সদস্য, সভ্য । ৬১

অমমে, অমাণে, অমায়ে [ অমমঃ, অমানঃ, অমায়ঃ ] মমতা,  
অভিমান ও মায়াবর্জিত । ১১৮

অমিজ্জ- [ অমেষ- ] অমেষ । ১০২

অমিয়- [ অমিত- ] অপরিমিত । ৩৪

অমিয়াসণিয়স [ অমিতাসনিকস্ত ] বীবাসন, যোগাসনাদি নির্দিষ্ট  
আসন বাধিয়া যে উপবিষ্ট হয় নাই । অবদ্ধাসন । সা ৫৩

অমিলার-মল্ল-দামং [ অন্নানমাল্যদান ] অন্নান দুগ্লেব দান্য। ১০২

-অংবিল- [ -অন্ন- ] টক। ৯৫

অম্মাপিউ- [ মাতা-পিতৃ-, অম্মা < অম্মা ] মাতাপিতা। ১০৪, ৯০,  
১০৮, ১১০

অম্হ- [ অম্- ] উত্তমপুত্রবৈর বহুবচনীয় সর্বনাম। ৫১

অম্ল- [ অচল- ] অচল। ১৬

অম্লভারা [ অচলভ্রাতা ] স্ববিরনাম, তিন শত শ্রমণ শিষ্যের  
আচার্য। খে ১

অব, —অন্নাপ, —১৮শ তীর্থকর। ১৮৭

অন্নয়- [ অবজস্- ], অন্নয়স্বরবৎসবে [ অন্নোদ্বয়-বজ্রধরঃ ] রজোহীন  
আকাশের স্থায় [ শুভ্রবর্ণ ] বজ্রধারী। ১৪

অন্নয়ং [ অকক্ ] রোগবজ্জিত। ১৬

অরিট্টেনেমি [ অরিট্টেনেমি ] হরিবংশোক্ত ২২শ তীর্থকর। ১৭০-১৮৩

অরিহদন্ত, —স্ববির হৃট্টিয়'জপ্পডিবুদ্বের শিষ্য। স্ববির। খে ১০

অরিহদিম্ন—জাতিস্বর স্ববির সিংহগিরির প্রিয়শিষ্য। স্ববির। খে ১১

অরিহংতাণং [ < অর্হন্ত্যঃ > অর্হতাম্। প্রাকৃতে চতুর্গা স্থানে  
বজ্রী বিভক্তি হয়। অন্নস্বার বা হসন্ত বাজনের পূর্ববর্তী স্বর দ্বয়  
স্বর হয়। নাম্ > ণং। ভগবান্ > ভগবৎ, পূর্ব > পুন্স, তীর্থ >  
তিথ। অর্হৎ-অর্হন্ত্ > অবহন্ত্-অরিহন্ত্ + ণং ৩৩ = অন্নহন্তাণং,  
অরিহন্তাণং। ( ৩৩ ) ণং ( < নাম্ ) বিভক্তির পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়।  
অর ( রি ) হংতো, -হংতে, -হংতস্, -হংতাণং, -হংতেসু ( ১ )  
-হংতেণ ( ১ ), -হংতেহি ( ১ ), -হংতাও, -হংতাং। 'অবহা'  
'অন্নহন্ত'—প্রাচীন রূপ।] জৈন তীর্থকর ( বর্ম প্রচারক ) দিগকে  
'অন্নহা' বলা হয়। —সর্বজ্ঞো জিতরাগাদিদোবজ্জৈলোক্যপুজিতঃ।  
বখাহিতার্থবাদী চ দেবোহর্হন পন্নমেশ্বরঃ ॥ সর্বজ্ঞ, বিষয়াসক্তি প্রভৃতি  
সর্ব দোষ বজ্জিত, জৈলোক্যপুজিত, বখাহিতার্থবাদী দেব পন্নমেশ্বর  
'অর্হৎ' নামে খ্যাত। জি° ১।

[ টীকাকারের ব্যাংগতিঃ দেবাদিত্যোহিতিশর-পূজা-বন্দনাঔহাদ্

অবহংতাং, তথা কর্ম্মারি-হননাদ্ অবিহংতাং, কর্ম্মবীজাতাবে  
তবেহপ্রবোহাদ্ অবহংতাং ইতি পাঠ্যবস্তুম্ ।]

অলাহি—‘অলা’ (=পর্যাপ্ত, পূর্ণ) ও ‘অপেহি’ (=যাও)  
দুই পদের অর্থ এখানে একজু হইয়াছে। ‘আর চাই না, আব  
দিও না’ এইরূপ অর্থ। হেমচন্দ্র ২।১৭৯ শ্লোকে ‘নিবারণ’ অর্থে  
‘অলাহি’ অব্যয়। সা ১৮

অল্লীণ-পল্লীণ-গুণ্ডে [আলীন-প্রলীন-গুণ্ডঃ] কূর্ম্মবৎ সর্ব্বৈন্দ্রিয়  
লুকাইয়া মৃতবৎ শযান, অনড অবস্থাব গর্ত্তমধ্যে মৃতবৎ লুকায়িত। ৯২

অবক্কমই [অপক্রামতি] নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ২৭

অবগব-পবিস্সমে [অপগত-পবিশ্রমঃ] পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি  
অপগত হইলে। ৬০

অবগিজ্জিয় অবগিজ্জিয় [অবগৃহ্য অবগৃহ্য] উদ্দেশ্য জানাইয়া  
জানাইয়া, যেদিকে যাইবে সেই দিকের কথা জানাইয়া যাইতে  
হইবে। [অবগৃহ্যোদ্ধিত্তাহম্ অমুকাং দিশম্ অহুদিশং বা বাস্তা-  
মীত্যন্তসাধুভ্যঃ কথয়িত্বা—সন্দেহ বিবোধি টীকা।] সা ৬১

অববত্ত- [অপব-বাক্ত-] শেষ বাক্তি। ২, ৩০, ৯০

অবহরই [অপহবতি] অপহরণ করে। ২৮

অবি [অপি] অমূল্য।

অবিগ্গ- [অবিদ্ব-] অবিদ্ব, বিদ্বহীনতা। ১১৪

অবেইয়- [অবেদিত] অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, জ্ঞানাতীত। ১৯

অব্বাষ- [অব্যাবাষ-] বাষাশূন্য। ১৬, ২৮, ৩০

অসংখেক্ক- [অসংখ্যেয়-] সংখ্যাতীত। ২৮, ২২৬

অসণ [অশন] অশন, ভোজন। ৮৩, ১০৪। সা ৪০, ৪২, ৪৩

অসংদিদ্ধ- [অসন্দিদ্ধ-] অসন্দিদ্ধ, সন্দেহাতীত। ১৩

অসংভত্তা [অসংভ্রাত্তা-] ভ্রাতৃশূন্য। ৫, ৪৭

অসমিয়স [অসমিতত্ত, অ-সম্যাক-প্রযুক্তত] প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রত  
গ্রহণ যে করে নাই। বিচলিত-চিত্ত। সা ৫৩

অসীইমে [অসীতিতমে] অসীতিতম। ১৪৮



অশোক-[ অশোক-] অশোক । ৩৭, ৩৯, ৫২, ১১৫, ১১৬, ১৫৭,  
২১১

অহ [ অথ ] ভাবপব ।

অহ-পংডুবে [ অধ-পাণ্ডুব ] অধ-পাণ্ডুব, অধগীত অধষ্ঠত ।  
অধোজ্জল । ৫৯

অহব-[ অহত, অক্ষত-] অহত, অক্ষত, সমগ্র । ৬১

অহরোষ্টা [ অধবোষ্ঠ ] নীচেব ঠোঁট । উত্তবোষ্টা—উপবেব  
ঠোঁট । সা ৪৩

অহবা [ অথবা ] অথবা ।

অহা=যথা । অহাবাযরে, অহান্নহমে—২৭ । অহাপংডুবে,  
অহকমেণ—৫৯ অহাবচ্চা—থে ৫, ৬ । অহালংদ—সা ৯ । অহা-  
সন্নিহিত—সা ৫২ অহান্নত—সা ৬২ ।

অহা-হস্তং অহা-কল্পং অহাগগ্গং অহাতচ্চং—[ যথা হস্তং যথা-  
কল্পং যথা-মার্গং যথা-তথ্যং ] হস্ত-অহুসাবে, কলা-অহুসাবে, মার্গ-  
অহুসারে তথ্য অহুসারে । হস্ত ধর্মহস্তে । “স্বনাকবমসন্নিহিতং সাববৎ  
বিস্ততো মুখং । অন্তোভমনবত্তং চ হস্তং হস্তেবিদো বিহুঃ ॥” কল্প-  
বিধান, ধর্মবিধি, শিষ্য ও ব্রতীদিগেব পালনীয় নিয়ম । মার্গ—পথ,  
হুপথ, সং পথ । তথ্য—সত্য, দর্শনোক্ত সাব কথা । সা° ৬৩ ।

অহাচ্ছরাণি [ < যথাচ্ছরাণি ] উপযুক্তভাবে আচ্ছাদিত । সা° ২৯ ।

অহাসন্নিহিএ [ যথাসন্নিহিতে ] অতিসন্নিহিত, অতি নিকট ।  
সা ৫২

অহা-লংদং [ < যথালংদং ] ‘লঙ’ শব্দেব অর্থ মল, [ ভাড ],  
পূবীব । ‘যথালংদ’=পূবীব ত্যাগ জন্ত বতটুকু প্রযোজন [ ততটুকু  
দূরে থাকা চলে । ]

টীকাকারেব অর্থ হুবোধ : “তত্রোদকার্জঃ কবো বাবতা শুযাতি,  
তাবান্ কালো জবন্তং লংদং । উৎকৃষ্টং পক্ষাহো বাত্রা শুযোবন্তবং  
মধ্যম্ ।”

সাগাচারী ৯ হুস্তেব অহুবাদে যাকোবিও গৌজামিল দিযাছেন ।

তাঁহাব অনুবাদ : Monks or nuns during the Pajjusan are allowed to regard their residence as extending a Yojana and a Krosa all round, and to live there for a moderate time. —সাঁ° ৯।

অহিয়-[অধিক-] অধিক। ৪০, ৬০। সাহিয়য়াসং-মাংসাধিক।

১১৭

অহিয়াসেই [অধ্যাসযতি] অধ্যাসন কবে। ১১৭

অহিবদে [অধিপতিঃ] অধিপতি। ১৪, ২১, ২৭

অহিবজ্জামো, অভিবজ্জামো [অভিবর্জ্যমহে] বুদ্ধি পাইতেছি।

১০৬

অহে-[অধঃ] নীচে। ১১৬, ১২০। সা° ৩২, ৩৬

অহোবন্তে [অহোবাজঃ] অহোবাজ। ১১৮

আই-[আদি-] আদি। ইচ্ছাদি-[ইত্যাদি]-১১৬, ১১৭, ১১৮

আইক্খই [আচষ্টে] ব্যাখ্যা করেন। অতীতের বর্ণনার লষ্ট  
বা বর্তমানকাল। সা° ৬৪

আইজ্জ-[আদেয়-] আদেয়, গ্রহণীয়। ৩৬

আইয়-[আদিক-] আদি। ৬০, ২০, ২১, ১১৮-২০৩

আইব-[আদৃত-] আদৃত। ৩৬

অর্ধিণগ-কর-বুব-নবনীত-তুলা-কাসে শরণিঞ্জংসি-[আজিনক-ক্লত-  
পূব-নবনীত-তুলা-স্পর্শে শরণীয়ে] শ্রুগশিগুর চর্ম [অজিনক], তুলা, পূব,  
নবনীত প্রভৃতিব স্তায় স্পর্শ-স্বকোমল শয্যায়। সিংহ, ব্যাজ্র, হস্তী, শ্রুগ  
প্রভৃতির লোমযুক্ত ছালকে 'অজিন' বলে। অজিন > আজীনক।  
'ক্লত' শব্দ হইতে তুলা বাটী হিন্দী 'ক্লই' উৎপন্ন হইয়াছে। বাদর  
একজাতীয় তুলা। এই 'বাদর' শব্দ 'বুব' > 'পূব' হইয়াছে। ৩২

আউ [আয়ুঃ] আয়ু। ২, ৯, ৫১

আউট্টত্তএ [প্রাবর্তয়িতুম্, কারয়িতুম্] কবাইতে। তেইচ্ছিং  
আ°—চিকিৎসা করাইতে। সা° ৪৯

আউত্ত [আয়ুঃ] চুল্লীতে আবোপিত; বাত্রা চডান। সা° ৩০

আউসো [ আয়ুয়ন, সোধোনে ] আয়ুয়ন । সা ১৯

আগব- [ আকব- ] আকর । ৮৯

আডোব- [ আটোপ- ] সজ্জা, শোভা । ৩৫ ।

আপস্তিয়া [ আস্তস্তিকা ] আদেশ । ২৬, ২৯, ৫৭, ৫৮, ১০০, ১০১ ।

আপবেই [ আজ্ঞাপয়তি ] আদেশ কবেন । ২৭

আণা [ আজ্ঞা ] আজ্ঞা । ১৪, ২৭, ৫৮ ।

আণাএ [ আজ্ঞা ] শাস্ত্রাদেশ অনুসাবে । সা ৬৩

আণাপাণ্ডুয়ে [ আনাপানকঃ, উচ্ছ্বাস-নিশ্বাস-প্রমাণঃ ] কাল-  
পরিমাণ । জোরে নিশ্বাস ফেলিতে যে সময় লাগে তাহার পরিমাপকে  
আনাপানক বলে । ১১৮

আভোইয়- [ আভোগিক- ] সর্ব পদার্থ দর্শনে সমর্থ । আভোএই  
অলৌকিক দৃষ্টিশক্তিপ্রভাবে দেখে । ১১২ । আভোএমাণ-পরিদৃষ্টমান ।  
অলৌকিক শক্তি প্রভাবে দেশ-কালের ব্যবধান নষ্ট করিয়া সর্ব  
পদার্থ সন্দর্শন করা । ১১৫

আমন্তিত্তা [ আমন্ত্য ] আমন্ত্রণ কবিয়া । ১০৪

আমন্ততা [ আচাস্তাঃ ] কৃত্যচমন । আচমন ও প্রত্য্যচমন করিয়া । ১০৫

আয়র [ আকর ] আকর । কমলায়ব [ কমলাকর ] ৫৯ ।

আয়ব [ আদব ] আদব । ১১৫

আয়বিয়াণং [ আচার্য্যণাম্ । —ভ্যঃ । ] “উপানীয় তু ষঃ শিষ্যং  
বেমধ্যাপয়েদ্ বিজঃ । সকলং স-বহুত্বং চ তমাচার্য্যং প্রচকতে ॥”  
মন্ত্র ২।১০। টীকাকার সম্বন্ধম্ভবঃ “আচার্য্যঃ সূত্রার্থ ব্যাখ্যাতা  
দিগাচার্য্যো বা ; উপাধ্যায়ঃ সূত্রাধ্যাপকঃ ।” আচার্য্যদিগকে [ নমস্কাব ] ।  
“একদেশংতু বেদস্ত বেদান্তান্তপি বা পুনঃ । যোহধ্যাপয়তি বৃত্তার্থম্  
উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥” মন্ত্র ২।১৪১ । আচার্য্য ও উপাধ্যায় উভয়েই  
অধ্যাপক । আচার্য্য বেদ ও ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং উপাধ্যায়  
সাধারণ অধ্যাপক । জিঃ ১ ।

আয়া [ আয়া ] আয়া । ১৪, ৪০ । যুজ্জায়া—যুজ্জায়া । ১২৯,  
১৩০ অভিন্নায়া [ অভিন্নায়া ] খেঃ ৫

আশ্রয় [ আদায় ] গ্রহণ কবিয়া । সা ২৯

আষাবিন্দ্ৰ বা পাষাবিন্দ্ৰ বা [ আতাপয়িত্ব বা প্রোতাপয়িত্ব বা ]  
ভণ্ড কবিতে বা পুনঃ পুনঃ ভণ্ড করিতে । টাকাকার লিখিয়াছেন :  
“আতাপয়িত্ব একবাবম্ আতপে দাতুম্ : প্রোতাপয়িত্ব পুনঃ পুনঃ  
আতপে দাতুম্ ।” সা ৫২ ।

আবক্খগ [ আবক্ষক ] আবক্ষক । পাহাবাঙয়াল । ১০০

আরাহণা [ আরাধনা ] আরাধনা । ১১৪ । সা ৫৮ । আরাহ্য  
[ আবাদক ] আরাধনাকাবী । ছবাহ্য [ ছবাব্য ] ছবাব্য ।  
সা ৫৩ ৫৪, আরাহিত্তা [ আরাধ্য ] আরাধনা কবিয়া । সা ৬৩ ।

আবামংলি [ < আবামে ] উত্থানে । সা ৩২ ।

আরোগ্গাংগ [ < অরুগ্গাংগাম্ ] অবোগীদিগের । [ এখানে ‘আ’  
নঞর্থক ; সং ‘অ-’ব রূপান্তর, এবং বোগ্গ = অগ্গ । ] সা ১৭ ।

আগাঢ়-স্বক্সস হট্টসী পক্ষেণং [ আবাঢ় শুভস্য বজ্জী পক্ষেণ ।  
এখানে ‘পক্ষ’ মানে ভিষি । শুক্লা বজ্জী ভিষি জৈনদিগের চান্দ্রমাসের  
২১শে তারিখ ] আবাঢ়েব শুক্লা বজ্জী ভিষিতে । জি ২ ।

আবোষণা [ আবোপণা ] আরোপণ । সা ৫৭

। আলইয় [ আলগিত, “বথাহানং স্থাপিতঃ” ] লয়, বথাহানে  
স্থাপিত । ১৪

আলভিরাএ—আলভিরা’তে, স্থানের নাম । ১২২

আলীগ [ আলীন ] শুভেন্দ্রিয় । ১১০

আবচেজ্জা [ আপত্যোয়াঃ ] অপত্যের অপত্য, শিশুর শিশু ।  
ধে ২

আবণ- [ আগণ- ] আপণ, দোকান । ৮৯, ১০০

আবস্ত [ আবর্ত ] ঘূর্ণি । গজাবস্ত গজাব আবর্ত । ৪৩

আবস্তায়ংত [ আবর্তায়মান ] আবর্তনশীল । ৩৫

আবলিয়া [ আবলিকা ] কাল পরিমাণ । ১১৮

আবি, রাবি [ চাপি ] ৩৬ । ৯২

আবীক্স [ আবিক্স ] আবিকার । ১২১

আসত্ত [ আসক্ত ] আসক্ত । ৪১, ১০০

আসথ [ আশ্বস্ত ] আশ্বস্ত । ৫, ৪৮

আসন্ন [ আশ্রয় ] আশ্রয় । ৮৯

আসন্নপন্ন [ আশ্রয়পদ ] স্থানের নাম । ১৫৭

আসন্নই [ আশ্রয়তে ] আশ্রয় কবে । ৯৫

আসন্নো [ অশ্বসেন ] অশ্বসেন, কাশীর রাজা, পার্শ্বনাথের পিতা ।

১৫০

আসন্নো [ আশ্রয়দয় ] আশ্রয় লইতে লইতে । ১০৪

আসন্ন [ আসক্ত ] আসক্ত । ১০০

আসন্নো [ আশ্রয় ] আশ্রয় । ১৭৪

আহন্ন [ আহত ] আহত । ৫, ৮, ১৫, ৪৩ । ৪০ ।

আহন্নো [ আহত ] আহত কবিত্তে । আহন্নো—  
খাইতে খাইতে । সা ১৭ ৪২, ৪৩, ৪৮-৫১ । ৯০

আহন্নো [ আশ্রয় ] আহন্নো কবিত্তে । ১০৮, ১০৯ । খে ৫, ৬

আহন্নো [ আশ্রয় ] আশ্রয় । ১৪

আহন্নো [ আশ্রয় ] আশ্রয় । ১১২

আহন্নো [ আশ্রয় ] অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান । ১১২,

১৫৭

ই [ ইকারো বাক্যালংকারে ] । ইই [ ইতি ] ইতি । ১৪৮ ।

সা ১৮

ইকারো [ একাদশী ] একাদশী । ১৫৭

ইকারো [ ইকারো ] ইকারো । ২, ১৮ ।

ইকারো ভূমী [ ইকারো ভূমিঃ ] দেশের নাম । ২০৬

ইকারো [ ইকারো ] ইকারো । ২

ইকারো [ ইকারো ] ইকারো । ১২৬-২০৩ । ইকারো [ ইকারো ]

এইকারো, সা ৬৩

ইকারো [ ইকারো ] ইকারো । ১০, ৮৩

ইকারো [ ইকারো ] ইকারো, মঙ্গল । ১১০

ইড্‌টি [ঋতি] ঋতি, সম্পদ। ১০২। সন্ধিড্‌টি [সর্বাধিঃ]  
সর্ব সম্পদ ১১৫

ইন্তএ, এন্তএ [এতুম্] আসিতে। সা ২৭

ইথ, এথ [অত্র] অত্র, এখানে। সা ৩৮, ৩৯, ৫২

ইংদ—ইয়। ১৪, ১৫। ইংদদিয় [ইয়দত্ত] হ্রবিব। খে ৪, ১০

ইংদপুরগ—হ্রবির কুলের নাম। খে ৮

ইংদভূদে—গৌতম ইয়দভূতি, মহাবীর স্বামীৰ প্রধান শিষ্য। ১২৭,  
১৩৪ খে ১, ২

ইংদিয় [ইয়িয়] ইয়িয়। ৯, ৬০, ১১৪, ১১৮

ইয়গিং [ইদানীম্] ইদানীং, এখন। ৯২, ৯৪। ইয়োগিং—  
এখন, আজকাল। ৭৯, ৮৬

ইরিবা [ঈর্ষা] ঈর্ষা সমিতি। √ঈর্ষ গতো ষাতু। রূপ 'ঈর্ষে,  
ঈর্ষে'। ঈরষতি = চালয়তি। যে-সকল উপায়ে আত্মাব মধ্যে  
কর্মের প্রবাহ বন্ধ হয় তাহাকে সংবর বলে। ভ্রমণ, উপবেশন বা  
শয়ন দ্বারা বাহ্যতে কোনও জীবের ক্রতি না হয় তাহার অন্ত চেষ্টা  
বা সাবধানতাই ঈর্ষা বা ঈর্ষা সমিতি। ৫৭ প্রকার সংবরের মধ্যে  
প্রথম পাঁচটি পঞ্চ সমিতি। ঈর্ষা সমিতি, ভাবা সমিতি, এসণা  
সমিতি, আদান নিক্ষেপণা সমিতি ও পবিত্রাণনিক সমিতি।  
ঈর্ষা—অজচালনার দয়া। ভাবা—কঠোর ভাবা পরিহার। এসণা—  
খাত্তব্রব্য পর্যবেক্ষণে সতর্কতা। আদান নিক্ষেপণা—ব্যবহারের দ্রব্য  
সদয় হস্তে বাড়িয়া পুঁছিয়া গ্রহণ ও ব্যবহার। পবিত্রাণনা—মল  
মূত্রাদি ত্যাগ করিবার সময়, ভুক্তাবশেষ নিক্ষেপ করিবার সময়  
পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে হইবে ঐ কার্য দ্বারা কোনও জীবের ক্রতি  
হইতেছে না। ১১৮

ইসিঙ্ড—একজন হ্রবিবের নাম। খে ৬, ৯। ইসিঙ্ডিভ—  
কুল। খে ৯।

ইসিদত্ত—একজন হ্রবিবের নাম। খে ১০

ইসিপালিষ—একজন হ্রবিব। ইসিপালিয়া শাখা। খে ১০, ১১

ইহগষ- [ ইহগত ] অত্রত্য, এখানকার বিষয়ে। ‘ঈহগত’  
স্নাকোবি। ১৬

ইহেব [ ইহৈব ]। প্রাকৃত্তে সন্নিহিত স্ববধেব অত্রতবেব লোপ কবিয়াই  
সন্ধি হয়। বাঙ্গালা ‘ক্ষণেক’, ‘ভিলেক’, ‘দিনেক’, ‘জনেক’ প্রভৃতিতে  
অনুরূপ সন্ধি দেখা যায়। ] এইখানেই, এই ( জংবুদীপে )। জিঃ ২।

ঈগব [ ঈগ্ব ] ঈগ্বয়। ১৪, ৬১

ঈসিং [ ঈসৎ ] ঈসৎ। ১৫

উইয় [ উদিত ] উদিত। ৫৯

উউয় [ ঋতুক ] ঋতু। ৩৭, ৪১। উউএ—ঋতু। ১১৮। উউইং-

ঋতুগমূহ। ১১৪

উকড [ উৎকট ] উৎকট। ৪৩।

উকংপিয় [ ধবলিত ] চূর্ণকাম করা। সা ২

উক্ব [ উৎকর ] তুণ, গমূহ। ৪২।

উক্ব [ উৎ—কব ] সহচব। ১০২।

উক্লিঅ [ উৎকলিত ] উৎক্লিষ্ট। সা ৪৫

উক্কিট্ট [ উৎকৃষ্ট ] উৎকৃষ্ট। ২৮, ৩৪, ৪৩

উক্কুড্ডয় [ উৎকটুক ] কটু। ১২০

উক্কুড্ডয়-নিসিঙ্কাএ- [ উৎকট নিবধতয়া ] উপবেব দিকে মুখ কবিয়া  
সুইয়া। ১২০।

উক্কোসিয় [ উৎকৃষ্ট ] উৎকৃষ্ট। ১৩৪-৪৫

উক্কোসিয়-সগোত্তে [ উৎকোশিক গোত্রীয়ঃ ] উৎকোশিক গোত্র।

খে ৪

উগ্গ [ উগ্র ] উগ্র। ২১১। উগ্গকুলে—উচ্চকুলে। ১৮

উগ্গহ, ওগ্গহ [ অবগ্রহ ] ছেদ, বিচ্ছেদ, দূবে অবস্থান।  
উগ্গহে [ অবগৃহ্যোয়াৎ, বিবিগিঙ্ ] সংস্কৃত ব্যাকরণে সন্ধিব অভাবকে  
‘অবগ্রহ’ বলে। সেকোসং জ্যোয়ণং উগ্গহং উগ্গিগ্হিত্তা গং  
চিট্টিউং কপ্‌ই=ক্রোশাদিক এক বোজন দূয়ে বিচ্ছিন্ন থাকা  
চলে। অহালংদং অবি উগ্গহে—‘লংড’ ( নেড় ) অর্থাৎ মলভ্যাগের

অস্ত্র যতদূৰ বিচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক ততদূৰ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিও  
চলে। সা ৯

উচ্চায় [ উচ্চায় ] উচ্চায়। ৪৩

উচ্চনাগরী—একটি স্থবির শাখার নাম। খে ৯, ১০

উচ্চাং বা পাসবণং বা পবিট্টাষিত্ত্ব [ উচ্চায়ং বা প্রস্রাবং বা  
পবিস্থাপিতুম্ ] উচ্চায় = পুরীষ। পাসবণ < প্রস্রবণ = প্রস্রাব।  
পরি = বাহিবে। স্থাপন = ত্যাগ। মলমূত্র ত্যাগ করিতে।  
সা ৫১, ৫৫, ৫৬।

উজ্জ্বালিষা [ ঋজুপালিকা ] নদীর নাম। জুস্তিকা গ্রামের নিকটে।  
এই নদীর তীরে ‘সানাগ’ নামক কুব্জকেশ ক্লেতে, একটি প্রাচীন  
মন্দিরের নিকটে শালতকতলে মহাবীর স্বামী ‘কেশবল’ জ্ঞান লাভ  
কবেন। ১২০

উজ্জাণ [ উজ্জান ] উজ্জান। ৮৯, ২১১

উজ্জ্বল [ ঋজুমতিঃ ] ঋজুমতি। একজন স্থবিরের নাম। খে ৫

উজ্জয় [ ঋজুক ] ঋজু, সরল। ৩৬

উজ্জল [ গর্ত, বিল ] গর্ত, গহবর। সা ৪৫

উজ্জোয [ উজ্জোত ] উজ্জোলোক। ৯৭, ১২৮

উজ্জোবির [ উজ্জোতিত ] উজ্জ্বল হইতে আলোকিত। ৬১, ৯৭, ১২৫

উজ্জ্বলিষা—একটি স্থবির শাখার নাম। খে ৭

উজ্জ্বলদিগগণ—একটি গণের নাম। খে ৮

উগ্গ [ উগ্গ ] উগ্গ। ৯৫

উত্তব-বলিস্হগণ—একটি স্থবির-গণের নাম। উত্তব বলিস্হগণ।

খে ৬

উত্তবিজ্জ [ উত্তরীয় ] উত্তরীয়। ৬১

উত্তিংগলেন সা ৪৫। ‘অট্টাশ্হমে’ স্তব্ধ্য।

উদগ, উদগ [ উদক ] উদক। ৫৭, ৬১। সা ২, ১১, ৪২,

৪৩ ২৫

উদ-উল্লগ [ উদকার্দ্দগ, ] জলার্দ্দ, জলসিক্ত। সা ৪২। জি ৯৫



উদ্বুদ্ধমানী [ উদ্বুদ্ধ্যমানা, উদ্বিজ্যমানা ) বাঞ্ছনকাবিণী । ৬১

উন্নংদিজ্জমাণ [ উন্নন্দ্যমান ] অভিননিত হইতে হইতে । ১১৫

উপবজ্জমাণ [ উপবাস্তমান ] বাদিত হইতে হইতে । ৪৪

উপ্পজ্জংতি [ উৎপত্তন্তে ] উৎপন্ন হয় । ১১৭

উপ্পন্নমান [ উৎপত্তন্ ] উড়িতে উড়িতে । ১২৫, ১২৬

উপ্পন্নংত [ উৎপত্তন্ ] উড়িতে উড়িতে । ৯৭

উপ্পিং [ উপবি ] উপরে । ২৮৩, ২২৭

উপ্পিংজলগ, উপ্পিংজলমাণ [ উৎপিঞ্জল ]—[ উৎপিঞ্জলো ভূশমাকুলঃ  
স ইবাচবতীত্যাচার-কিপি শতরি চ ; শত্রোনশঃ (হেমচন্দ্র ৩।১৮১)  
ইতি প্রাকৃতলকণেন মাণাদেশে উপ্পিংজলমানি স্তি সিদ্ধম্ তদ্ ভূতাত্ত  
শব্দস্যোপসার্ব্বস্বাদ্ উৎপিঞ্জলস্তীতি বা । —সন্দেহ বিবোধি টীকা ।

উদ্ভাণ [ উদ্ভান ] উজ্জ্বল, পরিমাণ । ৯, ৫১, ৭৯, ১০০

উল্ল [ আর্জ ] আর্জ, লিঙ্গ । ৯৫ । সা ৪২

উল্লগচ্ছ—একটি স্থবির কুলেব নাম । খে ৭

উল্লোইয় [ উল্লোচিত ] [ লেপিত-ধবলিত । লা-উল্লোইয়-মহিরং-  
লাইয়ং ছাগনাদিনা ভূমৌ লেপনং । উল্লোইয়ং গটিকাদিনা কুট্যাদিবু  
ধবলনম্ তাভ্যাং মহিতং পুঞ্জিতং তৈবেব বা মহিতং পুঞ্জনং যজ্ঞ  
তং তথা । অত্রোক্তঃ লিপ্তম্ উল্লোচিতম্ উল্লোচবুজ্জং মহিতং  
চেতি ব্যাচক্ষতে । —সন্দেহ বিবোধি টীকা ।] টীকাকাবেব অর্থ  
কষ্টকল্পিত ও বিকল্প-বৃত্ত । ‘লাজ’ শব্দেব অর্থ ‘খই’ । ‘উল্লোচ’  
শব্দেব অর্থ ‘চন্দ্রোতপ’ । ‘লা উল্লোইয়’ [ < লাজোল্লোচিত ] শব্দে  
‘লাজ ( খই ) ছড়ানো হইয়াছে যেখানে এবং উল্লোচ ( চাঁদোয়া )  
খাটানো হইয়াছে যেখানে’ এই অর্থ স্পষ্ট ও বিকল্পশূন্য । স্ততবাং  
‘লাজোল্লোচিত কব’ মানে ‘খই ছড়াও এবং চাঁদোয়া খাটাত’ ।  
১০০, ১০১

উবইট্ট [ উপদিষ্ট ] উপদিষ্ট । ১১৪

উবউস্ত [ উপবৃন্ত ] উপবৃন্ত । খে ১৩

উবক্খড়াবিংতি [ উপক্কাবয়ন্তি ] প্রস্তুত কবায় । উপক্কাব,

উপস্বৰণ—কোনা কিছু সর্বাঙ্গস্বর করিবার ক্ষমতা বে বে বস্তু আবশ্যক তাহাব যোগান দেওয়া। এখানে ধীরে ধীরে নির্বাচন দ্বারা যখন যে-টি মনে পড়ে সেইটি প্রস্তুত করা। ১০৪

উবজ্জয়াণ [উপাধ্যায়ানাম্। উপাধ্যাবেভ্যঃ। উপ > উব, ধ্য > ঞ, উপাধ্যায় > উবজ্জায়, বিকল্পে উবজ্জয়। এই শব্দ হইতে আধুনিক ওঝা (গ্রাম্য রোঝা, রোজা), বা উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃত্তিবাস ওঝা।] পদমর্বাদায় উপাধ্যায় আচার্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নূন। আচার্য (আয়য়িয়াণং) ত্রৈব্য। জি° ১।

উবজ্জয়া—[উপাধ্যায়][উপাধ্যায়ঃ সূত্রোধ্যাপকঃ] সূত্রের অধ্যাপনা যিনি করেন তিনি উপাধ্যায়। ব্যাখ্যা না করিয়াও অধ্যাপনা চলিত, কাবণ শিষ্যকে সূত্র কণ্ঠস্থ কবানই উপাধ্যায়ের কাজ ছিল। সা° ৪৬।

উবদংসেই [উপদিশতি] উপদেশ দিয়াছেন, বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতীতে লট্। যাকোবি 'উপদর্শয়তি' লিখিয়াছেন। ১/দিশ্ ও ১/দৃশ্ মিশিবা গিয়াছে।

উবগদ [উপনন্দ] একজন হুবিরের নাম। সম্ভূতবিজয়ের দ্বাদশ শিষ্যের অন্ততম। খে° ৫

উবয়ত্ত [অবপত্তন্] উড়িয়া পড়িতেছে বাহা। ২৭

উবয়মাণ [অবপত্তন্] উঠিতেছিল, নামিতেছিল বলিয়া। ১২৫, ১২৬

উবসমিয়ক্কং [উপশমিতব্যাম্] শান্ত হইবে। উপসমাবিয়ক্কং [উপশামিতব্যাম্] শান্ত কবিবে। উবসমই [উপশাম্যতি] শান্ত হব। উবসমসাবং ষলু সাময়ং। সা° ৫৯।

উস্সয়া [উপাশ্রযাঃ] উপাশ্রয়, আশ্রয়গৃহ। সা° ৬০। উবস্সয়াও- [উপাশ্রয়াৎ] যে গৃহে ভিক্ষুদিগের শয্যা আস্তরণাদি থাকে, তাহাই তাহাদেব উপাশ্রয় গৃহ বা উপাশ্রয। সা° ২৭

উবহি [উপধি] এই মান্নাব সংসাবে ব্যবহারের বস্তু। এই সব বস্তুতে ভিক্ষুদেব কোনও স্বত্ব-স্বামিত্ব থাকে না। নির্গিণ্ডভাবে তাহাবা তাহাদেব সকল উপধিই ব্যবহার করে। সা° ৫২

উবায়ণাবিত্তএ (উবাইণাবিত্তএ) [= অভিক্রমিত্তম্। যাকোবি উপোদ্-

বাপন ?] কাটাইতে, অভিক্রম করিতে । নো সে কপ্পই তং রয়গিং  
তথৈব উবারণাবিস্তএ=সেইখানেই সে বাত সে কাটাইতে পারিবে না ।  
স্বাকোবির ইংরেজি : but he is not allowed to pass the night  
in the former place. ॥ সা° ৩৬ । সা° ৮, ৫৭, ৬২ ॥ বেলদুবারণাবিস্তএ  
[ সা° ৩৬ ] বেলা কাটাইতে ( পারিবে না ) । [উপায়ন=নিকটে  
গমন । √উপায়নাপি=নিকটে স্থাপন করা + তু=উপায়নাপিত্ত +  
৪র্থী-এ=উপায়নাপিতবে ।]

উবাসগ [ উপাসক ] উবাসিয়া [ উপাসিকা ] শ্রাবক, শ্রাবিকা । গৃহী,  
গৃহস্থবধূ । ১৩৬, ১৩৭, ১৬৩, ১৬৪, ১৭৯, ১৮০, ২১৬, ২১৭

উসভ [ ঋষভ ] আদি তীর্থকব । ২৩৪, ২০৬-২২৮

উসভদত্ত—সহানন্দার স্বামী । ২, ৫, ৮, ১৩, ১৫

উসভসেন—[ ঋষভসেন ] ঋষভদেবের ৮৪০০০ শ্রমণ শিষ্যগণের  
প্রধান । ২১৪

উসিণ [ উষা ] উষা । ৬১ । সা ২৫

উস্পিগী [ উৎসর্পিণী ]—‘উস্পিগীএ’ দ্রষ্টব্য । ১৯

উন্স্যা, ওসা [ অবশ্রা, অবশ্রায় ] হিং, শিশির, তুহিন । সা ৪৫

উন্সিয় [ উচ্ছিত ] উচ্ছিত । ৩৩

উন্সুঙ্ক, উন্সুংক, উন্সংক [ উচ্ছুঙ্ক ] শুদ্ধ-মুক্ত, নিঃশুদ্ধ । ১৩৩,  
২০৯

উস্বেইন [ উৎস্বেদিন, উৎসেকিন ] রক্ষণপাত্র হইতে যে জল  
উপ্চাইবা পড়ে । ভাভেব ফেন প্রভৃতি । সা ২৫ সংসেইন—  
[ সংস্বেদিন, সংসেকিন ] পাণ্ডের সহিত নিশিরা পাকে বাতা, চাউল  
ধোবা জল, চিঁড়া ধোবা জল, আমানি প্রভৃতি ।

উসন্ত [ উৎসন্ত ] উপবিলম্ব । ১০০

উসিয় [ উচ্ছিত ] উচ্ছিত । ৩৩

ওস্পিগীএ [ অসর্পিণ্যাঃ ] জৈনদিগের কালপ্রবাহে দুইটি যুগ-  
ক্রান্তি করিত হইরাছে : অসক্রান্তি ও উৎক্রান্তি । কোটি কোটি  
সাগরোপন কাল পরিমাণ লইয়া একটি উৎসর্পিণী ক্রান্তি ও তারপর

আবাব কোটি কোটি ( অর্থাৎ ১০০০০০০০০০০০ ) সাংগরোপম কালে এক অবসর্গিণী যুগক্রান্তি। অবসর্গিণী যুগক্রান্তির। জি° ২, ১৯, ১৪৭ ইত্যাদি।

ওসঙ্গিণী [ < অবসর্গিণী ] ও উসঙ্গিণী [ উৎসর্গিণী ] :

কালচক্র অবিরত আবর্তিত হইতেছে। এই চক্রস্থিত কোনও একটি বিন্দু একবার নীচের দিকে নামিতেছে, আবাব উপবেগ দিকে উঠিতেছে। এ আবর্তন, এ ওঠা-নামার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। একটি সাপ [ অন্তত নাগ ] এই ঢাকা নীচের দিকে ঘুরাইয়া নামাইয়া দিতেছে, আব একটি সাপ উপরের দিকে ইহার গতি ফিরাইয়া দিতেছে। তাহাতেই প্রলয়ের পব অভিনব সৃষ্টি সংঘটিত হইতেছে।

জৈন পুঁথি কাল সদা প্রবহমান, ইহার পরিমাণ নাই। জীবের পরিবর্তন আছে, জগন্মত্তব আছে, কালের পরিবর্তন নাই, কাল সব পরিবর্তনের সাক্ষী। কিন্তু সময় ক্ষণিক। কালের ক্ষুদ্রতম বিভাগকে সময় বলে। চক্ষু পলক কেলিতে, পচা কাপড় ছিঁড়িতে, আঙুল মটকাইবা তুড়ি দিতে কিংবা পদ্মে পাঁপড়ি ছিঁড়িতে গণনাভীত সময় কাটিয়া যায়। অসংখ্য সময়ে এক আবলিকা হয়। ১৬৭৭২১৬ আবলিকার এক মুহূর্ত [ = ৪৮ মিনিট ]। জিশ মুহূর্তে এক অহোরাত্র অর্থাৎ একবাজি ও একদিন। তারপব পক্ষ, মাস, বৎসব হিন্দুদেবই অনুলপ। প্রতি বৎসরে তিন ঋতু : গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়—এই চাবি মাস গ্রীষ্ম ঋতু। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন কার্তিক—বর্ষা। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মার্ঘ, কাশ্বন—হেমন্ত। গণনাভীত বৎসরে এক ‘পল্য’। দশ কোটিকে দশ কোটি দিয়া গুণ করিলে যে সংখ্যা পাওরা যায় সেই-সংখ্যক পল্য মিলিয়া এক সাংগরোপম।

ওসঙ্গিণী [ অবসর্গিণী ] আবর্তনের ফলে ছয়টি যুগের প্রবর্তন হয় :

[১] অসম-অসম [২] অসম, [৩] অসম-হুঃসম, [৪] হুঃসম-অসম, [৫] হুঃসম [৬] হুঃসম হুঃসম। ইহার পরে উসঙ্গিণী [ উৎসর্গিণী ] আবর্তন। উৎসর্গিণী আবর্তনে [১] হুঃসম-হুঃসম, [২] হুঃসম, [৩] হুঃসম-অসম,

[৪] স্নেহ-দুঃসম, [৫] স্নেহ ও [৬] স্নেহ-স্নেহ যুগ আগিবে। আমবা অবসর্গিণী আবর্তনের দুঃসম যুগে বাস কবিত্তেছি।

স্নেহ-স্নেহ যুগ সর্বাংগে স্নেহের যুগ। এই যুগের পরিমাণ চারি কোটি-কোটি সাগরোপম। মাহুকের উচ্চতা ক্রোশদ্বয়। পঙ্কবে অস্থি সংখ্যা ২৫৬। যে-সকল সন্তান প্রসূত হইত, তাহারা সকলেই যমজ, বালক-বালিকা। কল্পবৃক্ষ হইতে তাহাদের অভাবমোচন হইত। তাহারা কোনও বৃক্ষ হইতে স্নিষ্ট ফল পাইত। কোনও বৃক্ষ হইতে বাসন-কোষণ পাইত। কোনও বৃক্ষের পাতার জ্বলিত সঙ্গীত উৎপন্ন হইত। কোনও বৃক্ষ হইতে ব্যক্তিকালে উজ্জ্বল আলোক নির্গত হইত। গন্ধ দ্রব্য, অলঙ্কার, প্রাসাদ, বস্ত্র প্রভৃতি সর্ববিধ ভোগ্যবস্তুই কল্পবৃক্ষে পাওয়া যাইত। বহু জৈন মন্দিরে এই যুগের যমজ সন্তানাদি প্রতিমূর্তি কোদিত দেখা যায়। সন্তানেরা ৪২ দিনের হইলেই মাতাপিতার পবলোক প্রাপ্তি হইত। কিন্তু তাহাতে সন্তানের কোনও কৃতি হইত না, কারণ জন্ম হইতে ৪ দিন বয়স হইলেই তাহারা এক-একটি শস্য পরিমিত খাদ্য খাইতে পারিত। তাহাদের ঋতু এই পরিমাণ ব্যবজীবন থাকিত। প্রতি চতুর্থ দিনে তাহারা আহাব করিত। রান্না কবিত না, রান্না করা খাদ্য খাইত না; ফলে জীবহত্যা হইত না। জীবনাশ্তে সোজামুজি দেবলোকে চলিয়া যাইত। ধর্ম বা পাপপুণ্যব চিন্তা তাহাদের ছিল না, কাষণ পাপ ছিল না।

স্নেহ যুগে স্নেহের পরিমাণ কিছু কমিয়া গেল। মাহুকের উচ্চতা ক্রোশদ্বয়। পঙ্কবে অস্থিসংখ্যা ১২৮। কল্পবৃক্ষগুলি পূর্ববৎ অতীট দান কবে। সন্তানের বয়স ৬৪ দিবস হইলে মাতাপিতার পবলোক প্রাপ্তি ঘটে। জন্মের তিন দিন পর হইতে বদরী প্রমাণ খাদ্য প্রতি তৃতীয় দিবসে আবশ্যক। আয়ু ২ পল্য। জীবনাশ্তে দেবলোক।

স্নেহ-দুঃসম যুগে স্নেহের সঙ্গে দুঃখের আবির্ভাব হয়। মানবদেহ ক্রোশ-পরিমাণ উচ্চ। পঙ্কবে অস্থিসংখ্যা ৬৪। আয়ু ১ পল্য। জীবনাশ্তে দেবলোক প্রাপ্তি এখনও পূর্ববৎ। আদি ভীর্ষকর ঋষভদেব আবির্ভূত হইয়া রান্না, হৃদিকর্ম প্রভৃতি ১২ প্রকার কলাবিদ্যার শিক্ষা

দেন। ‘কেবল’ জ্ঞানবলে তিনি জানিতেন যে অতঃপৰ কল্পবৃক্ষগুলি থাকিবে না, নবনারীকে আত্মনির্ভবশীল হইতে হইবে। স্বয়তদেব জগতে রাজনীতি প্রবর্তন কবেন এবং নিজে একটি বাজ্য স্থাপন করেন। তাহাব কন্ডা ব্রাহ্মী বিজ্ঞাব অধিষ্ঠাত্রী দেবী অষ্টাদশ লিপি প্রচাব কবেন : তুর্কা, নাগবী, ফাবসী, উৎকলী, জ্রাবিডী, কন্নডী প্রভৃতি। গুজবাটী ও মরাঠী অক্ষর পৰবর্তী যুগে উদ্ভূত হয়,—এ যুগে নহে।

দুঃসম-সুখম যুগ ৪২০০০ বৎসৰ কম কোটি-কোটি সাগবোপম-কাল স্থায়ী। মানুষ্যেব উচ্চতা সহস্র গজ পরিমিত। পঞ্জবে অস্থিসংখ্যা ৩২। আয়ু এক কোটি পূর্ব। পূর্বব প্রতিদিন ৩২ যুষ্টি বা গ্রাস ও নারী ২৮ যুষ্টি আহ্বার করে। ২৩ জন জৈন তীর্থকর এই যুগে আবিভূত হন। ১১ জন চক্রবর্তী, নবজন বলদেব, নয়জন বাহুদেব ও নয়জন প্রতি-বাহুদেব এই যুগে অবতীর্ণ হন। এ যুগে যাহারা জন্মগ্রহণ কবিত, তাহাবা সকলে দেবলোকে বাহিত না। দেবগতি, মনুষ্যগতি, তীর্থগতি ও নাবকগতি—এই চাবি গতিব কোনও একটি গতিতে পুনর্জন্ম হইতে পাবিত। কেহ কেহ সিদ্ধকপে জন্মগ্রহণ কবিতেন।

দুঃসম যুগ দুঃখেব যুগ,—আমবা এই যুগে বাস কবি। আয়ুজাল ১২৫ বৎসবেব অধিক নহে। উচ্চতা ৭ হাতের অধিক নয়। পঞ্জবে অস্থিসংখ্যা ১৬। শ্রীবীবনির্বাণের তিন বৎসব পৰ হইতে এই যুগ আবদ্ধ হইয়াছে এবং ২১০০০ বৎসব থাকিবে। কোনও তীর্থকর এ যুগে আবিভূত হইবেন না। অন্ততঃ একবাব জন্মান্তব ব্যতীত কেহ মোক্ষ লাভ কবিবে না। যে কাল অতীত হইয়াছে তাহাব তুলনায় তবিশ্যৎ কাল অধিকতব দুঃখকর হইবে। এ যুগেব সর্বশেষ নিগ্রহ হইবেন দুগ্ধসহ স্রবী, সর্বশেষ নিগ্রহী কন্তশ্রী, সর্বশেষ উপাসক নাগিল এবং সর্বশেষ উপাসিকা সত্যশ্রী। ইহার পর জৈন ধর্ম না থাকিতে পাবে।

দুঃসম দুঃসম যুগ ২১০০০ বৎসব স্থায়ী হইবে। মানুষ্যেব আয়ু ১৬ বা ২০ বৎসব হইবে। মানবদেহেব উচ্চতা এক হাত হইবে।

পঞ্জবে অস্থিসংখ্যা ৮ এব অধিক হইবে না। দিবাভাগ উত্তম ও ব্যক্তি নীতল হইবে। রোগ ও ব্যতিচাৰ বহু-বিস্তৃত হইবে। যুগান্তকালে যে প্রচণ্ড ঝটিকাব উদ্ভব হইবে তাহাতে সকলে আতঙ্কিত হইবে। জগৎ যায় যায় বলিয়া মনে হইবে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বীজ আশ্রয় খুঁজিয়া ফিবিবে : পৰ্বতগুহা, গঙ্গা ও সমুদ্র ভিন্ন আৰ কোথাও তাহাদের আশ্রয় মিলিবে না। এইযুগে শ্রাবণ মাসেব কৃষ্ণ পক্ষে একদিন উৎসর্গিনী আবর্তন আবন্ত হইবে এবং কালচক্র উত্থান-মুখে আবর্তন কৰিতে লাগিবে। সাত দিন বৃষ্টি হইবে। সপ্তর্ষিৰ বস্ত্র বৃষ্টিবোলে পড়িয়া ভূমিৰ উৰ্বরতা বৃদ্ধি কৰিবে।

ইহাব পৰ দুঃসম যুগ ও তারপৰ দুঃসম-স্বপ্ন যুগ। দুঃসম-স্বপ্ন যুগে আবার নূতন চতুর্বিংশতি তীর্থংকবেব গুতাগমন হইবে। তাবী তীর্থংকবদিগেব বিবরণ তীর্থংকব শব্দে দ্রষ্টব্য।

এগায়য় [ টীকাকার : “একত্রায়তং স্তবচ্ছ ভাণ্ডকং পাত্ৰকাহ্যপ-  
করণং চ কৃষ্ণা বপুৰা সহ প্রাবৃত্য।” একত্র স্তবচ্ছ ভাণ্ডাদি উপকরণ প্রা-  
বণেব দ্বারা অঙ্গে বাঁধিয়া। ] একত্রিত, পুঁটুলি কবিয়া বাঁধা। সাং ৩৬।

এগয়ও চিট্টাষ্টম্ভএ = একত্র থাকিতে—সাং ৩৮, ৩৯।

এক, ইক [ এক ] এক। একারস [ একাদশ ] একাদশ। একাবসম  
[ একাদশ ] একাদশ। এগ [ এক ] এগা [ জী ] একা। এগাবসী  
[ একাদশী ]। ১০৪, ১৫৭, ১১৬, ১২২, ১৩৬, ১৫, ৭৮, ৯৩, ২১২।  
সা ৩৮, ৩৯

এখ [ অত্র ] এখানে। ‘ইখ’ বিকল্পে। খে ৫

এয়ই [ এজতি ] নড়ে। ৯২, ৯৩, ৯৪। এযমাণ [ এজমান ]  
নড়ন্ত। ৯৪

. এয়াবিস [ এতাদৃশ ] এতাদৃশ, এরূপ। ৪৬। এয়াগুন্ডব [ এতদন্ত-  
রূপ ] ইহাব অনুরূপ। ৯১, ১০৭, এয়াকুব [ এতদরূপ ] এইরূপ।  
৩, ৫, ৬।

এয়াবলৈ [ ইবাবলী ] একটি নদী বা নালার [ কুনালার ] নাম।  
সা ১২

- এবাবণ [ ঐরাবত ] ঐরাবত, ইজের বাহন হতী । ১৪  
 এলাবচ্—একটি গোত্রের নাম, ঐলাবৃত্য । ৫৫, ৬  
 এবই-খুস্তো [ ইয়ৎ-কৃষ্ণঃ ] এতটুকু করিয়া, এই পরিমাণে । সা ৪৮  
 এবইয়, এবতিক [ ইয়ৎ ] এইকণ, এই মাত্রাধ । সা ১৮, ২১, ৪৮  
 এসণা [ এষণা ] অশ্বেষণ, পর্ববেক্ষণ । এসণা সমিতি । ১১৮  
 ওগ্গহ—‘উগ্গহ’ দ্রষ্টব্য । অবগ্রহ—বিচ্ছেদ । ৫, ৮, ৫০, সা ৯  
 ওবেতন্স [ অবগ্রাহিতব্য ] তফাৎ থাকিতে হইবে । সা ১৮  
 ওট্ট [ ওষ্ঠ ] ওষ্ঠ । সা ৪৩  
 ওথষ [ অবস্থত, অবস্থাপিত ] ছড়ান, বিস্তৃত । হাবোথয়-স্বকর-  
 বইয়-বচ্ছে—হারোচ্চয়ে শোভমান বক্ষঃস্থল বাহার । ৬১, ৬৩  
 ওশিয়ট্ট [ অবনিবৃত্ত ] মিলাইয়া যাওয়া । উচ্চলংত-পচ্চোপিয়ট্ট-  
 ভয়মাণ-লোলসলিলং—তরঙ্গ একবার উঠিতেছে, একবার প্রতিনিবৃত্ত  
 হইতেছে, এইভাবে চঞ্চল জল যেখানে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে । ক্ষীবোদ  
 সায়রেব বিশেষণ । ৪৩  
 ওমুয়ই [ অবমুক্তি ] ( পাতুকা ) খুলিয়া ফেলিতেছে । ১৫ ।  
 ওমুইজা—খুলিয়া । ১৫, ১১৬  
 ওয়বিষ—[ পরিক্রমিত ] চঞ্চল । ৩২ । ওবির—পরিক্রমিত ।  
 ১৫, ৬১  
 ওবাল [ উদাব > উলাব > উরাল > ওবাল ] উদাব । ৩, ৫, ৬, ৯  
 ওরোহ [ অবরোহ ] সমাবোহ । ১০২, ১১৫  
 ওলিভ্ৰমাণ [ অবলিহমান ] অবলিহমান, বাহা চাটা বা লেহন  
 করা হইতেছে । ৪২  
 ওবয়ংত [ অবপতন্ ] পডন্ত । ৩৭ ৯৭  
 ওসন্ত [ অবসন্ত ] সংলগ্ন, সংলিপ্ত । ১০০  
 ওসদ্র [ প্রায়েণ ] অনেকাংশে, সা ৫৫, ৬১  
 ওসপ্লিগী [ অবসর্পিণী ] ২, ১৯, ১৪৭  
 ওহি [ অবধি ] ‘অবধি’-জ্ঞান । ১৩৯, ১৬৬, ১৮১, ২১৯  
 ওহীবমাণী [ নিজ্রাতী ] যুগন্ত অবস্থায়, স্বপ্নে । ৩, ৬, ৩১



কংসপাদি [ কাংশ পাডম্ ] কঁসার পাড। ‘পাড’ শব্দ ক্রীতবলিঙ্গ। ‘কন্তা’ অর্থে ‘পাড়ী’ শব্দ আধুনিক, প্রাচীন ভাষায় ছিল না। কিন্তু ভোজনপাড, রন্ধনপাড, জলপাড প্রভৃতি বিশিষ্ট মাপেব পাডকে ‘পাড়িক’ [ জীলিঙ্গে ‘পাড়িকী’ ] ‘স্থানী’, ‘ঘটা’, ‘কলনী’ প্রভৃতির জায় ‘পাড়িকী’ শব্দ অভি পূর্বকালে ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। ‘পাড়িকী’ শব্দ হইতে ‘পাড়ি’ শব্দ উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে। মাপের পাড ‘পাই’ শব্দ বাঙ্গালার প্রচলিত আছে। বন্ধনের পাড ‘পাতিল’ আছে। মূলে আছে ‘কংসপাদিব মুক্ততোএ’ [ কাংশপাড়িকী ইব মুক্ততোয়ঃ ] অর্থাৎ উজ্জল কাংশপাড যেমন ( বৃৎপাড়ের জায় ) জলে আর্দ্র হয় না, জল ফেলিয়া দিলেই শুক হইয়া পড়ে, সেইরূপ মহাবীৰ স্বামীৰ কর্মমুক্ত আত্মায় কোনও প্রকার আগতি বা মালিন্য ছিল না। শুভ বা অশুভ কর্ম বা কৰ্মাসক্তি হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাব কাংশ-শুক আত্মায় যে কর্ম-স্পর্শ বটিয়াছিল তাহা নিঃশেষে বিদূষিত হইল। ১১৮

ককুহ [ ককুদ ] ককুদ, অংসকূট, বাঁড়ের বুঁটি। ‘ককুত’ শব্দ ও ‘ককুদ’ শব্দ ‘পর্বত শিখর’ অর্থে ব্যবহৃত হইত। ‘ককুহ’ শব্দ ‘ককুদ’ শব্দের প্রাকৃত কপ হইলেও ইহাব উপব ‘ককুত’ শব্দের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। ৩৪

ককুডচ্ছ [ ককটাক্ষ ] ককট সদৃশ অক্ষি বাহার। ‘বেল্লিত-ককুডচ্ছ’ [ বেল্লিত-ককটাক্ষম্ ] বেল্লিত অর্থাৎ বক্র ও স্পন্দিত বা ঘূর্ণিত এবং ককট-প্রমাণ অক্ষি অর্থাৎ চক্ষু বাহার সেইরূপ বুঝত। বাঁড়ের চোখ চইটি দেখিতে কঁকড়ার মতো এবং তাহা আবার এদিকে-ওদিকে ঘূঁতেছিল। বুকের তেজস্বিত্ব ও বলবত্তার পরিচায়ক। ৩৪

ককেঅণ [ ককেতন ] রক্ত-বিশেষ। ৪৫

কক্খডে [ কক্খটঃ ] কক্শ ব্যাণার, কাট বাক্যের ব্যবহার, গালাগালি। কডুএ [ কটু ব্যবহার ]। উগ্রতা, বাগারাগি। বিগ্গছে [ বিগ্রহঃ ] বিবাদ, মারামারি। নিগ্রহ্ ও নিগ্রহীবা পরুষণা উৎসবের পব পূর্ব বৎসরের বিবাদাদিব জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ও পরম্পরকে

ক্ষমা করিবে। পূৰ্ব্বশ্রী উৎসবেব পর জৈনদের নব বর্ষ আবন্ত হয়। পূর্ব বৎসরের বাগ-দেব-কলহ-বিবাদ তাহাবা এইদিনে ভুলিয়া যায়। সকলের কাছে তাহাবা ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সকলকে ক্ষমা করে। জ্ঞাত অপবাদেরে জ্ঞান ক্ষমা প্রার্থনা নহে,—অজ্ঞাত অপবাদেরে জ্ঞান সকলের নিকটে ক্ষমা-প্রার্থনা এই দিনেব একটি বিশিষ্ট নিয়ম। শুদ্ধ-চিত্তে, বিমল অন্তঃকরণে পবস্পরের প্রতি আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া তাহাদের নববর্ষের আবন্ত হয়। সা ৫৯

কচ্চায়ণ [ কাত্যায়ন ] একটি গোত্রের নাম। ৫৩

কচ্ছ [ কক্ষ ] কামবা, কক্ষ। ১১৪

কংচণ [ কাঞ্চন ] সোনা। ৪০, ৪১, ৪৪

কটু [ কৃষা ] কৃ+তু=কতু, তৃতীয়ার কতু+আ=কৃষা। দ্বিত'যায় কতু+ম্=কতুম্, চতুর্থীতে কতু+এ=কর্তবে, কতু+ঐ=কর্তবৈ ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ প্রাচীন ভাবাব হইত। কিন্তু সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাবাব কেবল 'কতু' ও 'কৃষা' এই দুইটি রূপ প্রচলিত আছে, অপর-গুলি অপ্রচলিত হইয়াছে। জৈন 'কট্টু' প্রাচীন 'কতু' হইতে আসিয়াছে। এই 'কট্টু' শব্দে কোনও বিভক্তি নাই, এ শব্দটিকে একটি অসমাপিকা ক্রিয়াপদ না বলিয়া কর্মপ্রবচনীয় বলা উচিত। কাবণ 'কৃষা' পদের 'কবিষা' অর্থ 'কট্টু' পদে সর্বত্র পাওয়া যায় না। "তং পি দেবাণংদাএ...কুচ্ছিংসি...সাহাবাবিত্তএ ত্তি কট্টু এবং সংপেহেই"—তাহাকেও দেবানন্দাব কুচ্ছিতে বাধাইতে হইবে এই ভাবিয়া এইরূপে সংশ্লেষণ কবিত্তে লাগিলেন, "ওবালা ণং তুমে... হুমিণা দিট্টু ত্তি কট্টু ভুজ্জা ভুজ্জা অণুবুহই"—বে স্বপ্নগুলি তোমাকে দেখা দিয়াছে সেগুলি নিশ্চয়ই উদার এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ বকিতে লাগিলেন—এ-সকল উদাহরণে 'কট্টু' পদের 'করিয়া' অর্থ খাটে না। আবার "দসণহং মথএ অংজলিং কট্টু"—দশ নখে মাধায় অঞ্জলি বাঁধিয়া বা বন্ধাজলি হইয়া—এই অর্থই সমীচীন। স্মৃতবাং 'কট্টু' একটি কর্মপ্রবচনীয় বা অন্তর্গর্গ নানা অর্থে কারকবিভক্তিব ভ্রায় প্রযুক্ত। ৫, ১২, ৬৬

কট্টকবণংসি [ক্ষেত্রে] কৃষিক্ষেত্রে। কট্ট > কট্ট। কট্ট =  
কৃষিকর্ষেব কবণ = সাধন। কৃষিকর্ষের প্রধান সাধন ভূমি বা ক্ষেত।  
মহাবীর স্বামীর নির্বাণ হয় কৃষিক্ষেত্রে। “ক্ষেত্র-ধাত্তোৎপত্তিস্থানে”—  
সন্দেহ বিরোধধি টীকা। ১২০

কড়ং [কৃত] কৃত। কড়াইং [কৃতানি]। ১২১

কড়গ- [কটক-] মণিবন্ধেব ভূষণ। ১৫

কড়ি- [কটি-] কটি, মধ্য, মাঝ। ৬১

কড়িয়াইং [কটিতানি, কটমুক্তানি] ‘কট’ অর্থাৎ মাদ্রব, চাটাই  
প্রভৃতি সংগ্রহ করা। সা ২

কণগ [কনক] কনক, স্বর্ণ। ৩৫, ৩৬, ৪০, ৪৪, ৬১, ৯০।

কণগ [কণ, কণিকা] কণিকা, অত্যন্ত অংশ। সা ২৭, ৩০  
কণিরা [কণিকা] কণিকা। সা ৪৫

কণগময় [কনকময়] কনকময়, স্বর্ণনির্মিত। ৩৬।

কণীয়স [কনীয়স] কনীয়ান, ছোট। খে\*১।

কণ্টগ [কণ্টক] কণ্টক। ১১৪

কণ্ডরি [কর্তবী] কাঁচি। কণ্ডবি-মুংডে [কর্তবীমুণ্ডিতঃ] কাঁচি  
দ্বাবা ছিন্নকেশ। সা ৫৭

কণ্ডির [কার্তিক] কার্তিক। ১২৪, ১৭১

কথই [কুত্রচিৎ, কুত্রাপি] কোথাও, কোথাও কোথাও। ৪৬, ১১৮

কন্ত [কান্ত] কান্ত, কমনীয়। ৯, ৩৪, ৩৬-৩৮, ৪২, ৭০।

কন্তি [কান্তি] কান্তি। ১১৫

কণ্হ [কৃষ্ণ] কৃষ্ণ। কণ্হ-সহ [কৃষ্ণসত] কুলেব নাম।  
খে\*৭, ১৩।

কপ্প [কল্প] বিধি, বিধান, বিধানগ্রন্থ, স্মৃতি শাস্ত্র। আচাব, নিয়ম।  
১০ ১১৯। সা ৫৭, ৬৩

কপ্পই [কল্যাতে, বিধীয়তে] অনুমোদিত হয়। চলে। বিধিসঙ্গত  
বলিয়া গণ্য হয়। ৯৪ সা ৮, ৯, ১০। কপ্পংতি বহুবচনে। সা ২১-২৫।

কপ্পিয় [কল্পিত] ৬১, ১১০, ১৫৫, ১৭২।

কল্পকক্খয় [ কল্পবৃক্ষক ] কল্পভক । ৬১

কল্পুব [ কর্পূর ] কর্পূব । ৪৩

কল্লড [ কর্বেট ] কর্বেট, কু-নগব, ছোট নগব, ২০০-৪০০ গ্রামের  
বাগিচা-ক্ষেত্র । ৮৯

কয় [ কৃত ] কৃত । ৩৬; ৪০, ৬১, ৬৬, ৯৫, ১০৪ ।

কয় [ কচ ] কচ । ৬১

কয়ংবিন্ন [ কদম্বিত ] অলঙ্কৃত । কয়ংবুয় [ কদম্বক ] কদম্বপুষ্প ।  
৩৬, ৫

কয়ল [ কয়তল ] কয়তল । ৫, ১২, ১৫, ২৮, ৩৬, ৬৭, ৯২

কলিয় [ কলিত ] কলিত, রচিত, যুক্ত । ৩২, ৫৭, ১০০

কল্লং [ কল্যাম্ ] পরদিন । ৫৯

কল্লাণ [ কল্যাণ ] কল্যাণ । কল্লাণগ [ কল্যাণক ] মঙ্গলকর ।  
৩, ৫, ৬, ৭, ৯, ৩১, ৩২, ৪৯, ৬১

কসিগং [ কুৎসন্ম ] কুৎস, সমগ্র । ১, ৩৬, ১২০

কহকহগ-ভূষা [ কথংকথংকারীভূতাঃ ] 'কি হইল কি হইল ?'  
শব্দে শকার্যমান । ৯৭

কাউসঙ্গং বা ঠাণং বা ঠাইত্তএ [ কাষোৎসর্গং বা স্থানং স্বাত্ত্বং  
বা ] কারোৎসর্গের অন্ত উচ্চ স্থানে স্থিত হইতে । কাষোৎসর্গ  
অদেহেব উৎসর্গ—ব্রতের অন্ত বা মৃত্যুর অন্ত । সা ৫২

কাকংদগ, কাকংদিয়, কাকংদিয়া—হবিব-নাম, কুলের নাম,  
শাখার নাম । ধো ৪, ৬, ৯, ১০

কামিড্টি, কামিড্টিয়—হবিরনাম, কুলের নাম । ধো ৬, ৮

কাল, সময়—ভাবতের আধুনিক ভাষাসমূহে এই দুইটি শব্দ  
অভিন্নার্থক । কিন্তু প্রাচীন ভাষায়, বিশেষতঃ জৈন-প্রাকৃত ভাষায় এই  
দুইটি শব্দের অর্থ-বিশিষ্টতা দেখা যায় । অবিরত প্রবহমান নদীস্রোতের  
সহিত অবিরত প্রবহমান কালের সদা-চঞ্চলতা তুলিত হইতে পারে ।  
নৌকার বোঝাই নামাইবার ও উঠাইবার অন্ত নদীতীরে অবস্থিত ঘাটের  
সহিত সময়-শব্দের অর্থ উপস্থিত হইতে পারে । কালের স্রোতেব

সহিত জীবনের স্রোত যখন অভিন্ন-গতিতে যিশিষা যায়, তখন জীব কালগত [ পালি 'কালকত' ] হয়। কাল অনন্ত; সময় বিচ্ছিন্ন। চিঃ প্রবহমাণ কালের ক্ষুদ্রতম অংশকে সময় বলে।

‘ওসপ্পিণী’ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃত সাহিত্যে কাল ও সময় শব্দের ব্যবহারঃ কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি বীমতাম্, ন পুনর্জীবিতঃ কশ্চিৎ কালযর্ম্মমুপাগতঃ। কালঃ কাল্যা ভুবনফলকে ক্রীডতি প্রাণিসারৈঃ। বিলংবিত-কলৈঃ কালং মিনায় স মনোরথৈঃ। কালচক্র, কালসন্ধি, কালগ্রাণ্থি (= বৎসর) কালগ্রাস, কালযাপন, কালান্তিপাত, কালক্লেশ (= স্বর্ঘ), কাল-স্রোত।

সত্যবাদী যুধিষ্ঠির কবেছে সময়।

জন্মোদয় বৎসব যাবৎ পূর্ণ নয়।

ভাবৎ হস্তিনা না আগিবে কদাচন। মহাভারত।

তার সময় হ'য়েছিল, চ'লে গেছে, আর কুঃখ ক'বে কি হবে ?

একি তোমাব মানের সময় ?—সম্মুখে বসন্ত। বাঙ্গালা গান।

“তেনং কালেনং তেনং সময়এণং”—এই পদ-সম্বন্ধের ইংরেজি অনুবাদ থাকোবি করিবাছেন—In that period, in that age বিশিষ্ট ভাব-প্রকাশক ভাবাব অভাবে আমি বাঙ্গালা অনুবাদ করিলাম—“সেই কালে, সেই সময়ে।”

কালগ, কালয [ কালক ] কালকাচার্য। গর্দভিল্ল রাজাব [ ৬১ খ্রীষ্ট পূঃ ] সময়সারথিক। খে°

কাবেমাণে [ কার্যমাণঃ ] কার্যমাণ। ১৪

কাসব [ কাশ্মণ ], স্থবিব নাম, গোত্র নাম, কাসবিজ্জিয়া [ কাশ্মপীয়া ] শাখাব নাম। খে ১, ৩, ৫, ১০, ১২, ১৩

কাসী [ কালী ] কালী, নগববিশেষ। ১২৮

কিচা [ কৃত্তা ] করিয়া। সা ১২

কিংচি [ কিঞ্চিৎ ] কিঞ্চিৎ। সা ৩০, ৪৭

কিট্টিস্তা [ কীর্ত্তিস্তা ] কীর্তন করিয়া। প্রচার্য কবিয়া। সা ৬৩

- কিণ্‌হ [ কৃষ্ণ ] কৃষ্ণ । সা ৪৫  
 কিলংত [ ক্লাস্ত ] ক্লাস্ত । সা ৬১  
 কিবিণ [ কৃপণ ] কৃপণ । ১৭, ১৯  
 কুচ্ছ [ কোৎস ]—গোত্র নাম । খে° ১২, ১৩  
 কুচ্ছ [ কৃষ্ণি ] কৃষ্ণি, গর্ভ । ২, ৩, ১৫, ১৯, ২১, ৪৬, ৯১  
 কুচ্ছা [ কুর্ধাৎ ] কবা উচিত, কবিবে । সা ১৯  
 কুড়ংবিধ [ কুটুধক-কৌটুধিক ] কুটুধ । ৩৬  
 কুণাণা, কুৎসিতনালা, একটি ক্ষুদ্র নদী বা ঝালেব নাম । সা ১২  
 কুণ্ডগুগাম—কুণ্ডগ্রাম, কুণ্ডনগব—২, ১৫, ৬৬ । কুণ্ডপুৰ ৬৫, ১০০  
 কুণ্ডধারিণো [ কুণ্ডধারিণঃ ] ; [ বেগমণ-কুণ্ডধাবিণো "বৈশ্রমণ্ড  
 কুণ্ডম্ আবজ্ঞতাং ধাবয়ন্তি যে তে তথা" টীকাকাব । "আজ্ঞাং ধারয়তি"  
 —মাকোবি । ] কুবেবেব আজ্ঞাপালনকারী ভূত্যগণ । ৮৯, ৯৮  
 কুণ্ডল [ কৌণ্ডল ]—গোত্রনাম । কোণ্ডিল ( ? ) । খে ৮  
 কুসু—১৭শ তীর্থকর, ১৮৪ । কুসু—অতি সুন্দর প্রাণী । ১৩২, সা ৪৪  
 কুংহুদক—হুগদ্ধ দাহ পদার্থ । ৩২, ৪৪, ৫৭, ১০০  
 কুবেব—হবিব নাম । খে ১১ । অজ্জকুবেবা শাখা । খে ১১  
 কুমুদ [ কুমুদ ] কুমুদ । ৩৮, ৪২  
 কুম [ কূর্ষ ] কূর্ষ, কচ্ছপ । ৩৬, ১৩৮ ।  
 কুকবিন্দাবত [ কুকবিন্দাবর্ত ] ভূষণ বিশেষ । ৩৬  
 কুলগব [ কুলকব ] কুলকর্তা । ২০৬  
 কুব [ কৃপ ] কৃপ । ৫, ৮, ৪৭  
 কেই [ কশ্চিৎ, কোহপি, কেচিৎ, কেহপি ] কেহ, কিছু । ১১৭, সা  
 ৩৮ ৩৯, ৫২  
 কেউ [ কেতু ] কেতু, পতাকা, প্রদান । ৫১, ৭৯  
 কেউব [ কেযুব ] কেযুব, বাহুভূষণ ১৫  
 কেবইয় [ কিয়ৎ ] কিয়ৎ পরিমাণ । সা ১৮  
 কেশ [ কেশ ] কেশ । কেশহথ [ কেশপাশ ] কেশগুচ্ছ । ৩৬ ।  
 সা ৫৭

কোউষ [কৌতুক] কৌতুক = বিহ্ব-বিনাশেব অন্ত মঙ্গল বস্তু স্পর্শ  
বা ধারণ। “কৌতুকানি মাষতিলকাধীনী”। ৬১, ৬৫, ৯৫, ১০৪

কোজ্জা [কুজ্জা] পুষ্পবিশেষ। ৩৭

কোট্টম [কুট্টম] কুট্টম, মেঝে, মর্ম্মব প্রান্তবাদি রচিত স্থান। ৬১

কোট্টবাণী—একটি শাখাব নাম। ৬৬

কোট্টাগাব [কোষ্ঠাগাব] ভাঙাগাব, ভাঙাব। ৯০, ৯১, ১১২

কোভাকোভী—কোটি কোটি ২২৮। কোডি—কোটি ১৮৭,

১৯৫-২০৩

কোডাল—গোত্র নাম। ২, ১৫

কোডিন্ন [কৌণ্ডীন্ড] গোত্রনাম। ১০৯। —হুবিব নাম। ৬৬

কোবিংট—পুষ্পের নাম। ৬১ কোবিংটগন্ত [কোবিংটগন্ত] ঐ  
পাতা। ৩৭

কোস [কোষ] কোষ। ৯০, ৯১, ১১২। কোস [ক্রোশ]।  
সা ৯-১৩

কোসংবিয়া [কৌশাংঘিকা] একটি শাখাব নাম। ৬৬

কোসলগ [কোশলক] কোশলদেশীয়। কাসী-কোসলগা = কাসী  
ও কোশল দেশেব। ১২৮

কোসলিএ [কোশলিকঃ কোশলীয়ঃ] কোশলদেশীয়। ২০৪-২২৮

কোসিষ [কৌশিক] গোত্র নাম। ৬৬ ৪, ৬, ১১, ১৩

কোহ [ক্রোধ] ক্রোধ। ১১৮

খগুগি [খড়্গী] গণ্ডাব। ১১৮

খচিয় [খচিত] খচিত। ৫৯

খস্তিয় [কজ্রিয়] কজ্রিয়। ১৮, ২১, ২৭-৩২। খস্তিয়াণী [কজ্রিয়াণী]

২১, ২৭-৩২

খংত [ক্ষান্ত] ক্ষান্ত। খংতি [ক্ষান্তি] ক্ষমা। ১২০। খংতি-  
খমে, ক্ষান্তিকম ১০৮

খংধ [ক্ষদ্ধ] ক্ষদ্ধ। ৩৫

খমাসমণে, ক্ষমাস্রমণ। ৬৬ ১৩

খয় [ ক্ষয় ] ক্ষয় । ২

খবমুহী [ খবমুখী ] বাদ্যবিশেষ । “খরমুখিকাঃ কাহলাঃ ।” ঢকা ।

১৪, ১০২, ১১৫

খাইম [ খাদিমা ] খাদ্য । ১০৪ । সা ৪০

খামিজ্জা [ ক্ষমেত ] ক্ষমা কবিবে । সা ৫৯ । খমিয়বৎ খমাবিসবৎ  
ক্ষমা কবিবে, ক্ষমা কবাইবে ।

খায় [ খাত ] খাত । সা ২

খিত্ত, খেত্ত [ ক্ষেত্র ] ক্ষেত । ১১৮

খিগ্গং [ ক্ষিগ্গম্ ] ক্ষিপ্রা, দীপ্ত । ২৬, ২২, ৫৭, ৬৪

খীব [ কীব ] কীব । ৩৩, ৩৫, ৩৮, ৪৩ । সা ১৭

খুড্ড [ কুদ্র ] শিষ্য । সা ২০ । খুড্ডএ বা খুড্ডিয়া বা [ কুদ্রকো ] বা  
কুদ্রিকা বা [ কুদ্র বা কুদ্রা । শিষ্য অর্থে কুদ্র এবং শিষ্য অর্থে কুদ্রিকা  
শব্দের ব্যবহার হইয়াছে । সা ৩৮

খুব-খুংডে [ কুব মুণ্ডিত ] কুব দ্বাবা মুণ্ডিত । চাঁচা মাথা । সা ৫৭

খেড [ খেট ] ধূলি প্রোকারোপেত নিকব স্থান । ৮২

খেল [ খেলয়ন্ ] খেলয় । ১১৮

খোমিয় [ কোমিক ] কোম । বেশমী । ৩২

গই [ গতি ] গতি । কর্মফলে অর্জিত অবস্থা । চাবিগতি : দেবগতি,  
মহুয়গতি, তিব্বগুগতি ও নরকগতি । গতিব নামান্তব নামকর্ম । —গমন ।  
গয়গতি, গজগতি । ৫, ১৬, ২৮, ১১৮, ১২১, ১৪৫

গইংদ [ গজেন্দ্র ] গজেন্দ্র । ৩৬

গংগাবস্ত [ গঙ্গাবত ] ‘গঙ্গাবত’ নামক আবত বিশেষ । ৪৩

গঙ্কিয় [ গঞ্জিত ] গর্জন । ৩৩, ৪৪

গণগ [ গণক ] গণক । ৬১

গণনায়গ [ গণনায়ক ] গণনায়ক । ৬১

গণবাষাণো [ গণবাজ্ঞানঃ ], গণতান্ত্রিক রাজাবা । ১২৮

গণহব [ গণধব ] গণধব । “গণধবঃ তীর্থকুচ্ছিয়াদিঃ” । তীর্থকবেব  
শিষ্যোব গণধব । গণধব সংখ্যা একাদশ । [১] ইন্দ্রভূতি গোঁড়ম,



[২] অঘ্নিত্তি গৌতম, [৩] বায়ুত্বিত্তি গৌতম, [৪] আৰ্যবাক্ত, [৫] আৰ্যবৃত্তম্, [৬] মণ্ডিকপুত্র, [৭] মৌৰ্যপুত্র, [৮] অকম্পিত, [৯] অচলভ্রাতা, [১০] মৈত্রীৰ্ষ ও [১১] প্রভাস। সা ৪৬

গণাবচ্ছেদয় [ গণাবচ্ছেদক ] [ যঃ সাধুন গৃহীত্বা বহিঃ ক্ষেত্রে আস্তে গচ্ছার্থম্ ; ক্ষেত্রোপধিমার্গাদৌ প্রধাবনকর্তা সূত্রার্থোভয়বিৎ ; যং বা স্পর্ধকাধিপতিত্বেন সামান্য সাধুন অপি পুৰস্কৃত্য বিহবতি । ] গণাবচ্ছেদক। সা ৪৬

গণিয়—একটি কুলেব নাম, খে° ৮

গণিয়া [ গণিকা ] গণিকা। ১০২

গণী [ গণী ] গণী। [ যস্য পার্শ্বে আচার্য্যঃ সূত্রাদ্যভ্যাস্যন্তি, গণিনো বাহন্তে আচার্য্যঃ সূত্রাদ্যর্থম্ উপসম্পন্নঃ । ] আচার্য্যগণের শিক্ষক গণী। সা ৪৬

গন্ত [ গাত্র ] গাত্র। ৬১

গংথ [ গ্রন্থ ] গ্রন্থ। ১১৮

গংথবট্টি [ গন্ধবর্তিঃ ] গন্ধবর্তিক। ৩২, ৫৭, ১০০। গংগি [ গঙ্গী ] ৩৭

গংথবর [ গন্ধর্ব ] গন্ধর্ব। ৪৪

গংথংথ — গন্ধহস্তী। ১৬

গব্ভ [ গৰ্ভ ] গৰ্ভ। গব্ভ [ গৰ্ভত্ব ] গব্ভত্ব = গৰ্ভত্ব। ১, ২, ৩, ১৫, ২২, ২৪

গব্ভগাও গব্ভঃ [ গৰ্ভঃ গৰ্ভম্, গৰ্ভাৎ গৰ্ভাস্তবম্। গৰ্ভ > গব্ভ। গব্ভ + অ.ও = ব্ভগাও। গব্ভ + অং = গব্ভং। দেবানন্দায় গৰ্ভাৎ ত্রিশলায়া গৰ্ভম্। ] ব্রাহ্মণী দেবানন্দায় গৰ্ভ হইতে কত্রিয়ানী ত্রিশলায় গৰ্ভে ( প্রবেশ )। ১

গয় = গয়। ৪, ৩৩, ৩৬

গয় = গত। ৫, ২২, ২৬, ১১০ সা° ৬৪

গলিয়—গলিত। ৩৩, ২০, ২৪

গবেসিতএ—গবেষণা কবিবাব জন্ত। সা° ৬৯

গব্ধিয়—গব্ধিত। ৪২

গহ—গ্রহ । ৬১

গহণ—গ্রহণ । সা° ৬৩

গহিব—গৃহীত ৩৬, ৭৩ সা° ৩৬

গহির [ গভীৰ ] গভীর, গভীর । ৩৮

গাম [ গ্রাম ] গ্রাম । ৮২, ১১৮, ১১৯ । গামাগুগাম [ গ্রামানু-  
গ্রাম ] গ্রামে গ্রামে । সা ৪৭

গায় [ গাজ ] গাজ, গা । ৬০ [ অনাদি 'জ' বর্ণ কচিৎ লুপ্ত হয় এবং  
য়-শ্রুতি প্রভাবে লুপ্তি স্থানে কচিৎ য-বর্ণের আগম হয়; যত্ন>হ্রস্ব  
( বিকল্পে 'হ্রস্ব' ); চবিজ > চরিউ, চবির ( বিকল্পে চবিজ ); গাজ  
> গায় ( বিকল্পে 'গজ' ); বাজ > বাঅ ( 'স-বীসই-বাজ' সা ১ );  
রাজিদিবানাম > বাইদিবানাম, একরাজিক > এক রাইয়; কংস-  
পাৰ্জ < কাংসপাজী,-পাজিকী ]

গাহাবই [ গৃহপতি ] গৃহস্থ । ১২০ । সা ২০

গিমূহাণ চউখে মাসে [ গ্রীষ্মাণ চতুর্থে মাসে ] গ্রীষ্মেব চতুর্থ  
মাসে । জৈনদিগের বৎসবে তিন ঋতু; হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা । চারি  
মাসে এক ঋতু । চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম ঋতু । গ্রীষ্মের  
চতুর্থ মাস আষাঢ় মাস । প্রতি মাসে দুই পক্ষ : শুদ্ধ ( শুক্ল ) ও বহুল  
( কৃষ্ণ ) । ] গ্রীষ্মের চতুর্থ মাসে অর্ধাৎ আষাঢ় মাসে । ২

গিরা [ গীঃ ] বাক্য, বাণী । ৪৭

গিলাগল [ গ্লান্য ] 'গ্লান' শব্দ রোগী অর্থে ব্যবহৃত । বোগীব ।  
সা ১৮

গিহ [ গৃহ ] গৃহ । গিহি [ গৃহী ] গৃহী । গিহথ [ গৃহস্থ ] ২, ৮,  
৮২, ১১২, ১৫৭ । সা ১৯

গুণসিলয় [ গুণশিলক ] গুণশিলক নামক চৈত্য । রাজগৃহের একটি  
চৈত্যেব নাম গুণশিলক । সা ৬৪

গুস্ত [ গুপ্ত ] গুপ্ত । ৯২, ১১৩ । গুস্ত [ গোস্ত ] গোস্ত । গুস্তি—  
গুপ্তি । ১২০

গুস্তিয় [ গুপ্তিক ] বক্ষক । ৯৯

শুঙ্গমাণ [ শুণ্যৎ, ব্যাকুলীভবৎ ] ব্যাকুলান্নমান । ৪৩

শুমশুমায়ত্ত [ শুমশুমায়মাণ ; সম্ভবৎ ধ্বনৎ ] শুম শুম ধ্বনি করিতে  
কবিত্তে । ৩৭

শুহিব [ গম্ভীর ] গম্ভীব । ৩৮

গেবিজ্জ [ গ্ৰৈবেয় ] গ্ৰৈবেয়, গ্রীবার হার । ৬১

গোন্ন, গুন্ন [ গোণ ] গোণ, গুণেব বোণ্য । ৯১, ১০৭

গোন্ত [ গোত্র ] গোত্র । ২, ১৯, ২১, ৮৯, ১০৭, ১০৮ । থে

গোদোহিয়া [ গোদোহিকা ] গোদোহনকাল । ১২০ ।

গোয়ব [ গোচর ] গোচব । সা\* ২০

গোলীস [ গোশীর্ষ ] গোশীর্ষ, চন্দন-বিশেষ । ৬১, ২০০

ঘট্ট [ যুট্ট ] যুট্ট । ৩২ । সা ২

ঘড [ ঘট ] ঘট । ১০০

ঘণমুইংগ [ ঘনমুদল ] ঘনমুদল, খোল । ১৪ ।

ততং বীণাদিকং জ্ঞেয়ং বিততং পটহাদিকম্ ।

ঘনং তু কাংস্যতালাদি বংশাদি শুধিরং যতম্ ॥

ঘাটিন [ ঘাটিক ] ঘাটিক, ঘটাবাদক । ১১৩

ঘর [ যুত ] যি । ৪৬

ঘব [ গৃহ ] ঘর । ৩২, ৬১, ১১৮ । সা ২৭

ঘোলংত [ ঘূর্ণায়মান. ইতন্ততো জয়ৎ ] ঘূর্ণায়মান । ১৫

ঘোল [ ঘোষ ] ঘোষ । ৩০, ৪৪, ১১৪

চইতা [ চ্যুতা ] চ্যুত হইয়া । ১, ২, ১৪৯, ১৭১ । চইসুসামি । ৩

চউক [ চতুর্ক ] চতুর্ক, নগরচতুর্ক, পার্ক । ৮৯, ১০০

চউগমণ [ চতুর্গমন, চতশ্রো দিশঃ ] চাৰিদিক । ৪৩

চউত্তীসইম [ চতুর্জিংশ ] ৩৪শ । চউথ [ চতুর্ষ ] চতুর্ষ । চউদস,

চউদস [ চতুর্দশ ] চতুর্দশ । চউপন্ন [ চতুঃপঞ্চাশৎ ] চুয়ান্ন । চউমুচ,

চউমুহ [ চতুর্মুখ ] চৌমাখা । চউরাসীহিং [ চতুর্দশীতি ] চৌরাশি,

চুরাশি । চউসট্টিঃ [ চতুঃষষ্টি ] চৌষষ্টি । চউরাসীহীন—চতুর্দশীতিভঙ্গ ।

চউ-ভংগো [ চতুর্ভঙ্গঃ ] চারি সংখ্যা অভিক্রম করা ( চাই ) । চারি-

জন পর্বন্ত একত্রাবস্থান নিষিদ্ধ। চারিজনের অধিক যদি কোনও পঞ্চম ব্যক্তি থাকে বা আবণ্ড অনেক ব্যক্তি থাকে, তবে গুরুত্ব জাতি ও নারী জাতির একত্র অবস্থান চলিবে। নতুবা চলিবে না। সা ৩৯

চক্র [চক্র] চক্র। ৩৬। = চক্রবাক। ৪২। চক্রবট্ট [চক্রবর্তী] চক্রবর্তী। ১৬, ৭৪. ৮০ চক্রহর [চক্রধর] চক্রধর। ৭৪। চক্রিয় [চাক্রিক, চক্রপ্রহরণাঃ, কুস্তকার - তৈলিকাদয়ো বা] চাক্রিক। ১১৩।

চক্রিয়া [চক্রিকা, চাক্রিকা] পাক, ক্ষেব, বেড়। নদীৰ বেড়; নদী বেথানে বক্রভাবে অধর্মগুলাকাবে চলে, সেই স্থান। ১১৩, সা ১২, ১৩।

চক্রু [চক্ৰুঃ] চক্ৰু। ১৬, ১৩২। সা ৪৪।

চক্খু-ফাসং [চক্খুঃ-স্পর্শম্] চোখের স্পর্শে আসা, দৃষ্টিমধ্যে আসা, চোখে ধরা পড়া। "চক্খু-ফাসং হসম্ আগচ্ছই" = সহজেই চোখে পড়ে। ১৩২, সা ৪৪

চংকম্মাণ [চংকম্মাণ] জাম্মাণ। ৩৮

চচব [চচর] উঠান। ৮৯, ১০০

চত্তারি [চত্তারি] চাবি। ৭৭, ১৪৩, ১৭৯। খে ৫, ৭। সা ২৬, ৬২। চত্তালীসং [চত্তারিসং] চল্লিশ। ১৭৭।

চংদ [চঙ্গ] চঙ্গ, চাঁদ। ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪৩, ৯৬, ১০৪, ১১০, ১১৮। চংদ = চঙ্গ : বৎসর বিশেষের নাম। মহাবীর স্বামীর নির্বাণ দিনে দ্বিতীয় 'চঙ্গ' সংবৎসর ছিল। ১২৪

চংদণ—চন্দন। ৬১, ১০০, ১১৯

চংদণা [চন্দনা] আর্বা চন্দনা। ১৩৫। চন্দনা হু'জন : [১] বৈশালী-রাজ চেষ্টেকর কত্তা। ইনিই মহাবীর স্বামীর 'অজ্জিয়া সংপবার' 'পামোক্খা' বা প্রধান ছিলেন। [২] চম্পার রাজা দধিবাহনেন কত্তা 'চন্দনা'ও এই সময়ে আর্বিকা সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া পানোক্খবু লাভ্য করিয়াছিলেন।

চংদপত্তা [চঙ্গপ্রভা] ব্যক্তিনাম। ১১৩।

চংদপহ [চঙ্গপ্রভ] অষ্টম ভীর্ষকব। ১২৭

চংপগ [চম্পক] চাপা। ৩৭

চন্দ্ৰ [ চৰ্ম ] চৰ্ম । ৬০

চয় [ চ্যব ] চ্যবন, পতন । ২, ১৪৯, ১৭১ । চয়মাণ [ চ্যবমান ]  
পতনশীল । ৩ । চব্ধ [ চ্যবন ] পতন । ১২১

চরিত্ত [ চবিত্ত ] চবিত্ত । বিকল্পে ‘চবিত্ত’, ‘চবিত্ত’ । ১১৪, ১২০ ।  
থে ১৩ ।

চলমাণ [ চলমান, চলৎ ] চলন্ত । ৯৪, ১৩২, সা ৪৪

চলিষ [ চলিত ] চলিত । ৪৩

চবল [ চপল ] চপল । ১৫, ২৮, ২৯

চাউরুংত [ চাতুরন্ত ] চতুঃসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত । “ধর্মবব চাতুরন্ত  
চক্রবর্তিভাঃ । জয়ঃ সমুদ্রাশ্ চতুর্ধো হিমবান্ এতে চহ্মারঃ পৃথিব্যা  
অস্তাঃ । তেহু ভবাঃ স্বামিতয়েতি চাতুবস্তাঃ । তে চ চক্রবর্তিনঃ ।  
ধর্মেনু ববঃ শ্রেষ্ঠো ধর্মবরঃ । তত্র বিষয়ে চাতুবস্ত-চক্রবর্তিনঃ ইব ধর্মবর-  
চাতুরন্ত-চক্রবর্তিনঃ ।” ১৬, ৮০ ।

চাউলোদগ [ তত্তুলোদক ] চাউল ধোয়া জল । সা ২৫ । চাউলোদগ  
[ তত্তুলোদন ] ভাত । সা ৩০-৫৫ ।

চামীকর—সোনা । চমীকর—স্বর্ণখনি । চমীকরে প্রাপ্ত বস্ত  
চামীকর । ৩৩

চিচ্চা, চেচ্চা, চেচ্চা [ ত্যক্তৃ ] ত্যাগ কবিয়া । ১১২ । সচ্চ, অমচ্চ  
প্রভৃতিতে ত্য > চ্চ । এখানে প্রথমাংকবে ত্য > চ্চ > চ্চ । ত্যক্তৃ >  
চচ্চ > চিচ্চ > চেচ্চ । চেচ্চ + স্বা = চেচ্চা । চিচ্চ > চিচ্ + স্বা = চিচ্চা,  
চেচ্চা ।

চিত্ত [ চিত্ত ] চিত্ত । ৫, ৫০ । চিত্ত [ চিত্ত ] চিত্ত । ১৪, ৩২, ৩৭,  
৪২, ৪৪, ৪৮, ৬১, ৬৩ । চিত্ত, চেষ্ট [ চৈচ্চ ] চৈচ্চ । ৯, ১১৫, ২১১ ।  
চিত্তা [ চিত্তা ] চিত্তা । ১৭১, ১৭৪, ১৮২ । চিত্তিয় [ চিত্তিত ] চিত্তিত ;  
চিত্ত-খচিত । ৩২

চিংতিয়—চিস্তিত । ১৬, ৯০

চিষন্ত [ ত্যক্ত ] ত্যক্ত । ১১৭ । ত্যক্ত > জ্যক্ত > চিযক্ত > চিযচ্ ।  
চিযচ্ + ত = চিযন্ত ।

চুএ [চ্যভ:] চ্যভ, পতিত, অবতীর্ণ। ১

চুচ [চূৰ্ণ] চূৰ্ণ। ৩২, ২৮

চৈহ [চৈভ্য] চৈভ্য। জৈনমন্দিরকে চৈভ্য বলে। প্রস্তর  
স্থাপ, প্রস্তর-বেলী বা প্রস্তর-নির্মিত মন্দির ও প্রাঙ্গণ লইয়া চৈভ্য।  
১২০, সা ৬৪

চেড় [চেট] চেট। ৬১

চেব [চৈব] -ই। ১২, ৩৪, ৩৭, ৪১, ২৪ সা ৩২, ৬৪

চোকথ [চোক] চোক, পবিত্র, চতুৰ, প্রসন্ন। ১০৫। বিক্রেত চুকথ।

চোকল [চতুর্দশ] চতুর্দশ। ৩, ৪, ১০৪, ১৩৮। চোকলগুহ।  
৪২, ১৪। গুহি। ১৩৮। বে ২।

চোবট্টা [চতুঃপাঠ] চৌপাঠ। ২১১

ছ [বট্] ছ। ১২২। ছর [বট্ চ] এবং ছর। বে ৭।  
ছদাসিঞ [বাগদাসিক:] বাগদাসিক। সা ৫৭। ছতীস [বট্‌ত্রিশং]  
ছত্রিশ। ১৩৫, ১৪৭, ১৭১, ১৭২। ছট্ট [বট্] বট্। ১০, ১০৪,  
১১৬, ১২০, ১৪৭। বে ৭। ছট্টা [বট্] বট্। ২। ছাতালীস  
[বট্‌চত্বারিংশং] ছেচত্রিশ। ১২০। ছপ্প [বট্‌গণ] বট্‌গণ, ভূদ।  
৩৭

ছউমৎগ [ছরৎগ] অজ্ঞতাস্থ ভিক্স দ্বারা। ছদ=অজ্ঞতার  
আবরণ। সা ৪৪-৪৫

ছের [ছেক] নাগরিক, শিক্ষিত নৈপুণ্যবৃত্ত, অভিজ্ঞ। ২৮,  
২২, ৩০

জইহ [জরিক] জরী, জরজুক্ত। ২৬

জউরোচ [বজুর্বেদ] বজুর্বেদ। ১০।

জচ [জাত্য] জাত্যভ, অবিন্যস্ত। ৪০, ৪১, ১১৮। জচকদল  
[জাত্যকদল] জাত্যভ পদ। ৩২। জচজগ [জাত্যজগ] উৎকৃষ্ট  
অস্ত্র, "নির্মিত অস্ত্র"। ৩৬

জণবহে [জনগণ] জনগণ। ২০, ২১, ১১২।

জৎ [বহ] বহ, যেখানে। সা ১১, ১২, ১২।

জমগ [যমক] বাঙবিশেষ। ১০২

জংবুদীব [অম্বুবীপ] অম্বুবীপ। ২, ১৫, ২৮

জংভগ [জুভক। তিব্বৎ-লোক-বাসিনো দেবা জুভকাঃ] জুভক,  
তিব্বৎলোকাধিবাসী। ৮৯, ৯৮। জংভিয়গাম [জুভিকাগ্রাম] গ্রামেব  
নাম। মহাবীবেব সিদ্ধিস্থান। ১২০

জন্ম [জন্ম] জন্ম। ১২৯, ১৩০। জন্মণ [জন্ম] জন্ম। ১৯, ৯৯,  
১৫৪।

জয়া [যদা] যখন। ৯১, ১০৭, ১৩১

জলজলিংত [জাজল্যমান] জল্ জল্ করা। ৩৬। জলণ (জলন)  
জলন। জলংত [জলৎ] জলন্ত। ৪২, ৪৪, ৪৬, ৫৯, ১১৮

জলব [জলদ] জলদ। ৩৬।

জলহব [জলধর] জলধর। ৩৩, ৩৪

জল্ল—জল্লা ববত্রাখেলকাঃ, বাজঃ স্তোত্রপাঠকা ইত্যন্তে। শরীর  
মল্ল। ১০০, ১১৮

জবণিয়া [যবনিকা] পবনা। ৬৩, ৬৯

জবোদগ [যবোদক] যবের জল। সা ২৫

জসবদে—যশোবতী, যশস্বতী ১০৯। জসংস—যশস্ত, ১০৯।  
জসোয়া—যশোদা। ১০৯

জসবার [যশোবাদ] যশোবাদ, জুতি, গ্রন্থংসা। ৯০

জহা [যধা] যধা।

জাই [জাতি] জন্ম। ১৮, ১২৪, ১৪৭। —পুষ্পবিশেষ। ৩৭

জাএ [জাতঃ] জাত হন, জুটিষ্ট হন। ১, ৯১, ১০৭, ১১৮।  
জুজাব [জুজাত] জুজাত। ৯, ৩৫, ৩৩, ৭৯, ১১৮

জাগবিস্ত্রএ [জাগবিতুম্] জাগিতে। সা ৫১। জাগবিষা [জাগ-  
বিকা, জাগর্ঘা] জাগবণেৎসব। ৫৫, ১০৪। সা ৫১।

জাণবয় [জানপদ] জনপদবাসী। ১০২

জাণিয়কাইং, পাসিয়কাইং, পডিনেহিয়কাইং [জাতব্যানি, জটব্যানি,  
প্রতিলেখিতব্যানি।] ইন্দ্রিষ সাহায্যে অনুভব করা বা জানা চাই,

চক্ষু দ্বারা দেখা চাই, হৃদয়ঙ্গম কবিতা মনেব পটে আঁকিয়া লওয়া চাই।  
সতর্ক ইন্দ্রিয়, মনোযোগ ও বিচারশক্তি প্রয়োগে প্রণিধান করিয়া দেখা  
চাই। সাং ৪৪-৪৫

জাব [ যাগ ] যাগ। ১০৩

জায় [ জাত ] জাত। ১, ৯, ৩৫, ৭৯

জায়কন্ম [ জাতকর্ম ] জাতকর্ম। ১০৪

জায়ক্লব [ জাতক্লব ] জাত্যবর্ণ, বিমল। ২৪

জাল [ জাল ] জাল। ৬১।—[ জাল ] জাল। ৩৬, ৪৬

জাব [ যাবৎ ] যাবৎ, যে পর্য্যন্ত। পুনরুক্ত বাক্য, বাক্যাংশ বা  
বাক্যসমূহের সবপদগুলি লিখিত হয় না। যে পদের পববর্তী পদগুলি  
লোপ কবা হয় তাহার পরে ‘জাব’ পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন : ইমে  
এয়ারবে ওবালে জাব সসিসরীএ চোদঙ্গ মহাঅঙ্গিণে—এখানে ওয় স্ত্র  
হইতে পূর্ববাক্যটি পূরণ করিয়া লইতে হইবে। ‘ওবালে জাব সসিসরীএ’  
মানে ‘ওবালে’ হইতে ‘সসিসরীএ’ পর্যন্ত। ‘বরও’ [বর্ণ, বর্ণক] শব্দ স্তম্ভব্য।

জাবয়াগং—বীহাব। অব লাভ কবিরাজেন তাঁহার। ‘জিন’, বীহাব।  
অয়লাভ কবাইয়া দেন তাঁহার। ‘জাবব’। ‘জয়’ এই শব্দের উদ্ভব ‘আপি’  
প্রত্যয় যোগে সম্ভাব্য নাম ধাতু = √জয়াপি। তাহার সম্ভাব্য রূপ  
\*জয়াপতি, ইত্যাদি। জয়াপয়তীতি = ‘জয়াপয়ঃ’। পচাদ্যচ্ প্রত্যয়যোগে  
নিপাত, = জয়াপয় > \*জয়াবয় > জাবয়। ১৬

জাম্বয়ণ—বক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ, জবা, জপা। ৫৯

জিমিয় [ জিমিত ? ভুক্ত ] ভুক্ত, ভোজন। জিমিব-ভুক্তভুতবাগয়া...  
সবাণা—জিমিত ও ভুক্ত [ ভুক্তি, ভোজন ] হইয়া গেলে তাঁহার।  
আসিয়া। আহাব, আচমন ও পুনবাচমন করিয়া। ১০৫।

জিন্ন [ জিত ] জিত। ১৬, ৬০, ১১৪

জিন্ন—আচাব। তং জিন্নং এষং—তাই আচাব ( ব্যবহার ) ইহাই ;  
অর্থাৎ ইহাই হওয়া উচিত। ২১

জীষ কল্পিয় [ জীতকল্পিক ] ‘জীত’ অর্থাৎ চিত্তাচরিত প্রথার ‘কল্প’  
বীহাব। তাঁহাব। জীতকল্পিক। ১১০, ১৫৫, ১৭২



জীবন্ত [ জীব্য ] জীবন্ত, জ্যাস্ত । ২৪

জীবিয় [ জীবিত ] জীবিত । ৮৩, ১১১, ১১৯

জীহা [ জিহ্বা ] জিহ্বা । ৩৫

জুগ [ যুগ ] যুগ । ১৪৬

জুগল [ যুগল ] যুগল, ৩৬

জুয় [ যুগ ] । ১০০ । জুব [ যুগ ] যুগ । ২০৯

জুগা-জুসিএ—জুগা অর্থাৎ সেবা, জুসগ অর্থাৎ অভ্যাগ কবিষাছে যে সে ‘জুগা-জুসিএ’ । সংস্কৃত জুব্ বাতুব অর্থ ইচ্ছা কবা, ভোগ কবা, লভ্ কবা, অভ্যাগ করা ইত্যাদি । টীকাকার জুগা মানে সেবা এবং জুসিএ মানে ক্ষপিত-শব্দবঃ লিখিষাছেন, কিন্তু সম্মেখনা [ অন্ন-পান ত্যাগ করিষা বৃত্ত্য ববণ ] একটি ব্রত । স্ততরাং জুগা মানে ব্রত । “সংলেহণা-জুগা-জুসিএ” এই সমস্ত পদটির অর্থঃ সম্মেখনা-ব্রত-অভ্যাগ-কাবী । সা ৫১

জুহিরা [ যুথিকা ] যুথিকা, জুইফুল । ৩৭

জে সে [ বঃ সং, যঃ অসৌ ] সেই যে ।

জোইস [ জ্যোতিস্ ] জ্যোতিব । ৩৮, ৩৯ । জোইস [ জ্যোতিষ্ক ] জ্যোতিষ্ক । ৯৯

জোঈবস [ জ্যোতীবস ] জ্যোতীবস, একটি রত্নের নাম । ২৭

জোগ [ যোগ ] যোগ । ২, ৪৬, ৯৬, ১১৬, ১২১

জোগ্গ [ যোগ্য ] যোগ্য । ৬০

জোয়গ [ যোজন ] যোজন । ২৭, ২৯ । সা ৯-১৩, ৬২

জোবগগ [ যৌবনক ] যৌবন । ১০, ৫২, ৮০

ঝয় [ ধ্বজ ] ধ্বজ । ৪, ৩৩, ১০০

ঝল্লরী—বাঞ্চযন্ত্র বিশেষ । ১০২, ১১৫

ঝাণ [ ধ্যান ] ধ্যান । ৯২, ১১৪

ঝাণন্তবিয় [ ধ্যানান্তবিত ] ধ্যানান্তবিত । ১২০, ১৫৯

ঝিন্নাই [ ধ্যাষতে ] ধ্যান করে । ৯২

ঠবেই [ স্থাপয়তি ] ষোয়, স্থাপন কবে । ৬৯

ঠাই [ স্থায়ী ] স্থায়ী । ১২৯, ১৩০ ।

ঠাইতএ [ স্থাতুন ] থাকিতে । সা ৫২

ঠাণ [ স্থান ] স্থান । ১৬, ৩৬, ৮৯ । সা ৫২

ঠাবেই [ স্থাপয়তি ] স্থাপন করান । ১১৬

ঠিই [ স্থিতি ] স্থিতি । স্থষ্টি, স্থিতি, লয়,—এই তিনটি ক্রমের  
মধ্যমটি । ২, ১২১, ১২৯, ১৩০, ১৪৫ ।

ঠিই-পড়িয়া [ স্থিতি পতিভা (?)—স্নাকোবি । ]

‘পড়িয়া’ শব্দ দুই প্রসঙ্গে পাণ্ডুরা গিয়াছে : (১) ঠিই পড়িয়া,  
(২) পিণ্ডবান্ন-পড়িয়া ।

লিঙ্কে রায়া.....মহয়া ইচ্ছা.....দসদিবসং ঠিইপড়িয়ং কবেই ।  
১০২ [ সিদ্ধার্থ রাজা মহা ঋদ্ধির সহিত দশ দিবস স্থিতিপ্রতীজ্যা  
করিলেন । ] দসাহিয়াঐ ঠিইপড়িয়াঐ বটুমানীঐ সইঐ য় সাহসূসীঐ য়  
লয়-সাহসিসঐ য় জাঐ য় ভাঐ য় মলমাণে য় দ্বাবাবেমাণে য় বিহরই ।  
১০৩ । [ দশ-দিন-ব্যাপিনী স্থিতি প্রতীজ্যা কালে শত শত, সহস্র সহস্র  
লক্ষ লক্ষ যাগ, দায় ও ভাগ দান করিয়া এবং দান করাইয়া বিহার  
করিলেন । ] মহাবীরস্ন অশ্বা-পিরো পদমে দিবসে ঠিই-পড়িয়ং  
কবেতি । ১০৪ । [ মহাবীরের স্নাতাপিতা প্রথম দিবসে অর্থাৎ  
জন্মদিবসে স্থিতি প্রতীজ্যা করিলেন । ] এই তিনটি বাক্যের প্রসঙ্গ  
হইতে বুঝা যায় যে ‘ঠিই-পড়িয়া’ পুণ্ড্র-জন্মকালীয় অনুষ্ঠান বা উৎসব  
বিশেষ । জৈন গৃহীদের জন্ম নির্দিষ্ট ছয়টি ( ইজ্যা, বার্তা, দত্তি, স্বাধ্যায়,  
লংঘম ও তপঃ ) অনুষ্ঠানের প্রথমটি ইজ্যা অর্থাৎ দেবতা, গুরু ও  
শাস্ত্রাদি ব্রজা, অর্চনা, উৎসব । স্থিতি অর্থাৎ জাতকের জীবৎকাল বা  
আয়ু উপলক্ষ্য কবিতা যে ইজ্যা তাহাকে ‘স্থিতি-প্রতীজ্যা’ বলা হইয়াছে ।  
দ্বিতীয় প্রসঙ্গে পাইতেছি পিণ্ডপাত-প্রতীজ্যা [ পিণ্ডবান্ন-পড়িয়া ] ।  
গৃহস্থ-গৃহে ‘পিণ্ডপাত’ বা ভোজন-প্রাপ্তিব জন্ম নিগ্রহ কতৃক অনুষ্ঠের  
অনুষ্ঠান-বিশেষ ও তৎসম্পর্কে বিধিনিষেধকে ‘পিণ্ডবান্ন-পড়িয়া’ বলা  
হইয়াছে । সা ৩২, ৩৬, ৩৭, ৩৯ ।

ঠিতিয়া, ঠিরা [ স্থিতিক ] স্থিতিক, স্থিতিকাল । ২, ১৭১, ২০৬ ।

টিয় [ স্থিত ] স্থিত । ৪১, ১৩২ । সা ৪৫ ।

ডঙ্কং [ দঙ্কমান ] দঙ্কমান । ৩২, ৪৪, ৫৭, ১০০

ণং [ নহু ] বাক্যালঙ্কারে অব্যয় ।

ণহায়, নহায় [ স্নাত ] স্নাত । ৬৬, ৯৫, ১০৪

তইয় [ তৃতীয় ] তৃতীয় । ১০৪ । ধে ৭, ৮ ।

তএ, তও [ ততঃ ] তাবপর । ৫, ৮, ১২, ২৭, ৩৩, ৪৮, ৫০, ৩৪,  
৩৫, ৩৬, ৩৭

তও [ ত্রয়ঃ ] তিন । ১০৮, ১০৯, ১২২ । সা ৬০

তং [ তত্র ] সেখানে । “তং ইতি পদং তদ্ব্যেত্যর্থং  
সম্ভাব্যতে ।”

“তং বেউকিয়া, পডিলেহা সাইজিয়া পমজ্জণা”—তত্র বেউকিয়া  
[ পুনঃপুনঃ ] প্রতিলেখা [ পর্ববেক্ষণং ], সাইজিয়া [ যথেষ্টং, পুনঃ পুনঃ ]  
প্রমার্জনা [ মালিষ্ঠানোচনাদি ক্রিয়া ] ।

‘বেউকিয়া’ ও ‘সাইজিয়া’ উভয় শব্দের অর্থ ‘ঘন ঘন’, ‘বারে  
বারে’ । সা ৬০ শ্লোকে উপাশ্রয় স্থানের ঘন ঘন পর্ববেক্ষণ ও বাবে বাবে  
সংমার্জন নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

টীকাকারের ব্যাখ্যা এখানে অস্পষ্ট ও উদ্ধৃতিভারাক্রান্ত :—

“বেউকিয়া পডিলেহা কচিচ্চ বেউকিয়া পডিলেহা ইতি দৃষ্টান্তে ।  
উভয়জ্ঞাপি পুনঃপুন বিত্যাৰ্থঃ । সাইজিয়া পমজ্জণা ইতি আর্যে : “জে  
ভিক্খু হথকস্ম্য করেই করিতং বা সাইজ্জই” ইতি বচনাৎ । সাইজি  
ধাতুর্বাচসাদানে বর্ততে । তত উপভূজ্যমানো য উপাশ্রয়ঃ স, কয়মাণে  
কড়ে ইতি জ্ঞায়াং সাইজিউ ইতি ভণ্যতে । তৎসম্বন্ধিনী প্রমার্জনা  
সাইজিয়া । বসিন্ উপাশ্রয়ে স্থিতাস্ তং প্রাভঃ প্রমার্জয়ন্তি, ভিক্ষা-  
গন্তেযু সাধুসু, পুনৰ্ মধ্যাহ্নে, পুনঃ প্রতিলেখনাকালে তৃতীয়প্রহরান্তে,  
ইতি বারচতুষ্টয়ং প্রমার্জয়ন্তি বর্ষান্ত, ঋতুসম্বোধে ত্রিঃ । অয়ং চ বিধিন্  
অসংসক্কে, সংসক্কে তু পুনঃ পুনঃ প্রমার্জয়ন্তি, শেবোপাশ্রয়দ্বয়ং তু প্রতি  
দিনং প্রতিমিথন্তি প্রত্যবেক্ষন্তে । যা কোহপি তত্র স্থাত্ততি, মমস্বং বা  
করিষ্যতি ইতি । তৃতীয় দিবসে পাদপ্রোক্ষনকেন প্রমার্জয়ন্তি । অত

উক্তম্ : বেউসিয়া পড়িলেহ ত্তি কচিং সাইজিয়া পড়িলেহ ত্তি দৃশ্তে ।  
তত্রাপি প্রতিলেখনা প্রমার্জনয়োন্ ঐক্য বিবক্ষয়া স এবার্থঃ ।”

তং [ তম্ ] তুমি । ১১৪

তচ্চ [ তৃতীয় ] তৃতীয় । ৩০, ৫৩, ১৪৬ । সা ৬৩ ।

তচ্চ [ তথ্য ] তথ্য । সা ৬৩

তত্তি [ তত্তিৎ ] তত্তিৎ । ৩৫

তণা [ তৃণানি, বহুবচনে আ-কার ] তৃণ । সা ৫৫ ।

তন্তে [ ততঃ ] তারপর । ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৮২, ৮৪

তন্তো [ ততঃ ] তারপর । ধে ১৩

তথ [ তত্র ] তত্র । ১৫, ৬১, ৭৪, সা ২৬, ৩৩, ৩৫, ৩৮, ৩৯

তংত [ তন্ত ] তন্ত । ১০

তংতী [ তন্তী ] তন্তী, তার । ১৪, ২২, ১১৫

তংব [ তাত্র ] তাত্র, তাঁবা । ৩৬

তরা [ তদা ] তদা, তখন । ২১ ১০৭ ১৩১ ।

তরা [ তচ্ ] তচ্, চর্ম । ৬০

তলতাল—বাঞ্ছাবিশেষ, করতাল । ১৪, ২২, ১১৫

তব-সংপট্টা [ তপঃসংপ্রবৃত্তা ] তপস্তায় প্রবৃত্ত, তপস্তারত । সা ৬১

তবস্গী [ তপস্বী ] তপস্বী । সা ২০, ৬১

তবোকর্ম [ তপঃকর্ম ] তপঃকর্ম । সা ৫০

তহা [ তথা ] তথা, সেইভাবে । সা ২-৮, ৫৩ ৫৫

তা [ তাবৎ ] তাবৎ । সা ৫২

তায়ন্তীস [ ত্রয়জ্ঞিশৎ ] তেজিশ । ১৪

তাবিল [ তাদৃশ ] তাদৃশ । ৩২, ৪৯, ৭০

তালমূলয় [ তালমূলক ] তালের মূল । সা ৪৫

তালার [ তালোচব ] তালোচর, সঙ্গীতের সঙ্গী, অহুচর । ১০০,

১০২, ১১৫

তাবিয় [ তাপিত ] তাপিত । ৩৫

তি [ ইতি ] ইতি । ২১, ত্তি ২৮

- ତି-ବାଗ [ ତ୍ରି+ବର୍ଷ ] ତ୍ରିବର୍ଷ । ୧୨୧-୧୦୩  
 ତିକ୍ଷ୍ଣ [ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ] ତୀକ୍ଷ୍ଣ । ୩୫, ୩୧  
 ତିକ୍ଷ୍ଣୋ [ ତ୍ରିକ୍ଷ୍ଣ ] ତିନିବାର, ତିନିଗୁଣ । ୧୧ । ମା ୫୮  
 ତିମ୍ବ [ ତ୍ବମ୍ ] ତ୍ବମ୍ । ୧୧୩  
 ତିତିକ୍ଷ୍ଣ [ ତିତିକ୍ଷ୍ଣ ] ତିତିକ୍ଷ୍ଣ କରେ । ୧୧୭  
 ତିକ୍ତ [ ତିକ୍ତ ] ତିକ୍ତ । ୩୧  
 ତିକ୍ତୀଳ [ ତ୍ରିକ୍ଷ୍ଣିକ ] ତେକ୍ଷ୍ଣିକ । ୧୦୬  
 ତିକ୍ଷ୍ଣ [ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ] ତୀକ୍ଷ୍ଣ । ୧୧୨  
 ତିମ୍ବ [ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ] ତୀକ୍ଷ୍ଣ । ୧୬  
 ତିମ୍ବାଳ [ ତ୍ରିଜ୍ଞାନ ] ତ୍ରିବିଧ ଜ୍ଞାନ, ତିନିଟି ଜ୍ଞାନ । ୩, ୧୩  
 ତିମ୍ବି [ ତ୍ରିମି ] ତିନି । ୧୦୮, ୧୦୫  
 ତିବିକ୍ଷ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିମ୍ବ [ ତିବିକ୍ଷ୍ଣ ଯୋଗୀୟ ] ତିବିକ୍ଷ୍ଣ-ଲୋକ-ଭବ ଦେବଗଣ  
 ବା ବାହ୍ୟଗଣ ଶ୍ଵେତ ଉପଦ୍ରବ । ୧୧୭  
 ତିବିକ୍ଷ୍ଣ-ଜ୍ୟୋତିର୍ବିମ୍ବ [ ତିବିକ୍ଷ୍ଣ-ଜ୍ୟୋତିର୍ବିମ୍ବ ] ତିବିକ୍ଷ୍ଣ-ଲୋକେ ଜାତ ଦେବତା ବା  
 ଅପଦେବତା । ୮୩, ୧୮  
 ତିରିକ୍ଷ୍ଣ [ ତିବିକ୍ଷ୍ଣ ] ତିବିକ୍ଷ୍ଣ । ୧୮  
 ତିଲଗ, ତିଲୟ [ ତିଲକ ] ତିଲକ । ୩୮ ୧୧ । -ଗୁଣ୍ଡା ବିଶେଷ । ୩୭, ୧୩ ।  
 ତିଲିତ୍ତିଲିୟ—ଜଳ-ଜଳ-ବିଶେଷ । ୫୩  
 ତିଲୋଦକ [ ତିଲୋଦକ ] ତିଲ ଜଳ । ମା ୧୧  
 ତିଲ୍ଲ [ ତିଲ ] ତିଲ । ୬୦  
 ତିବିଲିୟ [ ତିବିଲିକ ] ତିବିଲି । ୩୬  
 ତିସରିୟ [ ତିସରିକ ] ତିସରିକ । ୬୧  
 ତୀୟ [ ଅତୀତ ] ଅତୀତ । ୧୧  
 ତୀବିକ୍ଷ୍ଣ [ ତୀବିକ୍ଷ୍ଣ ] ମାର ହରିଷା । ମା ୬୩  
 ତୀସିକ୍ଷ୍ଣ [ ତ୍ରିକ୍ଷ୍ଣ ] ତ୍ରିକ୍ଷ୍ଣ । ୧୦୩ । ତୀସିକ୍ଷ୍ଣ [ ତ୍ରିକ୍ଷ୍ଣ ] ତ୍ରିକ୍ଷ୍ଣ ।  
 ୧୧୦, ୧୫୭, ୧୫୭, ୧୦୧  
 ତୁଟ୍ଟି [ ତୁଟ୍ଟ ] ତୁଟ୍ଟି । ୧, ୮, ୫୭, ୧୦ । ତୁଟ୍ଟି ତୁଟ୍ଟି । ୩, ୧୧, ୧୨  
 ତୁଡିୟ [ ତୁଡି ] ତୁଡି । ୧୫, ୧୦୧, ୧୧୧



ধংতিয় [ স্তম্ভিত ] স্তম্ভিত । ১৫, ৬১

ধ [ স্থল ] স্থল । সা ১২

ধাম [ স্থাম ] স্থাম, স্থস্থিততা । ১১৮

ধিব [ স্থির ] স্থির । ৩৪, ৩৫, ৩৬

ধেজ্জ [ স্থৈৰ্য ] স্থৈৰ্য । সা ১৯

ধের [ স্থবিব ] [ স্থবিবো জ্ঞানাদিষু সীদতাং স্থিরীকর্তা, উত্ততানাম্  
উপবৃংহকশ্চ ] জড-ভাবাপন্ন শিক্ষার্থীর জডতানাশ ও ধরদী শিক্ষার্থীর  
আগ্রহবর্ধন স্থবিরদিগেব কাজ । সা ৪৬, ৫, ৬, ৬৯ ।

ধের-কল্পং [ স্থবিরকল্প ] স্থবিরদিগের আচাব-বিষয়ে বিধি-নিষেধ,  
নৈতিক জীবন যাপনের নিয়ম । সা ৬৩, ৫৭

ধেবাবলী [ স্থবিরাবলী ] স্থবিরাবলী, স্থবিরদিগের বংশতালিকা ।

ধে ৪

ধেরিয়া [ স্থবিরা ] স্থবিরা । পালি 'ধেরী' । সা ৩৯

ধোব [ স্তোক ] স্তোক । ১১৮, ১২৪

৭ সাত নিখাসে এক স্তোক [ ধোব ] হব । বহুতর নিখাসে এক  
কণ [ ছণ ] হব । মতান্তরে ৬ ছন্ন নাড়িকায় এক কণ । ছন্ন কণে  
এক ঘাটি । ৭ স্তোকে এক লব হয় । ৭০ লবে এক মুহূর্ত হয় ।

দইর [ দযিত ] দযিত । ৩৮

দংলণ [ দর্শন ] দর্শন । ১, ১৬, ১১১, ১১৪, ১২০, ১৪০, ৯, ৩৯, ৪৬

দংসণিজ্জ [ দর্শনীয ] দর্শনীয় । দংসণিয়া [ দর্শনিকা ] দর্শনিকা ।

১০৪

দক্খ [ দক্ষ ] দক্ষ, নিপুণ । ৬০, ১১০, ১৫৫

দগ, দক, [ উদক ] জল । ৩৮ । সা ২৯ । দএ [ উদক ] জল ।

সা ২৯ । দয় । [ উদক ] জল । সা ২৯

দগ-রয় [ উদকরয়সু ] জলবিন্দু । "দকবজ্জো বিন্দুযাত্রম্ । দকো  
বহবো বিন্দবঃ । দকফুলিয়া ফুসারম্ অবস্তার ইত্যর্থঃ ।" সা ২৯

দগ-রয় [ উদকরয় ] জলশ্রোত । শুভ্রাঘের উপমা । ৩৩, ৩৫, ৩৬

৩৮, ৪০ ।

দর্ষ্টব্য [ দৃষ্টব্য ] দৃষ্টব্য । ১৮৭ দর্ষ্টব্য [ দৃষ্ট্য ] দেখিয়া । ৪৬

দত্তি [ < দত্তি = দান ] দান, একজনের নিকট প্রাপ্ত দান এক দত্তি । সা ২৬ । ভিক্ষা । পংচ দত্তিও—পাঁচজনের নিকট প্রাপ্ত ভিক্ষা ।

সংখ্য দত্তিসমূহ [ < সংখ্যাদত্তিকস্য ] সংখ্যা নির্দিষ্ট কবিতা বাহার দান গ্রহণের অনুরোধন হয় । পাঁচ বাড়ীতে বাহার ভোজন গ্রহণের অনুরোধন থাকে, সে পঞ্চাধিক গৃহে ভোজন গ্রহণ করিতে পারে না । টাকাকার কোনও ব্যাখ্যা দেন নাই : “সংখ্যায়োপলক্ষিতা দত্তয়ো বস্যেতি সংখ্যাতদন্তিকন্তত । দত্তিপরিমাণবতা ইত্যর্থঃ ।” কিন্তু ‘দত্তি’ শব্দের অর্থ তিনি দিলেন না ।

দদ্য [ দর্দয় ] দর্দয়, অগন্ধ গন্ধদ্রব্য, দরদ-দেশীয় । ১০০

দংত [ দাস্ত ] দাস্ত, পোষ-মানা । ৩৪

দংত—দস্ত । ৩৩

দগ্ধ [ দর্পণ ] দর্পণ । ৩৮

দগ্ধগিজ [ দর্পণীষ ] বলকাযক । ৬০

দবিজ [ দবিজ ] দরিজ । ১৭, ১৯

দবাবেমাণ [ দাপযন্ ] দাবিয়া বাখা । ১০৩

দবিণ [ দ্রবিণ ] দ্রবিণ, ঘন । ১৭১ ।

দবির [ দ্রব্য ] দ্রব্য, গুণাশ্রয় । ১০৮

দব [ দ্রব্য ] দ্রব্য, উপকরণ পদার্থ । ১১৮, ১২৮ । সা ৮৫

দস [ দশ ] দশ । ৫, ৩৭, ১০২ । দশরী—দশরী । ১০৩, ১২০

দসাহিব—দশাখ্য (৭), দশদিনব্যাপী । ১০৩

দহ [ হ্রদ ] হ্রদ । ৩৬

দহি [ দধি ] দধি । সা ১৭

দাইজমাণ [ দর্শ্যমান ] দর্শিত হইতে হইতে । ১১৫

দাইষ [ দাষিক ] দাষিক । ১১২

দাতা [ দাত্তা ] দীর্ঘাকার দাত । ৩৫

দায়াবেহিং [ দাত্তিঃ ] দাত্তগণ-কর্তৃক । ১১২



ଦାବଗ [ ଦାରକ ] ଦାବକ, ଖୁଞ୍ଜ । ୨, ୧୦, ୧୧, ୧୨, ୪୦, ୨୧, ୩୫  
 ଦାହିଣ [ ଦକ୍ଷିଣ ] ଦକ୍ଷିଣ, ଡାନ । ୧୫, ୧୬, ୧୧୬  
 ଦିଟୁଟି [ ଦୃଷ୍ଟି ] ଦୃଷ୍ଟି, ଦେଖା । ୨, ୧୧, ୧୧, ୧୫, ୧୬  
 ଦିଟୁଟିଆ [ ଦୃଷ୍ଟିକା ] ଦୃଷ୍ଟି । ୨୨  
 ଦିନକର, — 'ସର [ ଦିନକର ] ଦିନକର, ହର୍ଷ । ୫, ୩୨, ୧୧, ୧୨,

୧୩

ଦିକ୍ଷ [ ଦୌଷ୍ଠ ] ଦୌଷ୍ଠ । ୩୨, ୭୧, ୧୧୪ ।  
 ଦିକ୍ଷ [ ଦକ୍ଷ ] ଦକ୍ଷ, ଦେଖିବା । ୧୦୦  
 ଦିକ୍ଷାଂତ—ଦୀପ୍ୟମାନ । ୫୧, ୫୫, ୭୧  
 ଦିକ୍ଷାମାଣ [ ଦୀପ୍ୟମାନ ] ଦୀପ୍ୟମାନ । ୫୧, ୫୫, ୭୧  
 ଦିକ୍ଷ [ ଦିବ୍ୟ ] ଦିବ୍ୟ । ୨୪, ୨୫, ୫୫, ୧୧୧ ।  
 ଦିକ୍ଷା [ ଦିକ୍ ] ଦିକ୍ । ୩୭, ୩୧, ୩୭ । ମା ୭୧ ।  
 ଦିକ୍ଷୀ [ ଦିକ୍ ] ଦିକ୍ । ୨୧, ୨୨, ୭୩ । ମା ୭୧  
 ଦୀନାର [ ଦୀନାବ ] ଦୀନାର, ସୁଦ୍ଧାବିଶେଷ । ୩୭  
 ଦୀବ [ ଦୀପ ] ଶ୍ରୀଦୀପ । ୧୭, ୧୧, ୧୨  
 ଦୀବ [ ଦୀପ ] ଦୀପ, ମହାଦେବ । ୨, ୧୬, ୨୪, ୧୫୨  
 ଦୀବଶିଖ [ ଦୀପନୀୟ ] ଦୀପନୀବ, ଉଦ୍ଦୀପକ, ଶେଷୋବର୍ଧକ । ୭୦  
 ଦୀବବଂତ [ ଦୀପୟନ୍ ] ଆଲୋକିତ କବିତା । ୧୫, ୫୧  
 ଦୀହ [ ଦୀର୍ଘ ] ଦୀର୍ଘ । ୨, ୧୧, ୪୧, ୧୧୪  
 ହକ୍ଷ [ ହଃଧ ] ହଃଧ । ୧୧୨ । ମା ୭୭  
 ହକ୍ଷମ୍ଭ [ ହକ୍ଷ ] ହକ୍ଷ, ବଜ୍ର । ୩୨  
 ହକ୍ଷ, ଦୋକ୍ଷ [ ଦ୍ଵିତୀୟ ] ଦ୍ଵିତୀୟ, ଦ୍ଵିତୀୟବାବ । ୨୪  
 ହକ୍ଷବିକ୍ଷ [ ହର୍ଷ ] ହର୍ଷ । ୧୧୪  
 ହଂହାହି [ ହନ୍ତୁକ୍ତି ] ହନ୍ତୁକ୍ତି । ୫୫, ୧୦୨, ୧୧୬  
 ହର୍ନିବିକ୍ଷ [ ହର୍ନିକା ] ହର୍ନିକା । ୩୭  
 ହର୍ନୟାର [ ହଃପ୍ରଚାର ] ହଃପ୍ରଚାର । ୩୭  
 ହର୍ବଲ [ ହର୍ବଲ ] ହର୍ବଲ । ମା ୭୧  
 ହରାହାଂ [ ହରାହାୟକଃ, ହରାହାୟକଃ ] ହଃସାଧା, ହରାହାୟକ, ହର୍ଗନ,

দুলভ। ১৩৩। এই শব্দের অনুরূপে অনুরূপাত-জাত শব্দ (analogical formation) : সুরাবাহএ [সু-আরাধ্যঃ] সহজ-প্রাপ্য, জুলভ। সা  
৫৩-৫৪

দুবালস [দ্বাদশ] দ্বাদশ। ১২০, ১২২, ১৪৭, ১৬৮, ১৮১

দ্বিবিহ [দ্বিবিধ] দ্বিবিধ। ১৪৬, ১৮১

দুসসম-জুসমা—দুঃসম-জুসমা—সুগের নাম। ২

দুইজ্জলএ [হিঙিতুম্] বিচরণের জন্ত, পর্যটনের জন্ত। সা ৪৭

দুমির [ধবলিত, দ্যয়িত] উজ্জল, জল। ৩২

দুয় [দুত] দুত। ৬১।

দুল [দুয়া-বজ্র] বজ্র, পরিচ্ছদ। ৬১, ১১৬, ১৫৭

দেবগই [দেবগতি] দেবগতি। 'গই' [ 'গতি' ] দ্রষ্টব্য। ২৮, ২৯

দেবন্ত [দেবন্ত] দেবন্ত। ১১০

দেবয় [দৈবত] দেবতা। ১১০

দেববাঝা [দেবরাজ] দেবরাজ। ১৪, ২৯, ৩৩, ২৭, ১৬, ২১

দেবাণংদা [দেবানন্দা] একটি বাজির নাম। মহাবীরের নির্বাণ  
রাজি। ১২৪

দেবাগুগ্নিষ [দেবানাং গ্নিষঃ] দেবাহুগ্নিষ। ৬, ৭, ৯, ১১

দেবিভ্টি [দেবর্ষি] দৈব ঋষি। ১৪১।

দেবর্ষিগণী কমাশ্রমণ। ধে ১৩

দেবিংদ [দেবেজ] দেবেজ। ১৪, ১৬, ২১, ২৭, ২৯

দেশং তোচা দেশমাদায় [দেশং ভুক্ত্য] দেশমাদায়, দেশ = অংশ]  
একাংশ তোজল কবিষা অপবাংশ লইয়া। সা ২৯

দো [দৌ] দুই। ১০৮, ১২৯, ১৩০

দোচ [দ্বিতীয়] দ্বিতীয়, দুইবার। ৫৩, ৯৬, ১২০। সা ৬৩

দোণমুহ [দ্রোণমুখ]। দ্রোণমুখানি বজ্র 'জলস্থলপথাবৃত্তাবপি স্তঃ'  
জলপথ ও স্থলপথ উভয়বিধ পথ যে নগবে পাওয়া যায়। ৮৯

দোবারির [দৌবারিক] দৌবারিক। ৬১

দোস [দেব] দেব। ১১৪, ১১৮

দোহল [ দোহদ ] দোহদ । ৯৫

ধগধগাইষ [ ধগ্ধগগারিত ] ধগ্ধ ধগ্ধ কবিত্তেছে যাহা, ধগ্ধ-  
ধগ্ধে । ৪৬

ধণ [ ধন ] ধন । ৯০, ৯১, ১০৬, ১১২

ধণিয় [ ধনিকা, ধটিকা ] ধটিকা, ধড়া । ১১৪

ধন্ন [ ধত্ত ] ধত্ত । ৩, ৫, ৬, ৯, ৩১, ৩৬

ধন্ন [ ধান্ত ] ধান্ত । ৯০, ৯১, ১০৬, ১১২

ধম্মজাগরিসং [ ধর্মজাগবিকাম্ ] ধর্মজাগরণ ব্রত । এই ব্রত গ্রহণ  
করিয়া ব্রতীকে ধর্মাত্মান জ্ঞানিয়া বাজি জাগরণ করিতে হয় ।  
সা ৫১

ধম্মিয় [ ধার্মিক ] ধার্মিক । ৫৫

ধয [ ধবজ ] ধবজ । ৪০

ধরিস্জমাণ [ ধার্যমাণ ] যে ধরিয়া আছে সে, ছত্রধারী । ৬১

ধাবমাণ [ ধাবমান ] ধাবমান । ৪৩

ধারগ [ ধারক ] ধাবক । ১০, ৬৪, ৭২

ধিই [ ধৃতি ] ধৃতি । ১১৪

ধীমং—ধীমান্ । ১০৮

ধুয়া [ দৃহিতা ] দৃহিতা, কষ্টা, বি । ১০৯

ধূব [ ধূপ ] ধূপ । ৩২, ৪৪, ৫৭, ১০০

নদৈ [ নদী ] নদী । ৪৩, ১২০ । সা ১১

নক্খত্ত—নক্কত্ত । ২, ৯৬, ১১৬

নংগলিয় [ লাললিক ] লাললধারী কৃষক । ১১৩

নট্ট [ নাট্য ] নাট্য । ১৪

নট্টগ [ নর্তক ] নর্তক । ১১০

নড় [ নট ] নট । ১০০

নন্তুজ্জৈ [ নন্ত্জকা ] নন্ত্জী, নাত্জী । ১০৯

নথ [ ন্তস্ত ] ন্তস্ত । ৬৮

নথি [ নান্তি ] নাই । ১১৮ । সা ৫৯

নমো [নমঃ। অকারের পর স্ জাত বিসর্গ থাকিলে ঐ অকার ও বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া প্রাকৃতে ও-কার হয়। নমঃ > নমো। রাজঃ > রমো। র-জাত বিসর্গ হইলেও অনেক ক্ষেত্রে এ বিধি খাটে। প্রাতঃ > পাও। জৈন প্রাকৃতে আত্ম ন-কার ও স-এই যুক্ত বর্ণে দন্ত্য ন বিহিত হয়, অত্ সর্বত্র মূৰ্দ্ধন্ত ৎ। প্রাকৃতে চতুর্থী বিভক্তি নাই; নমো যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। নমো অরিহংতাৎ < অর্হতাম্ < অর্হদ্যঃ ] নমস্কাব। ১, ১৬

নমোজ্জার [নমো + কাব > নমোজ্জাব। সংস্কৃত নমস্কার] নমস্কার। ১  
নয়র [নগব] নগব।

নসিংগ—নবেঙ্গ। ৬১

নবগীয় [নবনীত] ননী। সা ১৭

নবশালিরা—নবশলিকা। ৩৭

নহ [নথ] নথ। ৫, ৩৫, ৩৬, ১৫৩। সা ৪৩

নহ [নভস্] আকাশ। ৩৫, ৪৪, ১১৮

নাই [জ্ঞাতি] জ্ঞাতি। ১০৪

নাইক্কমংতি [নাতিক্রমন্তে] অতিক্রম করেন না, পার হন না।

সা ৬৩

নাইয় [নাদিত] নাদিত, শব্দিত। ১০২, ১১৫

নাডইজ্জ [নাটকীয়] নাটকীয়। ২২, ১০২

নাডয [নাটক] নাটক। ১১৫

নাগ [জ্ঞান] জ্ঞান। ১, ১৬, ১১২, ১১৪, ১৪০। নানী—জ্ঞানী।

১৩৯, ১৪০

নাগা [নানা] নানা। ৩৬, ৪৮, ৬১, ৬৩

নামধিজ্জ [নামধেয়] নামধেয়, নাম। ২১ ১০৭, ১০৮, ১০৯

নায় [জ্ঞাতি] জ্ঞাতি। ১০৪, ২১, ২০, ১০৫, ১১০।

নায়গ [নায়ক] নায়ক। ১৬, ৩২, ৮০, ৮৬

নায়য় [জ্ঞাতিক] জ্ঞাতি। ১০৪, ১০৫, ১১০

নাযয় [জ্ঞাতিজ্জ] জ্ঞাতিজ্জ। ১২৭

নান্নব [ জাতব্য ] জাতব্য। খে ৭

নাহ [ নাথ ] নাথ। ১৬, ১১১

নিউণ [ নিপুণ ] নিপুণ। ১৫, ৬১

নিক্খমণ—নিষ্কমণ। ১২, ১১২। নিক্খম্ম—নিষ্কম্ম। সা ৮

নিক্খেবণা [ নিক্কেপণা ] নিক্কেপ। ১১৮

নিগিচ্ছবিন্ন নিগিচ্ছবিন্ন [ নিগৃহ্য নিগৃহ্য ] ধরিয়া ধরিয়া ( বর্ষণ ),  
থাকিয়া থাকিয়া, থামিয়া থামিয়া ( বৃষ্টি )। “স্থিহা স্থিহা বর্ষতি”।

সা ৩২, ৩৬, ৩৭

নিগ্গংখ [ নিগ্রহ ] নিগ্রহ। নিগ্গংখী [ নিগ্রহী ] নিগ্রহী।

১৩০—৩২। সা ৬. ৭,

নিগ্গম্ম—নির্গত। ৬১ খে ৫

নিগ্গোগহ [ ন্যগ্রোধ ] ন্যগ্রোধ, বটবৃক্ষ। ২১২

নিগ্গুণ্ট [ নির্ঘণ্ট ] নির্ঘণ্ট, কোবগ্রহ, অগ্নিধান। ১০

নিগ্গুয়ণ [ নির্ঘাতন ] নির্ঘাতন। ১১২

নিগ্গুয়াল [ নির্ঘোষ ] নির্ঘোষ। ১৩২, ১১৫

নিচ্চসম্বদণা [ নিত্যস্যান্দনা ] নিত্যশ্রোতাঃ। যে নদীতে বাবো  
মাস শ্রোত বহে। সা ১১

নিচ্চোয়গা [ নিত্যোদক্য ] যে নদীতে বাবো মাস জল থাকে।

সা ১১

নিচ্ছুহিয়ব্বে [ নিবৃহিতব্যঃ ] গংঘ-বহিষ্কৃত কবিতে হইবে (to  
be rusticated)। সা ৫৮

নিদ্দিট্ঠ [ নির্দিষ্ট ] নির্দিষ্ট। ২, ১৬, ২১

নিদ্ধ [ স্নিগ্ধ ] স্নিগ্ধ। ৩৪, ৩৬, ২৫

নিদ্ধমণ [ নির্ধমন ] [ নিদ্ধমণং খালং, গৃহাং সলিলং যেন নির্গচ্ছতি ]  
নর্দমা, নালা, ঝুলঝুলি। সা ২। গাম-নিদ্ধমণেন্স—গ্রাম-নির্ধমনেন্স।  
গ্রাম্য নির্ধমনসমূহে, নবানজুলিতে। ৮২

নিদ্ধুম [ নির্ধূম ] ধূমহীন। ৪৬

নিপ্পুংদ [ নিঃস্পন্দ ] স্পন্দনহীন। ৯১, ৯৬, ১০৭

নিপ্কর—নিপ্পর। ২১, ২৬, ১০৭

নিভেলণ [ গ্রহ ]—‘সোম-লক্ষী-নিভেলণং’—কলসের বিশেষণ। ৪১

নিম্নল [ নির্মল ] নির্মল। ৪১

নিম্মাঅ [ নির্মাঅ ] অভ্যস্ত। ৬০

নিম্মিঅ [ নির্মিত ] নির্মিত। ৩৫

নিয়গ [ নিজক ] আপনাব জন, আত্মীয়। ৩৫, ১০৪, ১০৫

নিয়র—নিকর। ৫৯

নিবংজ্ঞণ [ নিবজ্ঞন ] নিবজ্ঞন, নিরুলঙ্ঘ। ১১৮

নিববকংখে [ নিববকাজ্জঃ ] আকাজ্জাহীন, উদাসীন। জীবনে-  
মরণে ইচ্ছাবিহীন। ষাটিতেও আকাজ্জা নাই, যবণেও আকাজ্জা  
নাই ষাহাব। ১১৯

নিয়বচ [ নিয়পত্য ] অপত্যহীন, শিষ্য-শূন্য, নির্বংশ। ৫২

নিকস্ত [ নিরুক্ত ] নিরুক্ত, ব্যুৎপত্তিশালী। ১০

নিকঙ্ক—সংস্যা বিশেষ। ৪৩

নিরুবেলব [ নিরুপলেপ ] টিপলেপবিহীন। ১১৮

নিবেয়ণ [ নিরেজ্জন ] সঞ্চালনবিহীন, যুক্তবৎ শুদ্ধ। ২২

নিগিজ্জিঙ্কা [ নিগীয়েত্ত ] শোয়াইয়া বা জুকাইয়া বাধিবে।

সা-২২

নিলিংত [ নীলায়মান, কৃতনীলবর্ণ ] নীলবর্ণে বস্ত্রিত। ৩৭

নিলায়ি [ নিঃস্থত-লাল, লালায়িত ] লালায়ুক্ত। ৩৫

নিবইঙ্কা [ নিপতেৎ ] যদি নিপত্তিত হয়, যদি পড়ে। সা ২৯, ৩২,

৩৬-৭

নিবডই [ নিপত্ততি ] পত্তিত হয়, পড়ে। সা ৩০

নিবস্তিএ [ নিবর্তিতে ] নিবৃত্ত করা হইলে। ১০৪

নিবয়মাণংসি [ নিপত্ততি সতি ] নি+পত্ > নিবব্। তদুত্তবে  
শানচ্ (যান) প্রত্যয়। “নিবয়মাণ” শব্দের সপ্তমী বিভক্তিতে  
নিবয়মাণংসি ( < নিবয়মাণ+স্বিন্ > স্মিৎ > ংসি ) ] বৃষ্টি পড়িতে  
থাকিলে। সা ২৮

নিবেসেই [ নিবেশয়তি ] নিবেশ কবে। ১৫  
 নিৰ্বাধায় [ নির্ব্যাধাত ] অব্যাহত। ১, ১২০  
 নিব্বুয় [ নিব্বৃত্ত ] নির্বাণপ্রাপ্ত। ১৮৭, ১২৫  
 নিসম্ম [ নিশম্য ] শুনিয়া। ৮, ১২, ৫০, ৫৩  
 নিসিন্ধা [ নিষদ্যা ] আসন। উক্কুড়য় নিসিন্ধাএ—উৎকৃষ্ট আসনে।

১২০

নিসিয়ই, নিসীষই [ নিষীযতি ] বসে। ৪৮  
 নিসসরই [ নিঃসবতি ] নিঃসৃত হয়। ২৭  
 নিসসেয়স [ নিঃশ্রেয়স ] নিঃশ্রেয়স। ১১১  
 নিহাণ [ নিধান ] নিধান। ৮৯  
 নীব [ নীপ ] নীপ, কদম্বকুসুম। ১৫, ৫০  
 নীসাএ [ অবলম্ব্য, পালি 'নিস্সার' ] অবলম্বন কবিয়া। ১১২।

স। ১৮

নেয়স [ নেতব্য, জ্ঞাতব্য ] জানিতে বা লইতে হইবে। ১৭২  
 নেসজ্জিন্ন [ নিবধ ] নিষগ্ন, উপবিষ্ট। ১৮২  
 ন্হং—বাক্যালকারে। স। ১৩, ৩৮, ৩৯  
 ন্হার [ দ্বাত ] দ্বাত। ৬৬, ২৫, ১০৪  
 ন্হাণ [ জ্ঞান ] জ্ঞান। ৬১  
 পইট্টা [ প্রতিষ্ঠা ] প্রতিষ্ঠা। ১৬  
 পইট্টাণ [ প্রতিষ্ঠান ] প্রতিষ্ঠান।  
 পইট্টিয় [ প্রতিষ্ঠিত ] প্রতিষ্ঠিত। ৩৬, ৪০, ৪৪  
 পইয়া [ প্রতিজ্ঞা ] প্রতিজ্ঞা। ১১০, ১৫৫  
 পইরিক [ প্রতিরিক্ত ] বিরোচন। ২৫  
 পঈব [ প্রদীপ ] প্রদীপ। ১৬, ৩৯, ৪৪  
 পউট্ট [ প্রকোষ্ঠ ] প্রকোষ্ঠ। ৩৫  
 পউংঅতি [ প্রয়ুক্তি ] প্রয়োগ করে। ১১১, ১১৪  
 পউম [ পদ্ম ] পদ্ম। ৩৩, ৩৭, ৩৬, ৪২, ৪৪, ৬৩  
 পউমিনী [ পদ্মিনী ] পদ্মিনী। ৪২

পটুৰ [ প্রচুব ] প্রচুব ।

পণ্ডয়ণ [ প্রয়োজন ] প্রয়োজন । সা ৪৭

পঙ্কিলিয় [ প্রকীড়িত ] কীড়িত । ৯৬, ১০২

পঞ্চ [ পক্ষ ] পক্ষ । ২, ৩০, ৩৮, ৯৬, ১১৩, ১১৪, ১১৮

পঞ্চ [ পক্ষ ] তিথি । ২, ৩০, ১২০, ১২৪

পঞ্চম [ পক্ষক, তালবৃত্ত ] পাখা, বাজন । ৩৬

পঞ্চিমা আবোবণা [ পাঞ্চিকী আবোপণা ] পক্ষকালের জন্ত স্থাপনা, পক্ষান্তে পুনরায় স্থাপনা, এইভাবে শয্যা স্থাপনা করিতে হয়। পূর্ববর্তী 'দিয়া' পদটির 'শয্যা' অর্থ হইবে। এখানে টীকা-কাবেরা কষ্ট-ক্লান্ত অর্থ দিয়াছেন। যাকোবি 'পক্ষ' শব্দে নাবীর কেশ ধরিয়া এই স্তম্ভটিকে নিগ্রহীৰ জন্ত নির্দেশ কবিয়াছেন। কিন্তু কেশ অর্থে পক্ষ শব্দের ব্যবহার আমি পাই নাই। যাকোবি বলেন জৈন অজিমাদিগেব কেশ মুণ্ডন করা হয় না। কিন্তু শ্রীগতী স্তোভেন্সন নাবীর কেশ-মুণ্ডনেব বর্ণনা দিয়াছেন। আর যদিই ধরা যায় যে এটি নাবীদিগেব জন্ত বিধান, তাহা হইলে ইহাব পবে যে অংশ আছে তাহা সম্ভব হয় না। পবে আছে 'মাসিএ খুরামুংডে, অঙ্ক-মাসিএ কস্তরি-মুংডে' ইত্যাদি। অর্থাৎ যাহারা ক্ষুব দিয়া মাথা চাঁছিবে তাহারা প্রতি মাসে একবার কবিশা চাঁছিবে। যাহাবা কাঁচি দিয়া কাটিবে তাহাবা প্রতি পক্ষে একবার কবিশা কাটিবে। পক্ষান্তে বেগীবচনা ও পক্ষান্তে কাঁচি ব্যবহার করা পবম্পন্ন-বিবোধী বিধান। সা ৫৭

পঞ্চিবই [ প্রক্ষিপতি ] প্রক্ষেপ করে। ২৮

পগই [ প্রকৃতি ] প্রকৃতি । ১১৫

পগাস [ প্রকাশ ] প্রকাশ । ৩৯, ৫৯

পচ্চখায় [ প্রত্যাখ্যাত ] প্রত্যাখ্যাত । ১৩৩

পচ্চবায় [ প্রত্যবায় ] প্রত্যবায়, পাপ । সা ৪৬

পচ্চুখুয় [ প্রত্যবৃত্ত ] আচ্ছাদিত । ৬৩

পচ্চুপ্পন্ন [ প্রত্যাংপন্ন ] প্রত্যাংপন্ন, বর্তমান। "তীয়-পচ্চুপ্পন্ন-অণাগরাণং"—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-কালীয়। ২১, ২৫,



পচ্চদ-প্রভাব। ৫৬, ৯৯, ১৪৭

পচোনিরন্ত [ প্রত্যবনিবৃত্ত ] প্রভ্যাগত, নিবৃত্ত। ৪৩

পচ্ছ [ পথ্য ] পথ্য। ৯৫

পচ্ছা [ পশ্চাৎ ] পশ্চাৎ। ১০৪। সা ১৮, ২১

পচ্ছাউত্ত [ পশ্চাদাযুক্ত, পশ্চাৎস্থিত ] পরে তৈরী করা। সা ৩৩-৩৫

পচ্ছিন্নমাণ [ প্রার্থ্যমান ] বাহাকে প্রার্থনা করা হইতেছিল। ১১৫

পচ্ছিম [ পশ্চিম ] পশ্চিম, শেষ, অপরান্ন। ১৭৪, ২১১

পচ্ছত্তগ [ পর্য্যাপ্তক ] প্রচুব। ১৪২, ২২২

পচ্ছলংগ [ প্রজলন্ ] জলন্ত। ৩৬, ৩৯

পচ্ছবসান [ পর্যবসান ] পর্যবসান। ২১১

পচ্ছোন্নগর [ প্রদোতকর ] আলোকিত। ১৬

পচ্ছোসবণা [ পবুর্ষণা ] পবুর্ষণা। সা ৫৭, ৫৮, ৬৪। পবুর্ষণা =  
বাজিবাঁস। বাজালার পবুর্সিত = বাজান্তবিত, বাঁসি; — “ভিত্ত্বার কবি  
অন্ন দিন্ন পবুর্সিত। কানীরাণ। পবুর্ষণা জৈনদিগের একটি সাংবৎসরিক  
মহোৎসব, বর্ষাকালে অনুষ্ঠিত। সামাচারী গ্রন্থে এই উৎসবে পালনীর  
বিধি নিবেদন সমূহ বর্ণিত আছে।

পচ্ছোসবণা কপ্প [ পবুর্ষণা কর ] অর্চনা উৎসব। বর্ষাকালে অন্নষ্টের  
সাংবৎসরিক ধর্ম্যমুষ্ঠান। এই কপ্পে [ আচার গ্রন্থে ] যে-সব বিধি বিহিত  
হইরাছে তাহাই ধেব-কপ্প বা হুবিয়দিগেব অন্ন নিয়মাবলী। এই গ্রন্থের  
নামও বোধ হয় ইহাই। কিন্তু ‘সামাচারী’ নামেই ইহা প্রচলিত।  
সা ৬৪।

পচ্ছোসবেই [ বহুবচনে পচ্ছোসবিংতি, পচ্ছোসবেংতি, সং‘পবুর্ষণা’  
= পূজা, অর্চনা, উপাসনা, উপাসনা সংক্রান্ত উৎসব। পরি + ১/বস্  
+ স্বার্থে গিচ্। পচ্ছোসবেই, পচ্ছোসবেমো, পচ্ছোসবেনাণ,  
পচ্ছোসবিত্তএ, পচ্ছোসবিন্ন, পচ্ছোসবণা, পচ্ছোসবণা-  
কপ্পো। কথিত আছে পবুর্ষণা-উৎসবের প্রথম রাত্রিতে সমগ্র  
কল্লহত্র ( জিণপরিবহা, ধোবানলী ও সান্ধাচারী ) উৎসব-সভায় পঠিত  
হইত। কোনও-না-কোনও ধর্মীর পৃষ্ঠপোষকভায়ে এই উৎসব

সমাবোধেব সহিত অল্পক্ৰিষ্ট হইত। আনন্দগুৰেব ৰাজ্য ধ্বংসেনেব  
বাজসভায়, তাঁহাব প্ৰিয়পুত্ৰ সেনাজেৱেৰ মৃত্যুতে তাঁহাকে সান্থনা  
দিবাৰ উদ্দেশ্যে, এই উৎসব অল্পক্ৰিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ‘সামাচাৰী’  
গ্ৰন্থখানিহে ‘পৰ্য্যবসায়ক’ নামে পৰিচিত; মঙ্গলৈৰ জন্ত ‘জিনচৰিত্ৰ’ ও  
‘হুৰিবাবলী’ প্ৰথম দিবসে ‘সামাচাৰী’ গ্ৰন্থেৰ সহিত পঠিত হইত।  
মহাবীৰ স্বামী স্বয়ং এই পৰ্য্যবসায়ক ব্যাখ্যাদি সহকাৰে বাচন কৰিষা-  
ছিলেন। [সামাচাৰী ৬৪ হুজ্জ দ্ৰষ্টব্য।] “পৰ্য্যবসায়কনিবৃত্তি” নামক  
একখানি গ্ৰন্থে লিখিত আছে :

পুৰিম-চৰিত্ৰমাণ কপ্পো উ মংগলং বহুমাণ-তিথম্মি।

তো পবিকহিষা জিণ-পৰিকহায় থেৱাবলী চেখ ॥ ৬১ ॥

বৰ্দ্ধমান স্বামীৰ তীৰ্থ-কালে প্ৰথম ও চয়ম জিনেব [মহাবীৰ স্বামী  
ও ঋষভ স্বামীৰ] কথা ও থেৱাবলী পাঠ কৰিবাব প্ৰথা প্ৰচলিত  
হইয়াছে। সা ১

পংচংগুলি [পঞ্চাঙ্গুলি] পাঁচ আঙুলেব ছাপ। “গোসাঁস-সয়স  
বজ্জচংগ-দন্দব-দিন্ন-পংচংগুলি-ভলং”—গোশীৰ, সয়স বজ্জচন্দন ও দৰ্দ্ৰ  
মিশাইয়া বাঁটিয়া তাহা লইয়া দেওয়ালে পাঁচ আঙুলেব ছাপ দেওয়াব  
রীতি ছিল। ইহাতে সভাস্থল স্তম্ভিত হইত। দৰ্দ্ৰব দেশ হইতে  
আনীত স্তম্ভক্ৰয় ‘দৰ্দ্ৰব’। দৰ্দ্ৰব দেশ আধুনিক আকগানিষ্ঠান।

পঞ্চ নমস্কাৰ : পঞ্চ পৰমেশ্বৰ : কৰ্মক্ষয় কৰিয়া সিদ্ধি লাভ  
কৰিবাব জন্ত জীবেক পাঁচটি প্ৰেৰ্ত সাধন-পৰ্য্যাব অতিক্ৰম কৰিতে  
হয়। সেই সাধনাৰ সৰ্বপ্ৰথম পৰ্য্যাবে মানব শিৰোমুণ্ডন পূৰ্বক  
অনাগাৰিষ গ্ৰহণ কৰে। সংসাৰ-ভ্যাগী ধ্যানে মগ্ন একাহাৰী বনবাসী  
ভিক্ষু সন্ন্যাসীকে সাধু বলে। শিক্ষা, জ্ঞান ও চৰিত্ৰোন্নতি হইলে  
সাধুবা উপাধ্যায় হইতে পাৱেন। উপাধ্যায়েবা অজ, উপাঙ্গ  
প্ৰভৃতি সিদ্ধান্ত গ্ৰন্থগুলি পাঠ কৰিয়া অজ সাধুগণকে শুনাইয়া  
থাকেন। উত্তৰাধ্যয়ন, উপাসকদশা, ভগবতী প্ৰভৃতি প্ৰধান প্ৰধান  
সিদ্ধান্ত গ্ৰন্থগুলি ইহাৰা আয়ত্ত ৰাখেন। উপাধ্যায়গণেব উন্নতি  
হইলে তাঁহাবা আচাৰ্য পদ লাভ কৰেন। আচাৰ্যেবা সৰ্ব

সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতে পাবেন। উপাধ্যায়েরা কেবল পাঠ করেন, কিন্তু আচার্যেরা ব্যাখ্যা করেন এবং সিদ্ধান্ত বিষয়ে শিষ্যের সকল সন্দেহ ভঞ্জন করেন। কোনও সাধু নিম্ন ভক্ত কবিলে আচার্য্য তাহার দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। নিম্নে সর্বপ্রকারে জৈন সাধু পালনীষ বিধান সমূহ বানিয়া চলেন এবং সাধুগণের মধ্যে আদর্শ জীবন যাপন করেন। চবিজ ও সাধনার উৎকর্ষ সম্পূর্ণতা লাভ কবিলে আচার্যগণ কেবল জ্ঞান লাভ করিয়া তীর্থংকর বা অরিহন্ত হইতে পাবেন। এই অবস্থায় উপনীত হইলে রোগ, শোক, দুঃখ, তাপ, জবা, মরণ, জন্ম কিছুই থাকে না। তীর্থংকবেবা অষ্ট সিদ্ধি লাভ করেন। ইচ্ছাদি দেবগণ ইহাদিগের পূজা করেন এবং ভ্যাবৎ ইহাদেব ইচ্ছাব অনুবর্তন করেন। বিমানবাগী দেবগণ ইহাদেব বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া মর্ত্যধামে আগমন করিয়া থাকেন। তীর্থংকবেবা মর্ত্যালোকেই সাধারণতঃ বাস করেন, কিন্তু সর্বত্র যাতায়াত কবিতে পারেন। ভাপোলে দেহ হইতে আত্মার বিবোগ ঘটিলেই তীর্থংকবগণ সিদ্ধ হন ও সিদ্ধলোকে গমন করেন। জৈনগণ সাধু, উপাধ্যায়, আচার্য, অরিহন্ত ও সিদ্ধ এই পাঁচ শ্রেণীর মহাপুরুষকে পঞ্চ পরমেশ্বর বলিয়া পূজা করেন। সকল শুভকর্মের আবস্তকালে তাঁহারা পঞ্চ নমস্কার করিয়া থাকেন। ‘সল্লেশনা’ বা সম্ভাব’ [অর্থাৎ অনশনে মৃত্যু] ব্রত গ্রহণ করিয়া ব্রতী সর্বদা পঞ্চ নমস্কার মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করেন। প্রত্যেক জৈন মন্দিরে ‘সিদ্ধচক্র’ নামে একটি ধাতুনির্মিত মঙ্গলচক্র থাকে, তাহাতে ‘পঞ্চপরমেশ্বর’ মূর্তি খোদিত থাকে। যথারীতি এই সিদ্ধচক্রের বন্দনা ও পূজা করা হয়।

পঞ্চনমোক্তাবো [ পঞ্চ নমস্কারঃ ] অর্হৎ, সিদ্ধ, আচার্য্য, উপাধ্যায় ও সাধু এই পঞ্চ শ্রেণীর মহাপুরুষদিগকে নমস্কার ‘পঞ্চনমস্কার’। এই পঞ্চ মহাপুরুষকে পঞ্চ মহেশ্বর বলা হয়। ‘পঞ্চমহেশ্বর’ দ্রষ্টব্য। পঞ্চ নমস্কার না করিয়া কোনও শুভ কার্য আবস্ত করা হয় না।

পাউগএ [ প্রতিগতঃ ] প্রত্যাবর্তন কবিল, ফিরিল। ২৮

পড়িগ্গহ [প্রতিগ্রহ] প্রতিগ্রহপাত্র, ভিক্ষাপাত্র। সা ৫২  
পাদি-পড়িগ্গহিঞ [পাদি-প্রতিগ্রহিকঃ] কবতলকেই যিনি  
প্রতিগ্রহ বা ভিক্ষাপাত্ররূপে ব্যবহার করেন। ১১৭

পড়িচ্ছ [প্রতিচ্ছন্ন] সমাচ্ছাদিত। ৩২

পড়িচ্ছ [প্রতীপ্ত] প্রতীপ্ত। ১৩, ৮১

পড়িঙ্গাগবংতি [প্রতিজ্ঞাগতি] জাগিয়া খোঁজে। “তবঙ্গী  
দুর্বলে কিলংতে মুচ্ছিচ্ছ বা পবড়িচ্ছ বা তাম্ এব দিসিং বা অহুদিসিং  
বা সমণা ভগবংতো পড়িঙ্গাগবংতি”—দুর্বল ও ক্লান্ত তপস্বী কোথাও  
মুহিত বা পতিত হইয়া থাকিতে পাবেন, সেইজন্য [জাহা বা বে দিকে  
বা বিদিকে গিয়াছেন] সেই সেই দিকে বা অহুদিকে ভগবান্ শ্রমণেবা  
জাগিয়া অবেষণ করেন। সা ৬১

পড়িঙ্গাগবয়গী [প্রতিজ্ঞাগতী] জাগিয়া জাগিয়া। ৫৫

পড়িহুবার [প্রতিহার] বাহিব ছয়ার, সিংহহার। ৬৬, ১০০।  
সা ৩৮, ৩৯

পড়িনিবত্তএ [প্রতিনিবর্তবে] প্রতিনিবর্তনের উদ্দেশ্যে, ফিবিয়া  
আলিবার জন্ত। থাকিবার জন্ত নয়, ফিবিবার জন্ত গন্তীর বাহিরে  
যাওয়া চলে। সা ১০-১৩, ৬২

পড়িন্নবিত্তা [প্রতিজ্ঞাপ্য] জানাইয়া। সা ১৮

পড়িপূর [প্রতিপূর্ণ] প্রতিপূর্ণ। ১, ৯, ৩৫, ৭৯

পড়িপূর—প্রতিপূর্ণ। ৪১

পড়িবদ্ধ—প্রতিবদ্ধ। ১১৮

পড়িয়াইক্খির—“ভত্ত-পড়িয়াইক্খিয়স্স” দ্রষ্টব্য।

পড়িলেহা [প্রতিলেখা] অবেষণ কবিয়া দেখা, জীব-নাশ-প্রত্যাবায়-  
ভয়ে। সা ৬০ পড়িলেহণা [প্রতিলেখনা] জীবাবেষণ। সা ৫৩, ৫৪।  
পড়িলেহিত্তএ [প্রতিলেখিত্তম] জীবাবেষণ কবা বিহিত হয়। সা ৫৫।  
পড়িলেহিয়ক [প্রতিলেখিতব্য] জীবাবেষণ কবিত হইবে। সা ৪৪,  
৪৫।

পড়িলোম [প্রতিলোম] প্রতিলোম অর্থাৎ অস্বাভাবিক। ১১৭

পডিসেজ্জ্‌ই [ প্রতিবিসর্জ্জ্‌তি ] বিদায় দিলেন । ৮৩

পডিশ্‌গিল্লা [ প্রতিশৃগুয়াৎ ] যদি অঙ্গীকার করেন, অনুমতি দেন ।

সা ৫২

পডিসেবিস [ প্রতিসেবিত ] আরক্ত কর্ম, উদ্যোগ । ১২১

পডু [ পটু ] পটু, নিপুণ । ১৪, ৪৩

পচমং [ প্রথমম্ ] সর্বশ্রেষ্ঠ । র-ফলা বা বেফ্ প্রাকৃত্তে নাই ।

৭ > চ শৌবসেগী প্রভাব । প্রথমম্ > পচমং । ১, ৯৬, ১১৩, ২১০

পচমযাঞ [ প্রথমতরা ] সর্বপ্রথমে । ৩৩

পংচ-হথুত্তবে [ পঞ্চ-হস্তোত্তব ; হস্তা উত্তরা যন্তাঃ সা হস্তোত্তবা উত্তরকন্তনী । পঞ্চ স্তত হস্তোত্তবাঃ সমুদিতাঃ যন্ত জীবনে স পঞ্চ-হস্তোত্তরঃ । হথা + উত্তবা = হথুত্তবা ; সমিহিত স্বরঘবের অন্ততবেব লোপ প্রাকৃত্ত সন্ধিব সাধাবণ নিয়ম । অব্যোব স্পর্শবর্ণের পূর্বে বা কচিৎ পবে উন্নবর্ণের বোণ থাকিলে প্রাকৃত্তে ঐ উন্নবর্ণের লোপ হয় এবং শেব-ভূত স্পর্শ বর্ণের মহাপ্রাণতা ও বিহ্বপ্রাপ্তি হয় । স্ত > থ ; ক > খ ; ঙ > ঞ ; ঞ > ছ ; স্প > ফ । হস্ত > হথ , পুঙ্কব > পোক্থব ; পুশ > পুশ্‌ক , ইষ্ট > ইট্ট ; ইত্যাদি । ] হস্তোত্তরা নক্সবোণে মহাবীব স্বামীব জীবনের পাঁচটি প্রধান স্তত ঘটনা ঘটনাছিল বলিষা তাঁহাকে ‘পঞ্চহস্তোত্তব’ বলা হইয়াছে । জিন-জীবনী-বর্ণনায় এটি একটি বীতি-সিদ্ধ (idiomatic) সমস্ত পদ । এইকণ পার্শ্বদেব স্বামী ‘পঞ্চবিশাখ’, অবহা অবিষ্টেনেমি ‘পঞ্চচিহ্ন’ এবং ঋষভদেব ‘চতুঃকন্তবাষাঢ়’ বলিষা বর্ণিত হইয়াছেন । জৈন প্রাকৃত্তেব এই বিশিষ্ট প্রবোণ-বীতি অনুবাদে বক্ষা কবা যায় নাই । জি\* ১ ।

পণগম্বহম- [ পণকম্বহম- ] মৃন্মকীট, উই প্রভৃতি । টাকাকার—পণকউল্লী, সা চ ভূমি-কাষ্ঠাদিষু জাযতে, যত্রোৎপত্ততে তদ্রব্য-সমবর্ণশ্চ । ভূমি ও কাষ্ঠাদিতে উইপোকা উৎপন্ন হয়, কিন্তু উইপোকা য়েতবর্ণ । ‘উলিবাছ’—লাল পিঁপড়ার মত কীট, উই বা য়েত পিপড়ার পদম শব্দ । ‘পুনকে’ শব্দের সঙ্গে ‘পণক’ শব্দের কি কোনও সম্পর্ক আছে ? সা\* ৪৪-৪৫

পণপন্নম্ [ পঞ্চপঞ্চাশৎ ] পঞ্চাশৎ । ১৪৭

পণপন্নইম [ পঞ্চপঞ্চাশত্তম ] পঞ্চপঞ্চাশত্তম । ১৭৪

পণব—বাণ্যবিশেষ । ১০২, ১১৫

পণাম—প্রণাম । ২৮

পণাসণ—প্রণাশন । ১

পণাসিয়—প্রণাশিত । ৩২

পণিবয়ামি [ প্রণিপতামি ] প্রণিপাত করি । খে ১৩

পণুব—পাণ্ডুর । ৩৫, ৩৮, ৪০, ৫৯ । তব । ৩৩

পত্ত—পত্র । ৩৪, ৩৫, ৪২, ৯৮, ১১৮ । সা ১৮ । পত্ত [ প্রোত্ত,  
প্রসাবিত ] ৩৫, পত্ত—প্রাপ্ত । ১১৩, ১২০, ১৩৯, ১৪১

পত্তিয় [ পত্তিত ] পত্ত দ্বাবা সম্ভিত অথবা পত্তবৎ সম্ভিত । ৩৬

পত্তিয় [ প্রত্যয়িত ] প্রত্যয়িত । সা ১৯

পত্তেয়ং [ প্রত্যেকম্ ] প্রত্যেকে । ৬৮

পথিব—প্রার্থিত । ১৬, ৯০, ৯৩

পংত—প্রাপ্ত । ১৭, ১৯

পংতি—পঙক্তি । ১১৫

পন্নট্টিং—পন্নবট্ট । ১৮৬, ১৮৯-৯৪

পন্নতা [ প্রলম্বাঃ ] জানান হইয়াছে । ১১৮, সা ৪৩, ৪৪, ৪৫

পন্নবেই [ প্রজ্ঞাপযতি ] বিদিত কবিয়াছেন । অতীতে লট্ ।

সা ৬৪

পন্নবসী—পঞ্চদশী । ১২৪, ১৭৪

পন্নাসা—পঞ্চাশৎ । ২১৮, ২২১, ২২৩

পভব—প্রভব । খে ৩

পভায়—প্রভাত । ৫৯

পভাসয়াণ—প্রভাসয়াণ । ৪১

পভাসয়ন্ত—প্রভাসয়ন্ত । ৪৪

পতিহিং—প্রভৃতি । ৮৯, ৯১, ১৩০

পমজ্ঞপা [ প্রমার্জনা ] প্রমার্জনা শব্দেব অর্থ হওয়া উচিত মাজ ।

ঘবা, পালিশ কবা, কিন্তু জৈনদের ঐশ্বৰ্য্যনা মাঝা-ঘবা নয়, ঝাড়া পৌছা, সম্মার্জনীৰ ব্যবহাব কবা। কিন্তু ইহাদের সম্মার্জনীও অতি কোমল, ময়ূর পুচ্ছাদি দ্বাৰা নিৰ্মিত। সা ৫৩, ৫৪, ৬০

পমদ্বণ [ প্ৰমদ্বন ] প্ৰমদ্বনকাবী। ৩৯

পমাণ—প্ৰমাণ। ৯

পমুইয়—প্ৰমুদিত। ৪২, ৯৬, ১০২

পম্ভল [ পদ্মল ] পদ্ম বা স্তম্ভ নিষ্কান্ত রহিয়াছে বাহাতে। ৬১

পয়ংত [ পতং ] পতন্ত। ৪৬

পয়ব [ প্ৰকব ] সমূহ। ৩৪, ৩৬, ৪৬।

পয়য় [ প্ৰতয়, পত্ৰক ] পতব, পাত। ৪৪

পয়লিষ [ প্ৰদলিত ] ১৫। পয়লিষ [ প্ৰচলিত ] ৩৯

পয়াবিত্তএ [ প্ৰতপ্তবৈ ] তাপ দিবার জন্ত। তাপ দেওরা বিধি।

সা ৫২

পবাহিণ [ প্ৰদক্ষিণ ] প্ৰদক্ষিণ। ৯৬

পবাহি [ প্ৰজনিয় ] উৎপন্ন কবিও। ৯, ৭৯

পবম্পরেণ [ পাবম্পৰ্বেণ ] পাবম্পৰ্বে ক্ৰমে, পরপর। সা ২৭

পরহয় [ পবভূত ] কোকিল। ৫৯

পরায়ংত [ পরাজয়ং ] পরাজয়কাবী। ৪১

পবিকল্পণা [ পবিকৰ্মণা ] তৈল-হরিজাদি ত্ৰক্ষণ। ৬০

পবিকশ্মিষ [ পবিকৰ্মিত ] প্ৰসাধিত। ৩৫

পবিগৃগহীম—পব্ৰিগৃহীত। ৫, ৬৭

পবিট্টাভিস্তএ—পব্ৰিট্টাপয়িতুম্। সা ৫১

পবিণয়—পবিণত। ১০

পবিণামিষ—পবিণামিত।

পব্ৰিনিট্টিষ—পব্ৰিনিট্টিত। সা ২

পব্ৰিনিক্সাইংতি [ পব্ৰিনিৰ্বাস্তি ] পব্ৰিনিৰ্বাণ লাভ করেন। সা ৬৩

পব্ৰিনিক্সাণ [ পব্ৰিনিৰ্বাণ ] পব্ৰিনিৰ্বাণ। ১২০

পব্ৰিনিক্ৰুড্ [ পব্ৰিনিৰ্বৃত ] পব্ৰিনিৰ্বৃত। ১১৮

পরিমিত্রুএ [পবিনিবৃত্তঃ] পরিমিত্রাণ প্রাপ্ত হন। [শাকোবি  
 'পরিমিত্রুএ' ও 'পবিনিবৃত্তে'—এই দুই পদেব ব্যুৎপত্তি অভিন্ন  
 করিয়াছেন (পবিনিবৃত্ত)। কিন্তু এ দুইটি পদেব ব্যুৎপত্তি অভিন্ন  
 বলিয়া মনে হয় না; একটিতে বা ষাত্ত ও অপরটিতে ব্ বাত্তু আছে।  
 'নিব—বা' = নিবাহীয়া ষাওয়া, নির্বাণ প্রাপ্তি, শূন্যে বিলীন হওয়া।  
 নির্বাণ দীপে কিয়ু তৈলদানম্? নির্বাণ ভূমিষ্ঠমথাস্ত বীৰ্যং সঙ্কক্ষযন্তীষ  
 বপুঃ ণেন। কুমার-সম্ভবে। ৩৫২। সাকাবে সাক্ষ্য হবে নির্বাণে  
 কি ণ বলা না? বাগপ্রসাদ। নিবু—বু = পরম অর্থ লাভ কবা।  
 নির্বাণং পবমং অর্থম্। নিবু—বা + ক্ত = নির্বাণ। নির্বাত। নিব—  
 বু + ক্ত = নিবৃত্ত। নিবৃত্ত > নিবুড্ড। নির্বাণ বা নির্বাত হইতে  
 নিবুড্ড হয় না। একটা 'নিবু' বাত্তু কল্পিত হইয়াছে। নিবৃত্ত (নিবু  
 —বু + ক্ত) হইতে > নিবুড্ড হয়; নিবুড্ড হব না।] জি° ১, ১১৮,  
 ১২৪, ১৪৭, ১৭০, ২০৫। ধো° ২।

পরিপিত্তা [পবিষায়] পবিধান করিয়া, আচ্ছাদন করিয়া, ঢাকা  
 দিয়া। সা ২৯

পরিপুয়—পবিপূত। পবিমিয়—পবিমিত। সা ২৫

পরিপুডুং [পবিশ্ফোটয়ং] পবিশ্ফুট কবিষা, ভেদ কবিষা। ৩৯

পবিভাএই [পবিভাজয়তি] বিলাইয়া দেন। ১১২

পরিভাএমাণে [পবিভাজয়তঃ] ভাগ করিয়া পবিবেশন কবিষা।

১০৪

পবিভুস্ত [পবিভূক্ত] পবিভূক্ত, পরিপূবিত। সা ২

পবিমট্ট—পবিমৃষ্ট। ৩৮

পবিমদন [পরিমর্দন] পবিমর্দন। ৬০

পরিমণ—পবিজন। ১০৫

পবিষাবজ্জই [পৰ্যাপজতে] আপদ্রুজন্ত হয়। সা ২৯

পরিষায়য়—পবিভ্রাজক। ১০

পরিষায়মাণ [পবিষায়মাণ] পবিবেষ্টন পূর্বক শোভমান। ৪১

পবিষায় [পবিবাদ] পরিবাদ, নিন্দা। ১১৮



পরিসা [ পরিষৎ ] পবিষদ্ । ১৪, ১১৩, ১৪৩, ১৫৭

পরিসাড়েই [ পরিশাটয়তি, ভ্যজ্জতি ] ত্যাগ করিল, ফেলিয়া দিল ।

২৭

পরিসংসংতে—পবিশ্রান্ত । ৬০

পরিসম—পরিশ্রম । ৬০, ৯৫

পরিহত্গ [ পরিপূৰ্ণ ] পবিপূৰ্ণ । ৪২

পরিহ্ন—পবিহিত । ৬৬, ১০৪

পবীসহ [ পরীষহ ] ১০৮, ১১৪ । জৈনমতে দুঃখকষ্ট সহ কবিয়া কর্মক্ষয় করা যায় । সন্ন্যাসী শ্রমণদিগকে দুঃখ সহ কবিতোই হইবে । কর্ম-ক্ষয়-উদ্দেশ্যে দুঃখকষ্ট সহ করার প্রক্রিয়াকে পবীষহ বলে । পরীষহ ২২ প্রকার । ১ । কুধা পরীষহ—কুধাব যন্ত্রণা সহ করিবার অভ্যাস । ২ । তৃষা পবীষহ—তৃষা সহ করা । ৩ । শীত পবীষহ—শীত সহ করা । এইরূপ ৪ । উষ পবীষহ, ৫ । দংশ পবীষহ—মশক-মৎকুণাদির দংশন সহ করা । ৬ । বজ্র পবীষহ—যে-কোনও বজ্র সহ করা । ৭ । অরতি পরীষহ—বাসস্থান বিষয়ে উদাসীনতা । ৮ । ক্রীপারীষহ—ক্রীপারিত্যাগ । ৯ । চৰ্ণাপবীষহ—ঘন ঘন স্থানত্যাগ পূর্বক পবিত্রমণ । ১০ । নৈষিকী পরীষহ—অল্প পবিত্র্যুক্ত নিষিক্ত স্থান প্রশানাদিতে বাস । ১১ । শয্যা পরীষহ । ১২ । আক্রোশ পবীষহ—অন্তেব নিন্দা ক্রোধ আক্রোশ সহ করা । ১৩ । বধ পবীষহ—প্রহারাদি সহ করা । ১৪ । বাচ্ঞা পবীষহ—অভিজাত সম্মানকেও ভিক্ষায় অভ্যস্ত হইতে হইবে । ১৫ । অলাভ পবীষহ—পুনঃ পুনঃ ভিক্ষা চাহিয়া বিমুখ হইলেও সহ করিতে হইবে । ১৬ । বোগ পরীষহ—রোগ সহ কবিতো হইবে । ১৭ । তৃণস্পর্শ পরীষহ—তৃণ কুশ কর্তক প্রভৃতিতে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইলেও সহ করিতে হইবে । ১৮ । মৈল পবীষহ—যে জল ফুটান হইয়াছে তাহাতে কোনও জীব থাকিতে পারে না । নূতন জীব বা লুহম উৎপন্ন হইবার পূর্বেই সেই জল ব্যবহার করিতে হইবে । জল পাওয়া সব সময় সম্ভব নয় বলিবা মলিন থাকে জৈন সাধুদেব ব্রত স্বরূপ । অত্যন্ত মালিন্যযুক্ত থাকার কষ্ট সহ করার নাম

মৈল পরীষহ। ১৯। সংকার পরীষহ—সান অপমান স্ততি নিন্দায়  
উদাসীনতা। ২০। প্রজ্ঞা পরীষহ—জ্ঞান বিজ্ঞা আভিজাত্য প্রভৃতিব  
অহংকাৰ আগ কৰা। ২১। অজ্ঞান পরীষহ—বিজ্ঞা না থাকায় জ্ঞাত  
লজ্জা বা ক্ষোভে অভিভূত হইবে না। ২২। সম্যক্ৰূপ পরীষহ—সর্ব  
ধৰ্মেব তুলনাদিব দ্বাৰা জৈন ধৰ্মে আস্থা হারাইবে না।

পাষপুংছং [ পাদ-প্রোঙ্কনং ] পা-পৌছা, পা-পোশ। সা° ৫২।

পৰবেই [ প্রকপযতি ] অল্পষ্ঠান দ্বাৰা দেখাইয়া এবং বুঝাইয়া  
দিয়াছেন। অতীতে লট। সা ৬৪

পলংঘ—প্রোলঘ, দোলক। লকেট। ৩৫

পলংঘাগ—প্রলঘমান। ১৫, ৬১

পলংঘিয়—প্রলঘিত। ১৫

পলাস—পলাশ। কমল-পলাশ=পদ্মদল। ৩৬

পলিওবম [ পল্যোপম ] কাল-পৰিমাণ। বহু কোটি কোটি  
সাগরোপমে পল্যোপম। ১৮৮, ১৮৯

পলোইজ্জই [ প্রলোক্যতে, প্রোচ্যতে ] প্রোক্ত হব। ধে ৫

পল্লীণ [ প্রলীন ] প্রলীন। ৯২

পলহথ [ পর্যন্ত ] পর্যন্ত, স্তম্ভ। ৯২

পলহাযগিঙ্ক [ প্রহ্লাদনীয় ] প্রহ্লাদনীয়, আনন্দজনক। ১৭, ৬০,  
১১০, ১১৩

পবড্‌মাণ [ প্রবর্ধমান ] ক্ষীত, বর্ধিত। ৪৩

পবডিঙ্ক [ প্রপতেৎ ] পতিত হইবা থাকে। সা ৬১

পবতি [ প্রবর্তক ] প্রবর্তক, ব্যুৎপাদনেব সজ্জতম অধিকারী।  
সা ৪৬

পবা [ প্রপা ] জলদানেব স্থান, পথপার্শ্বস্থ কূপাদি। ৮৯

পবাইয় [ প্রবাদিত ] প্রবাদিত, বাজানো। ১০২, ১১৫

পবায়—প্রবাত। ৯৬

পবাল—প্রবাল। ৪৫, ৯০, ৯১, ১১২

পবিট্ট—প্রবিষ্ট। ৯২, সা ৩৬

পবুচ্ছই [ প্রোচ্যতে ] বলা হয় । ১২৪

পবেগ—প্রবেশ । ৬৬

পব্বইত্তএ [ প্রবজ্জিতুম্ ] প্রবজ্জা গ্রহণ করিতে । ৯৪

পব্বইষ—প্রবজ্জিত । ১, ১১৬

পব্বয় [ পর্বত ] পর্বত । ৫১, ৭৯

পসথ [ প্রশস্ত ] প্রশস্ত । ৩৫, ৩৬, ৫৫, ৯৫

পসংত [ প্রশান্ত ] প্রশান্ত । ১১৮

পসন্ন—প্রসন্ন । ৪৩

পহ—পথ । ৮৯, ১০০

পহকর [ প্রকর ] সমূহ । ৪২

পহব—প্রহর । ৫৯

পহা—প্রভা । ৩৪, ৪৫

পহীণ—প্রহীণ । ৮৯, ১২৪, ১৪৮, ১৬৮, ১৮৩

পাঙ্গিণ [ প্রাচীন ] প্রাচীন, একটি গোত্রের নাম । ১১৩, ১২০

পাউগিত্তা [ প্রাপ্য ] পাওযাইয়া । ১৪৭

পাউ [ প্রাঙ্ক ] পাউবুড়—প্রাঙ্কুভ । ৫৯

পাউয়াও [ পাঙ্ককাঃ, পাঙ্ককাষয়ঃ ] পাঙ্ককাষয় । দিবচন প্রাকৃত্তে  
নাই বলিয়া বহুবচন । ১৫

পাএণং [ প্রায়েণ ] প্রায় । সা ২

পাও [ প্রাতঃ ] প্রাতে । সা ২১

পাওবগএ—[ টীকাকার “পাদপোপগতঃ কৃত্ত-পাদপোপগমনঃ”  
লিখিয়াছেন । কিন্তু ইহাব কোনও সঙ্গত অর্থ হয় না । যাকোবি  
ইহাব অর্থ কবিয়াছেন—remaining motionless like a tree—  
পাদপবৎ অচঞ্চল স্থিবত্বপ্রাপ্ত । ইহাও কিন্তু সঙ্গত নয় । পাওবএ <  
প্রায়োপগতঃ । মৃত্যুর উদ্দেশ্যে আহাবাদি ত্যাগ কবিয়া নিশ্চলভাবে  
বসিয়া থাকার অর্থে পাবিতাষিক শব্দ প্রায়োপগমন, প্রায়োপবেশন,  
প্রায়োপাগন প্রভৃতি । সুতবাং ‘পাওবগএ’ পদের অর্থ কৃত্ত-প্রায়োপ-  
গমন । ] মৃত্যুপণে আহাব ত্যাগ কবিয়া নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট । সা ৫১

ମାଗ—ମାକ । ୬୦

ମାଗଡ [ ଶ୍ରକଟ ] ଶ୍ରକଟ । ୫୭

ମାଉଳ—ମାଟିଲ । ୩୭

ମାଟଗ—ମାଟିକ । ୬୫-୬୬, ୬୮, ୧୦୦, ୨୦୭

ମାମ [ ମାନ ] ମାନ । ୧୦୫ । ମା ୨୦, ୨୧

ମାମ [ ମାମ ] ମାମ । ମା ୫୫, ୫୬

ମାମଗ [ ମାମକ ] ମାମିୟ । ମା ୨୫ ୨୬

ମାମଗ—ମାମକ-କଲ୍ଲ, ଏକଟି କଲ୍ଲେବ ନାମ । ୧୫୦

ମାମୁ—ମାମ, ସାମ । ୧୨୫

ମାମୋକ୍ଷ [ ମାମୁକ୍ଷ ] ମାମାନ । ୧୦୫, ୧୦୬, ୧୦୭

ମାମକ୍ଷିତ [ ମାମକ୍ଷିତ ] “ମାମେନ ମାମେ ବା ଛୁଣାଶ୍ ଚକ୍ଷୁର୍ଦୋଷମଗ୍ନି-  
ହାବାର୍ଥେ ମାମକ୍ଷୁଣାଃ ।” “ମାମକ୍ଷିତାନି ହଃସ୍ପାଦିବିଷାତାର୍ଥମ୍ ।” ମାମକ୍ଷିତ  
ମାନେ ‘ତନ୍ନ-ମନ୍ନ’, ‘ତୁକ୍ତାକ’ । ୬୬, ୨୫, ୧୦୫

ମାମକ୍ଷ [ ମାମାତଃ, ମାମାତକଃ ] ମାମାତକ, ମାମାତାବୀ ମାମିକ । ୨୧

ମାମପୁଞ୍ଜ୍ଞ [ ମାମ-ମାମୁଜ୍ଞମ୍ ] ମା-ମାମା, ମା-ମାମା । ମା ୫୨

ମାମକ୍ଷ [ ମାମକ ] ମାମକ୍ଷିତ୍ୱ=ମାମକ୍ଷିତ୍ୱ । ‘ମାମ୍ନି’ ଅର୍ଥେ ‘ମାମ’ ଶବ୍ଦେବ  
ମାମୋକ୍ଷ : ବାଲକାମି ମାମେ ମାମା ମାମକ୍ଷମାମି ତୁକ୍ତାମ୍ । ୩୮

ମାମକ୍ଷ—ମାମକ । ୫୧, ୭୨, ୧୧୫, ୧୧୬, ୧୨୦

ମାମକ୍ଷ—ମାମକ । ୧୦, ୬୫

ମାମକ୍ଷ [ ମାମକ୍ଷ ] ମାମକ୍ଷ, ମାମକ୍ଷ, ମାମକ୍ଷ । ମାମକ୍ଷ । ୧୫, ୬୧

ମାମକ୍ଷିତା—[ ମାମକ୍ଷିତା ] ମାମକ୍ଷିତା, ମାମକ୍ଷିତା । ୧୫୭

ମାମକ୍ଷିତା [ ମାମକ୍ଷିତା ] ମାମକ୍ଷିତା । ମା ୬୩

ମାମକ୍ଷିତା—ମାମକ୍ଷିତା, ମାମକ୍ଷିତା । ୧୫

ମାମକ୍ଷିତା—ମାମକ୍ଷିତା, ମାମକ୍ଷିତା । ୧୧୫

ମାମକ୍ଷିତା—ମାମକ୍ଷିତା । ୧, ୫୧, ୫୫, ୧୫୭ । ମାମକ୍ଷିତା [ ମାମକ୍ଷିତା ] ମାମକ୍ଷିତା । ୧୧୫

ମାମକ୍ଷିତା [ ମାମକ୍ଷିତା ] ମାମକ୍ଷିତା । ମାମକ୍ଷିତା ମାମକ୍ଷିତା ମାମକ୍ଷିତା ମାମକ୍ଷିତା  
ମାମକ୍ଷିତା, ମାମକ୍ଷିତା ମାମକ୍ଷିତା ମାମକ୍ଷିତା ମାମକ୍ଷିତା ମାମକ୍ଷିତା ମାମକ୍ଷିତା ମାମକ୍ଷିତା  
ମାମକ୍ଷିତା ମାମକ୍ଷିତା ମାମକ୍ଷିତା ମାମକ୍ଷିତା ମାମକ୍ଷିତା ମାମକ୍ଷିତା ମାମକ୍ଷିତା

কোশলেব আঠাবো জন গণ-বাণী ( ৯ জন মল্লকী ও ৯ জন লিচ্ছবি ) মহাবীরের মৃত্যুদিনে কার্তিকী অমাবস্তায় স্বদেশ আলোকমালায় দর্শনীয় কবিতা ‘পোষধ’ ( উপোসধ ) উৎসব প্রবর্তিত করিয়াছিলেন ; বর্তমান কালের ‘দীপালী’ উৎসবের ইহাই মূল । পাঠান্তবে ইহাই ‘বারাভোগ’ ( < দ্বাবাভোগ ) বা দ্বাবদর্শন নামে অভিহিত । ১২৮

পাবাবণ—পাবাবত । ৫৯

পাবিট্টাবণিয়া—পবিট্টাপনা । নিক্কেপ । জৈন ভিক্ষুগণ মল-মৃত্ত-নিষ্ঠবন-শ্লেয়া-পাত্রমলাদি ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত কবিতা নিক্কেপ কবেন না, নিয়মিত ও সংযতভাবে ঐ-সব নিষ্কান্ত বস্তু পরিস্কাপনা কবেন । ১১৮

পাবেস—প্রাবেস্ত । হুঙ্—প্-পাবেসাইং—স্তম্ভি বিধায়ক । ১০৪

পাস—পার্শ্ব ।

পাসবণ ভূমি [ প্রশ্রাব ভূমি ] প্রশ্রাব ত্যাগ করিবার স্থান বা পাত্র ।

সা ৫১, ৫৫, ৫৬

পাহিসি [ পাস্তসি ] পান করিবে । সা ১৮

পি—অপি । ২১, ২৮

পিচ্ছা [ পীচ্ছা ] পান কবিতা । সা ৩৬

পিচ্ছ [ প্রেম ] প্রেম, প্রিয়তা । ১১৮, ১২৭

পিড়গ—পিটক । খে ২

পিগিঙ্ক [ পিনঙ্ক ] পিনঙ্ক, পবিহিত । ৬১

পিণ্ডবায়-পড়িবাএ [ পিণ্ডপাত-পটিকয়া ] পিণ্ডপাত জন্ত পটিকা বা বস্ত্রখণ্ড রচিত বুলি । পিণ্ডপাত = পিণ্ডপতন । পিণ্ড পতিত হইবে বাহাতে এমন পটিকা । ভিক্ষাপাত্র । সহার্ণে তৃতীয়া । ভিক্ষাপাত্র লইয়া । সা ৩৬, ৩৭ ভিক্ষাপাত্রের সাধারণ নাম প্রভিগ্রহ । সা ২৯

পিত্তিজ্জ [ পিতৃব্য ] পিতৃব্য । ১০৯

পিপীলিয়ণ্ড [ পিপীলিকাণ্ড ] পিপীলিকাব অণ্ড, পিপীলিকাব ডিম ।

সা ৪৫

পিয়—প্রিয় ।

পিয়কাবিনী—প্রিয়কাবিনী । ১০৯

পিসংস্—প্রিয়ঙ্গু। ৩৭

পিসদংসণ [ প্রিয়দর্শন ] প্রিবদর্শন। ৯, ৪৬, ৫১, ৭২

পিসা—পিতা। ১০৯

পিল্লণা [ প্রেবণা ] প্রেয়ণা। ৩৪

পিব—ইব। ৫, ৮

পিহাণ—পিধান।

পীই [ প্রীতি ] প্রীতি। ৮৩, ৯০, ৯১

পীইয়ণা—প্রীতিয়নাঃ। ১৫, ৫০, ৫

পীড [ পীঠ ] পীঠ, পীডি। ১৫, ৪৭, ৬০, ৬১

পীঢ়মদ [ পীঠমর্দ ] পীঠমর্দ। ৬১

পীণ—পীন। স্থল। ৩৬

পীণগিঙ্ক [ প্রীণনীয় ] প্রীত কবিবার বোণা। ৬০

পীয় [ পীত ] পীত। ৪০

পুৎবর—পুৎব। ১১৮

পুচ্ছিয়—পৃষ্ট। ৭৩

পুচ্ছিয়ক—প্রষ্টব্য। সা ১৮

পুংছণ—প্রোছন। পৌছ। সা ৫২

পুটবী—পৃথিবী। সা ৪৫

পুণ—পুনঃ। ১৯, ৪২

পুণববি—পুনরপি। ১১০

পুণো—পুনঃ। ৩৫

পুণ্ডবীষ [ পুণ্ডরীক ] পুণ্ডরীক নামক বিমান। ২, ১৬, ৪২, ৪৪

পুস্ত—পুত্র। ৯, ৫১, ৭৯, ১১০

পুন্ন—পূর্ণ। ৩৬, ৩৮, ৪১

পুপ্—পুপ। ৩২, ৫৭, ৬১, ৭০, ৮৩, ৯৮

পুপ্ফণ—পুপ্ফক। ৫, ৪৭

পুপ্ফয়—পুপ্ফক। ৪৭

পুপ্ফ-সুহ্মং [ পুপ্-সুহ্ম- ] বট, ডুমুর প্রভৃতি অনেক গাছেব ফুল

দেখা যায় না, কিন্তু ঐ অদৃশ্য ফুল হইতেই বহীৰহের উদ্ভব হইতে পারে। অদৃশ্য পুষ্প ফুৎকাবেই নষ্ট হইতে পারে। এক্ষণ্ত বিশেষভাবে এই সকল ( ফলের অন্তর্নিহিত ) পুষ্প চিনিয়া রাখা চাই। নতুবা ‘হত্যা’ হইতে পারে। সা° ৪৪-৪৫।

পুষ্প-ফুল্লর [ পুষ্পোত্তর ] একটি বিমানের নাম। ২

পুষ্প—পুষ্পতঃ। সম্মুখে, ৭৩, ১০৫। সা ৪৬, ৪৮

পুষ্পথ [ পুষ্পভাণ্ড ] সম্মুখে। ১৬, ৬২

পুষ্পধিম [ পুষ্পভ্য, পূর্ব ] পূর্বদিক্। ২৭, ৬০

পুষ্পিস [ পুষ্পব ] পুষ্পব। ১৬, ৫৬, ৫৮, ৬০, ৬৩, ১৪৬

পুষ্পিসাদাগীৰ্য [ পুষ্পবাদানীৰ্য ] লোকপ্ৰিয়। ১৪৯

পুষ্পইয়—পুষ্পকিত। ৪১

পুষ্পগ—পুষ্পক। ২৭, ৪৫

পুষ্পিণ—পুষ্পিম। ৩২

পুষ্পয়—পুষ্পগ, পুষ্পক। ৮, ৫০

পুষ্পরত্ন [ পুষ্পরাজ ] প্রথম রাজি। ২, ৩০, ১৬

পুষ্পাউত্ত [ পুষ্পাভুক্ত ] পূর্ব হইতে প্রস্তুত। সা ৩৩-৩৫

পুষ্পাউত্তে [ > পুষ্পাভুক্তে—টীকা। ] টীকাকারের অর্থ অস্পষ্টঃ

“পূৰ্ব সাধুৰ্ আগতঃ পশ্চাদ্ দাবকো রাঙ্কুঃ প্রবৃত্তঃ ইতি পূৰ্বাগমনেন হেতুনা পূৰ্বাভুক্তঃ তত্তুলোদনঃ কল্পতে পশ্চাদাভুক্তঃ ভিলিগম্বুগো ন কল্পতে। তত্র পূৰ্বাভুক্তঃ সাধ্বাগমনাৎ পূৰ্বমেব স্বার্থং গৃহ্ণেঃ পক্তুন্ আৰন্ধঃ।” অত্র টীকাকারের অর্থঃ (১) পূৰ্বাভুক্ত = যচ্ চুল্যামারো-পিতম্। (২) পূৰ্বাভুক্তং যৎসমীহিতম্, যৎ পাকার্থমুপচৌকিতম্। যাকোবিব ইংবেজি অনুবাদঃ If before his arrival a dish of rice was being cooked, and after it a dish of pulse was begun to be cooked, he is allowed to accept of the dish of rice, but not of the dish of pulse. সাধুর সন্মানার্থে নতন করিয়া রান্না চড়াইবা বাহা প্রস্তুত হইবে, সাধু তাহা গ্রহণ করিবেন না। বাহা স্বাভাবিক নিয়মে গৃহস্থ-গৃহে গৃহস্থেব দৈনন্দিন ব্যবস্থায় প্রস্তুত

ହୁଏବେ ତାହାହିଁ ଭିକ୍କୁର ଶ୍ରୀକ୍ଷ । ଏହି ବିଧିରେ ଧବିରା ଲଘୁରା ହୁଏନାହିଁ ଯେ  
ବାହା ପରେ ଶ୍ରବଣତ ହସ, ତାହା ମାଧୁର ସନ୍ଧାନାର୍ଥ ଗୃହସ୍ତ କଟି ସ୍ତ୍ରୀକାର କରିବା  
ଶ୍ରବଣତ କରିବା ଧାକେ । ଗୃହସ୍ତକେ ଏହି କଟି ନା ଦିବାବ ଜନ୍ମ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।  
କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ତ ନିଜେ ପବିତ୍ରାବେର ଜନ୍ମ ବାହା କରିବାହିଁ, ତାହାର ଅଂଶ ଶ୍ରବଣ  
କରିଲେ ଗୃହସ୍ତ-ପବିତ୍ରାବେର ଲୋକଜନକେ ଯଦି ଅଗ୍ନାହାବ କବିତେ ହସ,  
ତାହାତେ ଗୃହସ୍ତେବ କ୍ଷତି ହସ ନା କି ?

ପୁରୀ [ ପୂର୍ବ ] ପୂର୍ବକାଳେ । ୧୨, ୧୫, ୧୦୬, ୧୧୧

ପୂର୍ବ [ ପୂଜିତ ] ପୂଜିତ । ୬୮

ପୂର୍ବ [ ପୂଜା ] ପୂଜା । ୧୦୦, ୧୦୧

ପୂର୍ବ—ପୂର୍ବକ । ୩୮

ପୂର୍ବରୂପ—ପୂର୍ବରୂପ । ୫୫

ପୂର୍ବମାଣ—ପୂର୍ବମାଣ । ୧୧୩

ପେଶ୍ଚିକା—ପେଶ୍ଚିକା । ୬୦

ପେଶ୍ଚିକା—ପେଶ୍ଚିକା, ଧଳତା । ୧୧୮

ପୋଗୁଳ [ ପୁଗୁଳ ] ପବମାଣୁ, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥେବ ହୁମାଣ । ୨୧, ୨୮  
ଜୈନ ଦର୍ଶନେର ମତ ତତ୍ତ୍ୱ : ଜୀବ, ଅଜୀବ, ଆତ୍ମବ, ବହୁ, ସଂବର, ନିର୍ଜବା ଏବଂ  
ଯୋକ । ଜୀବେବ ଲକ୍ଷଣ ଚେତନା । ଚେତନା-ଲକ୍ଷଣେ ଜୀବ : । ଅଜୀବ  
ପଦାର୍ଥେର ଚେତନା ନାହିଁ । ଯତକ୍ଷଣ ଜୀବପଦାର୍ଥ ଶରୀରାଦି ଅଜୀବ ପଦାର୍ଥେବ  
ସହିତ ମିଳିତ ଥାକେ ତତକ୍ଷଣ ତାହାର ଯୋକ-ଲାଭ ହସ ନା । ଜୀବ  
ସତଦିନ ସଂସାରେ ପରିବ୍ରଜଣ କରେ, ତତଦିନ ସେ ଅଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼  
ପଦାର୍ଥେବ ସହିତ ମିଳିତ ଥାକେ । କିନ୍ତୁ ଅଜୀବ ପଦାର୍ଥେର ସହିତ ମିଳିତ  
ଥାକେ ବଳିଆହିଁ ସେ ଜୀବ ଅଜୀବ ପଦାର୍ଥେ ପବିତ୍ରତ ହସ ତାହା ନାହିଁ । ସ୍ୱକୀୟ  
ଚେତନା-ସ୍ୱଭାବ ଲାଭିବା ପୂର୍ବକ ଥାକେ । ଅଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଞ୍ଚଟି : ପୁଣ୍ଡଳ, ଧର୍ମ,  
ଅଧର୍ମ, ଆକାଶ ଓ କାଳ । ଅଜୀବ ବା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥେର ପରମାଣୁ ବା ପବମାଣୁ  
ସମୂହେ ଉପମାନ ଧ୍ରୁବାହିଁ ପୁଣ୍ଡଳ । ପୁଣ୍ଡଳେ ବର୍ଣ୍ଣ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ଏହି  
ଚାରିଟି ଗୁଣ ଥାହିଁ । ଜୀବ ଓ ପୁଣ୍ଡଳ ମିଳିତ ହୁଏବା ଜୀବଦେହ ଗଠନ  
କରେ । ଜୀବଦେହକେ ଗତି ଦାନ କରେ ଧର୍ମ, ଆର ସ୍ଥିତି ଦାନ କରେ ଅଧର୍ମ ।  
ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକେ ସ୍ଥାନ ଦାନ କରେ ଆକାଶ । ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ



হইবার জন্ত সাহায্য কবে কাল। হুতবাং পুদ্গল জড় পদার্থেব পরমাণু বা পবমাণু সমষ্টি।

পোবাণ—পুবাণ। ৮৯

পৌবিসী [ পৌক্বী ] পুকেবের দৈর্ঘ্য বা উর্ধ্ববাহ পুকেবের দৈর্ঘ্যকে পরিমাপ হিসাবে ‘পৌক্বী’ বলে। সূর্যালোকে পুকেবের ছায়াকেও ‘পৌক্বী’ বলা হয়। ইহাব দৈর্ঘ্য ও দিগ্বিদিকের বিভাগ দ্বাৰা দিনমানের সময় নির্ণয় করা যায়। ১১৩, ১২০

পোরেবচ—পুৰোবৰ্ত্তি। ১৪

পোস—পোষ। ১৫২

পোসহ, পোসধ [ উপবসথ > পোবহ, পোবধ ] একাদশ ব্রত। ২২৮ জৈনদিগের পালনীয় ষাটশ ব্রতেব মধ্যে একাদশ ব্রত ‘পোসধ’। পূর্ণ অহোরাত্রের মধ্যে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা বধার্থভাবে অতীচাব বর্জন পূর্বক পালন করিবার ব্রত। বার্ষিক জৈন গৃহীরা প্রতি মাসে চারিদিন পোসধ কবিয়া থাকেন : অমাবস্তা, পূর্ণিমা ও দুইটি অষ্টমীতে। অনেকে প্রতি মাসে একদিন পোষধ পালন করেন। পোষধ পালন কালে গৃহীবা একদিনের জন্ত সম্রাসী হইয়া পড়েন। এই ব্রত গ্রহণের সঙ্কল্প-বাক্য কতকটা এইরূপ : আমি একাদশ ব্রত পোসধ গ্রহণ কবিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অহোরাত্রের মধ্যে আমি আহাব, পানীয়, বল, স্পর্শ, গৈন্ধ্বন, রত্নভূষণ, মাংসাদি ও চন্দ্রনাতি লেপনে বিবত থাকিব। অসি, বষ্টি বা প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার কবিব না। অহোরাত্র কার্যমনোবাক্যে এই ব্রত পালন করিব ; নিজে ইহাব অন্তথা কবিব না, অন্ত কাহাকেও করিতে দিব না। পঞ্চ অতীচাব : ১। ভাল করিবা না দেখিবা এবং না ঝাড়িরা আসন গ্রহণ। ২। স্থান পর্ববেক্ষণ না করিরা নলগুত্র ত্যাগ। ৩। ভাল কবিবা না দেখিরা কোনও স্থান হইতে দ্রব্য আহরণ। ৪। আবশ্যক কার্যে অনাচাব। ৫। শাস্ত্র-পঠন শ্রবণাদি হইতে বিরতি।

ফগুগুণ—ফান্তন। ২১২

ফংদমাণ [ স্পন্দমান ] স্পন্দমান। ৯৫

- ফবিসগ [ স্পর্শক ] স্পর্শক । অঙ্গস্বহ ফবিসগং—অঙ্গের স্পর্শস্পর্শ । ৬৩  
 ফলিহ [ ফাটিক ] ফাটিক । ২৭, ৪৫  
 ফালিয [ ফাটিক, বহুবিশেষ ] ফাটিক । ৪০  
 ফাস [ স্পর্শ ] স্পর্শ । ৩২, ১১৮  
 চক্ষু-ফাসং—চক্ষুঃস্পর্শম্ । দৃষ্টিগোচর । ১৩২ । সা ৪৪  
 ফানিত্তা [ স্পৃষ্টা ] স্পর্শ কবিত্তা, কার্ঘ্যে পবিণত কবিত্তা । সা ৬৩  
 কুসিয়া [ স্পৃষ্টিকা ] স্পর্শমাত্র অর্থাৎ অত্যন্ত অন্ন । কণগ-কুসিয-  
 মিত্তং [ কণাস্পর্শমাত্রম্ ] কণিকা স্পর্শমাত্র [ বৃষ্টি ] সা ২৮  
 ফেণ [ ফেন ] ফেন । ৩২, ৪৩  
 বজীস [ বজ্রিংশং ] বজ্রিশ । ১৪ বজীসাএ ( জ্বীলিজে ) । ১৪  
 বদ্ধ [ বদ্ধ ] বদ্ধ । ৩৪  
 বংধণ [ বন্ধন ] বন্ধন । ১২৪, ১২৭, ১৪৭  
 বংধুজীবগ—[ বন্ধুজীবক ] স্পর্শবিশেষ । ৫২  
 বংভন্নয় [ ব্রাহ্মণ্যক ] ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত, ব্রাহ্মণদের  
 বিদিত । ১০  
 বংভষান্নি [ ব্রহ্মচারী ] ব্রহ্মচারী । ১১৮  
 বল [ বল ] শক্তি । ৫২, ৮০, ৯০, ৯১, ১১৫  
 বলাহব [ বলাকা ] বক । ৪২  
 বলিকন্ম [ বলিকর্ম ] বলিকর্ম, স্ব-গৃহ-দেবতাদিগের নৈবেদ্যাদি ।  
 ৬৬, ৯৫  
 বলিয়-সবীবাণং [ বলবৎ-সবীবাণাম্ ] বাহাদেব দেহ বলবান্  
 তাহাদেব । সা ১৭  
 বহিয়া [ বহিঃ ] বাহিব, বাহিরে । ১২০  
 বহ [ বহ ] বহ, অনেক । ২, ৯, ১০, ৩৭, ৬১, ৭২, ৯৬, ৯৭, ১১৪  
 ১১৫ । সা ৬৪  
 বহযয [ বহযত ] বহযত, সর্বসম্মত । সা ১৯  
 বহল—অনেক । ৩০, ১১৩, ১২৪ । সা ৫৯  
 বায়ব [ বাদব ] বাদব, বহুবিশেষ । ২৭

বারাণসী [ ছাচহারিংশৎ ] বিয়ান্দিশ । ৭৪, ১৪৭, ১২৫, ১২৬, ২২৪

বারস [ ছাদশ ] ছাদশ, বাবো । ১৬৬ ।

বাবসাহ—ছাদশাখ্য, ছাদশাহ । ১০৪

বারসী [ ছাদশী ] ছাদশী । ১৭১

বাল [ বালক ] বালক, অজ্ঞ । ১০, ৫২, ৮০ ।

বালান্নব—বালান্নপ । ভকণ বৌজ । ৫৯

বাবস্তরিং [ ছাসপ্ততি ] বাহাস্তর । ৭৪, ১৪৭, ২১১

বারীস [ ছাবিংশতি ] বাইশ । ২২৫

বারীহিং [ ছানীতি ] বিবাশি । ৩০

বাহস্তরিং [ ছাসপ্ততি ] বাহাস্তব । ৭৪

বাহিরঙ [ বাহুতঃ ] বাহিবে । ৩২

বাহিবিষ—বাহু । ৫৭, ৫৮, ৬২, ১০০, ১২২

বিইব, বীয় [ বিতীষ ] দ্বিতীয় । খে ৭, ৯

বিংহু—বিন্দু । ৪২

বীয়—বীজ । ৯৮, সা ৪৪, ৪৫, ৫৫

বুচ্চ [ বুচ্চ ] বুদ্ধ । ১৬, ১২৪, ১৪৭ ।

বুজ্জি—বুদ্ধি । ৮, ৫০, ১২০

বুব [ পূব, বাদর ] রক্তবিশেষ । ৩২

বেমি [ বুবীতি ] বলিলাম । সা ৬৪

বোংদি [ বগুঃ ] দেহ । ১৪

বোহয় [ বোধক ] বোধন-কর । ১৬, ৫৯

বোহি [ বোধি ] বোধি, জ্ঞান । ১৬

বোহিয় [ বোধিত ] কৃতবোধন । ৪২

ভগবৎ [ ভগবান্ ] দিব্য গৌববে গৌরবান্ধিত মহামহিমময় দেবভুল্য ব্যক্তি । মহাবীর স্বামী । সংস্কৃতে ‘মান্নব্যক্তি’, ‘মহাশয়’ প্রভৃতি অর্থেও ঐ শব্দের ব্যবহার হয় । অথ ভগবান্ কুশলী কান্তপ ? ভগবন্ পববান্ অয়ং জনঃ । ভগবান্ বাসুদেবঃ । ১, ২, ৩, ১৫, ১৬, ২১, ২৮, ৬১, ১১৮

ভগবদ্—ভগবতী। ৩৬

ভগিনী—ভগিনী। ১০৯। খে ৫

ভট্ট [ভট্‌] স্বামি। ১৪

ভগিনী—ভগিতা। কথিতা, গঠিতা। খে ৪

ভংডগ [ভাঙক] ভাঙ, পাজাদি।

ভংডমত্ত—ভাঙমাজ। ১১৮

ভন্ত [ভন্ত] ভাত। ১১৬

ভক্তপড়িয়াইক্‌খিয়স—[ < প্রত্য্যাখ্যাত-ভক্তস ] বে অন্ন  
প্রত্য্যাখ্যান কবিরাহে সেইকপ [ভিক্স]ব। অধিক পুণ্যলাভের জন্য  
কোনও কোনও ভিক্স বর্ষাবাস পশুর্ষণ কালে সম্পূর্ণরূপে আহার বর্জন  
কবিরাহা থাকেন। কিন্তু তিন মাস সময় নিবধু অনাহারে কেহ বাঁচিতে  
পাবে না। সেইজন্য তাঁহাদের জন্য উক্স-অন্ন-বিগলিত ফেন পানের  
ব্যবহা আছে। কিন্তু এই ফেন বা মাড়ে অন্ন-কণা না থাকে, এজন্য  
ছাঁকিয়া লইতে হইবে। সেই ছাঁকা মণ্ড পেট ভরিয়া [মুনে 'বহুসংপুন্ন']  
খাইবার ব্যবহা অহমোদিত আছে। যাকোবি ও তাঁহার টীকাকার  
এই অন্নহীন মণ্ডকে 'উক্স জন' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা  
খাইয়া কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে কি? [ 'পড়িয়াইক্‌খিয়' শব্দ সং  
'প্রত্য্যাখ্যাত' শব্দের প্রাকৃত রূপ নহে। 'আইক্‌খ' ধাতুর উত্তর '-ইয়'  
প্রত্যয় যোগে 'আইক্‌খিয়'; তৎপূর্বে 'পড়ি' উপসর্গের যোগ। ] সা°  
২৫। আচাৰ্য্য ১৭।৫।৪ হুজ্জে 'ভক্ত-পান-প্রত্য্যাখ্যান-মুক্তির' কথা  
আছে। আহাৰ ত্যাগ দ্বাৰা আত্মহত্যা মুক্তিলাভের অন্ততম প্রকৃষ্ট  
উপায়। সা° ৫১ দ্রষ্টব্য।

ভক্তি—ভক্তি। ৩৭, ৪৪, ৪৮, ৬১, ৬৩

ভদ্র—ভদ্র। ১১১, ১৪৫

ভদ্রবাহ—ভদ্রবাহ। খে ৪, ৫

ভদ্রাঙ্গ—ভদ্রাঙ্গন। ৫, ৪৮, ৬৩, ৬৮

ভংতে—[ ভদন্ত ] মহাশয়, ভদ্র। ১৩৩। খে ১। সা ১, ১৪—  
১৬, ১৮—

ଭୟ—ଭୟ । ୫୦

ଭୟମାଣ—ଭୟମାଣ । ୫୦

ଭୟର—ଭୟର । ୫୦

ଭୟହା [ ଭ ] ଭୟହା । ୫୦

ଭୟବ—ଭୟବ । 'ଭୟବ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

ଭୟମାଣ—ଭୟମାନ, ସେବ୍ୟମାନ । ୫୫

ଭବିଷ୍ୟେ—ପୂର୍ବେ, ସମ୍ପାଦ୍ରେ । ୫୬

ଭବଣ—ଭବନ । ୫, ୭୭, ୭୭

ଭବ—ଭବ । ୧୧, ୧୧

ଭାଗ—ଭାଗ । ୭୭, ୧୦୦

ଭାଗିନୀ—ଭାଗିନୀ । ବାଣିଜ୍ୟେ । ୧୧୫, ୧୧୬, ୫୩, ୫୩, ୫୩

ଭାଗ—ଭାଗ । ୭୭, ୧୦୦

ଭାଗ—ଭାଗ । ୧୦୦

ଭାବେ ବାସେ [ ଭାବେ ବାସେ ; ଭାବେ ଓ ଭାବେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରାକୃତ ରୂପ  
ଭାବେ ଓ ଭାବେ । ] ଭାବେବର୍ଷ । ୧, ୧୧, ୧୮

ଭାଗିନୀ [ ଭାଗିନୀ ] ଭାଗିନୀ, ଭାଗିନୀ । ୧, ୧୧, ୧୧..... ୧୦୦ ।

ଭାଗିନୀ [ ଭାଗିନୀ ] ଏକ-ଦେହ ପୁଣ୍ୟ-ଶ୍ରୀବ ଅତି-ପ୍ରାକୃତ ପଦ୍ଧତିବିଶେଷ ।

୧୧୮

ଭାବେମାଣସ—ଭାବେମାଣସ । ବିନି ଭାବନା କରିଥିଲେ ଶାହାବ । ୧୧୦

ଭାବେ [ ଭାବେ ] ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଅତୀତେ ନାହିଁ । ୫୫

ଭାବେମାଣସ [ ଭାବେମାଣସ ] ଭାବେମାଣସ । ୧୧୯, ୧୦୦

ଭିକ୍ଷାଗ [ ଭିକ୍ଷୁକ ] ଭିକ୍ଷୁକ । ୧୧, ୧୧

ଭିକ୍ଷାବିଷୟ [ ଭିକ୍ଷାବିଷୟ ] ଭିକ୍ଷାବିଷୟ । ୫୦—୧୦

ଭିକ୍ଷୁ—ଭିକ୍ଷୁ । ୫୦, ୧୧, ୧୭, ୭୧, ୫୫—୫୧

ଭିକ୍ଷୁ—ଭିକ୍ଷୁ । ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାହିଁ ଗେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀ କର୍ମେ ଉଦ୍ଗତ ଅତି  
ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଗତ ବିଶେଷ । ୫୫

ଭିକ୍ଷୁଗ-ଭିକ୍ଷୁ [ ଶ୍ରୀ-ଶ୍ରୀ ] ଭିକ୍ଷୁଗ-ଭିକ୍ଷୁ, ଶ୍ରୀ ବିଶେଷ । ୫୦

ভুজ্জা ভুজ্জা [ ভূয়ো ভূয়ঃ ] পুনঃপুনঃ, বারো বারে। ১১, সা ৬৪

ভূত্ত—ভূক্ত। ১০৫, ১২১

ভূয়—ভূজ। ১৫, ৬১

ভূয়—ভূত। ১৭, ১৯, ৩৭, ৯৭, ১০৫

ভূষণ—ভূষণ। ১৪, ৩৬, ৪১

ভূসিয়—ভূষিত। ৬১

ভেদ—ভেদ। ৪১

ভেষ্ম—ভেষ্ম। ৪১

ভৈবব [ ভৈবব ] ভৈবব। ১০৮, ১১৪

ভোক্খেলি [ ভোক্খেলি ] খাইবে। সা ১৮।

ভোচ্চা [ ভূচ্চা ] খাইয়া। সা ২৯, ৩৬

ভোয়ণ—ভোজম। ৯৫, ১০৪। সা ২৬

মই [ মতি ] মতি। ৮, ৫০ বিউলমই [ বিপুলমতি ] বিপুলবুদ্ধি-  
সম্পন্ন। ১৮২

মউড [ মুকুট ] মুকুট। ১৪, ১৫, ৬১, ৯৮

মউয় [ মুদুক ] মুদুক, কোমল। ৩৫, ৩৬, ৪০, ৯৫। হু—৬৩

মউলিষ [ মুকুলিত ]। ১৫

মংস—মাংস। ৬০। সা ১৭। মংসল—মাংসল। ৩৪, ৩৬

মগব—মকর। ৪৩, ৪৪।

মগ্গ [ মার্গ ] পথ। ১৬, ১১৩, ১১৪, ১২০। সা ৬৩

মগ্গসিব [ মার্গশীর্ষ ] অগ্রহাষণ। ১১৩

মঘমঘংত [ মঘমঘায়মান ] মহ-মহ কবা। ৩২, ৪৪, ৫৭, ১০০

মঘবং [ মঘবান্ ] ইচ্ছ। ১৪

মংখ—[ মংখাশ্চিত্রফলকহস্তাঃ ] পট্টয়া। ১১০

মংগলাপং [ মঙ্গলানাম্। মঙ্গল শব্দ সংস্কৃতসম, ‘পং’ যোগে  
প্রাকৃতরূপ। নির্ধারে বঞ্জী। ‘পং’ বিতক্তির পূর্ব স্বব দীর্ঘ হয়।]  
মঙ্গলেব, মঙ্গলকর অনুষ্ঠান সমূহেব মধ্যে। ১

মচ্ছ—মৎস্ত। ৪২, ৪৩

মজ্জ—মজ্জ। সা ১৭

মজ্জগণব [ মার্জন গৃহ ] মার্জন গৃহ, জ্ঞানেনব বব। ৬১। মজ্জিন্ন-  
মার্জিত। ৬১

মজ্জ [ মধ্য ] মধ্য। ৩৬, ৪৬, ৬১, ১১৪, ২২৭। মজ্জাগএ  
[ মধ্যগতঃ ] মধ্যগত। সা ৬৪। মজ্জাংমজ্জোং [ মধ্য-পথা, অভ্যন্তর-  
মার্গেণ ] মধ্য দিয়া, যাবধান দিয়া। ২৮, ২৯, ৬৫। মজ্জ্বিম—  
মধ্যম। ১২২, ১৪৭

মট্ট [ মৃষ্ট ] মাখানো, মাজা-ঘবা। ৩২। মার্জিত, মন্থণ করা।  
সা ২

মডে [ মৃতঃ ] মডা। ৯২

মডংষ [ মডস্থানি সর্বতোহর্ষযোজনাত পরতোহবস্থিত-গ্রামাগি ] নগরের  
উপকণ্ঠে অর্ধযোজন দুবে অবস্থিত গ্রামসমূহকে মডংষ বলে। ৮৯

মণ—মন। ৩৮, ৯২, ১১৮, ১২১। মণহর—মনোহব। ১১৫

মণাম [ মনোরম ] মনোরম। ৪৭, ১১০, ১১৩

মণুজ্জ [ মনোজ্জ ] মনোজ্জ। ৯২।

মণুন্ন—মনোজ্জ। ৪৭, ১১০, ১১৩

মণু [ মনুজ ] মানব। ১১৩, ১২১, ১৪৩

মণোগন্ন [ মনোগত ] মনোগত। ১৬, ৯০, ৯৩, ১৪২

মণোরহ—মনোরথ। ১০৭, ১১৫। মণোহব—মনোহব। ৩৭

মণ্ডলিষ [ মাণ্ডলিক ] মাণ্ডলিক, মণ্ডলেশ্বর। ৭৮

মণ্ডব—মণ্ডপ। ৬১, ১০৪

মণ্ডিন্ন—মণ্ডিত। ১৫, ৬৩, ১০০

মন্তগাইং [ পাত্রাগি ] পাত্র। উচ্চাবমন্তএ [ উচ্চাবপাত্র ] মল-  
ত্যাগেব পাত্র। পাসবণ-মন্তএ [ প্রস্রাব-পাত্রকম্ ] প্রস্রাবত্যাগেব  
পাত্র। খেলমন্তএ [ ক্ষেত্ৰপাত্র ] নিম্নীবন পাত্র। পিকদান। সা ৫৬।  
চুর্গিকাবেব টীকা : বাহিং তস্ স গুপ্তিয়াদিগহং তেণ মন্তএ বোসিরিত্তা  
বাহিং নিত্তা পবিট্টবেই, পাসবণে বি অভিগুগহিত্তো ধরেই তস্ স গই  
জো জাহে বোসিরই সো তাহে ধরেই, ন নিক্খিবই, হুবংতো বা

উচ্ছংগে ঠিতয়ং চেব উববিং দংডএ বা দোরেনং বংধতি গোসে অসং-  
সত্তিয়াএ ভূমীএ পরিট্টবেই ত্তি ।

মথয় [ মন্তক ] মন্তক । ৫, ১৫, ৫৩ । মথয়থ—মন্তকস্থ । ৪০

মন্দব [ মাদিব ] মুহূতা, কোমলতা । ১২০ । থে ১৩

মন্দাহি [ মদব ] মর্দন কর । ১১৪

মন্তর [ ব্যস্তর ] ব্যস্তর, তির্যগ্গদেবতা । ৯৯

মংতি [ মন্তী ] মন্তী । ৬১ । মহামংতি—মহামন্তী, মহামাত্য । ৬১

ময়ণ—মদন । ৩৮ । ময়ণিজ্জ [ মদনবর্ধক ] মাদক, মদনোদ্দীপক ।

৬০

ময়গয় [ সবকত ] সবুজবর্ণ গণি, পাণ্ডা । ৪৫

১ মল্ল—মল্ল, কুস্তীগিব । ১০০ ১১৪ । মল্লজ্জ—মল্লজ্জ । ৬০

মল্ল [ মালা ] মালা ৩৭, ৪১, ৬১, ৮৩, ৯৫, ১০০

মসাবগল্ল—একটি বস্তুর নাম, সবুজবর্ণ : (emerald) । ২৭

মসুরগ—মসুরক । ৬৩

মহং [ মহং ] মহংতং ৪২ । মহযা [ মহতা ] ১৪, ১০২, ১১৫ ।

মহাসের পূর্বপদ ‘মহা’; মহাবিমাণ । বৃক্ত ব্যাঞ্জনের পূর্বে ‘মহ’;  
মহড্‌ঢ়িয । বৃক্ত ব্যাঞ্জনের পূর্বস্থিত স্বববর্ণের পূর্বে ‘মহ’, মহিংদ ।

মহাবিজয়—পুং কৃত্তর-পবব-পুংডবীয়াও মহাবিমাণাও [ “মহান্  
বিজয়ো বজ্জ তথাবিধং চ তৎ পুপ্পোত্তবং চ পুপ্পোত্তব-সংজ্ঞাকং চ  
ভদেব এবরেবু শ্রেষ্ঠেবু পুণ্ডরীকং বিমানানং মধ্যে উত্তমত্বাৎ ।” পুপ্প  
> পুপ্‌ক । পুপ্‌ক + উত্তর = পুপ্‌কৃত্তর । প্রাকৃত সন্ধিব সাধাবণ  
নিয়ম সন্নিহিত স্বরস্বরের একতরৈব ( বিশেষতঃ অ-কারেব ) লোপ ।  
অপাদান কাবক । অপাদানেব বিভক্তি : আও । ভঃ > ও, আও ।]  
মহাবিজয় পুপ্পোত্তর নামক মহাবিমান বাহা শ্রেষ্ঠ বিমানসমূহের মধ্যে  
শ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীকত্বাৎ, তথা হইতে । ২

মহজ্জইয় [ মহাদ্ব্যতিক ] অত্যাচ্ছদ । ১৪

মহড্‌ঢ়িয [ মহর্ধিক ] বহু-ধন-সম্পন্ন । ১৪

মহণ—মথন । ৩৯



মহত্তবগত [মহত্তবকত্ব] অমাত্য-শ্রেষ্ঠত্ব। ১৪। মহত্তবয়—  
মহত্তয়ক। ১১০

মহত্বল [মহাবল] মহাবল। ১৪

মহায়ল [মহাবশা:] মহাবশা। ১৪, ৪৬

মহিৎদ [মহেচ্ছ] মহেচ্ছ। মহিয়ল—মহীতল। ৪৫। মহিয়—  
মহিত। ১০০

মহিয়া [মহিকা] লয়ন স্কন্ধ, স্কন্ধ জীববিশেষ। সা ৪৫।

মহিলাগুণ—জীকলা। ২১১

মহিলিষা—মিথিলা। ১১২

মহ [মধ্] মধু। ৪৬। সা ১৭। মহয়ব [মধুকব] মধুকর।  
৩০। মহয়বী। ৩৭, ৪২ মহব [মধুব] মধুর। ৪৭, ৫০, ৯৫, ১১৫

মাভববিষ [মাড়স্থিষ] মডস্থবাসী, নগরের উপকণ্ঠবাসী। ৬১

মাণসিয় [মানসিক] মানসিক। ১২১

মাছুস—মাছুষ। ১১৭

মাণ্ডুলগ [মাছুয়াক] মছুয়োব বোংগা, মছুয়ভোংগা। ১৩

মায় [মাতা] মা। ৪৬, ১০৯, ৭৪, ৭৭, ৯২

মায়গতিয় [মায়ণাস্তিক] [অপশ্চিম মবণাস্তসু তজ্জববা আৰ্ঘ্যদা  
উত্তব-পদবুদ্ধো অপশ্চিম-মায়ণাস্তিকী সা চাহলৌ মংলেখনা] অশন-  
পানাদি পরিত্যাগপূর্বক মৃত্যু ববণ। সা ৪৫

মাকব—মাকত। ৪০, ৯৬

মাসিয়—মাসিক। ৬৮, সা ৫৭

মাহ—মাদ। ২২৭

মাহণ [ব্রাহ্মণ] ব্রাহ্মণ, দয়িজ ব্রাহ্মণ। ২, ৫, ৮, ১৩। —কুল।  
১৭, ১৯ মাহণী—ব্রাহ্মণী। ২, ৩, ৫, ১৫—

মি—অগ্নি। ৩, ২৯

মিউ—মুহু। ৩৫, ৬৩

মিছা [মিথ্যা] মিথ্যা, মিছা। ১১৮

মিঙ [মাজ]—মাজ। ১০, ৫২, ৮০। সা ২৬, ২৮, ৩০, ৫৭

- মিত্ত [ মিত্তে ] মিত্ত । ১০৪, ১০৫  
 মিত্র [ মিত্র ] মিত্র, মাপ করা । ৪২, ৫০, ৯৫, ১১০ । সা ৫৪  
 মিসিমিসিংত [ দেদীপ্যমান ] বক্‌বকে । ১৫, ৬১  
 মিহ্মণ [ মিথুন ] মিথুন । ৪২  
 মীদিব [ মিশ্রিত ] মিশ্রিত । ১১৫  
 মুইংগ [ মুদঙ্গ ] মুদঙ্গ । ২২, ১০২  
 মুক্ত [ মুক্ত ] মুক্ত । ৩২, ৩৬, ১০০, ১১৮  
 মুক্‌থ—মোক্‌ । ১১৪  
 মুগ্‌গবগ—মুদগব । ৩৭  
 মুচংতি [ মুচ্যন্তে ] মুক্তিলাভ করেন । সা ৬৩  
 মুচ্ছিক্ত বা পবডিক্ত বা [ মুছেৎ বা প্রপত্তেৎ বা ] যদি মুহিত  
 হয় বা পতিত হয় । সা ৬১  
 মুট্টির [ মৌষ্টিক ] মুষ্টি, মুঠা । ১১৬, ২১১, ১০০  
 মুণেরক [ জাতব্য ] জাতব্য । [ “জো জাণ-মুণো ।” প্রা° প্রা° ৮২৩ ।  
 জা ণাত্ত স্থানে জাণ ও মুণ আদেশ হয় । ] খে ৯ ।  
 মুণ্ডে [ মুণ্ডঃ, মুণ্ডিতঃ ] মুণ্ডিত-কেশ সন্ন্যাসী । ১  
 মুত্ত—মুক্ত । ১৬, ১২৪, ১৪৭ । মুত্তা—মুক্তা । ৩৬, ৪৪, ৬১ ।  
 মুত্তি—মুক্তি । ১২০  
 মুদ্দিবা [ মুদ্ভিকা, মুদ্ভিতা ] ৬১  
 মুদ্বয় [ মুদ্বজ ] কেশ । ৪০  
 মুদ্বা—মুদ্বা । ১৫, ৬৬  
 মুহ [ মুখ ] মুখ । ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৫২, ৯২ ।  
 মুহমংগলির [ মুখমালিক ] মুখমালিক । ১১৩ [ মুখে মঙ্গল  
 যেবাং তে ভবা চাটুকরা ইত্যর্থঃ ]  
 মুহত্ত—মুহর্ত । ৩২, ১১৩, ১১৮, ১২০  
 মুহত্তগং [ মুহর্তকম্ ] এক মুহর্তেব জন্ত । সা ৫২  
 মুনা—মুনা । মুচি (a crucible) । ৩৫  
 মেঘণীয়া [ মেদিনী ] মেদিনী । ৯৬

মেহ—মেঘ। ৬১

মেহলা [ মেখলা ] মেখলা। ৩৬

মেহাবী—মেধাবী। ৬০

মোজ্জিয় [ মৌজিক ] মৌজিক, মোতি। ২০, ২১, ১১২

মোষণ [ মোচক ] মোচক। ১৬

মোব [ মযুব ] মযুর। ৪০

[ মাষা- ] মোস [ মৃষা বা মোষ ] মাষামোষে—মাষাকপ চোর  
( মোষ ) অথবা মিথ্যা ( মৃষা ) মায়া। ১১৮

র [ চ ] স্ববর্ণের পব 'চ' ( সংযোজক অব্যয় ) স্থানে 'র' হয়।  
৯, ২১, ২৮...

বাবি [ চাপি < চ + অপি ] স্ববের পব। ২২, ২৭...

রই—বতি। ১০৮, ১১৮

বইয় [ রচিত বা রঞ্জিত ] রচিত। ৩৬

রক্খ—বক্ষ, বক্ষক। আয-রক্খ—আজ্ঞ-বক্ষক। ১৪

বংগংত—[ বংগং, ইতংগতঃ প্রংগং, চঞ্চল ] চঞ্চল। ৪৩

রচ্ছংতবে [ রণ্যা মধ্যে ] বাজগথে। ১০০

বজ্জ—রাজ্য। ৫১, ৭২, ৯০, ৯১, ২২৭। বজ্জবই—রাজ্যপতি।  
৫২, ৮০

রজ্জু [ বজ্জক, লেখক। বজ্জ বাতু লেখনার্থে। রঞ্জিত চিত্রাকর  
হইতে প্রথম লিপিব উদ্ভব স্থচনা কবে। অশোকলিপিতে "লজ্জক,  
লাজ্জক" আছে। ] লেখক। ১২২, ১৪৭।

• বট্ট [ বাট্ট ] রাষ্ট্র, রাজ্যশাসন নীতি। ৯০

বত্ত—বক্ত। ৩২, ৩৫, ৩৯, ৪০, ৫২, ৯০, ৯১

বত্তি—বাত্রি। ৩৯

বয়গিচ্ছ [ বয়গীষ ] বয়গীষ। ৩৫-৩৭, ৪২, ৬১। বয়—বয়। ৩২

বয় [ বজ্জঃ ] হুলি। ৩২। সা ২৯

বয়গ [ বজ্জ ] বয়। ৪, ১৫, ২৭, ৩২, ৩৩। বয়গায়—বয়গয়।

বয়গি [ বজ্জনি- ] বজ্জনী। ৩, ৩১, ৩২, ৪৬। বয়গিকর—বজ্জনিকর। ৪৩

রয়র [রজত] রজত, রৌপ্য। ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪১

রয়াবেহ [রচ্য] রচনা কর। ৫৭

রস্মি [রশ্মি] রশ্মি। ৫৯, ৩৯।

বহস্ম [রহস্ত] রহস্ত। ১২১। রহোকম্ম—রহঃকর্ম। ১২১

বাই [বাজি] রাজি। ৩৬

রাইংদিয়—[বাত্রিংদিবম্] দিব্যরাজি। ৯, ৩০, ৫১, ৭৯

বাইগিয়ং [রাত্রিকম্, জ্যোষ্ঠম্] জ্যোষ্ঠকে। রাইগিঞ [রাত্রিকঃ, জ্যোষ্ঠঃ] শ্রেষ্ঠ অর্বাং আচার্য বা বয়োজ্যেষ্ঠ। সা ৫৯

রাইয় [রাজন্ত] রাজন্ত। ১৮, ২২১

রাইয় [রাত্রিক] রাজি। এগরাইয় [একরাত্রিক], পঞ্চরাইয় [পঞ্চরাত্রিক] ১১৯

রাঈসর [রাজেশ্বর] রাজেশ্বর, সুবরাজ। ৬১

রায়া [রাজা] রাজা। ৬১, ৮৯, ৫০, ৫২, ৭২, ৮০, ৪৮, ৫৩, ৫৪, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ১০৬

-বাএ [-রাজে] স-বীসই-রাএ [স-বিশংতি-রাজে] বিশংতি বাজি সহ। ভাবে সপ্তমী। 'মাসে' পদের বিশেষণ। [সবীসইরাএ বিইক্কংভে ব্যতিক্রান্তে মাসে=] একমাস বিশংতি রাজি ব্যতিক্রান্ত হইলে। সা ১-৮

রায়মাণ—রাজমান। শোভমান ৪০

রায়-লেহা [রাজত-রেখা]। ৩৮

রায়হংস—রাজহংস। ৫, ৫৪, ৮৮

রায়হাণী—রাজধানী। ২১১

রাসি—বাশি। ৪৩, ৪৫, ৫৯

রিউম্ভেপং [ঋজুম্ভীনাম্] ঋজুম্ভি বা সরল বুদ্ধিসম্পন্ন সাধুগণের। ১৬৬

রিউকেয় [ঋগ্বেদ] ঋগ্বেদ। ১০

রিক্খ [ঋক্ষ] নক্ষত্র। ৬১

রিট্ট—রিষ্ট। ১৫, ২৭

রুইল—রুচির।

রুক্ষ—বৃক্ষ। সা ২৯, ৩২, ৩৬, ৪৫

বয়—কত, বব। ২১১

বয়—কত। তুলা। ৩২

বয়—কপ। ২, ২৮, ৩৪, ৩৬, ৩৯-৪২...

বয়ংত [ রাজমান ] শোভমান। ৫৯

লক্ষণ—লক্ষণ। ৯, ৩৩, ৩৫, ৪১, ৬৪-৬৮, ৭৯

লংখ—[ লংখাঃ, লংখ্যাঃ, বংশাঙ্কখেলকাঃ ] বংশের আগায় বাহাবা খেলা করে। ১০০

লংগুল—লাঙ্গুল। ৩৫

লঙ্ঘী—লঙ্ঘী। ৪১, ৬১

লট্ট [ লট্ট, মনোহর ] মনোহর। ৩৫-৩৬, ৪০, ৫৫

লট্টি [ বট্টি ] লাট্টি। ৪০

লডহ [ “লটভা হুবিশাল।” টীকাকার। লটভ শব্দ সংস্কৃতে পাওয়া যায় রমণীয় অর্থে। প্রাকৃত ‘লটহ’ শব্দেরই এটি সংস্কৃত রূপ। “তস্যাঃ পাদনখশ্রেণিঃ শোভতে লটভ-ক্রবঃ।” বিক্রমোর্ধসীয় ৮।৬। ‘লাবণ্যবতী ললনা’ অর্থেও ‘লটভা’ ব্যবহৃত হইয়াছে। “কিংবা বর্ণনয়া সমস্ত লটভাংক্যকরতামেক্তি।” “অনর্থ্য লাবণ্যনিধান ভূমি ন কস্য লোভং লটভা তনোতি।” ইত্যাদি। সুতরাং টীকাকারের অর্থ গ্রহণীয় নহে। ‘লটভ’ শব্দের অর্থ ‘মনোজ্ঞ’। বোম-রাষি ‘হুবিশাল’ না হইয়া ‘মনোজ্ঞ’ হইলেই সম্ভব হয়। ] মনোজ্ঞ। ৩৬

লংগলিকা [ লাক্সলিকা গলাবলদিত-সুবর্ণাদিময়-লাঙ্গলাকান-ধারিণী ভট্টবিশেষাঃ, কর্ণকা বা ] লাক্সলী, কুবক। ১১৩

লংদ—[ সংস্কৃতে ‘লঙ’ আছে বিষ্ঠা অর্থে। এটাও সেই শব্দই। বাঙ্গালাতে ‘ছাড়’। ] বিষ্ঠা। সা ৯

লঙ্ঘ—লঙ্ঘ। ৭৩ লঙ্ঘি—লঙ্ঘি। ৫৩

লভেজ্জা [ লভেত ] লভে, লাভ করে, পায়। সা ১৮

লংবংত [ লম্বমান ] লম্বমান। ৩৬। লংবমাণ—লম্বমান। ৪৫

লংভ—লাভ। ১০৩

লয়া—লতা। ৪৪

ললিত—ললিত। ৬১

লাসগ [“লাসকা বাসকান্ দদতি, জযশকপ্রয়োগ্তারো বা।”—  
টীকাকাব। টীকাকাব গোঁজামিল দিয়াছেন। ‘রাসক’ মানে কি ?  
নৃত্য-বহুল স্তম্ভ নাটককে রাসক বলে। সে ‘রাসক’ দেখয়া যায় কেমন  
কবিয়া ? বিকল্পে জয় শব্দ প্রয়োগকাবীকে টীকাকার লাসক বলিয়াছেন।  
স্পষ্টই বুঝা বাইতেছে যে এ বিষয়ে তাঁহার কোনও স্পষ্ট ধারণা নাই।  
কিন্তু ‘নর্তক’ অর্থে ‘লাসক’ আভিধানিক শব্দ, লাসিকা [-নর্তকী]  
শব্দেবই অধিক প্রয়োগ পাওয়া যায়।] নর্তক। ১০০

লিঙ্গ—লিঙ্গ। সা ২

লুক লিয়এণ [লুপ্ত শিবস্যোন] উৎপাটিত-কেশ। সা ৫৭

লুক্ক—কক্ক। ১৫

লুহির—[লুহিত] ঘুট, মার্জিত। ৬১

লোট্টু—লেট্টু, সুৎপিণ্ড। ১১১

লেগ লুহমং-[লয়ন-সুহ্ম-] লয়ন বা আশ্রয় অবলম্বন করিয়া যে  
সুহ্ম কীট বাস করে, যেমন উইচিংডে, মাটির মধ্যে চষা জমিতে  
লুকাইয়া থাকে, এইরূপ স্থানকে উইচিংডের লয়ন বা আশ্রয় বলা যায়।  
অনেক কীট সুহ্ম আশ্রয় নির্মাণ কবিয়া তন্মধ্যে বাস করে। আবার  
অনেক কীট এক সঙ্গে পুঞ্জীভূত হইয়া বজ্রাদিতে লংলগ্ন হয়, ইহাকে  
‘ধো’ পড়া বা ‘ছাতা’ বলা বলে। ইংরেজি mildew. টীকাকার এ  
সম্পর্কে অনেক লিখিয়াছেন। ‘অট্ট-সুহ্মাইং’ দ্রষ্টব্য। সাং ৪৪-৪৫।

লেগাণি [ < লয়নানি ] লুকাইবার স্থান। সাং ২০।

লেসা, লেস্তা : মনোবৃত্তিবিশেষকে লেস্তা বা লেশা বলে। লেশয়তি  
চালয়তি আত্মানয়িতি লেশা বা লেস্তা। এই লেশা আত্মাকে কর্মে  
প্রণোদিত কবে। লেশা ষড়বিধ : (১) কৃষ্ণলেসা, (২) নীললেসা,  
(৩) কাপোতলেসা, (৪) তেজোলেশা, (৫) পদ্মলেসা, ও (৬) শুক্ল-  
লেসা। পূর্ব পূর্ব লেশা অপেক্ষা পর পর লেশাগুলি অপেক্ষাকৃত  
ভালো। কৃষ্ণলেসা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও শুক্ললেসা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

এই ছয়টি লেখার অভিজ্ঞত ছয়জন লোকের কোনও বৃক্ষের কল পাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কৃষ্ণলেশাক্রান্ত ব্যক্তি গাছটি কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক হইল। নীললেশার অভিজ্ঞত ব্যক্তি শাখাগুলি ছেদন করিতে চাহিল। কাপোতলেশার অভিজ্ঞত ব্যক্তি একটিনাত্র শাখা ছেদন করিতে চাহিল। তেজোলেশাক্রান্ত ব্যক্তি গুৰুকগুলি সব ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিল। পদ্মলেশার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ব্যক্তি ভূপক বল পাড়িবার ইচ্ছা করিল। কিন্তু গুরুলেশার প্রভাবে বর্ধিত ব্যক্তি ভূপতিত কল খাইতে চাহিল। লোনলেশা গুরুলেশা। ১১৮

লোহা [ লোখা, রেখা ] রেখা, দাগ। ৩৮, ২১১। সা ৪০

লোঞ [ লোচঃ ] কেশ উৎপাটন। সা ৫৭।

লোঞ, লোরে [ লোকে । শব্দন্যায় অৰূপ ব্যঞ্জন প্রাপ্তিতে প্রায়শঃ লুপ্ত হয়। লোকে > লোঞ ; + র-শ্রুতি = লোরে। বিকল্পে ক স্থানে গ, লোগাছিবর্জ ( জি° ১৪ ), লোমুত্তবাণং, লোগ-নাহাণং, লোগ-হিমাণং, লোগ-পদ্বাণং লোগ-পজ্জোরগরাণং ( জি° ১৬ )। ] লোক শব্দের দুই অর্থ : লোকান্ত ভুবনে জনে। এখানে ভুবন অর্থেই লোক শব্দের ব্যবহার। লোকে = অগতে, পৃথিবীতে। জি° ১।

লোগ [ লোক ] লোক। ১৪, ১৬, ১৯, ১১১। লোহ—লোক। ১, ৪৪, ৯৭, ১১১, ১২১

লোগ [ লবণ ] লবণ। সা ২৬

লোয় [ লোচ ] লোচ, কেশোৎপাটন। ১১৬। সা ৫৭

লোয়ণ [ লোচন ] লোচন। ৩৬, ৪৬, ৫৯

লোয়ণ্ডিয় [ লোকান্তিক ] লোকান্তিক। ১১০ ‘বিরানলোক’ ঋষ্য।

লোহিয় [ লোহিত ] লোহিত। সা ৪৪, ৪৫। লোহিরুৎ—লোহিতাক্ষ। ২৭, ৪৫

ব [ ইন ] অহুস্বারের পর ইব স্থানে ব। ৪৬, ১১৮

বই—[ বাচ ] বাক্য। ১১৮

বইসএ—[ \*বচিভবৈ ] বলিবে, বলা বিধেয়। সা ১৯, ৫৮

বইব [ বজ্জ ] বজ্জ । ৯৮

বইসাহ [ বৈশাখ ] বৈশাখ । ১২০

বউল [ বকুল ] বকুল । ৩৭

বক্কাভ [ অগক্রান্ত ] অপক্রান্ত । ১, ২, ৩, ১৫, ২০, ৭৮, ৯১

বক্কংভী [ অগক্রান্তি ] অপক্রান্তি । ২

বগুগুহিং [ বাগুভিঃ ] বাক্যে । সংস্কৃত 'বহু' শব্দেব অর্থ 'হ্রস্বর,'  
'মনোজ্ঞ' । ৫০, ১১০, ১১৩

বগুঘারিয় [ "প্রলম্বিত" ] সংবেদ, ঘন । ১০০, ১৬৮ । সা ৩১

বচ্ছ [ বক্ষঃ ] বক্ষ । ১৫, ৪৩, ৬১

বচ্ছ [ বৎস ] বৎস । খে ৩, ১১, ১৩

বজ্জ [ বজ্জ ] বজ্জ । ১৪

বজ্জিব [ বর্জিত ] বর্জিত । ৩৮

বৎসগ [ ব্যঞ্জন ] ব্যঞ্জন । ২, ৫১, ৭২

বট্ট [ বৃত্ত ] বৃত্ত । ৩৫, ৩৬, ১০০

বট্টংতি [ বর্তন্তে ] থাকে । সা ৩৫

বট্টমাণ [ বর্তমান ] বর্তমান । ১২০, ১২১

বড়—বট । বট বৃক্ষ । ১৭৪

বড়িয়—পতিভ । ২০৯

বড়িংগ [ অবতংসক ] অবতংস । ৫১, ১৪, ২২, ৬৬, ৬৭

বড়্চামো—বর্ধামঃ । বৃদ্ধি পাইতেছি । ৯১, ১০৬

বণ—বন । ৩৮, ৩৯, ৮৯, ১১৫

বণলয়া [ বনলতা ] বনলতা । ৪৪, ৬৩

বন্ন [ বর্ণ ] বর্ণ । ৩২, ৩৭, ৩৮, ৫৭, ৯৮, ১০০

বন্নও [ বর্ণক ] বর্ণ, বর্ণনা । ৪২ । প্রাচীন কালে যখন লোকে  
বাজসভাদি জনবহুল স্থানে বক্তৃত্তা কবিত, লিখিয়া পাঠ করিবার  
রীতি ছিল না, তখন অনেক বিষয়েব স্মরণচিত্ত বর্ণনা তাহাবা কর্ত্ত্ব  
রাখিত । বাজা, বাজসভা, রাজমহিষী, বাজ্যাভিষেক, রাজ্যাশালন-  
শৃঙ্খলা, রাজবংশ প্রভৃতির বর্ণনাই যে কেবল তাহারা কর্ত্ত্ব রাখিত,



তাহা নহে। শ্রুতৌদয়, শ্রুতান্ত, বাণ্য, যৌবন, বার্ষিক্য, শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা, বালকেব শিক্ষা, নাযক, নাযিকা, বিবাহ, পুত্র-কন্ডা, অনুচা কন্ডা, চন্দ্রোদয়, নদী, সমুদ্র, নগর, গ্রাম প্রভৃতি বহু বিষয়ের স্তবচিত্ত বর্ণনা তাহাদেব কণ্ঠস্থ থাকিত, আবস্তকস্বত বর্ণা-সমবে সেইগুলিব আবৃত্তি কবিষা বাইত। রাজদূতদিগকে এইরূপ আকস্মিক বর্ণনা দিয়া বক্তৃত্তা কবিত্তে হইত বলিয়া দূত বা ভাটদিগের মধ্যে এইরূপ একটি বর্ণনা সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। খ্রীঃ চতুর্দশ শতকেব মৈথিল কবি জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরেব বর্ণরত্নাকর গ্রন্থে আয়বা এইরূপ একটি বর্ণনার বই পাইবাছি। ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা কবা বাহাদেব ব্যবসায়, তাঁহাদেব পুঁথিতেও এইরূপ অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেব সাহিত্য। কিন্তু তিনহাজার বৎসর পূর্বে জৈনদিগেব মধ্যেও নানা স্থানে এইরূপ স্তবচিত্ত বর্ণনার ঘন ঘন প্রয়োগেব প্রচলন ছিল। বখন জৈন আগম গ্রন্থগুলি লিখিত হয় নাই, আচার্যগণেব কণ্ঠে কণ্ঠেই চলিষা আসিত্তেছিল, তখন তাঁহাবা এই সাধারণ বর্ণনাগুলিব আবৃত্তি কবিতেন।' কিন্তু বখন লেখা আবস্ত হইল, তখন অত লেখা কণ্ঠসাধ্য বলিয়া বর্ণনাগুলি 'বসন্ত' [বর্গক] বলিষা উল্লেখমাত্র কবিষা ছাড়িষা দিতেন। পাঠকালে ঐগুলিব আবৃত্তি কবিষা লইতে হইত। অনেক স্থলে আদি পদেব পব একটি 'জাব' লিখিষা শেষ পদটি তার পবে লেখা হয়। 'জাব' দ্রষ্টব্য।

বস্ত [ ব্যাপ্ত ] ব্যাপ্ত। ৫, ১২, ১৫০০

বস্তক [ বক্তব্য ] বক্তব্য। সা ১৮, ৫৮

বথ [ বস্ত ] বস্ত। ১৪, ৬৩, ৬৬, ৮৩, ৯৮, ১০২, ১০৫। সা ৫২

বথএ [ \*বস্তবৈ, বস্তম্ ] বাস করিতে, থাকিতে। সা ৬২

বদিত্তএ [ \*বদিত্তবৈ ] বলিতে, বলা চাই। সা ৫২

বদ্বশ [ বর্ধন ] বর্ধন। ১০০

বদ্বমাণ [ বর্ধমান ] বর্ধমান। ১১৩ [ বর্ধমানাঃ স্কন্ধারোপিত পুঙ্খাঃ। ] সাহুবেব ঘাড়ে সাহুব থাকিলে সাহুব 'বর্ধমান' হয়।

বদ্বদণ—বদ্বদন। ১০০

বঙ্গ [ বর্ণক ] চন্দ্রনাথি বাটনা । ৬১ । বঙ্গ—বর্ণক । সা ৪৫

বঙ্গ—বদন । ১৫, ৩৫, ৩৬, ৪৩

বঙ্গ—বজ্র । ২৭

ববিট্ট—বরিট্ট । ১৫

বঙ্গহ—বঙ্গত । ৩৮

ববগয়—ব্যপগত । ৯৫

ববসিয়—ব্যবসিত । ৪০

বস—বশ । ৫, ১৫, ৫০, ১০৬

বসত, বসহ—বৃষত । ৪, ৩০, ৩৪, ৬১, ১১৪, ১১৮

বলুহারী—বলুধারী । ৯৮

বাইয়—বাদি । ১৪, ১১৪

বাঈ—বাদী । তাত্ত্বিক । ১৪৩

বাঈ, বাঈতি [ বাদয়তি, বাদয়তি, বাচয়তি, বাচয়তি ] ব্যাখ্যা  
কবেন, পড়ান । খে ১

বাগরণ—ব্যাকরণ । ১০, ১৪৭ । সা ৬৪ । বাগরণ—ব্যাকরণ ।

১৩৮ বাগবেই—ব্যাকরণোতি । ২০৭ । বাগবিত্তা—ব্যাকৃত্য । ১৪৭ ।  
ব্যাখ্যা করা ।

বাগনংতব—ব্যস্তর । ৯৯

বামদগ—বামদন । ৬০

বায়—বাত । ৩৬

বায়—বাদ । ১৪৩

বায়ণা—বাচনা, ব্যাখ্যা । ১৪৮ । খে ৪, ৫

বায়াম—ব্যায়াম, পবিত্রম । ৬০

বারাভোগ, পারাভোগ ১২৮ [ অবাধ্যায়াং তস্যং পারং পৰ্বন্তং  
ভবস্য আভোগয়তি পশ্যতি বঃ স পারাভোগঃ সংসারসাগরপারপ্রাপণ-  
প্রবণসু তম্ । অথবা পারং পৰ্বন্তং বাবদ্ আভোগো বিস্তারো বস্য স  
পারাভোগঃ অষ্টপ্রাহরিকঃ প্রভাতকালং বাবৎ সম্পূর্ণ ইত্যর্থঃ তথাবিধং  
পৌষধোপবাসং পৌষধুভোগপবাসং পৌষ্ঠবিশ্বস্তি প্রস্থাপিতবস্তঃ

কৃতবস্ত্রঃ। কেচিচ্ চ বারাতোএ ইতি পঠন্তি দ্বাবম্ আভোগ্যতেহব-  
লোক্যতে যৈস্তে দ্বারাতোগাঃ প্রদীপাস্ তান্ কৃতবস্ত্রঃ আহাবত্যাগ  
পৌষধকপম্ উপবাসং চাকম্ বিতি চ ব্যাচক্ষতে ( ইতি বুদ্ধ ব্যাখ্যা )  
এতদর্শানুপাত্যেব চোক্তবস্ত্রম্।] দ্বাব আলোকিত করিবাব প্রদীপ,  
সংসাবের পাব অবলোকন করিবাব উৎসব। দ্রষ্টব্য ‘পারাতোহ’।

বালগ—ব্যাল(ক)। সর্প। ৪৪, ৬৩

বালুখা—বালুকা। ৩২

বাসা—বর্ষা। ৩০, ১১১, ১১২, ১১৪। বাস—বর্ষ। ৯৮, ৯,  
১১৭, ১২৯, ১৩০, ১৭২, ১৫, ২৮। বাসাবাস—বর্ষাবাস। ১১২, ১২২।  
সা ১-৬২। সংবৎসরে জৈনদিগের তিনটি ঋতু : হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা।  
চারি চারি মাসে এক এক ঋতু। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন  
হেমন্তকাল। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় গ্রীষ্মকাল। শ্রাবণ, ভাদ্র,  
আশ্বিন, কার্তিক বর্ষাকাল। বর্ষাকাল জৈনদিগের সাংবৎসরিক  
উৎসবের কাল। অগ্রহায়ণ মাস বৎসবের প্রথম মাস।

বাসংতিষ—বাসন্তিক। ৩৭

বাসয়ন্ত[ বাসয়ৎ ] সুবাসিত কবিরাজ কবিয়া। ৩৭

বাসিংহ—বর্ষিরাছিল। ৯৮

বাসিনী [ বাসিনী ] বাসকারিণী। ৩৬

বাসির [ বাসিত ] গন্ধিত। ৩৩

বাসী [ “বাসা”। “বাসী-চংদণ-সমাণ-কপ্পে”—বিষ্ঠা-চন্দনে সমান  
জান ধাহাব ] বিষ্ঠা। ১১৯

বাহণ—বাহন। ১৪, ৫২, ৮০, ৯০, ৯১, ১০২, ১১৫

বি—‘অপি’ স্থানে ‘বি’, ‘অরেব পবে, বিকল্পে। ‘এসে বি’ ১৯।

‘জে বি হ, ২১, ২৬। কিছু ‘ভং পি হ’ ২৮।

বিইক্কন্ত [ ব্যতিক্রান্ত ] ২, ৯, ১২, ৯৬, ১০৪, ১২০। সা ১-৮

বিউল—বিপুল। ১৫, ৪৪, ৪৬, ৫২, ৮০, ১০৪

বিউক্কই [ বিকরোতি ] বিকৃত কবে। ১২৮

বিংহগিজ্জ—বুংহগীষ। ৬৭

বিকসিয়—বিকসিত। ১৫

বিক্ৰান্ত—বিক্রান্ত। ৫২, ৮০

বিগই [ বিকৃতি ] বিকৃতি বা অল্পহৃত। নিবারণের উপায়, ঔষধ।

সা ১৭, ৪৮

বিগম—বিগত। বিগওদএ [ বিগতোদকঃ ] শুক-জল, শুক, আর্দ্রতা-  
বিহীন। বৃষ্টিসিক্ত অঙ্গসমূহ শুক না হইলে আহার গ্রহণ নিষিদ্ধ। সা ৪৩  
বিগিট্ট-ভক্তিযস [ বিকৃষ্ট-ভক্তিকৃত ] বহুদিন ব্যবধানে আহার  
গ্রহণ করেন যাহারা তাঁহাদিগেব জ্ঞাত। সা ২৪-২৫

বিগ্গহ—বিগ্রহ। ২৯। সা ৫৯

বিগ্গোবিত্তা—বিগোপ্য। ১১২

বিগ্গ্ব—বিগ্ন। ১১৪,

বিচিত্ত—বিচিত্র। ৩২, ৬১

বিচ্ছড্‌ইস্তা [ বিচ্ছদ্য ] ছাড়িয়া ফেলিবা, সম্পূর্ণরূপে আগজিতশূন্য  
হইয়া। ১১২

বিচ্ছিন্নমাণ [ বিস্পৃশ্যমান, বিক্ষিপ্যমান ] বিস্পৃষ্ট বা বিক্ষিপ্ত হইতে  
হইতে। ১১৫

বিজাগিত্তা [ বিজায় ] জানিয়া। ৯৩

বিড়ংবিয় [ বিড়ম্বিত ] ভীষণীকৃত। তীক্ষ্ণ দন্তে বাহার মুখ বিড়ম্বিত  
অর্থাৎ ভীষণ। ৩৫

বিণম—বিনয়। ২৭, ৫৮, ৬৯

বিণাস—বিনাশ। ৩৯

বিণিচ্ছিয় [ বিনিশ্চিত ] বিনিশ্চিত। ৭৩

বিনীয়—বিনীত। ১১০

বিস্তি—বৃষ্টি। ৭, ৪৯, ৭২

বিত্তর—বিস্তর। ৫৫

বিথিন্ন—বিস্তীর্ণ। ৩৫, ৩৬, ৫২, ৭০

বিদেহজ্ঞ [ “বিদেহা ভীম ভীমসেন ইতি জ্ঞানাদ বিদেহদ্বিত্বা  
ত্রিশলা ভাস্যং জাতা বিদেহাজ্ঞা অর্চা শরীরং বস্যাংসৌ বিদেহাজ্ঞাঃ,

অথবা বিদেহে। অনঙ্গ ইত্যর্থঃ স যাত্যঃ পীডয়িতব্যো যস্যাহসো বিদেহ-  
যাত্যঃ।” অতি কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা। ‘জচ্’ [জাত্য] নানে ‘গাটি’,  
অবিগিশ বহু। বিদেহ-জাত্য = বিদেহের বহু।] বিদেহজাত্য। ১০০

বিন্নবেজ্জা [বিজ্ঞাপয়েৎ] জানাইবে, চাহিবে [ভিক্ষার্থ]।  
বিন্নবেনাগে [=বিজ্ঞাপ্য, বিজ্ঞপ্ত হইলে] লভেজ্জা = জানাইলে পাইবে,  
চাহিয়া পাটবে না লইবে। বিন্নায় [বিজ্ঞাত] বিজ্ঞাত। সা ১৮।  
জি ১০, ৫২, ৮০

বিন্নাগ—বিজ্ঞান। সা ৮, ৫০

বিন্নমুক্ত—বিপ্রমুক্ত। ১১৮

বিনোহক—বিনোহক। বিনোদনকারী। ৩৮

বিভক্ত—বিভক্ত। ৩২, ৩৪

বিভাবেনাগে [বিভাবয়ৎ] ভাবিতে ভাবিতে। ১৪৭

বিভূই—বিভূতি। ১১৫

বিভূসা—বিভূসা। ১০২, ১১৫

বিভূসি—বিভূষিত। ৬৬, ৬১, ৯৫

বিমণ—বিমণ। ৯২

বিমাণ [বিমান] কল্পলোক, স্বর্গ। ‘লোক’ দ্রষ্টব্য। ২, ১৪, ২৯,  
৪৪, ১৭১, ২০৬

বিয়ট—ব্যাবৃত্ত। ১৬

### বিমানলোক, অধোলোক, উর্ধ্বলোক, ইত্যাদি

জৈনদিগের বিশ্বের সংস্থানে একটি মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের  
কল্পনা অন্তর্নিহিত আছে। এই কল্পিত মানবদেহের পদযুগ্মে  
সপ্ত পাতাল, কটিদেশে ত্রির্ঘণ্টলোক, তদুর্ধ্বে উর্ধ্বলোক।  
উর্ধ্বলোক আবার ত্রিধা বিভক্ত : বক্ষঃস্থলে দেবলোক, গ্রীবায়া  
গ্রৈবেয়ক, মুখে অনুস্তর বিমান এবং তদুর্ধ্বে শিরোদেশে সিদ্ধ-  
লোক। এই সব বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অধিবাসী। জৈনেরা  
দেবতার পূজা করেন না এবং এ বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতির নিচায়ক কোনও

দেবতা বা ঈশ্বর মানেন না। স্ব স্ব কর্মকালে দেবতার।ও স্ব স্ব গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেবতাদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। সকলেই দেব-গতি প্রাপ্ত হয় না। দেবগতি পাইয়াও তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা হীন, কাবণ মনুষ্যগতি লাভ করিয়া মনুষ্যরূপে জনগ্রহণ না করিলে দেবতাদেব নির্বাণলাভ হয় না।

[ক] দেবতাদের শ্রেণীবিভাগ : নবকবাসী দেবতারা নবকবাসী জীবের দণ্ড দান করে। বাহাদের নাম অম্ব, তাহারা পাপী জীবের দ্বায় ছিন্ন করে। বাহাদের নাম অম্বরস, তাহারা অস্থি ও মাংস বিচ্ছিন্ন করে। ক্রজ বাহাদের নাম তাহারা বর্ষাভারা পাপীর দেহ বিদ্ধ করে। বাহাদের নাম শাম্ব, তাহারা প্রহাব করে। শবল বাহাদের নাম তাহারা মাংস ছেঁড়ে। মহারুজ বাহারা তাহারা কুচি কুচি কবিশা মাংস কাটে। বাহাদের নাম কাল, তাহারা পাপীর মাংস বলসাইয়া দেয়। বাহাদের নাম মহাকাল, তাহারা চিমটা দিয়া মাংস ছেঁড়ে। অসিপাত বাহাদের নাম, তাহারা খড়্গাঘাত করে। 'ধনু'-রা তীরন্দাজ, শরাঘাত করে। 'বামু'-রা পাপী জীবকে বালুকাচ্ছাদিত করে। বেতরলী-রা বৈতরলীর কুটন্ত জলে পাপী জীবকে কাপড়-কাচা করিয়া খেঁতলায়। 'খন্নস্বর'-রা বিকট চীৎকার করিয়া পাপীকে কাঁটাগাছে বসায়। 'মহাঘোষ' বাহাদের নাম, তাহারা পাপী জীবকে অন্ধকূপ-সদৃশ কারাগারে অববদ্ধ করিয়া রাখে। ইহারা দেবতাদেব মধ্যে অতি নিম্ন শ্রেণীর, চণ্ডাল শ্রেণীর বলা যায়।

[খ] পাতালবাসী দশবিধ ভবনপতি : [পাতালবাসীর। গীডনকারী নয়] :

- ১। অম্বরকুমার : কুম্ভকার, রক্তাঘর, মুকুটে অর্ধচন্দ্রাকার মণি।
- ২। নাগকুমার : হৃৎকম্পবর্ণ, হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ, মুকুটে নাগের ফণা।
- ৩। স্তবর্ণকুমার : স্তবর্ণবর্ণ, গুস্তাঘর, শকুন-চিহ্নিত মুকুট।
- ৪। বিদ্রুৎকুমার : বক্তবর্ণ দেহ, হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ, বজ্র-চিহ্নিত মুকুট।

৫। অগ্নিকুমার : অগ্নিবর্ণ দেহ, হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ, জলপাত্র চিহ্নিত মুকুট।

৬। দ্বীপকুমার : রক্তবর্ণ, হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ, সিংহ চিহ্নিত মুকুট।

৭। উদধিকুমার : শুভ্রবর্ণ, হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ, অশ্বচিহ্নিত মুকুট।

৮। দিশাকুমার : শুভ্রবর্ণ, শুভ্র পরিচ্ছদ, হস্তি-চিহ্নিত মুকুট।

৯। বায়ুকুমার : হরিদ্বর্ণ দেহ, অরুণবর্ণ পরিচ্ছদ, কুস্তীর-চিহ্নিত মুকুট।

১০। স্তনিতকুমার : অর্ণবর্ণ দেহ, শুভ্র পরিচ্ছদ, শবাব-চিহ্নিত মুকুট।

[গ] পাতালবাসী ব্যস্তর : [বৃক্ষ-ধ্বজ পিশাচাদি] :

১। পিশাচ : কৃষ্ণবর্ণ, কদম্বধ্বজ।

২। ভূত : কৃষ্ণবর্ণ, 'শেওড়া' গাছ ইহাব চিহ্ন।

৩। বক্ষ : কুৎসিত দেহ, বটবৃক্ষ ইহাব চিহ্ন।

৪। রাক্ষস : শুভ্রবর্ণ, 'শটধ' বৃক্ষ ইহার চিহ্ন।

৫। কিন্নর : হরিদ্বর্ণ, অশোক বৃক্ষ ইহার চিহ্ন।

৬। কিন্নপুরুষ : শুভ্রবর্ণ, চম্পকবৃক্ষ ইহার চিহ্ন।

৭। মহোরগ : কৃষ্ণবর্ণ; মনসা গাছ ইহার চিহ্ন।

৮। গন্ধর্ব : কৃষ্ণবর্ণ, তিস্রবৃক্ষ ইহাব চিহ্ন।

[ঘ] বাণব্যস্তর : আশপত্রী, পাণপত্রী, ইসীবায়ী, 'ভূতবায়ী, কন্দীর, মহাকন্দীর, কোহণ্ড এবং পহজ নামধারী ব্যস্তর।

ইহারা সকলেই অধোলোকের অধিবাসী।

ঊর্ধ্বলোকবাসী দেবগণের দুইটি শ্রেণী : জ্যোতিষী ও বিমানবাসী।

[ঙ] জ্যোতিষীরা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা ও নক্ষত্রের অধিবাসী।

[চ] বিমানবাসী বা কল্পবাসী : [বিমানলোকের তিন ভাগ :

[১] দেবলোক, [২] লৈবৈরিক, [৩] অল্পভরবিমান।] :

১। দেবলোকে সূর্য্য, ঈশান, সনৎকুমার, বাহেঙ্গ, ব্রহ্মা,

লাস্তক, মহাশক্ত, মহাসার, আগত, প্রাপ্ত, আরণ ও অচ্যুত—এই কয়টি বিভিন্ন লোকের অধিপতিরা বাস করেন।

২। ঐশ্বেয়কে ভজ, হুভজ, হুজাত, হুমানস, প্রিয়দর্শন, হুদর্শন, অমোঘ, হুপ্রতিভজ ও যশোধর—এই কয়টি লোকের অধিপতিরা বাস করেন।

৩। অমৃতের বিমানে বিজয়, বৈজয়ন্ত, জয়ন্ত, অপবাজিত ও সর্বার্থসিদ্ধ—এই পাঁচটি সর্বশ্রেষ্ঠ কল্পলোকে ‘ইন্দ্র’ নামক দেবধিপতিরা বাস করেন।

ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি দেবতা আছে, তাহারা দাস দেবতা বা শ্রমিক দেবতা।

[ছ] কিশ্বিময়গণ নরক ও পাতালে অতি হীন কর্ম করিয়া থাকে।

[জ] তির্ষক জুজুকগণ পৃথক্‌ বীপে [—মহাদেশে] পৃথক্‌ পর্বতে থাকে। ইহারা মধ্য শ্রেণীর শ্রমিক দেবতা।

[ঝ] লোকান্তিকগণ উচ্চ শ্রেণীর শ্রমিক দেবতা, দেবলোকের অধিবাসী।

ইন্দ্র বা শক্ত দেবলোকের রাজা, কুবের শ্রেষ্ঠী এবং বৈশ্রমণ বিশ্বকর্মা বা ইঞ্জিনিয়ার।

[ঞ] এইসকল দেবলোকের উত্তরে আছে সিদ্ধলোক। সেখানে কর্ম-বন্ধন-মুক্ত সিদ্ধগণ বাস করেন।

কল্পিত মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিভিন্ন লোক বা ভুবনের অবস্থান কল্পনা করা হয়। পদযজ্ঞিতে লগ্ন নরক।

১। রক্তপ্রভা, ধারালো পাথর হুচিতে পরিপূর্ণ।

২। শর্করাপ্রভা, চিনি বা মিছবির দানার মতো ছুঁচলো পাথর হুচিতে পূর্ণ।

৩। বানুপ্রভা, বানুকায় পবিপূর্ণ।

৪। পংকপ্রভা, পাকে ভবা।

৫। শূজপ্রভা, ঘোঁয়ায় ভবা।



৬। তমপ্রভা, অন্ধকার।

৭। তমভ্রমপ্রভা, সৃষ্টিভেদে ঘন অন্ধকারে পরিপূর্ণ।

এইগুলিরও নিয়ে পদতলে আর একটি নরকের অবস্থান :

৮। নিগোড় : হত্যা প্রভৃতি অতি অঘত পাপ করিলে এই নবকে স্থান হয়। কোটি কোটি লোহার পেষক পোড়াইয়া লাল কবিয়া এখানকার পানী জীবদিগকে গীড়ন করা হয়।

কলিত মানবদেহের কটিদেশে ত্রির্ভুগলোক বা পাতাল। এখানে আড়াইটা দ্বীপ বা মহাদেশ। প্রত্যেক দ্বীপে মহাবিদেহ নামে এক-একটি গুপ্ত স্থান আছে, সেখানকার অধিবাসীরা যোক্ষলাভের অধিকারী।

কটিদেশের উর্ধ্বে উর্ধ্বলোক। বকঃস্থলে দেবলোক, গ্রীবার ঐশ্বেয়িকা, মুখমণ্ডলে অহুজববিমান। সর্বোপরি শিরোদেশে সিদ্ধলোক।

হিন্দু পুরাণের জিলোক বা চতুর্দশ ভুবনের সঙ্গে এ বর্ণনার কোনও মিল বা সাদৃশ্য নাই। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল লইয়া হিন্দু পুরাণের ত্রিভুবন বা জিলোকী। সাতটি লোক উর্ধ্বে [ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনোলোক, তপোলোক ও সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক।] ও সাতটি লোক নিম্নে [অতল, বিভল, ত্তল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল]। কিন্তু ইহলোক বলিতে যে মর্ত্যালোক বুঝায়, তাহা কি অতিবিক্ত ?

বিয়ডগিহংসি [বিগডগৃহে = জল-রক্ষণ-গৃহে] জলেব ঘরে।  
বিগড—যাহা গড়াইয়া পড়ে, জল। সা ৩২, ৩৬ বিয়ড—জল। সা ২৫।  
বিয়ডগ—জল। সা ৩৬ [টীকাকারের অর্থ : “বিগটগৃহে আস্থান-মণ্ডপিকায়ঃ যজ গ্রাম্য-পর্ষদুপবিশতি।” = আস্থানমণ্ডপিকা যেখানে গ্রামের লোকেরা বসে।]

বিয়রেজ্জা [বিস্তরেজ্জঃ] দান করা উচিত। সা ৪৬, ৪৮

বিয়রভুমি [বিচার-ভূমি] বিচরণ স্থান। সা ৪৭, ৫২

বিয়াবট্ট—ব্যাবৃত্ত। ১২০

বিরহয়—বিবচিত। ৩২

বিরহয়—বিরাজিত। ৩৬, ৬১

বিরাহয়—বিরাজিত। ৩৬

বিরায়ন্ত—বিরাজমান। ১৫, ৩৬

বিলংবিল—বিলম্বিত। ৮৮

বিলসংত—বিলসং। ৩১

বিলোজ্জই—উৎপন্ন হইয়াছে। [ব্রহ্মার প্রথম বংশকে 'বিরাজ্' বলা হয়। মনু ১।৩২। তন্মাদ্ বিরাজায়ত। ঋগ্বেদ ১০।১০।৫। এখানে বিবাজ্ পুরুষ হইতে উৎপন্ন। মহাবীর স্বামীর বংশাবলীকেও 'বিরাজ্' বলা হইয়াছে। বৈকল্পিক পাঠ : পলোজ্জই। [প্রকৃত্তে] উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে 'প্রবোহ' নানে বংশ। "হা রাধেয়কুল-প্রবোহ।" বেণী-সংহার ৪। যাকোবি 'পলোজ্জই' পদের সংস্কৃত 'প্রলোক্যতে (প্রোচ্যতে)' করিয়াছেন।] খে ৫

বিলিহিঙ্কন্ত—বিলিখ্যমান। ১৪

বিলেবণ—বিলেপন। ৩১

বিব—ইব। অমুস্বারের পর। ৬১, ১৩৮

বিবগীয়—ব্যপনীত। ১৫

বিবদ্ধণ—বিবর্ধন। বিবর্ধনকর। ৫১, ৭৯

বিবাগ—বিপাক। ১৪৭

বিবিজ্—বিবিজ্ঞ। ১৫

বিবিহ—বিবিধ। ৬৪

বিকোষণ [বিব্‌বোক, বিব্‌বোক, বিকোক শব্দের নানা অর্থ, স্নেহ ও অহংকাবের অপূর্ব মিশ্রণে এই শব্দটির ভাব। ইহাতে স্নেহেব অত্যাচাৰ থাক। স্নেহেও সমগ্র ভাবটি 'আহ্লাদকর ও আনন্দদায়ক' তাহাতে সন্দেহ নাই। "সংশয় ক্ষণমিতি নিশ্চিকায় কশ্চিদ্ বিকোকে বক-সহ-বাসিনাং পরোক্ষৈঃ"—৮।১। শিশুপালবধ। মল্লিনাথ 'বিকোকেঃ' পদের অর্থ 'বিলাসৈঃ' করিয়াছেন। স্তত্রাং 'বিকোষণ' [বিকোচায়ন] শব্দের অর্থ 'বিলাসোদ্দীপক' হইতে পারে। কিন্তু টীকাকার নানারূপ কষ্টকল্পিত বিকল্পের মধ্যে স্মরিয়াছেন। মূলে আছে : তংসি ভারিসংসি

সযগিজ্জংসি সালিঙ্গন-বট্টিএ উভও বিকোয়নে উভও উন্নএ যজ্ঞোণং  
গভীরে। টীকাকার : সালিঙ্গনভ্যাদি। মহালিঙ্গনবর্ত্য। শরীর-প্রমাণ-  
গণ্ডোপাধানেন যৎ তৎ সালিঙ্গনবর্ত্তিকং তস্মিন্। উভয়তঃ উভৌ শিরোস্ত-  
পাদাস্তাব্ আশ্রিত্য। বিকোয়ণেন্টি। উপাধানে গণ্ডকে যজ্ঞ তৎতথা।  
কচিং পন্নত্তগবিকোয়ণি ত্তি দৃশ্ততে তত্র চ স্পৃগবিকর্ষিত-গণ্ডোপাধানে  
ইত্যর্থঃ। আলিঙ্গনবর্ত্তিকা=শরীরপ্রমাণ দীর্ঘ গোলাকাক পাশবালিশ  
অর্থাৎ গণ্ডোপাধান। উভয়তঃ বিকোয়ানে=ছই পার্শ্বেই বিলাসোদীপক।  
উভয়তঃ উন্নন্তে মধ্যেন গভীরে=ছই দিকে উচ্চ ও মাঝে নীচ। এইরূপ  
শয়নীরে শুইয়া জিহবা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।] বিলাসোদীপক। ৩২

বিসদ—বিশদ। ৩৫, ৩৬

বিসপ্লংত, বিসপ্লমাণ [ বিসর্পমাণ ] বিতারলীল। ৫, ১৫, ৩৪, ৫০

বিসাএমাণে [ বি-বাদয়ন্ ] ভাগ কবিতা খাইতে খাইতে।  
আসাএমাণে বিসাএমাণে পরিভাএমাণে—নিজেরা খাইবা ভাগাভাগি  
করিয়া খাইবা এবং স্বাদ বিচার করিয়া। ১০৪

বিসাণ-[ বিবাণ ] শৃঙ্গ। ১১৮

বিসাবয়—বিশাবদ। ১১

বিসাল—বিশাল। ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ১৫৭

বিসিট্ট—বিশিষ্ট। ৬১, ৬৩

বিসাহা—বিশাখা। ১৪৯, ১৫৭। পংচ বিসাহে—১৪৯

বিস্কন্ধ—বিশুদ্ধ। ১৮, ২৬

বিসেস—বিশেষ। ৭, ৪৯, ৫৭, ৭২। সা ২৬

বিহাণ—বিধান। ১৫১

বিহি—বিসি। ৬১

বিহাবভুমি—বিহারভূমি। বিহার বা শাস্ত্রানুশীলনের স্থান।  
ভূমি=আধার, স্থান। সা ৪৭ ৫২

বীভীষয়মাণ [ ব্যভিষজন্ ] অভিত্রোক্ত শক্তিতে ভ্রমণ করিতে  
করিতে। ২৮

বীরিঙ্গ—বীর্ষ। ১০৮, ১২০

বীসই—বিংশতি। সা ১—৮

বীসং—বিংশতি। ২, ১৫০

বীসখ—বিশ্বস্ত। ৫, ৪৮

বীহিয়—বীধি (ক) ১০০

বুচ্ছই [ উচ্যতে ] কথিত হয়। বে ১। সা ১, ২

বুট্টিকায়ংসি [ বুট্টিকাম্বে ] বুট্টির আশ্রয়ে যে জীবন আছে তাহা  
বুট্টিকায়। আচার'ক ১১১৩ দ্রষ্টব্য। সা ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৬

বুত্ত—উত্ত। ২৭, ৬৪, সা ১৩—১৫, ১৮

বেউকিয়া পড়িলেহা-["বেউকিয়া পড়িলেহা কচিং বেউকিয়া পড়িলেহা  
পি দৃশ্যতে। উভয়ত্রাপি পুনঃ পুনবিত্যর্থঃ।"] পুনঃ পুনঃ পর্ববেক্ষণ। সা ৬০

বেউকি [ বৈকৃত্য-লক্ষবিদ্যাবিৎ ] বৈকৃত্যবিজ্ঞায় পাবদর্শী। ১৪১

বেউকিয় [ বৈকৃত্য ] প্রকৃতিবিকল্প বা অতিপ্রাকৃত ইন্দ্রজালবিজ্ঞা।

২৭, ২৮

বেডস—বেতস। ১৭৪

বেঘ—বেদ। ১০

বেমাণিয়-[ বৈমানিক ] বিমানলোকের। ১৪, ২৯

বেমণিজ্জ—বেদনীয়। ১৪৭

বেষাবচ্ছেগং [ বৈষায়ুজ্ঞেন ] ব্যতিবেকে। ব্যতীত। সা ২০

বেব—বইর, বহুবিশেষ। ৪৫

বেকলিয় [ বৈদূর্ষ ] বৈদূর্ষ। নীলকান্ত মণি। কৃষ্ণপীতান্ত কৃষ্ণমণি।

১৫, ২৭

বেবমাণ—বেপমান। ২৪

বেস—বেষ, বেশ। ৬৬

বেসমণ—বৈশ্রবণ। ৮৯

বেসালিয় [ বৈশ্বাসিক ] বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাসী। সা ১৯

বোচ্ছিন্ন—ব্যবচ্ছিন্ন। ৯৫, ১২৭। খে ২

বোসট্টকাএ [ ব্যুৎপষ্টকায়ঃ ] সর্ববিধ কষ্ট সহ করিবার অল্প উৎসর্গ  
করা দেহ বাহ্যার। ১১৭

স্ব=ইব, স্বরের পর, বিকল্পে ।

সহয়—শতিক । ১০৩

সউণ—শকুন । ৪২, ৯৬, ২১১

সংলব্ধাণ [ সংলপৎ ] পরস্পর আলাপ কবিত্তে করিতে । ৫০ ।

৪৭, ৪৮ । সংলাবিত্তি [ সংলাপয়ন্তি ] আলাপ কবেন । ৭২

সংলিহিয় [ সংলিহ, নির্ণেপীকৃত্য ] ( পবিগ্রহপাত্তের ) দাগ  
উঠাইয়া । সা ২১, ৩৬

সংলেহণা [ সংলেখনা ] প্রায়োপবেশন, আহান ত্যাগপূর্বক মৃত্যু-  
বর্ণনাত্ত । সা ৫১ ।

সংলোম [ সংলোক, দৃষ্টিপথ ] দৃষ্টিপথ, দৃষ্টিগোচর । সা ৩৮, ৩৯

সংবচ্ছর—সংবৎসর । ১১৪, ১১৮, ১২০, ১৪৮

সংবচ্ছবিষ—সংবৎসবিক । সা ৫৭

সংবাহণা—সংবাহনা । অঙ্গমার্জনা, গা-টেপা । ৬০

সংবুড়—সংবৃত্ত । ৬১, ৩২

সংসত্ত—সাপদবিশেষ । ৪৪

সংসেইগ- [ সংসেদিগ, সংসেকিম ] ধোয়া, ভিজা বা তাঁপা । সা ২৫

সংহিয়—সংহিত । ৩৬

সঙ্ক—শঙ্ক । ১৪, ১৬, ২৭, ২৯, ৮৯

সঙ্কার—সৎকার । ৯০, ৯১, ১০০, ১৩১

সংকংত—সংক্রান্ত । ১২৯, ১৩০

সংকপ্প—সংকল্প । ১৬, ৯০, ৯২, ৯৩

সংকাস—সংকাশ । ১৩৮, ১৬৫

সংখ—শঙ্খ । ৪০, ৯০, ৯১, ১০২, ১১২, ১১৫, ১১৮

সংখউল—শঙ্খকুল ।

সংখড়িৎ [ সংস্কৃতি ] রন্ধন-কবা খাণ্ডকে সংস্কৃতি [ সংখড়ি ] বলে ।  
সংস্কৃত ভাষার সংস্কর্তা নানে পাচক । বাজালা 'সকড়ি' শব্দ এই শব্দ  
হইতে উদ্ভূত । স্পর্শদোষ হইলে এই খাণ্ড পরিত্যাজ্য । সা ২৭ ।  
আচার্যাংগ ২।১।২।৪ স্তব্ধ দ্রষ্টব্য । সেখানে টীকাকার লিখিয়াছেন :

সংখ্যাত্তে বিরোধান্তে প্রাপিনো যত্র সা সংখ্যী। কিন্তু সাধারণতঃ  
‘ওদন-পাক’ অর্থেই সংখ্যি শব্দ ব্যবহৃত হয়। তবে জৈন বিধি  
অনুসারে অগ্নিযোগে বন্ধন করিবার সময় বহু জীবহত্যা হয়।

সংখা—সংখ্যা। সা ২৬। সংখ্যৎ—সংখ্যান। ১০। সংখ্যেজ্জ—  
সংখ্যেয। ২৭

সংখিয়—শাস্ত্রিক, শব্দবাদক। ১১৩

সংখ্যভগ, সিংখ্যভগ [শূকটক] চৌমাথা, চাবি রাস্তার মোড়।  
৮৯, ১০০

সচ্চ—সত্য। ১৩, ৮৩, ১২০

সচ্চবায় [স্বাধ্যায়] ধর্মশাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণ। সা ৫১, ৫২

সংজয়—সংযম। ১২০, ১৩৩। সা ৫৩, ৫৪

সংজ্জু—সংযুক্ত। খে ১৩

সংজ্জোয়—সংযোগ। ১১৮

সট্টটি—বষ্টি। ১০

সডংগবী—বডঙ্গবিৎ। বডংগে বিদ্বান্। ১০

সড্‌টী [শ্রদ্ধাবান্] শ্রদ্ধাবান্। সা ১৯

সংঠিন্ন—সংস্থিত। ৩৬

সংড—বণ্ড। ৫৯, ৮৯, ১১৫ বণসংড—বনবণ্ড। ঝাড-  
কোঁপ। ৮৯

সগ্‌হ [স্কন্ধ] স্কন্ধ। “সগ্‌হ-পট্ট-ভজ্জি-সহ-চিহ্ন-ভাগং”—স্কন্ধ পট্ট  
বস্ত্রে ফুলকারি কবা শত শত চিত্রের সারি বসানো [ববনিকা]। ৬৩  
“আবদ্ধ-মুক্তাকল-ভজ্জি-চিহ্নে”—কুমার স\*। ৭।১০।

সত্তক্কু—শতক্রতু। শত যজ্ঞের কর্তা ইন্দ্র। ১৪

সত্ত—সত্ত্ব। খে ১৩

সত্ত—সপ্ত। ৭৬, ১৪০, ১৪১। সা ৪৩। সত্তট্টঠ—সপ্তাট্ট। ১৫।

সা ৬৩। সত্তম—সপ্তম। ১৭১, ২০৬। সত্তন্নি—সপ্ততি। ১৬৮

সত্তু—শত্ৰু। ১১৪

সথ—শাস্ত্র। ৬৪, ৭৩, ৭৪, ৮৫

সখবাহ—সার্থবাহ। ৬১

সদ—সদ। ৪৪, ৬১, ১০২, ১১৪, ১১৫

সদাবেই—স্বাপন্নতি। ডাকে। ২১, ৫৬, ৬০

সঙ্ঘিৎ—সার্থস্। সহিত। ১৩, ৬১, ৭২, ১০৪

সংত—শাস্ত। ১১৮

সংত—শ্রাস্ত। ৬০

সংত—সৎ। ২০, ২১, ১১২

সংতকন্তরংসি [ "আন্তবঃ সৌত্রকরঃ উত্তব ঔর্ণিকস্ তাত্যাং প্রাবৃতস্য  
অন্নবৃষ্ঠো গন্তং কল্পতে। চূর্ণিকারত্নাহঃ অন্তবং বরহবণং পড়িগ্গহো বা  
উত্তরং পাউরগকপ্পো তেহিং সহ স্তি।" ] অন্তরীয় ও উত্তরীয় উভয়বিধ  
প্রাবরণে প্রাবৃত হইয়া বাহিব হইলে [ ভিক্ষার্থে পবিত্রগণ নিবিষ্ট  
নহে ]। স+অন্তর+উত্তর+ংসি=সংতকন্তবংসি। সা ৩১

সংতি—শাস্তি। ৮৯

সংতিয় [ সংক, প্রদত্ত ] প্রদত্ত, উৎপন্ন। ১০৮

সংখবিজ্ঞা [ সংস্তবেৎ ] সংস্তাব করে। উদয় পূর্তি করে। সা ২১

সংদণ—স্যান্ধন, প্রবাহ। সা ১১

সংদিট্ট—সন্দিষ্ট। ৩০

সন্নিবিস্ত—সংনিষ্কিষ্ট, পতিত। ৮৯

সংনিগায়—সংনিদাদ। ১১৫

সংনিয়ট্ট—সংনিবৃত্ত, নিবিষ্ট। সা ২৭

সংনিয়ট্টচাঙ্গিস্ [ সংনিবৃত্তচাবিণঃ ] স্পর্শদোষ সংক্রমণ ভয়ে  
বাহারা একান্তে রন্ধন-ভোজন করেন তাঁহারা সংনিবৃত্তচারী, সংবতচারী  
বা বিবতচারী। সা ২৭

সংনিবায়—সন্নিপাত, মিলন। ২৭

সংনিবান্দি—সন্নিপাতী। সন্নিবায় সংনিবান্দিণং—সর্বাঙ্গর সন্নিপাতে  
বাহারা সমর্থ, তাঁহাদেব। ১৩৮

সপডিহুবারে [ যাকোবি সংস্কৃত করিয়াছেন—'স-প্রতিহারে' এবং  
ইংরেজি করিয়াছেন 'doors open on it' ] যে দিকে (অন্ত যুগের)

দবজা খোলা আছে; অর্থাৎ অস্ত্র গৃহের অধিবাসীরা তাহাদের মুক্ত  
জীব দিয়া যে স্থান দেখিতে পায়। সা ৩৮-৩৯

সপ্নমাণ—সর্পমাণ, উল্লসিত। ৪২

সপ্তি—সর্পিঃ। সা ১৭

সব্ভিত্তব-বাহিবিরঃ—সাত্ত্বিত্তব-বাহি। ১০০

সমইচ্ছমাণে—[ সমতীচ্ছমানে ] অভিক্রম করিতে করিতে। ১১৫

সমগ—সমক, বাস্তবিশেষ। ১০২

সমগে [শ্রমণঃ] অনাগাবী সন্ন্যাসী, সংসাবেব মায়া কাটাইয়া

জগতে ধর্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যিনি আত্মজীবন উৎসর্গ করেন।

মহাবীর স্বামী। ১, ২, ৩

সমনী [শ্রমণী] শ্রমণী। সা ৬৪

সমগুণস্বমাণ—সমগুণস্ব্যমান। ১১৩

সমণোবাসগাণং [শ্রমণোপাসকানাম্] শ্রমণ ও উপাসকবিগের।

১৩৬

সমস্ত—সমস্ত। ধে ২

সমস্ত—সমাপ্ত। ১১০

সমস্তা—সমস্তাৎ। চাবিদিকে। সা ৯, ১৩

সমপ্পভ—সমপ্রভা। ৩৬, ৪৪

সমাগন্ন—সমাগত। ৩৩

সমাণ [সৎ] হইলে। ২৭, ৬০, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ১০৫। সমানী—

[ অস্ + শানচ্ + জিঘাং ঙ্গিপ্ = সমানী ] হইলে। ৫, ৯৯

সমাণ—সমান। ৩৪, ১১৯, সা ৪৫

সমাহড়িচ্ছা [ সমাহরেৎ, সমাহতং কুর্বাৎ ] সমাহত করা উচিত,  
জড়ো করা উচিত। সা ২৯

সমিহ—সমিত। সম্যক প্রবৃত্ত। সা ৫৩, ৫৪। সংবৃত্ত। ১১৮

সমুগ্ধায—সমুদ্যাত। ২৭

সমুজ্জল—সমুজ্জল। ৪৪

সমুজ্জান—সমুদ্যাত। ১২৪



সমুদ্র—সমুদ্র। ২৮, ৩৮

সমুপ্ৰজ্জিভা [ সমুৎপত্তেত ] উৎপন্ন হয়, বাবে। সা ৫৯

সমুৎপন্ন—সমুৎপন্ন। ১, ২, ২৩, ১২০, ১০২

সমুন্নসংত—সমুন্নসং। ৩৮

সমুন্নসমিষ—সমুচ্ছসিত। ৫, ৮

সমোহণই—সংমোহয়তি। সংমোহিত করে। ২৭, ২৮

সংপউত্ত—সংপ্রযুক্ত। সা ৬১

সংপগদ্ধি—সংপ্রদানিত।

সংপত্ত—সংপ্রাপ্ত। ১৮, ১০৪.

সংপত্তি—সংপ্রাপ্তি। ১০৭

সংপধ্মি—সংপ্রধ্মিত। সা ২

সংপমজ্জিষ [ সংপ্রমার্জ্য ] মার্জনা করিয়া। সা ২১, ৩৬

সংপয়া—সম্পদ। ১৩৪, ১৪৫

সংপবিবুড—সংপবিবৃত। ৬১

সংপলিঙ্গক—[ সম্পর্কঃ সংগতপর্ষকঃ পদ্মাসনং তত্র নিবন উপবিষ্ট  
‘পর্ষক’=বীবাসন বা পদ্মাসন। “একং পাদমধৈকস্মিন্ বিস্তস্যোয়ো  
সংহিতম্। ইতরস্মিন্তধৈবোৎ বীবাসনমুদাহৃতম্।” এক উৎ-  
এক পা বাখিয়া অত্র উক্ত উপবে অত্র পা বিস্তৃত করিয়া উপবেশনকে  
বীবাসন, পদ্মাসন বা পর্ষকাসন বলে। কুমার সম্ভবে (৩, ৪৫, ৫২)  
আছে : পর্ষকবন্ধ-স্থি-পূর্ব-কাষম্।] বীবাসন, পদ্মাসন বা পর্ষক-  
সন। ১৪৭, ২২৭

সংপুচ্ছণা—সংপ্রদ। পুনঃ পুনঃ প্রদ। সা ৫৯।

সংপুন্ন—সংপূর্ণ। ৪৪, ৯৫, সা ২৫

সংপেহেই—সংপ্রেক্ষতে। সংপ্রেক্ষণ করিল। ২১

সংবাহ—কুশিলকুশালাদি ক্ষেত্র-হইতে শকটাদির সাহায্যে বহিয়া  
লইয়া যেখানে রক্ষা করা হয় তাহাকে ‘সংবাহ’ (=সঞ্চয়স্থান) বলে। ৮৯

সংবুক্কাবট [ শমুকাবর্ত, অমরগৃহ ] শমুকাবর্ত নামক গৃহম বা  
শুক জীব। সা ৪৫

সংবৃদ্ধ—সংবৃত্ত । ৩২, ৬১

সংভ্রাত—সংভ্রাতৃ, চঞ্চল । ৮৮

সংভ্রম—সংভ্রম । সংভ্রমং—সম্ভ্রম । ১৫

সম্মং—সম্যক্ । ১৩, ৮৩, ৮৭ সা ৬৩

সংমজ্জিন্ন—সংমার্জিত । ৫৭, ১০০

সংগট্ট—সংযুক্ত । ১০০

সংমস্ত—সম্যক্ । ৬৫ ১৩

সংমম—সম্মত । সা ১২

সংমাণেতি—সংমানয়তি । সম্মান করেন । ৮৩-ইতি ৮৩ । ইংতি ১০৫ । ইয় । ৬৮

সম্মুহ—সংপৃচ্ছা-বহুলেণ [সংযুক্ত-সংপৃচ্ছা-বহুলেন] আনন্দ সহকারে পরম্পরের সহিত বেশি বেশি আলাপ কবিবে । কুশল প্রদ, সম্ভাষণ, প্রিয়বাক্য প্রয়োগ ইত্যাদি অধিক পবিমাণে কবিবে । সা ৫৯

সংমেরসেল—সম্মত শৈল । পরেশনাথ পাহাড় । ১৬৮

সয়—শত । ১৪, ৬১, ৬৩, ১০৩, ১৩৬-৪৫

সব—স্বক, নিজ । ৬৬, ৮৮

সবই—শেতে । শোষ । ৯৫

সয়ং—স্বয়ম্ । নিজে । ১৬, ২০৭

সয়ণ—শয়ন । ৩২, ৪৬, ৯৪

সয়ণ—স্ব-জন । ১০৪, ১০৫

সবণিজ্জ—সবনীর, শয্যা । ৩, ৫, ৬

সবব—সতত । ৩৯

সবল—সকল । ৪৪, ১১১

সববস্ত—সতপত্র ।

সব—শব । ৩৮

সব—সরঃ । সরোবর । ৪, ৩২, ৪২

সয়ণ—শবণ । ১৬

সবস্ত—শবত । অষ্ট-পদ-বিশিষ্ট জীববিশেষ । “অষ্টপাদঃ শবতঃ সিংহযাতী ।” মহাভারত । ৪৪

সরয়—শরৎ। ৪৩, ১১৮

সরিস—সদৃশ। ৩৫, ৩৬

সল্ল—শল্য। ১১৮

সল্লও—সর্বতঃ। সর্বদিকে। ৩৪, ৪১, সা ২-১৩

সল্লট্টসিদ্ধ—একটি মুহূর্তেব নাম। ১২৪। একটি বিমানের নাম। ২৩৬

সবস্ত—সর্বস্তু। ২৫

সবস্ত—সর্বস্ত। ১৬, ১২১

সক-পাপ-পুণ্যসংগো [সর্বপাপপ্রণাশনঃ। সংস্কৃত সমস্ত পদটির প্রাকৃত রূপান্তর।] সর্বপাপনাশকাবী। ১

সকসাঙ্গণ [সর্ব-সাধুনাম্ < সর্বেভ্যঃ সাধুভ্যঃ। সক < সর্ব। সাহ < সাধু।] ধর্মাত্মা সন্ন্যাসী সঙ্জনকে সাধু বলে। জৈন ভিক্ষু-দিগকে সাধারনভাবে সাধু বলা হয়। সর্ব সাধুগণকে নমস্কাব। ১

সক্সেসিং [সর্বেষাম্। 'সিং' আর্থ বিভক্তি, এ গ্রন্থে বহু-ব্যবহৃত।] সকল (মঙ্গলকর অলুষ্ঠানের) মধ্যে। ১

সসংক—শশাঙ্ক। ৩৩, ৩৫

সসি—শশিন্। ৪, ২, ৩২

সসিখিদ্ধ—সংগিহ, অথবা সসিহ। সা ৪২

সসিসিরীষ—সস্ত্রীক। ৩, ৬, ২

সহই—সহতে। সহ কবেন। ১১৭

সহস্—সহস্র। ১৪, ৩২, ৪৪, ১১৫।

সহস্—সহস্র। ১৪

সহস্—সহস্র। ৪২

সহস্—সহস্র। ৫২

সাই—স্বাতি। ১, ১২৪, ১৪৭

সাইজিয়া [বাদনীয়াঃ, সাইজি যাতুবাখাদনে বর্ততে। তত উপ-ভূজ্যমানো ব উপাশ্রয়ঃ স কয়মাণে কডে তি ভায়াং সাইজিউতি ভগ্যতে। ভৎসংবংবিনী প্রমার্জনা সাইজিয়া। বসিন্দুপাশ্রয়ে স্থিতাং

প্রাতঃ প্রমার্জয়ন্তি, ভিক্ষা-পতেষু সাযুযু, পুনর্মধ্যাহ্নে, পুনঃপ্রতিলেন্থনা-  
কালে তৃতীয় প্রহরাস্তে, ইতি বারচতুষ্টয়ং প্রমার্জয়ন্তি বর্ষান্ত, ঋতুর্মধ্যে  
ত্রিঃ। অথ চ বিধিবু অসংসক্তে, সংসক্তে তু পুনঃ পুনঃ প্রমার্জয়ন্তি,  
শেষোপাশ্রয়দ্বয়ং তু প্রতিদিনং প্রতিলিখন্তি প্রত্যবেক্ষন্তে : যা কোহপি  
তত্র হ্যাস্যতি, যমৎ বা কবিয়তি ইতি। তৃতীয় দিবসে পাদপ্রোঙ্খন-  
কেন প্রমার্জয়ন্তি। অত উক্তম্ : বেউকিয়া পড়িলেহ স্তি কচিৎ  
সাইজিয়া পড়িলেহ স্তি দৃশ্যতে, তত্রাপি প্রতিলেন্থনা প্রমার্জনয়োবু  
ঐক্যবিবক্ষয়া ন এবার্থঃ।] যে উপাশ্রয়ে নিজে বাস করা হয় সেইটি  
সাইজিয় বা স্বকীয়। সেটি ঘন ঘন ( বর্ষাকালে চারিবার ও অল্পকালে  
তিনবার ) পরীক্ষাব করা বিধেয়। সাং ৬০।

সাইয়—স্বাদিমা। স্তম্ভান্ত বস্ত। ১০৪

সাগবোবম—সাগবোপম। কালপবিমাণ। ২, ১৫০, ১৭১, ১৯১-  
২০৩, ২০৬

সাডিয়—শাটিকা। ১৫ ‘এগসাডিয়’—একশাটিকঃ। এক  
খুঁট।

সাভাইয়—স্বাভাবিক। ৮

সামন্ন—শ্রামণ্য। ১৪৭, ২২৭, সা ৫৯

সামবেষ—সামবেদ। ১০

সামাগিয়—সামানিক। সমান মর্যাদা ও সমান আয়ুঃসম্পন্ন বিমান-  
বাসী। ১৪

সামি—স্বামিন্। স্বামী। ৪৯, ৫৮

সামিত্ত—স্বামিত্ত্ব। ১৪

সাম্পণ—স্বাদন। সা ২৬

সায়ব—সাগব। ৪৩

সাবয়—সায়য়। ১১৮

সারয়—সায়গ। সার অর্থাৎ তথ্য বিষয়ে জ্ঞানী। ১০

সারহি—সায়হি। ১৬

সালি—শালা। গৃহ। (Hall)। ৬০, ৬২, ১০২

সালিগগবষ্টিয়া—সালিগগ-বর্জিক। শরীর-প্রমাণ দীর্ঘ উপাদান।  
পাশবালিস। ৩২

সালিগগ—সাদৃশ্যক। ৩২

সাইইজ—সাপ্তাহিক। সার সপ্তাহ। ২০, ২১, ১০৬, ১১২

সাইগ—সাদৃশ্যক। ১৬৮, ১৭২

সাইগ—সাদৃশ্যক। সা ৬৪

সাইগা—সাদৃশ্যক। সা ৬৪

সাইগ—সাদৃশ্যক। রক্তবিশেষ। ৪৫

সাইই—সাইগতি=রক্তগতি। ২০৭

সাইগ—সাদৃশ্যক। পে ১০

সাইগিএ [সংজ্ঞা, সংজ্ঞা। সাং-ই বা সাং-জ > সাইগ। সাইগ  
বাহু এই গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে; অর্থ 'স্থানান্তর করা',  
'প্রবৃষ্ট করা', 'লইয়া গিয়া লুকাইয়া' বা সাদৃশ্যবাহু প্রাণ। সাইগি  
< সাং-ই। সাইগি, সাইগিয়ে, সাইগিহি, সাইগিফিন্দা, সাইগি  
সাইগি, সাইগিফিন্দা, সাইগিফিন্দা—এই পদগুলি এই গ্রন্থে  
আছে।] সংজ্ঞা বা স্থানান্তরিত হইয়াছিল; তাঁহাকে সাদৃশ্যবাহু  
হইয়াছিল; লুকানো হইয়াছিল। জি ১।

সাইগী—সাইগী। সহজ। ১৪, ১৩৪-৩৭

সাইগিসি, সাইগিসি—সাইগিক। ১০৩, ১৩৭, ২২

সাই—সাই। পে ৪, ৫

সাইগি—সাইগিক। ৫০

সাইগি—সাইগি—সাইগিগাস। সাইগিক (বৎসর)। ১১৭

সাই—সাই। ১

সাইগা—সাইগা। ১০

সাইগ—সাইগ। ২৮, ২৯

সাইগ—সাইগ। ৩৪

সাইগা—সাইগা। চাতি প্রান্তর মোড়, অথবা পাঠশালা। ৮২

সাইগা—সাইগা-দল। সাইগা 'সাইগ'। ১১৮

সিদ্ধাংতি—সিধ্যস্তে । সিদ্ধ হন । সা ৬৩

সিটুটি—শ্রেষ্ঠী । ৬১

সিগিদ্ধ—সিদ্ধ । সা ৪২

সিগেহ—স্নেহ । সা ৪৩-৪৫

সিভ—সিভ । ৫৭, ১০০

সিথ—সিক্‌থ । সিদ্ধ অন্ন, অন্নাত্মক । সা ২৫

সিদ্ধথন্ন—সিদ্ধার্থক । সর্ষপ । ৬৩, ৬৬

সিদ্ধাং [ সিদ্ধানাম্ । ‘সিদ্ধ’ শব্দ সংস্কৃতসম, কেবল ‘পং’ বিভক্তি  
 ষোণে ইহাব প্রাকৃত রূপ সিদ্ধ হইয়াছে । চতুর্থী স্থানে ষষ্ঠী । ] অতি  
 পবিত্র-চরিত্র সন্ন্যাসী মহাপুরুষ অষ্ট-সিদ্ধ লাভ করিলে ‘সিদ্ধ’ হন ।  
 [ অষ্ট সিদ্ধি : “অগ্নিমা লঘিমা ব্যাধিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা । জৈশ্চিং  
 চ বশিষ্ঠং চ তথা কামাবসারিতা ॥” ] জি\* ১ ।

সিঙ্গ—শিঙ্গ । ২১১

সিরা—স্যাং । সা ২৬, ৫৭, ৫৮ । তথাপি যদি । সা ১৮

সিবব—শিরোজ । কেশ । সা ৫৭

সিবী—স্ত্রী । ৪৩

সিরীস—শিবীষ । ৩৭

সিলা—শিলা । ২০, ২১, ১১২

সিলিটুট—সিষ্ট । জুসংবদ্ধ । ৩৫

সিব—শিব । স্তম্ভ । ৩, ৫, ৬, ৯

সিবিয়া—শিবিকা । ১৫৭, ২১১

সিহর—শিখর । ৩৬, ১৬৮

সিহা—শিখা । সা ৪৩

সিহি—শিখী । অগ্নি । ৪, ৩২, ৪৬

সীন্ন—শীত । ৩৯, ৯৫

সীরা—শিবিকা । ১১৩, ১১৬, ১৫৭

সীল—শীল । খে ১৩, সা ৫৩, ৫৪

সীস—শিষ্য । খে ৬’ সা ৪, ৫

গীহ—সিংহ। ৪, ১৬, ৩৩, ৩৫, ৪০  
 গীহাসন—সিংহাসন। ১৪, ১৫, ১৬, ২৯  
 গুহী—গুটি। ৬১, ১০০, ১০৫, ১০০  
 গুহয়—গুহত। ৬১, ১০০  
 গুহ—গুহ। ১১৪  
 গুহ—গুহ। ৯৫  
 গুহিল—গুহ। ৪০, গা ৪৪, ৪৫  
 গুহ—গোখা। গুহ। ৯, ১৪, ৭৯  
 গুহিয়—গুহিত। ১২০  
 গুহিয়—গুহিত। ৭৫ ১৩  
 গুহ—গুহ। ৩, ৬, ৩১, ৩২  
 গুহ—গুহ। ৭৫ ১৩, গা ৬৩, ৬৪  
 গুহয়—গুহক। গুহ। ৩৭, ৬১  
 গুহ—গুহ। ২, ৩৪, ৬১, ৬৬  
 গুহত—গুহত। ৩৯  
 গুহ—গুহ। ৬৬

গুহ-বিয়ডং [ < গুহ-বিগডং ], উসিণ-বিয়ডে [ < উহ-বিগডং ],  
 অন্ন-বন্ধনেব পাত্র উনান হইতে সস্ত্র নামাইয়া যে ফেন গালিয়া বাহির  
 করা হয় তাহাই 'গুহ-বিগড', বা 'উহ-বিগড'। বাহা গালিয়া বাহির  
 হয়, তাহাই 'বিগড'; গড্ বাত্ ও গল্ বাত্ এখানে অভিধারক।  
 তাই বাঙ্গালা প্রয়োগে 'ফেন গডার'—'ফেন গালে'। যাকোবি  
 টীকাবাব লিখিয়াছেন, "গুহ-বিকটম্ উষ্ণোদকম্, উসিণ-বিয়ডে ইতি  
 উহ-জলম্।" তাই যাকোবি ইংবেজি করিয়াছেন : pure (i.e. hot)  
 water (গুহ-বিয়ডং) এবং pure hot water (উসিণ-বিয়ডে)।  
 কিন্তু উহ জল সিক্খ- [ =সিদ্ধ অন্ন ] যুক্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায় ?  
 স্তত্রাং 'সে বি য় ণং অসিখে, নো বি য় ণং স-সিখে'—এই বচনের  
 সার্বকতা কি ? এই প্রসঙ্গে তুলনীর "পুত্রায়েব বিয়ডং ভোচ্চা"  
 [ গা ২১ ] এখানে 'বিয়ডং [ বিগডং ] অর্থে 'মণ্ড মিশ্রিত অন্ন'

বা 'আমানি-ভাত,' বা 'পাশ্চা ভাত' বুঝিতে হইবে। অনুবাদে 'পূর্ব সজ্জিত খাত্ত' লিখিয়াছি। যাকোবি লিখিয়াছেন he should eat and drink his pure dinner. কিন্তু কি ভাবে এ অর্থ আসিল তাহা কোথাও লিখেন নাই। তাঁহাব টীকাকার লিখিয়াছেন : পূর্বমের বিকটম্ উদ্গমাদি-শব্দং ভুক্ত্বা প্রান্নকাহারং পীত্বা চ তক্রাদিকম্। সা° ২৫।

অন্ন—শূন্ত। ৮৯

অভ—শুভ। ২৮, ৩৩, ৩৮, ৪১, ৪৬

অভগ—শুভ। ৩৬

অভগ—রত্নবিশেষ। ২৭

অমিগ—অন্ন। ৩, ৫, ৯ ১৩, ৪৭-৫০

অন্ন—শুক। ৫৯

অন্নভ—অন্নভ। ৫৯

অবন্ন—অবর্ণ। ৬১, ৯০, ৯১ ৯৮

অবিগ—অন্ন। ৪৬, ৬৪, ৬৫, ৬৬

অক্সন্ন—একটা দিনের নাম। ১১৩, ১২৩

অক্সন্নগুগি—একটা দিনের নাম। ১২৪

অসাগ—অশান। ৮৯

অহ—অধ। অহাগ—অধাগন। ৫, ৪৮

অহন্ন—[সৌধর্ম] কল্পলোকের স্থানভেদ, ইন্দ্রের বাস এখানে। ১৪

অহন্ন—অহত। স্বতাহতি দ্বারা পুঙ্ক। ১১৮

অহন্ন—[অন্ন] সহসা অদৃষ্ট জীব বা উদ্ভিদ। সা ৪৪-৪৫

অমান—অকুমাৰ। ১১০

অন্ন—শূন্য। ৫২

অন্ন—অর্থ। ৩৯, ৪৪, ৫৯, ১০৪, ১১৮

অবিগ—অর্থ। সা ৩৬

অব—অপ। সা ৩৩-৩৫

সে—[সঃ] সে। ৯, ৫১, ৮০ -[অজ্ঞ] ইহার। সা ৩৩-৩৫ -তাহা



সেই। সে কিং? সে তং কুলাইং। যে ৭-৯-সে কঙ্গই। ইহা  
(it) সা ১১

সেটর—সেবক। ৮৯

সেজ্জা—শয্যা। সা ৫৩-৫৪

সেণাবই—সেনাপতি। ৬১

সেণাবচ্—সেনাপতিত্ব। ১৪

সেয়—খেত। ৪৪, ৬১, ৬৩

সেয়ং—স্বেয়স্। ২১

সেল—শৈল। ৩৫, ৩৬, ৮৯, ১৬৮

সেবিক্সমাণ—সেব্যাম। ৪২

সেস—শেষ। ২, ১০৮

সেহ—[শৈক্য] শিখ্য। সা ৫৯

সোকথ—সৌখ্য। ৫১

সোগ—শোক। ৯৩, ৯৫

সোগংধিয়—সোগন্ধিক। ৪৫

সোচ্চা—শ্রদ্ধা। স্তনিয়া। ৮, ১২, ৫০

সোভীর—[শৌভীর] শুভযুক্ত। ১১৮

সোণি—শ্রোণি। ৩৬

সোভগ—শোভক, শুভক। ৩৮

সোভংত—শোভমান। ৩১, ৪৩

সোভা—শোভা। ৩৬, ৬১

সোভিত্তা—শোভয়িত্তা। সা ৬১

সোম—সৌম্য। ৯, ৩৫, ৩৮, ৪১, ৪৩

সোমণসিয়—সৌমনস্য+ইত। ৫, ১৫, ৫০

সোলস—বোডশ। ১৬১, ১৮১, ১৯২

সোবচিয়—সোপচিত। ১২০

সোবীর—সৌবীর। আমানি, কাঙ্গি। সা ২৫

সোসয়ন্ত—শৌয়ং। ৩৮

সোহণ—শোধন। বন্দি-মুক্তি। ১০০, ১০১

সোহংত—শোভমান। ৩৪, ৩৫

সোহম্ব—একটি কল্লের নাম। ইন্ডের বাস এখানে। ১৪, ২৯

সোহা—শোভা। ৩২, ৪১-৪৪

সোহিয়—শোভিত। ৩৫

হংসগব্ভ—হংসগর্ভ। বহুবিশেষ। ৪৫

হট্ট—হট। ৫, ৮, ১৫, সা ১৭

হড—হত। ৩১। ৯২

হথ—হস্ত। ৩৬, ১১৫

হথুত্তরা—উত্তবক্ষ্মনী। হথা ( < হস্ত ) + উত্তবা। ১, ২, ৩০, ৯৬

হতা—হথা, হস্ত। ১১৪

হয়—হত। ১৫, ৫৩

হবতগুন্ন—হবতহু। ভূমিস্পৃষ্ট তৃণাদিতে লগ্ন আত্মতা। সা ৪৫

হবাছি—হর। হ+লোটি হি। ১১৪

হরির হ্রহমং [ হরিত-হ্রস্ব- ] হবিদ্বর্ণ হ্রস্ব তৃণ-বিশেষকে ‘হরিত’ বলে, তাহারই হ্রস্ব অক্ষরাদি। টীকাকার : “হরিত-হ্রস্বম্ : নবোদ্ভিন্নং পৃথিবীসমবর্ণং হবিতং তচ্চারসংহননদ্বাং স্তোকেনাপি বিনশ্যতে।” মাটিতে উৎপন্ন মাটির নত বর্ণবৃত্ত উদ্ভিদ বিশেষের অক্ষর। অতি অল্প আঘাতেই মরিয়া যায়। সা° ৪৪-৪৫।

হবিয়ালিয়া—হরিতালিকা ( দুর্বা ) ৪৬

হবিস—হর্ব। ৫, ১৫

হলিয়া—হলিকা। হল্লোহলিয়া। অণু-হ্রস্ববিশেষ। বোলতা প্রভৃতির ফলকিত অণু—হলিকাণু, টিক্টিকি প্রভৃতির অণু হল্লোহলিকাণু। সা ৪৫

হবংতি—তবন্তি। ধে ৯

হক্সম্—শীত্ৰ। সহজে। ১০২, সা ৪৪

হালিদ—হাবিজ ( বর্ণ ), গীতবর্ণ। সা ৪৪, ৪৫

হাস—হাস্ত, হর্ব। ১১৮

হিংগলয়—হিঙ্গুলক। ৫৯

হিন্ন—হিত। ৯৫, ১১১, ২১১

হিন্ন, হিয়ন্ন—জদন্ন। ৫, ৮, ৩৮, ৪৭

হিবন্ন—হিরণ্য। বজ্রত। ৯০, ৯১, ৯৮, ১১২

হন্নাসণ—হত্মশন। ১১৮

হেউন্ন—হেতু(ক)। সা ৬৪

হোখা—হইয়াছিল। ১, ৩, ৯৭

হোভএ—হওয়া বিধি। সা ৫৩

হোন্নব্ব—ভবিতব্য। সা ৫৭, ৫৯

---

## পুনৰুক্ত বাক্যাবলী

পু° বা° ১

ইয়ে এয়াৰুবে ওয়ালে কল্লাণে সিবে ধয়ে মংগলে সসুসিবীএ চোদ্ধল  
মহাস্থমিণে পাসিভাণং পড়িবুছা। জি° চ° ৩।

পু° বা° ২

গন্ন বসহ সীহ অভিসেন্ন দাম সসি দিণন্নরং ঝন্নং কুস্তং পউমন্ন  
সাংগব বিমাণভবণ বন্নগুচ্চব সিহিং চ ॥ জি° চ° ৪।

পু° বা° ৩

হট্ট-হট্ট-চিচ্চমাণংদিষা গীইমণা পবমসোমণসিরা হন্নিস-বস-  
বিসপ্পমাণ-হিয়ম্মা ধাবাহন্ন-কবংবুংপিব সন্মুস্সসিয়-রোম-কুবা।

জি° চ° ৫।

পু° বা° ৪

ওয়ালা ণং তুমে দেবাণুপ্পিএ। স্তমিণা দিট্টা। কল্লাণা ণং সিবা  
ধম্মা মংগল্লা সসুসিন্নীয়া আবোণ্ণ-হট্টা-দীহাউ-কল্লাণ-মংগল-কাবণা ণং  
তুমে দেবাণুপ্পিএ! স্তমিণা দিট্টা। জি° চ° ২।

পু° বা° ৫

ভদ্ধাসণ-বন্ন-গম্মা আসথা বীসথা স্তহাসণ-বব-গম্মা কবন্নল-পন্নিগ্গহিয়ং  
সিন্নসাবত্তং দগগহং মথএ অংজলিং কট্টু এবং বন্নাসী। জি° চ° ৫।

পু° বা° ৬

তাহিং ইট্টাহি কংতাহিং মণ্ণুয়াহিং মণায়াহিং ওয়ালাহিং কল্লাণাহিং  
সিবাহিং ধম্মাহিং মংগল্লাহিং সসুসিবীয়াহিং হিন্নন্ন-গমণিচ্ছাহিং হিন্নন্ন-  
পল্লহন্নণিচ্ছাহিং মিন্ন-মহব-মংজ্জুলাহিং গিবাহিং সল্লবমাপ্পী সল্লবমাপ্পী  
পড়িবোহেই। জি° চ° ৪৭।

পু° বা° ৭

তংসি তারিঙ্গংসি সয়শিঙ্কংসি সালিঙ্গং-বট্টিএ উভও বিক্সোষণে  
উভও উন্নএ মজ্জোং গংভীরে গঙ্গা-পুনিং-বান্ধ-উদ্ধাল-সালিঙ্গ-  
ওষবিয়-খোমির-দুগ্ধ-গট্ট-পড়িচ্ছন্নৈ সুবিবইয়-বয়ত্তাণে বত্তংসুয়-সংবুএ  
সুয়ম্মে আদিগং - কুয়-বুয় - নবণীয়-ভুল - কাগে সুগংধ-বব-কুসুম-চুর  
সয়ণোবয়ার-কলিএ পুর-বত্তাববত্ত-কাল-সময়ংসি সুত্তজাগবা ওহীরমাণী  
ওহীবমাণী ইমেয়াকবে ওরালে কল্লাণে সিবৈ ধম্মে মংগল্লে সসুসিরীএ  
চোদ্ধস মহাসুয়িং পালিত্তা গং পড়িবুচ্ছা । জি° চ° ৪২ ।

পু° বা° ৮

অজ্জ সবিসেসং বাহিরিয়ং উবট্টাণ-সালং গংধোদয়-সিতং সুইয়-  
সংমজ্জিওবলিত্তং সুগংধ-বর-পংচ-বর-পুপ্ফোবয়ার-কলিয়ং কালাপুপ্ফ-পবর  
কুংদুপ্প - তুপ্প - উজ্জ-বংত-ধ্ব-মঘমঘংত - গংধুদুয়াভিরামং সুগংধ-বর-  
গংধিয়ং গংধবট্টিভুয়ং করোহ করাবেহ । করিত্তা ন করাবিত্তা ন সীহাসণং  
রষাবেহ । রষাবিত্তা মমেষং আগত্তিয়ং থিপ্পমেব পচ্চপ্পিগহ ।

জি° চ° ৫৭ ।

পু° বা° ৯

অম্হং সুমিণ-সখে বায়ালীসং সুমিণা । ভীসং মহাসুয়িং ।  
বাবত্তরিং সকুসুমিণা দিট্ঠি । তথ গং দেবাণুপ্পিয়া । অবহংত-মায়রো  
বা চক্কবট্টি-মায়রো বা অবহংতংসি বা চক্কবংসি বা গব্ভং বক্কমাণংসি  
এএসিং ভীসএ মহাসুয়িংগং ইমে চট্টকস মহাসুয়িং পালিত্তাং  
পড়িবুজ্জংতি । তং জহা গব গাহা ॥ বাসুদেবংসি গব্ভং বক্কমাণংসি  
এএসিং চট্টকসগংহং মহাসুয়িংগং অন্নয়রে সত্ত মহাসুয়িং পালিত্তা গং  
পড়িবুজ্জংতি ॥ বলদেবমায়বো বা বলদেবংসি গব্ভং বক্কমাণংসি  
এএসিং চোদ্ধসগংহং অন্নয়রে চত্তাবি মহাসুয়িং পালিত্তা গং  
পড়িবুজ্জংতি ॥ মংডলিয়-মায়রো বা মংডলিয়ংসি গব্ভং বক্কংতে সমাণে  
এএসিং চট্টকসগংহং মহাসুয়িংগং অন্নয়রং মহাসুয়িং এগং পালিত্তা গং  
পরিবুজ্জংতি ॥ জি° চ° ৭৪-৭৮ ।

পু° বা° ১০

ইমেয়ানিং দেবাণুপ্‌গিয়া ! তিসলাএ খন্তিয়ানীএ চউদস মহাহুমিণা  
দিট্টা। জাব---মংগল্‌কারগা ৭ং দেবাণুপ্‌গিয়া ! তিসলাএ খন্তিয়ানীএ  
হুমিণা দিট্টা। তং জহা। অখলাভো দেবাণুপ্‌গিয়া ! ভোগলাভো  
দেবাণুপ্‌গিয়া ! পুস্তলাভো দেবাণুপ্‌গিয়া ! স্নক্‌খলাভো দেবাণুপ্‌গিয়া !  
রজ্জলাভো দেবাণুপ্‌গিয়া ! এবং খন্‌ দেবাণুপ্‌গিয়া। তিসলা খন্তিয়ানী  
নবং হং মাগাং বহুপডিপুনাং অক্‌ট্টমাং বাইংদিয়াং বিইকংতাং  
তুম্‌হং কুলকেউং কুলদীবং কুলপকয়ং কুলবডিংসং কুলতিলয়ং কুল-  
কিস্তিকবং কুল-দিগবয়ং কুল-আধারং কুল-নংদিকবং কুল-জসকবং  
কুলপায়বং কুলবডগকবং স্কুমাল - পাণিপায়ং অহীণ - পড়িপু-  
পংচিংদিব - সবীঃ লক্ষণ-বংজণ-ভগোবেয়ং মাণুম্মাণ-পবিপু-জ্জায়-  
সমংগ-জ্জদংগং সিসোমাকারং কংতং পিষদংগং জ্জবং দাবয়ং  
পয়াহিস্তি। সে বিয় ৭ং দারএ বিয়ায়-পরিণয়-মিডে উম্মুক-বালভাবে  
জোকগম্‌ অণুগতে সুরে বীরে বিকংতে বিখিন্ন-বল-বাহণে চাউয়ংত-  
চকবট্টী রজ্জবতী রায় ভবিস্‌সই। জিণে বা ভেলোক-নারগে ধম্ম-বব-  
চকবট্টী ॥ জি° চ° ৭৯-৮০।

পু° বা° ১১

জং রয়ণিং চ ৭ং সমণে ভগবং মহাবীরে নারকুলংসি সাহরিএ তং  
বয়ণিং চ ৭ং নারকুলং হিবল্লংগং বড্‌চিখা, বণেণং ধম্মেণং রজ্জংগং  
রট্টেণং বড্‌চিখা, বলংগং বাহণেণং কোসেণং কোট্টীগাবেণং পুরেণং  
অংতেউয়েণং জণবএণং বড্‌চিখা, বিপুল-ধণ-কণগ-বয়ণ-মণি-মোস্ত্র-  
সংখ-সিল-প্‌বাল-বস্ত-রয়ণ-মাইএণং সংত-সার-সাবইজ্জংগং অর্জব পীই-  
সক্‌াব-সমুদয়েণং অভিবড্‌চিখা। ভতে ৭ং সমণস্‌ অম্মাপিউংগং  
অম্মেয়াকবে অম্মাখিএ চিংতিএ পখিএ বণোণএ সংকস্‌ সমুপ্‌পজ্জিখা ॥

জি° চ° ৯০।

পু° বা° ১২

হড়ে নে সে গব্ভে, দড়ে নে সে গব্ভে, চুঞ নে সে গব্ভে,  
গলিএ নে সে গব্ভে ; এস নে গব্ভে পুসিং এয়েই ইরাণিং নো এয়েই ।

ভি° চ° ৯২ ।

পু° বা° ১৩

খিঞ্জনেব ভো দেবাণুপিয়া ! বুংডপুয়ে নগয়ে চারগসোহণং  
করেহ । করিস্তা মাণুনাগবহণং করেহ । করিস্তা বুংডপুয়ে নগয়ে  
সবডিংভর বাহিরিৎ আসিহ-সংনজ্জিউবলে-নিহং নংবাড়গ-তির-চউহ-  
চচর-চউনমুহ-নহাপহ - পহেজু দিস্ত - জুই-সংনট্ট-ডজ্জ-তরাবণ-নীহিং  
দংচাইনংচ-কলিহং নাগাবিহ-রাগ-ভূসিহ-জ্জ-পড়াগ-নংত্রিহং লা-উহোহিহ-  
নহিং গোলাস-সরস-রজ-চংনগ-দদব-নিহ-পংচংস্তলী-তলং উবচিহ-বংদণ-  
কলসং বংদণ-ঘড - জুকহ - তোরণ-পড়িহুবার-দেল-ভাগং আসোহোহ-  
দিপুল-বট্ট - বগ্গাবির-নজ্জদান-কলাং পংচ-বহ-সরস-মুততি-ভুহ-পুপ্প-  
পুংজোবহার-কলিহং কালাস্ত-পবর-কুংহুহ-ভুহ-ডজ্জ-সু-দবদং-ত-  
গংধুহু-ভাতিরাং ত্তগং - বর - গংধিং গংবট্টি-ভুহং নট্ট-মট্টগ-ভহ-মহ-  
মুট্টিহ-বেলংবগ - কহগ-পাটগ-লাসগ-আরব্ধগ-সংখ-মংখ-তুপ্ছিহ - ভুং-  
বীণিয় - অণেগ-ভালাংরাগুচরিহং করেহ র কারাবেহ র । করিস্তা র  
কারবিস্তা র জুহসহসং চ মুলসহসং চ উসুবহে । উসুবিস্তা দন  
এরম্ আগন্তিহং পচ-প্পিহ ॥ ভি° চ° ১০০ ।

পু° বা° ১৪

ভং ররণিং চ গং সনণে ভগবং মহাবীরে জাএ, তং ররণিং চ গং বচনে  
বেসনগ-কুংজায়া তিরিহ-জংভগা দেশ সিদ্ধ-রাহ-ভবংসি হিহদবাস  
চ ভববাসং চ বইরবাসং চ বধবাসং চ ভাভরণবাসং চ পতবাসং চ  
পুপ্পবাসং চ কলবাসং চ বীহবাসং চ নজ্জবাসং চ গংধবাসং চ বহবাসং চ  
চুরবাসং চ বহহারবাসং চ বাসিংজ । ভি° চ° ৯৮ ।

পু° বা° ১৫

অপ্‌পতিহিং চ গং অম্‌হং এস দাবএ কুচ্ছিংসি গ্‌ভত্‌তাএ বক্‌তে,  
তপ্‌পতিহিং চ গং অম্‌হে হিবল্লং বড্‌চামো, স্‌বল্লং বড্‌চামো,  
ধংগং ধল্লং ব্‌ল্লং বট্‌ঠং বল্লং বাহল্লং কোসেং কোট্‌ঠা-  
গাংগং প্‌বেং অংতেউবেং অংগং বড্‌চামো, বিপ্ল-ধং-কংগ-  
বল্লং - মণি - মোত্তি - সং-সিল-প্‌বাল-বল্লংমাইএং সং-সাব-  
সাবএল্লং পাই-সক্‌বেং অংগং অভিবল্লং, তং জাং গং অম্‌হং  
এস দাবএ জাএ তবিস্‌ই, তয়া গং অম্‌হে এবস্‌ দাবগস্‌ এবাংকং  
গোংগং গুণিপ্‌কং নাম্‌সি কবিস্‌মো 'বল্লংমো' স্তি ।

জি° চ° ১১।

পু° বা° ১৬

সমংগে ভগং মহাবীবে কালগং বিহংগে সম্‌জাএ ছিন্ন-জাই-  
জা-মবং-ধংগে সিংগে ব্‌ক্‌ ব্‌ক্‌ অংগে পবিন্‌ক্‌ সন্‌-দু-  
প্‌প্‌হি। জি° চ° ১২৪।

পু° বা° ১৭

তং গং সমংগে ভগং মহাবীবে অবহা জাএ জিগে কেবলী সন্‌  
সন্‌বিসী, স-দেব-মণ্‌বাস্‌ লোগস্‌ পরিবাস্‌ জাংগে পাসই,  
সন্‌লোএ সন্‌জীবং আগইং গইং টিইং চবং উবংগে সন্‌  
মাংগিং কুং কডং পডিসেবিং আবীকং রহোকং অংগা অ-  
বহস্‌-ভাগী তং কালং মণ-বল্লং-কায়-জোং বট্‌মাংগে সন্‌লোএ সন্‌-  
জীবংগে সন্‌ভাবে জাংগে পাসমাংগে বিহবই ॥ জি° চ° ১২১।

পু° বা° ১৮

অপ্‌পতিহিং চ গং সে ব্‌ক্‌ ভাসরাগী মহগ্‌গে দো-বাস-সহস্‌-  
ট্‌টিং সমংগে ভগং মহাবীবস্‌ অন্‌-নক্‌ সংগে, তপ্‌পতিহিং  
চ গং সমংগে নিগ্‌গংগং নিগ্‌গংগং নো উদিং প্‌য়া-সক্‌  
পবই। জি° চ° ১৩০।





ଜିଗର୍ଭିହୃତଂ

## জিণচরিত্তং

নমো অবিহংতাং । নমো সিদ্ধাং । নমো আযবিয়াং ।

নমো উবজ্জয়াং । নমো লোএ সববসাহুং ॥

পঞ্চনমোকারো

এসো পংচনমোকারো সববপাপপ্পণাসণো ।

মংগলাং চ সববসিং পটমং হবই মংগলং ॥

তেণং কালং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীবে পংচ  
হংথুত্তরে হোংথা । তং জহা । হংথুত্তরাহিং চুএ চইত্তা গত্তং

পংচহংথুত্তরে

বক্কতে । হংথুত্তরাহিং গত্তাও গত্তং সাহরিএ ।

হংথুত্তরাহিং জাএ । হংথুত্তরাহিং মুংডে

ভবিত্তা অগারাও অণগাবিয়ং পবইএ । হংথুত্তরাহিং অণংতে

অণুত্তরে নিব্বায়াএ নিবাববণে কসিণে পড়িপুন্নো কেবল-বর-নাণ-

দংসণে সমুপ্পন্নো । সাইণা পরিনিব্বুএ ভয়বং ॥ ১ ॥

'তেণং কালং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীবে জে সে  
গিমহাং চউংথে মাসে অট্টমমে পক্খে আসাঢ়-সুদে । তস্

দেবাণাদাএ মাহঙ্গীএ

বুদ্ধিংসি

ং আসাঢ়-সুদস্স ছট্ঠী-পক্খেণং মহাবিজ্জয়-

পুপ্পুত্তব-পবব-পুণ্ডবীয়াও মহাবিমাণাও বীসং-

সাগবোবমট্ঠিতীয়াও [ আউক্খএণং ভবক্খ-

এণং ঠিইক্খএণং ] অণংতরং চয়ং চইত্তা ইহেব জম্বুদ্বীবে দীবে

ভারহে বাসে ইমীসে ওসপ্পিণীএ সুসম্মসমাএ সমাএ বিইক্কং-

তাএ সুসমাএ সমাএ বিইক্কংতাএ সুসমম্মসমাএ সমাএ বিইক্কং-

## জিনচরিত্র

অর্হৎ-দিগকে নমস্কাব । সিদ্ধগণকে নমস্কার ।

পঞ্চ নমস্কার      আচার্য্যগণকে নমস্কার । উপাধ্যায়গণকে নমস্কার ।  
ইহলোকের সর্ব সাধুগণকে নমস্কার ।

এই ‘পঞ্চ-নমস্কার’ সর্ব পাপ নাশ করে এবং সর্ববিধ মঙ্গল কর্মের  
( মধ্য ) প্রথম ( অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ) মঙ্গল কর্ম ॥

সেইকালে সেইসময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ( -স্বামীর জীবনে )  
পঞ্চ হস্তোত্তরা ( বা উত্তরকল্পনী ) নক্ষত্রে পঞ্চ শুভঘটনা সংঘটিত  
হইয়াছিল । তাহা এই । হস্তোত্তরা (অর্থাৎ উত্তরকল্পনী) নক্ষত্রে তিনি  
চ্যুত হন, চ্যুত হইয়া গর্তে প্রবেশ করেন । হস্তোত্তরা নক্ষত্রে তিনি  
মহাবীর স্বামীর জীবনে ( বিমান লোক হইতে ) অবতীর্ণ হইয়া [ দেবানন্দা  
পঞ্চ হস্তোত্তরা বা ব্রাহ্মণীব ] গর্তে প্রবেশ করেন । হস্তোত্তরা নক্ষত্রে  
উত্তরকল্পনী তিনি ( দেবানন্দা ব্রাহ্মণীব ) গর্ত হইতে  
( জিশলা ক্ষত্রিয়ণীব ) গর্তে গর্তান্তরিত হন ।  
হস্তোত্তরা নক্ষত্রে তিনি জাত ( ভূমিষ্ঠ ) হন, হস্তোত্তরা নক্ষত্রে তিনি  
মুক্তিত ( -কেশ ) হইয়া আগাব ত্যাগপূর্বক অনাগারিষ প্রত্নজ্যা গ্রহণ  
করেন । হস্তোত্তরা নক্ষত্রে তাঁহার অনন্ত অহস্তর ( অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ),  
নির্বাঘাত, নিবাবরণ, ক্লেশ ( অর্থাৎ সমগ্র, অখণ্ড ), প্রতিপূর্ণ ( অর্থাৎ  
প্রত্যঙ্গে পরিপূর্ণ ) কেবল [ -নামক ] শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দর্শন সমুৎপন্ন হয়  
[ অর্থাৎ তিনি কেবলিষ অর্জন করেন ] । [ কিন্তু ] স্বাতীনক্ষত্রে ভগবান্  
পবিনিবৃত্ত হন ॥ ১ ॥

সেইকালে সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর গ্রীষ্ম [ ঋতুর ]  
চতুর্থ মাসে অষ্টম পক্ষে আষাঢ় মাসের শুক্লা বঙ্গী তিথিতে  
বিংশতি সাগরোপম কাল অবস্থানের পব [ পুষ্পমধ্যে ] গুণ্ডরীকতুল্য  
বিমানসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবিজয় পুষ্পোত্তর নামক মহাবিমান  
হইতে [ আয়ুক্য, ভবক্ষয় ও স্থিতিক্য হওয়ারতে ] চ্যুত হন ।  
তারপব এই জঘুবীপমধ্যে ভাবভবর্ষে এই অবসর্গিণী নামক

তাএ ছুসমসুসমাএ সমাএ বহু বিইকংতাএ [ সাগবোবম-কোড়া-  
কোড়ীএ বায়ালীসাএ বাসসহসুসেহিং উণিয়াএ ] পংচহৎতবীএ  
বাসেহিং অন্ধনবমেহি য় মাসেহিং সেসেহিং একবীসাএ তিৎথয়রেহিং  
ইক্খাগ-কুল-সমুপ্পন্নেহিং কাসব-গোস্তেহিং দোহি য় হবিবংস-  
কুল-সমুপ্পন্নেহিং গায়ম-সগোস্তেহিং তেবীসাএ তিৎথয়বেহিং  
বিইকংতেহিং সমণে ভগবং মহাবীরে চরিতে তিৎথয়বে পুবতিৎথয়ব-  
নিদ্দিট্টে মাহংকুংডগ্গামে নয়বে উসভদত্তসু মাহংসু কোড়াল-  
সগোস্তসু ভারিয়াএ দেবাংদাএ মাহগীএ জালংধব-সগোস্তাএ  
পুব-রত্তাববত্ত-কাল-সমযংসি হত্থত্তরাহিং নক্খত্তেং জোংমুবাং-  
এং আহাব-বক্কংতীএ ভব-বক্কংতীএ সবীর-বক্কংতীএ  
কুচ্ছিংসি গত্তত্তাএ বক্কংতে ॥ ২ ॥

সমণে ভগবং মহাবীরে, তিন্নাগোবগএ আবি হোংখা ।  
'চইসুসামি' ত্তি জাংই । চয়মাণে ন জাংই । 'চুএমি'ত্তি জাংই ।

তিন্নাগোবগএ জং বয়ংগি চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে  
দেবাংদাএ মাহগীএ জালংধব-সগোস্তাএ  
কুচ্ছিংসি গত্তত্তাএ বক্কংতে তং বয়ংগি চ ণং সা দেবাংদা মাহগী  
সয়ংগিজ্জংসি স্তত্তজাংগবা ওহীবমাগী ওহীবমাগী ইমে এয়াকবে  
চোদ্দস মহাহমিনে ওবালে কল্লাণে সিবে ধম্মে মংগল্লে সসুসিবীএ  
চোদ্দস মহানুসমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুচ্ছা ॥ ৩ ॥

তং জহা ।

গয় বসহ সীহ অভিসেয়  
দাম সসি দিগয়বং বয়ং কুত্তং ।  
পউমসব সাগব বিমাণ  
ভবণ রয়গুচ্চয় সিহিং চ ॥ ৪ ॥

কালপ্রবাহেব স্ন্যম-স্ন্যম, সমা সমূহ [ অর্থাৎ বৎসব সমূহ ] ব্যতিক্রান্ত  
হইলে, স্ন্যম সমা-সমূহ ব্যতিক্রান্ত হইলে, স্ন্যম-দ্বঃসম সমা-সমূহ  
ব্যতিক্রান্ত হইলে এবং দ্বঃসম-স্ন্যম যুগের বহু সমা [ অর্থাৎ বৎসর ]  
ব্যতিক্রান্ত হইলে [ বিয়াল্লিশ সহস্র বৎসব কম কোটি কোটি  
সাগবোপম গত হইলে ] পঁচাত্তর বৎসব লাড়ে আট মাস অবশেষ  
থাকিতে, ইক্ষুকুল-সমুৎপন্ন কান্তপগোত্রীয় একবিংশতি তীর্থকব ও  
হবিবংশকুলসমুৎপন্ন গৌতমগোত্রীয় দুইজন তীর্থকব, (একুনে) তেইশজন  
তীর্থকব কালগত হইলে পর, [ বিমানলোকে ভোগ্য ] তাঁহাব আহার,  
ভব ও শবীব ঘুমাইয়া গেলে, পূর্ববাত্র ও অপরবাত্রের মধ্যসময়ে  
[ অর্থাৎ নিশীথকালে ] হস্তোত্তরা [ অর্থাৎ উত্তরফল্গুনী ] নক্ষত্রের সহিত  
[ চন্দ্রদেব ] যুক্ত হইলে, চব্বস তীর্থকর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীব  
পূর্বতীর্থকবগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ-কুণ্ডগ্রাম নগরে কোডাল-  
গোত্রীয় ঋষভদত্ত ব্রাহ্মণের জালন্ধর-গোত্রীয়া ভার্ঘ্য দেবানন্দা  
ব্রাহ্মণীর গর্ভে ভ্রূপরূপে প্রবেশ করেন ॥ ২ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীব জি-জ্ঞানোপেত ছিলেন। ‘চ্যুত হইব’  
ইহা জানিতেন, ‘চ্যুত হইতেছি’ ইহা জানিতেন না, ‘চ্যুত হইয়াছি’  
ইহা জানিতেন। যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীব জালন্ধর  
গোত্রীয়া ব্রাহ্মণী দেবানন্দাব কুম্বিতে গর্ভরূপে প্রবেশ কবেন সেই  
রজনীতে দেবানন্দা ব্রাহ্মণী অর্দ্ধমৃগ-অর্দ্ধজাগরিত অবস্থায় শয্যায় ঘুমাইয়া  
ঘুমাইয়া এই উদাব, কল্যাণ, শিব, বজ্র, মাকল্য, সত্রীক চতুর্দশ  
মহাস্বপ্ন দেখিয়া আগিয়া উঠেন ॥ ৩ ॥

সেইগুলি এই : গজ, বুঘত, সিংহ, অভিষেক, [ পুষ্প- ] দাম,  
শলী, দিবাকর, ধ্বজ, কুম্ভ, পদ্মসবোবর, সাগর, বিমান-ভবন, বনোচ্চর  
এবং [ অলস্ত অগ্নি- ] শিখা ॥ ৪ ॥

তএং সা দেবাংদা মাহণী ( তে স্মিণে পাসতি, তে স্মিণে )  
 পাসিত্তা ণং পড়িবুচ্ছা সমাণী হট্ট-তুট্ট-চিহ্ন-মাংগদিয়া গীইমণা  
 পড়িবুচ্ছা উসভদত্তং পবমসোমণসিয়া হবিস-বস-বিসপ্পমাণ-হিয়য়া  
 মাহণং এবং বযানী ধাবা-হয়-কয়ংবুয়ং পিব সমুসসিস্য-বোম-কুবা  
 স্মিণোগগ্গহং কবেই । কবিত্তা সয়গিজ্জাও  
 অত্তুট্টেই । অত্তুট্টিত্তা অতুবিয়ং অচবলং [ অবিলংবিয়াএ ]  
 বায়হংসসরিসীএ গজ্জএ জেণেব উসভদত্তে মাহণে তেণেব  
 উবাগচ্ছই । উবাগচ্ছিত্তা উসভদত্তং মাহণং জএং বিজ্জএং  
 বদ্ধাবেই । বদ্ধাবিত্তা ভদ্দাসণবরগয়া আসথা বীসথা সুহাসণ-  
 ববগয়া কব যল-পরিগ্গহিয়ং সিন্নসাবত্তং দসগহং মথএ অংজলি  
 কট্টু এবং বয়্যাসী ॥ ৫ ॥

এবং খলু অহং দেবাণুপ্পিয়া ! অজ্জ সয়গিজ্জসি স্তত্তজাগবা  
 ওহীবমাণী ওহীবমাণী ইমে এয়্যাকবে ওবালে [ পুং বা ১ ] জাব  
 সসুসিরীএ চোদ্দস মহাস্মিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুচ্ছা । তং জহা  
 গয় [ পুং বা ২ ] জাব সিহিং চ ॥ ৬ ॥

এএসি ণং দেবাণুপ্পিয়া ! ওবালাণং [ পুং বা ১ ] জাব  
 চোদ্দসগ্গং মহাস্মিণাং কে মস্সে কল্লাণে ফলবিত্তিবিসেসে  
 ভবিস্সই ॥ ৭ ॥

তএ ণং সে উসভদত্তে মাহণে দেবাংদাএ মাহণীএ অংতিএ  
 এয়ম্ অট্টং সোচ্চা নিসম্ম হট্টতুট্ট [ পুং বা ৩ ] জাব  
 হিয়এ ধাবা-হয়-কলম্বুয়ং পিব সমুসসিস্য-বোম-কুবে স্মিণোগগ্গহং  
 কবেই । কবিত্তা ঈহং অণুপবিসই । অণুপ-  
 তেসিং স্মিণাং বিসিত্তা অপ্পণো সাত্তাবিএং মইপুৎবএং  
 অথোগ্গহং কবেই বুদ্ধিবিদ্বাণেং তেসিং স্মিণাং অথোগ্গহং  
 কবেই । কবিত্তা দেবাংদং মাহণিং এবং বয়্যাসী ॥ ৮ ॥

তারপর (সেইসব স্বপ্ন দেখিলেন, সেইসব স্বপ্ন) দেখিয়া জাগরিত হইয়া কষ্টচিন্তা, আনন্দিতা, প্রীতিযুক্তা, পরম-সৌমনস্ত-সম্পন্ন, হর্ষবশে প্রসারিত-হৃদয়া, [বৃষ্টি-] ধারাহত-কদম্ববৎ উচ্ছ্বসিত-লোমকূপা সেই দেবানন্দা ব্রাহ্মণী স্বপ্নগুলি অবধারণ কবিলেন। তারপর শয্যা হইতে উঠিয়া তিনি অস্থবিত, অচপল, অবিলম্বিত বাজহংসতুল্য গতিতে ঋষভদত্ত ব্রাহ্মণের নিকট গেলেন। তাবপব তিনি ‘জয় হউক’ ‘বিজয় হউক’ বলিয়া ঋষভদত্ত ব্রাহ্মণের সম্বর্ধনা কবিলেন। তাবপব আশ্রিত ও বিশ্বস্তভাবে গুহ্যসনে স্নানাগ্নী হইয়া কবতলে বহু অঞ্জলি বিলাপিত দশ নখ মন্তকে ঠেকাইয়া এই বলিলেন ॥ ৫ ॥

ওগো দেবানন্দপ্রিয়। আজ আমি শয্যার অর্ধপ্লুত অর্ধজাগরিত অবস্থায় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া এইরূপ উদাব, কল্যাণকব, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর ও শোভন চতুর্দশ মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠি। সেগুলি এই : পজ, ব্রহ্মত, গিংহ, অভিষেক, [পুষ্প-] দাম, শশী, দিবাকর ধ্বজ, কুন্ত, পদ্মসবোবব, সাগব, বিমানভবন, রত্নোচ্চর ও [জলন্ত অগ্নি-] শিখা ॥ ৬ ॥

ওগো দেবানন্দপ্রিয় ! এই সকল উদাব, কল্যাণকব, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, ও শোভন চতুর্দশ মহাস্বপ্নে কি কি বিশেষ কল্যাণকর ফল স্থচনা কবিতেছে ? ॥ ৭ ॥

তাবপব সেই ঋষভদত্ত ব্রাহ্মণ দেবানন্দা ব্রাহ্মণীর নিকট [কান ও মন দিয়া] শুনিয়া কষ্টচিন্তা, আনন্দিতা, প্রীতিসম্পন্ন, পরম সৌমনস্তযুক্ত, হর্ষবশে প্রসারিত-হৃদয় ও [বৃষ্টি-] ধারাহত-কদম্ববৎ সমুচ্ছ্বসিত-লোমকূপ হইয়া স্বপ্নগুলি অবধারণ কবিলেন। তাবপব [ঐ বিবরে] চিন্তামগ্ন হইলেন। তাবপব আপনাব স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিচাবশক্তি প্রভাবে ঐ সকল স্বপ্নেব স্থচিার্থ নির্ণয় কবিলেন। তাবপব দেবানন্দা ব্রাহ্মণীকে এইরূপ বলিলেন ॥ ৮ ॥



ওরালা গং তুমে দেবাণুপ্পিএ । স্মিগা দিট্ঠা । কল্লাণ  
 গং সিবা ধন্বা মংগল্লা সসিসরীয়া আবোগ্গ-তুট্ঠি-দীহাউ-কল্লাণ-  
 মংগল্ল-কারগা গং তুমে দেবাণুপ্পিএ । স্মিগা দিট্ঠা । ত  
 জ্জহা । অখলাভো দেবাণুপ্পিএ । ভোগলাভো সুকখলাভো  
 দেবাণুপ্পিএ । পুত্তলাভো এবং থলু তুমং দেবাণুপ্পিএ । নবগ্হং  
 মাসাং বহুপাড়িপুন্নাং অক্কট্ঠমাং বাইদিয়াং বিইককংতাং  
 সুকুমাল-পাণি-পায়ং অহীণ-পড়িপুন্নপংচিদিয়-সবীং লক্কখণ-  
 বংজ্জণ-গুণোববেয়ং মাণুস্মাণপ্পমাণ-পড়িপুন্ন-সুজ্জায়-সব্বংগ-  
 স্তদবংগং সসিসোমাকারং কংতং পিয়দংসং সুকবং দাবয়ং  
 পরাহিসি ॥ ৯ ॥

সে বি য় গং দাবএ উস্মুঝ্বালভাবে বিম্ময়-পবিগয়-মিত্তে  
 জোব্বগং অণুপ্পত্তে রিউব্বয়-জ্জউব্বয়-সামব্বয়-অথব্বগব্বয়  
 ইতিহাস-পংচমাং নিগ্ঘট্টুছট্ঠাং সংগো-  
 দাবএ নাণ-স্মগরি বংগাং সরহস্সাং চট্ঠং বেবাং সাবএ  
 নিট্ঠিএ ভবিস্সই পারএ ধারএ সড়ংগবী সট্ঠিতংত-বিসাবএ  
 সংখাণে [ সিক্খাণে ] সিক্খা কপ্পে বাগবণে ছংদে নিক্কে  
 জোইসাম্ অয়ণে অয়েস্স য় বহুস্স বংভন্নএস্স [ পরিব্বায়এস্স ]  
 নএস্স সুপবিনিট্ঠিএ আবি ভবিস্সই ॥ ১০ ॥

তং ওবালা গং তুমে দেবাণুপ্পিএ । [ পুং বাং ৪ ] জাব  
 আবোগ্গ-তুট্ঠি-দীহাউ-মংগল্ল-কল্লাণ-কাবগা গং তুমে স্মিগা  
 দিট্ঠন্তি কট্টু ভুজ্জো ভুজ্জো অণুবুহই ॥ ১১ ॥

তএ গং সা দেবাংদা মাহী উসভদত্তস্স মাহগস্স  
 অংতিএ এয়ম্ অট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-তুট্ঠ [ পুং বাং ৩ ]

উদাব স্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ, দেবানুপ্রিয়ে ! নিশ্চয়ই কল্যাণকর, ধন্য, মঙ্গলাকর, শোভন, আবোগ্যদায়ক, তুষ্টিদায়ক, দীর্ঘায়ুঃকারক ও অশেষ সৌভাগ্যের সূচক তোমার দেখা এই স্বপ্ন। ওগো দেবানু-প্রিয়ে ! অৰ্ধলাভ, ভোগলাভ, সৌখ্যলাভ, ও পুত্রলাভ [স্থিতি হইতেছে]। ওগো দেবানুপ্রিয়ে ! আজ হইতে পূর্ণ নয় মাস ও সাড়ে সাত অহোবাত্র গত হইলে তুমি শুকুমাৰ হস্তপদযুক্ত, ক্রটিহীন তীক্ষ্ণ পঞ্চেন্দ্রিয় সমন্বিত, সুগঠিতদেহ, চন্দ্রতুল্য সৌম্যদর্শন, কমলীয, প্রিয়দর্শন ও রূপবান্ পুত্র-সন্তান প্রসব কবিবে। সে শুভলক্ষণ ও শুভব্যঞ্জক ঔণো-পেত এবং আয়তনে, উচ্চতায় ও ওজনে প্রত্যঙ্গ-পরিপূর্ণ-দেহ স্নাত ও স্নানবান্ হইবে ॥ ৯ ॥

তারপর সেই বালকের বাল্য (অর্থাৎ সাত বৎসর বয়স) গত হইলে সে [ধীরে ধীরে] [বয়োজ্ঞান] জ্ঞান ও (সর্বাত্মক) মাজার পরিণত যৌবন লাভ করিবে। তখন সে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এবং তৎসহ পঞ্চমহানীয় ইতিহাস ও বর্ষস্থানীয় নিঘণ্টু (অর্থাৎ বৈদিক কোষগ্রন্থ), তাহাদেব অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং ব্রহ্ম, এই সমস্ত গ্রন্থেব সার অর্থাৎ তদ্বার্য্য অবগত হইবে, [এই সকল গ্রন্থে] পাবদর্শী হইবে এবং [সকল গ্রন্থেব তত্ত্ব-] ধাবক হইবে। সে [কপিলীয়] বষ্টিভঞ্জে বিশাবদ হইবে, সংখ্যা (অর্থাৎ গণিত) শাস্ত্র, [শিক্ষানীতি অর্থাৎ আচাৰ শাস্ত্র], শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-ছন্দো-নিরুক্ত-জ্যোতিষ এই বড়ল শাস্ত্র, অল্প বহু ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র [পারিব্রাজক শাস্ত্র] ও নীতিশাস্ত্রে সুপরিণিষ্ঠিত অর্থাৎ সুপরিপক্কও হইবে ॥ ১০ ॥

সেইজ্ঞান বলিতেছি, দেবানুপ্রিয়ে। তোমার দেখা স্বপ্ন অতি মহৎ, নিশ্চয়ই কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, শোভন, আবোগ্যদায়ক, তুষ্টিদায়ক, দীর্ঘায়ুঃকারক ও অশেষ সৌভাগ্যের সূচক। এই বলিয়া ভূমোভূমঃ তাহাকে বুকাইলেন ॥ ১১ ॥

তখন সে দেবানন্দা ব্রাহ্মণী ঋতভদ্র ব্রাহ্মণেব নিকট এই সকল বৃত্তান্ত কান দিয়া ও মন দিয়া শুনিয়া দৃষ্টচিত্তা, আনন্দিতা, প্রীতিসম্পন্না, O. P. 93—2

জাব হিয়য়া কর-য়ল-পবিগ্গহিয়াং দসগহং সিবসাবত্তং মথএ  
অংজলিং কট্টু উসভদত্তং মাহং এবং বয়াসী ॥ ১২ ॥

এবমেয়ং দেবাগুপ্তিয়া ! তইমেয়ং দেবাগুপ্তিয়া ! অবিতহ-  
মেয়ং দেবাগুপ্তিয়া ! অসংদিদ্ধমেয়ং দেবাগুপ্তিয়া ! ইচ্ছিয়ম্ এয়ং  
দেবাগুপ্তিয়া ! পড়িচ্ছিয়ম্ এয়ং দেবাগুপ্তিয়া !  
দেবাগুপ্তিয়া মাহণী তে সচেপং এসম্ অট্টে জহেয়ং তুত্তে বয়হ ত্তি  
কট্টু তে সুমিণে সম্মং পড়িচ্ছই । তে সুমিণে  
সম্মং পড়িচ্ছিত্তা উসভদত্তেং মাহেপং সদ্ধিং ওবালাইং  
মাগুসগাইং ভোগভোগাইং ভুজ্জমাণী বিহবই ॥ ১৩ ॥

তেপং কালেপং তেপং সমএপং সকে দেবিংদে দেববায়্য  
বজ্জপাপী পুরংদবে সতক্কতু সহসসক্কে মঘবং পাকসাগে  
দাহিগড্ঢ লোগাহিবজ্জ বত্তীস-বিমাণ-সয়-সহস-  
সকে দেবিংদে সাহিবজ্জ এবাবণবাহণে সুরিংদে অবয়ংবববত্থধে  
আলইয়-মাল-মউড়ে নব-হেম-চারু-চিত্ত-চংচল-কুংডল-বিলিহিঞ্জ-  
মাণগংডে [ মহড্ঢিএ মহজ্জইএ মহব্বেলে মহাযসে মহাণুভাবে  
মহান্নক্কে ] ভান্নুব-বোংদী পলংবমাণ-বণমালে সোহম্মে কপ্পে  
সোহম্ম-বড়িসগে বিমাণে সুরম্মাএ সভাএ সক্কসি সীহাসগংসি  
সে পং তথ বত্তীসাএ বিমাণ-বাস-সয়-সাহসসীং চট্টবাসীএ  
সামাণিয়-সাহসসীং তায়ত্তীসাএ তায়ত্তীসগাং চট্টংহং লোগ-  
পালাং অট্টংহং অগ্গমাহিসীং সপবিবাবাং তিণ্ণংহং পবিসাং  
সত্তংহং অণিয়াং সত্তংহং অণিয়াহিবজ্জং চট্টংহং চট্টবাসীতীএ  
আয়-বক্ক-দেব-সাহসসীং অল্লেসিংচ বহুং সোহম্ম-কপ্পবাসীং  
বেমাণিয়াং দেবাং দেবীং য় আহেবচ্চং পোবেবচ্চং সামিত্তং  
ভট্টিত্তং মহত্তবগত্তং আণা-ঈসর-সেণাবচ্চং কাবমাণে পালেমাণে  
মহায়া হম্ম-নট্ট-গীম্ম-বাইয়-ভংতী-তলতাল-ভুড়িয়-ঘণ-মুইংগ-পড়-

পবন সৌম্যনস্তমুজ্জা, হর্ষবশে প্রসারিত-হৃদয়া ও [বৃষ্টি]- ধাবাহত কদম্ববৎ  
সমুচ্ছসিত-লোমকূপা হইয়া করতলে বদ্ধ অঞ্জলি বিসারিত দশ নখ  
মস্তকে ঠেকাইয়া এই বলিলেন ॥ ১২ ॥

এ কথা বথার্থ, দেবানুপ্রিয় ! এ কথা প্রকৃত, দেবানুপ্রিয় ! এ কথা  
সত্য দেবানুপ্রিয় ! ইহাতে সন্দেহ নাই, দেবানুপ্রিয় ! ইহাই  
অভীক্ষিত, দেবানুপ্রিয় ! ইহাই প্রত্যাভীক্ষিত, দেবানুপ্রিয় ! তুমি বাহা  
বলিলে তাহাই ইহাব বথার্থ লক্ষিত অর্থ, দেবানুপ্রিয় !—ইত্যাদি বলিয়া  
সেই স্বপ্নগুলি সম্যকরূপে বরণ কবিয়া লইলেন । স্বপ্নবরণেব পর  
ঋতুদত্ত ব্রাহ্মণেব সঙ্গে উদার মনুষ্য-ভোগ্য নানা ভোগ উপভোগ  
কবিত্তে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

সেইকালে সেইসময়ে দেবশ্রেষ্ঠ, দেববাজ, বজ্রপাণি, পুরন্দর, শতক্রতু  
সহস্রাক্ষ, মঘবানু, পাকশাসন শত্রু [ ছিলেন ] দক্ষিণার্ধলোকাধিপতি,  
বজ্রিশ লক্ষ বিমান-ভবনেব অধিপতি, ঐরাবত-বাহন, সুরেন্দ্র ও রজোহীন  
আকাশেব জায় বজ্রধারী, [ পুষ্প- ] মাণ্ড্যে ভূষিত তাঁহাব মুকুট, গণ্ডে  
তাঁহার [চিত্রপট-বৎ] রুলিতেছে চিত্ত-চঞ্চলকর কাঁচা সোনার নির্মিত  
কুণ্ডল । [ তিনি অতিশয় ঋদ্ধি-সম্পন্ন, অতিশয় দীপ্তিশালী, মহা বলবান,  
অশেষ কীর্তিশালী, মহামহিম ও পরম সৌখ্যসম্পন্ন । ] তিনি জাম্বব-  
দেহ ও প্রলম্বমান বনমালায় বিভূষিত । তিনি ছিলেন সৌধর্ম কল্পলোকে  
সৌধর্মাবতংস নামক বিমানে এবং স্তম্ভর্মা নামক রাজসভায় শত্রুর জঘ্ন  
নির্দিষ্ট সিংহাসনে সমাসীন । বজ্রিশ লক্ষ বিমানলোকবাসী চৌরাশি সহস্র  
সমান মর্যাদা ও সমান আয়ুঃসম্পন্ন বিমানবাসী, তেজিশ জ্বিদশ (ত্রয়জ্বিংশক),  
চারি লোকপাল, সপরিবার অষ্ট অগ্রমহিষী, ( বাহু, মধ্য ও আভ্যন্তর )  
তিনটি পবিত্র, সপ্ত অনীক, সপ্ত অনীকপতি, চুরাশি হাজার সৈন্তে গঠিত  
আজ্ঞ-বক্ষক দেবসেনা এবং আরও অসংখ্য সৌধর্ম-কল্পবাসী দেব ও  
দেবীগণের উপর আধিপত্য, গুবোবর্তিহ, প্রভুহ, প্রতিপালকহ,  
মহত্তবকহ, আদেশ-কর্তৃহ ঈশ্বরহ ও সেনাপতিহ করিয়া পালন কবিতেন ।  
[ এইরূপে ] আখ্যান-নাটক, গীতবাত, বীণা, কবতাল, তুড়ী, ঘনমৃদঙ্গ,

পডহ-বাইয়-রবেণং দিবাইং ভোগ-ভোগাইং ভুজমাণে বিহরই  
॥ ১৪ ॥

ইমং চ গং কেবলকম্পং জংবুদ্বীং দীং বিউলেণং ওহিণা  
আভোএমাণে আভোএমাণে বিহরই। তথ গং সমগং ভগবং

মহাবীং জংবুদ্বীবে দীবে ভাবহে বাসে  
সমগং ভগবং মহাবীং দাহিগড্‌চভাবহে মাহগ-কুংডগ্‌গামে নয়বে  
দেবাংগদাএ মাহগীএ কুচ্ছিদি পাসেই উসভদন্তস্‌স মাহগস্‌স কোড়াল-সগোত্তস্‌স

ভাবিয়াএ দেবাংগদাএ মাহগীএ জালংধর-সগোত্তাএ কুচ্ছিদি  
গন্তভাএ বককংভং পাসই। পাসিত্তা হট্‌ট-তুট্‌ট-চিভম্‌-আংগদিএ  
নংদিএ পীইমণে পবমসোমগস্‌সিএ হবিস-বস-বিসগ্‌মাণ-হিবএ  
ধাবা-হয়-নীব-সুবভি-কুসুম-চংচুমালইয়-উসবিষ-বোম-ক্‌বে বিক-  
সিয়-বব-কমল-নয়গ-বয়গে পয়লিয়-বব-কড়গ-তুড়িয়-কেউব-মউড়-  
কুংডল-হাব-বিরায়ত্ত-বছে পালংব-পলংবমাণ-বোলংভ-ভুসগ-ধরে  
সংভমং তুবিয়ং চবলং সুবিংদে সীহাসণাও অত্তুট্‌টেই। অত্তুট্‌টিভা  
পায়-পীঢ়াও পচোরুহই। পচোরুহিত্তা বেকলিয়-ববিট্‌ট-বিট্‌ট-  
অংজগ-নিউগোবিয়-মিসিমিসিংভ-মণি-বয়গ-মংডিয়াও পাউয়াও  
ওমুই। ওমুইত্তা এগ-সাড়িয়ং উত্তবাসংগং কবেই। করিত্তা  
অংজলি-মউলিয়-গ্‌গ-হখে তিথগবাভিমুহে সন্তট্‌ট পয়াইং  
অগুগচ্ছই। অগুগচ্ছিত্তা বামং জাগুং অংচেই। অংচিত্তা দাহিগং  
জাগুং ধরগিতলংসি সাহট্‌টু তিক্‌খুত্তো মুজ্‌জাং ধবগিতলংসি  
নিবেসেই। নিবেসিত্তা ইসিং পচ্‌চুমই। পচ্‌চুমিত্তা কড়গ-  
তুড়িয়-থংভিয়াও ভুয়াও সাহবই। সাহবিত্তা কবয়ল-পবিগ্‌গহিয়ং  
সিবসাবত্তং দসগহং মথএ অংজলি কট্‌টু এবং বয়াসী ॥ ১৫ ॥

নমো থু গং অবহংতাং ভগবংতাং [ ১ ] আদিগবাং  
তিথগবাং সয়ং-সংবুজ্‌জাং [ ২ ] পুরিলোত্তমাং পুরিস-সীহাং

পটু, পটহ প্রভৃতি বাস্তবনিব মহা কোলাহলের মধ্যে তিনি দেবভোগ্য বহু ভোগ উপভোগ করিতে করিতে কালান্তিপাত কবিতেছিলেন ॥ ১৪ ॥

তাঁহার বিপুল ‘অবধি’ জ্ঞান দ্বারা তিনি তখন অম্বুদীপ নামক দ্বীপ (অর্থাৎ মহাদেশ)-টিকে দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন। সেখানে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরকে তিনি এই অম্বুদীপ নামক দ্বীপে ভারতবর্ষের দক্ষিণার্ধে ব্রাহ্মণ কুণ্ডগ্রাম নগরে কোডাল-গোত্রীষ ব্রাহ্মণ ঋষভদত্তের জালন্ধর-গোত্রীয়া ভাৰ্য্য দেবানন্দ্যাব কুম্ভিন্ধ্য গর্ভরূপে অবস্থান কবিতে দেখিলেন। দেখিয়া দ্বষ্ট-ভূষ্ট-চিষ্ট, আনন্দ-গদগদ, প্রীতিসম্পন্ন ও পরম সোমনস্তবৃত্ত হইলেন। হর্ষবশে তাঁহার হৃদয় বিসর্জিত হইল। [বৃষ্টি]-ধাবায় আহত স্মরতি নীপকুম্ভমের পুলকিত চক্ৰে স্তায় তাঁহার সোমকূপ সমূহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বিকসিত শ্রেষ্ঠ পদ্মদলেব স্তায় তাঁহার নয়ন ও মুখপ্রী পুলকিত হইল। বাহতে উত্তম বলয়, ক্রটিক (চুড়ি) ও কেয়ুর (ভাগা) হুলিতেছে, মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল ও বক্ষে হাব বিরাজমান। ভূষণ সমূহেব প্রলম্বমান প্রোলম্ব (দোলক) সুবিয়া সুবিধা হুলিতেছে। সলিলমে অবাস্তিত হইয়া চমকিবা উঠিয়া পুবেন্দ্র সিংহাসন ত্যাগ কবিয়া পাদপীঠে (পা-দানিতে) নামিলেন। বৈদূর্ঘবর্ণ শ্রেষ্ঠ অবিষ্টাঙ্গনের (অর্থাৎ বার্নিস প্রলেপের) নিপুণ প্রয়োগে মিসুমিসে ও চক্চকে মণি-রত্ন-মণ্ডিত পাছুকা অবমোচন কবিলেন (খুলিলেন)। তাবপর পবিষেয বজ্রখানিব একখুঁট ঘাড়ে তুলিয়া উত্তরীয় স্বরূপে স্থাপন কবিলেন। তাবপর হস্তাঞ্জে পুষ্প মুকুলের স্তায় অঞ্জলি বাঁবিয়া তীর্থকবের অভিমুখে সাত-আট পা অগ্রসব হইয়া অঙ্গগমন কবিলেন। তারপর বাম জাহ্নু বাঁকাইয়া দক্ষিণ জাহ্নুতে ধরণীতলে ভব দিয়া তিনবাব ধরণীতলে মস্তক স্থাপন করিলেন (মাথা ঠেকাইলেন)। তারপর দ্বিবৎ মস্তকোত্তোলন কবিয়া কটক-ক্রটিক-স্তম্ভিত ভূজঘর সামলাইবা লইলেন। তাবপর করতলে বদ্ধ অঞ্জলির বিসর্জিত দশ নখ মাথাব ঠেকাইয়া এইরূপ বলিলেন ॥ ১৫ ॥

অর্হৎদিগকে নমস্কাব, ভগবৎদিগকে নমস্কাব। আদিকরদিগকে, তীর্থকবদিগকে ও স্বয়ং-সংবুদ্ধদিগকে নমস্কাব। পুরুষোত্তমদিগকে, পুরুষ-

পুৰিস-বর-পুংডবীরাণং পুরিস-বর-গংধস্থোণং [ ৩ ] লোগুস্ত-

মাণং লোগ-নাহাণং লোগ-হিরাণং লোগ-

নমোদ্ধাণং বনেই

পর্জীবাণং লোগ-পঙ্কজায়গরাণং [ ৪ ] অভন্ন-

দয়াণং চক্খুদয়াণং মগ্গদয়াণং সবণদয়াণং জীবদয়াণং বোহিদয়াণং

[ ৫ ] ধম্মদয়াণং ধম্মদেসয়াণং ধম্মনায়গাণং ধম্মনাবহীণং ধম্ম-

বব-চাউরংতচক্রবট্টাণং [ ৬ ] দীবো ভাণং সরণং গর্দ পইট্টা

অঙ্গড়িহয়-বর-নাণ-দংসণ-ধবাণং বিয়ট্ট-ছট্টমাণং [ ৭ ] জিগাণং

জাবয়াণং তিন্নাণং তারয়াণং বুদ্ধাণং বোহয়াণং যুত্তাণং মোঘগাণং

[ ৮ ] সব্বমুণং সব্বদরিসীণং নিবং অন্নলন্ অন্নয়ন্ অণংতন্

অক্খবং অব্বাবাহন্ অপুণরাবত্তি-নিদ্ধি-গই-নামধেয়ং ঠাণং

সংপত্তাণং নমো জিগাণং জিয়-ভয়াণং [ ৯ ] নমো থু গং

সমগন্স ভগবত্ত মহাবীবন্স আদিগবন্স চরম-তিথগবন্স

পুৰ্বতিথয়ব-নিদ্ধিট্টন্স । বংদামি গং ভগবত্ত তথগং তথগং

ইহগং । পাসউ মে ভগবং তথগং ইহগং তি কট্টু নগং

ভগবং মহাবীরং বংদই নমংসই । নমংসিত্তা সীহাসণং-বরংসি

পুৰখাভিমুহে সন্নিসে । তএ গং তন্স নক্খন্স

নক্খন্স সংকল্পে

দেবিন্দন্স দেবনন্সো অন্নন্স এয়াবাবে অজ্জাখিয়ে

[ অভুখিয়ে ] চিংতিএ পথিয়ে নগোগয়ে সংকল্পে সমুপ্পজ্জিখা

॥ ১৬ ॥

ন এয়ং ভুয়ং । ন এয়ং ভবং । ন এয়ং ভবিসং ।

জং গং অবহংতা বা চক্রবট্টী বা বলদেবা বা বাসুদেবা বা

অংতকুলেন্স বা পংতকুলেন্স বা তুচ্ছকুলেন্স

ন বৃহৎ ন ভবিন্দং এয়ং

বা দরিন্দকুলেন্স বা কিবিকুলেন্স বা

ভিক্খাগকুলেন্স বা মাহণকুলেন্স বা আয়াইন্স বা আয়াইন্তি

বা আয়াইন্সংতি বা ॥ ১৭ ॥

সিংহদিগকে ও পুরুষ-গন্ধহস্তীদিগকে নমস্কাব। লোকোত্তমদিগকে, লোকনাথদিগকে, লোকহিতৈষীদিগকে, লোকপ্রদীপদিগকে ও লোক-  
দ্রাষ্টকরদিগকে নমস্কাব। অশ্ব-প্রদানকারীদিগকে, দৃষ্টিদানকারীদিগকে,  
পথপ্রদর্শনকারীদিগকে, শরণ-প্রদানকারীদিগকে, জীবন-প্রদানকারী-  
দিগকে ও বোধিপ্রদানকারীদিগকে নমস্কার। ধর্মদানকারীদিগকে,  
ধর্মদেশনাকারীদিগকে, ধর্মনায়কদিগকে, ধর্মসাধকদিগকে ও চতুর্দিগন্ত-  
শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্রবর্তীদিগকে নমস্কার। সেই ব্যাবৃত্ত-হস্ত ( ছিন্ন-সিখা ) ,  
অপ্রতিহত-বব-জ্ঞান-দর্শনধরদিগকে নমস্কাব, বাহাবা [ এ অগতে ] প্রদীপ-  
স্বরূপ, জ্ঞানকর্তা, শবণদাতা, গতিদাতা ও প্রতিষ্ঠাস্বরূপ। জিনগণকে,  
জয়দান-কাবিগণকে, উত্তীর্ণগণকে, উত্তারকগণকে, বুদ্ধগণকে, বোধিদান-  
কারকগণকে, মুক্তগণকে ও মুক্তিদানকারকগণকে নমস্কাব। সর্বজগৎকে,  
সর্বদর্শিগণকে এবং সেই জিতভব জিনগণকে নমস্কাব, বাহারা শিব,  
অচল, অক্লপ, অনন্ত, অক্ষয়, অব্যাঘাত এবং অগুনরাবর্তী সিদ্ধি,  
গতি ও নামধের প্রাপ্ত হইয়াছেন। আদিকব, সর্বশেষ তীর্থকব,  
পূর্বতীর্থকরগণকর্তৃক নির্দিষ্ট শ্রমণ ভগবান্ মহাবীবেকে নমস্কাব। এখান  
হইতেই আমি ওখানে স্থিত ভগবানের বন্দনা করিতেছি। ওখান  
হইতেই ভগবান্ এখানে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই বলিয়া  
তিনি শ্রমণ ভগবান্ মহাবীবেক বন্দনা কবিলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার  
কবিলেন। তাবগব তাঁহাব সেই শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে পূর্বমুখী হইবা  
বলিলেন। তখন সেই দেবগণের রাজা ও দেবগণের শ্রেষ্ঠ শক্কেয়  
মনোমধ্যে এই অর্থার্থিত [ অভীষ্ট ] ও ব্যাকুল ( মূলে চিন্তাবৃত্ত )  
প্রার্থনা লব্ধিস্থ হইল ॥ ১৬ ॥

একপ [ কখনও ] হয় নাই, একপ [ কখনও ] হওয়া উচিত নয়,  
একপ [ কখনও ] হইবেও না। অন্ত্যজকূলে, নিম্নকূলে, ভৃক্ষকূলে,  
দবিদ্রকূলে, ক্লপণকূলে, ভিক্ষুককূলে, ব্রাহ্মণকূলে [ কখনও ] কোনও  
অর্থ বা চক্রবর্তী, কোনও বলদেব বা বাহুদেব আসেন নাই,  
আসেন না বা আসিবেন না ( অর্থীৎ জগৎগ্রহণ করিবেন না ) ॥ ১৭ ॥



এবং খলু অন্নহংতা বা চক্ৰবটী বা বলদেবা বা বাসুদেবা বা  
উগ্গকুলেন্স বা ভোগকুলেন্স বা বাইন্নকুলেন্স বা ইক্খাগকুলেন্স  
বা খত্তিয়কুলেন্স বা হরিবংসকুলেন্স বা অন্নয়বেস্স বা তহপ্পগারেস্স  
বা বিন্দুদ-জাই-কুল-বংসেস্স বা আয়াইংস্স বা আয়াইংতি  
বা আয়াইস্সংতি বা ॥ ১৮ ॥

অথি পুণ এসে বি ভাবে লোগচ্ছেবয়-ভুএ অণংতাহি  
ওসপ্পিণী-উস্সপ্পিণীহি বিইকংতাহি সমুপ্পজ্জই [ ১০০ ]

এসে বি ভাবে লোগ-  
চ্ছেবয়-ভুএ সমুপ্পজ্জই  
নামগোত্তস্স বা কস্সস্স অক্খিণস্স অবৈইয়স্স  
অণিজ্জিন্নস্স উদএণং জং ণং অবহংতা বা  
চক্ৰবটী বা বলদেবা বা বাসুদেবা বা অংতকুলেন্স  
বা পংতকুলেন্স বা তুচ্ছ-দরিন্দ-ভিক্খাগ-কিবিণ-( মাহণ- ) কুলেন্স  
বা আয়াইংস্স বা আয়াইংতি বা আয়াইস্সংতি  
বা কুচ্ছিংসি গত্তত্তাএ বক্কমিংস্স বা বক্কমংতি বা  
বক্কমিস্সংতি বা । নো চেব ণং জোণি-জন্মণ-  
নিক্খমণেণং নিক্খমিংস্স বা নিক্খমংতি বা নিক্খমিস্সংতি বা ॥১৯॥

অযং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীবে জংবুদীবে দীবে  
ভাবহে বাসে মাহণ-কুংডগ্গামে নয়বে উস্সভদত্তস্স মাহণস্স  
কোড়াল-সগোত্তস্স ভাবিয়াএ দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংথব-  
সগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গত্তত্তাএ বক্কংতে ॥ ২০ ॥

তং জীয়স্স এয়ং তীয়-পচ্ছপ্পন্ন-মণাগয়াণং সন্নাণং দেবিং-  
দাণং দেব-বাল্লিণং অবহংতে ভগবংতে তহপ্পগাবেহিংতো অংত-  
কুলেহিংতো পংতকুলেহিংতো তুচ্ছ-দবিদ-ভিক্খাগ-কিবিণ-  
কুলেহিংতো তহপ্পগাবেস্স বা উগ্গকুলেন্স বা ভোগকুলেন্স বা  
বাইন্নকুলেন্স বা নায়-খত্তিয়-হবিবংস-কুলেন্স বা অন্নয়রেস্স বা

অর্হৎগণ, চক্রবর্তীগণ, বলদেবগণ ও বাহুদেবগণ নিশ্চয়ই উগ্র ( অর্থাৎ উচ্চ ) কুলে ভোগ- ( অর্থাৎ ভোগৈর্ধর্মসম্পন্ন ) কুলে, রাজত্ব-কুলে, ইক্ষুকুলে, ক্ষত্রিয়কুলে, হরিবংশকুলে অথবা ঐ প্রকার অত্র কোনও জাতি-বিশুদ্ধ কুলে ও জাতি-বিশুদ্ধ বংশে আসিয়াছেন ( অর্থাৎ জন্ম লইয়াছেন ), আসেন বা আসিবেন ॥ ১৮ ॥

অথবা অন্তহীন অবসর্গিণী ও উৎসর্গিণী [ ক্রান্ত্যাপ্তক ] কালপ্রবাহে একপ লোকার্শ্ব-ভূত ব্যাপার ঘটতেও পারে। কোনও অজ্ঞাত কারণে গোত্র, নাম, বা কর্ম ক্ষয় কবিত্তে বা জন্ম করিতে না পারায় কলে হযতো কোনও অর্হৎ বা চক্রবর্তী বা বলদেব বা বাহুদেব কখনও কোনও অন্ত্যজ ( অর্থাৎ চণ্ডাল ) কুলে, প্রান্ত ( বা নিম্ন ) কুলে, অথবা তুচ্ছকুলে, দরিদ্রকুলে, কৃপণ [ বা ব্রাহ্মণ ] কুলে আসিয়াছেন, আসিয়া থাকেন বা আসিবেন এবং কুক্ষিমধ্যে গর্ভরূপে অস্থিষ্ঠিত হইয়াছেন, হইয়া থাকেন বা হইবেন। কিন্তু নিশ্চয়ই তাঁহারা কখনও ( ঐ সকল নীচকুলে ) যোনি-জন্ম দ্বারা নিষ্কান্ত হন নাই, হন না বা হইবেন না ॥ ১৯ ॥

এখন ঐ শ্রমণ, ভগবান্ মহাবীর জম্বুদ্বীপ নামক দ্বীপে ( অর্থাৎ মহাদেশে ) ভাবতবর্ষ নামক বর্ষে ( অর্থাৎ দেশে ) ব্রাহ্মণ-কুণ্ডগ্রাম নগরে কোডালগোত্রীয় ঋষভদত্ত নামক ব্রাহ্মণের ভাৰ্য্যা জালন্ধর গোত্রীয়া দেবানন্দা নাম্নী ব্রাহ্মণী কুক্ষিমধ্যে গর্ভরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ২০ ॥

এরূপ ক্ষেত্রে অতীত বর্তমান ও অনাগত এই তিন কালের দেবশ্রেষ্ঠ ও দেববাজ শক্রদিগের সনাতন রীতি এই যে তাঁহারা ঐ প্রকার অন্ত্যকুল হইতে, তুচ্ছকুল, দরিদ্রকুল, ভিক্ষুককুল বা কৃপণকুল হইতে অর্হৎ ও ভগবৎদিগকে ঐ প্রকার উচ্চকুলে, ভোগৈর্ধর্মসম্পন্ন কুলে, বাজন্তকুলে, জ্ঞাত-ক্ষত্রিয়কুলে, হরিবংশকুলে অথবা অন্ততর কোনও জাতি-বিশুদ্ধ বংশে বা কুলে [ বাহারা রাজ্যত্ৰী ভোগ করিতেছেন ও রাজ্য

তহপ্পগারেসু বিন্দু-জাই-কুল-বংসেসু বা [ বজ্জ-সিবিং কাবমাণেসু  
 -পালেমাণেসু ] সাহবাবিত্তএ । তং সেযং খলু নম বি সমণং ভগবং  
 মহাবীরং চরমতিথয়রং পুব-তিথয়র-নিদ্ধিট্টং মাহগকুণ্ডগুগামাও  
 -নয়রাও উসভদত্তসু মাহগসু কোড়ালসগোত্তসু ভাবিয়াএ  
 দেবাণংদাএ মাহগীএ জালাংধর-সগোত্তাএ কুচ্ছীও খত্তিরকুণ্ডগুগামে  
 নয়বে নাযাণং খত্তিয়াণং সিদ্ধথসু খত্তিবসু  
 তং জীয়ং সমণং দেবাণং কাসবগোত্তসু ভাবিয়াএ তিসলাএ খত্তিয়াণীএ  
 দাএ কুচ্ছীও তিসলাএ বাসিট্টসগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গত্তত্তাএ সাহবা-  
 কুচ্ছিংসি সাহবাবিত্তএ বিত্তএ । জে বি'য়ং সে তিসলাএ খত্তিয়াণীএ  
 গত্তে তং পি'য়ং দেবাণংদাএ মাহগীএ জালাংধর-সগোত্তাএ  
 কুচ্ছিংসি গত্তত্তাএ সাহবাবিত্তএ ত্তি কট্টু এবং  
 হরিণেগমেসিং এবং সংপেহেই ! এবং সংপেহিত্তা হবিণেগমেসিং  
 ববাসী / পারত্তাণিরাহিবইং দেবং সদ্দাবেই । হবিণেগ-  
 মেসিং দেবং সদ্দাবিত্তা এবং ববাসী ॥ ২১ ॥

এবং খলু দেবাণুপ্পিয়া । ন এয়ং ভুয়ং । ন এয়ং ভবং ।  
 ন এয়ং ভবিসুং জং গং অবহত্তা বা চক্কবট্টী বা বলদেবা বা  
 বাসুদেবা বা অংত-পংত-কিবিণ-দবিদ্ধ-ভুচ্ছ-ভিক্খাগ-মাহগ-  
 কুলেসু বা আয়াইংসু বা আয়াইংতি বা আয়াইসুংতি বা ।  
 এবং খলু অবহত্তা বা চক্ক-বল-বাসুদেবা বা উগ্গকুলেসু বা  
 ভোগ-রাইন্ন-খত্তির-ইক্খাগ-হরিবংস-কুলেসু বা অন্নয়বেসু বা  
 তহপ্পগাবেসু বিন্দু-জাই-কুল-বংসেসু আয়াইংসু বা আয়াইংতি  
 বা আয়াইসুংতি বা ॥ ২২ ॥

অথি পুণএসে ভাবে লোগচ্ছেবয়ত্তুএ অণংতাহিং উন্সপ্পিগী-  
 ওসপ্পিগীহিং বিইক্খংতাহিং সমুপ্পজ্জই নাগগোত্তসু কন্সসু

পালন করিতেছেন সেইরূপ কুলে ] স্থানান্তরিত করিয়া ( সামলাইয়া )  
বাখা উচিত । সেইজন্ত এখন আমারও উচিত এই যে ব্রাহ্মণ-  
কুণ্ডগ্রাম নগরে কোডালগোত্রীয় ঋষভদত্ত ব্রাহ্মণেব জালন্ধরগোত্রীয়া  
ভাৰ্য্য দেবানন্দার কুক্ষি হইতে পূর্বতীৰ্থগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট শেষ তীৰ্থকর  
শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরকে ক্ষত্রিয়-কুণ্ডগ্রাম নগরে জ্ঞাতৃক্ষত্রিয়-কাশ্যপ-  
গোত্রীয় সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের ভাৰ্য্য বশিষ্ঠগোত্রীয়া ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর  
কুক্ষিমধ্যে গৰ্ভরূপে স্থানান্তরিত করিয়া বাখি এবং ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর  
গৰ্ভমধ্যে যে আছে তাহাকেও জালন্ধরগোত্রীয়া ব্রাহ্মণী দেবানন্দার কুক্ষি-  
মধ্যে গৰ্ভরূপে স্থানান্তরিত করিয়া রাখি । এইরূপ চিন্তা করিয়া চারিদিকে  
চাহিয়া তিনি পদাভিক বাহিনীর অধিপতি শঙ্কাদেশ-পালনে নিযুক্ত  
হরিনৈগমৈবীকে ডাকিলেন । ডাকিয়া এইরূপ বলিলেন ॥ ২১ ॥

শোন হে দেবাহুত্রিয় ! এরূপ [ কখনও ] হয় নাই, এরূপ [ কখনও ]  
হওয়া উচিত নয়, এরূপ [ কখনও ] হইবে না ; কোনও অৰ্হৎ,  
কোনও চক্রবর্তী, কোনও বলদেব বা কোনও বাহুদেব কোনও  
অন্ত্যকুলে, কোনও নিয়কুলে, কোনও তুচ্ছকুলে, দরিদ্রকুলে, ভিক্ষু-  
কুলে বা রূপণ কুলে আসেন নাই, আসেন না বা আসিবেন না ।  
অৰ্হৎগণ, চক্রবর্তীগণ, বলদেবগণ ও বাহুদেবগণ নিশ্চিতই উচ্চকুলে,  
ভোগৈশ্বর্য-সম্পন্ন কুলে, ক্ষত্রিয়কুলে, ইক্ষ্বাকুকুলে, হরিবংশকুলে বা ঐ  
প্রকাব অস্ত কোনও জাতি-বিশুদ্ধ কুলে বা বংশেই আসিয়াছেন,  
আসিয়া থাকেন ও আসিবেন ॥ ২২ ॥

অথবা অন্তহীন উৎসর্গিনী ও অবসর্গিনী ( ক্রান্ত্যাত্মক ) কালপ্রবাহে  
এরূপ লোকাশ্চৰ্য্ভূত ব্যাপারও ঘটিতে পারে । কোনও অজ্ঞাত

অকুখীগস্ অবেইয়স্ অগিজ্জিস্ উদএং, জং ৭ং অবহংতা  
 বা চক্ৰবট্টী বা বলদেবা বা বাসুদেবা বা অংতকুলেস্থ বা পংত-  
 কুলেস্থ বা তুচ্ছ-দরিদ্র-কিবিগ-ভিকৃথাগ-কুলেস্থ বা আয়াইংস্থ  
 বা আয়াইংতি বা আয়াইসংতি বা । নো চেব ৭ং জোগি-  
 জম্মগ-নিকৃথমংগেং নিকৃথমিংস্থ বা নিকৃথমংতি বা নিকৃথমিসংতি  
 বা ॥ ২৩ ॥

অয়ং চ ৭ং সমংগে ভগবং মহাবীবে জংবুদ্ধীবে দীবে ভাবহে  
 বাসে মাহং-কুণ্ডগ্গামে নযবে উসভদত্তস্ মাহংস্ কোড়াল-  
 সগোত্তস্ ভারিয়াএ দেবাংদাএ মাহগীএ জালংধব-সগোত্তাএ  
 কুচ্ছিংসি গত্তত্তাএ বকংতে ॥ ২৪ ॥

তং জীয়ং এয়ং তীয়-পচ্চুপ্পন্নম অণাগযাংগ সকাংগ দেবিং-  
 দাংগ দেববার্জণম্ অরহংতে ভগবংতে তহপ্পগাবেহিংতো অংত-  
 কুলেহিংতো পংত-কুলেহিংতো তুচ্ছ-কিবিগ-দবিদ্র-ভিকৃথাগ-  
 মাহং-কুলেহিংতো তহপ্পগাবেস্থ উগ্গ-কুলেস্থ বা ভোগ-বাইন্ন-  
 [নায়-] খত্তিয়-ইকৃথাগ-হবিবংস-কুলেস্থ বা অন্নয়বেস্থ বা  
 তহপ্পগারেস্থ বিসুদ্ধ-জাই-কুল-বংসেস্থ বা সাহবাবিত্তএ ॥ ২৫ ॥

তং গচ্ছ ৭ং তুমং সমংগ ভগবং মহাবীং মাহং-কুণ্ড-গ্গামাও  
 নয়রাও উসভদত্তস্ মাহংস্ কোড়ালসগোত্তস্ ভাবিয়াএ  
 দেবাংদাএ মাহগীএ জালংধব-সগোত্তাএ কুচ্ছীও খত্তিয়-কুণ্ড  
 গ্গামে নযবে নায়ংগ খত্তিয়াংগ সিদ্ধস্ খত্তিয়স্ কাসব-  
 গোত্তস্ ভাবিয়াএ তিসলাএ খত্তিয়াগীএ  
 বাসিট্ঠ-সগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গত্তত্তাএ সাহ-  
 রাহি । জে বি য ৭ং সে তিসলাএ খত্তিয়াগীএ  
 গত্তে তং পি য ৭ং দেবাংদাএ মাহগীএ জালংধব-সগোত্তাএ

দেবাংদাএ কুচ্ছীও  
 তিসলাএ কুচ্ছিংসি  
 সাহরাহি

কারণে নাম, গোত্র বা কর্ম ক্ষয় করিতে বা জয় কবিত্তে না পারার ফলে হয়তো কোনও অর্হৎ বা চক্রবর্তী বা বলদেব বা বাসুদেব কখনও কোনও অন্ত্যকূলে, প্রান্ত (বা নিম্ন) কূলে, তুচ্ছকূলে, দরিদ্রকূলে, কুপণকূলে বা ভিক্ষুককূলে আসিয়াছেন, আসিয়া থাকেন বা আসিবেন। কিন্তু তাঁহারা কখনও (ঐ-সকল নীচকূলে) বোনি-জন্ম দ্বাৰা নিষ্কান্ত হন নাই, হন না বা হইবেন না ॥ ২৩ ॥

এখন ওই শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর জম্বুদীপ নামক দ্বীপে (অর্থাৎ মহাদেশে) ভাবতবর্ষ নামক বর্ষে (অর্থাৎ দেশে) ব্রাহ্মণ কুণ্ডগ্রাম নগরে কোড়ালগোত্রীয় ঋষভদত্ত নামক ব্রাহ্মণের ভার্য্যা জালন্ধর-গোত্রীয়া দেবানন্দা ব্রাহ্মণীর কুক্ষিতে গর্ভরূপে অবস্থান কবিত্তেছেন ॥ ২৪ ॥

এক্ষণে কেন্দ্রে অতীত, বর্তমান ও অনাগত এই তিন কালের দেবশ্রেষ্ঠ ও দেবরাজ শক্রদিগের সনাতন রীতি এই যে তাঁহারা ঐ প্রকাব অন্ত্যকূল হইতে, প্রান্তকূল হইতে, তুচ্ছকূল, কুপণকূল, দরিদ্রকূল, ভিক্ষুককূল বা ব্রাহ্মণকূল হইতে ঐ প্রকাব উচ্চকূলে, ভোগৈশ্বর্যসম্পন্নকূলে, রাজকূলে, [জাতৃ-]কৃত্রিয়কূলে, ইন্দ্রাকূলে, হরিবংশকূলে বা ঐ প্রকাব অন্ত কোনও জাতিবিশুদ্ধ কূলে বা বংশে স্থানান্তরিত কবেন ॥ ২৫ ॥

সুতরাং তুমি ব্রাহ্মণকুণ্ডগ্রাম নগরে যাও। সেখানে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরকে কোড়াল-গোত্রীয় ঋষভদত্ত ব্রাহ্মণের ভার্য্যা জালন্ধরগোত্রীয়া দেবানন্দা ব্রাহ্মণীক কুক্ষি হইতে ক্ষত্রিয় কুণ্ডগ্রাম নগরে জাতৃক্ষত্রিয় কান্তপ-গোত্রীয় সিদ্ধার্থেব বাসিষ্ঠ-গোত্রীয়া ভার্য্যা ত্রিশলাক কুক্ষিতে গর্ভরূপে স্থানান্তরিত কবিয়া (সামলাইয়া) রাখ; আর সেই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানীর কুক্ষিতে (গর্ভে) যে আছে তাহাকে জালন্ধর-গোত্রীয়া দেবানন্দা ব্রাহ্মণীক

কুচ্ছিংসি গত্তত্তাএ সাহবাহি । সাহবিত্তা মম এযং আগত্তিয়ং  
খিগ্গমেব পচ্চগ্গিণাহি ॥ ২৬ ॥

তএ ণং সে হবিণেগমেসী পায়ত্তাগিয়াহিব্বে দেবে সকেণং  
দেবিংদেণং দেববল্লা এবং বুদ্ধে সমাণে হট্টটুট্টে আণংদিএ  
[ পুং বা০ ৩ ] জাব হিয়য়ে করয়ল [ পুং বা০ ৫ ] জাব ত্তি কট্টু  
এবং জং দেবো আণবেই ত্তি আণাএ বিণএণং বয়ণং পড়িস্থগেই ।  
এবং পড়িস্থগিত্তা সকস্স দেবিংদস্স দেববল্লা অংতিআও  
পবিণিক্খমই উত্তবপুবখিমং দিসীভাগম্ অবক্কমই । অবক্কমিত্তা  
বেউবিবয়সমুগ্গাএণং সমোহণই । সমোহণিত্তা সংখিজ্জাইং  
জোয়ণাইং দংডং নিস্সবই । তং জহা বয়ণাণং বয়বাণং  
বেরুল্লিগ্গাণং লোহিয়ক্খাণং মসাবগল্লাণং হংসগত্তাণং পুলযাণং  
সোগাধিগ্গাণং জোইরসাণং [ জোইসরাণং ] অংজ্জাণং অংজ্জণ-  
পুলযাণং [ বয়ণাণং ] জায়কবাণং সুভগাণং অংকাণং কলিহাণং  
নিট্ঠাণম্ অহাবায়বে পোগ্গলে পবিসাড়েই । পবিসাড়িত্তা  
অহাসুহ্মে পোগ্গলে পন্নিয়াদিয়তি ॥ ২৭ ॥

পবিসাদিহিত্তা ছুচ্চংপি বেউবিবয়সমুগ্গাএণং সমোহণই ।  
সমোহণিত্তা উত্তব-বেউবিবয়স কবং বিউব্বই । বিউবিবিত্তা তাএ  
উক্কিট্ঠাএ তুবিযাএ চবলাএ ছেআএ চংডাএ জযণাএ উক্কুয়াএ  
সিগ্গাএ দিব্বাএ দেবগ্গেএ বীতীবয়মাণে বীতীবয়মাণে তিব্বয়স্  
অসংখেজ্জাণং দীবসমুদ্দাণং মজ্জংমজ্জব্বেণং জেণেব জংবুদ্ধীবে  
দীবে জেণেব ভাবহে বাসে জেণেব মাহগকুণ্ডগ্গামে নয়বে জেণেব  
উসভদত্তস্স মাহগস্স গিহে জেণেব দেবাণংদা মাহগী তেণেব  
উবাগচ্ছই । উবাগচ্ছিত্তা আলোএ সমগস্স ভগবও মহাবীবসস

কুক্ষিতে গর্ভরূপে স্থানান্তরিত কবিতা ( সামলাইয়া ) রাখ। রাখিয়া শীঘ্রই আমার এই আদেশ প্রতিপালন সংবাদ আমার কাছে নিবেদন কব ॥ ২৬ ॥

তারপর সেই পদাভিকবাহিনীর অধিপতি হরিনৈগমেয়ী দেব দেবশ্রেষ্ঠ দেববাজ শক্র কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া কষ্টচিত্ত ও আনন্দিত হইলেন। পবন সৌমনস্তবশে তাঁহার হৃদয় বিসারিত হইল। তারপর তিনি কবতলে বদ্ধ অশ্বশির বিসারিত দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া 'যে আজ্ঞা দেব' বলিয়া বিনয়-বচনে আদেশ গ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি দেবশ্রেষ্ঠ দেববাজ শক্রের নিকট হইতে নিজ্জান্ত হইয়া উত্তর-পূর্ব দিগ্-বিভাগে অবতরণ করিলেন। অবতরণ কবিতা ইন্দ্রজাল বিভাগপ্রভাবে [ সর্বজ ] সম্মোহন জাল বিস্তার করিলেন। [ সম্মোহন প্রভাবে ] যোজনগুলি দণ্ড বা যষ্টিব মত ছোট হইয়া সরিয়া বাইতে লাগিল। বজ্রমণি, বৈদূৰ্ঘমণি, লোহিতাক্ষমণি, মসারগজ মণি, হংসগর্ভমণি, পুলকমণি, সৌগন্ধিকমণি, জ্যোতীকস ( বা জ্যোতীকব ) মণি, অঞ্জনমণি, অঞ্জনপুলকমণি, জাতরূপমণি, হস্তগমণি, অঙ্কমণি, ক্ষটিকমণি ও অরিষ্টমণি [ নামক ] বস্ত্রসমূহ [ আহরণ করিয়া ] তাহাদের অঙ্গার [ বহির্ভাগ ] বদন ফলের স্তার ছাড়াইয়া ফেলিলেন। ছাড়াইয়া ফেলিয়া তাহাদেব স্বল্প সারভাগ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৭ ॥

তারপর [ তিনি ] দ্বিতীয়বার ইন্দ্রজাল বিভাগ প্রভাবে সম্মোহন জাল বিস্তার করিলেন। করিয়া উত্তর-বৈভূত্যাক্ত রূপ বিকৃত করিলেন ( স্বল্প অদৃশ্য রূপ ধারণ করিলেন )। তারপর তাঁহার সেই উৎকৃষ্ট, স্ববিত, চপল, বিদগ্ধ ( ছেক ), প্রচণ্ড, জয়যুক্ত, উৎকলিত, ক্রত, দিব্য ও দেবযোগ্য গতিতে অগংখ্য দ্বীপ ( অর্থাৎ মহাদেশ ) ও সমুদ্রের মধ্য দিয়া ব্যতীপাত ( অর্থাৎ ব্যতিক্রম বা উল্লঙ্ঘন ) কবিতা ত্রিগুণভাবে আসিয়া জম্বুদ্বীপ মহাদেশে ভাবতবর্ষে ব্রাহ্মণ-কুণ্ডগ্রাম নগরে স্বমভদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে দেবানন্দা ব্রাহ্মণীক নিকটে আসিলেন। আসিয়া প্রশ্ন ভগবান্ মহাবীরের দৃষ্টিপথে [ তাঁহাকে ]



পণামং কবেই। কবিত্তা দেবাংদাএ মাহনীএ সপবিজ্ঞাএ ওসোবনিং দলই। দলিত্তা অশুভে পোগ্গলে অবহবই শুভে পোগ্গলে পক্খিবই। পক্খিবিত্তা অণুজাণউ মে ভগবং ত্তি কট্টু সমণং ভগবং মহাবীং অববাহম্ অববাহেং করয়লসংপুডেং গিণ্হই। গিণ্হিত্তা জ্ঞেণেব খত্তিয়কুণ্গগামে নয়বে জ্ঞেণেব সিদ্ধথস্ খত্তিয়স্ গিহে জ্ঞেণেব তিসলা খত্তিয়াগী তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা তিসলাএ খত্তিয়াগীএ সপবিজ্ঞাএ ওসোবনিং দলই। দলিত্তা অশুভে পোগ্গলে অবহবই। অবহবিত্তা শুভে পোগ্গলে পক্খিবই। পক্খিবিত্তা সমণং ভগবং মহাবীং অববাহম্ অববাহেং তিসলাএ খত্তিয়াগীএ কুচ্ছিংসি গত্তত্তাএ সাহবই। জে বি য ণং সে তিসলাএ খত্তিয়াগীএ গত্তে তং পি য ণং দেবাংদাএ মাহনীএ জালাংধব-সগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গত্তত্তাএ সাহবই। সাহবিত্তা জম্ এব দিসিং পাউভ্হএ তম্ এব দিসিং পডিগএ ॥ ২৮ ॥

তাএ উক্কিট্টাএ তুবিয়াএ চবলাএ চংডাএ ছেআএ জযণাএ উদ্ধুয়াএ সিগ্ঘাএ দিববাএ দেব-গদ্দিএ তিরিয়ম্ অসংথেজ্জাং দীবসমুদ্দাং মজ্ঝংমজ্ঝেং জোযণ-সাহস্সীএহিং বিগ্গহেহিং উপ্পযমাণে উপ্পযমাণে জ্ঞেমেব সোহস্মে কস্মে সোহস্ম-বডিসএ বিমাণে সক্কাংসি সীহাসণংসি সকে দেবিংদে দেববায়়া তেণমেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা সক্কাংসি দেবিংদস্ দেববন্নাএয়ম্ আণত্তিয়ং থিগ্গম্ এব পচ্চপ্পিণই। ( তেং কালেং তেং সমএং সমণে ভগবং মহাবীবে তিন্নাণোবগএ যাবি, হোথা। সাহবিজ্জিস্ সামি ত্তি জাণই সাহবিজ্জমাণে নো জাণই সাহবিএমি ত্তি জাণই। ) ॥ ২৯ ॥

প্রণাম করিলেন। তারপর পরিজনবর্গসহ দেবানন্দী ব্রাহ্মণীকে নিম্নটি [অবস্থাপিনী] লাগাইয়া অন্তত বস্ত্র অপহরণ করিয়া, শুভ বস্ত্র ছড়াইয়া দিলেন। তারপর ‘অমৃত্যু কবচ, ভগবান্’ বলিয়া শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরকে অব্যাহত রাখিয়া করতল-সংগৃহে গ্রহণ কবিলেন। তাবপর ক্ষত্রিয় কুণ্ডগ্রাম নগরে সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের গৃহে ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীকে নিকট উপস্থিত হইলেন। তারপর পরিজন-বর্গ সহ ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীকে নিম্নটি লাগাইয়া নিম্নাতিভূত কবিলেন। তাবপর অন্তত বস্ত্র হরণ কবিত্ত সেখানে শুভ বস্ত্র ছড়াইলেন। তারপর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরকে অব্যাহত তাবে, ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীকে কুক্ষিমধ্যে গর্ভরূপে স্থাপন করিলেন। ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে যে ছিল তাহাকে জালঙ্কার গোত্রীয়া ব্রাহ্মণী দেবানন্দার কুক্ষিমধ্যে গর্ভরূপে সংস্থাপিত কবিত্ত বাধিলেন। তাবপর যেদিকে আসিয়াছিলেন সেইদিকেই কবিত্ত গেলেন ॥ ২৮ ॥

তিনি সেই উৎকৃষ্ট, স্ববিত, চপল, প্রচণ্ড, বিদগ্ধ, জঘন্ত, উৎকম্পিত, ক্রুত, দিব্য ও দেবযোগ্য গতিতে অসংখ্য স্বীপ (অর্থাৎ মহাদেশ) ও সমুদ্রের মধ্য দিয়া সহস্র-যোজন-ব্যাপী দেহ লইয়া লাকাইয়া লাকাইয়া যেখানে সৌধর্য করে সৌধর্যাবতঃস বিমানভবনে শক্রীয় সিংহাসনে দেবগণের প্রধান দেবরাজ শক্র আসীন ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তারপর দেবতাদিগের প্রধান ও দেবতাদিগের রাজা শক্রের নিকট তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন-সংবাদ সম্বব জ্ঞাপন করিলেন। (সেইকালে সেইসময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ত্রি-জ্ঞানোপগত ছিলেন : ‘অপসারিত হইব’ ইহা জানিতেন, অপসারিত হইবাব সময় জানিতেন না, ‘অপসারিত হইবাহি’ ইহা জানিতেন ॥) ॥ ২৯ ॥

তেণং কালৈণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীবে জে সে  
বাসাণং তচ্চে মাসে পংচমে পক্খে আসোয়-বহুলে । তস্‌স ৭ং

আসোয়-বহুলস্‌স আসোয়বহুলস্‌স তেবসী-পক্খৈণং বাসীইং  
তেবসীপক্খৈণং রাইংদিএহিং বিইক্‌কংতেহিং তেসীইমস্‌স  
হথুত্তবাহি নক্‌খত্তেণং রাইংদিয়স্‌স অংতবা বট্টমাণে হিয়াণুকংপএণং  
সাহবিএ দেবেণং হবিণেগমেসিণা সন্ধবয়ণসংদিট্ঠেণং

মাহংকুগ্‌গাংমাও নয়বাও উসভদত্তস্‌স মাহংস্‌স কোড়াল-  
সগোত্তস্‌স ভাবিয়াএ দেবাণংদাএ মাহগীএ জালংধব-সগোত্তাএ  
কুচ্ছীও খত্তিয়কুগ্‌গামে নয়বে সিদ্ধথস্‌স খত্তিয়স্‌স কাসব-  
গোত্তস্‌স ভারিয়াএ তিসলাএ খত্তিয়াগীএ বাসিট্ঠ-সগোত্তাএ  
পুববরত্তাববত্ত-কালসময়ংসি হথুত্তবাহি নক্‌খত্তেণং জোগমুবাংগএণং  
অব্বাবাহং অব্বাবাহেং কুচ্ছিংসি গত্তত্তাএ সাহবিএ ॥ ১০ ॥

জং বয়ণিং চ ৭ং সমণে ভগবং মহাবীবে দেবাণংদাএ মাহগীএ  
জালংধব - সগোত্তাএ কুচ্ছীও তিসলাএ খত্তিয়াগীএ বাসিট্ঠ-  
সগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গব্‌ভত্তাএ সাহবিএ তং বয়ণিং চ ৭ং সা

দেবাণংদা মাহগী সয়ণিজ্জংসি স্তুত্তজাগবা  
দেবাণংদাএ চোদস মহাহ্মিণে তিসলাএ ওহীবমাগী ওহীবমাগী ইমে এযাকাবে ওবালে  
হড়ে কল্লাণে , সিবো ধম্মে সস্‌সিবীএ চোদস

মহাহ্মিণে তিসলাএ খত্তিয়াগীএ হড়ে পাসিত্তা ৭ং পড়িবুদ্ধা ।  
( তং জহা । গয় উসভ ) [ পু° বা° ২ ] গাথা ॥ ৩১ ॥

জং বয়ণিং চ ৭ং সমণে ভগবং মহাবীবে দেবাণংদাএ মাহগীএ  
জালংধব-সগোত্তাএ কুচ্ছীও তিসলাএ খত্তিয়াগীএ বাসিট্ঠ-  
সগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গব্‌ভত্তাএ সাহবিএ তং বয়ণিং চ ৭ং সা  
তিসলা খত্তিয়াগী তংসি তারিসগংসি বাসঘবংসি অব্‌ভিত্তবও  
সচিহ্ন-কস্মে বাহিরও দুমিয়-ঘট্ঠ-মট্ঠে বিচিহ্ন-উল্লোয়-চিহ্নয-

সেইকালে সেইসময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ছিলেন বর্ষা ঋতুর তৃতীয় মাসে পঞ্চম পক্ষে অর্থাৎ আশ্বিন মাসেব কৃষ্ণপক্ষেব ত্রয়োদশী তিথিতে । [ গর্ভবাসের ] বিবাশি বাজ্রিদিন গত হইয়াছিল, তিরাশি দিন চলিতেছিল । [ সেইদিন ] শক্বেব আদেশে হিতার্থী ও অমুকম্পী দেব হরিনৈগমৈষী ব্রাহ্মণকুণ্ডগ্রাম নগরে কোডাগগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ঋষভদত্তেব ভার্য্যা জালন্ধরগোত্রীয়া ব্রাহ্মণী দেবানন্দাব কুক্ষি হইতে ক্ষত্রিয়-কুণ্ডগ্রাম নগরে কাম্প-গোত্রীয় ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থের ভার্য্যা বাশিষ্ঠ-গোত্রীয়া ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলাব গর্ভে মধ্যবাত্র সময়ে হস্তোত্তরা নক্ষত্রেব যোগে অব্যাহতভাবে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরকে গর্ভান্তরিত করিয়া বাখিরাছিলেন ॥ ৩০ ॥

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর জালন্ধর-গোত্রীয়া ব্রাহ্মণী দেবানন্দাব কুক্ষি হইতে বাশিষ্ঠ-গোত্রীয়া ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলাব কুক্ষিতে গর্ভান্তবিত হন, সেই রজনীতে দেবানন্দা ব্রাহ্মণী শয্যায় হুণ্ডজাগব অবস্থায় ঘুয়াইয়া ঘুয়াইয়া দেখিলেন যে তাঁহার সেই উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর ও শোভন চতুর্দশ মহাঋতু ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানী কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে । দেখিয়া তিনি জাগিয়া উঠিলেন । [ তাঁহার সেই অপহৃত ] স্বপ্নগুলি এই :

গজ, বৃষভ, সিংহ অভিষেক, [ গুপ্ত- ] দাম, শলী, দিনকর, ধবজ, কুম্ভ, পদ্মসরোবর, সাগর, বিমানভবন, বস্মোচ্চর ও অগ্নিশিখা ॥ ৩১ ॥

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর জালন্ধরগোত্রীয়া ব্রাহ্মণী দেবানন্দাব কুক্ষি হইতে বাশিষ্ঠ-গোত্রীয়া ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলাব কুক্ষিতে গর্ভান্তবিত হন, সেই রজনীতে সেই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানী যে গৃহে ছিলেন সে গৃহের অভ্যন্তর ভাগ চিত্রকর্ম-শোভিত ছিল ; বহির্ভাগ চূণকাম কবা, ঘষা-মাজা ; বিচিত্র হাদের অভ্যন্তর ভাগ চিত্র-খচিত ; ভূমিভাগ

তলে মণি-বষণ-পর্ণাসিন্ন-অংঘরাবে বহু-সম-সুবিভক্ত-ভূমি-ভাগে  
 পংচ-বল্ল-সবস-সুবতি-মুক-পুপ্ক-পুংজোবয়ার-কলিএ কালাপ্তক-  
 পবব - কুন্দুক্ক-তুরক-দজ্জ-বাত-ধুব-মঘমঘাত - গংধুয়াভিবামে  
 'সুগংধ-বব-গংধিএ গংধ-বট্টি-ভূএ তংসি তাবিসগংসি সয়গিঞ্জংসি  
 সালিংগণ-বট্টিএ উভও বিবোয়ণে উভও উন্নএ মজ্জ-বোণ  
 গংভীরে গংগা-পুলিণ-বালুঅ-উদ্ধাল-সালিসএ ওষবিয়-খোমিয-  
 ছুগুন্ন-পট্টি-পড়িচ্ছল্লে সুবিবইব-বয়-স্তাণে বজ্জংসুয-সংবুএ সুবমে  
 . তিসলা চোদন আইগগ-কয়-বুব-নবণীয়-তুল-কাসে সুগংধবব-  
 মহাঃমিণে পাসিত্তা কুসুম-চুন্ন-সয়ণোবয়াব-কলিএ পুষ-বস্তা-ববস্ত-  
 পড়িব্জা কাল-সময়ংসি সুত্তজাগবা ওহীবমাণী ইমে  
 এয়াবাবে ওবালে কল্লাণে সিবে ধম্মে মংগল্লে সস্সিবীএ চোদন  
 মহাসুমিণে পাসিত্তা গং পড়িব্জা তং জহা ।

গয়-বসহ-সীহ অভিসেয  
 দাম সসি দিগযবং ঝাং কুংভং ।  
 পউমসব সাগব বিমাণ-  
 ভবণ বয়ণুচয় সিহিং চ ॥ ৩২ ॥

১। তএ গং সা তিসলা খত্তিয়াণী তপ্পচমযাএ তওয-  
 চউদ্দংতং উসিয় - গলিয়-বিপুল-জলহব-হাব-নিকব-খীব - সাগব-  
 সনংক-কিন্নণ-দগ-বয়-ববয়-মহাসেল - পংডুদ  
 চোদন হমিণে পাসেট্টি তবং সমাগয়-মজ্জব - সুগংধ - দাণ - বাসিয়-  
 কপোলমূলং দেববার-কুংজর-বব-প্পমাণং পিচ্ছই সজল-ঘণ-

(অর্থাৎ মেঝে) স্ত-সমতল ও [স্বস্তিকাদি শুভ চিহ্নে] স্তম্ভিত ;  
 মণিরত্নে [সেখানকাব] অঙ্ককাব বিনষ্ট হইয়াছে; পঞ্চবর্ণ সবস  
 স্তম্ভি প্রস্তুতিত পুষ্প-পুষ্পের উপচাবে সজ্জিত, দহমান উৎকৃষ্ট  
 কুম্ভকর ও তুবক গন্ধে মহ-মহ ধূপশিখায় অতিবায় স্তম্ভ . দ্রব্যে  
 বব-গন্ধিত; [সমস্ত গৃহটা] যেন! স্তম্ভি দ্রব্যের একটি পাত্র  
 স্বরূপ। যে শয্যায় তিনি শয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে আলিঙ্গন-  
 বর্তিকা [ -তুল্য শরীরপ্রমাণ দীর্ঘ উপাধান ] ছিল; দুইদিকে [মাথার  
 দিকে ও পায়েব দিকে] [শরীরপ্রমাণ দীর্ঘ] উপাধান, দুইদিকে  
 [মাথার দিকে ও পায়েব দিকে] উন্নত ও মধ্যে গভীর  
 [সেই শয্যা] গজাপুলিনের বালুকাব স্তম্ভ অবদলনে কোমল,  
 কোম দুকুল-পটে (অর্থাৎ বেশমী চাদবে) সমাচ্ছাদিত, স্তম্ভিচিত  
 রক্তজাণে (অর্থাৎ তোয়ালেতে) শোভিত, রক্তাংগক সংবাবে  
 (অর্থাৎ লাল কাপডেব মশাবিতে) সংবৃত, স্পর্শে পশুলোম, বা  
 তুলাব গদি অথবা নবভীত-তুল্য কোমল এবং উত্তম স্তম্ভি  
 কুম্ভমূর্ধেব উপচাবে আস্তীর্ণ। তিনি এইরূপ শয়নে স্তম্ভ-জাগব  
 অবস্থায় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া মধ্যরাত্রে এইরূপ উদ্যব, (অর্থাৎ মহৎ),  
 কল্যাণকর, শুভ, বস্ত, মঙ্গলাকর ও শোভন চতুর্দশ মহাবস্ত দেখিয়া  
 জাগিয়া উঠিলেন। সেগুলি এই :

গজ, বৃষভ, সিংহ, অতিবেক, (পুষ্প-) দাম, শশী, দিনকর, ধবজ,  
 কুম্ভ, পদ্মসমোবব, সাগব, বিমানভবন, বস্তোক্তব ও (জলস্ত)  
 অগ্নিশিখা ॥ ৫২ ॥

১। তখন ত্রিশলা ক্ষত্রিয়গণ প্রথম স্বপ্নে সর্বস্বলক্ষণ মহাবল  
 শোভন-উক-যুক্ত, চতুর্দশ একটি মঙ্গল হস্তী দেখিলেন। উচ্ছ্রিত  
 গলিতজল বিপুল জলধব অপেক্ষা, হার-নিকব অপেক্ষা, ক্ষীর-সাগর  
 অপেক্ষা, শশাঙ্ককিবণ অপেক্ষা, স্রোতেব ফেন অপেক্ষা, বাজন্ত  
 মহাশৈল অপেক্ষা সে অধিকতর পাণ্ডুব (অর্থাৎ শুভ) বর্ণ। স্তম্ভ  
 দান বান্ধি-বাসিত ভাহার কপোল-মূলে মধুকর-বৃন্দ সমাগত হইয়াছে।

ବିପୁଳ-ଜ୍ଞଳହବ-ଗଞ୍ଜିୟ-ଗଂଭୀର-ଚାକ-ଘୋଷ-ହୃତ-ସୁତ-ସବ-ଲକ୍ଷଣ-  
କୟାବିୟ ବବୋକ ॥ ୩୩ ॥

୨ । ତଓ ପୁଣେ ଧବଳ-କମଳ-ପତ୍ତ-ପୟବାହିବେଗ-କ୍ଳବ-ପ୍ପତ୍ତ-  
ପହା-ସମୁଦଓବହାରେହି ସବବ ଚେବ ଦିବୟତ ଅହିସିବିଭବ-ପିଲ୍ଲଣା-  
ବିସପ୍ପତ-କତ-ସୋହତ-ଚାରୁ-କକୁହ-ତନ୍-ସୁଦ୍ଧ-ସୁକୁମାଳ - ଲୋମ-  
ନିଜ୍ଞ-ଛବି ଧିବ-ସୁବଦ୍ଧ-ମଂଗଲୋବଚିୟ-ଲଟ୍ଟ - ଅବିଭତ୍ତ - ଅନ୍ଦବଂଗ  
ପିଛ୍ଛି ସ୍ବ-ବଟ୍ଟ-ଲଟ୍ଟ-ଉକ୍ତିଟ୍ଟ-ତୁପ୍ପଗ୍ଗ-ତିକ୍ଷ-ସିଂଗ-ଦଂତ  
ସିବ ସମାପ-ସୋହତ-ସୁଦ୍ଧ-ଦଂତ ବସହ ଅମିୟ - ଶୁଣ - ମଂଗଳ-  
ସୁହ ॥ ୩୪ ॥

୩ । ତଓ ପୁଣେ ହାବ-ନିକବ-ଧୀବ-ସାଗବ-ସମଂକ-କିବଂ-ଦଗ-  
ରୟ-ରୟ-ମହାସେଲ-ପଂଡୁବଂଗ (ଘ୍ର ୨୦୦) ବମଗିଜ୍ଞ-ପିଛ୍ଛିଜ୍ଞ ଧିବ-  
ଲଟ୍ଟ-ପଞ୍ଜିଟ୍ଟ-ବଟ୍ଟ-ଶୀବ-ସୁସିଲିଟ୍ଟ-ତିକ୍ଷ-ନାତା - ବିଞ୍ଝବିୟ - ସୁହ  
ପବିକନ୍ଧିୟ - ଜ୍ଞ - କମଳ-କୋମଳ-ପମାପ - ସୋହତ-ଲଟ୍ଟ - ଉଟ୍ଟ  
ବତ୍ତୁପ୍ପଲ-ପତ୍ତ-ମଞ୍ଜିୟ-ସୁକୁମାଳ-ତାଳୁ-ନିଲ୍ଲାଲିୟଗ୍ଗ-ଜ୍ଞିହ-ସୁମାଗୟ-  
ପବ - କଂଗ-ତାବିୟ-ଆବତ୍ତତ-ବଟ୍ଟ-ତଡ୍ଡି-ବିମଳ - ସରିସ - ନୟଂ  
ବିସାଳ-ଶୀବ-ବବୋକ ପଞ୍ଜିପୁର-ବିମଳ-ଧଂଧ ମିଞ୍ଜି-ବିସୟ-ସୁହମ-  
ଲକ୍ଷଣ-ପସଥ-ବିଧିର-କେସବାଡୋବ - ସୋହିୟ ଉସିୟ - ଅନିନ୍ଧିବ-

দেববাজ ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠ হস্তী ঐরাবতের মত (তাহার দেহের) প্রমাণ। সজল-ঘন বিপুল জলধরের গর্জনের জায় গভীর ও চাক তাহার নির্ধোষ ॥ ৩০ ॥

২। তারপর [বিত্তীয় স্বপ্নে] তিনি একটি পোষ-মানা পয়গন্ড বুঝে দেখিলেন। ষ্ঠতপদ্যের পাঁপড়ি বাশি অপেক্ষা অধিক [শুভ্র] তাহার অঙ্গের প্রভা। তাহার অঙ্গপ্রভা বিকীর্ণ হইয়া সব দিক আলোকিত করিতেছে। অতি-সৌন্দর্য-ভাবে বিস্তার পাইতেছে তাহার কান্ত, শোভন, চাক ককুদ। স্নান, শুদ্ধ, স্নান্য লোমে দ্বিধ তাহার হ্রি। হ্রি জুবজ্ব মাংসবহুলত্বে উপচিত তাহার মনোহর। হ্রিবিজ্ঞপ্ত ও হ্রদয় তাহার অঙ্গ। ঘন, বতুল, মনোহর ও উৎকৃষ্ট তাহার শৃঙ্গবয়, অগ্রভাগে স্নান ও ময়ন। দাঁতগুলি তাহার মাগে সমান, শুভ্র ও শোভমান। অমিত গুণরাজি ও মঙ্গল-ব্যঞ্জক তাহার মুখ ॥ ৩১ ॥

৩। তারপর তিনি দেখিলেন একটি সৌম্যদর্শন, বমণীয়, চন্দ্রভূলা-বর্ণ ক্রীড়মান সিংহ নভস্তল হইতে লাকাইতে লাকাইতে তাঁহার মুখের দিকে ক্রতবেগে নামিয়া আসিতেছে। তাহার অঙ্গ হার-নিকর অপেক্ষা, দীর-সাগর অপেক্ষা, শশাঙ্ককিবর্ণ অপেক্ষা, স্রোতের ফেন অপেক্ষা এবং রাজত মহাশৈল অপেক্ষা অধিকতর শুভ্র। হ্রিবিজ্ঞপ্ত দীর্ঘবতুল, স্থল, হ্রিবিজ্ঞপ্ত তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রীয় বিডষিত তাহার মুখ। ওষ্ঠ তাহার প্রসাধিত, স্নান্যত কমলের জায় কোমল, মাগে প্রমাণ এবং শোভনোজ্জল। জিহবা তাহার অগ্রভাগে লালারিত; তালু তাহার বজ্রোৎপল-গজবৎ মুছ এবং স্নান্যায় (অর্থাৎ নবম)। মুচি-মধ্যে আবর্তমান (ঘূর্ণমান) শ্রেষ্ঠ তপ্ত তরল সোনার জায় বতুলাকাব এবং বিদ্যুতুল্য বিমল তাহার নয়ন [-দয়]। স্নান্য উকষয় বিশাল ও গীবব (স্থল)। স্নান্য প্রত্যংশে পূর্ণ ও বিমল। কেশরগুচ্ছ কোমল, শুভ্র, স্নান, স্নান্য, প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ। স্নান্যমিত ও স্নান্যত লাজল উজ্জ্ব উজ্জ্বিত ও আশ্চর্য্যমান (অর্থাৎ উঁচু লেজ সে



সুজায়-অপফোড়িয়-লংগূলং সোমং সোমা-কাবং লীলাযংতং নহ-  
য়লাওঁ উবয়মাণং নিয়গ-বয়ণং অইবয়ংতং পিচ্ছই সা গাঢ়-  
তিক্খগং-নহং সীহং বয়ণ-সিবী-পল্লব-পত্ত-চাক-জীহং ॥ ৩৫ ॥

৪। তও পুণো পুন্ন-চন্দ-বয়ণা উচাগয়-ঠাণ-লট্ঠ-সংঠিয়ং  
'পসথ-কুবং সুপইট্ঠিয়-কণগময়-কুস্ম-সবিসোবমাণ-চলণং অচুন্নয়-  
পীণ-বইয়-মংসল-উন্নয়-ভণু-ভংব-নিদ্ধ-পহং কমল-পলাস-সুকোমল-  
কব-চবণ-কোমল-ববংগুলি কুকবিংদাষন্ত-বট্টাপুপুব-জংবং নিগ্গ-  
জাণুং গয়-বব-কব-সবিস-পীববোক্রং চমীকব-বইয়-মেহলা-জুস্ত-  
কংত-বিখিন্ন-সোণি-চক্রং জচ্চংজগ-ভমব-জলয়-পয়ব-উজ্জুয় - সম-  
সংহিয় - তম্ময়-আইজ্জ-লড়হ-সুকুমাল-মউয় - বমণিজ্জ-বোম-বাইং  
নাভী-মংডল-সুংদব-বিসাল-পসৎথ-জঘণং কব-য়ল-মাইয়-পসৎথ-  
তিবলিয়-মজ্জং নানা-মণি-কণগ-বয়ণ-বিমল-মহাতবণিজ্জাভবণ-  
ভুসণ-বিবাইয়-মংগুবংগিং হাব-বিবায়ংত-কুংদ-মাল - পবিগদ্ধ-  
- জলজলিংত-থণ-জুয়ল-বিমল-কলসং আইঅ-পত্তিয়-বিভূসিয়েণ  
সুভগ-জালুজ্জলেণ মুত্তা-কলাবেণং উবৎথ-দীণাব-মালয়-বিবইএণ  
কংঠ-মণি-সুত্তএণ য় কুংডল-জুয়লুন্নসংত - অংসোবসন্ত - সোভংত-  
সম্পভেণং সোভা-গুণ-সমুদএণং আণগ-কুড়ুংবিএণং কমলামল-  
বিসাল-বমণিজ্জ-লোয়ণং কমল-পজ্জলংত-কব-গহিয়-মুক - তোয়ং  
লীলা-বায়-কয়-পক্খএণং সুবিসদ-বসিগ-ঘণ-সণ্হ-লংবংত-কেস-  
হৎথং পট্টম-দ্দহ-কমল-বাসিগিং সিবিং ভগবইং পিচ্ছই হিমবংত-  
সেল-সিহবে দিসা-গইংদোয়-পীবব-কবাভি সিচ্চমাণিং ॥ ৩৬ ॥

আছড়াইতেছে)। গাঢ় ও তীক্ষ্ণ তাহাব নখ এবং তাহাব হৃচ্চর  
রসনা নবোদগত কিসলয়-দলের জায় বদন-বিবরেব ত্রী সম্পাদন  
করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

৪। তারপর গুণচন্দ্রবদনা [ ত্রিশলা ] হিমবৎ-শৈল-শিখরে পদ্ম-  
হৃদ-কমলবাসিনী ভগবতী ত্রীদেবীকে দেখিলেন। তিনি উচ্চাগতস্থানে  
মনোহর সংস্থানে সংস্থিতা, প্রশস্ত-রূপা। অপ্রতিষ্ঠিত কনকময় কুর্খ  
তাঁহাব চলনের অমুকুপ উপমান। ভাস্কর্য্যমিথ, স্নগ্ধ ও উন্নত নখগুলি  
অত্যন্নত, স্থূল ও রঞ্জিত মাংসল অঙ্গে সুবিস্তৃত। সুকোমল হস্ত ও পদে  
পদ্মদলের জায় কোমল অঙ্গুলি সংস্থিত। বর্জ্জলাকার ক্রমোন্নত জংখ্য  
কুকবিন্দ্যবর্ত [ নামক ভূষণবিশেষ ] পরিণত। জাহ্নবির নিগূঢ়। পীবব  
উক্খব গজবদ-কর-সদৃশ। কমলীয় ও বিস্তীর্ণ শ্রোণিচক্র স্বর্ণমেখলার  
পবিত্রশুলিত। সরল, সম-সংহিত, স্নগ্ধ, সুভগ, দীর্ঘ, সুকুমার, মুহু  
ও বমণীয় বোমরাজি জাত (অর্থাৎ বিস্তৃত) অঙ্গনের জায় অথবা  
ভ্রমবেব জায় অথবা জলদ বাশির জায় [ কুকবর্ণ ]। স্নগ্ধ, বিশাল  
ও প্রশস্ত জঘন ও নাভিমণ্ডলের বোগ। কবতলে পরিমাপ-বোগ্য  
[ কীর্ণ ] মধ্যদেশে প্রশস্ত ত্রিবলী। নানা অঙ্গে ও নানা উপাঙ্গে  
নানা মণিরঞ্জিত বিমল-জ্যোতি কনক-নির্মিত নানা আভরণ ও  
ভূষণ বিরাজ করিতেছে। বিমল কলস তুল্য উজ্জল স্তন-ভূগলে  
কুন্দমাল্য পরিণত এবং [ তদুপবি ] হাব বিরাজ করিতেছে। মধ্যে  
মধ্যে গুচ্ছিত [ ববকত ] পত্রে ভূষিত এবং উরোদেশে দীনাবমালার  
সুশোভিত মণিসুত্রে গ্রথিত সুভগ জ্বালার জায় উজ্জল সুতাকলাপের  
কণ্ঠহার ও অঙ্গদেশে উপসক্ত প্রত্যয়ুক্ত ও শোভমান কুণ্ডলমণ্ডল  
দ্রুতিতেছে। বদনমণ্ডলেব কুটুম্বতুল্য সৌন্দর্য্য ও গুণের সমষ্টি-বোগে  
শোভমান, কমলতুল্য অমল, বিশাল এবং রমণীয় লোচন। তিনি  
কমলতুল্য জ্যোতির্ময় কবে জল গ্রহণ করিয়া ছিটাইতেছেন। মুহু  
আন্দোলিত বাতাসে পাখাব কাজ করিতেছে, নির্মল সমগ্র ঘন-মিথ  
লম্বমান কেশ-মধ্যে হস্ত সংলগ্ন বহিয়াছে। দিগ্গজেবা স্থূল ভূ ও দ্বারা  
সলিলাভিষেক করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

୧ । ତଓ ପୁଣୋ ସବସ-କୁସୁମ-ମନ୍ଦାବ-ଦାମ-ବମଗିଞ୍ଜ-ଭୂଂ  
 ଚମ୍ପଗାମୋଗ-ପୁନ୍ନାଗ-ନାଗ-ପିୟୁଷ-ସିବୀସ-ମୁଗ୍ଧବଗ - ମଲ୍ଲିୟା - ଜାଝି-  
 ଜୁହିୟାକୋଲ-କୋଞ୍ଜ-କୋରିଣ୍ଟ-ପନ୍ଥ-ଦମଗନ୍ଧ-ନବମାଲିନ୍ନ-ବଉଳ-ତିଲୟ -  
 ବାସନ୍ତିୟ-ପଞ୍ଚମୁଖ-ପାଞ୍ଚଳ-କୁନ୍ଦାହିମୁକ୍ତ - ସହକାବ - ଅବଭି - ଗନ୍ଧି  
 ଅଶ୍ରୁବ-ମଣୋହବେଗ ଗନ୍ଧେଂ ଦସ ଦିମାଓ ବି ବାସୟତଂ ମବେବାଉବ-  
 ଅବଭି-କୁସୁମ-ମଲ୍ଲ-ଧବଳ-ବିଲମ୍ବତ-କନ୍ତ-ବହ-ବନ୍ନ-ଭକ୍ତି-ଚିନ୍ତା ଛନ୍ଦ-  
 ମହ୍ନରି-ଭମର-ଗନ୍ଧ-ଶୁମଶୁମାୟତ-ନିଲିନ୍ତ-ଶୁଞ୍ଜତ-ଦେସ-ଭାଗ ଦାମ  
 ପିଚ୍ଛି ନନ୍ଦଗନ୍ଧ-ତଳାଓ ଉବୟତଂ ॥ ୩୧ ॥

୬ । ସମିଂ ଚ । ଗୋ-ଧୀର-ବେଗ-ଦଗ-ବୟ-ବୟ-କଳସ-ପଞ୍ଚୁବ  
 ଅଭ୍ୟ ହିୟ-ମୟ-କନ୍ତ ପଞ୍ଚିପୁନ୍ନା ତିମିବ-ନିକବ-ସ୍ବ-ଶୁହିବ-  
 ବିତିମିବ-କର ପମାଗ-ପକ୍ଷତ-ବାସ-ଲେହ କୁସୁମ-ବଗ-ବିବୋହଗ  
 ନିମା-ସୋଭଗ ଅପବିମର୍ତ୍ତ-ଦମ୍ପ-ତଳୋବମ ଇନ୍ଦ-ପଞ୍ଚୁ-ବନ୍ନ  
 ଜୋଇସା-ମୁହ-ମନ୍ଦଗ ତମ-ବିପୁ ମୟ-ସବାପୁବ ସମୁଦ-ଦଗ-ପୁବଗ  
 ଛନ୍ଦ ଶୁଞ୍ଜ ଦହି-ବଞ୍ଜିୟ ପାୟାହିନ୍ଦି ସୋମୟତଂ ପୁଣୋ ସୋମ-  
 ଚାରୁ-କାବ ପିଚ୍ଛି ମା ଗଗନ୍ଧ-ମନ୍ଦଳ-ବିମାଳ-ସୋମ-ଚନ୍ଦ୍ରମାଗ-  
 ତିଳଗ ବୋହିବି-ମନ୍ଦ-ହିୟ-ବଲ୍ଲହ ଦେବୀ ପୁନ୍ନ-ଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ-  
 ସନ୍ତଂ ॥ ୩୮ ॥

୭ । ତଓ ପୁଣୋ ତମ-ପଞ୍ଚୁ-ପବିପ୍-ଫୁଞ୍ଜ ଚେବ ତେସା  
 ପଞ୍ଚୁଲତ-କାବ ବନ୍ତାମୋଗ-ପମାସ-କିନ୍ଦୁ-ସୁନ୍ଦ-ମୁହ-ଶୁଞ୍ଜ-ବାସ-  
 ମରିସ କମଳ-ବର୍ଣ୍ଣାଳକବନ୍ଧ ଅକନ୍ଦ୍ର ଜୋଇସମ୍ଭ ଅବର-ତଳ-ପଞ୍ଚୁବ

৫। তাবপব ত্রিশলা দেখিলেন আকাশের অঙ্গনতল হইতে একগাছি [ পুষ্প- ] দাম অবতরণ কবিতোছে। তাহা সরস কুসুম-সমূহের যোগে মন্দার-দামবৎ বসন্তীয় হইয়াছে। চন্দ্রক, অশোক, গুহাগ, নাগ, প্রিয়ঙ্গু, শিবীষ, মুদগবক, মল্লিকা, জাভী, বৃষী, অংকোদ্র, কোজ্জ, কোবস্তিপত্র, দমনক, নবমল্লিকা, বকুল, তিলক, বাসস্তিকা, পদ্ম, উৎপল, পাটল, কুল্ল, অতিমুক্ত এবং সহকার কুসুমের গন্ধে সুবাসিত, অল্পমম মনোহর গন্ধে তাহা দশদিক আনোদিত কবিতোছিল। সর্ব-ঋতু-জাত সুবাসিত কুসুম সমূহেব ববলিমা-বিলাসে মনোহর এবং মধ্যে মধ্যে বহুবর্ণসংযোগে বৈচিত্র্যপূর্ণ [ সেই পুষ্পদামে ] বটপদ, মধুকবী ও অমবগণ গুল্লন কবিতা কবিতোছে, তাহাতে সমস্ত দেশভাগ নীলারমান ও গুণগুণারমান হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

৬। তাবপব সেই দেবী [ ত্রিশলা ] দেখিলেন রোহিণীব মনোমোহন ও হৃদয়বল্লভ পূর্ণচন্দ্রে গগনমণ্ডলস্থ বিশাল সোমচক্রের তিলকরূপে সংক্রমণ কবিতা শোভা পাইতেছেন। তিনি গো-দুগ্ধ-ফেনতুল্য, উদক-স্নেহোদক-ফেন-সদৃশ এবং বাজত-কলসবৎ পাণ্ডুব (অর্থাৎ গুজবর্ণ) প্রত্যঙ্গে পবিত্রপূর্ণ, হৃদয় ও নয়ন-বল্লভ ও শুভাস্পদ। তিমিরনিকবে ঘনাক্রাব গুহাগমূহেব অন্ধকার নাশকাবী পূর্ণপ্রমাণ পক্ষান্তকালে রাজতলেখাবৎ দৃশ্যমান, কুমুদ-বন-বিবোধন, নিশাব শোভাকর, সুপরিমার্জিত-দর্পণতলবৎ স্বচ্ছ, হংসোজ্জলবর্ণ, অন্তরীক্ষ-মণ্ডন-কাবী, তমোবিপু, মদনশবের তুণ্ময়রূপ, সমুদ্রোদকেব উৎফুল্লতা সম্পাদক, রশ্মিবারা দয়িতবিরহে অশ্রুধী জনের শোষণকাবী এবং সৌম্য সুন্দর-রূপসম্পন্ন ॥ ৩৮ ॥

৭। তাবপব ত্রিশলা বিশাল সূর্য্যদেবকে দেখিলেন। তিমিরপটল ভেদ কবিতা এবং তেজঃপ্রভাবে আকরূপ প্রজ্বলিত কবিতা [ তিনি প্রকাশিত হইলেন ]। [ তিনি বজ্রবর্ষস্বে ] বজ্রাশোকতুল্য, কিংকরতুল্য শুক-মুখ-তুল্য এবং গুজ্জাব-রাজ সদৃশ (অর্থাৎ কুঁচ কলেব বৃক্ষাংশ বাদে অবশিষ্টাংশের তুল্য)। তিনি কমলবনের অলঙ্কার স্বরূপ, জ্যোতিষ্চক্রের অঙ্গন অর্থাৎ রাশিচক্রের পরিমাপক), অম্বরতলের প্রদীপ সদৃশ,

হিম-পড়ল-গলগ্গংহং গহ-গণোরু-নায়গং বত্তি-বিণাসং উদযৎ-  
থমণেশু মুহুত্ত-সুহ-দংসণং ছিন্নিরিক্খ-রুবাং রত্তি-মুহুত্ত-ত-তুপ্পাব-  
প্পমদগং সীয়-বেগ-মহং পিচ্ছই মেরু-গিবি-সয়য়-পবিস্টটয়ং  
বিসালাং তুরং বসসি-সহস্-পয়লিয়-দিত্ত-সোহং ॥ ৩৯ ॥

৮। তও পুণো জচ্চ-কণগ-লট্ঠি-পইট্ঠিয়ং সমুহ-নীল-বত্ত-  
পীয়-সুক্কিল-সুকুমাল্লসিয়-মোর-পিচ্ছ-কয়-মুহুত্তং ধয়ং অহিয়-  
সসসিরীয়ং, ফালীয়-সংখংক-কুংদ-দগ-বয়-রয়য়-কলস-পাংডুবেণ  
মৎথয়-ৎথেণ সীহেণ বায়মাণেণ রায়মাণং ভিত্তুং গগণ-তল-  
মণ্ডলং চেব ববসিএণং পিচ্ছই, সিব-মউয়-মাক্কয়-লয়াহয়-কংপমাণং  
অইপ্পমাণং জণ-পিচ্ছণিজ্জ-রুবাং ॥ ৪০ ॥

৯। তও পুণো জচ্চ-কংচণ্ণজ্জলংত-কবং নিম্মল-জল-পুন্নম্  
উত্তমং দিপ্পমাণ-সোহং কমল-কলাব-পবিবায়মাণং পড়িপুন্নয়-  
সব-মংগল-ভেয়-সমাগমং পব-রয়য়-পবায়ংত-কমল-ট্ঠিয়ং নয়ণ-  
ভূসণ-কবং পভাসমাণং সবও চেব দীবয়ংতং সোম-লচ্ছী-  
নিভেলণং সব-পাব-পবিবজ্জিয়ং সুভং ভাসুবাং সিবি-ববাং  
সবেবাউয়-সুভাভি-কুন্নম-আসত্ত-মল্ল-দামং পিচ্ছই সা রয়য়-পুন্ন-  
কলসং ॥ ৪১ ॥

১০। তও পুণ ববি-কিবণ-তকণ-বোহিয়-সহস্-পত্ত-  
সুভাভিতব-পিংজব-জলং জলচব-পহকব-পবিহৎথগ-মচ্ছ-পদিভুজ্জ-  
মাণ-জল-সংচয়ং মহংতং জলংতম্ ইব কমল-কুবলয়-উপ্পল-

ভূবাব বাশিব গলগ্রহ ( অর্থাৎ ভূবাব-নাশক ), গ্রহগণের শ্রেষ্ঠ নায়ক, বাজি-বিনাসী, উদয় ও অস্তকালে মুহূর্তেব অস্ত্র স্তম্ভদর্শন, [ অস্ত্র সময়ে ] দুর্নিবীক্ষ্যরূপ, বাজিকালে দুর্কর্মার্থ বিচরণকাবীদেব প্রমদনকরী, শীতের প্রথবতা-মখনকাবী এবং বশ্লিসহস্রে নিজেব দীপ্ত শোভা বিকাশকারী ॥ ৩৯ ॥

৮। তাবগর জিশলা জাত্য-কনক-যষ্টি-প্রতিষ্ঠিত জনগণ-প্রেক্ষণীয়-রূপ প্রমাণাতিরিক্ত আকাব-বিশিষ্ট একটি ধ্বজ দেখিলেন। তাহা প্রগাঢ় নীল, বক্ত, পীত ও শুক্লবর্ণে স্কুমাব ও উন্নসিত ময়ূবপুচ্ছে নির্মিত চূড়াসময়িত, সমধিক শ্রীসম্পন্ন। ক্ষটিকতুল্য, শঙ্খতুল্য, অঙ্ক-প্রস্তবতুল্য, কুন্দতুল্য, উদক-ফেনতুল্য এবং বাজত-কলসতুল্য শুভ্রবর্ণ সিংহ মস্তকদেশে স্থিত হইয়া একজন রাজাব সন্মানেব দ্বাবা আব একজন রাজাব সন্মান হবণ কবিবাব জন্ত যেন গগনমণ্ডলের উপবেই লাকালাকি কবিতেছে। ( অথবা ধ্বজ মস্তকস্থ শোভমান সিংহ যেন শোভমান গগনমণ্ডলকে ছিঁড়িবা কেলিবার জন্ত লাকালাকি কবিতেছে )। ধ্বজবর শুভমাক্তের মুহু আগ্লেবে আহত হইয়া কাঁপিতেছিল ॥ ৪০ ॥

৯। তাবগর জিশলা একটি যজ্ঞত-নির্মিত পূর্ণ কলস দেখিলেন। সে কলসেব বর্ণ জাত্য কাঞ্চনের দ্বায় উজ্জল। তাহা নির্মল জলে পূর্ণ। তাহা অতি উত্তম এবং শোভার দীপ্যমান, কমল কলাপে পবিবেষ্টিত ও শোভমান, নানাবিধ মঙ্গলেব একত্র সমাবেশে প্রত্যংশপূর্ণ, বহ্নাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কমলে অধিষ্ঠিত ও নয়নেব আনন্দকব লক্ষ্মীদেবীর সৌম্য নিকেতন স্বরূপ, সর্ব-পাপ-পরিবর্জিত, শুভশংসী, দীপ্তিমান ও শ্রেষ্ঠ-শ্রী-সম্পন্ন। সে কলস আত্মপ্রভার সর্বদিক আলোকিত কবিতেছে এবং সর্ব-ঈদু-সম্ভব সুবতি কুসুমযুক্ত বহু মাল্যদামে শোভা পাইতেছে ॥ ৪১ ॥

১০। তাবগর জিশলা নবন-মনোবঞ্জন, সরোকহে অভিরামদর্শন পদ্ম-সরোবব নামে একটি সরোবর দেখিলেন। ববিকিয়ণে সম্ভাবিকসিত সহস্রদল পদ্মে সুরভিতব এবং [ ববিকিয়ণস্পর্শে ] পীতবর্ণ তাহাব জল। তাহার মধ্যে অসংখ্য জলচর বাস করে ও মৎস্তগণ জলরাশিতে চরিয়া

ତାମବସ-ପୁଂଡରୀଂରୁ-ସମ୍ପମାଣ-ସିବି-ସମୁଦ୍ରାଣଂ ବମଞ୍ଜି-କବ-ସୋହ  
 ମୁହୂର୍ଯ୍ୟତ-ଭମବ-ଗମ-ମନ୍ତ-ମହୁରବି-ଗମୁକ୍ତବୋଲିଜ୍ଞାମାଣ-କମଳଂ ( ଶ୍ରୀ  
 ୨୫୦ ) କାୟବଗ - ବଳାହସ - ଚକ୍ର-କଳହଂସ-ସାରସ-ଗବିବସ-ମଉଣ-ଗମ-  
 ମିଛୁଣ-ସେବିଜ୍ଞମାଣ-ସଲିଳଂ ପର୍ତ୍ତମିଶି-ପତ୍ତୋବଳଗ୍ମ-ଜଳ-ବିଂହ-ନିଚୟ-  
 ଚିନ୍ତଂ ପିଛୁଇଁ ନା ହିୟ-ନୟ-କଂତଂ ପର୍ତ୍ତମସବଂ ନାମ ସରଂ  
 ସବରୁହାଭି-ରାମଂ ॥ ୫୨ ॥

୧୧ । ତଓ ପୁଣୋ ଚନ୍ଦ-କିବଣ-ବାସି-ସବିସ-ସିବି-ବଛ-ସୋହ  
 ଚଉଗମଣ-ପବଡ଼-ତମାଣ-ଜଳ-ସଂଚୟଂ ଚବଳ-ଚଂଚଳୁଚାୟ-ମମାଣ-କଲ୍ଲୋଳ-  
 ଲୋଳଂତ-ତୋୟଂ ପଢୁ-ପବଣାହସ-ଚଲିୟ-ଚବଳ-ମାଗଡ଼-ତବଂଗ-ବଂଗଂତ-  
 ଭଂଗ - ଖୋଧୁବ-ଭମାଣ - ସୋଭଂତ-ନିମ୍ବଳ-ଉଚ୍ଚଡ଼-ଉନ୍ନି - ନହ - ସଂବଂଧ-  
 ଧାବମାଣେନିୟନ୍ତ-ଭାସୁବତବାଭିବାମଂ ମହାମଗବ-ମଛ-ତିମି-ତିମି-  
 ଗିଳ-ନିରୁଦ୍ଧ-ତାଲିତାଲିୟାଭିସାୟ-କମ୍ପୁବ-କ୍ଷେ-ପସରଂ ମହାନନ୍ଦ-  
 ତୁରିୟ - ବେଗମାଗସ-ଭମ - ଗଂଗାବନ୍ତ-ଶୁମ୍ପ-ମମାଣୁଚ୍ଚଳଂତ - ପଚ୍ଚୋନିୟନ୍ତ-  
 ଭମାଣ-ଲୋଳ-ସଲିଳଂ ପିଛୁଇଁ ଶ୍ରୀବୋୟ-ସାୟବଂ ସରୟ-ବୟନିକର-  
 ସୋମ-ବୟଣା ॥ ୫୩ ॥

୧୨ । ତଓ ପୁଣୋ ତରୁଣ-ସୁବ-ମଂଡଳ-ସମ-ମ୍ପମାଣ ଦିଶ୍ୟମାଣ-  
 ସୋହ ଉତ୍ତମ - କଂଚନ - ମହାମାଣି-ସମୁହ-ପବବ-ତେୟ-ଅଟ୍ଟ-ସହସ-  
 ଦିମ୍ପଂତ-ନହ-ମ୍ପମ୍ପିବଂ କଣ-ପୟବ-ଲଂବମାଣ-ମୁନ୍ତା-ସମୁଦ୍ଭଜନଂ ଜଳଂତ-  
 ଦିବବ-ଦାମଂ ଈହାମିଶ-ଉସଭ-ତୁବଗ-ନବ-ମଗବ-ବିହଗ-ବାଳଗ-କିମ୍ବ-  
 ଚକ୍ର - ସରଭ - ଚମର - ସଂସନ୍ତ-କୁଞ୍ଜର-ବଂଶୟ-ପର୍ତ୍ତମଲୟ-ଭକ୍ତି - ଚିନ୍ତଂ

বেড়াষ। সর্বোবরটি যেমন বড় তেমনি উজ্জ্বল। কমল, কুবলয়, উৎপল, ভাগবৎ ও পুণ্ডরীক (জৈনদিগের মতে এই পাঁচটি পুষ্প পুষ্প ফুলের নাম।) লীলাভরে ছলিতেছে ও ঐ সকল বহুবিধ পুষ্পের শ্রীসমাগমে সর্বোবরটি বনশ্রী ও শোভাময় হইয়াছে। তাহাব মধ্যে ভ্রমরগণ ও মত্ত মধুকরীগণ কমলে কমলে মধুলেহন কবিতা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতেছে। সর্বোবরের ভলে বাজহংস, বক, চক্রবাক, কলহংস, সারস প্রভৃতি অসংখ্য জলচর পক্ষী মিথুনে মিথুনে গর্বভাবে জীড়া কবিতা বিচরণ করিতেছে। পদ্মিনীগণে লগ্ন জলবিন্দুনিচয় বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে ॥ ৪২ ॥

১১। তাবগব শরচ্ছত্র-সৌম্য-বদনা [ত্রিশলা] ক্ষীরোদ সাগর দেখিলেন। চক্রকিরণ-বাশিতুল্য শ্রীসম্পন্ন তাহাব বদনঃস্থলের শোভা। তাহাব জলবাশি ক্ষীত হইয়া চতুর্দিকে গমন করিতেছে। চপল, চঞ্চল, অত্যুচ্চ-প্রমাণ কলোলে সে জল লোলাবমান। পটু পবনে সঞ্চালিত বদনভাবে জীড়ানীল অতি প্রকট তরঙ্গসমূহ ভাসিয়া পড়িতেছে ও ফুক হইয়া শোভা পাইতেছে; আবার নির্মল ও উৎকট উদ্ভাসসমূহের উত্থান-পতনে সাগর ঝড়ঝড় করিয়া বনশ্রীদর্শন হইতেছে। মহামকব, বৃহৎ মৎস্ত, তিমি, তিমিংগিল, নিকট ও তিলিতিলিক নামক জলজন্তুগণের আলোড়নে সে জলে কপূর্ববৎ শুভ্র ফেন উদ্গত ও প্রসাবিত হইতেছে। বড় বড় নদী ক্ষুদ্রিতবেগে আসিয়া সেখানে সাগরে মিলিতেছে সেখানে গঙ্গাবর্ত (অর্থাৎ ঘূর্ণিপাক) উৎপন্ন হইতেছে, সেখানে জলবাশি ব্যাকুলভাবে উঠিয়া পড়িয়া চক্রাকায়ে, ঘূর্ণিয়া কিবিধা লোলাবমান হইয়া খেলিতেছে ॥ ৪৩ ॥

১২। তারপব ত্রিশলা শ্বেতবর্ণ শুভোজ্জ্বল হৃদশ্রেষ্ঠগণের অভিকাম্য সর্বদা আনন্দ ও উপভোগের স্বামস্বরূপ, নিত্যালোক, সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীক-তুল্য বিনান (অর্থাৎ দেবদাম) দেখিলেন। তাহার প্রভা তবর্ণ স্বর্ষ-মণ্ডলের প্রভার ত্রায়। তাহাব অষ্টাধিক সহস্র শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ উত্তম কাঞ্চনে নির্মিত এবং সহস্রাধিকসমূহে ঋচিত, দেখিলে আকাশে দীপ্যমান প্রদীপ বলিয়া মনে হয়। তাহাব কনকপত্রসমূহে ঝড়ঝড় মুক্তা ঝলিতেছে।



গন্ধবোশবজ্জমাণ-সংপুন্ন-ঘোমং নিচ্চং সজ্জল-ঘণ-বিউল-জলহর-  
গজ্জিয়-সদাণুনাইণা দেব-ছংছহি-মহাববেণং সয়লম্ অবি জীব-  
লোয়ং পূবয়ংতং কালাপ্তক-পবর-কুংছুরুক্ক-তুরুক্ক-ডজ্জ-বাংত-ধুব-  
বাসংগ-উত্তম-মঘমঘংত-গন্ধুদুয়াভিবামং নিচ্চালোয়ং সেয়ং সেয়-  
প্পভং সুব-ববাভিবামং পিচ্ছই সা সাওবভোগং বর-বিমাণ-  
পুংডবীয়ং ॥ ৪৫ ॥

১৩। তও পুণ পুলগ-বেরিংদনীল-সাসগ-কক্কেরণ-লোহিয়কথ-  
মবগয় - পবালা - সোগেধিয় - ফলিহ - হংসগত্ত-অংজণ-চংদগ্নহ-বব-  
রয়ণেহিং মহি-য়ল-পইট্ঠিয়ং গগণ-মংডলংতং পভাসয়ংতং তুংগং  
মেক্ক-গিবি-সন্নিকাসং পিচ্ছই সা বয়ণ-নিকর-রাসিং ॥ ৪৫ ॥

১৪। সিহিং চ। সা বিউলুজ্জল-পিংগল-মছ-ঘন্ন-পবিসিচ্চ-  
মাণ-নিদ্ধুম-খগধগাইব-জলংত-জালুজ্জলাভিরামং তরতম-জোগ-  
জুত্তেহিং জাল-পযবেহিং অন্নসুন্নম্ ইব অণুপইয়ং পিচ্ছই  
জালুজ্জলগং অববং ব কৎথই পয়ংতং অইবেগ-চংচলং  
সিহিং ॥ ৪৬ ॥

ইমে এয়াবিসে সুভে সোসে পিষ-দংসণে বুকাবে সুবিণে  
দট্ঠুণ সয়ণ-মজ্জবে পড়িবুচ্ছা অববিংদ-লোয়ণা হবিস-পুলইয়ংগী।

এএ চউ-দস সুবিণে

সব্বা পাসেই তিৎথয়ব-মায়।

জং বয়ণিং বক্কমদ

কুচ্ছিসি মহায়সো অবিহা ॥ ৪৬ খ ॥

তএ ণং সা তিনলা খন্ডিয়াগী ইমে এবাকাবে ওবালে চোদস

ঈহামৃগ ( বৃক ), বৃষভ, তুবঙ্গ, মধুশ্র, মকব, বিহঙ্গ, ব্যাল, কিন্নব, রুঙ্গ, শরভ, চমর, সংস্কৃত-নামক স্বাপদবিশেষ, কুঞ্জব, বনলতা ও গাছলতার চিত্রে তাহা স্থাপোভিত। গন্ধর্ব্ববা সঙ্গীত-রত থাকায় সেখানে সর্বদা গীতধ্বনি শুনা যায়। সজল ও বন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘের গর্জনে নিত্য সে স্থান অস্থানাদিত। দেবতাদিগের হৃদুভির মহারবে সমস্ত জীবলোক শব্দে পূর্ণ হয়। শ্রেষ্ঠ কালাঙ্কর এবং কুন্দবক ও তুবঙ্গ নামক গন্ধদ্রব্য ও ধূপ দ্বন্দ্ব হওয়ার সর্বদা উত্তম স্রগন্ধ উদ্গত হইতেছে এবং সেই সকল মহতান দ্রব্যের উত্তম গন্ধে সর্বত্র মহ-মহ কবির উঠিতেছে ॥ ৪৪ ॥

১০। তারপর ত্রিশলা মেরুগিরিতুল্য তুঙ্গ রাশি বাশি রত্নস্তূপ দেখিলেন। তাহাতে ছিল পুলক, বজ্র, ইন্দ্রনীল, শস্যক, কর্কতন, লোহিতাক, মরকত, প্রবাল, সৌগন্ধিক, স্ফটিক, হংসগর্ভ, ভ্রমর, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ রত্ন। ভূতলে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সেই রত্ন-স্তূপের প্রভার গগনমণ্ডলের শেব প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করিতে-ছিল ॥ ৪৫ ॥

১৪। তারপর তিনি অতি-বেগে-চঞ্চল-শিখা-সম্পন্ন অগ্নি সন্দর্শন করিলেন। সে অগ্নি অত্যাচ্ছল ও মধুবৎ পিঙ্গল স্বভাৱে সেচনে নিধূম, ধক্ ধক্ করিয়া জলন্ত জ্বালাতে উজ্জল ও অভিযমদর্শন। তাহাব পবনস্র-সংযুক্ত শিখাগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে অঙ্গপ্রবিষ্ট ও জুগীকৃত হইয়া কোনও কোনও স্থানে আকাশ পর্যন্ত উজ্জল করিয়া জলিতে-ছিল ॥ ৪৬ ॥

এইরূপ ভূত, সৌম্য, প্রিয়দর্শন, স্তূরূপ স্বপ্নগুলি দেখিয়া শয়ানধ্যে আগবিত হইয়া অববিন্দগোচনা হর্ষপুলকিতাদী হইলেন।

যে বাজ্রে কোনও মহাবশা অর্হৎ কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করেন সেইবাজ্রে তীর্থকবেব মাতাবা সকলেই এই চতুর্দশ স্বপ্ন দর্শন করেন ॥ ৪৬খ ॥

তাবপর সেই ত্রিশলা স্ত্রিয়ানী এইরূপ চতুর্দশ উদাব মহাস্বপ্ন দেখিয়া আগবিত হইয়া হৃষ্টচিত্তা আনন্দিতা প্রীতিযুক্তা পরম সৌম্যসম্পন্ন হর্ষবশে প্রসারিতহৃদয়া [ ব্রুষ্টি- ] ধারাহত-কদম্ববৎ উচ্ছলিত-লোগকুপা হইয়া স্বপ্নগুলি অবধারণ করিলেন। তারপর শয্যা হইতে উঠিলেন।

মহাসুগিণে পাসিত্তা গং পড়িবুদ্ধা সমাগী ইট্ঠ-ছুট্ঠচিহ্নং  
 [ পুং বা० ৩ ] জাব বিসম্মমাণ-হিয়য়া  
 তিসলা সিদ্ধং  
 পড়িবোহেই  
 ধাবাহয়-কলংবু [ -প্পক্ষ ]য়ং পিব সমুসসিয়-  
 বোম-কুবা সুমিণোগ্গহং কবেই। কবিত্তা  
 সয়গিজ্জাও অব্ভুট্ঠেই। অব্ভুট্ঠিত্তা পায়-পীঢ়াও পচোকহই।  
 পচোকহিত্তা অভুরিয়ং অচবলং অসংভংতাএ অবিলংবিয়াএ  
 বায়-হংস-সবিসীএ গঈএ জেণেব সয়গিজে জেণেব সিদ্ধথে খত্তিএ  
 তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা সিদ্ধখং খত্তিয়ং তাহি  
 ইট্ঠাহিং কংতাহিং মণুমাহিং মণামাহিং ওরানাহিং কল্লাণাহিং  
 সিবাহিং ধম্মাহিং মংগল্লাহিং সমুসিরীয়াহিং হিয়য়-গমগিজ্জাহিং  
 হিয়য়-পল্হায়গিজ্জাহিং মিয়-মল্লব-মংজুলাহিং গিবাহিং সংলবমাগী  
 সংলবমাগী পড়িবোহেই ॥ ৪৭ ॥

তএ গং সা তিসলা খত্তিয়ানী সিদ্ধথেগং বন্না অব্ভুগুমায়া  
 সমাগী নানা-মণি-বয়গ-ভত্তি-চিহ্নংসি ভদ্দাসগংসি নিসিয়ই।  
 নিসিয়িত্তা আসথা বীসথা সুহাসণ-বব-গয়া সিদ্ধখং খত্তিয়ং  
 তাহি ইট্ঠাহিং [ পুং বা० ৬ ] জাব সংলবমাগী সংলবমাগী  
 এবং বয়াসী ॥ ৪৮ ॥

এবং খলু অহং সামী। অজ্জ তংসি তাবিসগংসি সয়গিজ্জংসি  
 সালিংগণ-বট্টিএ উভও বিবেয়ায়নে উভও উন্নএ মছোং গন্তীরে  
 গঙ্গা - পুল্লিগ - বালুঅ - উদ্ধাল-সালিনএ-ওয়বিয়-খোগিয়-ছৎল-  
 পট্ঠ - পড়িচ্ছন্নে সুবিনইয় - রয়ত্তাণে বন্তংসুয় - সংবুএ সুবশ্বে  
 আঙ্গিগ - কয়-বুব - নবণীয় - তুল - ফাসে সুগন্ধ-বন-কুসুম-চুম  
 সয়গৌবয়ান-কলিএ পুং-বন্তাবনন্ত-কাল-নয়ংসি ' সুত্তজাগবা

উঠিয়া পাদপীঠ হইতে অববোহণ করিলেন । তারপর অস্থিরিত, অচপল, অবিস্বল, অবিনবিত রাজহংসবৎ গতিতে যেদিকে সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের শয্যা, সেইদিকে উপস্থিত হইলেন । তারপর তাঁহাব সেই ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্ত, মঙ্গলকর, শ্রীসম্পন্ন, হৃদয়গ্রাহ, হৃদয়-প্রহ্লাদন, মিত মধুর-মঞ্জুল ভাষায় আলাপ করিয়া করিয়া তিনি সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়কে জাগাইলেন ॥ ৪৭ ॥

তারপর সেই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণী সিদ্ধার্থ রাজার অমুমতি লইয়া নানা-মণি-রত্ন-খচিত বহু-চিত্র-শোভিত ভদ্রাসনে উপবেশন করিলেন । তারপর আশ্রিত ও বিশ্বস্তভাবে শ্রেষ্ঠ শুভাসনে ( বা সুখাসনে ) আসীন হইয়া সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়কে সেই ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, মনোবন, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্ত, মঙ্গলকর, শ্রীসম্পন্ন, হৃদয়গ্রাহ, হৃদয়-প্রহ্লাদন, মিত-মধুর-মঞ্জুল ভাষায় আলাপ করিয়া করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৪৮ ॥

শুন, ওগো স্বামিন্ ! আজ আমি সেই তাদৃশ শয্যায় শয়ন করিয়া —যে শয্যায় [ শবীৰ-প্রমাণ-দীর্ঘ ] আলিঙ্গনবর্তিকা ( বা উপাধান ) ছিল : [ মাথার দিকে ও পায়ের দিকে ] দুই দিকে উপাধান , [ মাথার দিকে ও পায়ের দিকে ] দুই দিকে উন্নত ও মধ্য গভীর [ যে শয্যা ] গজা-পুলিনেব বালুকায় স্তায় অবদলনে কোমল, ক্ষৌরী দুকূলপটে ( অর্থাৎ রেশমী চাদরে ) সমাচ্ছাদিত, সুবিরচিত রজজ্ঞাণে ( তোয়ালেতে ) শোভিত, রক্তাংগক সংবাসে ( লাল মশারিতে ) সংবৃত, স্পর্শে পশম,

ওহীবমাণী ওহীরমাণী ইমেয়াকবে ওরালে কল্লাণে সিবো থম্মে  
মংগল্লে সস্‌সিবীএ চোদ্ধস মহাস্সুমিণে পাসিন্তা ণং পড়িবুদ্বা ।  
তং জহা :—

গয় উঁসভ সীহ অভিসেয় দাম সসি দিণয়বং বয়ং কুন্তং ।  
পউমসর সাগব বিমাণ-ভবণ বয়ণুচ্চয় সিহিং চ ॥

তং এএসিং, সামী ! ওবালাণং চোদ্ধসংহং মহাস্সুমিণাণং  
কে, মল্লে, কল্লাণে ফল-বিত্তি-বিসেসে ভবিস্‌সই ? ॥ ৪৯ ॥

তএ ণং সে সিদ্ধথে বায়া তিসলাএ খত্তিয়াণীএ অংতিএ  
এয়মট্টং সোচ্চা নিসম্ম হট্ট-তুট্ট-চিৎতে আণংদিএ পীই-মণে  
পবম-সোমণস্সিএ হবিস-বস-বিসম্মমাণ-হিয়এ ধাবা-হয়-নীব-  
সুবহি-কুসুম-চংচুমালইয়-বোম-কুবে তে স্সুমিণে ওগিগ্‌হই ।  
ওগিগ্‌হিন্তা ইহং পবিসই । পবিসিন্তা অম্মণো সাহাবিএণং  
মই-পুববএণং বুদ্ধিবিম্মাণেণং তেসিং স্সুমিণাণং অথোগ্‌গহং কবেই ।  
করিন্তা তিসলাং খত্তিয়াণিং তাহিং ইট্টাহিং [ পুং বাং ৬ ]  
জাব মংগল্লাহিং মিয়-মহুর-সস্‌সিবীয়াহিং বগ্‌গুহিং সলবমাণে  
সলবমাণে এবং বয়্যাসী ॥ ৫০ ॥

ওবালা ণং তুমে, দেবাণুপ্পিএ ! স্সুমিণা দিট্টা । কল্লাণা  
ণং তুমে, দেবাণুপ্পিএ ! স্সুমিণা দিট্টা । এবং সিবা থম্মা  
মংগল্লা সস্‌সিবীয়া আবোগ্‌গ-তুট্ট-দীহাউ-কল্লাণ-(ত্রং ৩০০)  
মংগল্লা-কাবগা ণং তুমে, দেবাণুপ্পিএ ! স্সুমিণা দিট্টা । অথলাভো,  
দেবাণুপ্পিএ ! ভোগলাভো, দেবাণুপ্পিএ ! পুত্তলাভো, দেবাণুপ্পিএ !  
সোক্তলাভো, দেবাণুপ্পিএ ! রজ্জলাভো, দেবাণুপ্পিএ ! এবং  
খলু তুমং দেবাণুপ্পিএ । নবংহং মাসাণং বজ্জপড়িপুন্নাণং অজ্জট্ট-

তুলাব গদি বা নবনীতবৎ কোমল এবং উত্তম সুগন্ধি কুম্ময়চূর্ণের উপচাবে আভীর্ণ; সেই শয্যায় সুপ্ত-জাগব অবস্থায় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া মধ্যবাজ্রে এইরূপ উদার ( অর্থাৎ মহৎ ), কল্যাণকর, শুভশংসী, ধন্য, মঙ্গলাকর ও শোভনশ্রীসম্পন্ন চতুর্দশ মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগবিত হইল। সেই স্বপ্নগুলি এই :

গজ, ব্রহ্ম, সিংহ, অভিষেক, [ পুং- ] দামি, শশী, দিনকর, ধন্য, কুম্ভ, পদ্মসর্বোবব, সাগর, বিমানভবন, বজ্রোচ্চর ও অগ্নিশিখা ।

তা বল স্বামিন্ । এই চতুর্দশ উদার মহাস্বপ্নে কি কি বিশেষ কল্যাণকর ফল সূচনা কবিতোছে ? ॥ ৪২ ॥

তারপর সেই সিদ্ধার্থ বাজা জিশলা ক্ষত্রিযাণীর নিকটে এই কথা [ কান দিয়া ] শুনিয়া ও [ ধ্যান দিয়া ] বুঝিয়া হৃষ্টচিত্ত, আনন্দিত ও প্রীতিমনাঃ হইলেন । পরম-সৌমনস্ত-অস্ত্র হর্ষে তাঁহার হৃদয় বিলাবিত্ত হইয়া উঠিল । [ বৃষ্টি- ] ধাবায় আহত স্রবতি নীপকুম্মের পুলকিত চক্ষুর জ্বার তাঁহার লোমকূপসকল উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল । তিনি স্বপ্নগুলি অবধাষণ কবিলেন । তারপর [ ঐ বিষয়ে ] চিন্তামগ্ন হইলেন । ভাবপব আপনাব স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিচাবশক্তিব্রতাবে ঐ সকল স্বপ্নেব সূচিভার্থ নির্ণয় করিলেন । তারপর জিশলা ক্ষত্রিযাণীকে সেই ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, শ্রীসম্পন্ন, হৃদয়-গ্রাহ্য, হৃদয়-প্রসাদন, মিত-মধুর-মঞ্জুল ভাবায় আলাপ করিতে কবিতো এই কথা বলিলেন ॥ ৫০ ॥

ওগো দেবানুপ্রিয়ে ! নিশ্চয়ই অতি উদার তোমার দেখা এই স্বপ্নগুলি । ওগো দেবানুপ্রিয়ে ! নিশ্চয়ই কল্যাণকর তোমার দেখা এই স্বপ্নগুলি । নিশ্চয়ই শিব, ধন্য, মঙ্গলাকর, শ্রীসম্পন্ন, আরোগ্য-ভূষ্টি-দীর্ঘায়ুক্ষ-বিধায়ক এবং অশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের সূচক তোমার দেখা এই স্বপ্নগুলি । ওগো দেবানুপ্রিয়ে ! অর্থলাভ [ সূচিত হইতেছে ], ওগো দেবানুপ্রিয়ে ! ভোগলাভ [ সূচিত হইতেছে ], ওগো দেবানুপ্রিয়ে ! পুত্রলাভ, সৌখ্যলাভ ও বাজ্যলাভ [ সূচিত হইতেছে ] । তাঁহার ফলে তুমি নিশ্চয়ই পূর্ণ নয় মাস ও সাড়ে সাত রাজি-দিন গত

মাংগ বাইংদিয়াং বিইকংতাং অম্হ কুলকেউং অম্হ  
কুলদীং কুলপবয়ং কুলবড়িংসয়ং কুলতিলয়ং কুল-কিত্তি-কবং  
কুল-দিগকবং কুল-আখাং কুল-নংদি-করং কুল-জস-করং কুল-  
পায়বং কুল-বিবক্গ-কবং স্কুমান-পাণি-পায়ং অহীং-সংপুন্ন-  
পংচিংদিয়-সবীং লক্খণ-বংজং গুণোববেয়ং মাণুমাণ-প্ণমাণ-  
পড়িপুন্ন-সুজায-সবংগ-সুংদরংগং সসি-সোমাংকারং কংতং পিয়-  
দংসংগং সুরবং দাবয়ং পয়াহিসি ॥ ৫১ ॥

সে বি য়ং দারএ উম্মুক্ক-বাল-ভাবে বিনায়-পবিগয়-মিত্তে  
জোবগংগমণুপ্পত্তে সুরে বীরে বিকংতে বিখিন্ন-বিউল-বল-বাহে  
বজ্জ-বজ্জ বায়া ভবিস্ই ॥ ৫২ ॥

তং ওরালা গং তুমে [পু° বা° ৪] জাব দিট্ঠন্তি কট্টু  
দোচ্চং পি তচ্চং পি অণুবুহই। তত্তে গং সা তিসলা খত্তিয়াণী  
সিদ্ধথস্স রনো অংতিএ এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-ভুট্ঠ-  
চিন্ত-মাংগদিয়া [পু° বা° ৩] জাব হিয়য়া কব-য়ল-পবিগংগিয়ং  
দংসংগং মথএ অংজলিং কট্টু এবং বয়াসী ॥ ৫৩ ॥

এবমেয়ং, সামী! অবিতহমেয়ং, সামী! অসংদিট্ঠমেয়ং,  
সামী! ইচ্ছিয়মেয়ং, সামী! পড়িচ্ছিয়মেয়ং, সামী! ইচ্ছিয়-  
পড়িচ্ছিয়মেয়ং, সামী! সচ্চং এসমট্ঠে সে, জহেতং তুব্ভে  
বদহ ত্তি কট্টু তে সুমিণে সন্মং পড়িচ্ছই। পড়িচ্ছিত্তা  
সিদ্ধথেংগং বন্না অব্ভুন্নায়্য সমাণী নানা-মণি-বয়ং-ভত্তি-চিত্তাও  
ভদ্দাসণাও অব্ভুট্ঠেই। অব্ভুট্ঠিত্তা অতুবিয়ং অচবলং  
অসংভংতাএ অবিলংবিয়াএ রায়-হংস-সবিসীএ গজ্জএ জেণেব

হইলে আমাদের কুলকেতু, আমাদের কুলপৰ্বত (অৰ্থাৎ শ্রেষ্ঠ),  
আমাদের কুলচুড়ামণি, আমাদের কুলতিলক, আমাদের কুলকীর্তিকারক,  
কুলদিবাকর, কুলাধার, কুলানন্দকর, কুলযশস্কর, কুলপাদপ, কুলবিবৰ্ধন,  
মুকুম্ভ হস্ত-পদ-বিশিষ্ট, পঞ্চ হস্ত্রিয় ও দেহেব হীনতা বা স্নানতাবিহীন,  
মূলক্ষণ ও শুভব্যাঞ্জক গুণযুক্ত, দৈৰ্ঘ্য, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতিতে প্রমাণাত্ম-  
রূপ, সৰ্বাঙ্গসুন্দর, শশীষ ভাব সৌম্য, কান্ত, প্রিয়দর্শন এবং সুকূপ একটি  
পুত্রগন্তান প্রসব কবিবে ॥ ৫১ ॥

ভারপব সেই বালকেব বাল্য গত হইলে [ধীরে ধীরে] সে  
বোধ্যজ্ঞান ও [সর্বান্ধেব] মাত্রায় পবিণত যৌবন লাভ কবিবে।  
যৌবন প্রাপ্তি হইলে সে শূর, বীর ও বিক্রমশালী হইবে এবং বিদ্যাপণ,  
বিপুল বল-বাহনাদিসহ রাজ্যেব অধীশ্বর ও বাজা হইবে ॥ ৫২ ॥

সুতবাং ওগো দেবামুপ্রিয়ে! নিশ্চয়ই অতি উদার তোমার দেখা  
স্বপ্নগুলি। এই বলিয়া ছইবাব, তিনবাব হাঁকিলেন। তাবপব সেই  
ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াক্ষী সিদ্ধার্থ রাজ্যাব নিকট এই কথা [কান দিয়া] শুনিয়া  
ও [মন দিয়া] বুঝিয়া দৃষ্টচিন্তা, আনন্দিতা, প্রীতিযুক্তা, পবম-সৌম্য-  
সম্পন্ন, হর্ষবশে প্রসাবিতহৃদয়া, [বৃষ্টি-] ধারায় আহত কদম্ববৎ উজ্জ্বলিত-  
লোমকূপা করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশ নখ মন্তকে ঠেকাইয়া এই কথা  
বলিলেন ॥ ৫৩ ॥

“এ কথা যথার্থ, ওগো স্বামিন্! এ কথা প্রকৃত, ওগো স্বামিন্!  
এ কথা সত্য, ওগো স্বামিন্! ইহাতে সন্দেহ নাই, ওগো স্বামিন্!  
ইহাই অতীপ্সিত, ওগো স্বামিন্! ইহাই প্রত্যভীপ্সিত, ওগো স্বামিন্!  
তুমি বাহা বলিলে তাহাই ইহাব যথার্থ সূচিভার্থ।” এই বলিয়া তিনি  
স্বপ্নগুলি সম্যকরূপে বরণ করিয়া লইলেন। স্বপ্নগুলি বরণ করিয়া লইয়া  
বাজা সিদ্ধার্থেব অমুমতি লইয়া নানা-মণিবস্ত্র-খচিত, চিজশোভিত  
ভদ্রাসন হইতে উঠিলেন। উঠিয়া অশ্ববিত, অচপল, অনিহবল,



সএ সয়গিজে, তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা এবং বয়্যাসী ॥ ৫৪ ॥

মা মে তে উত্তমা পহাণা মংগল্লা স্মিণা অল্লেহিং পাব-  
স্মিণেহিং পডিহস্মিসংতি ত্তি কট্টু দেবয়-গুরুজ্ঞ-সংবদ্ধাহিং  
পসত্থাহিং মংগল্লাহিং ধম্মিয়াহিং লট্টাহিং কহাহিং স্মিণ-  
জাগবিয়ং পড়িজাগবমানী পড়িজাগবমানী বিহবই ॥ ৫৫ ॥

ততে গং সিদ্ধথে খত্তিএ পচ্চুস-কাল-সময়ংসি কোড়ুংবিয়-  
পুবিসে সদ্দাবেই। সদ্দাবিত্তা এবং বয়্যাসী ॥ ৫৬ ॥

খিপ্পমেব ভো দেবাণুপ্পিয়া। অজ্জ সবিসেসং বাহিবিয়ং  
উবট্টাণসালং গংখোদয়সিত্তং সুইয়-সংমজ্জিওবলিত্তং সুগংখ-  
বব-পংচ-বন্ন-পুপ্পোবয়্যাব-কলিয়ং কালাগুহ-পবব-কুংহুবক-  
তুকক-ডজ্জংত-ধুব-মঘমঘংত-গংধুজ্জুয়াভিবামং সুগংখ-বব-গংখিয়ং  
গংখবট্টিভুয়ং করেহ, কাবাবেহ। করিত্তা য় কাববিত্তা য় সীহাসং  
বয়্যাবেহ। বয়্যাবিত্তা মমেয়ং আপত্তিয়ং খিপ্পমেব পচ্চপ্পিপ্পহ ॥  
৫৭ ॥

ততে গং তে কোড়ুংবিয়-পুবিসা সিদ্ধথেগং বন্না এবং বুদ্ধা  
সমাণা হট্ট-তুট্ট [ পু° বা° ৩ ] জাব-হিয়য়া কব-য়ল [ পু° বা°  
৫ ] জাব কট্টু, 'এবং সামি।' ত্তি আণাএ বিণএগং বয়ং  
পড়িসুগংতি। পড়িসুগিত্তা সিদ্ধথসুস খত্তিথসুস অংতিআও  
পড়িনিক্খমংতি। পড়িনিক্খমিত্তা জেণেব বাহিবিয়া উবট্টাণ-  
সাল্লা তেণেব-উবাগচ্ছংতি। উবাগচ্ছিত্তা খিপ্পমেব সবিসেসং

অবিলম্বিত বাজহংসসদৃশ গতিতে যেখানে তাঁহার শয্যা সেইখানে গেলেন। গিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৫৪ ॥

[ যুয়াইয়া পড়িলে পাছে ] অল্প পাপ স্বপ্ন [ দেখা দিয়া ] আমার এই সর্বোত্তম, সর্বপ্রধান, মঙ্গলাকর স্বপ্নগুলির বল নষ্ট করিয়া দেয় এইভাবে দেব-গুরু-সম্পর্কিত, প্রাশস্ত, মঙ্গলকর, ধর্মসম্মত, মনোবশ কথ্য শুনিতে শুনিতে [ স্বপ্নদর্শনের পর বিলম্বিত ও অক্ষয়-প্রাপ্তিও অল্প ] স্বপ্ন-প্রতিজ্ঞাগণ ব্রত গ্রহণ কবিয়া ত্রিশলা জাগিয়া জাগিয়া বিহার কবিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

তাবপর সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয় ঐত্বকালে কুটুম্বপুত্রগণকে ডাকিলেন। ডাকিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৫৬ ॥

তো দেবানুপ্রিয়গণ! আজ বিশেষভাবে ও সম্ভবতাব সহিত বাহিব উপস্থানশালায় ( অর্থাৎ দৈঠকখানায় ) গন্ধোদকসেচন, সম্মার্জন, উপলেনপনাদি দ্বাৰা [ সেই উপস্থানশালা ] গুটি কব ও কবাও। পঞ্চবর্ণ অগ্নি পুণ্য দ্বারা সে স্থান শোভিত কর ও কবাও। কালাগুরু, কুম্ভক, তুৰ্দ্ধ প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য জ্বালাইয়া ধূপগন্ধি ধূমাদি দ্বাৰা যব অগ্নিকে মহ-মহ কবিয়া তোল। অগ্নি পুণ্যনির্ধাষাদি ছড়াইয়া বর প্লাবিত কব। সমস্ত ঘরটি যেন একটি গন্ধবর্তিকাতুল্য হইয়া উঠে। এই সব কর্ম সমাপ্ত হইলে [ ঐ ঘরে ] সিংহাসন বচনা কবাইবে। কবাইয়া আমার এই আদেশ প্রতিপালনের সংবাদ আমার নিকট নীত জ্ঞাপন করিবে ॥ ৫৭ ॥

তারপর রাজা সিদ্ধার্থ বর্জুক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া ঐ কুটুম্বপুত্রগণ কষ্টচিত্ত, আনন্দিত, প্রীতিযুক্ত, পরম-সৌম্যবশে হর্ষ-প্রসাবিত্তহৃদয় ও [ বৃষ্টি- ] দ্বাৰায় আহত কদম্ববৎ উচ্ছ্বসিতলোকপুণ্ড হইয়া কবতলে বদ্ধ অঞ্জলি দশ নখ মাখায় ঠেকাইয়া “বে আজ্ঞা, স্বামিন্!” বলিয়া মনিনয়ে আজ্ঞা পালনে অঙ্গীকার কবিল। অঙ্গীকার করিয়া সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে নিষ্কান্ত হইল। তাবপর বাহিব উপস্থানশালায় উপস্থিত হইল। তাবপর তাড়াতাড়ি বিশেষভাবে গন্ধোদক সেচন, সম্মার্জন, উপলেনপনাদি দ্বাৰা সে স্থান গুটি করিল ও কবাইল; পঞ্চবর্ণ

বাহিবির্য উবট্টাণসালং গংধোদয়-সিন্ধুং সুইয়-[ পু° বা° ৮ ]  
জাব সীহাসণং রয়ানিতি । রয়াবিত্তা জ্ঞেণেব নিক্কেথে খন্তিএ  
তেণেব উবাগচ্ছংতি । উবাগচ্ছিত্তা কব-য়ল-পন্নিগ্গহিয়ং দনণহং  
সিরসা বত্তং অংজলিং কট্টু নিক্কেথন্থন খন্তিয়ন্থন তন্ আণস্তিয়ং  
পচ্চপ্পিণংতি ॥ ৫৮ ॥

ততে ণং সিন্ধুথে খন্তিএ কল্লং পাউ-প্পভায়াএ রয়ণীএ  
কুল্লপ্পল-কমল কোনলুন্দিয়িয়ংনি অহপংডুনে পভাএ রত্তানোগ-  
প্পগাল-কিংসুর-সুর-মুহ-গুংজদ্ধ-বাগ-সরিনে ( বংধুজীবগ-  
পাবাণ - চলণ-নয়ণ-পনহুর-সুবত্ত-লোয়ণ-জাসুরণ-কুসুম - রানি-  
হিংগুল্লয়-নিরবাহিনেয়-বেহংত-সরিনে ) কমলারয়-নংড-বোহএ  
উট্টিরংনি সূবে নহন্থনরন্থিংনি দিণয়রে তেরসা জনংতে  
( অহক্কমেণ উইএ দিবাযনে তন্থস য কর-পহবাপনদ্ধংনি  
অংধয়রে বালারব-কুংকুমেণং খচিয় বব জীবলোএ ) নয়ণিচ্ছাও  
অব্ভুট্টেই ॥ ৫৯ ॥

অব্ভুট্টিত্তা পায়পীঢ়াও পচ্চোকুহই । পচ্চোকুহিত্তা জ্ঞেণেব  
অট্টণসাল তেণেব উবাগচ্ছই । উবাগচ্ছিত্তা অট্টণসালং অণুপবি-  
নই । অণুপবিনিত্তা অণেগ-বারান-জোগ্গ-বগ্গণ-বানদণ-নল্ল-জুদ্ধ-  
করণেহিং সংতে পবিস্থংতে নয়-পাগ-নহন্থন-পাগেহিং সুগংধ-  
ভিল্লাহইএহিং পীণপিজেহিং দাবণিজেহিং ময়ণিজেহিং  
বিংহণিজেহিং দম্পপিজেহিং সব্বংদিয়-গায়-পল্লাহয়ণিজেহিং  
অব্ভংগিএ ভিল্লাচয়ংনি নিউণেহিং পড়িপুয়-পাণি-পায়-সুকুমাল-  
কোমল-ভলেহিং পুরিসেহিং অব্ভংগণ-পবিনদ্ধপ্পলণ-করণ-  
গুণ-নিম্মাএহিং ছেএহিং দক্ষুথেহিং পট্টেহিং কুনলেহিং নেহাবীহিং

সুগন্ধি পুষ্পাবাৰা সাংজাইল ; কালাগুৰু, কুন্দুৰুৰু, তুৰুৰু প্ৰভৃতি গন্ধদ্রব্য জালাইবা ধূপগন্ধি ধূমাদি বাবা সুগন্ধে ঘৰ মহ-মহ কৰিয়া তুলিল ; সুগন্ধ পুষ্পনিৰ্বাস ছড়াইয়া ঘৰ সুবাসিত কৰিল ; সমস্ত ঘৰটিকে যেন একটি গন্ধবৰ্ভিকার মত কৰিয়া তুলিল। এই সব কৰ্ম সমাপ্ত হইলে ঐ ঘৰে সিংহাসন রচনা কৰিল। তাবপৰ যেখানে সিদ্ধাৰ্থ ক্ষত্ৰিয় ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া কবতলে বদ্ধ অঞ্জলিৰ দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া সিদ্ধাৰ্থ ক্ষত্ৰিয়েৰ নিকট তাঁহার আদেশ প্ৰতিপালন সংবাদ জ্ঞাপন কৰিল ॥ ৫৮ ॥

পৰদিন বজ্জনী প্ৰভাত হইলে অৰ্ঘোজ্জল প্ৰভাত-তে কোমল কমল ও উৎপল প্ৰফুল্লিত হইলে, রক্তাশোকতুল্য, কিংকৰতুল্য, শুকমুখতুল্য এবং গুজাৰ (কুঁচকলেৰ বৃক্ষাংশ বৰ্জিত অপরাংশ) তুল্য রক্তবৰ্ণ, [ পাৰাবতেৰ চরণ ও নয়নতুল্য, পদ্মভূতৰ (কোকিলেৰ) স্তন্য লোচনতুল্য, জবাকুসুমরাশিবৎ এবং হিন্দুলপুঞ্জ অপেক্ষা অধিক রক্তবৰ্ণে শোভমান, ] কমলসমূহেৰ বোধনকারী, নিজেৰ তেজে জলজ সহস্রবাণি সূৰ্যদেব উদিত হইলে, [ বধাক্ৰমে অৰ্ঘ্যৎ বধাসময়ে দিবাকৰ উদিত হইলে, তাহারই কবপ্ৰহাবে অন্ধকাৰ দগ্ধিত হইলে ও তৰুণ বৌদ্ধেয় কুংকুমে জীবলোক খচিতবৎ হইলে ] সিদ্ধাৰ্থ ক্ষত্ৰিয় শয্যা হইতে উঠিলেন ॥ ৫৯ ॥

উঠিয়া তিনি পাদপীঠ হইতে অবরোহণ কৰিলেন। তারপৰ অট্টনশালাষ (অৰ্ঘ্যৎ ব্যায়ামাগারে) প্ৰবেশ কৰিলেন। অট্টনশালাষ প্ৰবেশ কৰিয়া অনেক-প্ৰকাৰ ব্যায়ামযোগ্য লক্ষন, ব্যায়মর্দন (পেলী-সঞ্চালনাদি) ও মল্লযুদ্ধ কবাৰ পৰ শাস্ত্ৰ ও পৰিশাস্ত্ৰ হইলে প্ৰীতিকৰ, দীপক, মদনবধৰ্ক, বৃহৎ, বলকৰ, সৰ্বেক্সিৰ ও সৰ্বগাজেৰ প্ৰহ্লাদনকৰ এবং অভ্যঞ্জন শতপাক ও সহস্ৰপাক বহুবিধ সুগন্ধ তৈলাদি দ্বাৰা নিপুণ, শিক্ষিত, সুদক্ষ, প্ৰধান, [ স্বব্যবসায়ে ] কুশল, মেধাবী ও পৰিশ্ৰমে অকাতৰ সেবকগৰ্ণ তাঁহার অঙ্গসংবাহন কৰিতে লাগিল। ঐ সেবকগণেৰ কৰ্ত্তল ও পদতল স্নান্য ও কোমল এবং উহাৰা সম্পূৰ্ণ দেহবিশিষ্ট। তাহাৰা অভ্যঞ্জন কৰ্মে, পৰিমর্দন কৰ্মে ও উদ্বলন-

ଝିୟ-ପନିନୁମେହିଂ ଅଟ୍ଟି-ସୁହାଏ ନମ-ସୁହାଏ ତରା-ସୁହାଏ ରୋନ-  
ସୁହାଏ ଚଟ୍ଟବିହାଏ ସୁହ-ପବିକନ୍ଥାଏ ନବାହାଣୀଏ ନବାହିଏ ନବାଣେ  
ଅବଗର-ପରିନୁମେ ଅଟ୍ଟିନାଲାଓ ପଢ଼ିନିକ୍ଷୁନହି ॥ ୬୦ ॥

ପଢ଼ିନିକ୍ଷୁମିନ୍ତା ଜେଣେବ ମଞ୍ଜୁବସେ ଡେଣେବ ଉବାଗଛୁଇ ।  
ଉବାଗଛୁଇତା ମଞ୍ଜୁବସର ଅନୁପବିସଇ । ଅନୁପବିସିନ୍ତା ନ-ଗୁନ୍ତ-  
ଜ୍ଞାନାକୂଳାଭିବାମେ ବିଚିନ୍ତ-ଗଣି-ରସନ-କୋଟିନ-ତଳେ ରମଣିଜ୍ଞେ  
ଂହାଣମଣ୍ଡବସି ନାମା-ଗଣି-ବସନ-ହସ୍ତି-ଚିନ୍ତାସି ନୁହାଣପୀଟୁନି  
ସୁହାନିନେ ପୁମ୍ପକୋଦାହି ଯ ଗଂଧୋଦାହି ଯ ଉନିଶୋଦାହି ଯ  
ସୁକୋଦାହି ଯ କଳାଣ-କରଣ-ପବନ-ମଞ୍ଜୁବ-ବିହୀଏ ମଞ୍ଜିଏ । ତଥ  
କୋଟିର-ନାହିଂ ବହୁବିହେହିଂ କଳାଣ-ପବନ-ମଞ୍ଜୁବାବସାଣେ ମଞ୍ଜୁଲ-  
ସୁକୁମାର - ଗଂଧ - କାନାହିର - ନୁହାଣଗେ ଅହର-ସୁନହାଣ-ଦୁନ-ରସନ-  
ସୁନାବୁଡ଼େ ନବନ-ସୁନାଭି-ଗୋନୀନ-ଚନ୍ଦନାଣୁଲିନ୍ତ-ଗନ୍ଧେ ଅହି-ଗାଳା-  
ବସନ-ବିଲେବେ ଆବିନ୍ଦ-ଗଣି-ସୁବସେ କଞ୍ଚିର-ହାବଜ୍ଞହାର-ତିନର-  
ପାଳବ-ପଳବଗାଣେ କଢ଼ି-ସୁନ୍ଦର-କର-ନୋଡ଼େ ମିଶିନ୍ଦ-ଗୋବିଜ୍ଞେ  
ଅଂଶୁଲିଜ୍ଞ-ଲଲିର-କବାନ୍ତରଣେ ବର-କଢ଼-ତୁଢ଼ିର - ଥାନ୍ତିର - ଭୁଏ  
ଅହିର-ରବ-ନନିନୀଏ କୁଂଡଳ-ଉଜ୍ଜୋବିରାଣେ ନଡ଼ି-ଦିନ୍ତ-ନିବଏ  
ହାବୋଧର-ସୁକବ-ରହିର - ବଚ୍ଚେ ମୁଦିରାମିଶ୍ଵରାଣୁଲିଏ ପାଳବ-  
ପଳବଗାଣ-ସୁକର-ପଢ଼-ଉତ୍ତରିଜ୍ଞେ ନାମା-ଗଣି-କଣ-ରସନ - ବିନଳ-  
ମହରିହ - ନିଉପୋବିର - ମିନିନିନିନ୍ତ-ବିବହିର-ସୁନିନିଟ୍ଟ-ବିନିଟ୍ଟ-  
ନନ୍ଦ-ଆବିନ୍ଦ-ବୀର-ବଳଏ କିଂ ବହୁପା କଞ୍ଚ-ରୁକ୍ଷଏ ଡେବ ଅଳକିର-  
ବିଭୁସିଏ ନରିନ୍ଦେ ନ-କୋରିନ୍ତ-ନନ୍ଦ-ଦାମେଣ ଛନ୍ଦେ ଧବିଜ୍ଞନାଣେ  
ନେର-ବର-ଚାମରାହିଂ ଉଦ୍ଧୁସ୍ଵଗାଣୀତିଂ ନଗଳ-ହର-ନନ୍ଦ-କଲାଣୋଏ  
ଅଣେଣ - ଗଣନାୟଗ - ଦନ୍ତନାୟଗ - ରାଜିନର - ତଳବର - ଗାଢ଼ବିର-

(অর্থাৎ 'বলবর্ধন-') কর্মে অভ্যস্ত ও এইসকল কর্মের ফলাভিষ্ট। তাহা বা তৈলচর্মে সিদ্ধার্থকে বসাইয়া অস্থি-সুখকর, মাংস-সুখকর, চর্ম-সুখকর, ও লোম-সুখকর এই চতুর্বিধ অঙ্গসুখকর পরিকর্মণা (অর্থাৎ তৈল হরিদ্রাদিত্রক্ষণ) ও সংবাহনাদি অঙ্গসেবা কবিত্তে লাগিল। তাহাদের সংবাহনাদি ও পরিকর্মণায় শ্রান্তি ও পরিশ্রম অপগত হইলে তিনি অট্টমশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ৬০ ॥

তারপর অট্টমশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিনি যেদিকে মার্জ্জন গৃহ সেইদিকে গমন কবিলেন। যাইয়া মার্জ্জনগৃহে প্রবেশ কবিলেন। সে গৃহ খচিত মুক্তাভালে অভিবাসনদর্শন। তাহাব কুট্টিমে বিচিত্র মণিবন্ধ-খচিত খাণ্ডাখ কুট্টিমতল অতি রমণীয়। জ্ঞানমণ্ডপে নানা মণি বন্ধ খচিত ও নানা চিত্র অঙ্কিত বহিয়াছে। সেখানে তিনি জ্ঞান-পীঠিকার স্মরণীয় হইলেন। পুষ্পোদক, গন্ধোদক, উষ্ণোদক ও শুষ্কোদকে কল্যাণকর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবিধি অল্পসাবে তিনি জ্ঞান করিলেন। 'উদগত-গন্ধ (অর্থাৎ হৃত্যর খাই-তোলা) হুকোমল গন্ধ-কাব্যরিকা (অর্থাৎ বক্তব্য অঙ্গর তোমালে) দ্বারা অঙ্গ মার্জিত করা হইল। তাবপর তিনি বহুমূল্য বস্ত্রবস্ত্রে দেহ স্নানবৃত্ত করিলেন। সবস ও স্নবতি গোশীর্ষ ও চন্দন গাত্রে অঙ্গলপন করা হইল। তাবপর জ্ঞানানন্তর অল্পচেষ্টা শত কৌতুকমজল সম্পাদিত ও বহুবিধ কল্যাণকর বিধি অল্পষ্ঠিত হইল। তারপর চন্দনলেপনে শুচি পুষ্পমাল্য ও মণিবন্ধ অর্ণহাব পবান হইল। হাবে সংলগ্ন তে-নরী অর্ণহাবে প্রালম্ব (অর্থাৎ দোলক বা লকেট) প্রলম্বিত বহিয়াছে। কটিদেশেব শোভা কটিপুত্রে, প্রীবার ঐবেয়, ললিত অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়, ভূষয়ের তন্তন (অর্থাৎ জড়ীকরণ) স্বরূপ শ্রেষ্ঠ কটক ও ক্রটিক, আননোজ্জলকাবী কুণ্ডল, দীপ্তশীর্ষ মুকুট, এইসব [আভরণে] তাহাব স্নানর দেহ অধিকতর রূপশ্রীসম্পন্ন হইল। আন্তর হাব-স্তবকে বন্ধস্থল দ্ব্যতিমান, পিঙ্গলবর্ণ মুদ্রিকায অঙ্গুলি পিঙ্গলবর্ণ, পট্টবস্ত্রেব উত্তরীয় হইতে [মুক্তাব] প্রালম্ব (অর্থাৎ কাঁদব) প্রলম্বমান। নানা মহার্হ মণিবন্ধখচিত বীরবলম্বয় বিমল কনকে স্নানিপুণ মণিকার কতৃক নির্মিত, প্রাণিত, বিদ্ধ, স্পষ্ট (অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে জোড দেওয়া),

কোড়ুংবিন্ন-মংতি-মহামংতি-গণগ-দোবাবিন্ন-অমচ্চ-চেড় - পীড়মদ্দ-  
নগর-নিগম-সিট্ঠি-সেণাবহ - সত্ত্ববাহ - দূয় - সংধিপাল সদ্ধিং  
সংপরিবুড়ে খবল-মহা-মেহ-নিগ্গএ ইব গহ-গণ-দিপ্পত্ত-  
রিক্ক-তারা-গণাণ মজ্জবো সসি'ব পিয়দংসণে নববজ্জ নবিংদে  
নর-বসহে নব-সীহে অব্ভহিয়-রায়-তেয়-লচ্ছীএ দিগ্গমাণে  
মজ্জগম্বাও পড়িনিক্কমই ॥ ৬১ ॥

নিক্কমিত্তা জেণেব বাহিরিয়া উবট্ঠাণসালা তেণেব  
উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা সীহাসণসি পুরথাভিমুহে নিসীয়তি ॥  
৬২ ॥

নিসীয়িত্তা অপ্পণো উত্তবপুবস্মিমে দিসী-ভাএ অট্ঠ  
ভদ্বাসণাইং সেয়-বথ-পচ্ছুয়াইং সিদ্ধথয়-কয়-মংগলোবয়াবাইং  
বয়াবেতি। বয়াবিত্তা অল্পণো অদুবসামংতে নাণা-মণি-রয়ণ-  
মংড়িয়ং অহিয়-পেচ্ছগিচ্ছং মহগ্গ-বব-পট্টগুগ্গয়ং সপ্প-পট্ট-  
ভত্তি - সয় - চিত্ত-তাণং দ্ধামিয়-উসত্ত-তুরয-নব-মগব-বিহগ-  
বালগ - কিংনব - কয় - সবত্ত-চমব-কুংজব-বণলয়-পট্টমলয়-ভত্তি-  
চিত্তং অব্ভিত্তবিয়ং জবণিয়ং অংছাবেই। অংছাবিত্তা নাণা-  
মণি-বয়ণ-ভত্তি-চিত্তং অথবয়-মিউ-মস্সুব গোথয়ং সেয়-বথ-পচ্ছু-  
থুয়ং স্মমউয়ং অংগ-সুহ-কবিসগং বিসিট্ঠং তিসলাএ খত্তিয়াণীএ  
ভদ্বাসণং রয়াবেই। বয়াবিত্তা কোড়ুংবিন্নপুরিসে সদ্দাবেই।  
সদ্দাবিত্তা এবং বয়াসী ॥ ৬৩ ॥

নিশেবিত, শোভনীকৃত ও উজ্জলীকৃত। অধিক কি? কল্পবৃক্ষের মতই তিনি অলঙ্কৃত ও বিভূষিত হইয়া নবগণের প্রধানরূপে বিবাজমান। কোরিস্ত পুস্পের মাল্যে বিভূষিত বাজচ্ছত্র [মন্তকেব উপরিভাগে] দ্রুত বহিয়াছে। শ্রেষ্ঠ খেত চামরে ব্যজন করা হইতেছে। দেখিবা-  
মাত্র লোকে মঙ্গলকব জম্ববনি কবিতোছে। অনেক গণনায়েক, বাজা, দৈব, তনবর, মাণ্ড্য, কোটুয়িক, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, গণক, দৌবারিক, অমাত্য, চেট, গীঠমদ, নাগর, নিগম, শ্রেষ্ঠী, সেনাপতি, সার্থবাহ, দ্রুত ও সন্ধিপাল কতৃক পবিত্রেষ্টিত হইয়া তিনি ষবল মহামেষ হইতে নিষ্ক্রান্ত দীপ্যমান গ্রহ, ঋক্ষ ও তাবাগণের মধ্যে প্রিয়দর্শন শশীর জায় [শোভা পান]। অত্যধিক রাজপ্রতাপলক্ষ্মীতে দীপ্যমান [সেই] নরপতি, নবেত্র, নবব্রহ্ম নবগিংহ মার্জ্জনগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ৬১ ॥

নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৈদিকে বাহির উপস্থানশালা সেইদিকে গমন করিলেন। যাইবা সিংহাসনে পূর্বদিকে মুখ কবিয়া উপবেশন কবিলেন ॥ ৬২ ॥

উপবেশনান্তে তিনি আপনাব উত্তর-পূর্ব দিগ্ভাগে খেত বস্ত্রে আবৃত, সিদ্ধার্থ (অর্থাৎ সর্ষপ) দ্বাবা কৃত-মঙ্গলোপচার আটটি ভজ্ঞাগন বচনা করাইলেন। তারপর আপনার সিংহাসনের অদূবে এক প্রান্তে একটি আভ্যন্তরিক ববনিকা সংস্থাপন করাইলেন। সেই ববনিকা নানা মণিরস্ত্রে মণ্ডিত, অত্যধিক মনোরম-দর্শন, শ্রেষ্ঠ পট্টনে নির্মিত বলিয়া মহার্ষ, সীবন-করা শতচিহ্নশোভিত অঙ্গ পট্টবস্ত্রে নির্মিত এবং তাহাতে দৈহামৃগ (অর্থাৎ বৃক), ব্রহ্ম, ভূবগ, নর, মকর, বিহগ, ব্যাল, কিন্নব, কক, শরভ, চমব, কুম্ভর, বনলতা ও পদ্মলতার চিত্র চিত্রিত। ত্রিশলা ক্ষত্রিয়গীর অস্ত্র একটি বিশিষ্ট ভজ্ঞাগন বচনা করাইলেন। তাহা নানা মণিরস্ত্রে মণ্ডিত, খেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত, অকোমল, স্পর্শে অঙ্গ-অর্থকর এবং বৃদ্ধমহুবকাকীর্ণ উপাধান ও আন্তবণে শোভিত। তাবপর কুটুহ-পুষ্কমগকে ডাকিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৬৩ ॥



ଥିମ୍ନମେବ ଭୋ ଦେବାଘୁଷ୍ଟିୟା ! ଅଟ୍ଟଂଗ-ମହା-ନିମିତ୍ତ-ସୁନ୍ତଥ-  
 ଧାବଏ ବିବିହ-ସନ୍ଧ-କୁସଳେ ଅବିଂ-ଲକ୍ଷ୍ମଣ-ପାଟ୍ଟଏ ସନ୍ଦାବେହ । ତତେ  
 ଣଂ ତେ କୋଡୁଂବିଷପ୍ପବିସା ସିଦ୍ଧଥେଂ ବନ୍ନା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧା ସମାଣା  
 ହଟ୍ଟ-ତୁଟ୍ଟ [ ପୁଂ ବାଂ ୩ ] ଜାବ ହିୟସ୍ଥା କରସ୍ଥଳ-[ ପୁଂ ବାଂ ୫ ]  
 ଜାବ ପଢିସ୍ଥାଂତି ॥ ୬୪ ॥

ପଢିସ୍ଥାଂତି ସିଦ୍ଧଥ୍‌ସ୍‌ ଧ୍ବନ୍ତିୟ୍‌ସ୍‌ ଅଂତିଆଓ ପଢିନିକ୍ଷ-  
 ମଂତି । ପଢିନିକ୍ଷମିତ୍ତା କୁଞ୍ଜପୁବଂ ନଗବଂ ମଞ୍ଜୁଂମଞ୍ଜୁଂବେଂ  
 ଜେଣେବ ଅବିଂ-ଲକ୍ଷ୍ମଣ-ପାଟ୍ଟଗାଂ ଗେହାହିଂ ତେଣେବ ଉବାଗଛଂତି ।  
 ଉବାଗଛିତ୍ତା ଅବିଂ-ଲକ୍ଷ୍ମଣ- ପାଟ୍ଟଏ ସନ୍ଦାବିଂତି ॥ ୬୫ ॥

ତଏ ଣଂ ତେ ଅବିଂ-ଲକ୍ଷ୍ମଣ-ପାଟ୍ଟଗା ସିଦ୍ଧଥ୍‌ସ୍‌ ଧ୍ବନ୍ତିୟ୍‌ସ୍‌  
 କୋଡୁଂବିଷ-ପ୍ପବିସେହିଂ ସନ୍ଦାବିସା ସମାଣା ହଟ୍ଟତୁଟ୍ଟ-[ ପୁଂ ବାଂ ୩ ]  
 ଜାବ - ହିୟସ୍ଥା ନ୍ହାସା କୟ - ବାଲି-କୟା କୟ - କୋଉୟ - ମଂଗଳ-  
 ପାୟଛିତ୍ତା ଅଦ୍ଧପ୍ପବେସାହିଂ ମଂଗଲ୍ଲାହିଂ ବଥାହିଂ ପବବାହିଂ ପବିହିୟା  
 ଅପ୍ପ - ମହଗ୍‌ସାଭବଣାଂକିୟ - ସବୀବା ସିଦ୍ଧଥ୍‌ସ୍ - ହବିୟାଲିୟା-କୟ -  
 ମଂଗଳ-ମୁଦ୍ଧାପା ସଏହିଂ ସଏହିଂ ଗେହେହିଂତୋ ନିଗ୍‌ଗଛଂତି । ନିଗ୍-  
 ଗଛିତ୍ତା ଧ୍ବନ୍ତିୟ୍‌-କୁଞ୍ଜଗ୍‌ମଂ ନଗବଂ ମଞ୍ଜୁଂମଞ୍ଜୁଂବେଂ ଜେଣେବ ସିଦ୍ଧଥ୍‌ସ୍‌  
 ରନ୍ନୋ ଭବଂ-ବବ-ବଢିଂସଗ-ପଢିହ୍‌ବାବେ, ତେଣେବ ଉବାଗଛଂତି ॥ ୬୬ ॥

ଉବାଗଛିତ୍ତା ଭବଂ-ବବ-ବଢିଂସଗ-ପଢିହ୍‌ବାବେ ଏଗଓ ମିଲଂତି,  
 ଜେଣେବ ବାହିବିସା ଉବଟ୍ଟାଣସାଳା ଜେଣେବ ସିଦ୍ଧଥେ ଧ୍ବନ୍ତିଏ ତେଣେବ

ভো দেবাহুপ্রিয়গণ! শীঘ্র গিয়া বাহারা অষ্টাঙ্গসহ নিমিত্ত-  
শাস্ত্রের স্বার্থ আনেন ও বাহাবা বিবিধ শাস্ত্রে বিশাবদ এমন  
স্বপ্নলক্ষণ-পাঠকদিগকে ডাকিয়া আন। তারপর সেই কুটূষ-পুঙ্খগণ  
রাজা সিদ্ধার্থ কতৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দৃষ্টচিহ্ন, আনন্দিত, পরম  
সৌমনস্য-সম্পন্ন, হর্ষবশে বিসারিত-হৃদয় ও [বৃষ্টি-] ধারায় আহত  
কদম্বং উচ্ছসিত-লোমকূপ হইল এবং কবতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশ  
নখ মাধার ঠেকাইয়া ‘যে আজ্ঞা, স্বামিন্।’ বলিয়া সবিনয়ে আজ্ঞা  
পালন অঙ্গীকার কবিল ॥ ৬৪ ॥

অঙ্গীকার করিয়া তাহার সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে নিষ্কাশ  
হইয়া গেল। বাহিব হইয়া তাহার কুণ্ডপুং নগরের মধ্য দিয়া  
বেদিকে স্বপ্নলক্ষণ-পাঠকদিগের বাস সেইদিকে গমন কবিল। বাহইরা  
স্বপ্নলক্ষণ-পাঠকদিগকে ডাকিল ॥ ৬৫ ॥

তারপর সেই স্বপ্ন-লক্ষণ-পাঠকগণ সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের সেই কুটূষপুঙ্খ-  
গণ কতৃক আহৃত হইয়া দৃষ্টচিহ্ন, আনন্দিত ও পরমসৌমনস্যযুক্ত হইলেন।  
হর্ষবশে তাঁহাদের হৃদয় বিসারিত হইল। [বৃষ্টি] ধারায় আহত কদম্ব-  
পুষ্পের চক্ষু জায় তাঁহাদের লোমকূপ উচ্ছসিত হইল। তাঁহারা মান  
করিয়া [গৃহদেবতাদিগের] বলিকর্ম সমাপ্ত করিয়া ভিলক-রচনাদি  
মঙ্গলকর্ম ও [অশুভ নেত্র-দোষ-নিবারণার্থ] প্রায়শ্চিত্ত কর্ম সারিবা,  
রাজসভার প্রবেশযোগ্য শুদ্ধ ও শুভ বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিয়া, আপন  
আপন মহার্ষ আভরণে শরীর অলঙ্কৃত করিবা, মন্তকে সিদ্ধার্থ (অর্বাৎ  
সর্ষপ) এবং হরিতালিকা (অর্বাৎ দুর্বাঙ্কুর) সহযোগে মঙ্গলকর্ম  
সমাপন কবিয়া স্ব স্ব গৃহ হইতে নিষ্কাশ হইলেন। তারপর ক্ষত্রিয়-  
কুণ্ড্রায় নগরের মধ্য দিয়া চলিয়া যেখানে রাজা সিদ্ধার্থের শ্রেষ্ঠ  
রাজভবনব সিংহদ্বার সেইখানে উপনীত হইলেন ॥ ৬৬ ॥

উপনীত হইয়া তাঁহারা সেই শ্রেষ্ঠ রাজভবনের সিংহদ্বারে একে  
একে মিলিত হইলেন। তারপর যেখানে বাহিব উপস্থানশালা,  
বাহাব মধ্য সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয় [আসীন] সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

ଓବାଗଛଂତି । କରୟଳ-ପବିତ୍ରଗହ୍ନିୟ [ ପୁଂ ବାଂ ୫ ] ଜାବ କଟୁଟୁ  
 ସିଦ୍ଧଥଂ ଧନ୍ତିୟଂ ଜଂଏଂ ବିଜ୍ଞଏଂ ବଦ୍ଧାବେଂତି ॥ ୬୭ ॥

ତଏ ଂ ତେ ଅୁବିଂ-ଲକ୍ଷଣ-ପାଟ୍ଟାଗା ସିଦ୍ଧଥେଂ ବରା ବଂଦିୟ-  
 ପୁହିୟ-ସକାବିୟ-ସମ୍ମାଣିୟା ସମାଂ ପତ୍ତେୟଂ ପତ୍ତେୟଂ ପୁବରଥେଅୁ  
 ଭଦ୍ଦାସଂଥେଅୁ ନିସୀୟଂତି ॥ ୬୮ ॥

ତଏ ଂ ସିଦ୍ଧଥେ ଧନ୍ତିଏ ତିସଲା ଧନ୍ତିୟାଂ ଜବଂଗିୟଂତରିୟଂ  
 ଠବେହି । ଠବିତ୍ତା ପୁଂଫ-ଫଳ - ପବିପୁନ - ହଥେ ପବେଂ ବିଂଏଂ  
 ତେ ଅୁମିଂ-ଲକ୍ଷଣ-ପାଟ୍ଟାଏ ଏବଂ ବୟାସୀ ॥ ୬୯ ॥

ଏବଂ ଧନୁ ଦେବାଂପୁଂପିୟା । ଅଜ୍ଞ ତିସଲା ଧନ୍ତିୟାଂ ତସି  
 ତାବିସଂଗାସି [ ପୁଂ ବାଂ ୭ ] ଜାବ ଅୁତ୍ତଜାଂଗବା ଓହୀବମାଂ  
 ଓହୀବମାଂ ହିମେ ଏୟାକାବେ ଓବାଲେ ଚୋଦସ ମହାଅୁମିଂ ପାସିତ୍ତା  
 ଂ ପଢିବୁଦ୍ଧା ॥ ୭୦ ॥

ତଂ ଜହା । ଗୟ ଓସତ ଗାହା [ ପୁଂ ବାଂ ୨ ] ॥ ୭୧ ॥

ତଂ ତେସିଂ ଚୋଦସଂହ ମହାଅୁମିଂ, ଦେବାଂପୁଂପିୟା ।  
 ଓରାଲାଂ କେ, ମନେ, କଲାଂ ଫଳବିତ୍ତିବିସେସେ ଭବିସ୍‌ସହି ?  
 ତଏ ଂ ତେ ଅୁମିଂ-ଲକ୍ଷଣ-ପାଟ୍ଟାଗା ସିଦ୍ଧଥସ୍ ଧନ୍ତିୟସ୍ ଏୟମଟ୍ଟଂ  
 ସୋଚ୍ଚା ନିସଅୁ ହଟ୍ଟ-ତୁଟ୍ଟ [ ପୁଂ ବାଂ ୩ ] ଜାବ-ହିୟା ତେ ଅୁମିଂ

কবতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশ নখ মস্তকে ঠেকাইয়া সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়কে জয়শব্দে ও বিজয়শব্দে সম্বর্না কবিলেন ॥ ৬৭ ॥

তারপর সেই স্বপ্ন-লক্ষণ-পাঠকগণ বাজা সিদ্ধার্থ কতৃক বন্দিত, পুজিত, সংকৃত ও সম্মানিত হইয়া প্রত্যেকে পূর্বজন্ম ভ্রাতৃগণগণিতে উপবেশন করিলেন ॥ ৬৮ ॥

তারপর সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয় ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানীকে যবনিকাস্ত্রাণে বসাইলেন। বসাইয়া পুষ্প ও ফলে পবিপূর্ণ হস্তে পরম বিনয় সহকারে সেই স্বপ্ন-লক্ষণ-পাঠকদিগকে এই কথা বলিলেন ॥ ৬৯ ॥

ভো দেবানুপ্রিয়গণ! আজ ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানী সেই তাদৃশ শয্যায় শয়ন করিবা—বে শয্যায় [শরীর প্রমাণ দীর্ঘ] আলিঙ্গন বর্তিকা (বা উপাধান) ছিল, [মাথার দিকে ও পায়েব দিকে] দুইদিকে উপাধান ছিল, [মাথার দিকে ও পায়েব দিকে] দুইদিকে উন্নত ও মধ্যে গভীর [বে শয্যা] গজাপুলিনেব বাজুকাব জার অবদলনে কোমল, কোম দুকূলপটে (অর্থাৎ বেসমী চাদবে) সমাচ্ছাদিত, সুবিবচিত রজজ্ঞাণে (অর্থাৎ ভোয়ালেতে) শোভিত, রক্তাংগক সংবাবে (অর্থাৎ লাল মশাবীতে) সংবৃত, স্পর্শে পশুলোম, তুলাব গদি বা নবনীতবৎ কোমল এবং উত্তম সুগন্ধি কুসুমচূর্ণের উপচারে আত্মীর্ণ—সেই শয্যায় সুপ্ত-জাগব অবস্থায় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া মধ্য-রাত্র-সময়ে এইরূপ উদাব, কল্যাণকর, শুভশংসী, ধন্ত, মঙ্গলাকর ও শোভন ক্রীসম্পন্ন চতুর্দশ মহাশ্বপ্ন দেখিয়া আগিয়া উঠেন ॥ ৭০ ॥

সেই স্বপ্নগুলি এই! গজ, বৃষত, সিংহ, অভিষেক, [পুষ্প-]দাম, শলী, দিনকর, ধ্বজ, কুন্ত, পদ্মসবোবব, সাগর, বিমানভবন, রত্নোচ্চর ও অগ্নিশিখা ॥ ৭১ ॥

তাহা হইলে বলুন ভো দেবানুপ্রিয়গণ! সেই উদাব চতুর্দশ মহাশ্বপ্নে কি কি বিশেষ কল্যাণকর ফল হুচনা করিতেছে? তাবপব সেই স্বপ্নলক্ষণপাঠকগণ সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়েব এই কথা [কানে] শুনিয়া ও [মনে] বুঝিয়া স্বষ্টচিত্ত, আনন্দিত ও ক্রীতি-মনাঃ হইলেন।

ଓଗିଂହନ୍ତି । ଓଗିଂହିନ୍ତା ଜିହ୍ଵା ଅଂଶୁପବିସନ୍ତି । ଅଂଶୁପବିସନ୍ତା  
ଅନ୍ନମନ୍ନେଂ ସନ୍ଧିଂ ସଂଳାବେନ୍ତି ॥ ୧୨ ॥

ସଂଳାବିନ୍ତା ତେସିଂ ଅୁମିଶାଂଂ ଲକ୍ଷ୍ମିଟ୍ଠା ଗହିୟଟ୍ଠା ପୁଞ୍ଚିୟଟ୍ଠା  
ବିଶିଞ୍ଚିୟଟ୍ଠା ଅଭିଗୟଟ୍ଠା ସିଦ୍ଧଥ୍ଵସ୍ଵ ବନ୍ନୋ ପୁବଂ ଅୁମିଶ-ସଥାହିଂ  
ଉଚ୍ଚାରେମାଂଂ ଉଚ୍ଚାରେମାଂଂ ସିଦ୍ଧଥ୍ଵଂ ଶକ୍ତିୟଂ ଏବଂ ବୟାସୀ ॥ ୧୩ ॥

ଏବଂ ଧ୍ଵଂ ଦେବାଂଶୁପିୟା । ଅମ୍‌ହଂ ଅୁବିଶ-ସଥେ ବାୟାଲୀସଂ  
ଅୁମିଶା । ତୀସଂ ମହାଅୁମିଶା । ବାବନ୍ତାବିଂ ସବ୍‌ବଅୁମିଶା ଦିଟ୍ଠା ।  
ତଥ୍ଵ ଂଂ ଦେବାଂଶୁପିୟା । ଅରହନ୍ତ-ମାୟରୋ ବା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି-ମାୟରୋ  
ବା ଅରହନ୍ତସି ବା ଚକ୍ରହବସି ବା ( ଐଂ ୫୦୦ ) ଗବ୍‌ଭଂ ବକ୍ତ୍ରମାଂଂସି  
ଏଂସିଂ ତୀସାଏ ମହାଅୁମିଶାଂଂ ହିମେ ଚଉଦ୍ଦସ ମହାଅୁମିଶେ ପାସିନ୍ତା  
ଂଂ ପଢ଼ିବୁଞ୍ଜଂଂତି ॥ ୧୪ ॥

ତଂ ଜହା । ଗୟ ଗାହା [ ପୁଂ ବାଂ ୨ ] ॥ ୧୫ ॥

ବାୟୁଦେବସି ଗବ୍‌ଭଂ ବକ୍ତ୍ରମାଂଂସି ଏଂସିଂ ଚଉଦ୍ଦସଂଂଂ  
ମହାଅୁମିଶାଂଂ ଅନ୍ନୟବେ ସନ୍ତ ମହାଅୁମିଶେ ପାସିନ୍ତାଂଂ ପଢ଼ିବୁଞ୍ଜଂଂତି  
॥ ୧୬ ॥

ବଳଦେବମାୟରୋ ବା ବଳଦେବସି ଗବ୍‌ଭଂ ବକ୍ତ୍ରମାଂଂସି ଏଂସିଂ  
ଚୋଦ୍ଦସଂଂଂ ମହାଅୁମିଶାଂଂ ଅନ୍ନୟରେ ଚନ୍ତାରି ମହାଅୁମିଶେ ପାସିନ୍ତା  
ଂଂ ପଢ଼ିବୁଞ୍ଜଂଂତି ॥ ୧୭ ॥

ମଂଡଲିୟ-ମାୟରୋ ବା ମଂଡଲିୟସି ଗବ୍‌ଭଂ ବକ୍ତ୍ରମେ ସମାଂଂ

পরমসৌম্যভক্ত হৃদয়ে তাঁহাদের হৃদয় বিসারিত হইল। [বৃষ্টি] ধারায় আহত কদম্ববৎ তাঁহাদের লোমকূপ উচ্ছ্বসিত হইল। তাঁহারা সেই স্বপ্নগুলি সম্যকভাবে অবধারণ করিয়া নহিলেন, তারপর প্রণিধান করিয়া ভাবিয়া দেখিলেন। দেখিয়া পরস্পরের মধ্যে ঐ বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৭২ ॥

আলাপের পর সেই স্বপ্নগুলির স্মৃতিত্বার্থে সম্যক অবধারণ, ঐ বিষয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদে বিতর্কিত অর্থ, বিভক্তের পব স্মৃতিত্ব অর্থ এবং সর্বশেষে বিনিশ্চিত অর্থ রাজা সিদ্ধার্থের নিকট স্বপ্নশাস্ত্র পাঠ করিয়া করিয়া সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়কে এই কথা বলিলেন ॥ ৭৩ ॥

তো দেবানুপ্রিয়! আমাদের স্বপ্নশাস্ত্রে এইরূপ বিব্রাঙ্কিত [সাধাবণ] স্বপ্ন, ত্রিশটি মহাস্বপ্ন, একুনে বাহ্যন্তর স্বপ্ন দৃষ্ট হইয়াছে। তাবমধ্যে, তো দেবানুপ্রিয়! অর্হৎগণের মাতারা অথবা চক্রবর্তীগণের মাতারা যখন তাঁহাদের কুক্ষিমধ্যে কোনও অর্হৎ বা চক্রবর্ত প্রবেশ করেন তখন এই ত্রিশটি মহাস্বপ্নের চৌদ্দটি দেখিয়া জাগিয়া উঠেন ॥ ৭৪ ॥

সেই চৌদ্দটি মহাস্বপ্ন এই! গজ, ব্রহ্ম, সিংহ, অতিবেক, [পুং-] দাম, শঙ্খ, দিনকর, ধ্বজ, কুন্ত, পদ্মসবোবব, সাগর, বিমান-ভবন, রত্নোচ্চর ও অগ্নিশিখা ॥ ৭৫ ॥

বাল্লদেবেরা গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় [গর্ভধারিণীরা] এই চৌদ্দটি মহাস্বপ্নের যে-কোনও সাতটি মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হন ॥ ৭৬ ॥

বলদেবেরা গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় বলদেবগর্ভধারিণীরা এই চৌদ্দটি মহাস্বপ্নের মধ্যে যে-কোনও চাবিটি দেখিয়া জাগরিত হন ॥ ৭৭ ॥

মাণ্ডলিকগণ গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় মাণ্ডলিক-জননীবা এই

এএসিং চউদসগ্হং মহাসুমিণাং অন্নবং মহাসুমিণং এগং  
পাসিত্তা ৭ং পড়িবুজ্জংতি ॥ ৭৮ ॥

ইমেয়াণিং দেবাণুস্মিয়া ! তিসলাএ খত্তিয়াণীএ চউদস  
মহাসুমিণা দিট্ঠা । তং ওবালা ৭ং দেবাণুস্মিয়া । তিসলাএ  
খত্তিয়াণীএ সুমিণা দিট্ঠা । [ পু° বা° ৪ ] জাব মংগল্লাকাবগা  
৭ং দেবাণুস্মিয়া ! তিসলাএ খত্তিয়াণীএ সুমিণা দিট্ঠা ।  
তংজহা । অথলাভো দেবাণুস্মিয়া ! ভোগলাভো দেবাণুস্মিয়া ।  
পুন্তলাভো দেবাণুস্মিয়া । সুক্খলাভো দেবাণুস্মিয়া । বজ্জলাভো  
দেবাণুস্মিয়া । এবং খলু দেবাণুস্মিয়া ! তিসলা খত্তিয়াণী  
নব্গ্হং মাসাং বহুপড়িপুন্নাং অঙ্কট্ঠমাং বাইংদিয়াং  
বিইক্কাংতাং তুম্হং কুলকেউং কুলদীবাং কুলপববং কুলবড্ডিংসং  
কুলতিলয়ং কুলকিস্তিকরং কুলদিগয়ং কুল-আধাবং কুল-  
নাদিকবং কুলজসকবং কুলপায়বং কুলবিবজ্জকবং সুকুমাল-  
পাপিপায়ং অহীণ-পড়িপুন্নাং-পংচিংদিয়-সবীবাং লক্খণ-বংজ্জণ-  
গুণোবেয়ং মাণুস্মাণস্সমাণ-পড়িপুন্নাং - সুজান্ন - সবংগ - সুন্দরংগং  
সসিসোমাকাং কংজ পিয়দংসংগং সুবংগ দারংগং পয়াহিত্তি ॥  
৭৯ ॥

সে বি য় ৭ং দাবএ বিন্নান্ন-পবিণয়-মিল্লে উম্মুক্কালাভাবে  
জোকবগংগম্গল্লে নুবে বীবে বিক্কাংতে বিখিন্ন-বল-বাহণে  
চাউয়ংত--চক্কাবট্টী বজ্জবট্টী রায়্য ভবিস্সই । জিণে বা  
তেলোক্ক-নাযগে ধম্ম-বব-চক্কাবট্টী ॥ ৮০ ॥

তং ওবালা ৭ং দেবাণুস্মিয়া ! তিসলাএ খত্তিয়াণীএ সুমিণা  
দিট্ঠা । [ পু° বা° ৪ ] জাব আবোগ্গং- তুট্ঠি-দীহাউ-কল্লাগ-

এই চৌদ্দটি মহাস্বপ্নেব মধ্যে যে-কোনও একটি দেখিরা জাগবিত হন ॥ ৭৮ ॥

ভো দেবাহুপ্রিয় ! এইগুলির মধ্যে চৌদ্দটি মহাস্বপ্নই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানী দেখিয়াছেন। স্মৃতরাং ভো দেবাহুপ্রিয় ! ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানীর দেখা স্বপ্নগুলি অতি উদার স্বপ্ন। নিশ্চয়ই দেবাহুপ্রিয় ! অতি কল্যাণকর ত্রিশলার দেখা এই স্বপ্নগুলি। নিশ্চয়ই শিব, ধন্ত, মঙ্গলাকর, ত্রীসম্পন্ন, আরোগ্য-ভূষ্টি দীর্ঘায়ুস্বচ্ছ-বিধায়ক এবং অশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলেব সূচক ত্রিশলার দেখা এই স্বপ্নগুলি। অর্থাৎ [স্মৃতি হইতেছে] দেবাহুপ্রিয় ! ভোগলাভ [স্মৃতি হইতেছে] দেবাহুপ্রিয়। পুত্রলাভ [স্মৃতি হইতেছে] দেবাহুপ্রিয়। সৌখ্যলাভ [স্মৃতি হইতেছে] দেবাহুপ্রিয়। বাজ্যলাভ [স্মৃতি হইতেছে] দেবাহুপ্রিয়। এইকারণে বলি দেবাহুপ্রিয় ! ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানী পূর্ণ নয় মাস ও সাড়ে সাত বাজিদিন গত হইলে আগনাদের কুলকেতু, কুলপ্রদীপ, কুলপর্বত, কুলাবতংস, কুলকীর্তিকর, কুলদিনকর, কুলাধার, কুলনন্দন, কুলবশস্কর, কুলপাদপ, কুলবিবর্ধন, স্কুমার হস্তপদযুক্ত, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও দেহের হীনতা বা ন্যূনতাবিহীন, স্থলক্ষণ ও স্তম্ভব্যঞ্জকশুভযুক্ত, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও ওজন প্রভৃতিতে প্রমাণাত্মক, সর্বাঙ্গসুন্দর, শরীর জ্যোতির্ময়দর্শন, কান্ত, প্রিয়দর্শন এবং সুকণ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিবেন ॥ ৭৯ ॥

তারপর সেই বালকের বাল্য গত হইলে [ধীরে ধীরে] সে বয়োজ্ঞান জ্ঞান ও [সর্বাঙ্গে] রাজ্য পবিগত যৌবন লাভ করিবে। যৌবন-প্রাপ্তি হইলে সে শুব, বীর ও বিক্রমশালী হইবে এবং বিস্তীর্ণ বিপুল বলবাহনসহ রাজ্যেব অধীশ্বর ও রাজা হইবে অথবা ত্রৈলোক্যনায়ক ধর্মবচক্রবর্তী জিন হইবে ॥ ৮০ ॥

তাই বলিতেছি, দেবাহুপ্রিয় ! অতি উদার ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানীর দেখা এই স্বপ্নগুলি। নিশ্চয়ই কল্যাণকর, দেবাহুপ্রিয় ! ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানীর দেখা এই স্বপ্নগুলি। শিব, ধন্ত, মঙ্গলাকর, ত্রীসম্পন্ন আরোগ্য-ভূষ্টি-



মংগল্লেখকাংগা গং দেবাণুপিয়া ! তিসলাএ খত্তিয়াগীএ সুমিণা  
দিট্ঠা ॥ ৮১ ॥

ততে সে সিদ্ধথে বায়া তেসিং সুমিণ-লক্খণ-পাটগাং  
এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ তুট্ঠ [পু° বা° ৩] জাব হিয়এ  
কবয়ল-[পু° বা° ৫] জাব কট্টু তে সুমিণ-লক্খণ-পাটগে  
এবং বয়াসী ॥ ৮২ ॥

এবমেয়ং দেবাণুপিয়া ! ইচ্ছিয়মেয়ং পড়িচ্ছিয়মেয়ং  
ইচ্ছিয়-পড়িচ্ছিয়মেয়ং দেবাণুপিয়া ! সচ্চে গং এসমট্ঠে সে,  
জহেয়ং তুব্ভে বয়হ'ত্তি কট্টু তে সুমিণে সম্মং পড়িচ্ছই।  
পড়িচ্ছিত্তা তে সুমিণ-লক্খণ-পাটএ বিউলেণং অসণেণং  
পুপ্ফ-বথ-গংধমল্লাংকারেণং সকারেতি সম্মাণেতি, সদ্ধাবিত্তা  
সম্মাগিত্তা বিউলং জীবিয়াবিহং গীইদাণং দলয়তি। দলয়িত্তা  
পড়িবিসজ্জেই ॥ ৮৩ ॥

ততে গং সে সিদ্ধথে খত্তিএ সীহাসণাও অব'ভুট্ঠেই।  
অব'ভুট্ঠিত্তা জেণেব তিসলা খত্তিয়াগী জবণিয়ংভবিয়া, তেণেব  
উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা তিসলাং খত্তিয়াগি এবং বয়াসী ॥  
৮৪ ॥

এবং খলু, দেবাণুপিয়া ! সুমিণ-সথংসি বায়ালীসং সুবিণা

## জিনচরিত্র

দীর্ঘায়ু-বিধায়ক এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের হেতু ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানী  
এই স্বপ্নগুলি ॥ ৮১ ॥

ভারপব সিদ্ধার্থ রাজা সেই স্বপ্ন-লক্ষণ-পাঠকদিগের এই  
[কানে] শুনিবা ও [ধ্যানে] ধাবণা করিয়া দৃষ্টচিন্তা, আর্না  
প্রীতিমনা: হইলেন। পরমসৌমনস্যবশে হর্ষ-বিসাবিত্তহৃদয় হইতে  
[বৃষ্টি-]ধারায় আহত কদম্ববৎ তাঁহার লোমকূপসকল উচ্ছসিত  
উঠিল। তিনি কবতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশনখ মাথায় ঠেকাইয়া  
স্বপ্ন-লক্ষণ-পাঠকগণকে এই কথা বলিলেন ॥ ৮২ ॥

“তো দেবাহুপ্রিয়গণ! এ কথা যথার্থ। তো দেবাহু  
এ কথা প্রকৃত। তো দেবাহুপ্রিয়গণ! এ কথাই সত্য। তো  
প্রিয়গণ! ইহাতে সন্দেহ নাই। তো দেবাহুপ্রিয়গণ!  
অভীপ্সিত। তো দেবাহুপ্রিয়গণ! ইহাই প্রত্যভীপ্সিত।  
দেবাহুপ্রিয়গণ! আপনাবা যে অর্থ বলিলেন তাহা সবই সত্য।  
বলিয়া তিনি সেই স্বপ্নগুলি সম্যক্ বরণ করিয়া লইলেন। লইয়  
স্বপ্নলক্ষণ-পাঠকদিগকে বিপুল অশন, পুষ্প-বস্ত্র-গন্ধ-মাল্য-অলঙ্কারা  
সংকাব করিলেন, সম্মানিত করিলেন। করিয়া জীবিকার উ  
বিপুল প্রীতিদান দেওয়াইলেন। তাবপর তাঁহাদিগকে  
দিলেন ॥ ৮৩ ॥

তাবপর সেই সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয় সিংহাসন হইতে উঠিলেন।  
যেখানে ববনিকান্তবালে ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানী ছিলেন সেইখানে  
গিয়া ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানীকে এই কথা বলিলেন ॥ ৮৪ ॥

ওগো দেবাহুপ্রিয়ে! স্বপ্নশাস্ত্রে বিদ্যাল্লিখিট [সাধারণ] ‘  
ত্রিশটি বহাঃস্বপ্ন, একুনে বাহাস্তরটি স্বপ্ন দৃষ্ট হইয়াছে। তারমধ্যে,  
দেবাহুপ্রিয়ে! অর্হৎ-গণের মাতারা অথবা চক্রবর্তিগণের মাতা:  
তাঁহাদের কুক্ষিতে কোনও অর্হৎ বা কোনও চক্রবর্ত প্রবেশ করে

[ ପୁଂ ବାଂ ୯ । ୧୫-୧୮ ଜିଂ ଚଂ ] ଜାବ ଏଗଂ ମହାସୁମିନୀଂ  
ପାସିନ୍ତା ଗଂ ପଢ଼ିବୁଞ୍ଜଂତି ॥ ୮୫ ॥

ଇମେୟାଗିଂ ତୁମେ, ଦେବାଗୁମ୍ପିଂ ! ଚୋଦ୍ଦସ ମହାସୁମିନୀ ଦିଟ୍ଟା ।  
ତଂ ଓବାଲା ଗଂ ତୁମେ [ ପୁଂ ବାଂ ୧୦ । ଜିଂ ଚଂ ୧୨-୮୦ ] ଜାବ  
ଜିନେ ବା ତେଲୋକ୍-ନାୟଗେ ଧନ୍ୟ-ବର-ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ॥ ୮୬ ॥

এই ত্রিশটি মহাস্থপেব মধ্যে চৌদ্দটি চৌদ্দটি দেখিয়া জাগরিত হন। সেই চৌদ্দটি স্থপ এই : গজ, ব্রহ্ম, সিংহ, অভিষেক, পুষ্পদাম, শশী দিনকর, ধ্বজ, কুস্ত, পদ্মসরোবর, সাগর, বিমানভবন, রত্নোচ্চর ও অগ্নি-শিখা। বাহুদেবেরা গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় [গর্ভধাবিনীরা] ঐ চৌদ্দটি মহাস্থপের যে-কোনও গাতটি দেখিয়া জাগরিত হন। বলদেবেরা গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় বলদেব-জননীরা এই চৌদ্দটি মহাস্থপের মধ্যে যে-কোনও চারিটি দেখিয়া জাগরিত হন। মাণ্ডলিকগণ গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় মাণ্ডলিক-জননীরা এই চৌদ্দটি মহাস্থপেব মধ্যে একটিনাত্র দেখিয়া জাগরিত হন ॥ ৮৫ ॥

এইগুলি মধ্যে দেবাহুপ্রিয়ে। চৌদ্দটি মহাস্থপই তোমার দেখা হইয়াছে। স্তব্ধবাং দেবাহুপ্রিয়ে। নিশ্চয়ই তোমার দেখা স্বপ্নগুলি উদার। নিশ্চয়ই দেবাহুপ্রিয়ে। তোমার দেখা স্বপ্নগুলি কল্যাণকর, শিব, ধর্ম, মঙ্গল্যকর, স্রীগঙ্গা, আরোগ্য-ভূষ্টি-দীর্ঘায়ু-বিধায়ক এবং অশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের সূচনাকারক। অর্ঘ্যলাভ [সুচিত হইতেছে] ওগো দেবাহুপ্রিয়ে। ভোগলাভ [সুচিত হইতেছে] ওগো দেবাহুপ্রিয়ে। গুণলাভ [সুচিত হইতেছে] ওগো দেবাহুপ্রিয়ে। সৌখ্য-লাভ [সুচিত হইতেছে] ওগো দেবাহুপ্রিয়ে। তুমি পূর্ণ নব মাস ও সাড়ে সাত রাজিদিন গত হইলে আবাদেব কুলকেতু, কুলপ্রদীপ, কুল-পর্বত, কুলাবতংস, কুলভিলক, কুলকীর্তিকব, কুলদিনকর, কুলাধাব, কুলনন্দন, কুলবশঙ্কর, কুলপাদপ, কুলবিবর্ধন, স্কুম্ভাব হস্ত-পদযুক্ত, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও দেহের হীনতা বা ন্যূনতাবিহীন, সুলক্ষণ ও শুভব্যঞ্জকগুণযুক্ত, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও ওজন প্রভৃতিতে প্রমাণাত্মক, সর্বাঙ্গসুন্দর, শরীর স্থায় সৌম্যদর্শন, বাস্ত, প্রিয়দর্শন এবং সুরূপ একটি গুণসম্বান প্রদান করিবে। তাবগব সেই বালকের বাল্য গত হইলে [বীরে বীরে] সে বয়োজ্ঞান জ্ঞান ও [সর্বাঙ্গের] মাত্রা পরিণত যৌবন লাভ করিবে। যৌবন প্রাপ্ত হইলে সে শূর বীর ও বিক্রমশালী হইবে এবং বিস্তীর্ণ বিপুল বলবাহনসহ রাজ্যের অধীশ্বর ও রাজা হইবে অথবা ত্রৈলোক্যনায়ক, ধর্মবরচক্রবর্তী জিন হইবে ॥ ৮৬ ॥

ততে ৭ং সা খতিয়াগী এয়মট্টং সোচা নিস্ম হট্ট-ভুট্ট  
[পু° বা° ৩] জাব-হিয়য়া কবয়ল-[পু° বা° ৫] জাব কট্ট  
তে স্মিগে সন্ম পড়িচ্ছই ॥ ৮৭ ॥

পড়িচ্ছিত্তা সিদ্ধখেণং বন্না অব্ভুগ্নায়া সমাগী নাগা-মণি-  
বয়ণ-ভক্তি-চিত্তাও ভদ্রাসণাও অব্ভুট্টেই। অব্ভুট্টিত্তা  
অতুবিয়ং অচবলং অসংভতাএ অবিলংবিয়াএ বায়-হংস-  
সবিসীএ গর্দেএ জেণেব সএ ভবণে তেণেব উবাগচ্ছতি।  
উবাগচ্ছিত্তা সয়্য ভবণং অণুপবিট্টা ॥ ৮৮ ॥

জপ্পভিইং চ ৭ং সমণে ভগবং মহাবীবে তং নায়-কুলং  
সাহবিএ, তপ্পভিইং চ ৭ং বহবে বেসমণ-কুংড-ধাবিণে তিবিয়-  
জংভয়া দেবা সন্ধবয়ণেণং সে জাইং ইমাইং পুবা-পোবাণাইং  
মহা-নিহাণাইং ভবংতি—তং জহা : পহীণ-সামিযাইং পহীণ-  
সেউয়াইং পহীণ-গোত্তাগাবাইং উচ্ছিন্ন-সামিযাইং উচ্ছিন্ন-সেউয়াইং  
উচ্ছিন্ন-গোত্তাগাবাইং গামাগব - নগব - খেড় - কব্বড় - মড়ব-  
দোণমুহ-পট্টাণসম-সংবাহা-সন্নিবেসেন্ন সিংঘাড্‌এন্ন বা তিএন্ন বা  
চট্টকেন্ন বা চচ্চরেন্ন বা চট্টমুহেন্ন বা মহাপহেন্ন বা গামট্ট-  
ঠাণেন্ন বা নগবট্টাণেন্ন বা গাম-নিদ্ধমণেন্ন বা নগব-নিদ্ধমণেন্ন  
বা আবণেন্ন বা দেবকুলেন্ন বা সভান্ন বা পবান্ন বা আবামেন্ন  
বা উজ্জাণেন্ন বা বণেন্ন বা বণসংডেন্ন বা স্মসাণ-স্মসাণাব-  
গিবি - কংদর - সংতি - সংখি - সেলোবট্টাণ - ভবণ-গিহেন্ন বা

তান্নপব সেই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানী এই কথা [ কান দিয়া ] শুনিয়া ও [ মন দিয়া ] বুঝিয়া হৃষ্টচিত্তা আনন্দিতা ও প্রীতিযুক্তা হইলেন। পরম সৌমনস্যা জন্ত হর্ষবশে তাঁহার হৃদয় বিসারিত হইল। বৃষ্টিধারাৰ আহত কদম্ববৎ তাঁহার লোককুণ্ডলি সমুচ্ছৃগিত হইল। কবতলে বদ্ধ অঞ্জলিব দশনখ মাথাষ ঠেকাইয়া তিনি ঐ স্বপ্নগুলি সম্যক্ বরণ করিয়া লইলেন ॥ ৮৭ ॥

অগ্নবরণের পব রাজা সিদ্ধার্থেব অনুমতি লইয়া তিনি নানা মণিবয়ে খচিত বিবিধ চিত্রে চিত্রিত ভদ্রাঙ্গন হইতে উঠিয়া অশ্ববিত অচপল, অবিহ্বল, অবিলম্বিত রাজহংসতুল্য গতিতে যেখানে নিজ ভবন সেইখানে গেলেন। গিয়া স্বভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৮৮ ॥

যখন হইতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর সেই জ্ঞাতিকুলে প্রবেশ করেন তখন হইতে শত্ৰুর আদেশে বহু বৈশ্রবণ-কুণ্ডারী ( অর্থাৎ কুবেরের ভৃত্য ) তির্যগ্‌বোনি ভৃঙ্ক দেবগণ পূর্বাকালীন পূর্বাতন [ উত্তবাধিকারি-বিহীন ] বহু ধনবদ্ধ আনিয়া সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়েব গৃহে রাখিতে লাগিল। সেগুলিব বিবরণ এইরূপ : যে-সব ধনবস্ত্বেব কোনও অধিকারী নাই সেবক নাই, গোত্ররক্ষক নাই, অথবা যে-সব ধনবস্ত্বেব অধিকারী, সেবক বা গোত্ররক্ষক উচ্ছিন্ন ( লুপ্ত ) হইয়াছে সেই-সব ধনবস্ত্র। গ্রামে, আকবে ( খনিতে, ) ( করহীন ) নগবে, খেটে ( অর্থাৎ মৃৎপ্রাকার-বেষ্টিত নগবে ), কবটে ( কুনগরে ), মডম্পট্টনে ( যে পট্টনের চতুর্দিকে অর্ধযোজন মধ্যে গ্রাম ), জ্রোণমুখ পট্টনে ( জলপথে বা স্থলপথে স্থিত নগবে ), আশ্রমে ( মুনিস্থান বা তীর্থস্থানে ), সংবাহে ( কুবিলক্‌ ধাত্তাদি যেখানে সংবাহিত ও সঞ্চিত হয় ), সন্নিবেশে ( সার্ব-শকটাদির সন্নিবেশস্থানে, চটিতে ), সিংঘাটকে ( যাক্রিগণেব বিশ্রামস্থানে, মুসাফিবথানায় ), ত্রিকোণ স্থানে, চতুষ্কোণ স্থানে, চত্ববে, চৌমাথায়, মহাপথে ( শ্রাশানপথে ), বিলুপ্ত গ্রামেব ভিটায়, লুপ্ত নগবেব ভিটায়, গ্রামের জলনির্গমপথে, নগরের জলনির্গমপথে, আপণ স্থানে ( হাটে ),

ସଂନିକ୍ଷିତ୍ତାହିଂ ଚିଟ୍ଟିଂତି—ତାହିଂ ସିଦ୍ଧଥ-ବାୟ-ଭବଣଂସି ମାହବଂତି  
॥ ୮୯ ॥

ଜଂ ବୟାଂ ଚ ଣଂ ସମଣେ ଭଗବଂ ମହାବୀବେ ନାୟ-କୁଳଂସି  
ମାହିରିଏ ତଂ ବୟାଂ ଚ ଣଂ ନାୟକୁଳଂ ହିରନ୍ନେଂ ବଡ଼ିଆ, ଅବନ୍ନେଂ  
ବଡ଼ିଆ, ଶ୍ରେଣେଂ ଶ୍ରେଣେଂ ବଜ୍ଜେଂ ବଟ୍ଟେଂ ବଡ଼ିଆ, ବଳେଂ  
ବାହେଂ କୋସେଂ କୋଟ୍ଟାଗାବେଂ ପୁରେଂ ଅତେତ୍ତେବେଂ ଜଣବେଂ  
ଜସ-ବାଏଂ ବଡ଼ିଆ, ବିପୁଳ-ଶ୍ରେଣ-କଣ-ବୟ-ମା-ମୋଦ୍ଧିୟ-ସଂଥ-  
ସିଲ-ପ୍ପବାଳ-ବନ୍ତ-ବୟମାହିଏଂ ସତ-ସାବ - ସାବଇଜ୍ଜେଂ - ଅର୍ଜବ  
ମାହି - ସକାବ - ସୟଦୟେଂ ଅଭିବଡ଼ିଆ । ତତେ ଣଂ ସମ୍ମନ୍ତ  
ଅନ୍ନା-ପିତ୍ତେଂ ଅୟମେବାକ୍ତେ ଅଜ୍ଞାପିତ୍ତେ ଚିତ୍ତିଏ ପଥିଏ ମଣୋଗେ  
ସଂକପ୍ପେ ସୟପ୍ପଜ୍ଜିଆ ॥ ୯୦ ॥

ଜପ୍ପାଭିହିଂ ଚ ଣଂ ଅୟମ୍ ଏସ ଦାବଏ କୁଦ୍ଧିସି ଗବ୍ଭତ୍ତାଏ  
ବକ୍ତେ, ତପ୍ପାଭିହିଂ ଚ ଣଂ ଅୟମ୍ ହିରନ୍ନେଂ ବଡ଼ାମୋ, ଅବନ୍ନେଂ  
ବଡ଼ାମୋ, ଶ୍ରେଣେଂ ଶ୍ରେଣେଂ ବଜ୍ଜେଂ ବଟ୍ଟେଂ ବଳେଂ ବାହେଂ  
କୋସେଂ କୋଟ୍ଟାଗାବେଂ ପୁରେଂ ଅତେତ୍ତେବେଂ ଜଣବେଂ ବଡ଼ାମୋ,  
ବିପୁଳ - ଶ୍ରେଣ - କଣ - ବୟ - ମା - ମୋଦ୍ଧିୟ-ସଂଥ-ସିଲ-ପ୍ପବାଳ-  
ବନ୍ତବୟମାହିଏଂ ସତ-ସାବ-ସାବଏଜ୍ଜେଂ ମାହି-ସକାରେଂ ଅର୍ଜବ  
ଅଭିବଡ଼ାମୋ, ତଂ ଜୟା ଣଂ ଅୟମ୍ ଏସ ଦାବଏ ଜାଏ ଭବିସ୍ସହି,  
ତୟା ଣଂ ଅୟମ୍ ଏୟସ୍ସ ଦାବସ୍ସ ଏୟାଗୁକ୍ତେ ମୋଦ୍ଧିୟ ଶ୍ରେଣ-ନିପ୍ପକ୍ଷ  
ନାମଧିଜ୍ଜେ କବିସ୍ସାମୋ 'ବଦ୍ଧମାଣୋ'ତି ॥ ୯୧ ॥

ତଏ ଣଂ ସମଣେ ଭଗବଂ ମହାବୀବେ ମାଡ଼ି - ଅଗୁକ୍ତପଣ୍ଡିଆଏ  
ନିଚ୍ଛଳେ ନିପ୍ପକ୍ଷେ ନିବେସଣେ ଅଗ୍ଗାଣ-ପଗ୍ଗାଣ-ଶ୍ରେଣେ ସାବି ହୋଥା ।

দেউলে, সভাস্থলে, প্রপাতস্থলে ( নিব্বার বা কুণ্ডল পতনের স্থানে )  
আরামে ( বাগানে, পার্কে ), উত্তানে, বনে, বাড-ঝোঁপে ( বনবাগে ),  
আশানে, শূন্তগৃহে, গিবিকন্দবে, শাক্তিগৃহে ( বিখ্যামগৃহে, waiting roomএ ),  
সক্তিগৃহে ( চোবকুঠিরিতে ) শৈলোপস্থানগৃহে ( পর্বতস্থিত মিলনস্থানে )  
অথবা শৈল-ভবনে সঞ্চিত বা নিক্ষিপ্ত যে-সব ধনবস্তু ॥ ৮৯ ॥

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর জ্ঞাতি-কুলে প্রবেশ করেন  
সেই বঙ্গনীতেই ঐ জ্ঞাতিকুলে হিবণ্য ( = বজ্রত ) বুদ্ধি, জুবর্ণবুদ্ধি,  
ধনবুদ্ধি, ধাতুবুদ্ধি, রাজ্যবুদ্ধি, রাষ্ট্রবুদ্ধি, বলবুদ্ধি, বাহনবুদ্ধি, কোষবুদ্ধি,  
কোঠাগারবুদ্ধি, পুরবুদ্ধি, অস্ত্রপুৰবুদ্ধি, জনপদবুদ্ধি, বশোবাদবুদ্ধি  
হইয়াছিল, এবং বিপুল ধন, কনক, রত্ন, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, শিলা,  
প্রবাল, বজ্রবস্ত্র আদি প্রকৃত মূল্যবান্ সাব-সম্পদ সবই বুদ্ধি পাইয়াছিল ।  
ঈতি-সংস্কারাদি সংকর্মেও অত্যধিক পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছিল ।  
ভারপব শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের মাতাপিতার মনোমধ্যে ব্যাকুল-  
ভাবে এইরূপ একটি অভীষ্ট প্রার্থনা সংকলিত হইয়াছিল ॥ ৯০ ॥

যখন হইতে আমাদের এই বালক কুম্বিমধ্যে আগিয়াছে, তখন  
হইতেই আমাদের হিবণ্যবুদ্ধি, জুবর্ণবুদ্ধি, ধনবুদ্ধি, ধাতুবুদ্ধি, রাজ্যবুদ্ধি,  
রাষ্ট্রবুদ্ধি, বলবুদ্ধি, বাহনবুদ্ধি, কোষবুদ্ধি, কোঠাগারবুদ্ধি, পুরবুদ্ধি,  
অস্ত্রপুৰবুদ্ধি, জনপদবুদ্ধি হইয়াছে এবং ধন, কনক, রত্ন, মণি, মৌক্তিক,  
শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, বজ্রবস্ত্র আদি প্রকৃত মূল্যবান্ সার সম্পদ ( স্থাপত্যের )  
সবই বুদ্ধি পাইয়াছে । ঈতি সংস্কারাদি সংকর্মেও আমরা অত্যধিক  
পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছি । সেজন্য যখন এই বালক ভূমিষ্ঠ হইবে  
তখন এই সর্ব-গুণাযুক্ত ( গুণ্য ), সর্ব-গুণ-সম্পন্ন বালকের এই সকল  
গুণের অনুরূপ নাম 'বর্ধমান' রাখিব ॥ ৯১ ॥

ভারপব শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর মায়ের প্রতি অনুরূপ প্রদর্শনের  
জন্য [ গর্ভমধ্যে ] নিম্চল, নিম্পন্দ, অনড, সংকুচিত ও গুপ্ত হইলেন ।  
তখন সেই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানীর মনোমধ্যে ব্যাকুলভাবে এইরূপ একটি



ତଥା ଶ୍ରୀମତେ ତ୍ରୀମାତା ଶ୍ରୀମତେ ଶ୍ରୀମତେ [ ପୃ° ବା° ୧୧ ।  
 ଜି° ଚ° ୧୦ ] ଜୀବ ସମୁଦ୍ରପଞ୍ଚିକା । ହଢ଼େ ମେ ମେ ଗର୍ଭେ, ମଢ଼େ ମେ  
 ମେ ଗର୍ଭେ, ଚୁଏ ମେ ମେ ଗର୍ଭେ, ଗଳିଏ ମେ ମେ ଗର୍ଭେ ; ଏମ ମେ  
 ଗର୍ଭେ ପୁଷ୍ପିଏ ଏୟଇ, ଇୟାମି ନୋ ଏୟଇ 'ସ୍ତି କଟୁଟୁ ଓହସ-ମଣ-  
 ସଙ୍କପ୍ତା ଚିନ୍ତା-ନୋଗ-ମାଗରା ପବିଟ୍ଟା କବର-ପଲହ-ସୁହୀ  
 ଅଢ଼ିଜ୍ଞାପୋବଗରା ଭୂମି-ଗର-ଦିଟ୍ଟିରା ବିରାହି । ତମ୍ ପି ମ ନିକ୍ଷ-  
 ବାର-ଭବଣ ଉବବର-ସୁହଙ୍ଗ-ତଙ୍ଗୀ-ତଳତାଳ-ନାଡ଼ିଈଜ୍ଞ-ଜ୍ଞା ଅଗୁଜ୍ଞ  
 ଦୀପ-ବିମଣ ବିହରଇ ॥ ୧୧ ॥

ତଥା ମ ସମେ ଭଗବତ୍ ମହାବୀର ମାତା ଏୟମେରାବତ୍  
 ଅଜ୍ଞାପୁଷ୍ପି ପୁଷ୍ପି ମଣୋମୟ ସଙ୍କପ୍ତ ସମୁଦ୍ରପଞ୍ଚିକା ବିଜାଗିତା  
 ଏଗ-ଦେଶେ ଏୟଇ ॥ ୧୨ ॥

ତଥା ମ ମା ତ୍ରୀମାତା ଶ୍ରୀମତେ ତମ୍ ଗର୍ଭେ ଏୟମାମ୍ ବେବମାମ୍  
 ଚଳମାମ୍ ଫଳମାମ୍ ଜାଗିତା ହଟ୍ଟ-ତୁଟ୍ଟ [ ପୃ° ବା° ୩ ] ଜୀବ  
 ହିରା ଏବ ବରାଣୀ । ନୋ ଖଲୁ ମେ ଗର୍ଭେ ହଢ଼େ [ ପୃ° ବା° ୧୧ ।  
 ଜି° ଚ° ୧୧ ] ଜୀବ ନୋ ଗଳିଏ ଏମ ମେ ଗର୍ଭେ, ପୁଷ୍ପିଏ ନୋ ଏୟଇ,  
 ଇୟାମି ଏୟଇ 'ସ୍ତି କଟୁଟୁ ହଟ୍ଟ-ତୁଟ୍ଟ [ ପୃ° ବା° ୩ ] ଜୀବ ହିରା  
 ଏବ ବା ବିହରଇ । ତଥା ମ ସମେ ଭଗବତ୍ ମହାବୀର ଗର୍ଭେ  
 ଇୟମେରାବତ୍ ଅଭିଗୁହ ଅଭିଗିହଇ । ନୋ ଖଲୁ ମେ କପ୍ପଇ  
 ଅନ୍ୟା-ମିଶିମି ଜୀବତେମି ମୁଣ୍ଡେ ଭବିତା ଅଗାବ-ବାମାଓ ଅଗା-  
 ଗାବିୟମ୍ ପବିହଇ ॥ ୧୩ ॥

ତଥା ମ ମା ତ୍ରୀମାତା ଶ୍ରୀମତେ ମହାବୀର କର-ବଳି-କନ୍ୟା କର-  
 କୋଉର-ମଙ୍ଗଳ-ପାୟସିକା ସକାଳକାର - ବିଭୁନିୟା ନାହି-ନାହି  
 ନାହି-ଉଗ୍ରେହି ନାହି-ଭିନ୍ନେହି ନାହି-କଞ୍ଜୁଏହି ନାହି-କମାଏହି

## জিনচরিত্র

প্রার্থনার ভাব সংকলিত হইয়াছিল। আমার সেই গর্ভ হৃত। আমার সেই গর্ভ মৃত হইয়াছে, আমার সেই গর্ভ চ্যুত হইয়াছে। আমার সেই গর্ভ নষ্ট [গলিত] হইয়াছে। আমার এই গর্ভ পূর্বে এখন নড়ে না। এই বলিয়া আমার সব মনস্কামনা নষ্ট হইয়া কবিতা চিন্তা ও শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া করতল-স্তম্ভ (পর্ষদ হইয়া কাতর (আত) চিন্তার অভিভূত হইয়া ভূতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ ভাবিতে লাগিলেন। এবং সিদ্ধার্থের বাজতবনে মৃদঙ্গ, বীণা : বাস্তাঙ্গিসহ সঙ্গীতাত্মিনব উপরত (বদ্ধ) হওবাতে লোকজন নিম্ন দীন ও বিমলা হইয়া রহিল ॥ ২ ॥

তাবপব শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর যাতার মনোমধ্যে ব্যাকুল। সংকলিত হইয়াছে জানিয়া একপাশে একটু নড়িলেন ॥ ২৩ ॥

তাবপব জিশলা ক্ষত্রিয়ী তাঁহার সেই গর্ভটি নড়ি কাঁপিতেছে, চলিতেছে, স্পন্দিত হইতেছে জানিয়া কষ্টচিন্তা, আনন্দীভিসম্পন্ন ও পবন সৌম্যনস্যযুক্ত হইলেন। হর্ববশে তাঁহার বিসাবিত হইল। তিনি বলিলেন : না, না, আমার গর্ভ হৃত নাই, আমার গর্ভ মৃত হইয়াছে; আমার গর্ভ চ্যুত হইয়াছে, ও গর্ভ নষ্ট (গলিত) হইয়াছে। পূর্বে নড়িত না, এখন নড়িতেছে। বলিয়া কষ্টচিন্তা, আনন্দিতা, প্রীতিসম্পন্ন, পবন সৌম্যনস্যযুক্ত ও হা বিসাবিতহৃদয়া হইয়া এইভাবে (অর্থাৎ আনন্দে) কাল কাটা লাগিলেন। তখন শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর গর্ভে থাকিয়া এই প্রাণ গ্রহণ করিলেন; 'যাতাগিতা জীবিত থাকিতে আমার শিবোন্মত্তন আগার-বাস ভ্যাগ কবিতা অনাগারিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত হইবে না' ॥ ২৪ ॥

তাবপব জিশলা ক্ষত্রিয়ী [প্রত্যহ] জ্ঞান করেন, [বাস্তবদেব দিগেব] বলিকর্ম কবেন, কৌতুককর্ম (অর্থাৎ দুর্বাসুর, দর্শি-অণু সর্ষপাদি বোগে মঙ্গলাচরণ) এবং প্রাশ্চিত্ত (অর্থাৎ হৃৎস্পাদি

ନାହି-ଅଂବିଲେହିଂ ନାହି-ମହ୍ବେହିଂ ନାହି-ନିକ୍ବେହିଂ ନାହି-ଲୁକ୍ବେହିଂ  
 ନାହି-ଉଲ୍ଲେହିଂ ନାହି-ସୁକ୍ବେହିଂ ସବବତ୍ତୁ-ଭୟମାଂ-ସୁହେହିଂ ଭୋଷଣ-  
 ଛାୟଣ-ଗନ୍ଧମଲ୍ଲେହିଂ ବବଗୟ-ରୋଗ-ସୋଗ - ମୋହ-ଭୟ-ପରିମ୍ବମା ମା  
 ଜଂ ତସ୍ମ ଗବ୍ଭସ୍ମ ହିୟଂ ମିୟଂ ପଚ୍ଛଂ ଗବ୍ଭପୋସଂ ତଂ ଦେସେ ଯ  
 କାଳେ ଯ ଆହାରମାହାରମାଣୀ ବିବିତ୍ତ-ମୂଢ଼େହିଂ ସୟମାସଂ ଶେହିଂ  
 ପହିରିକ୍ - ସୁହାଏ ମଣାପୁକୁଳାଏ ବିହାବତ୍ତୁମୀଏ ପମଥ - ଦୋହଳା  
 ସଂପୁମ୍ନ-ଦୋହଳା ସଂମାପିୟ-ଦୋହଳା ଅବିମାପିୟ-ଦୋହଳା ବୋଛିମ୍ନ-  
 ଦୋହଳା ବିବଗୀୟ-ଦୋହଳା ସୁହଂ ସୁହେଂ ଆସୟଇ ସୟଇ ଚିଟ୍ଟିଠି  
 ନିସୀୟଇ ତୁରଟ୍ଟିଠି, ସୁହଂ ସୁହେଂ ତଂ ଗବ୍ଭଂ ପବିବହଇ ॥ ୬୫ ॥

ତେଂ କାଳେଂ ତେଂ ସମେଂ ସମେ ଗବ୍ଭଂ ମହାବୀରେ ଜେ ସେ  
 ଗିମ୍ଭାଂ ପତ୍ତମେ ମାସେ ଦୋଢେ ପକ୍ବେ ଚିତ୍ତ-ସୁଦ୍ଧେ ତସ୍ମ ଂ ଚିତ୍ତ-  
 ସୁଦ୍ଧସ୍ମ ତେରସୀ - ଦିବସେଂ ନବଂ ହଂ ମାସାଂ ବହପଢ଼ିପୁମ୍ନାଂ  
 ଅଜ୍ଜଟ୍ଟିମାଂ ବାହିନ୍ଦିୟାଂ ବିହିକ୍ବଂତାଂ [ ଉଚ୍ଚଟ୍ଟିଂ - ଗଏସ୍  
 ଗହେସ୍ ପତ୍ତମେ ଚନ୍ଦ-ଜୋଗେ ସୋମାସ୍ ଦିସାସ୍ ବିତିମିବାସ୍ ବିସୁଦ୍ଧାସ୍  
 ଜ୍ଜିଏସ୍ ସବ - ମୂଢ଼େସ୍ ପୟାହିମ୍ନାପୁକୁଳାସି ଭୂମି - ସପ୍ପିଂସି  
 ମାରୁୟାସି ପବୟାସି ନିପ୍ବମ୍ନ - ମେୟୀୟାସି କାଳାସି ପୟୁୟ-  
 ପକ୍ବିଲିଏସ୍ ସବ - ଜ୍ଜବଏସ୍ ] ପୁବ - ବନ୍ତାବବତ୍ତ - କାଳ-ସମୟାସି  
 ହଥୁତ୍ତରାହି ନକ୍ବତ୍ତେଂ ଜୋଗୟାଗଏଂ ଆବୋଗ୍ଗାବୋଗ୍ଗଂ ଦାରୟା  
 ପୟାୟା ॥ ୬୬ ॥

[ ଜଂ ବୟାଂ ଚ ଂ ସମେ ଗବ୍ଭଂ ମହାବୀରେ ଜାଏ, ତଂ ବୟାଂ

নাশের জন্ত অথবা নেত্র দোষ পরিহার্য্য পাদস্পর্শাদিকর্ম) করেন, সর্বাঙ্গিকাব দেহ বিভূষিত করেন, নাতি-শীত, নাতি-উষ্ণ, নাতি-তিক্ত, নাতি-কটু, নাতি-কষায়, নাতি-অন্ন, নাতি-মধুৰ, নাতি-স্নিগ্ধ, নাতি-ক্লম, নাতি-আর্দ্র, নাতি শুষ্ক, সর্ব ঋতুতে সুখকর, ভোজন, আচ্ছাদন এবং গন্ধ-মালাদি ব্যবহার করেন। তার ফলে রোগ, শোক, মোহ, ভয় ও পরিশ্রম অপগত হয়। যেকণ আহার তাঁহার গর্ভের পক্ষে হিতকর, পরিমিত, পথ্য, গর্ভপোষণক্ষম ও দেশ-কালের অনুকূল, তাহাই আহার করেন। অনন্তস্পৃষ্ট, সুকোমল শয্যা ও আসনে [ শয়ন ও উপবেশন করেন ], বিবেচন-সুখকর ব্যবহার করেন, মনোরঞ্জন বিহারভূমিতে বিচরণ করেন। তাঁহার সর্ববিধ দোহদ প্রাপ্তভাবে, সংপূর্ণভাবে সম্মানিত ও পালিত হয়। তাঁহার কোনও দোহদ ( সাধ ) উপেক্ষিত হয় নাই ; একটি একটি করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে তাঁহার প্রত্যেকটি দোহদ ( সাধ ) মিটানো হয়। শরনেব সুখ, অবস্থানের সুখ, উপবেশনেব সুখ, আশ্রয়ের সুখ, স্বক-প্রসাধনের সুখ প্রভৃতি সর্বসুখে সুখিনী হইয়া তিনি গর্ভ-ভাব বহন কবিত্তে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

সেইকালে সেই সময়ে গ্রীষ্ম ঋতুব প্রথম মাসের দ্বিতীয় পক্ষে, চৈত্র মাসেব শুক্লপক্ষে, শুক্লা জ্যৈষ্ঠদশী তিথিতে পূর্ণ নবমাস ও লাড়ে সাত দিন গত হইলে [ গ্রহগণ যখন উচ্চ-স্থানগত, প্রথম চক্রবোঙ্গে দিক্‌সমূহ যখন নির্মল, অন্ধকারহীন ও জ্যোতিষ-বিস্তৃতকালে সর্বশকুন যখন শুভ, অনুকূল দক্ষিণ বায়ু যখন ভূমি স্পর্শ কবিত্তে বহিতেছিল, মেদিনী যখন শস্যপূর্ণা, সর্বজানপদগণ যখন প্রমুদিত ও ক্রীড়ারত ] অধঃরাজ-সময়ে হস্তোত্তরা ( অর্থাৎ উত্তরফল্গুনী ) নক্ষত্রে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর সুহৃদেহা ত্রিশলাব পুত্ররূপে আবোগ্যমুক্ত দেহে প্রাপ্ত হন ॥ ২৬ ॥

[ যে বজ্রনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ভূমিষ্ঠ হন, সেই বজ্রনীতে বহু দেব ও বহু দেবীর অবতরণ ও উৎপত্তনে সর্বস্থান উত্তোষিত হইয়াছিল। ]

যে বজ্রনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ভূমিষ্ঠ হন সেই বজ্রনীতে বহু

চ ৭ং বহুহিং দেবেহিং দেবীহি য উবয়ংতেহি য উপ্পয়ংতেহি য উজ্জাবিয়া বি হোখা । ]

জং বয়ণিং চ ৭ং সমণে ভগবং মহাবীবে জ্ঞাএ, তং বয়ণিং চ ৭ং বহুহিং দেবেহিং দেবীহি য উবয়ংতেহি উপ্পয়ংতেহি ( দেবুজ্জাএ এগালোএ লোএ দেব-সম্মিবারা ) উপ্পিংজল-মাণ-ভূয়া কহকহগ-ভূয়া য়াবি হোখা ॥ ৯৭ ॥

জং বয়ণিং চ ৭ং সমণে ভগবং মহাবীবে জ্ঞাএ, তং বয়ণিং চ ৭ং বহবে বেসমণ-কুংডধাবী তিব্ব-জংভগা দেবা সিদ্ধ-রায-ভবণংসি হিবল্লাবাসং চ সুবল্লাবাসং চ বইল্লাবাসং চ বখবাসং চ আভবণবাসং চ পত্তবাসং চ পুপ্পবাসং চ ফলবাসং চ বীল্লাবাসং চ মল্লাবাসং চ গংধবাসং চ বল্লাবাসং চ চুন্নবাসং চ বসুহাববাসং চ বাসিংসু । [ পিয়ট্টয়াএ পিয়ং নিবেএমো, পিয়ং তে ভবউ মউডবজ্জং জহা মালিয়াং উমোয়ং মথএ ধোয়ই । ] ॥ ৯৮ ॥

তএ ৭ং সিদ্ধথে ঋত্তিএ ভবণবই-বাণ-মংতব-জোইস-বেমাণি-এহি দেবেহিং তিথ্মব - জম্মণ - অভিমেয়-মহিমাএ কয়াএ সমাগীএ পচ্চুস-কাল-সময়ংসি নগবগুত্তিএ সদ্ধাবেই । সদ্ধাবিত্তা এবং বয়াসী ॥ ৯৯ ॥

খিপ্পমেব, ভো দেবাণুপ্পিয়া । কুংডপুবে নগবে চাবগ-সোহং কবেহ । কবিত্তা মাণুস্মাণ-বদ্ধং কবেহ । কবিত্তা কুংডপুবে নগবং সব্ভিত্তব - বাহিবিয়ং আসিয় - সংমজ্জি-উবলেবিয়ং সংঘাড্গ - তিয়-চউক - চচ্চব-চউসুহ-মহাপহ-পহেসু সিদ্ধ - সুই - সংমট্ট - বচ্ছংতবাবণ-বীহিয়ং মংচাই-মংচ-কলিয়ং নাণা - বিহ - বাগ - ভুসিয় - জ্বায়-পড়াগ-মংডিং লা-উল্লোইয়-মহিয়ং গোসীস - সবস - বস্ত-চংদণ-দন্দব-দিম্ম-পংচংগুলী-তলং উবচিয় - বংদণ - কলসং বংদণ-ষড়-সুকয়-তোয়ং-পড়িহুবাব-দেস-

দেব ও বহু দেবী নিয়ে আগমন ও উল্লেখগমন করিয়াছিলেন বলিয়া (দেবদ্ব্যতিতে আলোকিত জগতে দেবসন্নিপাত ঘটয়াছিল) [সমস্ত জগৎ] ভষচকিত ও 'কি হইল—কেন হইল' শব্দে শঙ্কায়মান হইয়াছিল ॥ ৯৭ ॥

যে রজনীতে প্রমথ ভগবান্ মহাবীৰ তুমিষ্ঠ হন সেই বজ্রনীতে বৈশ্রবণ কুবেরেব আজ্ঞাধারী বহু তির্যক্ ও ভূম্বক দেবগণ (অর্থাৎ কিন্নরগণ) বাজা সিদ্ধার্থেব ভবনে হিরণ্য (=বজ্রত) বর্ষণ, জুবর্ণ বর্ষণ, বজ্র (=হীৰক) বর্ষণ, বজ্রবর্ষণ, আভবণবর্ষণ, পদ্মবর্ষণ, পুষ্পবর্ষণ, কলবর্ষণ, বীজবর্ষণ, মাল্যবর্ষণ, গন্ধদ্রব্যবর্ষণ, বর্ণ (=চন্দন) বর্ষণ, চূর্ণ বর্ষণ ও বজ্র-ধাবা বর্ষণ কবিষাছিল। [‘প্রিয় প্রয়োজনে প্রিয় নিবেদন কবি, তোমার প্রিয় হউক’—এই বলিষা (পবিচাবিকারা) মাধাব মাল্যমুক্ত মুকুট খুলিয়া বাধিষা মাধা ধোওয়াইল] ॥ ৯৮ ॥

ভারপূর ভবনগতি, ব্যস্তর, জ্যোতিষিক, বৈমানিক ও দেবগণ তীর্থকব-জন্ম-মাহাত্ম্য-জন্ত কৃত্য সম্পাদন করিলে পর কত্রিয় সিদ্ধার্থ প্রত্যুবকালে নগব-গোপ্তৃগণকে ডাকিলেন। ডাকিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৯৯ ॥

তো দেবাহুপ্রিয়গণ! শীঘ্র কুণ্ডপূব নগরের কাবাগার খুলিয়া বন্দীদিগকে মুক্ত কবিয়া দাও। [বাজাবেব] মান ও মাপ (অর্থাৎ ওজন ও পরিমাপ) বাড়াইয়া দাও। কুণ্ডপূব নগরেব অভ্যন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত বাস্তার চৌমাথা, ভে-মাথা, চতুর্কোণ স্থান, নগবচন্দ্র, চতুর্ধাব গৃহ, মহাপথ (বাজপথ) প্রভৃতি সকল স্থানেই জলাসেচন, সন্মার্জন ও উপলেপন কবাও। বড় বাস্তার মাঝখানে ও দোকানেব পথে অসংখ্য মঞ্চ নির্মাণ করাও এবং সেই মঞ্চগুলিকে নানাবর্ণে বিভূষিত ধ্বজ ও পতাকায় মণ্ডিত কবাও। রঞ্জিত চন্দ্রাতপে সর্বস্থান শোভিত কবাও। [খই (লাজ) ছড়াও এবং চাঁদোয়া (উল্লোচ) খাটাও।]

ଭାଗ୍ୟ ଆମତ୍ତୋମିତ୍ତ-ବିପୁଳ-ବଟ୍ଟ-ବଗ୍‌ସାବିୟ-ମଲ୍ଲ-ଦାମ - କଳାବର ପଞ୍ଚ-  
 ବର-ସବର-ସୁବତ୍ତି-ମୁକ୍ତ-ପୁମ୍ପ-କ - ପୁଞ୍ଜୋବୟାବ - କଳିୟା କାଳାଞ୍ଜ-  
 ପବର - କୁଞ୍ଜରୁକ୍ - ହୁଞ୍ଜରୁକ୍-ଉଜ୍ଜ-ବାଞ୍ଜ-ଧୁବ-ସଞ୍ଜ-ସଞ୍ଜ-ତ-ଗଞ୍ଜ-ଧୁଞ୍ଜ-ସାଞ୍ଜ-  
 ସୁଗଞ୍ଜ-ବବ-ଗଞ୍ଜିୟା ଗଞ୍ଜବତ୍ତିଭୁଞ୍ଜ ନଞ୍ଜ-ନଞ୍ଜ-ଜଲ୍ଲ - ମଲ୍ଲ - ମୁଟ୍ତିୟ-  
 ବେଲଞ୍ଜ - କହଞ୍ଜ - ପାଞ୍ଜ - ଲାମଞ୍ଜ - ଆବକ୍‌ସଞ୍ଜ-ଲଞ୍ଜ-ମଞ୍ଜ-ତୁଞ୍ଜ-  
 ତୁଞ୍ଜବୀଣିୟ-ଅଞ୍ଜ-ତାଳାୟବାଞ୍ଜ-ଚରିୟା କବେହ ଯ କାବାବେହ ଯ ।  
 କବିନ୍ତା ଯ କାବବିନ୍ତା ଯ ଜୁୟ-ସହସ୍ତ ୮ ଗୁଲ-ସହସ୍ତ ୮ ଉସ୍‌ବେହ ।  
 ଉସ୍‌ବିନ୍ତା ମମ ଏୟମ୍ ଆଗତିୟା ପଞ୍ଚମ୍‌ପିଞ୍ଜ ॥ ୧୦୦ ॥

ତଏ ଗଞ୍ଜେ କୋଞ୍ଜ-ବିଷ-ପୁବିଷା ନିକ୍ଷେପ୍ୟ ବନ୍ଧା ଏବଂ ବୃନ୍ତା  
 ସମାପା ହଟ୍ଟ ହଟ୍ଟ [ ପୁଂ ବାଂ ୦ ] ଜାବ ହିୟା କରୟା- [ ପୁଂ ବାଂ  
 ୧ ] ଜାବ ପଞ୍ଜିଭିନ୍ତା ଶିଳ୍ପମେବ କୁଞ୍ଜପୁବେ ନଗବେ ଚାବଗ-ସୋହଞ୍ଜ  
 [ ପୁଂ ବାଂ ୧୦ । ଜିଂ ଚଂ ୧୦୦ ] ଜାବ ଉସ୍‌ବିନ୍ତା ଜେନେବ ନିକ୍ଷେ

সবস গোশীর্ষ, বক্তচন্দন ও দর্দব নামক গন্ধদ্রব্য বাটিয়া তাহা লইয়া নানাস্থানে পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত করতলেব ছাপ দেওয়াও। মঙ্গল-কলস সকল স্থাপন কবাও। প্রতি ভোবণের দ্বাব-দেশভাগ বন্দন-ঘটে স্নশোভিত করাও। ফুলের মালাব সঙ্গে ফুলের মালা আলগা করিয়া ও ঘন কবিয়া জড়াইয়া মোটা করিয়া সেই মোটা মালা দিয়া সব জায়গা সাজাইবার আদেশ দাও। শ্রেষ্ঠ কালাঙ্কক, কুন্দুর্কক, তুর্কক প্রভৃতিব সহিত ধূপ গোড়াইয়া সমস্ত নগর স্নগন্ধে মহ-মহ কবিয়া তোলা, আদ গন্ধদ্রব্য ছড়াইয়া তাহার স্নগন্ধে সমস্ত নগরটিকে একটি গন্ধবর্তিকা তুল্য কবিয়া ফেলা। নট, নর্তক, জঙ্গ, মঙ্গ, মুষ্টিক, বিভ্রমক, কথক, পাঠক, লাসক, আবক্ষক, লজ্জক, মজ্জক, তুণবাদক, ভূষ-বীণাবাদক এবং তালোচর ও তাহাদের বহু অঙ্গচব নিযুক্ত কর। তারপব যুগ-সহস্র ও মুসল-সহস্র সহ উৎসব আৰম্ভ করিয়া দাও। উৎসব আরম্ভ কবিয়া দিয়া আমার আদেশ পালন সংবাদ আমার নিকট জ্ঞাপন কর ॥ ১০০ ॥

তাবপব সেই কুটুখ-পুক্ষগণ রাজা সিদ্ধার্থের নিকট এইরূপ আদেশ পাইয়া দ্রষ্টচিত্ত, আনন্দিত, প্রীতিমনাঃ, পবনগৌরনস্যযুক্ত ও হর্ষবশে বিসাবিত-হৃদয় হইয়া করতলে বদ্ধ অঙ্গুলির দশনখ মাথায় ঠেকাইয়া 'যে আজ্ঞা, আমি নু।' বলিয়া বিনয়-বচনে তাঁহাব আদেশ গ্রহণ কবিল। তাবপব কুণ্ডপুব নগরের কাবাগার খুলিয়া বন্ধিমোচন কবিয়া দিল, ওজন ও মাপ বাড়াইয়া দিল। তাবপব কুণ্ডপুর নগরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত বাস্তার চৌমাথা, ভেমাথা, চতুর্কোণ, নগবচত্বব, চতুর্ধার গৃহ, বাজপথ প্রভৃতি সকল স্থানেই জলসেচন, সম্মার্জন ও উপলেপন কবাইল। বড় বড় রাস্তার মধ্যস্থলে ও দোকানের গর্বে অসংখ্য মঞ্চ নির্মাণ কবাইল এবং সেই মঞ্চগুলিকে নানাবর্ণে বিভূষিত স্ববজ ও পতাকায় মণ্ডিত কবাইল। বঞ্জিত চন্দ্রোভপে সর্বস্থান শোভিত কবাইল। [ লাজ-বিকিরণ ও চন্দ্রোতপ উত্তোলন কবাইল। ] সবস গোশীর্ষ, বক্তচন্দন ও দর্দব নামক গন্ধ দ্রব্য বাটিয়া সেই বাটনা লইয়া পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত কবতলের ছাপ নানাস্থানে দেওয়াইল। মঙ্গল-কলস স্থাপিত হইল। প্রতি ভোরণেব দ্বাবদেশ ভাগ বন্দনঘটে স্নশোভিত কবাইল। ফুলের মালাব সঙ্গে ফুলের মালা



ରାୟା, ତେଣେବ ଉବାଗଛଂତି । ଉବାଗଛିନ୍ତା କରୟଳ [ ପୁଂ ବାଂ ୧ ]  
 ଜାବ କଟ୍ଟୁ ଶିଦ୍ଧଥସ୍ମ ବରୋ ଏୟମାଗନ୍ତିୟଂ ପଚ୍ଚପ୍ପିଂଗତି ॥ ୧୦୧ ॥

ତଏ ଣଂ ଶିଦ୍ଧଥେ ବାୟା ଜେଣେବ ଅଟ୍ଟଣସାଲା ତେଣେବ ଉବାଗଛହି ।  
 ଉବାଗଛିନ୍ତା ସବୋବୋହେଂ ସବ - ପୁପ୍ପ-ଗଂଧ-ବନ୍ଧ-ଗଲ୍ଲାନକାବ-  
 ବିଭୁସାଏ ସବ-ତୁଢ଼ିୟ-ସଦ-ନିଗାଏଂ ମହୟା ଇଡ୍‌ଟୀଏ ମହୟା ଜୁଜ୍ଜିଏ  
 ମହୟା ବଳେଂ ମହୟା ବାହେଂ ମହୟା ସମୁଦଏଂ ମହୟା ତୁଢ଼ିୟ-  
 ଜମଗ - ସମଗ - ପ୍ପବାହିଏଂ ସଂଖ - ପଗବ - ଭେବି- ଶଲ୍ଲବି-ଧବମୁହି-  
 ହୁଡୁକ୍‌-ସୁବଜ୍ଜ-ସୁହିଂଗ-ହୁଂହୁହି - ନିଗ୍‌ସୋସ - ନାହିୟ - ବବେଂ ଉସୁନ୍ନକ୍‌  
 ଉକବଂ ଉକ୍‌କିଟ୍‌ଟିଂ ଆଦିଜ୍ଜଂ ଅମିଜ୍ଜଂ ଆଭଡ୍ - ପ୍ପବେସଂ ଆଦଂଡ-  
 କୋଦଂଡିଗଂ ଅଧରିଗଂ ଗନିୟା - ବବ - ନାଡ୍‌ହିଜ୍ଜ - କଲିୟଂ ଆପେଗ-  
 ତାଲାୟବାଗୁଚରିୟଂ ଅଗୁଜ୍ଜୁୟ-ସୁହିଂଗଂ ( ଗ୍ରାଂ ୧୦୦ ) ଅଗିଲାସ-ଗଲ୍ଲଦାମଂ  
 ପମୁହିୟ - ପକ୍କୀଲିୟ-ସ - ପୁରଜ୍ଜଂ - ଜାଣବୟଂ ଦସଦିବସଂ ଠିହି-ପାଡ଼ିୟଂ  
 କବେହି ॥ ୧୦୨ ॥

আলগা করিয়া এবং ঘন কবিতা জড়াইয়া মোটা কবিতা সেই মোটা মালা দিয়া সব জায়গা সাজাইবাব আদেশ দিল। শ্রেষ্ঠ কালাশুক, কুন্দরক, তুবক প্রভৃতির সহিত ষ্প জালাইয়া তাহাব স্তম্ভে সমস্ত নগর মহ-মহ করিয়া তুলিল। গন্ধরূপা ছড়াইয়া তাহার স্তম্ভে সমস্ত নগরটিকে যেন একটি গন্ধবর্তিকাতুল্য কবিতা তুলিল। নট, নর্তক, জল্ল, মল্ল, মুষ্টিক, বিভ্রমক, কথক, পাঠক, লাসক, আরকক, লজ্জ, মজ্জ, ভূগবাদক, ভূষ বীণাবাদক এবং তালচব ও তাহাদের অমুচর নিযুক্ত করিল। তারপর যুগসহস্র ও মুসল-সহস্র সহ উৎসব আবস্ত কবিতা দিল। তাবপর যেখানে সিদ্ধার্থ বাজা ছিলেন সেইখানে গিরা কবিত্তলে বদ্ধ অঞ্জলিৰ দশ নথ মস্তকে ঠেকাইয়া সিদ্ধার্থ রাজার নিকট তাঁহাব আদেশ প্রতিপালন সংবাদ জ্ঞাপন কবিল ॥ ১০১ ॥

তারপর সেই সিদ্ধার্থ রাজা যেদিকে অট্টনশালা ( অর্থাৎ ব্যাঘ্রাশা-গার ) সেইদিকে চলিলেন। সমস্ত অববোষ ( অর্থাৎ বাজকুল-নারীবর্গ ) লইয়া পুষ্প, গন্ধবজ্জ, মাল্যালঙ্কারাদি ভূষণ সহযোগে, ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, বিপুল ঐশ্বৰ্য্যেব অলঙ্করণ ঐক-ভমক সহকারে অসংখ্য লেনা, বান-বাহন ও অমুচববর্গের সহিত ও বহু দল-বল লইয়া [ রাজা সিদ্ধার্থ পুত্রজন্ম উপলক্ষে ] দশ-দিন-ব্যাপী 'স্থিতি-প্রতীক্ষা' উৎসব সম্পাদন কবিলেন। ঐ উৎসবে ভুড়ি, বমক, গমক, শম্ব, পণব, তেবি, বন্নরি, খবমুখী, ছদ্মক, মুলজ, মদল, কুন্দুভি, প্রভৃতি নানা বাস্ত বাজিতে লাগিল। নানা বাস্তের নানা ববে নগর মুখবিত হইয়া উঠিল। সর্ববিধ শুদ্ধ, সর্ববিধ বাজকব ও সর্ববিধ কবিকর উঠাইয়া দেওয়া হইল। [ ক্রয়-বিক্রয় না থাকায় ] দোকানে দেওয়া-নেওয়া ও মাণ কবা বা ওজন করার কাজ উঠিয়া গেল। অদও কুদও ( লঘুপাপে গুণকও বা আইন-বিরুদ্ধ দও ) উঠিয়া গেল। ষণ উঠিয়া গেল। প্রজার গৃহে ভট্টেব ( সিপাহীর ) প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। শ্রেষ্ঠ গণিকাদিগেব নৃত্য চলিতে লাগিল। নৃত্যাদির ভালে ভালে মৃদঙ্গ বাজিতে লাগিল। টাটকা ফুলের মালা ম্লান হইতে পার নাহি। পৌর জনগণ ও জ্ঞানপদগণসহ সমস্ত রাজ্যের লোক আনন্দ-উৎসবে ও খেলায় সাতিয়া রহিল ॥ ১০২ ॥

ତଏ ଣଃ ସେ ସିଦ୍ଧଥେ ବାୟା ଦସାହିୟାଏ ଠିହି - ପଢ଼ିୟାଏ  
 ବଢ଼ିମାଣୀଏ ସହିଏ ସ୍ବ ସାହସ୍ବିଏ ସ୍ବ ସୟ-ସାହସ୍ବିଏ ସ୍ବ ଜାଏ ସ୍ବ ଦାଏ ସ୍ବ  
 ଭାଏ ସ୍ବ ଦଳମାଣେ ସ୍ବ ଦବାବେମାଣେ ସ୍ବ ସହିଏ ସ୍ବ ସାହସ୍ବିଏ ସ୍ବ  
 ସୟସାହସ୍ବିଏ ସ୍ବ ଲଂଭେ ପଢ଼ିଛୁମାଣେ ସ୍ବ ପଢ଼ିଛାବେମାଣେ ସ୍ବ ଏବଂ  
 ବିହବହି ॥ ୧୦୦ ॥

ତଏ ଣଃ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଭଗବତ୍ତ ମହାବୀବସ୍ବ ଅସ୍ବ୍ୟା-ପିୟବୋ ପଟ୍ଟେ  
 ଦିବସେ ଠିହି-ପଢ଼ିୟଂ କବେତ୍ତି, ତହିଏ ଦିବସେ ଚନ୍ଦ - ଶୁବ-ଦଂଶନିୟଂ  
 କବେତ୍ତି, ଛଟୁଟେ ଦିବସେ ଶ୍ବସ୍ବଜାଗବିୟଂ କରେତ୍ତି, ହିକାବସମେ ଦିବସେ  
 ବିହିକ୍ବେତ୍ତି, ନିବବନ୍ତିଏ ଅସ୍ବହି-ଜନ୍ମ-କନ୍ମ-କବେ, ସଂପତ୍ତେ ବାବସାହ-  
 ଦିବସେ ବିଉଲଂ ଅସଂ - ପାଂ - ଶାହିମ - ସହିମଂ ଉବକ୍ବବାବିତ୍ତି ।  
 ଉବକ୍ବରାବିନ୍ତା ମିନ୍ତ-ନାହି-ନିୟଗ-ସୟଗ-ସଂବଂଧି-ପବିଜ୍ବଣଂ ନାୟଏ ସ୍ବ  
 ଶ୍ବନ୍ତିଏ ସ୍ବ ଆମନ୍ତିତ୍ତା, ତତ୍ତ ପଚ୍ଛା ଗ୍ବହାୟ କୟ-ବଳି-କନ୍ୟା କୟ-  
 କୋଉୟ - ମଂଗଳ - ପାୟଚ୍ଛିନ୍ତା ( ଶୁଦ୍ଧ - ଶ୍ବାବେଶାହି ) ମଂଗଳାହି  
 ପବବାହି 'ବଥାହି ପବିହିୟା ଅସ୍ବ - ମହଗ୍ବାଭବଗାଳକିୟ - ସବୀବା  
 ଭୋୟଗ-ବୋଏ ଭୋୟଗ-ମଂଭବଂସି ଅହାସଂ-ବବ-ଗୟା ତେଂ ମିନ୍ତ-  
 ନାହି-ନିୟଗ - ସଂବଂଧି - ପବିଜ୍ବଣେଂ ନାୟେହି ସଦ୍ବି ତଂ ବିଉଲଂ  
 ଅସଂ-ପାଂ-ଶାହିମ-ସାହିମଂ ଆସାଏମାଣା ବିସାଏମାଣା ପବିଭାଏମାଣା  
 ପରିଭୁଂଜେମାଣା ବିହବନ୍ତି ॥ ୧୦୧ ॥

ଜିମିୟ-ଭୁଦ୍ବୁଦ୍ବରାଗୟା ବି ସ୍ବ ଣଃ ସମାଣା ଆୟତ୍ତା ଚୋକ୍ବଧା  
 ପବମ - ଅହି - ଭୁୟା ତଂ ମିନ୍ତ - ନାହି-ନିୟଗ-ସୟଗ-ସଂବଂଧି-ପବିଜ୍ବଣଂ  
 ନାୟଏ ସ୍ବ ଶ୍ବନ୍ତିଏ ସ୍ବ ବିଉଲେଂ ପୁଂଫ-ବନ୍ଧ-ଗଂଧ-ମଲ୍ଲାନକାବେଂ  
 ସକାବିତ୍ତି, ସନ୍ଧାଗିତ୍ତି । ସକାରିନ୍ତା ସନ୍ଧାଗିନ୍ତା ତସ୍ବେବ ମିନ୍ତ-ନାହି-

সিদ্ধার্থ রাজ্য দশ-দিন-ব্যাপী ‘স্থিতি-প্রতীক্যা’ উৎসব কালে শত, সহস্র ও লক্ষ বাগ, শত, সহস্র ও লক্ষ দান এবং শত, সহস্র ও লক্ষ সম্পত্তি ভাগ দান করিয়াছিলেন এবং দান কবিবাব আদেশ দিয়া-ছিলেন ; [ এই উপলক্ষে ] তিনি শত, সহস্র ও লক্ষ উপহার ( লাভ ) বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং বরণ করিয়া লইবার আদেশ দিয়া-ছিলেন ॥ ১০১ ॥

তাবপব শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরেব সাত্তাপিতা প্রথম দিবসে স্থিতি-প্রতীক্যা উৎসব সম্পাদন করেন, তৃতীয় দিবসে চন্দ্র-স্বর্ষ-প্রদর্শন কর্ম করেন ও বর্ষ দিবসে ধর্মজাগরী বিধি পালন করেন। একাদশ দিবসে জাতাশৌচান্তবিধি অনুষ্ঠিত হইবার পব দ্বাদশ দিবস উপনীত হইলে প্রচুর অশনীর, পানীর, সুখাত্ত ও সুস্বাদ বস্ত্র প্রস্তুত করাইলেন। কবাইয়া মিজ, জাতি, কুটুম্ব, স্বজন, সংবন্ধীজন, পবিজন ও নাবকগণকে নিমন্ত্রণ কবিলেন। তাবপয় স্নান কবিয়া, [ বাস্তবদেবতাদিগেব ] বলিকর্ম সমাপ্ত কবিয়া, কৌতুকমঙ্গল ( অর্থাৎ তিলকাদি বচনা, ধান-দুর্বা-দধি-সর্ষপাদি স্পর্শ, ইত্যাদি ) ও প্রাবশ্চিত্ত ( অন্তত নিবাবগার্ষ পাদস্পর্শ প্রভৃতি ) সাবিয়া, ( শুদ্ধিবিধায়ক ) শুভজনক, শ্রেষ্ঠ বস্ত্র পবিধান কবিয়া, অল্প অঞ্চ মহার্ষ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, ভোজন-বেলা সমাগত হইলে ভোজন-মণ্ডপে গিবা শ্রেষ্ঠ স্থানসনে বসিয়া ঐ সকল মিজ, জাতি, কুটুম্ব, সংবন্ধীজন ( অর্থাৎ স্বগুণ, বৈবাহিক প্রভৃতি ), পরিজন ও নাবকগণকে লইয়া তাঁহাদেব সঙ্গে সেই বিপুল অশনীর, পানীর, সুখাত্ত ও সুস্বাদ বস্ত্র-বাশি আহাব কবিয়া, স্বাদ-বিস্বাদ বুঝিয়া, পবিভোজন ( ভাগ করিয়া পবিবেশন ) ও পবিভুজন ( সকলের সঙ্গে ভোজন ) করিয়া বিহার কবিলেন ॥ ১০২ ॥

আহাবেব পব আচমন ও দস্তাদি পবিষ্কার পূর্বক পুনবাচমনান্তে পরম শুচি হইয়া তাঁহাবা ( উপস্থানশালাব ) সমবেত হইলেন। তাবপব বিপুল পুষ্প, বস্ত্র, গন্ধমাল্য ও অলঙ্কারাদি দিয়া সেই সব মিজ, জাতি,

নিয়গ-সয়গ-সংবংধি-পরিজ্ঞস্ স নায়াগ য় খত্তিরাগ য় পুরও  
এবং বয়াসী ॥ ১০৫ ॥

পুবিবংপি গং দেবাণুপ্ণিয়া। অম্হং এয়াংসি দাবগংসি  
গব্ভং বক্কেতংসি সমাণংসি ইমে এয়াব্বে অজ্জংখিএ চিৎতিএ  
পথিএ [পু° বা° ১:] জাব সমুপ্পজ্জিখা। জপ্পভিইং চ  
গং অম্হং এস দাবএ কুচ্ছিংসি গব্ভতাএ বক্কেতে, তপ্পভিইং  
চ গং অম্হং হিবল্লং বড্ঢামো, সুবল্লং বড্ঢামো ধল্লং  
ধল্লং [পু° বা° ১৫। জি° চ° ৯১] জাব সাবইজ্জংগা নীই-  
সক্কারেংগা অল্লং অভিবড্ঢামো। সামংত-বায়্যাণো বসমাংগয়া  
য় ॥ ১০৬ ॥

তং জয়া গং অম্হং এস দাবএ জাএ ভবিস্সই, তয়া গং এযস্স  
দাবগস্স ইমং এয়াণুকবং গুল্লং গুল্লনিপ্পুল্লং নামধিচ্ছং  
কবিস্সামো বদ্ধমাণো ভ্টি। তা অজ্জ অম্হং মণোবহ-সংপত্তী  
জয়া। তং হোউ গং অম্হং কুমাবে বদ্ধমাণে নামেং ॥ ১০৭ ॥

সমণে ভগবং মহাবীবে কাসবে গোত্তেং। তস্স গং তও  
নামধিচ্ছা এবম্ আহিচ্ছংতি। তং জহা : অস্মা-পিউ-সংতিএ  
বদ্ধমাণে, সহসংমুইয়াএ সমণে, অয়লে ভয়-ভেববাংগ পবীসহো-  
বসগ্গাংগাং খংতি-খমে পড়িমাংগা পালগে ধীমং অবই-বই-সহে  
দবিএ বীবিয়-সংপল্লং দেবেহিং সে নামং কয়্যং : “সমণে ভগবং  
মহাবীবে” ॥ ১০৮ ॥

সমণস্স ভগবও মহাবীবস্স, পিষা কাসবে গোত্তেং।  
তস্স গং তও নামধিচ্ছা এবম্ আহিচ্ছংতি, তং জহা : সিদ্ধথে  
ই বা সিচ্ছংসে ই বা জসংসে ই বা। সমণস্স গং ভগবও

কুটুম্ব, স্বজন, সখ্যদ্বী, পরিজন, নাবক ও কজ্জিরগণকে সংকাবিত ও সম্মানিত করিয়া তাঁহাদের নিকট এই কথা বলিলেন ॥ ১০৫ ॥

ভো দেবানুপ্রিয়গণ। পূর্বে যখন আমাদের এই বালক গর্ভে ছিল তখনই আমাদের মনোমধ্যে এইরূপ ব্যাকুল প্রার্থনা সংকল্পিত হইয়াছিল। যখন হইতে আমাদের এই বালক গর্ভে আসিয়াছে তখন হইতেই আমাদের হিবণ্যবুদ্ধি, জ্বর্ণবুদ্ধি, ধনবুদ্ধি, ধাত্তবুদ্ধি, বাজ্যবুদ্ধি, বাষ্ট্রবুদ্ধি, বলবুদ্ধি, বাহনবুদ্ধি, কোষবুদ্ধি, কোষ্ঠাগারবুদ্ধি, পুরবুদ্ধি, অস্ত্রপূরবুদ্ধি ও জনপদবুদ্ধি হইয়াছে এবং বিপুল ধন, কনক, রত্ন, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রক্তবস্ত্র প্রভৃতি সাববস্তুর সম্পদ বাড়িয়াছে। প্রীতি-সংকারাদিও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সামন্ত রাজগণও বশীভূত হইয়াছে ॥ ১০৬ ॥

সুতরাং যখন আমাদের এই বালক ভূমিষ্ঠ হইবে তখন এই সব গুণসম্পন্ন (গৌণ্য) ইহাব গুণেব অল্পরূপ নাম 'বধমান' বাধিব। তা আজ আমাদের মনোবঞ্চনাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। সুতরাং আমাদের কুমারের নাম 'বধমান' হউক ॥ ১০৭ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ছিলেন কাশ্মপ গোত্রীয়। তাঁহাব তিনটি নাম আখ্যাত হইয়াছে। যথা : মাতাপিতাব নিকটে বধমান; তিনি সহসংমুদিত (অর্থাৎ আদব পাইয়া যেমন, স্থণা পাইয়াও তেমনি সংমুদিত অর্থাৎ আনন্দিত) থাকিতেন বলিয়া তিনি শ্রমণ (সন্ন্যাসী); এবং ভয় ও তর্জনে অবিচল, ক্ষুৎপিপাসাদি সকল উপসর্গ সঙ্ঘ করিতে সমর্থ, ক্ষমা করিতে সক্ষম, (ভজাদি) প্রতিমাসমূহেব পালক, ধীমান্, অরতি ও বতি (অর্থাৎ আনন্দ ও বিবাদ) সহনে সক্ষম, দ্রব্যগুণেব আশ্রয়স্বরূপ এবং বীর্যসম্পন্ন বলিয়া দেবগণ তাঁহান্ন নাম করিয়াছেন,—‘শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর’ ॥ ১০৮ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরেব পিতা কাশ্মপগোত্রীয় ছিলেন। তাঁহাব তিনটি নাম ছিল বলিয়া আখ্যাত আছে। যথা : সিদ্ধার্থ, শ্রেয়স্য এবং যশস্য। শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরেব মাতা বাশিষ্ঠ্য-গোত্রীয়া ছিলেন।

মহাবীবস্নুস্ গায়্য বানিট্টা গোন্তেৎ । তীসে তও নামধিজ্জা  
এবম্ আহিজ্জংতি । তং জহা : তিনলা ই বা, বিদেহদিম্মা  
ই বা, পিয়কারিগী ই বা । সনথস্নুৎ ৎ ভগবও মহাবীবস্নুস্  
পিভিজ্জে স্নুপাসে, জেট্টে ভায়্য নংদিবন্ধণে, ভগিগী স্নুদংনণা ।  
ভাবিয়া জনোয়া, কোডিন্না গোন্তেৎ । সনথস্নুৎ ৎ ভগবও  
মহাবীবস্নুস্ থুয়া কাসবী গোন্তেৎ । তীসে দো নামধিজ্জা এবম্  
আহিজ্জংতি, তং জহা : অণোজ্জা ই বা পিয়দংনণা ই বা ।  
সনথস্নুৎ ৎ ভগবও মহাবীবস্নুস্ নত্তুই কোসিয়া গোন্তেৎ ।  
তীসে ৎ দো নামধিজ্জা এবম্ আহিজ্জংতি, তং জহা : সেনবট্ট  
বা জসবট্ট বা ॥ ১০৯ ॥

সনথে ভগবৎ মহাবীরে দক্খং দক্খ-পইম্মে পড়িকাবে  
আলীণে ভদ্রএ বিগীএ নাএ নারপুত্তে নারকুলচন্দে বিদেহে  
বিদেহদিম্মে বিদেহজ্জচে বিদেহ-সুয়ালে তীনং বানাইং বিদেহংসি  
কট্টু অশ্মা-পিঙ্গিহিং দেবন্ত-গএহিং গুরু-মহন্তন-এহিং অব-  
ভগুন্নএ সমত্ত-পইম্মে ; পুণববি লোয়ংতিএতিং জীয়-কপ্পিএহিং  
দেবেহিং তাহিং ঈট্টাহিং কংভাহিং পিবাহিং মণুন্নাত্তি নণামাত্তি  
ওলাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধম্মাহিং মংগল্লাহিং গিয়-নহর-  
সন্সিবীরাহিং হিয়র - গমণিজ্জাহিং হিয়র - পল্লহাযণিজ্জাহিং  
গংভীবাহিং অপুণরুত্তাহিং বগ্গুহিং [ গিবাহিং ] অণবরয়ং  
অভিগংদনাণা য় অভিখুণনাণা য় এবং বরানী ॥ ১১০ ॥

“জয় জয় নন্দা ! জয় জয় ভদ্রা ! ভদ্রং তে খত্তিয়-বব-  
বসভা ! বুদ্ধায়াহি ভগবৎ লোগ-নাহা সবল - জগজ্জ - জীব-  
হিয়ং পবন্তেহি ধম্মতিথং পব-হিয়-সুহ-নিস্নেনয়ন-করং সখ-  
লোএ সব্ব - জীবাপং ভবিস্নট্ট !” তি কট্টু জয় - জয়-নন্দং  
পউংজ্জংতি ॥ ১১১ ॥

ছিলেন। তাঁহার তিনটি নাম আখ্যাত আছে। যথা : ক্রিশ্ণা, বিদেহ-  
দত্তা এবং প্রিয়কারিণী। শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের পিতৃব্য স্নপার্শ্ব, জ্যেষ্ঠ  
ভ্রাতা নন্দিবর্ধন, ভগিনী সুদর্শনা। ভার্যা যশোদা গোত্রে কৌণ্ডিন্দা।  
শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের ছুহিতা গোত্রে কাঞ্চগী ছিলেন। তাঁহার দুইটি  
নাম আখ্যাত আছে। যথা : অনবজ্জা এবং প্রিয়দর্শনা। শ্রমণ ভগবান্  
মহাবীরের নপ্ত্রী ( দৌহিত্রী ) গোত্রে কৌশিকী ছিলেন। তাঁহার দুই  
নাম আখ্যাত আছে। যথা : শেষবতী ও বশোবতী ( বশযতী ) ॥ ১০৯ ॥

১. দক্ষ, দক্ষপ্রতিজ্ঞ, আদর্শ কণবান্, আলীন ( কূর্বৎ আশ্রয়প্ত ),  
ভদ্রক ( সুলক্ষণ ), বিনীত, জাত ( সুবিদিত, প্রসিদ্ধ ), জ্ঞাপিত্ত, জ্ঞাতি-  
কুলচক্র, বৈদেহ, বিদেহদত্তাস্বজ, বৈদেহ-শ্রেষ্ঠ, বৈদেহ-স্বকুমার শ্রমণ  
ভগবান্ মহাবীর ক্রিষ্ণ বৎসব বিদেহদেশে কাটাইয়া যাতাপিতার দেবদ্ব  
প্রাপ্তি হইলে গুণজন ও মহত্ত্বগণের অনুমতি লইয়া স্বপ্রতিজ্ঞা সমাপ্ত  
( প্রতিজ্ঞালুকপ সিদ্ধিলাভ—অনগাবিত্ত প্রতজ্ঞা ) কবিতাছিলেন।  
আবাব প্রচলিত আচার-বিধি অনুসারে লোকাত্মিক দেবগণ সেই ইষ্ট,  
কান্ত, প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোবন, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর,  
মিত-মধুর-শোভন, হৃদয়গম্য, হৃদয়-প্রসাদন, গম্ভীর, অপুনরুক্ত  
( পুনরুক্ততা-দোষ-বহিত ) বাক্যে অনববত অভিনন্দন কবিত্তে কবিত্তে  
ও তব করিত্তে কবিত্তে এই কথা বলিলেন ॥ ১১০ ॥

“জয় জয় হে নন্দক ( জগদানন্দকর )। জয় জয় হে ভদ্রক  
( সুলক্ষণ )! তোমার মঙ্গল হউক, হে ক্ষত্রিয়-বর-বৃষভ! জাগবিত্ত  
হও, হে ভগবান্ লোকনাথ! সকল জগজ্জীবের হিতকর বর্মভীর্ষ প্রবর্তন  
কর। [ ইহা ] সর্বলোকে সর্বজীবের শ্রেষ্ঠ হিতকর সুখকর ও নিঃশ্রেয়স-  
কর হইবে।” এই বলিয়া [ তাঁহারা ] জয়-জয়-শব্দ উচ্চারণ  
করিলেন ॥ ১১১ ॥



ପୁବିବଂ ପି ଣଂ ସମଗ୍‌ସ୍‌ ଭଗବଂ ମହାବୀରସ୍‌ ମାଘୁସ୍‌ସାଂ  
 ଗିହଂ-ଧନ୍ୟାଂ ଅଗୁତ୍ତବେ ଆତୋହିଂଏ ଅପ୍‌ପଢିବାନ୍ତି ନାମଦଂସେ  
 ହୋଥା । ତଏ ଣଂ ସମେ ଭଗବଂ ମହାବୀବେ ତେଂ ଅଗୁତ୍ତବେଂ  
 ଆହୋହିଏଂ ନାମ-ଦଂସେଂ ଅପ୍‌ପାଂ ନିକ୍‌ଧମଂ - କାଳଂ  
 ଆତୋହି । ଆତୋହିତ୍ତା ଚିତ୍ତା ହିବନ୍ତଂ ଚିତ୍ତା ଅବନ୍ତଂ ଚିତ୍ତା ଧଂ  
 ଚିତ୍ତା ଧନ୍ତଂ ଚିତ୍ତା ବଜ୍ଜଂ ଚିତ୍ତା ରୂଠଂ ଏବଂ ବଳଂ ବାହଂ କୋସଂ କୋଟ୍-  
 ଠାଗାବଂ ଚିତ୍ତା, ପୁବଂ ଚିତ୍ତା । ଅତେତ୍ତବଂ ଚିତ୍ତା ଜଞ୍ଝବୟଂ ଚିତ୍ତା ଧଂ-  
 କଞ୍ଝ - ବୟଂ - ମଞ୍ଝି - ମୋଦ୍ଧିୟ - ସଂଖ-ସିଲ-ମ୍ମବାଳ-ରତ୍ତ-ବୟଂମାହିୟ  
 ସଂତସାବ-ସାବଏଜ୍ଜଂ ବିଚ୍ଛଢ୍‌ଡହିତ୍ତା ବିଗ୍‌ଗୋବହିତ୍ତା ଦାଂ ଦାୟାରେହି  
 ପବିତ୍ତାହିତ୍ତା, ଦାଂ ଦାହିୟାଂ ପବିତ୍ତାହିତ୍ତା ॥ ୧୧୨ ॥

ତେଂ କାଳେଂ ତେଂ ସମଏଂ ଦେ ସେ ହେମଂତାଂ ପତ୍ତମେ ମାସେ  
 ପତ୍ତମେ ପକ୍‌ଥେ ମଞ୍ଝସିବ-ବହ୍ଲେ, ତସ୍‌ ଣଂ ମଞ୍ଝସିବ-ବହ୍ଲସ୍‌ ଦସମୀ-  
 ପକ୍‌ଥେଂ ପାଞ୍ଚିଣ-ଗାମିଣୀଏ ଛାୟାଏ ପୋବିସୀଏ ଅଭିନିବବ୍‌ତାଏ  
 ପମାଂ-ପତ୍ତାଏ ଅବ୍‌ବଏଂ ଦିବସେଂ, ବିଜ୍ଞଏଂ ଯୁତ୍ତେଂ ଚନ୍ଦମ୍ମତାଏ  
 ସୀୟାଏ ସ-ଦେବ-ମଞ୍ଝାୟାଏ ପବିସାଏ ସମଞ୍ଝମ୍ମାଂ-ମସ୍‌ ସଂସିୟ-  
 ଚକ୍‌ସି - ମଂଗଲିୟ - ମୁହମଂଗଲିୟ - ବକ୍‌ମାଂ - ପୁସମାଂ-ସଂଟିୟ-ଗଣେହି  
 ତାହିଂ ଇଟ୍‌ତାହିଂ କଂତାହିଂ ପିୟାହିଂ ମଞ୍ଝାହିଂ ମଞ୍ଝାମାହିଂ  
 ଓବାଲାହିଂ କଲ୍ଲାମାହିଂ ସିବାହିଂ ଧମ୍ମାହିଂ ମଂଗଲ୍ଲାହିଂ ମିୟ-ମହ୍‌ବ-  
 ସସ୍‌ସିବୀୟାହିଂ [ ହିୟ-ପଲ୍‌ହାୟାହିଂ ଅଟ୍‌ଟ-ସହିୟାହିଂ ଅପୁଂ-  
 ରୁତ୍ତାହିଂ ] ବଘୁହିଂ ଅଭିଂଦମାଂ ଅଭିସଂଥୁମାଂ ଯ ଏବଂ  
 ବୟାସୀ ॥ ୧୧୩ ॥

“ଜୟ ଜୟ ନନ୍ଦା । ଜୟ ଜୟ ଭଦ୍ରା । ଭଦ୍ରତେ, ଅଭଗ୍‌ଗେହିଂ  
 ନାମ-ଦଂସେ-ଚବିତ୍ତେହିଂ ଅଜ୍ଞିୟାହିଂ ଜିଞ୍ଝାହିଂ ଇନ୍ଦିୟାହିଂ, ଜିୟଂ ଚ

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর মনুষ্য-ধর্ম-মুগ্ধ গার্হস্থ্যম্ গ্রহণ ( অর্থাৎ বিবাহ ) কবিবাব পূর্বেও তাঁহাব অমুস্তব ( শ্রেষ্ঠ ), অপ্রতিপাতী আভোগিক জ্ঞানদর্শন ছিল । সেইজন্ত তখন শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর সেই অমুস্তব আভোগিক জ্ঞানদর্শন-বলে আগন নিষ্কমণকাল ( প্রব্রজ্যা গ্রহণের কাল ) দেখিতে পাইয়াছিলেন । দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাব সমস্ত হিরণ্য ( বৌধ্য ) ত্যাগ কবিয়াছিলেন, স্তবর্ণ ত্যাগ কবিয়াছিলেন, ধন ত্যাগ কবিয়াছিলেন, বাস্ত ত্যাগ কবিয়াছিলেন, বাজ্য-ত্যাগ কবিয়াছিলেন, বাহ্নীত্যাগ কবিয়াছিলেন, এবং বলত্যাগ, বাহন-ত্যাগ, কোষত্যাগ, কোষ্ঠাগারত্যাগ, পুত্রত্যাগ, অন্তঃপুত্রত্যাগ ও জনপদ-ত্যাগ কবিয়াছিলেন, ধন, কনক, বস্ত্র, মণি, মৌক্তিক, শম্ম, শিলা, প্রবাল, রক্তবস্ত্রাদি সমস্ত সারস্ব্য-ভূত সম্পদ ত্যাগ কবিয়া অবজ্ঞা কবিয়া দাতৃ-গণেব সাহায্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন, দামগ্রস্ত ( দবিজ ) গণের মধ্যে দান কবিয়া বিলাইয়াছিলেন ॥ ১১২ ॥

সেইকালে সেই সময়ে হেমন্তের প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে অগ্রহায়ণেব কৃষ্ণপক্ষে দশমী তিথিতে পূর্বাভিমুখিণী ছায়ার এক পৌরুষী ( লাডে তিন হাত দৈর্ঘ্য, পশ্চিম পৌরুষী ) পবিপূর্ণ হইলে ( আন্দাজ অপরাহ্ন ঠার সময় ) ‘জুব্রত’ নামক দিবসে বিজয় নামক যুহুর্ভে চন্দ্রপ্রভা নামক শিবিকায় [ আবোহণ কবিয়া ] [ শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ] দলে দলে দেব, মনুষ্য ও অমরগণ কতৃক পথে পথে অন্নগম্যমান হইতেছিলেন । [ চতুর্দিকে ] শাস্ত্রিক ( শাস্ত্রবাদক ), চাক্রিক ( চক্র-প্রহরণধারী ), যাজলিক, মুখযাজলিক ( চাটুকাব ), বধমান ( কক্ষে মনুষ্যবহনকাবী মাল্লব ), পুণ্ড্রমাণ ( মাগধ, ভাট ) এবং বাণ্টিক ( বণ্টাবাদক ) গণ [ চলিতেছিল ] । [ তাহার ] সেই ইষ্ট, কাম্ব, প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, মিত-মধুর-শোভন, [ হৃদয়-প্রসাদদন, ১০৮, অপুনরুত ] মঞ্জুল বাক্যে তাঁহার অভিনন্দন করিতে করিতে ও শুব কবিত্তে কবিত্তে এই কথা বলিল ॥ ১১৩ ॥

“জয় জয় হে নন্দক ! জয় জয় হে ভদ্রক ! তোমার ভদ্র হৃদক ।  
অভয় ( পূর্ণ ) জ্ঞানদর্শন ও চবিজ ( সচ্চরিত্রতা ) দাবা তোমার অবিজিত

পালেহি সমণ-ধম্মং, জিয়-বিগ্গো বি য় বসাহিং তং, দেব !  
 সিদ্ধি-মজ্জো, নিহণাহিং বাগ-দোস-মল্লে ত্বেণং, থিই-ধণিয়-  
 বদ্ধ-কচ্ছে মদ্ধাহি অট্ট-কম্ম-সম্বু বাণেণং উত্তমেণং সূক্কেণং,  
 অল্পমত্তো হরাহি আরাহণা-পড়াগং চ, বীব ! ' তেলুন্ধ-রংগ-  
 মজ্জো পাব য় বিতিমিরম্ অগুত্তবং কেবল-বব-নাং, গচ্ছ য়  
 মুক্খং পবং পয়ং জিগ-ববোবইট্টেণ মগ্গেণং অকুড়িলেণং  
 হংতা পবীসহ-চমুং ! জয় জয় খত্তিয়-বব-বসভা ! বহুইং  
 দিবসাইং বহুইং পক্খাইং বহুইং মাসাইং বহুইং উট্টাইং বহুইং  
 অয়্যাইং বহুইং সংবচ্ছবাইং অভীএ পবীসহোবসগ্গাণং খংতি-  
 খমে ভয়-ভেরবাণং, ধম্মে তে অবিগ্গং ভবউ ! স্তি কট্টু জয়-  
 জয়-সদং পট্টজংতি ॥ ১১৪ ॥

তএ গং সমণে ভগবং মহাবীবে নয়ণ-মালা-সহস্বেহিং  
 পিচ্ছিচ্ছমাণে ২, বয়ণ-মালা-সহস্বেহিং অভিখুবমাণে ২, হিয়য়-  
 মালা-সহস্বেহিং উন্নংদিচ্ছমাণে ২, মণোবহ-মালা-সহস্বেহিং  
 বিচ্ছিপ্পমাণে ২, কংতি-ক্লব-গুণেহিং পচ্ছিচ্ছমাণে ২, অংগুলি-  
 মালা-সহস্বেহিং দাইচ্ছমাণে ২, দাহিং-হথেণং বহুণং নন্ন-নাবী  
 সহস্সাণং অংগুলি-মালা-সহস্সাইং পড়িচ্ছমাণে ২, ভবণ-  
 পংতি-সহস্সাইং সমইচ্ছমাণে ২, তংতী-তল-তাল-ভুড়িয়-ঘণ-  
 মুইংগ-গীয়-বাইয়-রবেণং মহ্বেণ য় মণহবেণং জয়-সদ-ঘোস-  
 মীসিএণং মংজু-মংজুণা ঘোসেণ য় পড়িবুজ্জমাণে ২, সব্বিড্-টীএ  
 সব্ব-জুজ্জএ সব্ব-বলেণং সব্ব-বাহেণং সব্ব-সমুদএণং সব্বায়-  
 বেণং সব্ব-বিভ্জএ সব্ব-বিভুসাএ সব্ব-সংভমেণং সব্ব-সংগমেণং  
 সব্ব-পগগ্গএহিং সব্ব-নাড়এণং সব্ব-তালাযরেহিং সব্বোবোহেণং

ইঞ্জিয়গুলি জয় কব। তোমাব সম্যগ্ বিজিত শ্রমণ ধর্ম পালন কর।  
 হে দেব। বিয়সমূহ জয় কবিসা সিদ্ধিমধ্যে কাল কাটাও। তপস্যা  
 প্রভাবে বাগ (আসক্তি)-দোষরূপ মল্লকে জয় কর। ধৃতি (ধৈর্য বা  
 ঈর্ষ্য) রূপ ধনিকা (ধটিকা বা কোপীন) দিবা কাছা বাঁধিয়া উত্তম  
 পবিত্র ধ্যানের সাহায্যে অষ্ট কর্মশত্রু মর্দন কর। অপ্রেমস্ত হইয়া  
 আরাধনা-পতাকা বহন কর। হে বীৰ! এই ত্রৈলোক্য-রজ [-মঞ্চ]-  
 মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অলুস্তব 'কেবল' জ্ঞানদর্শন লাভ কব যাহাতে  
 [অজ্ঞান -] তিমিরের আবিলতা নাই। শ্রেষ্ঠ জিনগণ কর্তৃক উপদিষ্ট  
 অকুটিল মার্গে গমন করিয়া পবন পদ যোন্ধে উপনীত হও। বিয়  
 সমূহের চমু ভূমি বিনাশ কবিবাহ। জয় জয় হে ক্ষত্রিয়-বৃষভ! বহু  
 দিবস, বহু পক্ষ, বহু মাস, বহু ঋতু, বহু অয়ন (অর্ধ-বৎসর), বহু  
 সংবৎসর ধরিয়া নানা বিয় ও নানা উপসর্গকে ভয় না করিয়া ভূমি ভয়  
 ও বিপদে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবাহ। তোমার ধর্মে  
 অবির হউক। এই বলিয়া জয়-জয়-ধ্বনি কবিতে লাগিল ॥ ১১৪ ॥

তাবপর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীৰ কুণ্ডপুং নগরের মধ্য দিয়া নির্গত  
 হইয়া যেখানে জাতি-বণ্ড-বন [উজ্জান এবং তাহার মধ্যে] যেখানে শ্রেষ্ঠ  
 অশোক বৃক্ষ রহিয়াছে সেইখানে গেলেন। বাইবার পথে সহস্র সহস্র  
 নবনমালা তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। সহস্র সহস্র বদনমালা তাঁহাব  
 জব কবিতে লাগিল। সহস্র সহস্র কদম্বমালা তাঁহাকে অভিনন্দন  
 করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র মনোবথমালা তাঁহাকে বিক্লেপ  
 করিতে লাগিল। কান্তি, রূপ ও গুণের জন্ত সকলে তাঁহাকে  
 কামনা কবিতে লাগিল। সহস্র সহস্র অঙ্গুলিমালা তাঁহার দিকে নির্দেশ  
 কবিতে লাগিল। বহু সহস্র নবনারীৰ সহস্র সহস্র অঞ্জলি তিনি দক্ষিণ  
 হস্ত দ্বারা প্রতিনিব্ধিত কবিতে কবিতে চলিলেন। সহস্র সহস্র ভবন-  
 পংক্তি অতিক্রম করিয়া কবিসা চলিলেন। তন্ত্রী (বীণা), তলতাল  
 (কবতাল), তুর্ঘ, ঘন-মৃদঙ্গ (খোল) প্রভৃতি সহযোগে গীত-বাঞ্ছ  
 হইতে লাগিল। তাহাব সঙ্গে মধুব ও মনোহর জয়ধ্বনি নির্বোধ

সব-পুপ্ফ-মল্লালংকাব-বিভূসাএ সব-তুড়িয়-সদ্ব - সংনিগাএণং  
 মহয়া ইড্‌টীএ মহয়া জুর্জএ মহয়া বলেণং মহয়া বাহণেণং  
 মহয়া বর-তুড়িয়-জমগ-সমগ - প্পবাইএণং সংখ-পণব-পড়হ-  
 ভেবি-বল্লবি-খবমুহি-ছুংছুহি - নিগ্‌ঘোস - নাইয় - রবেণং [ জাব  
 রবেণং ] কুংডপুবং নগবং মজ্‌ঝংমজ্‌ঝোণং নিগ্‌গচ্ছই।  
 নিগ্‌গচ্ছিত্তা জেণেব নায়-সংড-বণে উজ্জাণে, জেণেব অসোগ-  
 বব-পায়বে তেণেব উবাগচ্ছই ॥ ১১৫ ॥

উবাগচ্ছিত্তা অসোগ-বব-পায়বস্‌স অহে সীয়াং ঠাবেই।  
 ঠাবিত্তা সীয়াও পচোরুহই। পচোরুহিত্তা সয়মেব আভবণ-  
 মল্লালংকাবং ওমুই। ওমুইত্তা সয়মেব পঞ্চমুট্‌টিয়ং লোয়াং  
 কবেই। কবিত্তা ছট্‌ঠেণং ভত্তেণং অপাংএণং হথুত্তরাহিং  
 নক্‌খত্তেণং জোগমুবাগএণং এণং দেব-দুসম্‌ আদায এণে  
 অৰীএ মুংডে ভবিত্তা অগাবাও অণগাবিয়ং পবইএ ॥ ১১৬ ॥

সমণে ভগবং মহাবীবে সংবচ্ছবং সাহিব-মাংসং জাব  
 চীববধাবী হোখা। ভেণ পবং অচ্ছেলে পাণি-পড়িগ্‌গহিএ  
 সমণে ভগবং মহাবীবে সাইরৈগাইং ছবালস বাসাইং নিচ্চং  
 বোসট্‌ঠ-কাএ চিরত্ত-দেহে, জে কেই উবসগ্‌গা উপ্পজ্জংতি—  
 তং জহা : দিব্বা বা মাণুসা বা তিব্বিক্‌খ-জোণিয়া বা অণুলোমা

মিশিতে লাগিল। সেই মজু মধুব জয়-ধ্বনিতে [নগবাসিগণ] প্রভি-  
বোধিত হইতে লাগিল। বিপুল ঐশ্বর্যের উপযোগী সমস্ত জাঁকজমক  
সহকাৰে, সমস্ত সেনা সমস্ত যানবাহন ও সমস্ত অলুচরবর্ণের সহিত সব  
দলবলের সঙ্গে, সৰ্ব সমাদরে, সমস্ত বিভবের সহিত, সমস্ত অলঙ্কার,  
সমস্ত সজ্জা, সমস্ত স্বর্ণ, সমস্ত প্রজ্ঞা, সমস্ত নট-নটী, সমস্ত তালচর  
(অলুচর), সৰ্ব অববোধ, সৰ্ব পুষ্পমালালঙ্কার ভূষণ, সৰ্ব তুৰ্ব-নিদা,  
মহতী সন্মুষ্টি, মহা জাঁকজমক, মহতী সেনা, যানবাহন, শ্রেষ্ঠ তুৰ্ব, 'বমক',  
সমক প্রভৃতি বাস্ত, শব্দ, পণব, পটহ, ভেরি, বজ্রবি, খরখুখী, চন্দ্রুতি  
প্রভৃতিব শব্দে নগর মুখবিত কবিতা তিনি বাজা করিয়াছিলেন ॥ ১১৫ ॥

সেই শ্রেষ্ঠ অশোক পাদপের নিকট গিয়া ঐ বৃক্ষের তলায় শিবিকা  
নামাইলেন। নামাইয়া শিবিকা হইতে অবরোহণ কবিলেন। তারপর  
স্বয়ং আভরণ-মালা-অলঙ্কার খুলিলেন। খুলিয়া অহস্তে পাঁচ মুষ্টিতে  
মস্তকেব সমস্ত কেশ উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। প্রতি তৃতীয় দিনে  
দিনে একবার পানীর-বিহীন আহাৰ-গ্রহণের ব্রত লইয়া উত্তবক্ষুণী  
নক্ষত্রে (চন্দ্রের) যোগ হইলে একখানিমাঝ দেব-দৃশ্য (বজ্র) লইয়া  
একাকী অধিতীষ তিনি মুণ্ডিত হইয়া আগাব হইতে অনাগারিষ প্রব্রজ্যা  
গ্রহণ করিলেন ॥ ১১৬ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর এক সংবৎসব একমাস বাবৎ চৌব বার  
কবিয়াছিলেন। তারপর তিনি অ-চেল (অর্থাৎ নগ্ন) থাকিতেন এবং  
ভিক্ষাপাত্ররূপে নিজের কবচল ব্যবহার কবিতেন। শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর  
কিঞ্চিদধিক (সাতিবেক) দ্বাদশ বৎসব কাল নিত্য (সর্বক্ষণেব জন্ত)  
নিজ দেহ (অর্থাৎ দেহের বস্ত্র) ত্যাগ কবিতা (কষ্ট সহ করিবাব জন্ত)  
উৎসর্গ কবিতা রাখিয়াছিলেন। [ঐ সময়ে] যে-কোনও উপসর্গ (অর্থাৎ  
দুঃখকষ্ট বা বিপদ) উৎপন্ন হইত, তাহা তিনি সর্বতোভাবে সহ কবিতেন,  
ক্ষমা করিতেন, উপেক্ষা করিতেন এবং বিখ্যা বলিয়া বিশ্বাস কবিতেন;  
তা সে উপসর্গ যে-কারণেই উৎপন্ন হউক না কেন—দৈবকারণে, মনুষ্য-  
কৃত কারণে, তির্যগ্‌যোনি-কৃত কারণে, অমূল্যে অর্থাৎ স্বাভাবিক

বা পড়িলোমা বা—তে উপ্পন্নে সম্মং সহই খমই তিতিক্খই  
অহিয়াসেই ॥ ১১৭ ॥

তএ ৭ং সমণে ভগবং মহাবীবে অণগারে জাএ ইবিয়া-  
সমিএ ভাসা-সমিএ এসণা-সমিএ আযাণ-ভংড-মত্ত-নিক্খেবণা-  
সমিএ উচ্চার-পাসবণ-খেল-সিংঘাণ-জল্প-পাবিট্ঠাবণিয়া-সমিএ  
মণ-সমিএ বয়-সমিএ কায়-সমিএ মণ-গুন্তে বয়-গুন্তে কায়-  
গুন্তে গুন্তিদিএ গুন্ত-বম্হাবাবী অকোহে অমাণে অমাএ  
অলোহে সংতে পসংতে উবসংতে পবিনিব্বুড়ে অণাসবে অমগে  
অকিংচণে ছিন্ন-গংগেঠে নিরুবলেবে কংস-পাঈ ব সুক্ক-তোএ  
সংখো ইব নিবংজণে, জীব ইব অপ্পড়িহয়-গঈ, গগণমিব  
নিবালংবণে, বাবু ইব অপ্পড়িবন্ধে, সাবয়-সলিলং ব সুক্ক-  
হিয়এ, পুক্খব-পস্তংপিব নিরুবলেবে, কুম্মো ইব গুন্তিদিযে,  
খংগি-বিসাণং ব এগ-জাএ, বিহগ ইব বিল্লমুক্কে, ভারুংড-  
পক্খী'ব অপ্পমত্তে, কুংজব ইব সোড়ীবে, বসভো ইব জায়-  
থাগে, সীহো ইব ছুজ্জরিসে, মংদবো ইব অপ্পকংপে, সাগবো  
ইব গংভীবে, চংদো ইব সোম-লেসে, সূবো ইব দিত্তভেএ,  
জচ্চ-কণগং ব জাম্ম-ঝাবে, বসুংখবা ইব সব্ব-কাম-বিসহে,  
সুহয়-ছয়াসণো ইব তেয়সা জলংতে । [ ইমেসিং পয়াণং  
দোন্নি সংগহণ-গাহাও :

কংসে সংখে জীব

গগণে বাউ য় সব্ব-সলিলে য় ।

পুক্খব-পস্তে কুম্মে

বিহগে খন্নে য় ভারুংডে ॥

কুংজব বসভে সীহে

নগবায়া চেব সাগবম্ অখোভে ।

কাৰণেই হউক অথবা প্ৰতিলোম অৰ্থাৎ অস্বাভাবিক বা প্ৰকৃতি-বিকৃত কাৰণেই হউক ॥ ১১৭ ॥

তাৱপৰ শ্ৰমণ ভগবান্ মহাবীৰ অনাগাৱিক হইলেন। [ তিনি ] ত্ৰৈৰ্য্য অৰ্থাৎ বিচৰণ বিষয়ে সংযত, ভাবায় সংযত, এষণা অৰ্থাৎ ইচ্ছায় সংযত, গ্ৰহণ-সঞ্চয়-ত্যাগে সংযত, মল-মূত্ৰ-নিষ্ঠীবন-শ্লেষ্মা-গাত্ৰমল-নিষ্ক্ষেপে সংযত, মনে সংযত, বাক্যে সংযত, কায়-কৰ্মে সংযত হইলেন। মনোশুষ্টি, বাক্যশুষ্টি, কায়শুষ্টি, ইন্দ্ৰিয়শুষ্টি ও ব্ৰহ্মচৰ্য্যশুষ্টি অত্যন্ত হইল। [ তিনি ] ক্ৰোধশূন্ত, মানশূন্ত ( মানাপমান-বোধশূন্ত ), মায়াশূন্ত, লোভশূন্ত, শাস্ত ( শান্তিমুক্ত ), প্ৰশান্ত ( গম্ভীৰ ), উপশান্ত ( আসক্তি-বিহীন ), পবিত্ৰবৃত্ত ( সৰ্ব ব্যাপাৰ হইতে নিৰন্ত ), অনাশ্ৰব ( বাধ্যতা বিহীন ), অময় ( মমত্ব অৰ্থাৎ অহংকাৰ বিহীন ), অকিঞ্চন ( বিজ্ঞ ), ছিন্নগ্ৰন্থ ( সংসাবগ্ৰন্থি ধাৰা ছিন্ন হইবাছে ) ও নিকপলেণ হইলেন। কাংস্যপাত্ৰ যেমন তৌৰ ( অৰ্থাৎ জল ) ত্যাগ কৰিয়া নিষ্চিহ্ন হয়, তিনিও তেমনি তৌদ ( পীড়া, যন্ত্ৰণা ) ত্যাগ কৰিয়া মুক্ত হইলেন। শব্দ যেমন নিবজ্জন ( অৰ্থাৎ কালিমাশূন্ত ) তিনিও তেমনি নিবজ্জন ( অৰ্থাৎ মালিন্য়মুক্ত ) হইলেন। তিনি জীবেৰ জায় অপ্ৰতিহতগতি, গগনেৰ জায় নিৰালম্বন ( নিবাস্ত্ৰ ), বায়ুৰ জায় অপ্ৰতিবদ্ধ, শাৱদ-মলিলেব জায় শুদ্ধহৃদয়, পদ্মপদ্মেৰ জায় নিকপলেণ, কূৰ্মৰ ওপৰেৰ, গম্ভাব শূন্যেৰ জায় আজন্ম একাকী, বিহবেৰ মত মুক্ত, তাৱণ্ড গন্ধীৰ জায় অপ্ৰমত্ত ( ভাবগুপকী যেমন সৰ্বদা জাগৰিত থাকে, তিনি সৰ্ব সময়েই ভ্ৰম-প্ৰমাদ-বহিত হইলেন ) কুঞ্জবেৰ জায় শৌণ্ডীৰ ( অৰ্থাৎ, কুঞ্জবেৰ শুণ্ড থাকাতে সে যেমন শৌণ্ডীৰ তিনি তেমনি সৰ্বোচ্চ-স্থান-স্থিত হইবা শৌণ্ডীৰ অৰ্থাৎ উচ্চ-স্থান-স্থিত হইলেন ), বুযভেব জায় জাত স্থায় ( বুযভেব যেমন স্থায় অৰ্থাৎ শক্তি তাঁহাবও তেমনি স্থায় অৰ্থাৎ স্থৈৰ্য বা দৃঢ়তা জন্মিল ) সিংহেৰ জায় দুৰ্ঘৰ্ষ, মন্দৰ পৰ্বতেৰ জায় অপ্ৰকম্প, সাগৰেৰ জায় গম্ভীৰ, চক্ৰেব জায় সৌম্য-লেন্দ্ৰ ( চক্ৰেব লেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ আভা যেমন সৌম্য অৰ্থাৎ শুভ, তাঁহাবও লেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ মানসিক বৃত্তি সৌম্য অৰ্থাৎ নিষ্পাপ হইল ), সূৰ্যেব জায় দীপ্ত-ভেজাঃ ( সূৰ্যেৰ



চন্দ্রে সূরে কণগে

বসুধবা চেব সুল্লয়-ছয়বহে ॥ ]

নখি ৭ং তস্ ভগবৎস কথই পড়িবংধে । সে য  
চউকিহে পন্নভে, তং জহা : দববও খিত্তও কালও ভাবও ।  
দববও : সচিভাচিভ-মীসএসু দববসু । খিত্তও : গামে বা  
নগরে বা অবল্লো বা খিত্তে বা থলে বা অংগণে বা । কালও :  
সমএ বা আবল্লিয়াএ বা আগা-পাণুএ বা থোবে বা থণে বা  
লবে বা পক্খে বা মুহুন্তে বা অহোবন্তে বা পক্খে বা মাসে  
বা উউএ বা অয়ণে বা সংবচ্ছবে বা অন্নয়রে বা দীহ-কাল-  
সংজোএ । ভাবও : কোহে বা মাণে বা মায়াএ বা লোভে  
বা ভএ বা হাসে বা পিঞ্জ বা দোসে বা কলহে বা অব-  
ভক্খাণে বা পেন্নয়ে বা পর-পবিবাএ বা অন্নই-বঙ্গ বা  
মায়ামোসে বা জাব মিচ্ছা-দংসণ-সল্লো বা ( গ্র° ৬০০ ) তস্  
৭ং ভগবৎস নো এক ভবই ॥ ১১৮ ॥

সে ৭ং ভগবৎ বাসা-বাস-বজ্জ অট্ট গিম্হ-হেমংতিএ  
মাসে, গামে এগরাইএ, নগরে পংচ-বাইএ, বাসী-চংদণ-  
সমাণ-কপ্পে, সম-ভিণ-মণি-লেট্ট-কংচণে সমহুক্খসুহে ইহ-

রশ্মি যেমন দীপ্ত অর্থাৎ উজ্জ্বল, তাঁহার প্রভাব তেমনি দীপ্ত অর্থাৎ প্রবল), জাত্য কাঞ্চনের জায় জাতরূপ (আজ্ঞার বিশুদ্ধ), বহুদ্বার জায় সর্ব-স্পর্শ-সহ হইয়া তিনি সুহৃত (অর্থাৎ দ্ব্যুতযোগে দীপ্ত) হতাশনের জায় স্বতেজে উজ্জ্বল হইয়া অলিতে লাগিলেন। [এই সব পদের দু'টি সংগ্রহণ গাথা :

কাংস্ত, শঙ্খ, জীব, গগন, বায়ু, শাবদ সলিল, পুঙ্খ (পদ্ম) পত্র,  
কূর্ম, বিহগ, ঋতুগী ও ভাকণ্ড ॥ ১

কুঞ্জর, ব্রহ্ম, সিংহ, নগরাজ, অকোভ, সাগর, চন্দ্র, সূর্য, কনক,  
বহুদ্বার, সুহৃত হতবহ ॥ ২

ভগবান্ মহাবীরেব আর কোথাও কোনও প্রতিবন্ধক রহিল না। প্রতিবন্ধক চতুর্বিধ উক্ত হইয়াছে। যথা : দ্রব্যপ্রতিবন্ধক, ক্ষিতি প্রতিবন্ধক, কালপ্রতিবন্ধক ও ভাবপ্রতিবন্ধক। দ্রব্য প্রতিবন্ধক : সচিস্ত, অচিস্ত ও মিশ্র দ্রব্যে। ক্ষিতিপ্রতিবন্ধক : গ্রামে, নগরে, অবণ্যে, ক্ষেত্রে, খামাবে ও অঙ্গনে। কালপ্রতিবন্ধক : সময়, আবলিকা, আনাপানক (উজ্জ্বলিত নিশ্বাসের সময়), স্তোক (সাত নিশ্বাস পরিমাণ সময়), ক্ষণ (বহুতব নিশ্বাস পরিমাণ সময়), লব (সাত স্তোক), পক্ষ (তিথি), মুহূর্ত (১০ লব), অহোবাত্র, পক্ষ (অর্ধমাস), মাস, ঋতু, অয়ন (ছয় মাস), সংবৎসর বা অস্ত্র কোনও প্রকার দীর্ঘ কাল সংযোগে প্রতিবন্ধক। ভাবপ্রতিবন্ধক : ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, ভয়, হাঙ্গ, [প্রেম, দ্বন্দ্ব, কলহ, অভ্যাখ্যান বা গালাগালি, পৈশুজ্ঞ বা খলতা, পব-পরিবাদ (পবনিন্দা) অরতি-বতি (বিবস্তি-আসক্তি), মায়া-মোহ (ধর্ম বিবয়ে বঞ্চনা)] মিথ্যাদর্শনশল্য (ব্রাহ্ম ধর্মবিশ্বাসের শল্য) প্রভৃতিব প্রতিবন্ধক।

সেই ভগবান্ মহাবীরের এ-সব কিছুই হয় না ॥ ১১৮ ॥

সেই ভগবান্ মহাবীর বর্ষাবাস ছাড়া গ্রীষ্ম ও হেমন্তেব আট মাস এই ভাবে কাটাইতেন—গ্রামে থাকিলে এক বাজি মাজ এক গ্রামে, নগরে পাঁচ বাজি। বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান, তুষ, সনি, লেটু (মৃৎপিণ্ড), ও কাঞ্চনে সমদৃষ্টি, দুঃখ-সুখে সমান, ইহলোক ও পবলোকে প্রতিবন্ধক-

লোগ-পবলোগ-অপ্পড়িবদ্ধে জীবিস্ন-মবণে নিরবকংখে সংসাব-  
পার-গামী কস্ম-সংগ-নিগ্ঘায়গট্টাএ অবভুট্টাএ এবং চ নং  
বিহরই ॥ ১১৯ ॥

তস্ম নং ভগবৎতস্ম অণুত্তরেণ নাশেণ অণুত্তবেণ  
দংসেণ অণুত্তবেণ চবিত্তেণ অণুত্তরেণ আলএণ অণুত্তবেণ  
বিহাবেণ অণুত্তবেণ বীরিয়েণ অণুত্তরেণ অজ্জবেণ অণুত্ত-  
বেণ মদবেণ অণুত্তরেণ লাঘবেণ অণুত্তবাএ ঋতীএ অণুত্তবাএ  
মুত্তীএ অণুত্তবাএ শুভীএ অণুত্তবাএ তুট্টীএ অণুত্তবাএ বুদ্বীএ  
অণুত্তরেণ সচ্চ-সংজম-তব-সুচবিস্ন-সোবচিয় - ফলপবিনিক্কাণ-  
মগ্গেণ অপ্পাণ ভাবেমাণস্স ছবালস সংবচ্ছরাইং বিইক্কং-  
তাইং তেবসমস্স অংতরা বট্টমাণস্স, জে সে গিম্হাণং  
দোকে মাসে চউখে পক্খে বইসাহ-সুদে, তস্ম নং বইসাহ-  
সুদস্স দসমী-পক্খেণ পাঈণ-গামিণীএ ছায়াএ পোবিসীএ  
অভিনিবট্টাএ পমাণ - পত্তাএ সুববএণং দিবসেণ বিজএণং  
মুহুত্তেণ জংভিয়-গামস্স নগবস্স বহিয়া উজ্জুবাণিয়াএ নঈ-  
তীবে বিয়াবত্তস্স চেইয়স্স অদুব-সামংতে সামাগস্স গাহাবইস্স  
কট্ট-কবণংসি সাল-পায়বস্স অহে গোদোহিয়াএ উক্কুড্ডয়-  
নিসিচ্ছাএ আয়াবণাএ আয়াবেমাণস্স ২ ছট্টেণ ভত্তেণ  
আপাণএণং হথুত্তবাহিং নক্খত্তেণ জোগম্ উবাগএণং ঝাণং-  
তবিয়াএ বট্টমাণস্স অণংতে অণুত্তবে নিব্বাখাএ নিবাববণে  
কসিণে পড়িপুল্লৈ কেবল-বব-নাণ-দংসণে সমুপ্পুল্লৈ ॥ ১২০ ॥

তএ নং সমণে ভগবৎ মহাবীবে অবহা ভাএ জিণে কেবলী  
সববন্টু সববদবিসী, স-দেব-মল্লয়ান্নবস্স লোগস্স পবিসায়ং  
জাণই পাসই, সব্বলোএ সব্বজীবণং আগইং গইং টিইং চবণং  
উববায়ং তত্তং মণো মাণসিয়ং ভুত্তং কড়ং পড়িসেবিয়ং আবী-

বিহীন, জীবন-মরণে আকাঙ্ক্ষাবিহীন, সংসারের পাবগামী, কর্মসঙ্গ-  
বিনাশের অস্ত্র অভ্যুত্থিত—এইভাবে তিনি কাল কাটাইতে  
লাগিলেন । ১১৯ ।

অনুত্তর জ্ঞান, অনুত্তর দর্শন, অনুত্তর চবিজ, অনুত্তর আলয়, অনুত্তর  
বিহার ( বিচরণ ), অনুত্তর বীর্য, অনুত্তর আর্জব ( সৎগতা ), অনুত্তর  
মার্দব, অনুত্তর লাম্বব, অনুত্তর ক্ষান্তি, অনুত্তর মুক্তি, অনুত্তর শুশ্রি,  
অনুত্তর তুষ্টি, অনুত্তর বুদ্ধি এবং অনুত্তর সত্য, সংযম, তপস্যা, সূচরিতের  
উপচিত ফলস্বরূপ পরিনির্বাণের পথে আত্মার বিষয়ে ভাবনা করিতে  
কবিতে ভ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের দ্বাদশ সংবৎসর কাটিয়া গেল ।  
ত্রয়োদশ সংবৎসরে গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মাসে চতুর্থ পক্ষে বৈশাখের শুক্ল  
পক্ষে দশমী তিথিতে পূর্বাভিমুখিনী হারার এক ( পশ্চিম ) পোকবী  
পরিমাণ পূর্ণ হইলে স্তব্রত নামক দিবসে বিজয় যুদ্ধে জুড়িকাগ্রাম  
নামক নগরের বাহিবে ঋজুপালিকা নদীর তীরে একটি পবিত্রাস্থ  
চৈত্যের অদূরে স্ত্রীমাক নামক একজন গৃহস্থের কুসুমিত শালবৃক্ষের  
নীচে হস্তোত্তরা নক্ষত্রের সহিত ( চক্রেব ) যোগে, অ-অঙ্গে তাপ দিবার  
অস্ত্র মাথা উচু কবিতা গোদোহন হাঁদে বলিয়া যখন তাপ ধাইতেছিলেন  
সেইকণ সময়ে প্রতি তৃতীয় দিবসে একবাবরাজ পানীষ-বিহীন আহাব  
গ্রহণের ব্রতে ব্রতী, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ভ্রমণ ভগবান্ মহাবীর অনুত্তর  
নির্বাণাত নিবাবরণ কুৎস প্রাপ্তিপূর্ণ ( সংপূর্ণ ) ‘কেবল’ নামক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান  
দর্শন লাভ করেন । ১২০ ।

তাবপর ভ্রমণ ভগবান্ মহাবীর অর্হৎ হইলেন , জিন, কেবলী, সর্বজ্ঞ,  
সর্বদর্শী হইলেন । [ তখন ] দেব, মনুষ্য ও অশ্ব সহ সর্বলোকেব  
পর্যায় তিনি জানেন এবং দেখিতে পান ; সর্বলোকে সর্বজীবের অবস্থা  
তিনি জানেন ও দেখিতে পান ; তাহাবা কোথা হইতে আসে, কোথায়

কস্মং বহো-কস্মং অবহা অ-বহস্-ভাগী তং তং কালং মণ-বয়ণ-  
কায়-জ্ঞোগে বট্টমাণাং সবলোএ সবলজীব্যাং সবলভাবে জাণমাণে  
পাসমাণে বিহবই ॥ ১২১ ॥

তেগং কালেণং তেগং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীবে  
অট্টিয়-গ্গাম-নীসাএ পটমং অংতবাসং বাসা-বাসং উবাগএ ।  
চংপং চ পিট্টিচংপংচ নীসাএ তও অংতবাসে বাসা-বাসং  
উবাগএ । বেসলিং নগরিং বাণিয়গ্গামং চ নীসাএ ছবালস  
অংতবাসে বাসা-বাসং উবাগএ । বায়গিহং নগবং নালাংদং চ  
বাহিবিয়ং নীসাএ চোন্দস অংতবাসে বাসা-বাসং উবাগএ ।  
ছ মিহিলিয়াএ, দো ভদ্বিয়াএ, এগং আলাভিয়াএ, এগং পণিয়-  
ভুমীএ, এগং সাবথীএ, এগং পাবাএ মজ্জ্বিমাএ হম্বিপালস্  
বল্লো বজ্জুসভাএ অপচ্ছিমং অংতবাসং বাসা-বাসং উবাগএ  
॥ ১২২ ॥

[ তথ্ণং জে সে পাবাএ মজ্জ্বিমাএ হম্বিপালস্ বল্লো  
বজ্জু - সভাএ অপচ্ছিমে অংতবাসে বাসা-বাসং উবাগএ  
॥ ১২৩ ॥ ]

তস্ণং অংতবাসস্ জে সে বাসাং চউথে মাসে  
সন্তমে পক্খে কত্তিয়-বহুলে, তস্ণং কত্তিয়-বহুলস্ পন্নবসী  
পক্খেণং জা সা চবিমা বয়ণী, তং বয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং  
মহাবীবে কালগএ বিইককংতে সমুজ্জাএ ছিন্ন-জাই-জবা-মবণ-  
বংধণে সিদ্ধে বুদ্ধে মুত্তে অংতগড়ে পবিনিব্বুড়ে সব্ব-জুত্থ-

যায়, কোথায় থাকে, কোথায় তাহাবা কিরূপ জন্ম লাভ করে,—জীব-  
জন্ম লাভ করে, কি দেব ও ভিৰ্বক্ বোনি লাভ করে,—তাহাদের মনে যে  
ভাব, যে তৰ্ক, অথবা অন্ত যে কোনও প্রকার মানসিক ভাব উৎপন্ন  
হয় তাহা তিনি জানেন ও দেখিতে পান। তাহাবা কি ঋষি, কি  
কটর, তাহাদের প্রকাশ্য কৰ্ম, গোপন কৰ্ম তিনি জানেন ও দেখিতে  
পান। যিনি অর্হৎ, তাহাব নিকট কোনও রহস্য থাকে না, তিনি সেই-  
সব কালে, মন, বচন, কায় যোগে বর্তমান, তাই তিনি সর্বলোকে সর্ব  
জীবের সর্ব ভাব জানিয়া ও দেখিয়া বিহার করেন ॥ ১২১ ॥

সেইকালে সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর অস্তিকা গ্রাম অবলম্বন  
করিয়া তাঁহার প্রথম বর্ষার বাজে বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। তাৎপব  
চম্পা ও পুষ্টি-চম্পা অবলম্বন করিয়া তিন বর্ষাব রাত্রিতে বর্ষাবাস  
করিয়াছিলেন। বৈশালী নগরী ও বাণিজ্যগ্রাম অবলম্বন করিয়া দ্বাদশ  
বর্ষাব রাত্রিতে বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। বাজগৃহ নগর এবং নালন্দার  
উপকণ্ঠে চতুর্দশ বর্ষার বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। মিথিলিকায় ছয় বর্ষা,  
ভজিকায় দুই বর্ষা, আলভিকায় এক বর্ষা, পণ্ডিতভূমিতে এক বর্ষা,  
শ্রাবস্তীতে এক বর্ষা এবং পাপানগরের মধ্যভাগে হস্তিপাল রাজ্যাব  
বজ্জু (=লেখক)-সভায় এক বর্ষা বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। সেইটিই  
তাঁহার শেষ বর্ষাবাস ॥ ১২২ ॥

[ পাপানগরের মধ্যভাগে হস্তিপাল রাজ্যাব বজ্জু (=লেখক)-সভায়  
তিনি তাঁহাব জীবনের অন্তিম বর্ষাবাত্রিতে বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। ]  
॥ ১২৩ ॥

সেই অন্তবাবাস অর্থাৎ বর্ষারাত্রিবাসেব সময়ে বর্ষার চতুর্থ মাসে  
সপ্তম পক্ষে কাঙ্কিকের কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চদশী তিথিতে, যে রজনী তাঁহাব  
শেষ বজ্জনী সেই বজ্জনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কালগত হন,  
ব্যতিক্রান্ত হন, সংসার ত্যাগ করিয়া সমুদ্রবাত হন, জাতি (জন্ম), জবা,  
মরণেব বন্ধন ছিন্ন কবেন, সিদ্ধ হন, বুদ্ধ হন, মুক্ত হন, অন্তরূপ (অর্থাৎ

প্পহীণে , চন্দে নামং সে দোচে সংবচ্ছবে, পীইবন্ধে মাসে,  
নংদিবন্ধে পক্খে, স্তব্ধবয়গী নামং সে দিবসে উবসমি ত্তি  
পবুচ্চই, দেবাংদা নামং সা বয়গী নিবিত্তি ত্তি পবুচ্চই, অচে  
লবে, মুস্তে পাণু, খোবে সিদ্ধে, নাগে কবণে, সর্বথসিদ্ধে মুহুস্তে,  
সাইণা নক্খস্তেং জোং উবাগএণ কালগএ বিইক্কংতে  
সমুজ্জাএ ছিন্ন-জাই-জবা-মবণ-বংথণে সিদ্ধে বুদ্ধে মুস্তে অংতগড়ে  
পবিনিব্বুড়ে সর্ব-ত্কথ-প্পহীণে ॥ ১২৪ ॥

জং বয়গিং চ গং সমণে ভগবং মহাবীবে কালগএ [ পু° বা°  
১৬। জি° চ° ১২৪ ] জাব সর্ব-ত্কথ-প্পহীণে, সা গং বয়গী  
বহুহিং দেবেহিং দেবীহি য উবয়মাণেহি য উপ্পয়মাণেহি য  
উজ্জাবিয়া য়াবি হোথা ॥ ১২৫ ॥

জং বয়গিং চ গং সমণে ভগবং মহাবীবে কালগএ [ পু° বা°  
১৬। জি° চ° ১২৪ ] জাব সর্ব-ত্কথ-প্পহীণে, সা গং বয়গী  
বহুহিং দেবেহিং দেবীহি য উবয়মাণেহি য উপ্পয়মাণেহি য  
উপ্পিঞ্জলগ-ভুয়া কহকহগভুয়া য়াবি হোথা ॥ ১২৬ ॥

জং বয়গিং চ গং সমণে ভগবং মহাবীবে কালগএ [ পু° বা°  
১৬। জি° চ° ১২৪ ] জাব সর্ব-ত্কথ-প্পহীণে তং বয়গিং চ গং  
জেট্ঠস্ গোযমস্ ইংদভুইস্ অণগাবস্ অংতেবাসিস্ নাযএ  
পিঞ্জ-বংথণে বোচ্ছিন্নে অণংতে অণুত্তবে [ পু° বা° ১। জি° চ°  
১২০ ] জাব কেবল-বব-নাণ-দংসণে সমুপ্পন্ন ॥ ১২৭ ॥

জং বয়গিং চ গং সমণে ভগবং মহাবীবে [ পু° বা° ১৬। জি° চ°  
১২৪ ] জাব সর্ব-ত্কথ-প্পহীণে, তং বয়গিং চ গং নব মল্লঙ্গ নব

অস্ত্র বচনাৰ অধিকারী ) হন, পৰিনিৰ্বাণ ( চিৰমুক্তি ) লাভ কৰেন এবং সৰ্বদুঃখহীন হন ।

সেই ( পঞ্চ বৎসৰে গণিত ) যুগেৰ চন্দ্ৰ নামক দ্বিতীয় বৎসৰে শ্ৰীতিবৰ্ধন মাসে, নন্দিবৰ্ধন পক্ষে, জুৱতাগ্নি নামক দিনে, ঐ দিনেৰ নামাস্তব উপশমী, দেৱানন্দা নামক ৰাত্ৰিতে, ঐ ৰাত্ৰিৰ নামাস্তব নিশ্চান্ধি, অৰ্চা নামক লবে, মৃত নামক প্ৰাণকে ( অৰ্থাৎ শ্বাসে )- সিদ্ধ নামক স্তোকে, নাগ কবণে সৰ্বাৰ্থ-সিদ্ধ নামক মুহূৰ্তে, স্বাতী নক্ষত্ৰেৰ ( সহিত চন্দ্ৰেৰ ) যোগে তিনি কালগত হন, ব্যতিক্ৰান্ত হন, সংসাৰ ত্যাগ কৰিষা সমুদ্ৰাভ্যাস হন, জাতি-জ্ঞান-স্বৰূপে বন্ধন ছিন্ন কৰেন, সিদ্ধ হন, বুদ্ধ হন, মুক্ত হন, অন্তৰ্জ্ঞ হন, পৰিনিৰ্বাণ লাভ কৰেন এবং সৰ্বদুঃখহীন হন ॥ ১২৪ ॥

যে বজ্জনীতে শ্ৰমণ ভগবান্ মহাবীৰ কালগত হন,.....সৰ্বদুঃখহীন হন, সেই বজ্জনীতে বহু দেৱ ও বহু দেৱীৰ অববোধণ ও উত্থানে জগৎ উত্তোষিত হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ১২৫ ॥

যে বজ্জনীতে শ্ৰমণ ভগবান্ মহাবীৰ কালগত হন,.....সৰ্বদুঃখ-প্ৰহীন হন, সেই বজ্জনীতে বহু দেৱ ও বহু দেৱীৰ অববোধণ ও উত্থেগমন কৰিতে থাকায় জগৎ উৎপিজলভূত অৰ্থাৎ কলৱ-মুখবিত হইয়াছিল এবং ‘কি হইল-কেন হইল ?’ বৰ উঠিয়াছিল ॥ ১২৬ ॥

যে বজ্জনীতে শ্ৰমণ ভগবান্ মহাবীৰ কালগত হন,.....সৰ্বদুঃখ-প্ৰহীন হন, সেই বজ্জনীতে তাঁহাৰ সোষ্ঠ অশ্বেবাসী জাতিজ গোতম গোত্ৰীয় ইন্দ্ৰভূতিৰ প্ৰিয়বন্ধন ( ভগবান্ মহাবীৰেৰ সহিত শ্ৰীতিৰ বন্ধন ) উচ্ছিন্ন হয় এবং তিনি অমৃত, নিৰ্ব্যাঘাত, নিৰাবৰণ, কৃৎস্ন, প্ৰতিপূৰ্ণ ‘কেবল’ নামক শ্ৰেষ্ঠ জ্ঞান দৰ্শন লাভ কৰেন ॥ ১২৭ ॥

যে বজ্জনীতে শ্ৰমণ ভগবান্ মহাবীৰ কালগত হন,.....সৰ্বদুঃখ-প্ৰহীন হন, সেই বজ্জনীতে কান্ধী ও কোশলৈৰ নয়জন মল্লকী ও নয়জন



লোচ্ছই কাসী-কোসলগা অট্ঠারস বি গণ-রান্নাণে। অমাবসাএ  
পাবাভোরং পোসহোববাসং পট্ঠিবইশু : গএ সে ভাবুজ্জোএ  
দব্বুজ্জোরং কবিস্সামো ॥ ১২৮ ॥

জং বরগি চ সমণে [ পু° বা° ১৬।জি° চ° ১২৪ ] জাব সব্ব-  
হুঙ্খ-প্পহীণে, তং বরগি চ গং খুদ্দাএ নাম ভাস-রাসী মহ-  
গংগহে দো-বাস-সহস্স-ট্ঠিই সমণস্স ভগবও মহাবীরস্স জন্ম-  
নক্কন্তং সংকংতে ॥ ১২৯ ॥

জপ্ পভিই চ গং সে খুদ্দাএ ভাস-রাসী মহ-গংগহে দো-  
বাস-সহস্স-ট্ঠিই সমণস্স ভগবও মহাবীরস্স জন্ম-নক্কন্তং  
সংকংতে, তপ্-পভিই চ গং সমণাং নিগ্গংথাং নিগ্গংথীণ  
য় নো উদিএ পুয়া-সকাবে পবত্তই ॥ ১৩০ ॥

জয়া গং সে খুদ্দাএ [ পু° বা° ১৮।জি° চ° ১৩০ ] জাব জন্ম-  
নক্কন্তাও বিইকংতে ভবিস্সই, তয়া গং নিগ্গংথাং নিগ্গংথীণ  
য় উদিএ পুয়া-সকাবে ভবিস্সই ॥ ১৩১ ॥

জং বরগি চ গং সমণে ভগবং মহাবীরে কালগএ [ পু° বা°  
১৬ ] জাব সব্ব - হুঙ্খ - প্পহীণে, তং বরগি চ গং কুংধু  
অণুদ্ববী নাম সমুপ্পন্ন : জা ঠিয়া অচলমাণা ছউমথাং  
নিগ্গংথাং নিগ্গংথীণ য় নো চক্ক-কাসং হব্বম্ আগচ্ছই ; জা  
অট্ঠিয়া চলমাণা ছউমথাং নিগ্গংথাং নিগ্গংথীণ য় চক্ক-কাসং  
হব্বম্ আগচ্ছই ॥ ১৩২ ॥

জং পাসিত্তা বহুহিং নিগ্গংথেহিং নিগ্গংথীতি য় ভত্তাইং

লিঙ্কবি এই আঠাব জন গণ-বাজা ( সম্মিলিত মিত্র রাজা ) অমাবস্যা  
তিথিতে দ্বারাতোগ পোষষ ( দ্বারদেশ আলোক ঝালায় দর্শনীয় করিয়া  
যে উপবাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সেই উৎসব ) প্রবর্তিত করেন । [ তাঁহারা  
বলিয়াছিলেন ] : সেই ভাবোচ্ছোত ( জ্ঞানের আলোক ) যখন গত  
হইবাছে তখন আমবা দ্রব্যোচ্ছোত ( দ্রব্যজাত আলোক ঝালায় উৎসব )  
করিব ॥ ১২৮ ॥

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কালগত হন,.....সর্বদুঃখ-  
প্রহীন হন, সেই রজনীতে ভগ্নরাশি সদৃশ ( দৃশ্যমান ) ক্ষুদ্রাঙ্গা নামক  
মহাগ্রহ, শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের জন্মনক্ষত্রে সংক্রমিত হয় । প্রতি  
রাশিতে এই মহা [ পাপ ] গ্রহের স্থিতিকাল দুই সহস্র বৎসর ॥ ১২৯ ॥

যখন হইতে ঐ দ্বি-সহস্রবর্ষ-স্থিতিক ভগ্নরাশিতুল্য ক্ষুদ্রাঙ্গা নামক  
মহাগ্রহ শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের জন্মনক্ষত্রে সংক্রমিত হয়, তখন  
হইতেই শ্রমণগণ, নিগ্রহগণ ও নিগ্রহীগণের উদিত [ অর্থাৎ শাক্তোচিত ]  
পূজা ও সৎকার প্রবর্তিত হইতেছে না ॥ ১৩০ ॥

যখন সেই দ্বি-সহস্রবর্ষ-স্থিতিক ভগ্নরাশিতুল্য ক্ষুদ্রাঙ্গা নামক মহাগ্রহ  
শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের জন্মনক্ষত্রে হইতে নিষ্কল হইবে তখন নিগ্রহ  
ও নিগ্রহীগণের উদিত ( অর্থাৎ শাক্তোচিত ) পূজা ও সৎকার প্রবর্তিত  
হইবে ॥ ১৩১ ॥

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কালগত হন,.....সর্বদুঃখ-  
প্রহীন হন, সেই রজনীতে কুহু [ অর্থাৎ ভূমিতে অবস্থানকাবী ] অমৃতরী  
( প্রাণিস্থে উদ্ধাব বা উন্নতি বাহাব হয় না এমন স্তম্ভ কীট ) সমুৎপন্ন  
হয়, বাহা অচল অবস্থায় স্থির হইলে অপরিণতবুদ্ধি ( অজ্ঞান ছদ্মাক্ষর )  
নিগ্রহ বা নিগ্রহীদের চোখে সহজে ধরা পড়ে না, কিন্তু অস্থির হইয়া  
চলিতে থাকিলে তাঁহাদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে ॥ ১৩২ ॥

এই স্তম্ভ কীট দেখিয়া বহু নিগ্রহ ও নিগ্রহী আহাব ভ্যাগ ( ভক্ত  
O. P. 93—14

পাচক্খায়াইং । সে কিম্ আছ ভংতে : অজ্জ-প্পাভিইং ছুরারাহএ  
সংজ্জমে ভবিস্সই ॥ ১৩৩ ॥

তেণং কালেনং তেণং সমএণং সমণস্স ভগবও মহাবীবস্স  
ইংদভুই-পামোক্খাও চোদ্ধস সমণসাহস্সীও উক্কোসিয়া সমণ-  
সংপয়া হোথা ॥ ১৩৪ ॥

সমণস্স গং ভগবও মহাবীবস্স অজ্জ-চংদণা-পামোক্খাও  
ছত্তীসং অজ্জিয়া-সাহস্সীও উক্কোসিয়া অজ্জিয়া-সংপয়া হোথা  
॥ ১৩৫ ॥

সমণস্স গং ভগবও মহাবীরস্স সংখসয়গং - পামোক্খাং  
সমণোবাসগাং এগা সয়-সাহস্সী অউণট্ঠি চং সহস্সা  
উক্কোসিয়া সমণোবাসগাং সংপয়া হোথা ॥ ১৩৬ ॥

সমণস্স গং ভগবও মহাবীরস্স সুলসা-বেবল-পামোক্খাং  
সমণোবাসিয়াং তিন্নি সয় - সাহস্সীও অট্ঠাবস সহস্সা  
উক্কোসিয়া সমণোবাসিয়াং সংপয়া হোথা ॥ ১৩৭ ॥

সমণস্স গং ভগবও মহাবীরস্স তিন্নি সয়া চউদ্ধস-পুব্বীং  
অজ্জিগাং জিগসংকাসাং সস্বক্খর-সম্মিবাঈং জিগো বিব  
অবিভহং বাগবমাণাং উক্কোসিয়া চোদ্ধস পুব্বীং সংপয়া  
হোথা ॥ ১৩৮ ॥

সমণস্স গং ভগবও মহাবীবস্স তেবস সয়া ওহি-নাগীং  
অই-সেস-পত্তাং উক্কোসিয়া ওহি-নাগীং সংপয়া হোথা ॥ ১৩৯ ॥

সমণস্স গং ভগবও মহাবীবস্স সত্ত সয়া কেবল-নাগীং  
সংভিন্ন-বব-নাগং-দংসং-ধরাং উক্কোসিয়া কেবল - নাগি - সংপয়া  
হোথা ॥ ১৪০ ॥

প্রত্যাখ্যান) করিয়াছেন। একথা কিজ্ঞ বলা হইয়াছে? ভদন্ত!—  
এখন হইতে সংবৎ দুবাবাধ্য হইবে ॥ ১০৩ ॥

সেইকালে সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের চতুর্দশ সহস্র শ্রমণ  
লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণ-সম্পদ ছিল। ইন্দ্রভূতি ছিলেন  
তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১০৪ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের ছত্রিশ সহস্র আর্থিকা লইয়া গঠিত একটি  
উৎকৃষ্ট আর্থিকা-সম্পদ ছিল। আর্থিকা চন্দনা ছিলেন তাঁহাদের  
মুখ্য ॥ ১০৫ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের একশত উনষষ্টি সহস্র শ্রমণোপাসক লইয়া  
গঠিত একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণোপাসক-সম্পদ ছিল। শম্মণতক ছিলেন  
তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১০৬ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের তিনশত আঠার সমস্র শ্রমণোপাসিকা  
লইয়া গঠিত একটি শ্রমণোপাসিকা-সম্পদ ছিল। সুলসা ও রেবতী  
ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১০৭ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের তিনশত চতুর্দশ-পূর্বা লইয়া গঠিত একটি  
উৎকৃষ্ট চতুর্দশ-পূর্ব-সম্পদ ছিল। ঐকল চতুর্দশপূর্ববা অ-জিন  
হইবাও জিনসংকাশ ছিলেন, সর্ব অক্ষব-সন্নিপাত জানিতেন এবং  
জিনগণের মত অবিতত্ভ ভাবেই সত্য ব্যাখ্যা (ব্যাকরণ) করিতেন ॥  
১০৮ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের ত্রয়োদশ শত অবধি-জানী লইয়া গঠিত  
একটি উৎকৃষ্ট অবধি-জানি-সম্পদ ছিল। তাঁহারা অতি-শেষ-প্রাপ্ত  
(অবধি জানেন চরম, সর্বজ্ঞের জীবন্ত জ্ঞানসম্পদ) ছিলেন ॥ ১০৯ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের সাত শত কেবল জানী লইয়া গঠিত  
একটি উৎকৃষ্ট কেবল-জানি-সম্পদ ছিল। তাঁহারা শ্রেষ্ঠ সংভিন্ন-জান-  
দর্শন-ধর ছিলেন ॥ ১১০ ॥

ସମଗ୍‌ସ୍‌ ୩ ଭଗବଂ ମହାବୀବ୍‌ସ୍‌ ସନ୍ତ ସୟା ବେଉବ୍‌ବୀଂ  
ଅଦେବାଂ ଦେବିଡ଼ି-ପନ୍ତାଂ ଉକ୍କୋସିୟା ବେଉବ୍‌ବି-ସଂପୟା ହୋଥା  
॥ ୧୪୧ ॥

ସମଗ୍‌ସ୍‌ ୩ ଭଗବଂ ମହାବୀବ୍‌ସ୍‌ ପଞ୍ଚ ସୟା ବିଉଲ-ମର୍ଜଂ  
ଅଡ଼୍‌ଟାହିଞ୍ଜେସ୍‌ ଦୀବେସ୍‌ ଦୋସ୍‌ ସ୍‌ ସମୁଦ୍ଦେସ୍‌ ସନ୍ନୀଂ ପଞ୍ଚିଦିୟାଂ  
ପଞ୍ଜକ୍ତଗାଂ ମନୋଗଂ ଭାବେ ଜାଂତାଂ ଉକ୍କୋସିୟା ବିଉଲ-  
ମର୍ଜଂ ସଂପୟା ହୋଥା ॥ ୧୪୨ ॥

ସମଗ୍‌ସ୍‌ ୩ ଭଗବଂ ମହାବୀବ୍‌ସ୍‌ ଚନ୍ତାବି ସୟା ବାଞ୍ଜିଂ ସ-  
ଦେବ-ମଣ୍ଡାସ୍‌ବାଂ ପରିସାଂ ବାଂ ଅପବାଜିୟାଂ ଉକ୍କୋସିୟା  
ବାହି-ସଂପୟା ହୋଥା ॥ ୧୪୩ ॥

ସମଗ୍‌ସ୍‌ ୩ ଭଗବଂ ମହାବୀବ୍‌ସ୍‌ ସନ୍ତ ଅଂତେବାସୀ-ସୟାହିଂ  
ସିଦ୍ଧାହିଂ [ ୩୦ ବା ୧୬ ] ଜାବ ସବ୍‌-ହୁକ୍‌-ପ୍‌ହୀଗାହିଂ ଚଉଦ୍‌ସ  
ଅଜ୍ଜିୟା-ସୟାହିଂ ସିଦ୍ଧାହିଂ ॥ ୧୪୪ ॥

ସମଗ୍‌ସ୍‌ ୩ ଭଗବଂ ମହାବୀବ୍‌ସ୍‌ ଅଟ୍‌ଟ ସୟା ଅଂତେବାବ-  
ବାହିୟାଂ ଗହି - କଳ୍ଲାଗାଂ ଠିହି-କଳ୍ଲାଗାଂ ଆଗମେସି ଉଦ୍‌ଗାଂ  
ଉକ୍କୋସିୟା ଅଂତେବାବବାହିୟାଂ ସଂପୟା ହୋଥା ॥ ୧୪୫ ॥

ସମଗ୍‌ସ୍‌ ୩ ଭଗବଂ ମହାବୀବ୍‌ସ୍‌ ହୁବିହା ଅଂତେବାବ-ଭୂମୀ  
ହୋଥା ; ତଂ ଜହା, ଜୁଗଂତକଡ଼-ଭୂମୀ ସ୍‌ ପବିସାଂତ-କଡ଼-ଭୂମୀ ସ୍‌ ;  
ଜାବ ତଜାଂ ପୁବିସ-ଜୁଗାଂ ଜୁଗଂତ-କଡ଼-ଭୂମୀ, ଚଉବାସ-ପବିସାଂ  
ଅଂତେବାବବାସୀ ॥ ୧୪୬ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের সাত শত বৈভূত্যাবিজ্ঞাবিৎ লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট বেউবিন্ন-সম্পদ ছিল। তাঁহারা দেবতা না হইলেও দেবতাদিগের জ্ঞান স্বাক্ষি (ঐশ্বর্য) সম্পন্ন ছিলেন ॥ ১৪১ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের পাঁচশত বিপুল-মতি লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট বিপুলমতি-সম্পদ ছিল। তাঁহারা আড়াই দ্বীপ ও দুই সমুদ্রে পর্যাণ্ডবিকাশ, সংজ্ঞাবান্ ও পঞ্চেন্দ্রিয়বান্ যে সকল জীব আছে তাহাদের সকলের মনোগত ভাব জানিতেন ॥ ১৪২ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের চারিশত বাদী (তार्কিক, অধ্যাপক) লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট বাদি-সম্পদ ছিল। তাঁহারা দেব, অমর ও মনুষ্যদিগের পরিবদে বাদে (তর্কে, বক্তৃতায়) অপবাজিত ছিলেন ॥ ১৪৩ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের সাতশত সিদ্ধ অস্ত্রবাসী ছিলেন। তাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন, বুদ্ধ হইয়াছিলেন, ব্রহ্ম হইয়াছিলেন, অন্তরুৎ হইয়াছিলেন, পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন এবং সর্বদুঃখহীন হইয়াছিলেন। এইরূপ চৌদ্দ শত সিদ্ধা আর্ষিকা ছিলেন ॥ ১৪৪ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের আট শত অমুক্তবোপপাতিক লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট অমুক্তবোপপাতিক-সম্পদ ছিল। তাঁহাদের স্থিতিতে কল্যাণ ছিল, গতিতে কল্যাণ ছিল এবং আগম (ভবিষ্যৎ প্রাপ্তি) সৌভাগ্যমুচক ছিল। তাঁহারা বিজ্ঞাদি অমুক্তব বিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৪৫ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর দ্বিবিধ অন্তরুৎ-ভূমি (অর্থাৎ অন্তরুবী অবস্থায় তিনি দুইটি ভূমি বা কাল) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যথা : যুগান্তরুৎ ভূমি ও পর্যায়ান্তরুৎ ভূমি। তৃতীয় পুরুষ পর্বন্ত যুগটি যুগান্তরুৎ ভূমি (মহাবীর হইতে আবন্ত করিয়া তাঁহার ভৌর্থে তৃতীয় পুরুষ পর্বন্ত যুগান্তরুৎ ভূমি) ; কেবলিষ্ট অর্জনের পর চারিবৎসব পর্যায়ান্তরুৎ ভূমি। তৎপরে পর্যায়ের অন্ত করিয়াছেন ॥ ১৪৬ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীবে তীসং  
 বাসাইং অগার-বাস-মজ্জবো বসিত্তা সাইবেগাইং ছুবালাস  
 বাসাইং ছুউমথ-পবিয়ায়ং পাউণিত্তা দেসুণাইং তীসং বাসাইং  
 কেবলি-পবিয়ায়ং পাউণিত্তা বায়ালীসং বাসাইং সামন্ন-পবিয়ায়ং  
 পাউণিত্তা বাবত্তবিং বাসাইং সব্বাউয়ং পালয়িত্তা স্বীণে  
 বেয়ণিজ্জাউয়-নাম-গোত্তে ইমীসে ওসপ্পিণীএ দুসম-সুসমাএ  
 সমাএ বহু-বিইক্কংতাএ তীহিং বাসেহিং অঙ্ক-নবমেহি স্ন মাসেহিং  
 সেসেহিং পাবাএ মজ্জবিমাএ হুথিপালগস্স বন্নো বজ্জু-  
 সভাএ এগে অবীএ ছুট্টেণং ভত্তেণং অপাণএণং সাইণা নক-  
 খত্তেণং জোগম্ উবাগএণং পচ্চুস-কাল-সময়ংসি সংপলিয়ংক-  
 নিসম্মে পণপন্নম্ অজ্জয়ণাইং পাব-ফল-বিবাগাইং ছত্তীসং চ  
 অপুট্টবাগবণাইং বাগবিত্তা পহাণং নাম অজ্জয়ণং বিভাবেমাণে  
 ২ কালগএ বিইক্কংতে সমুজ্জাএ ছিন্ন - জাই - জবা-মবণ-বংধণে  
 সিদ্ধে বুদ্ধে যুত্তে অংতকড়ে পবিনিব্বুড়ে সব্ব-হুঙ্খ-প্পহীণে  
 ॥ ১৪৭ ॥

সমণস্স ভগবও মহাবীবস্স [পু° বা° ১৬] জাব সব্ব-  
 হুঙ্খ-প্পহীণস্স নব বাস-সয়াইং বিইক্কংতাইং, দসমস্স য়  
 বাস-সয়স্স অয়্য অসীইমে সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই। বায়ণত্তরে  
 পুণ : অয়্যং তেণউএ সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই ইতি ॥ ১৪৮ ॥

সেইকালে সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর জিশ বৎসব আগারবাস কবিয়া কিঞ্চিদধিক ষাদশ বৎসব ছদ্মহ পর্ষায় পাইয়াছিলেন। কিঞ্চিন্ন্যূন জিশ বৎসব কেবলী পর্ষায়ে ছিলেন। বিয়াল্লিশ বৎসর শ্রায়ণ্য পর্ষায়ে ও সকল আয়ুঞ্চাল ধরিয়া বাহাঙ্কর বৎসর তিনি ইহলোকে কাটাইয়াছিলেন। তারপর তাঁহার [ কর্মফলে লব্ধ ] বেদনীয় (যাহা এ সংসারে জ্ঞানিতে হয়), আয়ু (জীবৎকালের কর্মফললব্ধ পবিমাণ), নাম ও গোত্র ক্ষয় হইলে এই অবসর্পিণী কালপ্রবাহে হুঃসম-সুখমা যুগের বহু সমা অতিক্রান্ত হইলে তিন বৎসর সাড়ে আট মাস শেষ থাকিতে পাণা নগবেব মধ্যভাগে হস্তিপালক রাজাব রজ্জু- (—লেখক-) সত্য একাকী অদ্বিতীয় (অর্থাৎ সঙ্গে কাহাকেও না লইয়া) তিনি প্রাতি তৃতীয় দিনে একবারমাত্র পানীয়-বিহীন আহার গ্রহণের ব্রত পালন করিতে কবিত্তে স্বাতী নক্ষত্রে [ চত্বের ] যোগ হইলে প্রভাত্যকাল সময়ে সংপর্ষকে অর্থাৎ পদ্মাসনে সমাসীন অবস্থায় [ বিপাকস্থত্র অজগ্রহের ] পাণ-কল-বিপাক বিষয়ে পঞ্চম অধ্যয়ন (অধ্যাব) ও [ উত্তবাধ্যয়ন অজগ্রহের ] অক্ষুট-ব্যাখ্যাত হুজিশ অধ্যয়ন ব্যাখ্যা করিয়া তাহার প্রধান অধ্যয়ন (যেখানে মকদেবের কথা আছে সেই অধ্যয়ন) ভাবনা করিতে করিতে কালগত হন, ব্যতিক্রান্ত (কর্মফলের পাবগত) হন, সংসাবভ্যাগ কবিয়া সমুদ্রযাত হন, জন্ম-জরা-মরণেব বন্ধন ছিন্ন করেন, সিদ্ধ হন, বুদ্ধ হন, মুক্ত হন, অন্তকুৎ হন ও সর্বভুংখ-প্রহীন হন ॥ ১৪৭ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরেব কালগমন, ব্যতিক্রান্তি, সমুদ্রযান, জন্ম-জরা-মরণেব বন্ধন ছেদন, সিদ্ধিলাভ, বুদ্ধত্বলাভ, মুক্তিলাভ, অন্তকুৎ লাভ ও সর্বভুংখপ্রহীনতা প্রাপ্তিয দিন হইতে নয় শত বৎসব ব্যতিক্রান্ত হইয়াছে, দশম বর্ষ-শতকেব অনীতিতম সংবৎসব চলিতেছে। বাচনান্তবে আবাব এখন ৯৩তম সংবৎসব চলিতেছে। ইতি ॥ ১৪৮ ॥





জিণচরিত্তং  
পাসে।

জিনচরিত্র  
পার্বনাথ।

তেণং কালেণং তেণং সমএণং পাসে অবহা পুরিসাদাগীএ  
 পংচ-বিসাহে হোখা। তং জহা। বিসাহাহিং চুএ চইত্তা  
 গব্ভং বক্কেতে। বিসাহাহিং জাএ। বিসা-  
 পাসে  
 হাহিং মুংডে ভবিত্তা অগালাও অগাবিৎ  
 পব্বইএ। বিসাহাহিং অণংতে অণুত্তবে নিব্বাঘাএ নিবাববণে  
 কসিণে পড়িপুন্নে কেবল-বব-নাগ-দংসণে সমুপ্পন্নে। বিসাহাহিং  
 পরিনিব্বুএ ॥ ১৪৯ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং পাসে অবহা পুরিসাদাগীএ,  
 জে সে গিম্হাণং পঢ়মে মাসে পঢ়মে পক্কে চিত্ত-বহুলে, তস্  
 ণং চিত্ত-বহুলস্ চউখীপক্কেণং পাণয়াও কপ্পাও বীসং-  
 সাগবোবম-ট্টইয়াও অণংতবং চয়ং চইত্তা ইহেব জংবুদীবে  
 দীবে ভাবহে বাসে বাণাবসীএ নয়বীএ আসসেগস্ বম্মো  
 বম্মাএ দেবীএ পুব্ববত্তাববত্ত-কাল-সময়ংসি বিসাহাহিং নক্খন্তেণং  
 জোগমুবাগএণং আহাব-বক্কেতীএ ভববক্কেতীএ (ত্রি ৭০০)  
 সরীষ-বক্কেতীএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বক্কেতে ॥ ১৫০ ॥

পাসে ণং অরহা পুরিসাদাগীএ তিন্নাগোবগএ য়াবি হোখা।  
 তং জহা। চইস্‌সামি ত্তি জাণই, চয়মাণে ন জাণই, চুএমি ত্তি  
 জাণই। তেণং চেব অভিলাবেণং সুবিণ-দংসণ-বিহাণেণং সবং  
 জাব [পরিশিষ্ট ক] নিয়গ-গিহং অণুপবিট্ঠা (সয়ং ভবণং  
 অণুপবিট্ঠা) জার সুহংসুহেণং তং গব্ভং পবিবহই ॥ ১৫১ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং পাসে অবহা পুরিসাদাগীএ,  
 জে সে হেমংতাণং দোচে মাসে তচে পক্কে পোসে-বহুলে,  
 তস্ ণং পোস-বহুলস্ দসমী-পক্কেণং নবংহং মাসাণং বহু-পড়ি-

### পাশ্র্বনাথ

সেইকালে সেই সময়ে জনানুত অর্হৎ পার্শ্ব [নাথ] গুরু-বিশাখ হইরাছিলেন অর্থাৎ তাঁহার জীবনের পাঁচটি তত ঘটনা পাঁচটি বিশাখা নক্ষত্রযোগে ঘটিয়াছিল। যথা : বিশাখা নক্ষত্রযোগে বিমানলোক হইতে চ্যুত হইয়া গর্তে প্রবেশ করেন, বিশাখা নক্ষত্রযোগে তুমিষ্ঠ হন, বিশাখা নক্ষত্রযোগে বৃত্তিত হইয়া আগার ত্যাগ পূর্বক অনাগারিঞ্চ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, বিশাখা নক্ষত্রযোগে অনন্ত, অমৃত্তর, নির্ব্যাঘাত, নিবাবরণ, কুংল, প্রতিপূর্ণ শ্রেষ্ঠ কেবল-জান-দর্শন লাভ করেন, বিশাখা নক্ষত্রযোগে পবিনির্বাণ লাভ করেন ॥ ১৪৯ ॥

সেইকালে সেই সময়ে জনানুত অর্হৎ পার্শ্ব গ্রীষ্মের প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে চৈত্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষে চতুর্থী তিথিতে বিশ লাগবোপন্ন কাল অবস্থানেন পব 'প্রাণক' নামক কল্পলোক হইতে চ্যুত হইয়া এখানে এই জম্বুদীপ নামক দীপে ( মহাদেশে ) ভাবতবর্ষ নামক বর্ষে ( দেশে ) বাবাণসী নগরীতে অখসেন বাজাব মহিবী বাবা দেবীর কুকিতে মধ্যরাত্রসময়ে বিশাখা নক্ষত্রের সহিত ( চন্দ্রেব ) যোগ হইলে [দেবলোকে ভোগ্য] আহাবক্ষর, ভবক্ষর ও শবীবক্ষর হওবাত্তে, গর্ভরূপে প্রবেশ করেন ॥ ১৫০ ॥

৯ জনানুত অর্হৎ পার্শ্ব জিজ্ঞানোপেত ছিলেন। অর্থাৎ 'চ্যুত হইব' একথা জানিতেন, চ্যুত হইবাব কালে জানিতেন না, 'চ্যুত হইরাছি' ইহা জানিতেন। সেই পূর্বনির্দিষ্ট বাক্যসমষ্টি প্রযোগ দ্বারা 'মহাবীর' স্থানে 'পার্শ্ব' নামেব উপযোগ পূর্বক স্বপ্নদর্শন বিধানাদি সবই বলিতে হইবে [পরিশিষ্ট ক] বাবৎ...নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। ...বাবৎ ...গর্ভ বহন কবিত্তে লাগিলেন ॥ ১৫১ ॥

সেইকালে সেই সময়ে জনানুত অর্হৎ পার্শ্ব হেমন্তের দ্বিতীয় মাসে তৃতীয় পক্ষে পৌষের কৃষ্ণ পক্ষে দশমী তিথিতে পূর্ণ নম্ন মাস লাড়ে লাভ

পুন্নাগং অঙ্কট্টমাগং রাইদিয়াগং বিইক্কংতাগং পুব-বত্তাববত্ত-  
সময়ংসি বিসাহাং নক্কত্তেং জোগম্ উবাগএং আরোগগা-  
বোগং দাবয়ং পয়ায়া ॥ ১৫২ ॥

[ জং রয়গিং চ ৭ং অবহা পুবিসাদাগীএ জাএ, তং বয়গিং  
চ ৭ং বহুহিং দেবেহিং দেবীহি য় উবয়ংতেহি য় উপ্পয়ংতেহি য়  
উজ্জাবিয়া বি হোথা । ] জং রয়গিং চ ৭ং পাসে অরহা  
পুবিসাদাগীএ জাএ তং রয়গিং চ ৭ং বহুহিং দেবেহিং দেবীহি য়  
উবয়ংতেহি উপ্পয়ংতেহি ( দেবুজ্জাএ এগালোএ লোএ দেব-  
সম্মিবারা ) উপ্পিংজলমাণ-ভুয়া কহ-কহগ-ভুয়া রাবি হোথা ॥ ১৫৩ ॥

জন্মং সৰং পাসাভিলাবেং ভাণিয়বং

[ পরিশিষ্ট খ ]

জাব তং ছোউ ৭ং কুমারে পাসে নামেং ॥ ১৫৪ ॥

পাসে ৭ং অবহা পুবিসাদাগীএ দক্খে দক্খ-পাইয়ে  
পড়িকবে অল্লীণে ভদাএ বিগীএ ভীসং বাসাইং অগাব-বাস-  
মজ্জে বসিত্তা পুণববি লোগংতিএহিং জীয়-কপ্পিয়েহিং দেবেহিং  
তাহিং ইট্টাহিং [ পু° বা° ৬ ] জাব এবং বয়াসী ॥ ১৫৫ ॥

“জয় ২ নন্দা । জয় ২ ভদা ! ভদং তে ঋত্তিয়-বব-বসভা ।  
বুজ্জাহি ভগবং লোগনাহা, সয়ল-জগজ্-জীব-হিয়ং পবন্তেহি

বাজিদিন গত হইলে মধ্যবাত্র সময়ে বিশাখা নন্দ্রের ( সহিত চন্দ্রের )  
যোগ হইলে স্নানদেহা বামাদেবীর গুত্ররূপে স্নানদেহে প্রস্থিত হন ॥১৫২॥

[ যে রজনীতে জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব ভূমিষ্ঠ হন, সেই রজনীতে বহু  
দেব ও বহু দেবীর অবপতনে ও উৎপতনে জগৎ আলোকিত হইয়া  
উঠিয়াছিল। ] যে রজনীতে জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব ভূমিষ্ঠ হন সেই  
রজনীতে বহু দেব ও বহু দেবীর অবপতন ও উৎপতনে ( দেবলোকের  
আলোকমালায় ইহলোক আলোকিত কবিয়া দেব-সন্নিপাত হইয়াছিল )  
উৎপিঞ্জল ( অর্থাৎ বব-মুখবিত ) হইয়াছিল এবং ‘কি হইল ? কেন  
হইল ?’ রবে কোলাহল উঠিয়াছিল ॥ ১৫৩ ॥

জয় বিবরণ সমস্ত ‘পার্শ্ব’ শব্দ বোণে বলিতে হইবে [ পরিশিষ্ট ৭ ]...  
বাবৎ...সেইজন্ত এই কুমারের নাম ‘পার্শ্ব’ রাখা হউক ॥ ১৫৪ ॥

দক্ষ, দক্ষপ্রতিজ্ঞ আদর্শ রূপবান্, আলীন ( অর্থাৎ কুম্ববৎ আত্মগুপ্ত ),  
ভদ্রক ( সুলক্ষণ ) ও বিনীত সেই জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব জিশ বৎসর  
আগারবাস ( অর্থাৎ গৃহস্থাস্রমে বাস ) করিবার পর পুনরায় লোকান্তিক  
দেবগণ প্রচলিত আচারবিধি অনুসারে সেই ইষ্ট, কান্ত প্রিয়, মনোজ্ঞ,  
মনোবম, উদার, কল্যাণকর, শুভ, বস্ত্র, মঙ্গলাকর, মিত-মধুব-শোভন  
হৃদয়-গম্য, হৃদয়-প্রফাটন, গম্ভীর, অপূনরুক্ত বাক্যে তাঁহাকে অনববস্ত  
অভিনন্দন কবিত্তে করিত্তে ও স্তব করিত্তে কবিত্তে এই কথা বলিলেন  
॥ ১৫৫ ॥

জয় জয় হে নন্দক ! জয় জয় হে ভদ্রক ! তোমার মঙ্গল হউক,  
হে ক্ষত্রিয়-বব-ব্রহ্ম ! আগবিত হও ! হে ভগবন্ ! হে লোকনাথ !  
এমন ধর্মতীর্থ প্রবর্তন কর যে তাহা সর্বলোকে সর্বজীবের সর্বশ্রেষ্ঠ

ধম্ম-তিথং পব-হিয়-সুহ-নিস্বেয়স-কবং সবব-লোএ সবব-জীব্যাং  
ভবিস্বেই !” ত্তি কট্টু জয়-জয়-সদ্ধং পট্টংজাতি ॥ ১৫৬ ॥

পুবিং পি ণং পাসসু অবহও পুবিসাদাগীয়সু মাণুসুগাও  
গিহখধম্মাও অণুত্তবে আহোহিএ অপ্পাডিবান্নি নাণ-দংসণে হোখা ।  
তএ ণং পাসে অবহা পুবিসাদাগীএ তেণং অনুত্তবেণং আহোহিএণং  
নাণ-দংসণেণং অপ্পাণো নিক্কমণ-কালং আভোএই । আভোএইত্তা  
চিচ্চা হিবন্নং, চিচ্চা সুবন্নং, চিচ্চা ধণং, চিচ্চা ধন্নং, চিচ্চা রজ্জং,  
চিচ্চা রট্টং, এবং বলং বাহণং কোসং কোট্টাগারং চিচ্চা,  
পুবং চিচ্চা, অংতেউবং চিচ্চা, জণবয়ং চিচ্চা, ধণ-কণগ-রয়ণ-  
মণি-মোত্তিয়-সংখ-সিল-প্পবাল - বস্তুবয়ণমাইয়ং, সংত - সাব -  
সাবএজ্জং বিচ্ছড্‌ডইত্তা বিগ্গোবইত্তা দাণং দায়্যাবেহি  
পবিভাইত্তা, দাণং দাইয়াণং পবিভাইত্তা, জে সে হেমংতাণং  
দোচে মাসে তচে পক্কে পোস-বহুলে, তসু ণং পোস-বহুলসু  
ইকাবেসী দিবসেণং পুবণ্‌হ-কাল-সময়ংসি বিসালাএ সিবিয়াএ  
স-দেব-মণুয়াসুবাএ পবিসাএ সমণুগম্ম-মাণ-মগ্গে সংখিয়-  
চক্কিয়-মংগলিয়-মুহমংগলিয়-বদ্ধমাণ-পুসমাণ-ঘটিয়-গণেহি তাহি  
ইট্টাহি কংতাহি পিয়াহি মণুয়াহি মণামাহি ওবানাহি  
কল্লাণাহি সিবাহি ধম্মাহি মংগল্লাহি মিয়-মহুর-সস্‌সিবীয়াহি  
হিয় পল্‌হায়ণিজ্জাহি অট্ট-সইয়াহি অপ্পকত্তাহি বগ্গুহি  
অভিগংদমাণা ২ অভিসংখুণমাণা ২ য এবং বয়্যাসী । “জয় ২ নন্দা ।  
জয় ২ ভদ্রা ! ভদ্রং তে অভগ্গেহি নাণ-দংসণ-চবিত্তেহি  
অজিয়াই জিগাহি ইংদিয়াই, জিয়ং চ পালেহি সমণ-ধম্মং  
জিয়-বিগ্গো বি য বসাহি তং দেব ! সিদ্ধি-মজ্জ্বে । নিহ্ণাহি

হিতকর পরম সুখকর ও নিঃশ্রেয়স-কর হইবে। এই বলিয়া [ তাঁহারা ]  
জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ১৫৬ ॥

জনাধৃত অর্হৎ পার্শ্বমুখ্য-পার্শ্ব-জলভ গার্হস্থ গ্রহণ ( অর্থাৎ বিবাহ )  
করিবাব পূর্বেও তাঁহার অমৃতর অপ্রতিপাতী আভোগিক জ্ঞানদর্শন  
ছিল। সেইজন্ত জনাধৃত অর্হৎ পার্শ্ব সেই অমৃতর আভোগিক জ্ঞানদর্শন-  
বলে আপন নিষ্করণকাল ( প্রব্রজ্যা গ্রহণের কাল ) দেখিতে পাইয়া-  
ছিলেন। দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহার সমস্ত হিরণ্য ত্যাগ করিয়া-  
ছিলেন, সুবর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, ধন ত্যাগ করিয়াছিলেন, ধাতু ত্যাগ  
করিয়াছিলেন, বাজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, বান্ধ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং  
বল, বাহন, কোষ, কোবাগাব, পুং, অন্তঃপুং ও জনপদ ত্যাগ করিয়া-  
ছিলেন। তাবপর কনক, বস্ত্র, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল,  
বস্ত্ররত্ন ইত্যাদি সমস্ত সাবভূত সম্পদ ত্যাগ করিয়া, অবজ্ঞা কবিতা  
দাতৃগণের সাহায্যে বিলাইবা দিবাছিলেন এবং দায়গ্রস্ত ( দবিত্ত ) গণকে  
দান কবিতা বিলাইবাছিলেন। তারপর হেমন্তের দ্বিতীয় মাসে তৃতীয়  
পক্ষে পৌষের কৃষ্ণ পক্ষে একাদশী তিথিতে পূর্বাঙ্কু সময়ে ‘বিশালা’ নামক  
শিবিকার দেব-মুখ্য ও অনুবগণের দ্বারা দলে দলে অনুগম্যমান হইয়া  
বারাণসী নগরীৰ মধ্য দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবা যাইতে লাগিলেন।  
শাখিক, চাক্রিক, যাদুকিক, মুখ্যমাদুকিক, বর্মান ( স্বল্পে নব-বাহী  
মানুষ ), পুষ্যমাণ ( ভাট ) এবং বার্তিক ( বর্গাবাদক ) গণ চলিতেছিল।  
চলিতে চলিতে তাহারা সেই ইষ্ট, কান্ত, প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার,  
কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, নিভ-মধুর-শোভন, হৃদয়-প্রসাদন,  
একশো আট পুনকতিদোবহীন বাক্যে অভিনন্দন কবিতা করিতে ও  
স্তব কবিতা করিতে এই কথা বলিল।

জয় জয় হে নন্দক ! জয় জয় হে ভদ্রক ! তোমার ভদ্র হউক।  
অভয় জ্ঞানদর্শন ও চবিত্ত দ্বারা তোমার অবিজিত ইঞ্জিরগুলি জয় কর।  
তোমার সমাগ্নি বিজিত শ্রমণ-ধর্ম পালন কর। হে দেব ! বিরূপমুহ  
জয় করিয়া সিদ্ধিমধ্যে কাল কাটাও। তপস্যা প্রভাবে বাগদোষ



রাগ-দোস-মল্ল তবৎ ধিই-ধগিয়-বন্ধ-কচ্ছে মদাহি অট্ট-কম্ম-  
সত্ত্ব বাণেৎ উত্তমৎ স্কন্ধেৎ অপ-মত্তো হরাহি আবাহনা-  
পড়াগং চ, বীব । তেলুক্ক-রংগ-মজ্জ-পাব য় বিতিমিরং অণুত্তরং  
কেবল-বর-নাং, গচ্ছ য় মুক্খং পরং পয়ং জিগ-ববোবইট্টেৎ  
মগ্গেৎ অকুডিলেৎ হংতা পরীসহ-চম্ম । জয় ২ খত্তিয়-বর-বসভা ।  
বহুইং দিবসাইং বহুইং পক্খাইং বহুইং মাসাইং বহুইং উউইং  
বহুইং অয়্যাইং বহুইং সংবচ্ছরাইং অভীএ পবীসহোবসগ্গাং  
খংতি-খমে ভয়-ভেববাং, খম্মে তে অবিগ্গং ভবড ! ত্তি কট্টু জয়-  
জয়-সদং পউৎজংতি ॥ তএ ণং পােসে অরহা পুবিদাদাণীএ নয়ণ-  
মালা-সহস্বেহিং পিচ্ছিচ্ছমাং ২, বয়ণ-মালা-সহস্বেহিং অভি-  
ধুব্বমাং ২, হিয়য়-মালা-সহস্বেহিং উল্লংদিচ্ছমাং ২, মগোরহ-  
মালা-সহস্বেহিং বিচ্ছিপ্পমাং ২, কংতি-কব-গুণেহিং পচ্ছিচ্ছ-  
মাং ২, অংগুলিমালা-সহস্বেহিং দাইচ্ছমাং ২, দাহিৎ-হথেৎ বহুং  
নব-নারী-সহস্বেহিং অংজলি-মালা-সহস্বেহিং পড়িচ্ছমাং ২, ভবণ-  
পংতি-সহস্বেহিং সমইচ্ছমাং ২, তংতি-তল-তুড়িয়-ঘণ-মুইংগ-গীয়-  
বাইয়-ববেৎ মল্লবেৎ য় মণহবেৎ জয়-সদ-ঘোস-মৌসিএং মংজু-  
মংজুণা ঘোসেৎ য় পড়িবুজ্জমাং ২, সবিডট্টীএ, সব্ব-জুজ্জএ, সব্ব-  
বলেৎ, সব্ব-বাহনেৎ, সব্ব-সমুদএং, সব্বায়রং, সব্ব-বিভুজ্জএ,  
সব্ব-বিভুসাঁএ, সব্ব-সংভমেৎ, সব্ব-সংগমেৎ, সব্বপগগ্গএহিং,  
সব্ব-নাড়এং, সব্ব-তালয়বেহিং, সব্বাবোহেৎ, সব্ব-পুপ্ফ-

(আসক্তিদোষ) রূপ মল্লকে বিনাশ কর। শ্বিতিক্রপ খটিকা দিয়া কাহা বাঁধিয়া উত্তম পবিত্র (গুরু) ধ্যানের সাহায্যে অষ্ট কর্ণশঙ্ক মর্দন কব। অপ্রমত্ত হইয়া আবাধনা-পতাকা বহন কব। হে বীৰ! এই ত্রৈলোক্য-বজ্র [মধ]—মধ্যে সেই সবশ্রেষ্ঠ অমৃতের কেবল-জ্ঞান-দর্শন লাভ কর, যাহাতে [অজ্ঞান-] তিমিরেব আবিলতা নাই। শ্রেষ্ঠ জিনগণ কর্তৃক উপদিষ্ট অকুটিল মার্গে গমন কবিয়া পরম পদ মোক্ষে উপনীত হও। বিঘ্ন সমূহেব চমু তুমি বিনাশ কবিয়াছ। জয় জয় হে ক্ষত্রিয়-বর-ব্রহ্ম! বহু দিবস, বহু পক্ষ, বহু মাস, বহু ঋতু, বহু অন্নন, বহু সংবৎসর ধবিয়া নানা বিঘ্ন ও নানা উপসর্গকে ভয় না কবিয়া তুমি ভয় ও বিপদে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছ। তোমার ধর্মে অবিশ্বাস হউক। এই বলিবা [তাহাবা] জয়-জয়-স্বনি করিতে লাগিল।

তাবপব জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব বাবাণসী নগরীর মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া যেখানে আশ্রমপদ উদ্ভানে সেই শ্রেষ্ঠ অশোক পাদপটি ছিল সেইখানে উপস্থিত হইলেন। যাইবাব পথে সহস্র সহস্র নরনমালা তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। সহস্র সহস্র বদনমালা তাঁহাব স্তম্ভ কবিতে লাগিল। সহস্র সহস্র হৃদয়মালা তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র মনোবধমালা তাঁহাকে বিকিঞ্চ কবিতে লাগিল। কান্দি, রূপ ও গুণের জ্ঞাত সকলে তাঁহাকে কামনা কবিতে লাগিল। সহস্র সহস্র অঞ্জলিমালা তাঁহাব দিকে নির্দেশ কবিতে লাগিল। বহু সহস্র নরনাবীর সহস্র সহস্র অঞ্জলি তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রতিনিমিত্ত কবিতে কবিতে চলিলেন। সহস্র সহস্র ভবন-পংক্তি অতিক্রম কবিয়া চলিলেন। তন্ত্রী, ভলতাল (কবতাল), তুর্ঘ, ঘনমুদঙ্গ (খোল) প্রভৃতি সহযোগে গীতবাত্ত হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে মধুব ও মনোহর জয়ধ্বনি-নির্ঘোষ মিশিতে লাগিল। সেই মজ্জু-মধুব জয়ধ্বনিতে [নগবাসিগণ] প্রতিবোধিত হইতে লাগিল। বিপুল ঐশ্বৰ্য্যেব উপযোগী জাঁকজমক সহকায়ে সব বল, বাহন, লোকজন, অমৃতচববর্গ লইয়া, সব আদব, বিভূতি, ভূষণ, সংক্রম, সংযোগ, প্রগতি, নট-নটী, তালচাব, এবং সমস্ত অবরোধ, সমস্ত গুণমালা অলংকার ভূষণাদি সহ

মল্লালংকাব-বিভূসাএ, সব্ব-ভুড়িয়-সদ-সংনিগাএণং, মহয়া ইড্টীএ, মহয়া জুড়ীএ, মহয়া বলেণং, মহয়া বাহণেণং, মহয়া বর-ভুড়িয়-জমগ-সমগ-প্পবাইএণং, সংখ-পণব-পড়হ-ভেবি-ঝল্লরি-খবমুহি-ত্ংহুহি-নিগ্ঘোস-নাইয়-রবেণং বাণাবসিং নগবিং মজ্ঝংমজ্ঝেণং নিগ্গচ্ছই। নিগ্গচ্ছিত্তা জেণেব আসম-পএ উজ্জাণে জেণেব অসোগ-বব-পায়বে তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা অসোগ-বব-পায়স্ অহে সীযং ঠাবেই। ঠাবিত্তা সীয়াও পচ্চোরুই। পচ্চোরুহিত্তা সয়মেব আভবণ-মল্লালংকাবং ওমুযই। ওমুইত্তা সয়মেব পংচ-মুট্ঠিয়ং লোয়ং করেই। করিত্তা অট্ঠমেণং ভত্তেণং অপাণএণং বিসাহাহিং নক্খত্তেণং জোগম্ উবাগএণং এগং দেব-দুসম্ আদায় তীহিং পুবিস-সএহিং সন্ধিং মুংডে ভবিত্তা অগাবাও অণগারিয়ং পব্বইএ ॥ ১৫৭ ॥

পাসে ণং অবহা পুবিসাদাগীএ তেসীইং বাইংদিয়াইং নিচ্চং বোসট্ঠ-কাএ চিয়ন্ত-দেহে, জে কেই উবসগ্গা উপ্পজ্জতি—তং জহা : দিব্বা বা মানুসা বা তিবিক্খ-জোণিয়া বা অণুলোমা বা পড়িলোমা বা—তে উপ্পন্নে সন্মং সহই তিতিক্খই থমই অহিয়াসেই ॥ ১৫৮ ॥

তএ ণং সে পাসে ভগবং অণগাবে জাএ। ইবিয়া-সমিএ ভাসা-সমিএ এসণা-সমিএ আয়াণ-ভংড-মন্ত-নিক্খেবণা-সমিএ উচ্চাব-পাসবণ-খেল-সিংঘাণ-জল্ল-পারিট্ঠাবণীয়া-সমিএ মণ-সমিএ বয-সমিএ কায়-সমিএ, মণ-গুত্তে, বয়-গুত্তে, কায়-গুত্তে গুত্তিদিয়ৈ

ঢাক-টোল বাঙালিনাদে নগর মুখবিত্ত কবিতা চলিতে লাগিলেন। সেই সব জাঁক-জমক বলবাহন লোকজন তুর্ধ-যমক-সমগ-বান্ধ ও শজ্ঞ, পণব, পটহ, ভেবি, ঝল্লরী, খরমুখী, ছন্দুতি প্রভৃতিব নির্ঘোষ ও নিনাদে এবং লোকের কোলাহলে নগরী মুখবিত্ত হইয়া উঠিল।

বাবাণসী নগরীর বাহিবে আশ্রমপদ উদ্ভানে সেই শ্রেষ্ঠ অশোক পাদপেব, নিকটে গিয়া সেই শ্রেষ্ঠ অশোকপাদপমূলে তিনি শিবিকা স্থাপন করাইলেন। তাবপর শিবিকা হইতে নাহিলেন। নামিয়া স্বয়ং আভরণ-বালালঙ্কার খুলিবা ফেলিলেন। খুলিয়া ফেলিবা স্বয়ং পাঁচ মুষ্টিতে মস্তকের সমস্ত কেশ উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। তাবপর প্রতি চতুর্ধ দিবসে একবারমাত্র পানীয়বিহীন-আহার গ্রহণেব ব্রত লইয়া একখানি দেবদ্রব্য বস্ত্র ও তিনশত পুঙ্খ (শ্রমণ) সঙ্গে লইয়া বিশাখা নন্দ্রের (সহিত চন্দ্রের) যোগে যুজিত হইয়া আগার (গৃহস্থোদ্রম) - ত্যাগ করিয়া অনাগাবিক্ত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন ॥ ১৫৭ ॥

জনদ্রুত অর্হৎ পার্শ্ব তির্য্যাশি বাজিদিন ধরিয়া নিত্য (সর্বদা) দেহের যত্ন ত্যাগ করিয়া কষ্ট সহ করিবার জন্ত নিজ দেহ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যে কোনও উপসর্গ, (দুঃখ-কষ্ট বা বিপদ) উৎপন্ন হউক না কেন? তাহাই তিনি সর্বতোভাবে সহ করিতেন, ক্ষমা করিতেন, উপেক্ষা করিতেন ও মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; তা সে উপসর্গ যে-কোনও কারণেই উৎপন্ন হউক না কেন?—দৈব-কাবণে, মনুষ্যকৃত কাবণে, তির্ঘণ্যোনিরুত কাবণে, অহলোম অর্থাৎ স্বাভাবিক কারণেই হউক অথবা প্রতিলোম বা অস্বাভাবিক [বা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ] কাবণেই হউক ॥ ১৫৮ ॥

তাবপর ভগবান্ পার্শ্ব অনাগাবিক হইলেন। ঈর্ষা অর্থাৎ বিচরণ বিষয়ে সংযত, ভাষায় সংযত, এষণা অর্থাৎ ইচ্ছা বিষয়ে সংযত, গ্রহণ, সঞ্চয় ও ত্যাগে সংযত, মল-মূত্র-নিষ্কিবন-প্লেয়া-পাত্রমল নিক্ষেপে সংযত, মনে সংযত, বাক্যে সংযত, কাষে সংযত হইলেন। মনোগুপ্তি, বাক্যগুপ্তি, কামগুপ্তি, ইন্দ্রিয়গুপ্তি ও ব্রহ্মচর্য-গুপ্তিতে অভ্যস্ত হইলেন।

শুভ-বম্হয়াবী অকোহে অমাণে অমাএ অলোহে সংতে পসংতে  
 উবসংতে পরিনিববুড়ে অণাসবে অমমে অকিংচণে ছিন্নগংগে  
 নিরুবলোবে । কংস-পাঈব মুক্ক-তোএ, সংখো ইব নিবংজণে, জীবে  
 ইব অপ্পড়িহয়গজ্জ, গগণমিব নিববলংবণে, বায়ুবিব অপ্পড়িবন্ধে,  
 সাবয়-সলিলং ব শুদ্ধ-হিয়এ, পুক্খব-পত্তং পিব নিরুবলোবে, কুম্মো  
 ইব শুস্তিদিএ, খগ্গি-বিসাণং ব এগ-জাএ, বিহগ ইব বিপ্পমুক্কে,  
 ভারুগ্গ-পক্খী'ব অপ্পমত্তে, কুংজবো ইব সোড়ীবে, বসভো ইব  
 জায়-থামে, সৌহো ইব ছুচ্ছরিসে, মংদরো ইব অপ্পকংগে,  
 সাগবো ইব গংভীবে, চংদো ইব সোমলেসে, শুবো ইব দিত্ততেএ,  
 জচ্চ-কণগং ব জায়-কবে, বসুংখবা ইব সবব-কাস-বিসহে, শুচ্ছয়-  
 ছয়াসণো ইব তেয়সা জলংতে । নখি গং তস্স ভগবংতস্স  
 কথই পড়িবংধে । সে য় চউবিবহে পন্নন্তে । তং জহা । দববও  
 খিত্তও, কালও, ভাবও । দববও : সচিন্তাচিন্ত-মীসএশু, দবেবশু ।  
 খিত্তও : গামে বা নগবে বা অবন্নে বা খিত্তে বা খলে বা অংগণে  
 বা । কালও : সমএ বা আবলিয়াএ বা আণা-পাণুএ বা থোবে  
 বা খণে বা লবে বা মুহুন্তে বা অহোরন্তে বা পক্খে  
 বা মাসে বা উউএ বা অয়ণে বা সংবচ্ছবে বা অন্নয়বে বা দীহ-  
 কাল-সংজ্ঞোএ । ভাবও : কোহে বা মাণে বা মায়াএ বা  
 লোভে বা ভয়ে বা হাসে বা পিঞ্জ্জ বা দোসে বা কলহে বা  
 অব্ভক্খাণে বা পেম্মুন্নে বা পব-পরিবাএ বা অবই-বজ্জ বা  
 মায়া-মোসে বা মিচ্ছা-দংসণ-সল্লে বা । তস্স গং ভগবংতস্স  
 নো এবং ভবই । সে গং ভগবং বাসা-বাস-বজ্জং অট্ট গিম্হ-  
 হেমংতিএ মাসে, গামে এগ-রাইএ, নগবে পংচ-বাইএ, বাসী-  
 চংদণ - সমাণ - কপ্পে, সম-তিগ-গণি-লোট্টু-কংচণে, সগ-হুক্খ-  
 শুহে, ইহলোগ - পরলোক-অপ্পড়িবংধে, জীবিন্ন-মবণে নিবব-

ক্রোধশূন্ত, মান-শূন্ত, মায়া-শূন্ত, লোভশূন্ত হইলেন। শাস্ত, প্রশাস্ত, উপশাস্ত, পবিত্রিত, অনাস্রব, অমম, অকিঞ্চন, ছিন্নগ্রন্থি, নিকপলেপ হইলেন। কাংস্তপাত্র যেমন তোষ অর্থাৎ জল ত্যাগ কবিয়া নিশ্চিহ্ন হয় তিনিও তেমনি তোষ (বস্ত্রা) ত্যাগ কবিয়া মুক্ত হইলেন। শঙ্খ যেমন নিবন্ধন (অর্থাৎ কালিয়ামুক্ত) তিনিও তেমনি নিবন্ধন (অর্থাৎ মালিন্যমুক্ত) হইলেন। তিনি জীবের জ্ঞান অপ্রতিহতগতি, গগনের জ্ঞান নিবলধন, বায়ুর জ্ঞান অপ্রতিবদ্ধ, শাবদ সলিলের জ্ঞান শুদ্ধহৃদয়, পদ্মপত্রের জ্ঞান নিকপলেপ, কূর্মবৎ গুপ্তেন্দ্রিয়, গণ্ডাবশূঙ্গের জ্ঞান আত্মন্য একাকী, বিহঙ্গেব জ্ঞান মুক্ত, ভাবও পক্ষীর জ্ঞান অশ্রমজ, কুঞ্জবেব জ্ঞান শৌণ্ডীর ( শুণ্ড আছে বলিয়া কুঞ্জব শৌণ্ডীব, উচ্চস্থানে স্থিত ছিলেন বলিয়া তিনি শৌণ্ডীর অর্থাৎ উচ্চস্থানস্থিত ), বৃষভের জ্ঞান জাতহাম ( বৃষভের হাম বা শক্তিব জ্ঞান তাঁহাব হাম বা স্থৈর্য্য অর্থাৎ অবিচলিত ), সিংহের জ্ঞান দুর্বার, নন্দর পর্বতের জ্ঞান অশ্রকম্প, সাগরের জ্ঞান গম্ভীর, চন্দ্রের জ্ঞান সৌম্যলেশ ( লেস্তা বা আভাস সৌম্য বা শুভ চন্দ্র ; লেস্তা বা মনোবুদ্ধিতে সৌম্য অর্থাৎ সাধু তিনি ), সূর্যের জ্ঞান দীপ্ত-তেজাঃ, জাত্য কাঞ্চনের জ্ঞান জাতরূপ ( আভ্র-বিশুদ্ধ ), বহুধাব জ্ঞান সর্বস্পর্শসহ হইয়া তিনি জুহত ( বাহাতে প্রচুব ছি ঢ লা হইবাছে সেই বজ্রাদব ) হতাশনের জ্ঞান তেজে ( অ য়পক্ষে প্রবলভাবে, পার্শ্বপক্ষে তাপোলক দৈহিক দীপ্তিতে ) জলিতে লাগিলেন।

ভগবান্ পার্শ্বের আব কোথাও প্রতিবন্ধক বহিল না। প্রতিবন্ধক চতুর্বিধ উক্ত হইবাছে। যথা : দ্রব্যপ্রতিবন্ধক, ক্রিতিপ্রতিবন্ধক, কালপ্রতিবন্ধক ও জীবপ্রতিবন্ধক। দ্রব্যপ্রতিবন্ধক : সচিস্ত, অচিস্ত ও মিশ্রদ্রব্য বিষয়ক। ক্রিতিপ্রতিবন্ধক : গ্রামে, নগরে. অবগো, দেহে, গামারে ও অঙ্গনে উৎপন্ন প্রতিবন্ধক। কালপ্রতিবন্ধক : সময়, আবনিকা, আনাগানক, স্তোক, ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, অহোবাত্র, পক্ষ ( অধ্বাস ), মাস, ঋতু, অমন, সংবৎসর বা অস্ত্র কোনও-প্রকার দীর্ঘ কাল সংযোগে প্রতিবন্ধক। জীবপ্রতিবন্ধক : ক্রোধ, মান, মায়া,

কংখে, সংসাব-পাবগামী, কন্ম-সংগ-নিগ্ঘায়ণট্টাএ অব্ভুট্টাএ  
এবং চ ণং বিহবই। তস্ম ণং ভগবৎতস্ম অণুত্তবেণং নাপেণং  
অণুত্তবেণং দংসণেণং অণুত্তবেণং চবিত্তেণং অণুত্তবেণং আলএণং  
অণুত্তবেণং বিহাবেণং অণুত্তবেণং বাবিএণং অণুত্তবেণং অজ্জবেণং  
অণুত্তবেণং মদ্দবেণং অণুত্তবেণং লাঘবেণং অণুত্তবাএ কংতীএ  
অণুত্তবাএ যুত্তীএ অণুত্তরাএ শুত্তীএ অণুত্তবাএ তুট্টীএ  
অণুত্তরাএ বুদ্ধীএ অণুত্তবেণং সচ্চ-সংজম-তব-সুচবিস-সোবচিয়-  
ফল-পবিনিব্বাণ - মগ্গেণং অপ্পাণং ভাবেমাণস্স তেসীইং  
বাইংদিয়াইং বিইক্কংতাইং। চউবাসীইমস্স বাইংদিয়স্স  
অংতবা বট্টমাণস্স জে সে গিম্হাণং পট্টমে মাসে, পট্টমে পক্খে  
চিত্ত-বহুলে, তস্ম ণং চিত্ত-বহুলস্স চউখী-পক্খেণং পুব্ধহ-  
কাল-সময়ংসি ধায়ই-পায়বস্স অহে ছট্টেণং ভত্তেণং অপাণএণং  
বিসাহাহিং নক্খত্তেণং জোগম্মবাগএণং ঝাণংতবিষাএ বট্টমাণস্স  
অণংতে অণুত্তবে নিব্বাষাএ নিবাবরণে কসিণে পড্ডিপুল্লৈ কেবল-  
বব-নাণ-দংসণে সমুপ্পন্নৈ। তএ ণং পাসে অবহা পুবিসাদাগীএ  
অবহা জাএ জিণে কেবলী সব্বন্ম সব্বদবিসী, স-দেব-মহুয়া-  
সুধস্স লোগস্স পরিয়ায়ং জাণই পাসই, সব্বলোএ সব্ব-

লোভ, ভয়, হাঙ্গ, প্রেম, স্বপ্না কলহ, অভ্যাখ্যান, পৈশুন্ড, পবপরিবাদ, অবতি বতি, মাস্তা-মোষ, মিথ্যা-দর্শন-শল্য। সেই ভগবান্ পার্শ্বের এ-সব কিছুই নাই।

সেই ভগবান্ পার্শ্ব বর্ষাবাস ছাড়া গ্রীষ্ম ও হেমন্তেব আট মাস এইভাবে কাটাইতেনঃ গ্রামে থাকিলে এক বাজিমাড় এক গ্রামে, নগরে পাঁচ রাজি। বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান, তৃণ, মণি, লেটু (মৃৎপিণ্ড) ও কাঞ্চনে সমদৃষ্টি, দুঃখ-সুখে সমান, ইহলোক ও পরলোকে প্রতিবন্ধক-বিহীন, জীবন-মরণে আকাঙ্ক্ষাবিহীন, সংসারের পারগামী, কর্মলজ্জা বিনাশের জন্ত অত্যাশিত,—এইভাবে তিনি কাল কাটাইতে লাগিলেন।

অহুস্তব জ্ঞান, অহুস্তব দর্শন, অহুস্তব চরিত্র, অহুস্তব জ্ঞান, অহুস্তব বিহাব, অহুস্তব বীর্য, অহুস্তব আর্জব, অহুস্তব মার্দব, অহুস্তব লাবব, অহুস্তব কান্তি, অহুস্তব মুক্তি, অহুস্তব শুষ্টি, অহুস্তব তুষ্টি, অহুস্তব বুদ্ধি, অহুস্তব সত্য, সংযম, ভগ্নতা ও স্তুতিভেব উপচিত কল স্বরূপ পরিনির্বাণের পথে আত্মার বিষয়ে ভাবনা কবিত্তে করিতে তাঁহার তির্য্যাকি বাজিদিন কাটিয়া গেল। চুবাশি বাজিদিনেব মধ্যে গ্রীষ্মেব প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে চৈত্র মাসের কুরুপক্ষে চতুর্থী তিথিতে পূর্বাহ্ন-কালসময়ে ষাভকী-পাদপেব নীচে বিশাখা নন্দজের (সহিত চন্দ্রেব) যোগে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় প্রতি তৃতীয় দিবসে একবার মাত্র পানীয়বিহীন আহাব-গ্রহণের ব্রত-মধ্যে তাঁহার অনন্ত, অহুস্তব, নির্বাণাত, নিরাবরণ, কুংল, প্রতিপূর্ণ শ্রেষ্ঠ কেবল জ্ঞান-দর্শন সমুৎপন্ন হয়।

তারপর জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব অর্হৎ হইলেন; জিন, কেবলী, সর্বজ, সর্বদর্শী হইলেন। [তখন তিনি] দেব, মনুষ্য ও অল্পব সহ সমস্ত লোকের পর্য্যায় জ্ঞানেন এবং দেখিতে পান; তাহারা কোথা হইতে আসে, কোথায় বাস, কোথায় থাকে, কখন কোথায় কিরূপ জন্মলাভ কবে,—সমস্ত ও মর্ত্যজীবকূপে জন্মে কি দেব ও তির্ঘ্গ যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহাদেব মধ্যে যে ভাব, যে তর্ক, অথবা অজ্ঞ



জীবাণং আগইং গইং থিইং চবণং উববাং তকং মণো মাণসিয়ং  
ভুত্তং কড়ং পড়িসেবিয়ং আবী-কম্মং বহো-কম্মং অবহা অ-  
বহস্-ভাগী তং তং কালং মণ-বয়ণ-কায-জোং বট্টমাণাং  
সব্বলোএ সব্ব - জীবাণং সব্ব - ভাবে জাণমাণে পাসমাণে  
বিহরই ॥ ১৫৯ ॥

পাসস্ গং অবহও পুবিসাদাগীয়স্ অট্ট গণা অট্ট গণহবা  
হোথা । তং জহা ।

সুভে য় অজ্জঘোসে য় বসিট্টে বম্ভয়ারী য় ।

সোমে সিবিহবে চেব বীবভদে জসেবী য় ॥ ১৬০ ॥

পাসস্ গং অবহও পুবিসাদাগীয়স্ অজ্জদিম্ম-পামুক্খাং  
সোলস সমণ-সাহস্‌সীও উক্কোসিয়া সমণ-সংপয়া হোথা ॥ ১৬১ ॥

পাসস্ গং অবহও পুবিসাদাগীয়স্ পুপ্‌ফচুল-পামোক্-  
খাও অট্টতীসং অজ্জিয়া-সাহস্‌সীও উক্কোসিয়া অজ্জিয়া-  
সংপয়া হোথা ॥ ১৬২ ॥

পাসস্ গং অরহও পুবিসাদাগীয়স্ সুবব - পামুক্খাং  
সমণোবাসগাং এগা সয়সাহস্‌সী চউসট্ঠিংচ সহস্‌সা উক্কোসিয়া  
সমণোবাসগাং সংপয়া হোথা ॥ ১৬৩ ॥

পাসস্ গং অবহও পুবিসাদাগীয়স্ সুগংদা - পামুক্খাং  
সমণোবাসিয়াং তিন্নি সয়সাহস্‌সীও সত্তবীসং চ সহস্‌সা  
উক্কোসিয়া সমণোবাসিয়াং সংপয়া হোথা ॥ ১৬৪ ॥

পাসস্ গং অবহও পুবিসাদাগীয়স্ অঙ্কুট্ট-সয়া চউদস-  
পুব্বীণং অজ্জিগাং জিগ - সংকাসাং সব্বক্খব - সংনিবাজ্জিগ  
জিগো বিব অবিতহং বাগ্গবমাণাং উক্কোসিয়া চউদস পুব্বীণং  
সংপয়া হোথা ॥ ১৬৫ ॥

যে-কোনও প্রকাব মানসিক ভাব উৎপন্ন হয় তাহা তিনি জানিতে পাবেন ও দেখিতে পান। তাহারা কি খায়, কি কবে, তাহাদের প্রকাণ্ড কর্ম, গোপন কর্ম,—সব তিনি জানিতে পাবেন ও দেখিতে পান। যিনি অহং তাঁহার নিকট কোনও বহস্য থাকে না। তিনি সেই-সব কাল, মন, বচন, কায যোগে বর্তমান। তাই তিনি সর্বলোকে সর্বজীবের সর্বভাব জানিয়া ও দেখিয়া বিহাব করেন ॥ ১৫৯ ॥

জনাদৃত অহং পার্শ্বের অষ্ট গণ ও অষ্ট গণধর ছিলেন। যথা : শুভ, আর্ঘ্যবোধ, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মচারী, সৌম্য, শ্রীধর, বীরভদ্র এবং যশস্বী ॥ ১৬০ ॥

জনাদৃত অহং পার্শ্বের ষোল সহস্র শ্রমণ লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণ-সম্পদ ছিল। আর্ঘদত্ত ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১৬১ ॥

জনাদৃত অহং পার্শ্বের আটত্রিশ সহস্র আর্থিকা লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট আর্থিকাসম্পদ ছিল। পুশ্চুলা ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১৬২ ॥

জনাদৃত অহং পার্শ্বের একশত চৌবট্ট সহস্র শ্রমণোপাসক লইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণোপাসকসম্পদ ছিল। স্তব্রত ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১৬৩ ॥

জনাদৃত অহং পার্শ্বের তিনশো সাতাইস সহস্র শ্রমণোপাসিকা লইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণোপাসিকাসম্পদ ছিল। সুনন্দা ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১৬৪ ॥

জনাদৃত অহং পার্শ্বের সাড়ে তিন শত চতুদশশতাব্দী লইয়া একটি উৎকৃষ্ট চতুদশশতাব্দী-সম্পদ ছিল। তাঁহারা জিন না হইলেও জিন-সন্ধান ছিলেন, সর্ব অক্ষব-সন্নিপাত জানিতেন, জিনগণের আশ্রয় অবিতথভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন ॥ ১৬৫ ॥

পাসস্‌স্‌ গং অবহও পুরিসাদানীয়স্‌স্‌ চউদ্দসসয়া ওহী-  
নানীগং, দসসয়া কেবল-নানীগং, একারসসয়া বেউব্বিয়াগং,  
ছস্‌সয়া বিউ-মর্জগং, দসসয়া সিদ্ধা, বীসং অজ্জিয়া-সয়া সিদ্ধা,  
অঙ্কট্টম - সয়া বিউল - মর্জগং, ছস্‌সয়া বার্জগং, বাবস - সয়া  
অণুত্তবোববাইয়াগং ॥ ১৬৬ ॥

পাসস্‌স্‌ গং অবহও পুরিসাদানীয়স্‌স্‌ হুবিহা অংতগড়-ভূমী  
হোখা। তং জহা। জুগংতকড়-ভূমী য় পবিয়াংতকড়-ভূমী  
য়, জাব চউখাও পুবিস-জুগাও জুগংতকড়-ভূমী, তি-বাস-পবিয়াএ  
অংতম্‌ অকাসী ॥ ১৬৭ ॥

তেগং কালগং তেগং সমএগং পাসে অবহা পুরিসাদানীএ  
তীসং বাসাইং অগাব-বাস-মজ্‌বো বসিত্তা, তেসীইং বাইং-  
দিয়াইং ছউমখ-পবিয়াং পাউণিত্তা, দেসুগাইং সত্তবি বাসাইং  
কেবলি-পবিয়াং পাউণিত্তা, পড়িপুয়াইং সত্তরি বাসাইং সামন্ন-  
পরিয়াং পাউণিত্তা, একং বাস-সয়ং সব্বাউয়ং পালইত্তা, খীণে  
বেয়ণিজ্‌জাউয়-নাম-গোত্তে ইমীসে ওসপ্পণীএ দুসম - সুসমাএ  
বহু-বিইক্‌কতাএ, জে সে বাসাং পট্টমে মাসে দোচে পক্‌থে  
সাবণ-সুদ্ধে, তস্‌স্‌ গং সাবণ-সুদ্ধস্‌স্‌ অট্টমী-পক্‌থেগং উপ্পি  
সম্মেয়-সেল-সিহবংসি অপ্প-চউত্তীসইমে মাসিএগং ভত্তেগং  
অপাণএগং বিসাহাইং নক্‌খত্তেগং জোগমুবাগএগং পুর্ব্বগহ-  
কাল-সময়ংসি বগ্‌ঘাবিষ-পানী কাল-গএ [ পু° বা° ১৬ ] জাব  
সব্ব-দুক্‌খ-প্পহীণে ॥ ১৬৮ ॥

পাসস্‌স্‌ গং অরহও পুরিসাদানীয়স্‌স্‌ [ পু° বা° ১৬ ] জাব  
সব্ব-দুক্‌খ-প্পহীণস্‌স্‌ হুবালস বাস - সয়াইং বিইক্‌কতাইং,  
ভেবসমস্‌স্‌ য় বাস-সয়স্‌স্‌ অয়ং তীসইমে সংবচ্ছরে কালে  
গচ্ছই ॥ ১৬৯ ॥

জনাদৃত অর্হৎ পার্শের চৌকশো অবধিজানী, দশশো কেবলজানী, এগারোশো বৈভূতাবিজাবিৎ, ছ'শো ষড়্-মতি, দশশো সিদ্ধ, বিশশো সিদ্ধা আর্ষিকা, সাডেসাতশো বিপুলমতি, ছ'শো বাদী, বাবোশো অহুত্তরোপপাতী ছিলেন ॥ ১৬৬ ॥

জনাদৃত অর্হৎ পার্শের দ্বিবিধ অন্তকৃত-ভূমি ছিল। যুগান্তকৃত-ভূমি ও পর্যায়ান্তকৃত-ভূমি। চতুর্থ পুংস্ব পর্বন্ত যুগান্তকৃত-ভূমি। [ কেবলিষেব পব ] ভিন্ন বৎসর পর্যায়ান্তকৃত-ভূমি করিয়াছিলেন ॥ ১৬৭ ॥

সেইকালে সেই সময়ে জনাদৃত অর্হৎ পার্শ ত্রিশ বৎসব আগারবাসী ছিলেন। তিবাশি রাজ্যদিন ছয়ষ পর্ষায়ে ছিলেন। কিছুদিন সত্তর বৎসব কেবলী পর্ষায়ে ছিলেন। পূর্ণ সত্তর বৎসব শ্রাবণ্য পর্ষায়ে ছিলেন। মোট আয়ুকাল একশো বৎসর ছিল।

বেদনীয়, আয়ু, নাম ও গোত্র ক্ষয় হইবার পব এই অবসর্পিণী কালপ্রবাহের দুঃসম-স্বয়্যা যুগের বহু অংশ গত হইলে বর্ষার প্রথম মাসে দ্বিতীয় পক্ষে, শ্রাবণ মাসের শুরু পক্ষে অষ্টমী তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের) যোগে পূর্বাহ্নকাল সময়ে সম্মুখ শৈল শিখবেব উপবে প্রতি মাসান্তে একবারমাত্র পানীয়-বিহীন আহার গ্রহণের ব্রত পালন করিয়া আয়ু-চতুঃস্থিংশে হস্তবর বিস্তারিত কবিতা তিনি কালগত হন, ব্যতিক্রান্ত হন, সংসার ত্যাগ কবিতা সমুদ্রগত হন, জন্ম-জরা-মরণের বন্ধন ছিন্ন করেন, সিদ্ধ হন, বুদ্ধ হন, মুক্ত হন, অন্তকৃত হন, পবিনির্বাণ লাভ করেন এবং সর্বদুঃখপ্রহীন হন ॥ ১৬৮ ॥

জনাদৃত অর্হৎ পার্শ কালগত, ব্যতিক্রান্ত, সমুদ্রগত, ছিন্ন-জাতি-জরা-মরণ-বন্ধন, সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অন্তকৃত, পবিনির্বাণপ্রাপ্ত, এবং সর্বদুঃখপ্রহীন হওয়ার পর দ্বাদশ শত বৎসব গত হইয়াছে, ত্রয়োদশ শতকেব ত্রিশ বর্ষ চলিতেছে ॥ ১৬৯ ॥

## পারিশিষ্ট ক।

### ১৫১ স্তুতের অংশ

জং রয়ণিং চ গং পাসে অবহা পুবিসাদানীএ বম্মাএ দেবীএ  
কুচ্ছিংসি গব্ভতাএ বকংতে তং রয়ণিং চ গং সা বম্মা দেবী  
সয়ণিজ্জংসি স্তুত - জাগবা ওহীবমানী ২ ইমে এয়াকবে ওবালে  
কল্লাণে সিবে ধম্মে মংগল্লে সমসিবীএ চোদ্দস মহাস্থমিণে পাসিত্তা ।  
গং পড়িবুদ্ধা । তং জহা ।

গয় বসহ সীহ অভিসেয়

দাম সসি দিণয়বং ঝয়ং কুংভম্ ।

পউমসব সাগর বিমাণ-

ভবণ বয়ণুচয় সিহিং চ ॥

তএ গং সা বম্মা দেবী তে স্তুমিণে পাসতি । তে স্তুমিণে  
পাসিত্তা গং পড়িবুদ্ধা সমানী হট্ঠ-তুট্ঠ-চিন্তমাণংদিয়া গীইমণা  
পবম - সোমণসিয়া হবিস-বস-বিসপ্পমাণ-হিষধা ধাবাহব-কয়ং-  
বুয়ং পিব সম্মসসিয়-রোম-কুবা স্তুমিণোগ্গংহং কবেই । কবিত্তা  
সয়ণিজ্জাও অব্ভুট্ঠেই । অব্ভুট্ঠিত্তা অতুবিয়ং অচবলং অবিলং-  
বিয়াএ রায়-হংস-সবিসীএ গঙ্গএ জ্ঞেণেব আসসেণে বাএ তেণেব  
উবাগচ্ছই । উবাগচ্ছিত্তা আসসেণং বায়ং জ্ঞএণং বিজ্ঞএণং  
বদ্ধাবেই । বদ্ধাবিত্তা ভদ্রাসণ-বব-গয়া আসথা বীসথা স্তুহাসণ-  
বব-গয়া কবয়ল - পরিগ্গহিয়ং সিবসাবত্তং দস - নহং মথএ  
অংজলিং কট্টু এবং বযাসী । “এবং খলু অহং, দেবাণুপ্পিয়া ।  
অজ্জ সয়ণিজ্জংসি স্তুত-জাগবা ওহীবমানী ২ ইমে এয়াকবে ওবালে  
জাব মহাস্থমিণে পাসিত্তা গং পড়িবুদ্ধা । তং জহা । গয় জাব  
সিহিং চ ॥ এএসি গং, দেবাণুপ্পিয়া । ওবানাং জাব

## পরিশিষ্ট ক

### অনুবাদ

বে বজনীতে জনাঘৃত অর্হৎ পার্শ্ব বামা দেবীর কৃষ্ণিতে গর্ভরূপে  
প্রবেশ করেন সেই বজনীতে বামা দেবী অর্ধ-ভূগু-অর্ধ-ভাগবিত্ত অবস্থায়  
শয্যায় ঘুয়াইয়া ঘুয়াইয়া এই উদার, কল্যাণ, শিব, বস্তু, মাদল্য, সঙ্গীক  
চতুর্দশ মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠেন। সেগুলি এই :—গজ, বৃষত,  
সিংহ, অতিবেক, [ পুষ্প- ] দান, শব্দী, দিবাকর, ধবজ, কুন্ত, পদ্মলবোবর,  
সাগর, বিমান-ভবন, বজ্রোচ্চর এবং [ জলন্ত অগ্নি- ] শিখা। তারপর  
সেই বামা দেবী সেই সব স্বপ্ন দেখিলেন। সেই সব স্বপ্ন দেখিয়া  
জাগবিত্ত হইয়া কষ্ট-ভুগু-চিন্তা আনন্দিতা, প্রীতিবৃত্তা, পবন সৌম্যন্য  
সম্পন্ন, হর্ষবশে প্রসারিতকন্দরা, [ বৃষ্টি - ] ধাবাহত-কদম্ববৎ সমুচ্ছলিত-  
লোমকূপা হইয়া স্বপ্নগুলি অবধারণ করিলেন। করিয়া শয্যা হইতে  
উঠিলেন। উঠিয়া তিনি অন্ধবিত্ত, অচপল, অবিলম্বিত বাজহংসতুল্য  
গতিতে যেখানে অঞ্চলেন বাজা ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইলেন।  
উপস্থিত হইয়া ‘জয় হউক’, ‘বিজয় হউক’ বলিয়া অঞ্চলেন বাজার  
সম্বর্ধনা করিলেন। তাবপর আশুত ও বিশ্বস্তভাবে ভদ্রাসনে স্থাসীন  
হইয়া করতলে বদ্ধ অঞ্জলি বিন্যাসিত দশ নখ মাখায ঠেকাইয়া এই  
কথা বলিলেন। “ওগো দেবামুখ্যি। আজ আমি শয্যায় অর্ধভূগু  
অর্ধভাগবিত্ত অবস্থায় ঘুয়াইতে ঘুয়াইতে এইরূপ উদার...বাবৎ মহাস্বপ্ন  
দেখিয়া জাগিয়া উঠি। সেগুলি এই : গজ...বাবৎ [ জলন্ত অগ্নি- ]  
শিখা। ওগো দেবামুখ্যি। এই সব উদার...বাবৎ চতুর্দশ মহাস্বপ্নে

চোদ্দশগ্ং মহাস্থনিগাং কে, নন্নে, কল্লাণে বল-বিস্তি-বিনেসে  
 ভবিস্‌ই ?” তএ গ্ং সে আসনেণে বায়া বম্মাএ দেবীএ  
 অংতিএ এরমট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম ইট্ঠভুট্ঠ জাব হিয়এ  
 ধারাহয়-কলংবুয়ং পিব সম্মসসিনয়-রোন-ক্বে স্থনিগাংগ্ংহং  
 কবেই। করিস্তা ঈহং অণুপবিসই। -স্তা অপ্পণো নাভাবি-  
 এণং মই-পুব্বএণং বুদ্ধি-বিম্মাণেণং তেনিং স্থনিগাংগ্ং অথোগ্ংহং  
 করেই। কবিস্তা বম্মং দেবিং এবং বয়্যাসী। “ওরালা গ্ং  
 তুমে, দেবাণুপ্পিয়ে। স্থনিগা দিট্ঠা। কল্লাণা গ্ং তুমে  
 দেবাণুপ্পিয়ে। স্থনিগা দিট্ঠা। এবং সিবা ধম্মা নংগল্লা  
 সম্মসসিরীয়া আরোগ্গ-ভুট্ঠি-দীহাউ-কল্লাণ-নংগল্লা-কাবগা গ্ং  
 তুমে, দেবাণুপ্পিয়ে। স্থনিগা দিট্ঠা। অথলাভো, দেবাণুপ্পিয়ে।  
 ভোগলাভো, দেবাণুপ্পিয়ে। পুত্তলাভো, দেবাণুপ্পিয়ে।  
 সোক্তলাভো, দেবাণুপ্পিয়ে। রজ্জলাভো, দেবাণুপ্পিয়ে।  
 এবং খলু তুমে, দেবাণুপ্পিয়ে। নবংহং মাসাণং বহু-পড়িপুন্নং  
 অদ্ধট্ঠমাণং রাইংদিয়াণং বিইক্কাংতাণং অম্হং কুলকেউং  
 জাব পিয়দসণং সুরুবং দারয়ং পয়্যাহিনি। সে বি য় গ্ং দারএ  
 উম্মুজ্জবালভাবে জাব রজ্জবজ্জ রায়া ভবিস্‌ই।” তং ওরালা  
 গ্ং তুমে জাব দোচ্চংপি তচ্চংপি অণুবুহই। ততে গ্ং সা  
 বম্মা দেবী আসনেপস্‌ন ররো অংতিএ এরমট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম  
 জাব অংজলিং কট্ঠু এবং বয়্যাসী। “এবমেয়ং সানী! অবিতহ-  
 মেয়ং সানী! অসংদিদ্ধমেয়ং সানী! ইচ্ছিয়মেয়ং সানী!  
 পড়িচ্ছিয়মেয়ং সানী! ইচ্ছিয়-পড়িচ্ছিয়মেয়ং সানী! সচ্চে গ্ং  
 এনন্ অট্ঠে, সে, জহেতং ভুব্বে বদহ” ত্বিকট্ঠ তে স্থনিগে  
 পড়িচ্ছই। -স্তা আসনেণেণং রম্মা অব্ভুন্নায়্য সমানী নাণা-  
 মণি-বয়ণ-ভত্তি-চিত্তাও ভদানগাও অব্ভুট্ঠেই। —স্তা অতুরিয়ং

কি কি বিশেষ কল্যাণকর ফলপ্রাপ্তি হইবে ?” তারপর সেই অখসেন বাজা বামা দেবীর নিকটে এই কথা শুনিয়া ও বুঝিয়া হুটুহুটু...যাবৎ ধারাহত কদম্ববৎ সমুচ্ছসিত-লোমকূপ হইয়া স্বপ্নাবধারণ কবিলেন। তাবৎপব চিন্তামগ্ন হইলেন। হইয়া আপন স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিচারশক্তি প্রভাবে এই সকল স্বপ্নের স্মৃতিতার্থ নির্ণয় কবিলেন। করিয়া বামা দেবীকে এইরূপ বলিলেন। “উদার স্বপ্ন তুমি দেখিবাছ, দেবাহুপ্রিয়ে। কল্যাণকর স্বপ্নই তুমি দেখিবাছ, দেবাহুপ্রিয়ে। এইভাবে নিশ্চয়ই শুভ, ধন, মঙ্গলাকর, শোভন, আরোগ্য-ভৃষ্টি-দীর্ঘায়ু মঙ্গলকাক তোমাব দেখা এই স্বপ্নগুলি, দেবাহুপ্রিয়ে। অর্থলাভ, দেবাহুপ্রিয়ে। ভোগলাভ, দেবাহুপ্রিয়ে। পুত্রলাভ, দেবাহুপ্রিয়ে। সৌখ্যলাভ, দেবাহুপ্রিয়ে। রাজ্যলাভ, দেবাহুপ্রিয়ে। আজ হইতে পূর্ণ নয় মাস ও সাড়ে সাত সাত্তি-দিন গত হইলে তুমি, দেবাহুপ্রিয়ে। আমাদের কুলকেছু . যাবৎ প্রিয়দর্শন পুত্রসন্তান প্রসব কবিবে। সেই বালক বাল্য গত হইলে... যাবৎ বাজ্যপতি বাজা হইবে।” স্মৃতবাং উদার স্বপ্ন তুমি দেখিরাছ... যাবৎ ছইবার, তিনবার বুঝাইলেন। তারপর সেই বামা দেবী অখসেন বাজাব নিকটে এই কথা শুনিয়া ও বুঝিয়া...যাবৎ অজলির দশনধ মাধার ঠেকাইয়া এইরূপ বলিলেন। “একথা স্বার্থ, স্বামিন্। একথা অবিভত, স্বামিন্। একথা অসম্বিত, স্বামিন্। ইহাই ঈশ্বিত, স্বামিন্। ইহাই প্রত্যঙ্গিত, স্বামিন্। ইহাই ঈশ্বিতব্য ও প্রতীশ্বিতব্য, স্বামিন্। যেভাবে তুমি বলিলে, তাহাই ইহার নিশ্চিত সত্য অর্থ।” এই বলিয়া সেই স্বপ্নগুলি বরণ কবিয়া গইলেন। গইয়া রাজা অখসেনেব অল্পমতি গইয়া নানা-মণি-বস্ত্র-খচিত চিত্রশোভিত ভদ্রাসন হইতে উঠিলেন।



ଅଚବଳଂ ଅସଂଭଂତାଏ ଅବିଳଂବିୟାଏ ବାୟ-ହଂସ-ସବିସୀଏ ଗଞ୍ଜିଏ,  
 ଜେଣେବ ସଏ ସୟନିଜ୍ଜେ ତେଣେବ ଉବାଗଛହି । -ହ୍ତା ଏବଂ ବୟାସୀ ।  
 “ମା ମେ ତେ ଉତ୍ତମା ପହାଣା ମଂଗଲ୍ଲା ଅୁମିଣା ଅଲ୍ଲେହିଂ ପାବଅୁମିଣେହିଂ  
 ପଢ଼ିହସିମ୍ସଂଗତି” ଶ୍ତି କଟୁଟୁ ଜାବ ପଢ଼ିଜାଗବମାଣୀ ୨ ବିହବହି ।  
 ତତେ ଣଂ ଆସସେଣେ ବାୟା ପଚ୍ଚୁସ-କାଳ-ସମୟଂସି କୋଢ଼ୁଂବିୟ-  
 ପୁର୍ରିସେ ସଦାବେହି । -ହ୍ତା ଏବଂ ବୟାସୀ । “ସ୍ଥିପ୍ପମେବ, ଭୋ  
 ଦେବାପ୍ପୁପ୍ପିୟା ! ଅଜ୍ଜ ସବିସେସଂ ବାହିରିୟଂ ଉବଟ୍ଟାଣ-ସାଳଂ  
 ଗଂଧୋ-ଦୟ-ସିନ୍ତଂ ଅୁହିୟ-ସଂଗଞ୍ଜିଓବଲିନ୍ତଂ ଅୁଗଂଧ-ବବ-ପଂଚ-ବନ୍ଧ-  
 ପୁପ୍ଫୋବୟାବ-କଲିୟଂ କାଳାଥୁରୁ-ପବବ-କୁଂହୁରୁରୁ-ତୁରୁରୁ-ଓଜ୍ଜବାଂତ-  
 ଧୁବ-ମନ୍ଧମନ୍ଧତ-ଗଂଧୁକୁୟାଭିରାମଂ ଜାବ କବେହ ଯ କାବବେହ ଯ । କବିନ୍ତା  
 ଯ କାବବିନ୍ତା ଯ ଜାବ ପଚ୍ଚପ୍ପିଣହ ।” ତତେ ଣଂ ତେ କୋଢ଼ୁଂବିୟ-  
 ପୁବିସା ଆସସେଣେ ଗମ୍ମା ଏବଂ ବୁତ୍ତା ସମାଣା ହଟ୍ଟ-ତୁଟ୍ଟ ଜାବ  
 ହିୟୟା କବୟଳ ଜାବ କଟୁଟୁ “ଏବଂ ସାମି ।” ଶ୍ତି ଆଣାଏ ବିଂଶଂ  
 ବୟଣେଂ ପଢ଼ିଅୁଂଗତି । -ହ୍ତା ଆସସେଣସୁସ ବୟୋ ଅଂତିଆଓ  
 ପଢ଼ିନିକ୍ଵଂଗତି । -ହ୍ତା ଜେଣେବ ବାହିବିୟା ଉବଟ୍ଟାଣ-ସାଳା ତେଣେବ  
 ଉବାଗଛଂଗତି । -ହ୍ତା ସ୍ଥିପ୍ପମେବ ସବିସେସଂ ଜାବ ସୀହାସଂ  
 ବୟାବିଂଗତି । -ହ୍ତା ଜେଣେବ ଆସସେଣେ ବାୟା ତେଣେବ ଉବାଗଛଂଗତି ।  
 -ହ୍ତା କବୟଳ-ଜାବ ଅଂଜ୍ଜଳିଂ କଟୁଟୁ ଆସସେଣସୁସ ବୟୋ ତମ୍ ।  
 ଆଂଗନ୍ତିୟଂ ପଚ୍ଚପ୍ପିଣଂଗତି । ତତେ ଣଂ ଆସସେଣେ ବାୟା କଲ୍ଲଂ  
 ପାଓ-ପ୍ପତ୍ତାୟାଏ ରୟଣୀଏ ଫୁଲ୍ଲପ୍ପଲ-କମଳ-କୋମଲୁସ୍ମିଲ୍ଲିୟଂସି  
 ଅହ-ପଂଡୁବେ ପତ୍ତାଏ ଜାବ ସୟନିଜ୍ଜାଓ ଅବ୍ଭୁଟ୍ଟେହି । -ହ୍ତା ପାୟ-  
 ପୀଢାଓ ପଚ୍ଚୋରୁହି । -ହ୍ତା ଜେଣେବ ଅଟ୍ଟଣାଳା ତେଣେବ ଉବାଗଛହି ।  
 -ହ୍ତା ଅଟ୍ଟଣାଳାଂ ଅପ୍ପୁପ୍ପିସହି । -ହ୍ତା ଅଂଶେ -ବାୟାମ-ଜୋଗ୍ଗ-  
 ବଗ୍ଗଂ -ବାମଦ୍ଦଂ -ମଲ୍ଲ -ଜୁହ -କବଣେହିଂ ଜାବ ଅଟ୍ଟଣାଳାଓ  
 ପଢ଼ିନିକ୍ଵଂଗତି । -ହ୍ତା ଜେଣେବ ମଜ୍ଜଂସବେ ଜାବ ମଜ୍ଜଂସବାଓ

উঠিয়া অধরিত, অচপল, অবিলম্বল, অবিলম্বিত, রাজহংস-সদৃশ গতিতে  
 যেখানে তাঁহাব নিম্নের শয্যা সেইখানে উপস্থিত হইলেন। হইয়া  
 এইরূপ বলিলেন। “[ঘুমাইয়া পড়িলে যেন] অস্ত্র গাপ স্বপ্ন [দেখা  
 দিয়া] আমাব এই সর্বোত্তম, সর্বপ্রধান, বঙ্গলাকব স্বপ্নগুলির কল নষ্ট  
 করিয়া না দেয়” এই বলিয়া জাগিয়া জাগিয়া বিহার করিতে লাগিলেন।  
 তাবপর অখসেন রাজা প্রত্যুষকাল সরষে কুটুমপুঙ্কবগণকে ডাকিলেন।  
 ডাকিয়া এই কথা বলিলেন। “ভো দেবানুপ্রিয়গণ! আজ বিশেষভাবে  
 ও সম্বরভাবে সহিত বাহির উপস্থান-শালায় গন্ধোদক সেচন, সম্মার্জন ও  
 উপলেপনাদি দ্বাৰা শুচি কর ও করাও। পঞ্চবর্ণ স্তব্ধ পুষ্প দ্বারা  
 শোভিত কর ও করাও। কালাশুক, কুমুদক, তুলা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য  
 জ্বালাইয়া ধূপ-গন্ধি ধূমাদি দ্বাৰা সব স্তব্ধে মহ-মহ করিয়া তোল...  
 বাবৎ আদেশ-প্রতিপালন-সংবাদ জ্ঞাপন কর। তারপর অখসেন রাজা  
 কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া কুটুমপুঙ্কবগণ হঠ-হুট...কবতলে বদ্ধ  
 অঙ্গলির দশনখ মাথায় ঠেকাইয়া “বে আজ্ঞা, স্বামিন্!” বলিয়া বিনয়  
 বচনে আজ্ঞাপালন অঙ্গীকার কবিল। করিয়া অখসেন রাজাব নিকট  
 হইতে নিজান্ত হইল। হইয়া যেখানে বাহিব উপস্থানশালা সেইখানে  
 উপস্থিত হইল। হইয়া অতি শীঘ্র সবিশেষ..... বাবৎ সিংহাসন রচনা  
 কবাইল। করাইয়া যেখানে অখসেন রাজা সেইখানে উপস্থিত হইল।  
 হইয়া.....কবতলে বদ্ধ অঙ্গলির দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া রাজা  
 অখসেনের নিকট তাঁহার আদেশ-প্রতিপালন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল।  
 তারপর পবদিন বজ্রনী প্রভাত হইলে অর্ধোজ্জল প্রভাত-তে উৎপল ও  
 কোমল কমল প্রস্ফুটিত হইলে.....রাজা অখসেন.....বাবৎ শয্যা  
 হইতে উঠিলেন। উঠিয়া পাদগীঠ হইতে অবরোহণ কবিলেন।  
 কবিয়া যেদিকে অট্টনশালা সেইদিকে চলিলেন। চলিয়া অট্টনশালায়  
 প্রবেশ কবিলেন। কবিয়া অনেক বকম ব্যায়াম-যোগ্য লক্ষন, ব্যায়াম,  
 শল্যাদি করিয়া.....বাবৎ অট্টনশালা হইতে নিজান্ত হইলেন। হইয়া  
 যেদিকে মার্জনগৃহ.....বাবৎ মার্জনগৃহ হইতে বাহিব হইলেন। হইয়া

পড়িনিক্খমংতি । -স্তা জ্ঞেবে বাহিবিয়া উবট্টাণ-সাল। জাব  
 সীহাসগংসি পুবথাভিমুহে নিসীয়তি । -স্তা জাব বিসিট্টং  
 বস্মাএ দেবীএ ভদ্দাসগং বয়াবেই । -স্তা কোডুংবিন্ন-পুন্নিমে  
 জাব এবং বয়াসী । “খিপ্পমেব ভো দেবাণুপ্পিয়া ! জাব  
 সুবিণ-লক্খণ-পাটএ সদ্ধাবেহ ।” ততে জাব পড়িস্থংতি । -স্তা  
 আসসেগস্ রম্মো অংতিআও পড়িনিক্খমংতি । -স্তা বাণারসিং  
 নগবিং মজ্জংমজ্জং জাব সুবিণ-লক্খণ-পাটএ সদ্ধাবিতি ।  
 তএ গং তে সুবিণ-লক্খণ-পাটগা আসসেগস্ রম্মো জাব  
 জ্ঞেবে আসসেগস্ রম্মো ভবণ - বব-বড়িসগ-পড়িহুাবে  
 তেণেব উবাগচ্ছংতি । -স্তা জাব জ্ঞেবে আসসেগে বায়া,  
 তেণেব উবাগচ্ছংতি । কবয়ল-পরিগ্গহিয়ং জাব আসসেগং  
 বায়াগং জএগং বিজএগং বড্ঢাংতি । তএ গং জাব ভদ্দা-  
 সগেসু নিসীয়ংতি । তএ গং আসসেগে রায়া বস্মং দেবিং  
 জবণিয়ংতবিয়ং ঠবেই । -স্তা জাব সুমিণ-লক্খণ-পাটএ এবং  
 বয়াসী । “একং খলু দেবাণুপ্পিয়া ! অজ্জ বস্মা দেবী জাব  
 মহাসুমিণে পাসিন্তা গং পড়িবুজ্জা । তং জহা । গয় জাব  
 সিহিং চ । তং তেসিং জাব কে মন্নে কল্লাণে ফল-বিত্তি-  
 বিসেসে ভবিসুসই ?” তএ গং তে সুমিণ-লক্খণ-পাটগা  
 আসসেগস্ রম্মো এয়মট্টং সোচ্চা নিসম্ম জাব সুমিণে  
 ওগিগংহংতি । -স্তা ঈহং অণুপবিসংতি । -স্তা অন্নমন্নেগং  
 সন্ধিং সংলাবিংতি । -স্তা জাব আসসেগস্ রম্মো পুবও এবং  
 বয়াসী । “একং খলু দেবাণুপ্পিয়া ! অম্হং সুবিণ-সথে  
 বায়ালীসং সুমিণা জাব এগং পাসিন্তা গং পড়িবুংতি ।  
 ইমেয়াগিং, দেবাণুপ্পিয়া ! বস্মাএ দেবীএ চউদ্দস মহাসুমিণা  
 দিট্টা । তং ওবালা গং দেবাণুপ্পিয়া ! জাব সুবে বীরে

যেদিকে বাহির উপস্থানশালা সেইদিকে.....বাবৎ সিংহাসনে পূর্বাভিমুখে বসিলেন। বসিয়া.....বাবৎ বামা দেবীর অস্ত্র বিশিষ্ট ভদ্রাসন রচনা করাইলেন। কবাইয়া.....বাবৎ কুটুম্বপুরুষগণকে ডাকিয়া এই কথা বলিলেন। “ভো দেবানুপ্রিয়গণ!.....বাবৎ স্বপ্ন-লক্ষণ-পাঠকদিগকে ডাক।” তারপর.....বাবৎ আজ্ঞাপালন অঙ্গীকার করিল। করিয়া অখসেন রাজ্যের নিকট হইতে নিজ্জান্ত হইয়া গেল। বাইয়া.....বাবাণসী নগরীতে মধ্য দিয়া.....বাবৎ স্বপ্নলক্ষণ-পাঠক-দিগকে ডাকিল। তারপর সেই স্বপ্নলক্ষণ-পাঠকগণ অখসেন রাজ্যে ..... বাবৎ যেখানে রাজ্য অখসেনের শ্রেষ্ঠ রাজত্ববনের সিংহদ্বার সেইখানে উপনীত হইলেন। হইয়া যেখানে অখসেন রাজ্য সেইখানে গেলেন। কবতলে আবদ্ধ অঙ্গলি.....বাবৎ রাজ্য অখসেনকে জয় শব্দে ও-বিজয় শব্দে সর্বাধিত করিলেন। তারপর..... বাবৎ ভদ্রাসন-গুলিতে উপবেশন করিলেন। তারপর অখসেন রাজ্য বামা দেবীকে বনিকান্তরাতে বসাইলেন। বসাইয়া স্বপ্ন-লক্ষণ-পাঠকগণকে এই কথা বলিলেন। “ভো দেবানুপ্রিয়গণ! আজ বামা দেবী.....বাবৎ মহাশক্তি দেখিয়া আগিয়া উঠেন। সেগুলি এই : গজ.....[জলন্ত অগ্নি-] শিখা। তা সেই.....বাবৎ কি কি বিশেষ ফলপ্রাপ্তি হইবে?” তারপর সেই স্বপ্নলক্ষণ পাঠকগণ অখসেন রাজ্যে এই কথা শুনিয়া ও বুঝিয়া ...বাবৎ স্বপ্নগুলি অবধারণ করিলেন। করিয়া চিন্তাময় হইলেন। হইয়া পরস্পরের মধ্যে আলাপ করিলেন। কবিয়া..... অখসেন রাজ্যের নিকট এই কথা বলিলেন। “ভো দেবানুপ্রিয়! আমাদের স্বপ্নশাস্ত্রে এইরূপ বিয়াল্লিশ স্বপ্ন.....বাবৎ একটি দেখিয়া আগরিত হন। ভো দেবানুপ্রিয়! এইগুলির মধ্যে চৌকটি মহাশক্তি বামা দেবী দেখিয়াছেন। স্তব্ধ দেবানুপ্রিয়! - উদাহ.....বাবৎ

বিক্রমতে বিখিম-বল-বাহণে চাউবংত-চকবট্টা বজ্জ-বট্ট রায়া ভবিস্‌সই। জিণে বা তেল্লোক-নায়গে ধম্ম-বব-চাউবংত-চকবট্টা। তং ওবালা ণং জাব স্মিণা দিট্ঠা।” ততে সে আসসেণে রায়া তেসিং স্মিণ-লক্খণ-পাট্ঠাণং এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-তুট্ঠ জাব ত্তি কট্ঠু তে স্মিণে সম্মং পড়িচ্ছই। -স্তা তে স্মিণ-লক্খণ-পাট্ঠা বিউলেনং অসণেণং জাব সঙ্কারেতি সম্মাপেতি। সঙ্কাবিত্তা সম্মাগিত্তা বিউলং জীবিয়াবিহং গীই-দাণং দলয়তি। -স্তা পড়িবিসজ্জই। ততে ণং আসসেণে রায়া সীহাসণাও অব্‌ভুট্ঠেই। -স্তা জেণেব বম্মা দেবী জবণিয়ংতরিয়্য তেণেব উবাগচ্ছই। -স্তা বম্মং দেবিং এবং বয়সী। “এবং খলু দেবাণুপ্পিএ। স্মিণ-সখংসি বায়ালীসং স্মিণা জাব জিণে তেল্লোক-নায়গে ধম্ম-বব-চকবট্টা।” ততে ণং সা বম্মা দেবী জাব তে স্মিণে সম্মং পড়িচ্ছই। -স্তা আসসেণেণ বম্মা অব্‌ভুট্ঠায়া জাব সয়ং ভবণং অণুপবিট্ঠা। জপ্পভিইং পাসে অবহা পুৰিসাদাগীএ আসসেণস্স বম্মো কুলং সাহবিএ তপ্পভিইং চ ণং বহবে বেসমণ-কুংড-খারিণো তিরিয়্য-জংভয়া দেবা সঙ্ক-বয়ংণে জাব তাইং আসসেণস্স বম্মো ভবণংসি সাহরংতি। জং বয়ংগি চ ণং পাসে অবহা পুৰিসাদাগীএ আসসেণস্স বম্মো কুলং সাহরিএ তং বয়ংগি চ ণং আসসেণস্স বাবকুলং হিবম্মেণং বড্‌ঢ়িখা, স্মবম্মেণং বড্‌ঢ়িখা, ধম্মেণং ধম্মেণং নজ্জেণং বট্ঠেণং বড্‌ঢ়িখা, বলেনং বাহণেণং কোসেণং কোট্ঠাগাবেণং পুরেণং অংতে-উবেণং জণবএণং জস-বাএণং বড্‌ঢ়িখা। বিপুল-ধণ-কণগ-রয়ণ - মণি - মোত্তিয়-সংখ-সিল-প্পবাল-রত্তবয়ংগাইএণং সংভ-সার-নাবইজ্জেণং অজ্জব গীই-সঙ্কাব-সম্মদএণং অভিবড্‌ঢ়িখা।

শুব, বীৰ, বিজ্ঞান, বিজীর্ণ বলবাহনসহ বাজ্যেব অধীশ্বর চতুরস্ত  
চক্রবর্তী রাজা হইবে; অথবা ত্রৈলোক্যনারক ধর্মবর-চতুরস্ত-চক্রবর্তী  
জিন হইবে। স্তুতরাং উদার.....বাবৎ বামাদেবীর দেখা  
স্বপ্নগুলি।” তারপব অখসেন রাজা সেই স্বপ্নলক্ষণ-পাঠকদিগের এই  
কথা [ কানে ] শুনিয়া ও [ ধ্যানে ] ধারণা করিয়া ছুট-ছুট.....বাবৎ  
স্বপ্নগুলি সম্যক্ বরণ কবিয়া লইলেন। লইয়া সেই স্বপ্নলক্ষণ-পাঠক-  
দিগকে অশন.....বাবৎ সংকাব করিলেন ও সম্মানিত করিলেন।  
করিয়া জীবিকাৰ উপযোগী বিপুল খ্রীতিদান দেওয়াইলেন। দেওয়াইয়া  
বিদার দিলেন। তারপর অখসেন রাজা সিংহাসন হইতে উঠিলেন।  
উঠিয়া যেদিকে বনিকান্তবিতা বামা দেবী সেইদিকে গেলেন। গিয়া  
বামাদেবীকে এইরূপ বলিলেন। “ওগো দেবারুদ্রিয়ে! স্বপ্নশাস্ত্রে বিষয়শিখ  
প্রকার স্বপ্ন.....বাবৎ ত্রৈলোক্য-নারক ধর্মবর-চক্রবর্তী হইবে।”  
তারপব সেই বামা দেবী...বাবৎ স্বপ্নগুলি সম্যক্ বরণ করিয়া লইলেন।  
লইয়া অখসেন-বাজার অন্নমতি গ্রহণ করিয়া স্বভবনে প্রবেশ করিলেন।  
যখন হইতে জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব অখসেন বাজাব কুলে প্রবেশ করেন  
তখন হইতে শজের আদেশে বহু বৈশ্রবণ-কুণ্ডধারী তির্ঘগুবোনি ভূক্তক  
দেবগণ.....বাবৎ সেই সমস্ত [ ধনরত্ন ] অখসেন বাজার [ রাজ- ]  
ভবনে বাখিতে লাগিল। যে বজনীতে জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব অখসেন বাজাব  
বাজকুলে প্রবেশ কবেন, সেই বজনীতে অখসেনেব বাজকুলে হিবণ্য  
[ = বজত ] বুদ্ধি, স্তবর্ণবুদ্ধি, ধনবুদ্ধি, ধাত্তবুদ্ধি, বাজ্যবুদ্ধি, বাষ্ট্রবুদ্ধি, বল-  
বুদ্ধি, বাহনবুদ্ধি, কোষবুদ্ধি, কোঠাগাবুদ্ধি, গুরবুদ্ধি, অস্তঃপুববুদ্ধি, জনপদ  
বুদ্ধি, বশোবাদবুদ্ধি হইয়াছিল। বিপুল ধন, কনক, বস্ত্র, মণি, মৌক্তিক,  
শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রক্তবস্ত্র আদি প্রকৃত মূল্যবান সাবসম্পদ সবই বুদ্ধি  
পাইয়াছিল। খ্রীতিসংকারাদি সংকর্মও অত্যধিক পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়া-

ততে ৭ং পাসস্ অবহও পুবিসাদাগীয়স্ অম্মা-পিউং  
 অয়মেয়ান্নবে অজ্জ্বখিএ চিংতিএ পখিএ মণোগএ সংকপ্পে  
 সমুপ্পজ্জিখা। তং জহা। জয়া ৭ং অম্হং এস দারএ জাএ  
 ভবিস্হই, তয়া ৭ং অম্হে এয়স্ দাবগস্ এয়াগুকবং শুন্নং  
 শুণনিপ্পফন্নং নামধিচ্ছং কবিস্সামো পাসে ত্তি ॥ তএ ৭ং  
 বম্মা দেবী ৭হায়া কয়-বলি-কম্মা কয়-কোউয়-মংগল-পায়চ্ছিত্তা  
 সব্বালাংকাব-বিভুসিয়া নাই-সীএহিং নাই-উণ্হেহিং নাই-  
 তিল্লেহিং নাই-কড়্হেহিং নাই-কসাএহিং নাই-অংবিলেহিং  
 নাই-মত্তরেহিং নাই-নিদ্ধেহিং নাই-লুক্কেহিং নাই-উল্লেহিং  
 নাই-লুক্কেহিং সর্বত্তু-ভয়মাণ - অুহেহিং ভোয়গচ্ছায়ণ - গংধ-  
 মল্লেহিং ববগয়-রোগ-সোগ-মোহ-ভয়-পবিস্সমা সা, জং তস্  
 গব্ভস্ হিয়ং মিযং পচ্ছং গব্ভ-পোসং, তং দেসে য় কালে  
 য় আহাবমাহাবেমাণী বিবিত্ত-মউএহিং সয়গাসণেহিং পইবিক্-  
 অুহাএ মণাণুকুলাএ বিহার-ভুমীএ পসখ-দোহলা সংপুম্ম-দোহলা  
 সংমাণিয়-দোহলা অবিমাণিয়-দোহলা বোচ্ছিন্ন-দোহলা বিবগীয়-  
 দোহলা অুহংঅুহেং আসয়ই সয়ই চিট্ঠই নিনীয়ই তুয়ট্ঠই,  
 অুহংঅুহেং তং গব্ভং পরিবহই ॥ ৩-৯৫ ॥

ছিল। তাবপর জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্বের মাতাপিতাব মনোমধ্যে ব্যাকুলভাবে এইরূপ একটি অতীষ্ট ব্যাকুল প্রার্থনা সংকলিত হইয়াছিল। তাহা এই : “যখন আমাদের এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবে তখন আমরা ইহার এইরূপ গুণের অনুরূপ গুণনিম্ন নাম রাখিব ‘পাৰ্ব’।” তাবপর বামা দেবী [প্রত্যাহ] স্নান কবেন। [বাস্তবদেবতাদিগের] বলিকর্ম কবেন, কৌতুককর্ম [অর্থাৎ দুর্বাঙ্কুশ, দধি-অক্ষত-সর্ষপাদি বোগে মঙ্গলাচরণ] এবং প্রায়শ্চিত্ত [অর্থাৎ ছঃস্বপ্নাদি-দোষ-নাশের জন্ত অথবা নেত্রদোষপরিহারার্থ পাদম্পর্শাদি-কর্ম] করেন, সর্বাঙ্গভাবে দেহ বিভূষিত কবেন, নাতি-শীত, নাতি-উষ্ণ, নাতি-ভিজ, নাতি-কটু, নাতি-কষায়, নাতি-অন্ন, নাতি-মধুর, নাতি-মিষ্ট, নাতি-কক্ষ, নাতি-আর্দ্র, নাতি-শুষ্ক, সর্ব ঋতুতে স্নখকব ভোজন, আচ্ছাদন এবং গন্ধমালাদি ব্যবহার করেন। তার ফলে বোগ, শোক, মোহ, ভয় ও পবিশ্রম অপগত হয়। বেক্লপ আহার তাঁহার গর্ভের পক্ষে হিতকর, পবিমিত, পথ্য, গর্ভপোষণকর ও দেশকালের অনুরূপ, তাহাই আহার কবেন। অনন্তস্পৃষ্ট, অকোমল শয্যা ও আসনে [শয়ন ও উপবেশন কবেন], বিবেচন-স্নখকর ব্যবহার কবেন, মনোবঞ্জন বিহাব ভূমিতে বিচরণ কবেন। তাঁহার সর্ববিধ দোহদ (সাধ) প্রশস্তভাবে, সম্পূর্ণভাবে সম্মানিত ও পালিত হয়। তাঁহার কোনও দোহদ উপেক্ষিত হয় না; একটি একটি কবিতা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহার প্রত্যেকটি দোহদ মিটানো হয়। শয়নেব স্নখ, অবস্থানেব স্নখ, উপবেশনেব স্নখ, আশ্রয়েব স্নখ, স্বক্ প্রসাধনেব স্নখ প্রভৃতি সর্বস্নখে স্নখিনী হইয়া তিনি গর্ভভার বহন করিতে লাগিলেন।



[ পরিশিষ্ট ୪ ]

### ୧୧୫ ଅନ୍ତର ଅଂଶ

ତେ ଏଂ ସେ ଆସସେଣେ ବାୟା ଭବଣବହି-ବାଂଗମତବ-ଜୋଇସ-  
 ବେମାଣିଏହିଂ ଦେବେହିଂ ତିଥୟବ-ଜନ୍ମାଣ-ଅଭିସେୟ-ମହିମାଏ କରାଏ  
 ସମାଣୀଏ ପଚ୍ଛୁସ-କାଳ-ସମୟଂସି ନଗର-ଶୁଦ୍ଧିଏ ସନ୍ଦାବେହି । -ତ୍ତା  
 ଏବଂ ବୟାସୀ ॥ ଶିପ୍ପମେବ ଭୋ ଦେବାଂଶ୍ଚିୟା ! ବାଂଗରସୀଏ  
 ନଗରୀଏ ଚାବ-ସୋହଂ କରେହ । -ତ୍ତା ମାଂଶ୍ଚାଣ-ବଜ୍ରଂ କବେହ । -ତ୍ତା  
 ବାଂଗାବସିଂ ନଗରିଂ ସର୍ବ-ଭିତ୍ତବ-ବାହିବିୟା ଆସିୟ-ସଂମଜ୍ଜି-ଉବଲେବିୟା  
 ସଂଘାଡ଼ିଂ-ତିୟ-ଚଠ୍ଚ-ଚଠ୍ଚ-ଚଠ୍ଚ-ମହାପହ-ପହେୟୁ ସିନ୍ଧୁ - ଅହୁ -  
 ସଂମଟ୍ଟ-ବଚ୍ଛ-ତବାବଂ-ବୀହିୟା ମଂଚାହିଂ-କଲିୟା ନାଂଗାବିହ-ବାଂଗ-  
 ଭୁସିୟ-ଜ୍ଞ-ସ୍ଵ-ପଢ଼ାଂ-ମଂଡିୟା ଲା-ଉଲ୍ଲୋହିୟ-ମହିୟା ଗୋସୀସ-ସବ-  
 ବନ୍ଧ-ଚନ୍ଦ୍ର-ଦନ୍ଦ-ଦିନ-ପଂଚ-ଶୁଳିତଳ ଉବଚିୟ-ବନ୍ଧ-କଳ-ବନ୍ଧ-  
 ସଢ଼-ଅକ୍ଷ-ତୋବଂ-ପଢ଼ିହ୍ଵାର-ଦେସଭାଂଗ ଆସନ୍ତୋସନ୍ତ-ବିପୁଲ-ବଢ଼ି-  
 ବଂଶାଡ଼ିୟ-ମଲ୍ଲ-ଦାମ-କଳାବଂ ପଂଚ-ବନ୍ଧ-ସବ-ସୁବଞ୍ଚି-ୟୁକ୍-ପୁଂ-  
 ପୁଂ-ଜୋବୟାବ-କଲିୟା କାଳାଶୁର-ପବନ-କୁଂହ-ହୁକ୍-ହୁକ୍-ଉଜ୍ଜ-ଂ-  
 ଧୁବ-ସଂସଂ-ଗଂଧୁକ୍-ୟାଭିବାମଂ ଅଂଗ-ବ-ଗଂଧିୟା ଗଂଧବଢ଼ି-ଭୁୟା  
 ନଢ଼-ନଢ଼ି-ଜ୍ଞ-ମଲ୍ଲ-ୟୁଟ୍ଟିୟ-ବେଲଂବ-କହ-ପାଠ-ଲାସ-ଆରକ୍ଷ-  
 ଲଂ-ମଂ-ତୁଂ-ତୁଂ-ତୁଂ-ବୀଗିୟ-ଅଂ-ତାଲାୟବାପୁଚବିୟା କବେହ ଯ  
 କାବବେହ ଯ । କବିତା ଯ କାବବିତା ଯ ଜୁଷ-ସହସଂ ଚ ଯୁସ-  
 ସହସଂ ଚ ଉସବେହ ଉସବିତା ମମ ଏୟମାଂଶ୍ଚିୟା ପଚ୍ଛାଶ୍ଚିୟା ॥

## পরিশিষ্ট ঋ

### অনুবাদ

তারপর ভবনপতি, বাসুদেব, জ্যোতিষিক, বৈমানিক ও দেবগণ  
তীর্থকব-জন্ম-মাহাত্ম্যেব অভিষেক কবিলে পব রাজা অশ্বসেন প্রভূত  
কালে নগব-গোষ্ঠ-গণকে ডাকিলেন। ডাকিয়া এই কথা বলিলেন :  
“তো দেবাগ্নিপ্রিযগণ ! শীত্র বাবাংশী নগবের কাবাগার খুলিয়া বন্ধিগণকে  
মুক্ত কবিয়া দাও। দিয়া [ বাজারের ] মান ও মাণ বাড়াইয়া দাও।  
দিয়া বাবাংশী নগবীর অভ্যন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত রাস্তাব চৌমাথা,  
তেমাথা, চতুষ্কোণ স্থান, নগরচত্বর, চতুর্দ্বারগৃহ, মহাপথ ( বাজপথ )  
প্রভৃতি সকল স্থানেই জলসেচন, সম্মার্জন ও উপলেপন করাও। বড়  
বাস্তাব মাঝে মাঝে ও দোকানের পথে অসংখ্য মঞ্চ নির্মাণ করাও এবং  
সেই মঞ্চগুলিকে নানা বর্ষে বিভূষিত ধ্বজ ও পতাকায় মণ্ডিত করাও।  
লাজ-বিকিরণ, উল্লাস ( অর্থাৎ চন্দ্রাতপ ) বিস্তারণ দ্বারা সর্বস্থান মহিত  
অর্থাৎ উৎসবিত করাও। সবস গোশীর্ষ ( চন্দন-বিশেষ ), বক্তচন্দন  
ও দর্দর নামক গন্ধদ্রব্য বাঁচিয়া তাহা লইয়া নানাস্থানে গন্ধাজুলিযুক্ত  
কবতলের ছাপ দেওয়াও। মলকলসসকল স্থাপন করাও। প্রতি  
তোরণের দ্বারদেশভাগ বন্দন-ঘটে সুশোভিত করাও। ফুলের মালাব  
সঙ্গে ফুলের মালা আলগা করিয়া ও বন করিয়া জড়াইয়া মোটা কবিয়া  
সেই মোটা মালা দিয়া সব জায়গা সাজাইবার আদেশ দাও। শ্রেষ্ঠ  
কালাস্তর, কুন্দুর্কক, তুর্কক প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের সহিত ধূপ পোড়াইয়া  
সমস্ত নগব সুগন্ধে মহ-মহ করিয়া তোলা। আব গন্ধদ্রব্য ছড়াইয়া  
তাহাব সুগন্ধে সমস্ত নগবটিকে একটি গন্ধবর্তিকাতুল্য কবিয়া ফেল।  
নট, নর্তক, জল, মল্ল, মুষ্টিক, বিড়ম্বক, কথক, পাঠক, লাসক, আবক্ষক,  
লক্ষ, মক্ষ, তুণবাদক, তুষ-বীণাবাদক ও তালাচর এবং তাহাদের বহু  
অনুচর নিযুক্ত কব ও করাও। তারপর বৃষসহস্র ও বৃষসহস্র সহ  
উৎসব আবস্ত কবিয়া দাও। উৎসব আবস্ত করিয়া দিয়া আমাব  
আদেশ-পালন-সংবাদ আমার নিকট জ্ঞাপন কব। তাবপব সেই কুটুম-

তএ গং তে কোড়ুংবিন্ন-পুবিসা আসসেগেং রন্না এবং বুতা  
 সমাণা হট্টুট্ট [ পু° বা° ৩ ] জাব হিয়য়া করয়ল- [ পু° বা° ৫ ]  
 জাব পড়িসুগিত্তা থিপ্পমেব বাণাবসীএ নগবীএ চাব-সোহগং  
 [ পু° বা° ১৩ ] জাব উস্সবিত্তা জেণেব আসসেগে রায়া তেণেব  
 উবাগচ্ছতি । -ত্তা কবয়ল- [ পু° বা° ৫ ] জাব কট্টু আসসেগস্স  
 বন্না এয়মাণত্তিয়ং পচ্চপ্পিণংতি ॥ তএ গং আসসেগে বায়া  
 জেণেব অট্টগসালা তেণেব উবাগচ্ছই । -ত্তা সব্বোবোহেণ সব্ব-  
 পুপ্প-গংধ-বথ-মল্লালংকার-বিভূসাএ সব্ব-তুড়িয়-সদ-নিণাএণং  
 মহয়া ইড্‌টীএ মহয়া জুঁইএ মহয়া বলেণং মহয়া বাহণেণং  
 মহয়া সমুদএণং মহয়া তুড়িয়-জমগ-সমগ-প্পবাইএণং সংখ-  
 পণব-ভেরি-বল্লবি-থরমুহি-ছরুঙ্ক-মুরজ-মুইংগ-ছংছহি - নিগঘোষ -  
 নাইয়-রবেণং উস্সুঙ্ক উক্কবং উক্কিট্টং অদিজ্জং অমিজ্জং  
 অভড্ড-প্পবেসং অদংড-কোদংডিমং অধবিমং গণিয়া-বব-নাড়ইজ্জ-  
 কলিয়ং অণেগ-তালায়বাণুচবিয়ং অণুদ্বুষ-মুইংগ-অমিলায়-মল্ল-  
 দামং পমুইয়-পক্কীলিয়-স-পুবজ্জণ-জাণবয়ং দসদিবসং ঠিই-পড়িয়ং  
 কবেই ॥ তএ গং সে আসসেগে বায়া দসাহিয়াএ ঠিই-পড়িয়াএ  
 বট্টমাণীএ সইএ য় সাহস্সিএ য় সয়সাহস্সিএ য় জাএ য় দাএ য়  
 ভাএ য় দলমানে য় দবাবেমাণে য় সইএ য় সাহস্সিএ য় সয-  
 সাহস্সিএ য় লংভে পড়িচ্ছমাণে য় পড়িচ্ছাবেমাণে য় এবং  
 বিহবই ॥ তএ গং পাসস্স অবহও পুবিসাদাগীয়স্স অম্মা-পিয়বো  
 পচমে দিবসে ঠিই-পড়িয়ং কবেংতি, তইএ দিবসে চংদ-সূর-দংসগীয়ং  
 কবেংতি, ছট্টে দিবসে ধম্ম-জাগরিয়ং কবেংতি, ইক্বাবসমে দিবসে

পুরুষগণ অশ্বসেন বাজার নিকট এইরূপ আদেশ পাইয়া হুটভুট.....বাবৎ আদেশ শুনিয়া বাবাণলী নগরীর চাব-শোধন ( বন্ধিহুতি ) করিয়া..... বাবৎ যেখানে অশ্বসেন রাজা সেইখানে উপস্থিত হইল। হইয়া কবভলে বদ্ধ অঞ্জলিবন্ধননথ মাধায় ঠেকাইয়া অশ্বসেন বাজার আদেশ প্রতাপালন সংবাদ জ্ঞাপন কবিল। তারপর বাজা অশ্বসেন যেখানে অট্টনশালা সেইখানে চলিলেন। বাইয়া সমস্ত অববোধ ( অর্থাৎ রাজকুল-নারীবর্গ ) লইয়া পুষ্প, গন্ধবস্ত্র, মালালঙ্কারাদি ভূষণ সহযোগে, ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, বিপুল ঐশ্বর্যের অমুরূপ জাঁকজমক সহকায়ে অসংখ্য সেনা, যান-বাহন ও অমুচববর্গেব সহিত ও বহু দলবল লইয়া [ বাজা অশ্বসেনেব পূজাজয় উপলক্ষে ] দশ-দিন-ব্যাপী ‘স্থিতি প্রতীজ্যা’ উৎসব সম্পাদন কবিলেন : ঐ উৎসবে তুড়ি, বমক, গমক, শম্ব, পণব, ভেরি, ঝল্লি, ধবমুখী, হড়ক, মুরজ, মৃদক, কুমুডি প্রভৃতি বাস্ত বাজিতে লাগিল। নানাযাত্তের নানারবে নগর মুখবিত হইয়া উঠিল। সর্ববিধ শুদ্ধ, সর্ববিধ রাজকব ও সর্ববিধ কৃষিকর উঠাইয়া দেওয়া হইল। [ জয়-বিক্রয় না থাকার ] দোকানে আদান প্রদান ও মাপ কবা বা ওজন করার কাজ উঠিয়া গেল। অদণ্ড-কুদণ্ড উঠিয়া গেল। প্রজার গৃহে ভটের ( সিপাহীর ) প্রবেশ নিবিদ্ধ হইল। শ্রেষ্ঠ গণিকাদিগের নৃত্য চলিতে লাগিল। নৃত্যাদির তালে তালে মৃদক বাজিতে লাগিল। টাটকা ফুলেব মালা স্নান হইতে পার নাহি। পৌর জনগণ ও জানপদগণ সহ সমস্ত বাজ্যের লোক আনন্দ-উৎসবে ও খেলায় মাতিয়া বহিল। তাবপব রাজা অশ্বসেন দশদিনব্যাপী ‘স্থিতি প্রতীজ্যা’ উৎসব-কালে শত, সহস্র, লক্ষ যাগ ( দক্ষিণাদান ), শত, সহস্র, লক্ষ দায় ( উপচোকনাদি ) শত, সহস্র লক্ষ ভাগ ( সম্পত্তির অংশ ) দান কবিলেন এবং দান করিবার আদেশ দিলেন, [ এই উপলক্ষে ] তিনি শত, সহস্র ও লক্ষ উপহার ( দান ) বরণ কবিয়া লইলেন ও বরণ কবিয়া লইবার আদেশ দিলেন। তারপর জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্বেব মাতাপিতা [ জন্মেব ] প্রথম দিবসে ‘স্থিতি প্রতীজ্যা’ সম্পাদন করিলেন, তৃতীয় দিবসে চন্দ্র-সূর্য-প্রদর্শন কর্ম করিলেন, বষ্ঠ দিবসে ধর্ম-জাগর্যা বিধি পালন কবিলেন।

বিইকৃৎতে নিব্বত্তিএ অমুই-জন্ম-কন্ম-করণে সংপত্তে বারসাহ-  
 দিবসে বিউলং অসণ-পাণ-খাইম-সাইমং উবকুখরাবিংতি । -স্তা  
 মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়গ-সংবংধি-পবিজ্ঞণং খত্তিএ য় আমংতিত্তা  
 তও পচ্ছা গ্হায়া কয়-বলি-কন্মা কয়-কৌউয়-মংগল-পায়চ্ছিত্তা  
 মংগল্লাইং পবরাইং বখাইং পরিহিয়া অল্প-মহগ্ঘাভবণালংকিয়-  
 সরীরা ভোয়গ-বেলাএ ভোয়গ-মংডবংসি স্নহাসণ-বর-গয়া তেং  
 মিত্ত-নাই-নিয়গ-সংবংধি-পরিজ্ঞণং সক্তিং তং বিউলং অসণ-পাণ-  
 খাইম-সাইমং আসাএমাণা বিসাএমাণা পরিভাএমাণা পবিভুজ্জে-  
 মাণা বিহরংতি ॥ জিমির-ভুস্তুস্তরাগয়া বি য় ণং সমাণা আয়ত্তা  
 চোক্খা পরম-সুই-ভুয়া তং মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়গ-সংবংধি-  
 পবিজ্ঞণং খত্তিএ য় বিউলেণং পুপ্ফ-বখ-গংধমল্লালংকাবেণং  
 সঙ্কারিংতি সম্মাণিংতি, সঙ্কারিত্তা সম্মাণিত্তা তস্বেব মিত্ত-নাই-  
 নিয়গ-সয়গ-সংবংধি-পবিজ্ঞণস্ স খত্তিয়াণ য় পুরও এবং বয়াসী ॥  
 পুবিং পি ণং দেবাগুপ্পিয়া । অম্হং এয়ংসি দাবগংসি গব্ভং  
 বক্খংতংসি সমাণংসি ইমে এয়াক্কেবে অজ্জ্বাখিএ চিৎতিএ পখিএ  
 মণোগএ সংকল্পে সমুপ্পজ্জিত্তা । তং জহা : জয়া ণং অম্হং এস  
 দাবএ জাএ ভবিস্ই, তয়া ণং এয়স্ দারগস্ ইমং এয়াণুকবং  
 গুন্নং গুণ-নিপ্পন্নং নামধিচ্ছং কবিস্ সামো । তং হোউ ণং অম্হং  
 কুমাংবে পাংসে নামেণং ॥

একাদশ দিবসে জাতাশৌচান্তবিধি অহুষ্ঠিত হইবার পর দ্বাদশ দিবস উপনীত হইলে প্রচুর অশনীয়, পানীয়, স্নান ও স্নানাদ্য বস্তু প্রস্তুত করাইলেন। করাইয়া মিত্র, জাতি, কুটুম্ব, স্বজন, সখ্যজ্ঞান, প্রিয়জন ও নায়কগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তার পবে জ্ঞান করিয়া [বাস্তবদেবতা দিগেব] বলিকর্ম সমাপ্ত করিয়া, কোড়কমল (অর্থাৎ তিলকাদি বচনা, ধান-দুর্বা-দধি-সর্ষপাদি স্পর্শ, ইত্যাদি) ও প্রায়শ্চিত্ত (অশুভ নিবারণার্থে পাদস্পর্শ প্রভৃতি) সারিয়া, মঙ্গলজনক শ্রেষ্ঠ বস্ত্র পবিধান করিয়া, অন্ন অথচ মহার্ঘ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ভোজনবেলা সমাগত হইলে ভোজন মণ্ডপে গিয়া ঐ সকল মিত্র, জাতি, কুটুম্ব, সখ্যজ্ঞান ও পবিজন গণকে লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে সেই বিপুল অশনীয়, পানীয়, স্নান ও স্নানাদ্য বস্তুরাশি আহাব করিয়া স্বাদ-বিস্বাদ বুঝিয়া পবিভাজন (ভাগ করিয়া পরিবেশন) ও পবিভুজন (সকলের সঙ্গে ভোজন) করিয়া রিহার করিলেন। আহারের পর আচমন ও দস্তাদি পবিষ্কার পূর্বক পুনরাচমনান্তে পবম শুচি হইয়া তাঁহারা (উপস্থানশালায়) সমবেত হইলেন। তাবপর বিপুল পুষ্প, বস্ত্র, গন্ধমাল্য ও অলঙ্কারাদি দিয়া সেই সব মিত্র, জাতি, কুটুম্ব, স্বজন, সখ্যজ্ঞান, পবিজন ও ক্ষত্রিয়গণকে সৎকারিত ও সন্মানিত করিয়া তাঁহাদের নিকট এই কথা বলিলেন : “ভো দেবাগ্নিগণ। পূর্বে যখন আমাদের এই বালক গর্ভে ছিল তখনই আমাদের মনোমধ্যে এইরূপ ব্যাকুল প্রার্থনা সংকল্পিত হইয়াছিল। আমাদের এই বালক যখন ভূমিষ্ঠ হইবে তখন এইসব গুণেব অরূপ গুণ-নিষ্পন্ন নাম রাখিব। সুতরাং আমাদের কুমার নামে হউক ‘পার্ব’।



জিণচରିତ্ৰ  
অৰিষ্টনেমী

জিণচରିত্ৰ  
অৰিষ্টনেমি



## অবিট্টনেমী

তেণং কালেণং তেণং সমএণং অবহা অবিট্টনেমী পংচ-চিত্তে  
হোত্বা । তং জ্জহা । চিত্তাহিং চুএ চইত্তা গব্ভং বক্কংতে ।  
চিত্তাহিং জ্জাএ । চিত্তাহিং মুংডে ভবিত্তা অগাবাও অণগারিয়ং  
পব্বইএ । চিত্তাহিং অণংতে অণুত্তরে নিব্বাঘাএ নিরাববণে  
কসিণে পড়িপুল্লৈ কেবল-বব-নাণ-দংসণে সমুপ্পম্মে । চিত্তাহিং  
পরিণিব্বুএ ॥ ১৭০ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং অরহা অবিট্টনেমী, জে সে  
বাসাণং চউথে মাসে সত্তমে পক্খে কত্তিয়-বহুলে, তস্স গং কত্তিয়-  
বহুলস্স বাবসী পক্খেণং অপবাজ্জিয়াও মহাবিমাণাও ছত্তীসং  
সাগবোবম-ট্টিইয়াও অণংতবং চয়ং চইত্তা, ইহেব জংবুদীবে  
দীবে ভাবহে বাসে সোবিয়পুল্লৈ নয়বে সমুদ্বিজয়স্স বম্মো  
ভাবিয়াএ সিবাএ দেবীএ পুব্ব-বত্তাববত্ত-কাল-সময়ংসি চিত্তাহিং  
নক্কন্তেণং জোগমুবাগএণং আহাব-বক্কংতীএ ভব-বক্কংতীএ  
সবীর-বক্কংতীএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বক্কংতে । [ সবং তহেব  
সুবিণ-দংসণ-দবিণ-সংহবধাইয়ং এথ ভাণিয়ব্বং ] [ পরিশিষ্ট গ ।  
॥ ১৭১ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং অবহা অবিট্টনেমী, জে সে  
বাসাণং পট্টমে মাসে দোকে পক্খে সাবণ-সুদ্বো, তস্স গং সাবণ-  
সুদ্বস্স পচমী পক্খেণং নবংহং মাসাণং বহুপড়িপুল্লাণং  
অদ্ধট্টমাণং বাইংদিয়াণং বিইক্কংতাণং [ উচ্চট্টাণগএস্স গহেস্স,  
পট্টমে চন্দ-জোগে, সোমাস্স দিসাস্স বিতিমিবাস্স বিস্সুদ্বাস্স,  
জইএস্স সব্ব-সউণেস্স, পয়াহিণাণুকুলংসি ভুমি-সম্মিংসি মারুয়ংসি  
পবায়ংসি, নিপ্পক্ক-মেয়গিযংসি কালংসি, পগুইয-পক্কিলিএস্স

## অরিস্টেনেমি

সেইকালে সেইসময়ে অর্হৎ অরিস্টেনেমি পঞ্চচিহ্ন হইয়াছিলেন [ অর্থাৎ তাঁহার জীবনের পাঁচটি স্তব ঘটনা চিত্রানক্ষত্রযোগে ঘটিয়াছিল। ]  
যথা : চিত্রানক্ষত্রযোগে তিনি বিমানলোক হইতে চ্যুত হইয়া গর্তে প্রবেশ কবেন। চিত্রানক্ষত্রযোগে ভূগিষ্ঠ হন। চিত্রানক্ষত্রযোগে যুগ্মিত হইয়া আগার ত্যাগপূর্বক অনাগারিষ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। চিত্রানক্ষত্রযোগে অনন্ত, অমৃত, নির্বাঘাত, নিবাবরণ, কৃৎস্ন, প্রতিপূর্ণ শ্রেষ্ঠ কেবল জ্ঞানদর্শনলাভ করেন। চিত্রানক্ষত্রযোগে পবিনিবৃত্ত হন ॥ ১৭০ ॥

সেইকালে সেইসময়ে অর্হৎ অরিস্টেনেমি বর্ষার চতুর্থ মাসে সপ্তম পক্ষে কার্তিক মাসের কৃষ্ণ পক্ষে দ্বাদশী তিথিতে অপরাহ্নিত নামক মহাবিশানে ছত্রিশ সাগরোপন কাল অবস্থানের পর চ্যুত হইয়া এই জম্বুদ্বীপ নামক দ্বীপে ভারতবর্ষ নামক বর্ষে সৌরিকপুর নগরে সমুদ্রবিজয় রাজার ভার্য্য শিবা দেবীর কুক্ষিতে মধ্যরাত্র সময়ে চিত্রানক্ষত্রের ( সহিত চন্দ্রের ) যোগে [ বিমানলোকে ভোগ্য ] আহারক্ষয়, ভবক্ষয় ও শবীবক্ষয় হওয়াতে গর্তরূপে প্রবেশ করেন। [ পূর্বোক্ত-রূপে, স্বপ্নদর্শন, জ্বিগ-সংহরণ প্রভৃতি সব এখানে বলিতে হইবে ] [ পরিশিষ্ট গ ] ॥ ১৭১ ॥

সেইকালে সেইসময়ে অর্হৎ অরিস্টেনেমি বর্ষার প্রথম মাসে দ্বিতীয় পক্ষে শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষে পঞ্চমী তিথিতে পূর্ণনব মাস সাড়ে সাত দিন গত হইলে [ গ্রহগণ উচ্চস্থানগত হইলে প্রথম চন্দ্রযোগে, দিক্দিকল সৌম্য বিভিম্বিৎ এবং বিশুদ্ধ হইলে জ্যোতিষ অনুসারে সর্ব স্তব শকুনযোগে যখন অনুকূল দক্ষিণ পবন ভূমি স্পর্শ করিয়া মন্দ মন্দ বহিতেছিল, সর্বজনপদবাসিগণ যখন প্রমুদিত হইয়া ক্রীড়ারত

সব-জাণবএশু ] পুবরভাবরত্ত-কাল-সময়সি চিত্তাহি নক্খত্তেং  
জোগমুবাগএং আরোগগাবোগং দারয় পয়াবা । জম্মং  
সমুদবিজয়াভিলাবেং নেয়বং জাব [ পবিশিষ্ট ষ ] তং হোউ  
কুমারে অরিট্টেনেগী নামেং ।

অবহা অবিট্টেনেগী দক্খে ( দক্খ-পইয়ে পড়িকবে আলীণে  
ভদ্রএ বিগীএ \* \* \* অম্মা-পিহিহিং দেবত্ত-গএহিং গুন্ন-  
মহত্তএহিং অব-ভুগুয়াএ সমত্ত-পইয়ে পুণ্নবি লোয়ত্তিএহিং  
জীয়কপ্পিএহিং দেবেহিং তাহিং ইট্টাহিং কংতাহিং পিয়াহিং  
মণ্ণুয়াহিং মণ্ণামাহিং ওরালাহিং কল্লাপাহিং নিবাহিং ধম্মাহিং  
মংগল্লাহিং মিয়-মহুব-সসিসবীয়াহিং অপুণ্ণরত্তাহিং বগ্গুত্তি  
অণববয়ং অভিনন্দমাণা য় অভিখুণ্ণমাণা য় এবং বয়ানী ॥

“জয় নন্দা ! জয় ভদ্রা ! ভদ্রং তে শত্তিয়-বর-বসভা ! বুদ্ধাহি  
ভগবং লোগ-নাহা, সয়ল-জগজ্-জীব-হিয়ং পবত্তেহি ধম্মতিথং,  
পরহিয়-মুহ-নিস্সেসয়ন-কং সব্বলোএ সব্বজীবং ভবিস্সই !”  
ত্তি কট্টু জয়-জয়-সদং পউংজত্তি ॥ পুবিং পি ং অনহও  
অরিট্টেনেসিস মাণুস্সাও গিহথ-ধম্মাও অণুত্তবে আভোইএ  
অপ্পড়িবাঙ্গি নাণ-দংসণে তোখা । তএ ং অনহা অনিট্টেনেগী  
তেং অণুত্তরেং আহোইএং নাণ-দংসণেং অল্পণো নিক্খমণ-  
কালং আভোইএ । -ত্তা চিচ্চা তিবন্নং, চিচ্চা সুবন্নং, চিচ্চা ধং,  
চিচ্চা ধন্নং, চিচ্চা বজ্জং, চিচ্চা রট্টং, এবং বলং বাহং কোসং  
কোট্টাগাবং চিচ্চা, পুং চিচ্চা, অংভেউবং চিচ্চা, জণবয়ং চিচ্চা,  
ধণ-কণগ-রয়ণ-মণি-মোত্তির-সংখ-সিল-প্পবাল-রত্তবণমাইয়ং সত্ত-  
সাব-সাবএজ্জং বিচ্ছড্‌ডইত্তা বিগ্গোবইত্তা দাণং দায়াবৈত্তি  
পন্নিভাইত্তা, দাণং দাইয়াং পরিভাইত্তা ॥ ১৭২ ॥

ছিল সেইকালে ] মধ্যরাত্রসময়ে চিত্তানক্ষত্রের [ সহিত চক্রে ] যোগে  
সুস্থ-দেহা শিবা দেবীর পুত্রসন্তানরূপে সুস্থদেহে প্রসূত হন ।

জয়কথা সমুদ্রবিজয়েব নাম দিয়া বলিয়া যাইতে হইবে...  
[ পবিশিষ্ট ৪ ]...যাবৎ...সুতবাৎ এই কুমার নামে অবিষ্টনেমি হউক ॥

অর্হৎ অবিষ্টনেমি দক্ষ, দক্ষপ্রতিজ্ঞ, আদর্শ রূপবান, কুর্মবৎ আত্ম-  
শুভ, স্নানক্ষণ, বিনীত হইয়া.....মাতাগিতার দেবকপ্রাপ্তি হইলে  
শুভজন ও মহৎ ব্যক্তিগণের অনুমতি লইয়া স্বপ্রতিজ্ঞা সমাপ্ত কবেন  
[ অর্থাৎ পূর্বপ্রতিজ্ঞারূপ অনাগারিষ প্রবৃত্ত্যা গ্রহণ করেন ]। আবার  
প্রচলিত আচার অনুসারে লোকান্তিক দেবগণ সেই ইষ্ট, কান্ত, প্রিয়,  
মনোজ্ঞ, মনোবশ, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন, মঙ্গলাকর, মিত-মধু-  
শোভন, অগুনকন্ত বাক্যে অনবরত অভিনন্দন করিতে করিতে ও  
স্তব কবিত্তে কবিত্তে এই কথা বলিলেন ।

জয় জয় হে নন্দক ! জয় জয় হে ভদ্রক ! তোমার ভদ্র হউক, হে  
কত্রিয়-বব-বুবত ! আগরিত হও হে ভগবন্ লোকনাথ ! সকল জগজ্-  
জীবের হিতকর ধর্মতীর্থ প্রবর্তন কর । ইহা সর্ব লোকে সর্ব জীবের  
শ্রেষ্ঠ হিতকর, সুখকর ও নিঃশ্রেয়সকর হইবে । এই বলিয়া তাঁহার  
জয়-জয়-ধ্বনি কবিত্তে লাগিলেন ।

অর্হৎ অবিষ্টনেমি মনুয্যধর্মসুলভ গার্হস্থ্য ধর্ম গ্রহণ ( অর্থাৎ বিবাহ )  
কবিবাব পূর্বেও তাঁহার অনুত্তর অপ্রতিপাতী আভোগিক জ্ঞানদর্শন  
ছিল । সেইজন্ত তখন অর্হৎ অবিষ্টনেমি সেই অনুত্তর আভোগিক  
জ্ঞানদর্শনবলে আপন নিষ্কর্মণ-কাল দেখিতে পাইয়াছিলেন । দেখিতে  
পাইয়া তিনি তাঁহার সমস্ত হিরণ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, সুবর্ণ ত্যাগ  
করিয়াছিলেন, ধন ত্যাগ করিয়াছিলেন, ধাতু ত্যাগ করিয়াছিলেন,  
বাহ্যত্যাগ, রাষ্ট্রত্যাগ, বলত্যাগ, বাহনত্যাগ, কোষত্যাগ, কোষ্ঠাগাব-  
ত্যাগ, পুরত্যাগ, অন্তঃপুৰত্যাগ ও জনপদত্যাগ করিয়াছিলেন ।  
কনক, বস্ত্র, মণি, যৌক্তিক, শব্দ, শিলা, প্রবাল, বস্তুরদ্বাদি সমস্ত সারধন  
ত্যাগ কবিয়া, অবজ্ঞা কবিয়া দাতৃগণের সাহায্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন  
এবং দায়গ্রস্ত (দবিত্র) দিগের মধ্যে দান করিয়াবিলাইয়াছিলেন ॥ ১৭২ ॥

জে সে বাসাধং পটমে মাসে দোক্ষে পক্খে সাবণ-সুদে,  
 তস্গং সাবণসুদস্গং ছট্ঠী-পক্খেণং পুৰ্ব্বা-কাল-সময়ংসি উত্তব-  
 কুবাএ সীয়াএ স-দেব-মণুয়াসুবাএ পবিসাএ অণুগম্মমাণ-মগ্গে  
 ( সংখিয়-চক্কিয়-মংগলিয়-মুহ-মংগলিয়- বদ্ধমাণ- পুসমাণ- ঘণটিম-  
 গণেহিং তাহিং ইট্ঠাহিং কংতাহিং পিয়াহিং মণুয়াহিং মণামাহিং  
 ওবালাহিং কল্লাপাহিং সিবাহিং ধম্মাহিং মংগল্লাহিং মিথ-মহুব-  
 সস্গিসীয়াহিং হিয়য়-পলহায়গিজ্জাহিং অট্ঠ-সইবাহিং অ-  
 পুণরুত্তাহিং বগ্গুহিং গিবাহিং অণববয়্য অভিনন্দমাণা অভিসং-  
 থুণমাণা য় এবং বয়াসী ॥ “জয় নন্দা ! জয় ভদ্রা ! ভদ্রং তে,  
 অভগ্গেহিং নাণ-দসসণ-চাবিন্তেহিং অজিয়াহিং জিণাহিং ইংদিয়াহিং  
 জিয়ং চ পালেহি সমণ-ধম্মং জিয়বিগ্গেহো বি য় বসাহিং তং  
 দেব ! সিদ্ধি-মম্বো নিহণাহিং বাগ-দোম-মম্বে তবেণং থিই-ধণিয়-  
 বদ্ধ-কচ্ছে মদ্বাহি অট্ঠ-কম্ম-সম্মু বাণেণং উত্তমেণং সুক্কেণং,  
 অপ্পমত্তো হরাহি আবাহণা-পড়াগং চ, বীব ! তেল্লু-রংগ-গম্বো  
 পাব য় বিতিমিবং অণুত্তরং কেবল-বন্ন-নাণং, গচ্ছ য় মুক্খং পবং  
 পয়ং জিণ-ববোবইট্ঠেণ মগ্গেণং অকুটিলেণং হংতা পরী-সহ-চয়ুং ।  
 জয় খত্তিয়-বব-বসভা ! বহুইং দিবসাইং বহুইং পক্খাইং বহুইং  
 উট্ঠইং বহুইং অন্নগাহইং বহুইং সংবচ্ছবাইং অভীএ পবীসহোব-  
 সগ্গাণং, খংতি-খাম-ভয়-ভেববাণং, ধম্মে তে অবিগ্গং ভবউ ।”  
 ত্তি কট্টু জয়-জয়-সদ্বং পউংজংতি ॥ তএ গং অবহা অবিট্ঠেনেমী  
 নয়ণ-মালা-সহস্বেহিং পিচ্ছিজ্জমাণেং বয়ণ-মালা-সহস্বেহিং  
 অভিথুব্বমাণেং হিয়য়-মালা-সহস্বেহিং উল্লংদিজ্জমাণেং মণোবহ-

বর্ষার প্রথম মাসে দ্বিতীয় পক্ষে শ্রাবণ মাসের গুরু পক্ষে বস্তী  
 তিথিতে পূর্বাঙ্কু সময়ে উত্তরকুবা নামক শিবিকার আরোহণ কবিতা  
 দ্বারা বস্তী নগরীর মধ্য দিয়া নির্গত হন। দেব, মহেশ্বর ও অশ্বরগণ  
 দলে দলে তাঁহাব অনুগমন করেন। শাস্ত্রিক, চাক্রিক, যাজ্ঞিক,  
 যুধিযাজ্ঞিক, বর্ধমান (নববাহী নব), পুষ্যমাণ (ভাট), ও ষাটিকগণ  
 সেই ইষ্ট, কান্ত, প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর, শুভ,  
 ধন্য, মঙ্গলাকর, মিত-মধুর-শোভন, হৃদয়প্রসাদন, অষ্টোত্তবশত অগুনকন্ত  
 বাক্যে অনববত অভিনন্দন করিতে কবিত্তে ও শুভ করিতে কবিত্তে এই  
 কথা বলিল ॥ অন্ন অন্ন হে নন্দক ! অন্ন অন্ন হে ভক্তক ! তোমার ভক্ত হউক ।  
 অভয় (অখণ্ড) জ্ঞানদর্শন ও চরিত্রদ্বারা তোমার অবিজিত ইন্দ্রিয়গুলি  
 জয় কর । তোমার সম্যগুবিজিত জ্ঞানধর্ম পালন কর । হে দেব !  
 বিদ্যাসমূহ জয় করিয়া সিদ্ধি যবে কাল কাটাও । ভগবত্বপ্রভাবে  
 রাগ (আসক্তি) -দোষ রূপ মলকে বিনাশ কর । ধৃতি রূপ ধটিকা  
 দিয়া কাছা বাঁধিয়া উত্তম পবিত্র ধ্যান দ্বারা অষ্ট কর্মশৃঙ্খল মর্দন কর ।  
 অপ্রমত্ত হইয়া আরাধনা-পতাকা বহন কর । হে বীৰ ! এই ত্রৈলোক্য  
 রক্ষ [রক্ষ] মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অমৃতব কেবল-জ্ঞানদর্শন লাভ কর,  
 বাহাতে [অজ্ঞান] তিমিরের আবিলতা নাই । শ্রেষ্ঠ জিনগণ কর্তৃক  
 উপদিষ্ট অকুটিল মার্গে গমন করিয়া পরমপদ যোন্ধে উপনীত  
 হও । বিদ্যাসমূহের চন্দ্ৰ তুমি বিনাশ করিয়াছ । অন্ন অন্ন হে ক্ষত্রিয়-  
 বর-বৃষভ ! বহু দিবস, বহু পক্ষ, বহু মাস, বহু ঋতু, বহু অন্নন, বহু  
 সৎসংসব ধরিয়া নানা বিদ্য ও নানা উপসর্গকে ভয় না কবিতা তুমি  
 ভয় ও বিপদে সহিষ্ণুতা অবলম্বন কবিত্তে সক্ষম হইয়াছ । তোমার  
 ধর্মে অবির হউক । এই বলিয়া [তাঁহাবা] অন্ন-অন্ন-ধনি কবিত্তে  
 লাগিলেন । তাবপব [অর্হৎ অরিষ্টনৈমিব নগর-নিজাস্তি-পথে] সহস্র  
 সহস্র নবনমালা তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, সহস্র সহস্র বদনমালা তাঁহার  
 শুভ কবিত্তে লাগিল, সহস্র সহস্র হৃদয়মালা তাঁহাকে অভিনন্দন কবিত্তে  
 লাগিল, সহস্র সহস্র মনোবধমালা তাঁহাকে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল ।  
 কান্তি, রূপ ও গুণেব জন্ত সকলে তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিল ।

মালা-সহস্বেহিং বিচ্ছিন্নমাণেং কংতি-কব-গুণেহিং পচ্ছিন্নমাণেং  
 অংগুলি-মালা-সহস্বেহিং দাইজ্জমাণেং দাহিং-হুথ্বেং বহুং নব-  
 নাবি-সহস্মাণং অংগুলি-মালা-সহস্মাং পড়িচ্ছমাণেং ভবণ-পংতি-  
 সহস্বেহিং সমইচ্ছমাণেং তংতি-তল-তাল-তুড়িয়ং-বণ-মুইংগ-গীয-  
 বাইয়-ববেণং মছবেণ য মণহরুণং জয়-সদ-ঘোস-মীসিএণং মংজু-  
 মংজুণা ঘোসেণ য পড়িবুচ্ছমাণে সবিবড্‌টীএ সববজুঈএ সবব-  
 বলণং সবব-বাহণেণং সবব-সমুদয়েণং সববায়বেণং সবব-বিভুঈএ  
 সবব-বিভুসাএ সবব-সংভমেণং সবব-সংগমেণং সবব-পগঈএহিং  
 সবব-নাড়এণং সবব-তালায়বেহিং .সববোবোহেণং সবব-পুপ্ফ-  
 মল্লালংকার-বিভুসাএ সবব-তুড়িয়-সদ-সংনিগাএণং মহয়া ইড্‌টীএ  
 মহয়া জুঈএ মহয়া বলণং মহয়া বাহণেণং মহয়া বব-তুড়িয়-  
 জমগ - সমগ-প্পবাইএণং সংখ-পণব-পড়হ-ভেবি-ঝল্লবি-খরমুহি-  
 ছুংছুহি-নিগ্‌ঘোস নাইয় রবেণং ) বাববীএ নগবীএ মজ্জামজ্জোণং  
 নিগ্‌গচ্ছই । -স্তা জেণেব বেবইএ উজ্জাণে, তেণেব উবাগচ্ছই ॥  
 -স্তা অসোগ-বর-পায়বস্ অহে সীয়াং ঠাবেই । -স্তা সীয়াও  
 পচোরুহই । -স্তা সয়মেব আভবণ-মল্লালংকাবং ওমুয়ই । -স্তা  
 সয়মেব পংচ-মুট্‌ঠিযং লোযং কবেই । -স্তা ছট্‌ট্‌ঠং ভত্তেণং  
 অপাণএণং চিত্তাহিং নক্‌খন্তেণং জোগমুবাগএণং এগং দেবদূসং  
 আদায় এগেণং পুবিস-সহস্বেণং সন্ধিং মুংডে ভবিত্তা অগাবাও  
 অণগায়িয়ং পবইএ ॥ ১৭৩ ॥

সে অবহা গং অরিট্‌ঠনেমী চউপ্পন্ন বাইংদিয়াইং নিচ্চং

সহস্র সহস্র অঞ্জলিমালা তাঁহাব দিকে নির্দেশ কবিত্তে লাগিল। বহু সহস্র নরনারীর সহস্র সহস্র অঞ্জলিমালা তিনি দক্ষিণ হস্তে প্রতিনন্দিত করিত্তে কবিত্তে চলিলেন। সহস্র সহস্র ভবনপংক্তি অতিক্রম করিয়া চলিলেন। তন্ত্রী (বীণা) কবতাণ, তুর্ঘ, ঘনমৃদঙ্গ প্রভৃতি সহযোগে গীতবান্ধ হইতে লাগিল। তাহাব সঙ্গে মধুর ও মনোহব জয়ধ্বনি মিশিত্তে লাগিল। সেই মজ্জ মধুব জয়ধ্বনিত্তে [নগববাসি-গণ] প্রতিবোধিত্ত হইতে লাগিল। বিপুল ঐশ্বৰ্য্যেৰ উপযোগী জাঁক-জমকসহকারে, সব বল, বাহন, লোকজন ও অল্পচরবৰ্গ লইয়া, সব আদব, বিভূতি, ভূষণ, সম্ভব, সংবোগ, প্রগতি, নট-নটী, তালাচর এবং সমস্ত অববোধ (অন্তঃপূব), সমস্ত পুষ্পমালা, অলঙ্কার, ভূষণাদিসহ ঢাক-ঢোল বাজনিনাধে নগব মুখবিত্ত কবিত্তা চলিত্তে লাগিলেন। সেইসব জাঁকজমক বলবাহন লোকজন তুর্ঘ যমক-সমগ-বান্ধ ও শঙ্খ, গণব, পটহ, ভেবী, ঝল্লবী, ধরমুবী, হুন্মুতি প্রভৃতিব নিষোধ ও নিনাধে ও লোকেৰ কোলাহলে নগবী মুখবিত্ত হইবা উঠিল।

ষাবাবতী নগবীব মধ্য দিবা তিনি নগবীব বাহিবে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নির্গত হইয়া বেবতিকা নামক উত্তানে ঞ্ঠে অশোক-পাদপেৰ নীচে শিবিকা স্থাপন কবাইলেন। শিবিকা স্থাপন কবাইবা শিবিকা হইতে অববোধণ কবিলেন। অববোধণ কবিত্তা স্বয়ং আভবণ মাল্যালঙ্কাবাদি খুলিবা ফেলিলেন। খুলিবা ফেলিবা স্বয়ং পাঁচ মুষ্টিতে মাথাব সব কেশ উৎপাটন কবিত্তা ফেলিলেন। তাবপব প্রতি তৃতীয দিবসে একবাবমাত্র পানীয়-বিহীন আহাব গ্রহণেব ব্রত লইয়া চিত্তা নক্ষত্রেব [সহিত চত্রেব] যোগে একখানি মাত্র দেবদ্য (বজ্জ) লইয়া এক সহস্র পুঙ্কবসহ মুণ্ডিত্ত হইয়া আগাব (গৃহবাস) ত্যাগ কবিত্তা অনাগাবিহু প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিলেন ॥ ১৭০ ॥

অর্হৎ অবিষ্টনেমি চুম্নান বাজিদিন ববিয়া সৰ্বক্ষণেব জ্ঞাত্ত খোলা-



বোসট্ট-কাএ চিয়ত্ত-দেহে, [ বাসী-চন্দন-সমাণ-কপ্পে সম-  
 তিগ-মণি-লেট্ট-কংচণে সম-ছক্খ - স্মহে ইহলোগ - পরলোগ-  
 অপ্পড়িৰদ্ধে জীবিস্স-মরণে নিববক্খথে সংসাব-পারগামী কন্ম-  
 সংগ-নিগ্ঘায়ণট্টাএ অব্ভুট্টাএ এবং চ গং বিহরই । তস্স  
 গং ভগবত্তস্স ] পণপন্নইমস্স বাইংদিয়স্স অংতরা বট্টমাণস্স,  
 জে সে বাসাণং তচ্চে মাসে পংচমে পক্খথে আসোয়-বহুলে,  
 তস্স গং আসোয়-বহুলস্স পন্নরসী পক্খথং দিবসস্স পচ্ছিমে  
 ভাগে উজ্জিত-সেল-সিহরে বেড়স- [ বড- ] পায়বস্স অহে  
 অট্টমংগং ভত্তংগং অপাণংগং চিত্তাহি নক্খত্তংগং জোগ-  
 যুবাংগং ঝাংগং-তবিয়াএ বট্টমাণস্স অণংতে অণুত্তরে নিব্বাঘাএ  
 নিরাববণে কসিণে পড়িপুল্লো কেবল-বব-নাণ-দংসণে সমুপ্পন্নো ।  
 [ তএ গং ভগবত্তাবিট্টনেমী অরহা জাএ, জিণে কেবলী  
 সব্বস্স সব্বদবিসী স-দেব-মণুয়্যাস্সবস্স লোগস্স পবিয়ায়  
 জাণই পাসই, সব্ব-লোএ সব্ব-জীবাণং আগইং গইং থিইং  
 চবংগ উব্বায়ত্তত্তং মণো মাণসিয়ত্তত্তং কড়ং পড়িসেবিয়ত্ত  
 আবী-কন্মং বহো-কন্মং অবহা অরহস্সভাগী তং তং কালং মণ-  
 বয়্যণ-কায়-জোগে বট্টমাণাং ] সব্ব-লোএ সব্ব-জীবাণং ভাবে  
 জাণমাণে পাসমাণে বিহবই ॥ ১৭৪ ॥

অবহত্তং গং অবিট্টনেমিস্স অট্টারস গণা অট্টাবস  
 গণহরা হোথা ॥ ১৭৫ ॥

গায়ে দেহের যত্ন ভ্যাগ করিয়া স্বদেহ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। [ বিষ্ঠা-  
চন্দনে সমান জ্ঞান, তৃণ-মণি-লেটু-কাঞ্চনে সমান, হুঃখ-সুখে উদাসীন,  
ইহলোক-পরলোকে অপ্রতিবন্ধ, জীবন-মরণে আকাজকাবিহীন, সংসার-  
পারগামী, কর্ম-সঙ্গ বিনাশের অস্ত্র অভ্যুজিত—এই ভাবে বিহার  
কবিত্তে লাগিলেন। সেই ভগবান্ অবিষ্টনেমিব ] পঞ্চান দিবসে  
দিনে বর্ষাব তৃতীয় মাসে পঞ্চম পক্ষে আশ্বিনের কৃষ্ণ পক্ষে পঞ্চদশী  
( অমাবস্তা ) তিথিতে দিবসের শেষ ভাগে উজ্জিস্ত শৈল শিখরে  
বেতস [ পাঠান্তরে বট ] পাদপমূলে প্রতি চতুর্ষ দিবসে একবাবমাত্র  
পানীয়বিহীন আহার গ্রহণেব ব্রত লইয়া চিত্রা নক্ষত্রেব [ সহিত  
চন্দ্রের ] যোগে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অনন্ত, অমৃত্তর, নির্বাণাত, নিবাবরণ,  
ক্লেশ, প্রতিপূর্ণ ‘কেবল’ নামক জ্ঞানদর্শন সমুৎপন্ন হয়।

[ তখন অর্হৎ অবিষ্টনেমি অর্হৎ হইলেন, জিন হইলেন, কেবলী  
হইলেন, সর্বজ্ঞ হইলেন, সর্বদর্শী হইলেন। তখন তিনি দেব, মনুষ্য  
ও অন্তরগণ সহ সর্ব লোকের পর্যায় জানিতে পারেন ও দেখিতে  
পান। সর্বলোকে সর্বজীবের পর্যায় জানেন। কে কোথা হইতে  
আসিতেছে, কোথায় বাইতেছে, কোথায় আছে, কোন্ অগ্নে ( মনুষ্য,  
পশু বা অস্ত্র কোনও মর্ত্যজীব অথবা দেবতা, অস্ত্র বা তির্য্যগ্  
যোনিতে ) কে কি কবিত্তেছে, কোথায় কাহার উপপাত হইতেছে,  
কে কি তর্ক কবিত্তেছে, কে কি মনে ভাবিতেছে, কে কি মানসিক  
( ইচ্ছা ) করিতেছে, কে কি খাইয়াছে বা খাইতেছে, কে কি  
করিয়াছে বা করিতেছে, কি কাহার ইচ্ছা, প্রকাশ্য কর্ম, গোপন  
কর্ম সমস্তই তিনি জানিতে পাবেন ও দেখিতে পান। অর্হতের  
মিকট কোনও বহস্য ( গোপন ) থাকে না। তাই সেই-সেই কাল,  
মন, বচন ও কার যোগে তিনি বর্তমানবৎ দেখিতে পান। ] সর্ব-  
লোকে সর্বজীবের সর্বভাব জানিয়া ও দেখিয়া তিনি বিহার  
করেন ॥ ১৭৪ ॥

অর্হৎ অবিষ্টনেমির আঠাবো গণ ও আঠাবো গণধব ছিল ॥ ১৭৫ ॥

ଅବହଠ ଗଂ ଅବିଟ୍ଟନେମିସ୍ ନନ୍ଦ-ପାମୋକ୍ଷାଠ ଅଟ୍ଟାଠର  
ସମ୍ପ-ସାହସ୍ ସୀଠ ଉକୋସିୟା ସମ୍ପ-ସଂପୟା ହୋଥା ॥ ୧୭୬ ॥

ଅବହଠ ଗଂ ଅରିଟ୍ଟନେମିସ୍ ଅଞ୍ଜ - ଞ୍ଜୁଖିନୀ-ପାମୋକ୍ଷାଠ  
ଚନ୍ଦ୍ରାଲୀସଂ ଅଞ୍ଜିୟା - ସାହସ୍ ସୀଠ ଉକୋସିୟା ଅଞ୍ଜିୟା - ସଂପୟା  
ହୋଥା ॥ ୧୭୭ ॥

ଅବହଠ ଗଂ ଅରିଟ୍ଟନେମିସ୍ ନନ୍ଦ-ପାମୋକ୍ଷାଂ ସମ୍ପୋବାସ-  
ଗାଂ ଏଗା ସୟ-ସାହସ୍ ସୀ ଅଊଗନ୍ତବିଂ ଚ ସହସ୍ ଉକୋସିୟା  
ସମ୍ପୋବାସଂ-ସଂପୟା ହୋଥା ॥ ୧୭୮ ॥

ଅବହଠ ଗଂ ଅରିଟ୍ଟନେମିସ୍ ମହାସୁବୟ-ପାମୋକ୍ଷାଂ ତିନ୍ନି  
ସୟ - ସାହସ୍ ସୀଠ ଅଊଗନ୍ତବିଂ ଚ ସହସ୍ ଉକୋସିୟା ସମ୍ପୋ-  
ବାସିୟାଂ ସଂପୟା ହୋଥା ॥ ୧୭୯ ॥

ଅବହଠ ଗଂ ଅବିଟ୍ଟନେମିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାବି ସୟା ଚଊଦ୍ଦସ-ପୁବୀଂ  
ଅଞ୍ଜିଗାଂ ଞ୍ଜିଗସଂକାସାଂ ସବ୍ବକ୍ଷ - ସନ୍ନିବାଦିଂ ଞ୍ଜିଶୋ ବିବ  
ଅବିତହଂ ବାଗବମାଂଗାଂ ଉକୋସିୟା ଚଊଦ୍ଦସ-ପୁବୀଂ ସଂପୟା  
ହୋଥା ॥ ୧୮୦ ॥

ପଲ୍ଲବସ ସୟା ଓହି-ନାଶିଂ, ପଲ୍ଲବସ ସୟା ବେଊବିସାଂ, ଦସ  
ସୟା ବିଊଲ-ମର୍ଦ୍ଦିଂ, ଅଟ୍ଟସୟା ବାଦିଂ, ସୋଲସସୟା ଅଂଗୁତ୍ତବୋବ-  
ବାଇୟାଂ, ପଲ୍ଲବସ ସମ୍ପସୟା ସିନ୍ଧା, ତୀସଂ ଅଞ୍ଜିୟା - ସୟାହିଂ  
ସିନ୍ଧାହିଂ । ଅବହଠ ଗଂ ଅରିଟ୍ଟନେମିସ୍ ହୁବିହା ଅଂତଗଡ଼- ଭୂମୀ  
ହୋଥା । ତଂ ଞ୍ଜହା । ଞ୍ଜୁଗଂତଗଡ଼-ଭୂମୀ ସ୍ ପରିସାୟଂତଗଡ଼-ଭୂମୀ ସ୍ ।  
ଜାବ ଅଟ୍ଟମାଠ ପୁବିସ-ଜୁଗାଠ ଞ୍ଜୁଗଂତ-କଡ଼-ଭୂମୀ, ହୁବାଲସ-ପବିୟାଂ  
ଅଂତମକାସୀ ॥ ୧୮୧ ॥

ତେଂ କାଳେଂ ତେଂ ସମ୍ପଂ ଅବହା ଅବିଟ୍ଟନେମି ତିନ୍ନି  
ବାସ-ସୟାହିଂ କୁମାବ-ବାସ-ମଞ୍ଜୋ ବସିନ୍ତା ଚଊପଲ୍ଲବ ବାହିଂଦିସାହିଂ  
ଛଊମଥ-ପବିୟାୟଂ ପାଊଶିନ୍ତା, ଦେସ୍ପାହିଂ ସନ୍ତବାସ-ସୟାହିଂ କେବଳି-

অর্হৎ অরিষ্টনেমির অষ্টাদশ সহস্র শ্রমণ লইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণ-সম্পদ ছিল। বরদত্ত ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১৭৬ ॥

অর্হৎ অরিষ্টনেমির চল্লিশ সহস্র আর্থিকা লইয়া একটি উৎকৃষ্ট আর্থিকা-সম্পদ ছিল। আর্থী বক্ষিণী ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১৭৭ ॥

অর্হৎ অরিষ্টনেমির একশত উনসত্তর সহস্র শ্রমণোপাসক লইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণোপাসকসম্পদ ছিল। নন্দ ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১৭৮ ॥

অর্হৎ অরিষ্টনেমির তিন শত উনসত্তর সহস্র শ্রমণোপাসিকা লইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণোপাসিকাসম্পদ ছিল। মহাশত্রতা ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১৭৯ ॥

অর্হৎ অরিষ্টনেমির চারিশত চতুর্দশপূর্বী লইয়া একটি উৎকৃষ্ট চতুর্দশপূর্বী-সম্পদ ছিলেন। তাঁহারা জিন না হইলেও জিন-সঙ্ঘাশ ছিলেন এবং সর্ববিধ অকরসন্নিপাত জানিতেন। জিনগণেব ভ্রায়ই তাঁহারা অবিতৎভাবে শাস্ত ব্যাখ্যা করিতেন ॥ ১৮০ ॥

পঞ্চদশ শত অবধি-জ্ঞানী, পঞ্চদশ শত বৈভূত্যবিজ্ঞাবিৎ, দশ শত বিপুলযতি, অষ্টশত বাদী, বোল শত অমৃতরোপপাতী, পঞ্চদশ শত সিদ্ধ শ্রমণ, ত্রিশ শত সিদ্ধা আর্থিকা ছিলেন। অর্হৎ অরিষ্টনেমির দ্বিবিধ অন্তরুৎ ভূমি ছিল। যুগান্তরুৎ ভূমি ও পর্যায়ান্তরুৎ ভূমি। অষ্টম পুংব পর্যন্ত যুগান্তরুৎ ভূমি এবং দ্বাদশ বর্ষ পর্যায়ান্তরুৎ ভূমি তিনি কবিরাজিহলেন ॥ ১৮১ ॥

সেইকালে সেই সময়ে অর্হৎ অরিষ্টনেমি তিনশত বৎসব কুমাব ছিলেন, চুয়ান রাজ্যদিন ছয়স্থ পর্যায়ের ছিলেন, কিঞ্চিন্নান সাতশত বৎসব কেবলী পর্যায়ের ছিলেন, মোট সহস্র বৎসব তাঁহার আয়ুষ্কাল

পবিত্রায় পাউণ্ড্রা, এগং বাস-সহস্ং সৰ্বাউয়ং পানইতা,  
 খীণে বেরণিজ্জাউয়-নাম-গোত্তে ইমীসে ওসল্লিগীএ দূসম-সুসমাএ  
 সমাএ বহু-বিইক্কংতাএ, জে সে গিম্হাণং চউথে মাসে অট্টমে  
 পক্খে আসাট-সুদে, তস্ং গং আসাট-সুদস্ং অট্টমী-পক্খেণং  
 উপ্পিং উজ্জিত-সেন-সিহরংসি পংচহিং ছত্তীসেহিং অণগাব-  
 সএহিং সদ্ধিং মাসিএণং ভত্তেণং অপাণএণং চিত্তানক্খত্তেণং  
 জোগমুবাগএণং পুৰ - রত্তাববত্ত - কাল - সময়ংসি নেসজ্জিএ  
 কালগএ [ গ্র° ৮০০ ] বিইক্কংতে সমুজ্জাএ ছিন্ন-জাই-জবা-মবণ-  
 বংধেণে সিদ্ধে বুদ্ধে যুত্তে অংতগড়ে পরিনিব্বুড়ে সৰ্ব-জুত্থ-  
 প্পহীণে ॥ ১৮২ ॥

অবহুও গং অরিট্টেনেমিস্ং কালগয়স্ং বিইক্কংতস্ং  
 সমুজ্জাঅস্ং ছিন্ন-জাই-জবা - মবণ - বংধণস্ং সিদ্ধস্ং বুদ্ধস্ং  
 যুত্তস্ং অংতগড়স্ং পরিনিব্বুড়স্ং সৰ্ব - জুত্থ-প্পহীণস্ং  
 চউরাসীটং বাস-সহস্ংসাইং বিইক্কংতাইং, পংচাসীইনস্ং  
 বাস-সহস্ংস্ং নব বাস-সয়াইং বিইক্কংতাইং, দসমস্ং য়  
 বাস-সয়স্ং অয়ং অসীইনে সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৩ ॥

ছিল। এই আয়ুষ্কালেব আছে বেদনীর-নাম-গোত্র [নিঃশেষে] ক্ষয়  
হইলে এই অবসর্গিণী কালপ্রবাহে দুঃসম-সুখমা যুগেব বহু গমা গত  
হইলে গ্রীষ্মের চতুর্থ মাসে অষ্টম পক্ষে আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষে  
অষ্টমী তিথিতে উজ্জ্বল শৈলশিখরে পাঁচশত ছত্রিশজন অনগাবের  
সঙ্গে প্রতি মাসান্তে একবারমাত্র পানীরবিহীন আহার গ্রহণেব তত  
লইয়া চিত্তানক্ষত্রের [সহিত চক্রে] বোগে মধ্যরাত্র সময়ে উপবিষ্ট  
অবস্থায় কালগন্ত হন, ব্যতিক্রান্ত হন, সমুদ্ভূত হন, জন্ম-জরা-  
মরণের বন্ধন ছেদন কবেন, সিদ্ধ হন, বুদ্ধ হন, মুক্ত হন, অন্তরুৎ হন,  
পরিনির্বাণ লাভ করেন, সর্বদুঃখপ্রহীন হন ॥ ১৮২ ॥

অর্হৎ অরিস্টনেমির কালগত, ব্যতিক্রান্ত, সমুদ্ভূত, জন্ম-জরা-  
মরণ-বন্ধন, সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অন্তরুৎ, পরিনির্বাণপ্রাপ্ত এবং সর্বদুঃখ-  
প্রহীন হইবার পর চুরাশি সহস্র বৎসর গত হইয়াছে। পঁচাশি  
সহস্র বৎসরের নব শত বৎসর কাটিয়াছে, দশম শতকের অশীতিতম  
বৎসর চলিতেছে ॥ ১৮৩ ॥

## পারিশিষ্ট গ

১৭১ স্তুতের অংশ

অবহা ৭৭ অবিট্ঠনেমী তিনাগোবগএ য়াবি হোখা ।  
চইস্‌সামি ত্তি জাণই, চয়মাণে ন জাণই, চুএ মি ত্তি জাণই । জং  
রয়ণিং চ ৭৭ অবহা অবিট্ঠনেমী সিবাএ দেবীএ কুচ্ছিংসি গব্-  
ভত্তাএ বক্‌তে, তং বয়ণিং চ ৭৭ সা সিবা দেবী সয়ণিজ্জংসি  
সুস্ত-জাগরা ওহীবমাণীঃ ইমে এয়াক্‌বে ওরালে কল্লাণে সিবে ধম্মে  
মংগল্লে সস্‌সিবীএ চোদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তা ৭৭ পড়িবুদ্ধা ॥  
তং জহা :

গয় বসহ সীহ অভিষেয়

দাম সসি দিণয়বং ঝয়ং কুংভং ।

পউমসব সাগব বিমাণ

ভবণ রয়ণুচ্চয় সিহিং চ ॥

তএ ৭৭ সা সিবা দেবী তে সুমিণে পাসতি । তে সুমিণে  
পাসিত্তা ৭৭ পড়িবুদ্ধা সমাণী হট্ঠ-তুট্ঠ-চিত্তমাণংদিয়া পীইমণা  
পবম-সোমণসিয়া হবিস-বস-বিসপ্পমাণ-হিয়য়া ধারা-হয-কযং  
বুযং পিব সমুস্‌সসিয়-বোমকুবা সুমিণোগ্‌গহং কবেই । কবিত্তা  
সয়ণিজ্জাও অব্‌ভুট্ঠেই । অব্‌ভুট্ঠিত্তা অতুবিয়ং অচবলং  
অবিলংবিয়াএ রায়হংস-সবিসীএ গঙ্গএ জেণেব সমুদ্‌বিজয়ে  
বায়্যা তেণেব উবাগচ্ছই । উবাগচ্ছিত্তা সমুদ্‌বিজয়ং বায়্যাং  
জএণং বিজএণং বদ্ধাবেই । বদ্ধাবিত্তা ভদ্দাসণ-বব-গয়া আসথা  
বীসথা সুহাসণ-বর-গয়া কবয়ল-পবিগ্‌গহিয়ং সিবসাবন্তং  
দস-নহং মথএ অংজলিং কট্টু এবং বযাসী ॥ “এবং খলু অহং  
দেবাণুপ্পিয়া ! অজ্জ সয়ণিজ্জংসি সুস্ত-জাগরা ওহীবমাণী

## পরিশিষ্ট গ ১৭১ সূক্তের অংশ

অরহা অরিষ্টনেমি ত্রি-জ্ঞানোপেত ছিলেন। ‘চ্যুত হইব’ ইহা জানিতেন, ‘চ্যুত হইতেছি’ ইহা জানিতেন না, ‘চ্যুত হইবাছি’ ইহা জানিতেন। যে রজনীতে অরহা অরিষ্টনেমি শিবা দেবীর কৃষ্ণিতে গর্তরূপে প্রবেশ করেন, সেই রজনীতে সেই শিবা দেবী শব্যায় শুইয়া অর্ধ-জুগ অর্ধ-জাগ-রিত অবস্থায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে এই উদার, কল্যাণ, শিব, ধন্ত, মাদল্য, সতীক চতুর্দশ মহাশ্বপ দেখিয়া জাগিয়া উঠেন। সেগুলি এই : গজ, ব্রহ্ম, সিংহ, অভিষেক, [ পুং- ] দাম, শশী, দিবাকর, স্বজ, কুন্ত, পদ্ম-সরোবর, সাগর, বিমান-ভবন, বস্ত্রোচ্চর এবং [ জলন্ত অগ্নি- ] শিখা। তাবপর শিবা দেবী সেই সব স্বপ্ন দেখিলেন। সেই সব স্বপ্ন দেখিবা জাগিয়া উঠিয়া দৃষ্ট-তুষ্ট-চিত্তা, আনন্দিতা, প্রীতিমনা, পরম-সৌমনস্ত-সম্পন্ন, হর্ষবশে প্রসারিত-হৃদয়া, [ বৃষ্টি- ] ধাবাহত-কদম্ববৎ উজ্জলিত-লোমকূপা হইয়া স্বপ্নগুলি অবধারণ করিলেন। করিয়া শব্য হইতে উঠিলেন। উঠিয়া অধ্বরিত, অচপল, অবিলম্বিত বাজহংসতুল্য গতিতে যেখানে সমুদ্রবিজয় বাজা ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইলেন। হইয়া সমুদ্রবিজয় বাজাকে ‘জয় হউক’, ‘বিজয় হউক’ বলিয়া সম্বর্ধনা করিলেন। তারপর আশ্বত ও বিশ্বন্তভাবে ওজ্রাসনে জুখাসীন হইয়া করতলে বহু অঞ্জলি দশ নথ মাথায় ঠেকাইয়া এই কথা বলিলেন। “ওগো দেবাহুপ্রিব ! আজ আমি শব্যায় অর্ধ-জুগ অর্ধ-জাগরিত অবস্থায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে এই সকল উদার, কল্যাণ, শিব, ধন্ত, মাদল্য, সতীক চতুর্দশ মহাশ্বপ দেখিয়া জাগিয়া উঠি। সেগুলি এই : গজ.....যাবৎ



ওহীরমাণী ইমে এয়ারাবে ওবালে কল্লাণে সিবে ধম্মে মংগল্লে  
সস্‌সিরীয়া চোদ্দস মহাস্সমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্দা । তং জহা ।  
গয় জাব সিহিং চ ॥ এএসি ণং দেবাণুপ্পিয়া ! ওবালাণং জাব  
চোদ্দসগ্‌হং মহাস্সমিণাং কে মন্নে কল্লাণে ফলবিত্তিবিসেসে  
ভবিস্সই ?”

তএ ণং সে সমুদ্ববিজ্জয়ে রায়্যা সিবাএ দেবীএ অংজিএ  
এয়মট্টং সোচ্চা নিসম্ম হট্ট-তুট্ট জাব হিয়এ ধারা-হয়-কল-  
বুয় পিব সম্‌সসিয়-রোগ-ক্‌বে স্সমিণোগ্‌গহং করেই । কবিত্তা  
ঈহং অণুপবিসই । -স্তা অপ্পণো সাত্তাবিএণং মই-পুকেবণং  
বুদ্ধিবিম্মাণেং তেসিং স্সমিণাং অথোগ্‌গহং করেই । কবিত্তা  
সিবং দেবিং এবং বয়্যসী ॥

“ওরালা ণং তুমে, দেবাণুপ্পিএ ! স্সমিণা দিট্টা, কল্লাণা  
ণং সিবা ধম্মা মংগল্লা সস্‌সিরীয়া আবোগ্‌গ-তুট্টি-দীহাউ-  
কল্লাণ-মংগল্ল-কারগা ণং তুমে, দেবাণুপ্পিএ ! স্সমিণা দিট্টা ।  
তং জহা । অথ-লাভো, দেবাণুপ্পিএ ! ভোগলাভো,  
সুখলাভো, দেবাণুপ্পিএ ! পুত্তলাভো, এবং খলু তুমে  
দেবাণুপ্পিএ ! নবগ্‌হং মাঙ্গাং বহু-পড়িপুন্নাং অক্কট্টমাং  
বাইংদিয়াং বিইক্কংতাং সুকুমাল-পাণি-পায়্য অহীণ-পড়িপুন্না-  
পংচিদিয় - সবীবা লক্কণ - বংজ্জণ - গুণোববেয়ং মাণুস্সাণ -  
প্পমাণ - পড়িপুন্না - স্সজ্জায় - সব্বংগ-স্সদব্বংগং সসি-সোমাকাবং  
কংতং পিয়দংসণং স্সুরব্বং দাবয়্য পয়াহিসি ॥ সেবি য় ণং  
দারএ উস্সুক্ক - বাল - ভাবে বিম্মায় - পরিণয় - মিত্তে  
জোব্বণগমণুপ্পপত্তে বিউব্বয়ে-জ্জউব্বয়ে-সামবেয়-অথব্বণবেয়-  
ইতিহাস-পঞ্চাং নিগ্‌ঘণ্ট-ছট্টাং সংগোব্বাংগাং স-রহস্সাং  
চউগ্‌হং বেয়াং সাবএ পাবএ ধাবএ সজ্জগব্বী সট্টি-তংত-বিসারএ

[জলন্ত অগ্নি-] শিখা। ওগো দেবাহুপ্রিয়! এই সব উদার.....  
 বাবৎ চতুর্দশ মহাশপ্তে কি কি কল্যাণকর ফল সূচনা করিতেছে?"  
 তাবপব সেই সমুদ্রবিজয় রাজা শিবা দেবীর নিকট এই কথা শুনিয়া  
 ও বুঝিয়া হষ্টচিন্তা... [বৃষ্টি-] ধারাহত কদম্ববৎ সমুচ্ছসিত-লোমকূপ  
 হইয়া স্বপ্নগুলি অবধারণ কবিলেন। করিয়া [ঐ বিষয়ে] চিন্তামগ্ন  
 হইলেন। তাবপব আপনার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিচারশক্তি প্রভাবে  
 ঐ সব স্বপ্নের অর্থ নির্ণয় কবিলেন। করিয়া শিবা দেবীকে এইরূপ  
 বলিলেন। "উদার স্বপ্ন তুমি দেখিবাছ দেবাহুপ্রিয়ে। নিশ্চয়ই  
 কল্যাণকর, শুভ, ধন, মঙ্গলাকর, আবাগ্য, তুষ্টি, দীর্ঘায়ু ও অশেষ  
 সৌভাগ্যেব সূচক তোমার এই স্বপ্নগুলি। ওগো দেবাহুপ্রিয়ে।  
 অর্ধশত, ভোগশত, ও পুত্রশত [সুচিত হইতেছে]। ওগো  
 দেবাহুপ্রিয়ে! আজ হইতে পূর্ণ নয় মাস ও লাভে সাত বাত্রিদিন গত  
 হইলে তুমি স্নান্য হস্ত-পদবিশিষ্ট, জটিলীন তীক্ষ্ণপঞ্চেক্ষর, স্পষ্ট-  
 দেহ, চক্ৰতুল্য সৌম্যদর্শন, কমলীন, প্রিয়দর্শন ও রূপবান্ পুত্র প্রসব  
 কবিবে। সে শুভলক্ষণ ও শুভব্যাঞ্জক শুণোপেত এবং আরতনে,  
 উচ্চভাষ ও মাপে প্রত্যঙ্গ-পরিপূর্ণ-দেহ, স্নজাত ও স্নন্দবাজ হইবে।  
 তাবপর সেই বালকেব বাল্য (অর্থাৎ সাত বৎসব বয়স) গত হইলে  
 সে [বীবে বীবে বয়োজ্ঞাত] জ্ঞান ও [সর্বাঙ্কের] রাজ্যেব পবিত্র যৌবন  
 লাভ কবিবে। তখন সে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এবং  
 তৎসহ পঞ্চম স্থানীয় ইতিহাস ও বর্ষ স্থানীয় নির্ঘণ্ট, তাহাদের অঙ্গ,  
 উপাঙ্গ এবং বহুস্ত, এই সমস্ত গ্রন্থের সাব অবগত হইবে, পাবদর্শী হইবে  
 এবং [সকল গ্রন্থের তত্ত্ব -] ধাবক হইবে। সে [কপিলীয়] বটিতত্ত্বে

সংখাণে সিক্খাণে সিক্খা কপ্পে বাগবণে ছংদে নিরুত্তে  
জোইসাময়ণে অন্নেন্নু য় বহুন্সু বংভন্নএন্সু পবিব্বায়এন্সু নয়েন্নু  
সুপরিণিট্ঠিএ আবি ভবিস্সই ॥ তং ওবালা ণং জাব আবোগ্গ-  
তুট্ঠি-দীহাউয়-মংগল্ল-কল্লাণ-কাবগা ণং তুমে, দেবাণুপ্পিএ !  
সুমিণা দিট্ঠা। ত্তি কট্টু ভুজ্জোঃ অণুবুহই ॥

তএ ণং সা সিবা দেবী সমুদবিজয়স্স বন্নো অংতিএ  
এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম ইট্ঠ-তুট্ঠ জাব হিয়য়া কবয়ল-পবিগ্-  
গহিয়ং দসগহং সিরসাবত্তং মথএ অংজলিং কট্টু সমুদবিজয়ং  
রায়্যণং এবং বয়াসী ॥ “এবমেয়ং, দেবাণুপ্পিয়া ! তহমেয়ং,  
দেবাণুপ্পিয়া ! অবিতহমেয়ং, দেবাণুপ্পিয়া ! অসংদিট্ঠ-  
মেয়ং, দেবাণুপ্পিয়া ! ইচ্ছিয়মেয়ং, দেবাণুপ্পিয়া ! পড়িচ্ছিয়-  
মেয়ং, দেবাণুপ্পিয়া ! সচে ণং এসমট্ঠে জহেযং তুব্ভে  
বয়হ” ত্তি কট্টু তে সুমিণে সম্মং পড়িচ্ছই। তে সুমিণে  
সম্মং পড়িচ্ছিত্তা সমুদবিজয়েণ রয়া অব্ভুন্নায়্য সমাণী নাণামণি-  
রয়ণ-ভত্তি-চিত্তাও ভদ্ধাসণাও অব্ভুট্ঠেই। -ত্তা অতুবিয়ং  
অচবলং অসংভাভাএ অবিলংবিয়াএ রায়-হংস-সন্নিসীএ গদৈএ  
জ্ঞেণেব সএ সয়গিজে তেণেব উবাগচ্ছই। -ত্তা এবং বয়াসী ॥  
“মা মে তে উত্তমা পহাণা মংগল্লা সুমিণা অন্নেন্নি পাব-সুমিণেন্নি  
পড়িহস্সিস্সংতি” -ত্তি কট্টু দেবয়-গুরুজণ-সংবদ্ধাহি  
পসথাহি মংগল্লাহি ধম্মিয়াহি লট্ঠাহি কহাহি সুমিণ-  
জাগবিয়ং পড়িজাগরমাণী বিহবই ॥ ততে ণং সমুদবিজয়ে  
রয়া পচ্চুস-কাল-সময়ংসি কোডুংবিষ-পুবিসে সদ্ধাবেই। -ত্তা  
এবং বয়াসী ॥ “খিপ্পমেব, ভো দেবাণুপ্পিয়া ! অজ্জ  
সবিসেসং বাহিবিয়ং উবট্ঠাণ-সালাং গংখোদয়-সিত্তং সুইয়-  
সংমজ্জিবলিত্তং সুগংখ - বর-পংচ-বয় - পুপ্পোবয়াব-কলিয়ং

বিশারদ হইবে, সংখ্যাশাস্ত্র, শিক্ষা, নীতি, শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-ছন্দো-  
নিকর-জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ শাস্ত্র, অস্ত্র বহু ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র [ পাবিব্রাজক  
শাস্ত্র ] ও নীতিশাস্ত্রে অগুণিনিষ্ঠিত ও অগুণিনিষ্ঠিত হইবে। সেইজন্ত  
বলিতেছি দেবাহুপ্রিয়ে !.....যাবৎ আরোগ্য-ভুষ্টি-দীর্ঘায়ু-মঙ্গল-কল্যাণ-  
কাবক। এই বলিয়া বাবে বাবে বুঝাইলেন। তখন সেই শিবা দেবী  
সমুদ্রবিজয় বাজার নিকট এই সব কথা [ কান দিয়া ] শুনিয়া ও [ মন  
দিয়া ] বুঝিয়া.....যাবৎ কবতলে বহু অগ্নিলিঙ্গ বিসারিত দশ নথ যন্তকে  
ঠেকাইয়া এই কথা বলিলেন। এ কথা স্বার্থ দেবাহুপ্রিয় ! এ কথা  
প্রকৃত দেবাহুপ্রিয় ! ইহাতে সন্দেহ নাই দেবাহুপ্রিয় ! ইহাই  
অভীপ্সিত দেবাহুপ্রিয় ! ইহাই প্রত্যাভীপ্সিত দেবাহুপ্রিয় ! তুমি বাহা  
বলিলে তাহাই ইহার স্বার্থ সূচিবার্থ। এই বলিয়া তিনি স্বপ্নগুলি  
বরণ করিয়া লইলেন। স্বপ্নগুলি সম্যক্ বরণ করিয়া লইয়া বাজা সমুদ্র-  
বিজয়ের অমুমতি লইয়া নানা-মণি-রত্ন-খচিত চিত্র-শোভিত ভদ্রাসন  
হইতে উঠিলেন। উঠিয়া অদ্বিত, অচপল, অবিলম্বিত রাজহংস-সদৃশ  
গতিতে যেখানে তাঁহার নিজের শয্যা সেইখানে গেলেন। [ ঘুমাইয়া  
পড়িলে পাছে ] অস্ত্র পাণ অস্ত্র [ দেখা দিয়া ] আশ্রয় এই সর্বোত্তম, সর্ব-  
প্রধান মঙ্গলাকর স্বপ্নগুলি বলা নষ্ট করিয়া দেয় এই ভয়ে দেবগুণজন-  
বিহিত প্রশস্ত, মঙ্গলকর, ধর্মলব্ধ, মনোবশ কথা শুনিতে শুনিতে স্বপ্ন-  
জাগরণ ব্রত পালন করিয়া বিহার কবিত্তে লাগিলেন। তাবৎ  
সমুদ্রবিজয় বাজা প্রত্যেককালে কুটুম্বকবগণকে ডাকিলেন। ডাকিয়া  
এই কথা বলিলেন। ভো দেবাহুপ্রিয়গণ ! আজ বিশেষভাবে ও  
সম্বতর সহিত বাহির উপস্থানশালার ( অর্থাৎ বৈঠকখানার )  
গন্ধোদক-সেচন সম্বার্কন, উপলেননাদি দ্বারা [ সেই উপস্থানশালা ]  
তুচ্ছ কর ও করাত। গন্ধবর্ণ অগ্নি পুষ্প দ্বারা সে স্থান শোভিত কর

কালাপ্তক - পবন-কুংকুম-ভূকক-ভজ্জ্বত-ধুব-মঘমঘত-গংধু-  
য়াভি-রামং স্নগংধ-বর-গংধিয়া গংধবট্ট-ভূয়ং কবেহ কারবেহ।  
করিত্তা কাববিত্তা য় সীহাসং রয়াবেহ। -স্তা মমেয়ং আণত্তিয়াং  
থিপ্পং এব পচ্চপ্পিগহ ॥

ততে গং তে কোড়ুংবিন্ন-পুৱিসা সমুদ্ববিজয়েং রয়া এবং  
বুত্তা সমাণা হট্ট-ভুট্ট জাব হিয়য়া করয়ল-জাব অংজলিং কট্ট  
“এবং সামি।” ত্তি আণাএ বিণএং বয়ং পড়িসুংগতি। -স্তা  
সমুদ্ববিজয়স্ বন্না অংতিআও পড়িনিক্খমংতি। -স্তা জেণেব  
বাহিরিয়া উবট্টাণ-সাল্লা, তেণেব উবাগচ্ছংতি। -স্তা থিপ্পমেব  
সবিসেসং বাহিরিয়া উবট্টাণসালং গংধোদয়-সিন্ধং জাব  
সীহাসং বয়াবিত্তি। -স্তা জেণেব সমুদ্ববিজয়ে বায়া তেণেব  
উবাগচ্ছংতি। -স্তা করয়ল-পরিগ্গহিয়া দসংহং সিবসাবত্তং  
অংজলিং কট্ট সমুদ্ববিজয়স্ বন্না তং আণত্তিয়াং পচ্চপ্প-  
পিগংতি ॥ ততে গং সমুদ্ববিজয়ে বায়া পাউ-প্পভায়াএ  
বয়ীএ ফুল্পপল-কমল-কোমলুস্মিলিয়াংমি অহ-পংডুরে পভাএ  
রত্তাসোগ-প্পগাস-কিংসুয়-সুয়-মুহ-গুংজদ্ধ-রাগ-সবিসে [ বংধু-  
জীবগ - পারাবণ - চলণ-নয়ণ - পরহয় - সুরত্ত - লোয়ণ-জাসুয়ণ-  
কুসুম-বাসি-হিংগুলয়-নিয়বাইবেয়-রেহংত - সবিসে ] কমলায়র-  
সংড-বোহএ উট্টিয়াংমি সূবে সহস্-বসুসিংমি দিগয়বে তেয়সা  
জলংতে [ অহক্কেণ উইএ দিবায়বে তস্ য় কর-পহরাপবদ্ধংমি  
অংধ্যাবে বানায়ব-কুংকুমেং খচিয়ব জীব-লোএ ] সয়গিজ্জাও  
অবভুট্টেই ॥ -স্তা পায় - গীঢ়াও পচ্চোদ্ধই। -স্তা জেণেব  
অট্টগসাল্লা, তেণেব উবাগচ্ছই। -স্তা অট্টগসালং অণুপবিসই।  
-স্তা অণেগ - বায়াম - জোগ্গ - বগ্গগ-বামদগ-মল্লজুদ্ধ-কবণেহিং  
সংতে পবিসংতে সয় - পাগ - সহস্-পাগেহিং স্নগংধ - ভিল্ল

ও করাও। কালাঙ্ক, কুম্ভক, তুক প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য জ্বালাইয়া ধূপগন্ধি ধূমাদি দ্বাৰা ঘর ভূগন্ধে মহ মহ কবিতা তোল। ভূগন্ধ গুণ-নিৰ্বাসাদি ছড়াইয়া ঘর সুবাসিত কর। সমস্ত ঘবটি যেন একটি গন্ধ-বর্তিকাতুল্য হইয়া উঠে। এই সব কর্ম সমাপ্ত হইলে [ঐ ঘরে] সিংহাসন রচনা করাইবে। কবাইয়া আমাব এই আদেশ প্রতাপালনের সংবাদ আমার নিকট শীঘ্র জ্ঞাপন করিবে। তখন কুটুম্বপুঙ্কবগণ রাজা সমুদ্রবিজয় কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া দৃষ্ট-দৃষ্ট.....বাবৎ করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া “যে আজ্ঞা স্বামিন্।” বলিয়া সবিনয়ে আজ্ঞা-পালন অঙ্গীকার কবিল। কবিতা সমুদ্রবিজয় রাজার নিকট হইতে নিষ্কাশ হইয়া গেল। তাবপব বাহির উপস্থানশালায় উপস্থিত হইল। তাবপর তাড়াভাঙি উপস্থানশালায় গন্ধোদক সেচন .....বাবৎ সিংহাসন রচনা করাইল। তারপর যেখানে সমুদ্রবিজয় রাজা ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইল। হইবা করতলে বদ্ধ অঞ্জলি ব দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া সমুদ্রবিজয় রাজার আদেশ-পালন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। পরদিন বঙ্গনী প্রভাত হইলে অর্ধোজ্জল প্রভাতে কোমল কমল ও উৎপল প্রস্তুতিত হইলে, বক্তাশোকতুল্য, কিংসুক-তুল্য, শুকসুখতুল্য এবং গুজার (কুঁচফলের কৃষ্ণাংশবর্জিত অপরাংশ) তুল্য রক্তবর্ণ, [পাবাবতেব চরণ ও নয়নতুল্য, পবভূতেব সুবক্ত লোচনতুল্য, জবাকুম্মবানিবৎ এবং হিন্দুলপুঞ্জ অপেক্ষা অধিক রক্তবর্ণে শোভমান] কমল সমূহেব বোধনকারী নিজেব তেজে জলন্ত সহস্রশিখি সূর্যদেব উদ্ভিত হইলে [যথাক্রমে অর্ধাৎ বধাসময়ে দিবাকর উদ্ভিত হইলে তাহাবই কবপ্রহারে অন্ধকার দগ্ধিত হইলে ও তরুণ বৌদ্ধেব কুংকুমে জীবলোক খচিতবৎ হইলে] বাজা সমুদ্রবিজয় শয্যা হইতে উঠিলেন। উঠিয়া পাদপীঠ হইতে অববোহণ কবিলেন। কবিতা যেখানে অষ্টনশালা [ব্যাগামাগার] সেইখানে গেলেন। গিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ কবিতা অনেক প্রকাব ব্যায়াম-যোগ্য লক্ষন, ব্যায়র্দন (পেশীসঞ্চালনাদি) ও মলমুচ্ছ কবার পর শ্রান্ত ও পবিশ্রান্ত হইলে প্রীতিকর, দীপক, মদনবর্ধক, বৃংহণ, বলকর, সর্বেক্রিয় ও সর্ব গাত্রেয় প্রেচ্ছাদন এবং অভ্যঞ্জন শতপাক ও সহস্রাপক বহুবিধ ভূগন্ধ

মাইএহিং পীণগিজ্জহিং দীবগিজ্জহিং ময়গিজ্জহিং বিংহগিজ্জহিং  
 দপ্পগিজ্জহিং সব্বিংদিয়-গায়-পল্হায়গিজ্জহিং অব্ভংগিএ  
 তিল্লচম্মংসি, নিউগেহিং পড়িগুম - পাণি-পায়-সুক্কুমাল-কোমল-  
 তলেহিং পুরিসেহিং অব্ভংগ - পবিমদগুব্বলন - কবণ - গুণ-  
 নিম্মাএহিং ছেএহিং দক্কেহিং পট্টেহিং কুসলেহিং মেহাবীহিং  
 জিয়-পবিস্সমেহিং অট্টিস্সহাএ মংস-পুহাএ তয়া-সুহাএ রোম-  
 সুহাএ চট্টবিহাএ সুহ-পরিকম্মণাএ সংবাহণাএ সংবাহিএ সমাণে  
 অবগয়পবিস্সমে অট্টপসালাও পড়িনিক্কমই ॥ -স্তা জেণেব মজ্জণ-  
 যবে তেণেব উবাগচ্ছই। -স্তা মজ্জণ-যরং অণুপবিসই। -স্তা  
 স-মুত্তা-জালাকুলাভিবামে বিচিস্ত-মণি-রয়ণ-কোট্টিম-তলে বমগিজ্জ  
 ন্হাণ-মংডবংসি নাণা-মণি-রয়ণ-ভক্তি-চিস্তংসি ন্হাণ-পীঢ়ংসি সুখ-  
 নিস্সে পুপ্পোদএহি য় গংখোদএহি য় উসিপোদএহি য় স্কোদ-  
 এহি য় কল্লাণ-কবণ-পবব-মজ্জণ-বিহীএ মজ্জিএ তথ কোউয়-সএহিং  
 বহুবিহেহিং কল্লাণগ-পবব-মজ্জণাবসাণে পম্হল-সুক্কুমাল-গংধ-  
 কালাইয়-লুহিয়ংগে অহয়-সুমহগ্ঘ-দুস-বয়ণ-সুসংবুড়ে সরস-  
 সুবভি-গোসীস-চংদণাগুলিত্ত-গন্তে সুই-মালা-বয়গ-বিলেবণে  
 আবিদ্ধ-মণি-সুবল্লো কপ্পিয়-হাবদ্ধহাব-তিসবয়-পালংব-পলংবমাণে  
 কড়ি-সুত্তয়-কয়-সোভে পিগিদ্ধ-গেবিজ্জ অংগুলিজ্জগ-ললিয়-  
 কয়াভবণে বব-কড়গ-তুড়িয়-খংভিয়-ভুএ অহিয়-কব-সস্সিবীএ  
 কুংডল-উজ্জোবিয়াগণে মট্টড-দিত্ত-সিবএ হাবোখম-সুক্ক-বট্টয়-  
 বচ্ছে মুদ্দিয়া-পিংগলংগুলিএ পালংব-পলংবমাণ-সুক্ক-পড়-  
 উত্তবিজ্জ নাণা- মণি- কণগ- বয়ণ- বিমল- মহবিহ- নিউগোবিয়-  
 মিসিমিসিংত-বিবইয়-সুসিলিট্ট-বিসিট্ট-নদ্ধ-আবিদ্ধ- বীব-বলএ ;  
 কিং বহুণা কপ্প-ক্কুথএ চেব অলংকিয়-বিভুসিএ নবিংদে স-  
 কোরিংত-মল্ল-দামেং ছত্তেং থনিজ্জমাণেং সেয়-বন-চামরাহিং

তৈলাদি দ্বারা নিপুণ, শিক্ষিত, ক্ষুদ্র, প্রবান, [অকার্ধে] কুশল, মেধাবী ও পরিশ্রমে অকাতর সেবকগণ তাঁহার অঙ্গসংবাহন কবিত্তে লাগিল। ঐ সেবকগণের করতল ও পদতল স্নানার্থ ও কোমল এবং উষ্ণতা সম্পূর্ণ—দেহবিশিষ্ট। তাহারা অভ্যঙ্গনকর্মে, পরিমর্দনকর্মে ও উদ্বলন (অর্থাৎ বলবর্ধন) কর্মে অত্যন্ত ও এই সকল কর্মের ফলাভিজ্ঞ। তাহারা তৈলচর্মে সমুদ্রবিজয়কে বসাইয়া অস্থিহুৎকব, মাংসহুৎকব চর্মহুৎকব ও লোমহুৎকব এই চতুর্বিধ অঙ্গহুৎকব পবিকর্মণ (অর্থাৎ তৈলব্রক্ষণ) ও সংবাহনাদি অঙ্গ সেবা করিতে লাগিল। তাহাদের সংবাহনাদি ও পবিকর্মণায় প্রাপ্তি ও পরিশ্রম অগত হইলে তিনি অটনশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হইয়া যেখানে সন্ধানঘব (মার্জনাগৃহ) সেইখানে গেলেন ও সন্ধানঘবে প্রবেশ করিলেন। সে গৃহ খচিত সুভাষালে অভিরামদর্শন। তাহাব কুট্টিমে বিচিত্র মণিরত্ন খচিত থাকায় কুট্টিবতল অতি রমণীয়। জ্ঞানমণ্ডপে নানা মণিরত্ন খচিত ও নানা চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। সেখানে তিনি জ্ঞান-পীঠিকায় অধাসীন হইলেন। পুষ্পোদক, গন্ধোদক, উষ্ণোদক ও শুদ্ধোদকে কল্যাণকব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবিধি অনুসারে তিনি জ্ঞান করিলেন। উদগতপদ্ম (অর্থাৎ স্তূতাব খাইতোলা) স্নানার্থে পদ্মকাবায়িকা (অর্থাৎ বস্ত্রবর্ণ স্নানার্থে ভোয়ালে) দ্বারা অঙ্গ মার্জিত করা হইল। তারপর তিনি বহুমূল্য বস্ত্ররয়ে দেহ অঙ্গবৃত্ত কবিলেন। সরস ও সুবাসিত গোশীর্ষ ও চন্দন গাত্রে অলুপন কবা হইল। তারপর জ্ঞানানন্তর অল্পকাল পরে শত শত কোটকরত্ন সম্পাদিত ও বহুবিধ কল্যাণকর বিধি অনুষ্ঠিত হইল। তারপর চন্দন-লেপনে শুচি পুষ্পমালা ও মণিবিদ্ধ স্বর্ণহার পবান হইল। হারে সংলগ্ন তে-নরী অর্ধহারে প্রালম্ব (অর্থাৎ দোলক বা লকেট) প্রলম্বিত বহিয়াছে। কটিদেশেব শোভা কটিমুদ্র, গ্রীবায় গ্রৈবেয়, ললিত অঙ্গুলিতে অঙ্গুবীর, ভূষণের স্তম্ভনবস্ত্রপ শ্রেষ্ঠ কটক ও ক্রটক, আননোজ্জলকারী কুণ্ডল, দীপ্তশীর্ষ মুকুট, এই সব [আভরণে] তাঁহার জ্ঞানর দেহ অধিকতর কপত্রীসম্পন্ন হইল। আচ্ছত হারস্তবকে বক্ষঃস্থল দ্যুতিমান, পিঙ্গলবর্ণ মুক্তিকায় অঙ্গুলি পিঙ্গলবর্ণ, পট্টবস্ত্রেব উত্তরীয় হইতে [মুক্তায়] প্রালম্ব প্রলম্বমান। নানা মহার্হ মণিবস্ত্র-খচিত বীরবলয়রয় বিমল কনকে স্নানপুণ মণিকাব কর্তৃক নির্মিত, গ্রথিত, বিদ্ধ, স্নিগ্ধ, বিশেষিত, শোভনীয় ও উজ্জলীকৃত। অধিক কি? কল্পনাক্রমে মতই তিনি অলঙ্কৃত ও বিভূষিত হইয়া নরগণের প্রবানরূপে বিরাজমান। কোরিত্ত পুষ্পের মালায় বিভূষিত রাজহুজ [মণ্ডকের উপবিভাগে] ধৃত বহিয়াছে। শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ চামবে ব্যঞ্জন কবা হইতেছে।



উদ্ধুবমাণীহিং মংগল-জয়-সদ-কয়ালোএ অশেগ-গণ-নায়গ-  
 দংড়নায়গ - বান্ধসব-তলবর-মাড়বিয়-কোড়ুংবিয়-মংতি-মহামংতি-  
 গণগ-দোবারিয়-অমচ্চ-চেড়-পীটমদ-নগব-নিগম- সিট্ঠি-সেণাবই-  
 সখবাহ-দুয়-সংঘিপাল সন্ধিং সংপবিবুড়ে ধবল-মহামেহ-নিগ্গএ  
 ইব গহ-গণ-দিগ্গন্ত-রিক্খ-তার-গণাণ মজ্জে সসিব্ব পিয়-দংসণে  
 নর-বর্জ নরিংদে নর-বসহে নর-সীহে অব্ভহিয়-রায়-তেষ-লচ্ছীএ  
 দিপ্পমাণে মজ্জগ-ঘবাও পড়িনিক্খমই ॥ -স্তা জেণেব বাহিবিয়া  
 উবট্ঠাণ-সালা, তেণেব উবাগচ্ছই। -স্তা সীহাসণংসি পুথ-  
 ভিমুহে নিসীযতি ॥ -স্তা অগ্গণো উত্তর-পুরথিমে দিসীভাএ অট্ঠ  
 ভদ্বাসণাইং সেয়-বথ-পচ্ছুয়াইং সিদ্ধথয়-কয়-মংগলোবয়াবাইং  
 বয়াবেতি। -স্তা অগ্গণো অদূব-সামংতে নাণা-মণি-বয়ণ-মংডিয়ং  
 অহিয়-পেচ্ছণিজ্জং মহগ্ঘ-বর-পট্টগুগয়ং সপ্প-পট্ট-ভত্তি-সয়-  
 চিত্ত-তাণং ঈহামিয়- উসভ- তুরয়-নর-মগব-বিহগ-বালগ-কিন্নর-  
 রুন্ন-সরভ-চমব-কুংজব-বণলয়-পট্টমলয়-ভত্তি-চিত্তং অব্ভিত্তবিয়ং  
 জবণিয়ং অংছাবেই। -স্তা নাণা-মণি-রয়ণ-ভত্তি-চিত্তং অথবয়-  
 মিউ-মসুবগোথয়ং সেয়-বথ-পচ্ছুয়ায় সুমউয়ং অংগ-সুহ-  
 ফবিসগং বিসিট্ঠং সিবাএ দেবীএ ভদ্বাসণং বয়াবেই। -স্তা  
 কোড়ুংবিয়-পুবিসে সদ্ধাবেই। -স্তা এবং বয়াসী ॥ শিগ্গমেব  
 ভো দেবাণ্ণম্মিয়া! অট্ঠংগ-মহানিমিত্ত-সুত্তথ-থাবএ বিবিহসথ-  
 কুসলে সুবিণ-লক্খণ-পাটএ সদ্ধাবেহ। ততে গং তে কোড়ুংবিয়-  
 পুরিসা সমুদ্ববিজ্জয়েণং রত্না এবং বৃত্তাসমাণা হট্ঠ-তুট্ঠ-জাব-  
 -হিয়য়া করয়ল জাব পড়িসুণংতি ॥ -স্তা সমুদ্ববিজ্জয়স্স বনো  
 অংতিআও পড়িনিক্খমংতি। -স্তা সোবিয়পুং নগরং মজ্জাং-  
 মজ্জোণং জেণেব সুবিণ-লক্খণ-পাটগাণং গেহাইং তেণেব উবা-  
 গচ্ছংতি। -স্তা সুবিণ-লক্খণ-পাটএ সদ্ধাবিণ্টি ॥ তএ গং তে

দেখিবারাজ লোকে মঙ্গলকব জয়ধ্বনি করিতেছে। অনেক গণনাগক, রাজা, তলবব, মাণ্ডপ্য, কোটুখিক, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, গণক, দৌবারিক, অমাত্য, চেট, পীঠমর্দ, নাগব, নিগম, শ্রেষ্ঠী, সেনাপতি, সার্ববাহ, দূত ও সন্ধিপাল কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি ববল মহামেষ হইতে নিজস্ব দীপ্যমান গ্রহ, ঋক ও তারাগণের মধ্যে প্রিয়দর্শন শশীর ভায় [শোভা পান]। অত্যধিক বাজপ্রতাপলক্ষ্মীতে দীপ্যমান [সেই] নরপতি, নবেজ, নববুধত. নরসিংহ মার্জনগৃহ হইতে নিজস্ব হইলেন। নিজস্ব হইবা যেখানে বাহিব উপস্থানশালা সেইখানে গমন করিলেন। যাইয়া সিংহাসনে পূর্বদিকে মুখ করিয়া উপবেশন করিলেন। তাবপব তিনি আপনাব উত্তবপূর্ব দিগুতাগে খেত বজ্জে আবৃত, সিদ্ধার্থ বারী কৃত-মঙ্গলোপচার আটটি উদ্ভাসন রচনা করাইলেন। তাবপর আপনাব সিংহাসনের অধূরে এক প্রান্তে একটি আভ্যন্তরিক ববনিকা সংস্থাপন করাইলেন। সেই ববনিকা নানা মণিবস্ত্রে মণ্ডিত, অত্যধিক মনোরম-দর্শন, শ্রেষ্ঠ পট্টনে নির্মিত বলিয়া মহার্ঘ, সীবন করা শতচিহ্নশোভিত হস্ত পট্টবস্ত্রে নির্মিত এবং তাহাতে ঈহামুগ (বুক), ব্রহ্ম, তুরগ, নর, মকব, বিহগ, ব্যাল, কিম্বর, কক, শরত, চমর, কুঞ্জর, বনলতা ও পদ্মলতার চিত্র চিত্রিত। শিবা দেবীব জন্ত একটি বিশিষ্ট উদ্ভাসন রচনা কবাইলেন। তাহা নানা মণিবস্ত্রে ঋচিত, খেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত, প্লকোমল স্পর্শে অঙ্গুষ্ঠকব এবং মৃদু মসুরকাকীর্ণ উপাধান ও আন্তরণে শোভিত। তাবপব কুটুম্বপুত্রবগণকে ডাকিয়া এই কথা বলিলেন। তো দেবাহু-প্রিয়গণ! শীঘ্র গিয়া বাহারী অষ্টাঙ্গসহ নিমিত্তশাক্তের সূত্রার্থ জানেন ও বাহারী বিবিধ শাক্তে বিশাবদ এমন স্বপ্নলক্ষণপাঠকদিগকে ডাকিয়া আন। তারপব সেই কুটুম্বপুত্রবগণ বাজা সমুদ্রবিজয় কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইবা ছট-তুট.....বাবৎ আদেশ পালন অঙ্গীকার কবিল। তাবপর সমুদ্রবিজয়ের নিকট হইতে নিজস্ব হইল। হইয়া সৌরিকপুর নগরের মধ্য দিয়া যেখানে স্বপ্নলক্ষণপাঠকদিগেব গৃহ সেইখানে উপস্থিত হইল। হইয়া স্বপ্নলক্ষণপাঠকগণকে ডাকিল। তখন সেই স্বপ্নলক্ষণ-

সুবিগ-লক্খণ-পাটগা সমুদ্রবিজয়সু রম্মো কোড়ুবিয়-পুর্নিসেহিং  
 সন্দাবিয়া সমাণা হট্ট-ভুট্ট-জাব হিয়য়া ণ্হায় কয়-বলি-কন্না  
 কয়-কোউয়-মংগল-পায়চ্ছিত্তা সুদ্ধ-প্পবেসাইং মংগল্লাইং বথাইং  
 পবরাইং পবিহিয়া অল্প-মহগ্ঘাভবণালংকিয়-সরীবা সিদ্ধথয-  
 হবিয়ালিয়া-কয়-মংগল-মুদ্ধাণা সএহিং২ গেহেহিংতো নিগ্গচ্ছংতি ।  
 -স্তা সোরিয়পুন্ন নগরং মচ্ছাংমচ্ছোণং জেণেব সমুদ্রবিজয়সু রম্মো  
 ভবণ-বর-বড়িঙ্গসগ-পড়িহুবারে তেণেব উবাগচ্ছংতি ॥ -স্তা ভবণ-  
 বর-বড়িঙ্গসগ-পড়িহুবারে এগও মিলংতি । জেণেব বাহিবিয়া  
 উবট্টাণ-সালা জেণেব সমুদ্রবিজয়ে রান্না তেণেব উবাগচ্ছংতি ।  
 কবযল-পবিগ্গহিয়া জাব কট্টু সমুদ্রবিজয় রান্নাং জএণং  
 বিজএণং বড্ঢাবোতি ॥ তএ ণং তে সুবিগ লক্খণ-পাটগা সমুদ্র-  
 বিজয়েণ বন্না বদ্যি-পুইয়-সন্দাবিয়-সন্নাগিয়া সমাণা পত্তেয়ং  
 পত্তেয়ং পুবে-মথেন্নু ভদ্রাসণেন্নু নিসীয়ংতি ॥ তএ ণং সমুদ্র-  
 বিজয়ে বায়া সিবং দেবিং জবণিয়ংতরিয়ং ঠবেই । -স্তা পুপ্ফ-  
 কল-পড়িপুন্ন-হথে পরেণং বিগএণং তে সুমিগ-লক্খণ-পাটএ এবং  
 বয়্যাসী ॥ এবং খলু দেবাণুগিয়া ! অজ্জ সিবা দেবী তংসি  
 তারিসগংসি জাব সুত্ত-জাগরা ওহীবগাণী ওহীবগাণী ইমে  
 এয়ান্নবে ওবালে চোদস মহাসুনিণে পাসিন্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ তং  
 জহা । গয় উসভ গাহা ॥ তং তেসিং চোদসংহং মহাসুনিণাং,  
 দেবাণুগিয়া ! ওবালাণং কে, মম্মে, কল্লাণে কল-বিত্তি-বিসেসে  
 ভবিসুই ?” তএ ণং তে সুমিগ-লক্খণ-পাটগা সমুদ্রবিজয়সু রম্মো  
 এয়মট্টং সোচ্চা নিসয় হট্ট-ভুট্ট জাব হিয়য়া তে সুনিণে ওগ্গ-  
 হংতি । -স্তা ঈহং অণুপবিসংতি । -স্তা অন্নময়েণং সদ্ধিং নংলাবিংতি ॥  
 -স্তা তেসিং সুনিগাণং লদ্ধট্টা গহিয়ট্টা পুচ্ছিয়ট্টা বিগিচ্ছিয়ট্টা  
 অভিগয়ট্টা সমুদ্রবিজয়সু রম্মো পুন্নও সুমিগ-সথাইং উচ্চায়েণা

পাঠকগণ বাজা সমুদ্রবিজয়ের কোট্টাধিক-পুৰণগণ কর্তৃক আহৃত হইয়া দৃষ্ট  
 তুষ্টি.....জান কবিতা বলিকর্ম সারিয়া কোতুকমল ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া  
 শুদ্ধ ও বাজসভায় প্রবেশযোগ্য মঙ্গলকর শুভবজ্র পরিয়া আপন আপন  
 অন্ন ও মহার্ঘ আভরণে শরীর অলঙ্কৃত করিয়া সিদ্ধার্থ (সর্বপ), ও  
 হস্তিতালিকা (দুর্বাঙ্গুর) সহযোগে মঙ্গলকর্ম সমাপনান্তে স্ব স্ব গৃহ  
 হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তারপর সৌবিকপুত্র নগরেব মধ্য দিয়া  
 যেখানে সমুদ্রবিজয় রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজত্ববনের সিংহদ্বার সেইখানে উপনীত  
 হইলেন। তারপর সেই শ্রেষ্ঠ রাজত্ববনের সিংহদ্বারে একে একে  
 মিলিত হইলেন। তাবপর যেখানে বাহির উপস্থানশালা এবং যেখানে  
 সমুদ্রবিজয় রাজা ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তারপবে কবতলে  
 বন্ধ.....মাধব ঠেকাইয়া সমুদ্রবিজয় রাজাকে ‘জয় হউক’, ‘বিজয়  
 হউক’ বলিয়া সর্ধনা করিলেন। তখন সেই স্বপ্নলক্ষণপাঠকগণ সমুদ্রবিজয়  
 রাজা কর্তৃক বন্দিত, পুজিত, সংকৃত ও সন্মানিত হইয়া প্রত্যেকে পূর্বভুক্ত  
 ভজ্ঞানগুলিতে বসিলেন। তখন বাজা সমুদ্রবিজয় শিবাদেবীকে  
 ববনিকান্ত্রালে বসাইলেন। তারপর পুণ্ড ও কলে পরিপূর্ণ হস্তে  
 পরম বিনয় সহকারে সেই স্বপ্নলক্ষণপাঠকদিগকে এই কথা বলিলেন।  
 ভো দেবাহুপ্রিয়গণ! আজ শিবা দেবী সেই তাদৃশ শব্দায়.....যাবৎ  
 সুপ্তজাগবিত অবস্থায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে মধ্যরাত্রসময়ে এই সব উদ্যব,  
 কল্যাণকর, শুভশংসী, ধন্য, মঙ্গলাকর, শোভন ত্রীসম্পন্ন চতুর্দশ  
 মহাঋগ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠেন। সেগুলি এই : গজ বৃষভ গাধা। তা  
 বলুন দেবাহুপ্রিয়গণ! সেই চতুর্দশ উদার মহাঋগ্নে কি কি বিশেষ  
 কল্যাণকর ফললাভ হইবে? তখন সেই স্বপ্নলক্ষণপাঠকগণ সমুদ্রবিজয়  
 রাজ্যেব এই কথা [কানে] শুনিয়া ও [মনে] বুঝিয়া দৃষ্টান্ত.....  
 স্বপ্নগুলি অবধারণ কবিলেন। করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। তাবপর  
 পরম্পরেব মध्ये আলাপ কবিলেন। তাবপর সেই স্বপ্নগুলি  
 স্মৃতিভার্য, বিতর্কের পর গৃহীত অর্থ, জিজ্ঞাসাবাদে লব্ধ অর্থ, বিনিশ্চিত  
 অর্থ ও অভিগত অর্থ বাজা সমুদ্রবিজয়ের নিকট স্বপ্নশাস্ত্র সমূহ পাঠ  
 কবিয়া করিয়া সমুদ্রবিজয় রাজাকে এই কথা বলিলেন। ভো দেবাহু-

উচ্চায়েমাণ। সমুদ্ভবিজয়ং রায়্যাণং এবং বয়াসী ॥ “এবং খলু, দেবাণু-  
 প্লিয়া! অবহংত-মায়রো বা চক্ৰবত্তি-মায়রো বা অবহংতসি বা  
 চক্ৰহরংসি বা গব্ভং বক্ৰমাণংসি এএসিং তীসাএ মহান্সুমিণাং  
 ইমে চউদ্দস মহান্সুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুজ্জ্বংতি ॥ তং জহা ।  
 গয় গাহা ॥ বাসুদেব-মায়বো বাসুদেবংসি গব্ভং বক্ৰমাণংসি  
 এএসিং চউদ্দসগ্হং মহান্সুমিণাং অন্নয়বে সত্ত মহান্সুমিণে  
 পাসিত্তা ণং পড়িবুজ্জ্বংতি ॥ বলদেব-মায়রো বা বলদেবংসি  
 গব্ভং বক্ৰমাণংসি এএসিং চৌদ্দসগ্হং মহান্সুমিণাং অন্নয়রে  
 চত্তারি মহান্সুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুজ্জ্বংতি ॥ মংডলিয়-  
 মায়বো বা মংডলিয়ংসি গব্ভং বক্ৰংতে সমাণে এএসিং চউদ্দ-  
 সগ্হং মহান্সুমিণাং অন্নয়বং মহান্সুমিণং এগং পাসিত্তা ণং  
 পড়িবুজ্জ্বংতি ॥ ইমেয়াণি দেবাণুপ্পিয়া! সিবাএ দেবীএ  
 চউদ্দস মহান্সুমিণে দিট্ঠা। তং ওরালা ণং দেবাণুপ্পিয়া।  
 সিবাএ-দেবীএ স্মিণা দিট্ঠা। জাব মংগল্ল-কারগা ণং  
 দেবাণুপ্পিয়া! সিবাএ দেবীএ স্মিণা দিট্ঠা। তং জহা ।  
 অথলাভো, দেবাণুপ্পিয়া! ভোগলাভো দেবাণুপ্পিয়া!  
 পুত্তলাভো দেবাণুপ্পিয়া! স্কুথলাভো দেবাণুপ্পিয়া!  
 রজ্জলাভো দেবাণুপ্পিয়া! এবং খলু দেবাণুপ্পিয়া। সিবা  
 দেবী নবগ্হং মাসাণং বহু-পড়িপুয়াণং অক্কট্ঠমাণং বাইংদিবাণং  
 বিইক্খতাণং তুম্হং কুলকেউং কুলদীবং কুলপববয়ং কুলবড়িৎসগং  
 কুলতিলয়ং কুলকিস্তিকরং কুলদিগয়বং কুল-আধাবং কুল-নংদি-  
 করং কুল-জস-করং কুল-পায়বং কুল-বিবজ্জন-কবং স্কুমাল-  
 পাণি-পায়ং অহীণ-পড়িপুন্ন-পংচিদিয়-সন্নীবং লক্খণ - বংজ্জণ-  
 ঞ্জোবেয়ং মাণুস্যাণ-প্পমাণ-সবংগ-সুংদবংগং সসিসোমাকানং  
 কংতং পিয়-দংসগং স্কুবং দারয়ং পয়াহিতি ॥ তং ওরালা ণং

প্রিয়! অর্হৎগণের মাতারা অথবা চক্রবর্তীগণের মাতারা যখন তাঁহাদের কক্ষিমধ্যে কোনও অর্হৎ বা চক্রধর প্রবেশ কবেন তখন এই ত্রিশটি মহাস্বপ্নের মধ্যে এই চৌদ্দটি দেখিবার জাগিয়া উঠেন। সেগুলি গজ-গাথা। বাহুদেবের গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় বাহুদেবমাতারা এই চৌদ্দটি মহাস্বপ্নের মধ্যে যে-কোনও সাতটি দেখিয়া জাগবিত হন। বলদেবমাতারা কোনও বলদেব গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় এই চৌদ্দটি মহাস্বপ্নের মধ্যে যে-কোনও চাবিটি দেখিয়া জাগবিত হন। কোনও নাগলিক গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় এই চৌদ্দটি মহাস্বপ্নের মধ্যে যে-কোনও একটি মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগবিত হন। শিবা দেবী এই চৌদ্দটি মহাস্বপ্নের সবগুলিই দেখিয়াছেন। সুতরাং তো দেবাহুপ্রিয়! অতি উদার শিবা দেবীর দেখা এই স্বপ্নগুলি।.....মঙ্গলকারক শিবা দেবীর দেখা এই স্বপ্নগুলি। অর্ধলাভ স্থচিত হইতেছে দেবাহুপ্রিয়! ভোগলাভ দেবাহুপ্রিয়! পুত্রলাভ দেবাহুপ্রিয়! সৌখ্যলাভ দেবাহুপ্রিয়। রাজ্যলাভ দেবাহুপ্রিয়! সুতরাং দেবাহুপ্রিয়! শিবা দেবী পূর্ণ নর-নাগ সাড়ে সাত বাজিদিন গত হইলে আপনাদের কুলকেতু, কুলপ্রদীপ, কুলপর্বত, কুলাবতংস, কুলকীর্তিকর, কুলদিনকর, কুলাধার, কুলনন্দন, কুলযশস্কর, কুলপাদপ, কুলবিবর্ধন, স্কুমার হস্তপদযুক্ত, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও দেহের হীনতা বা ন্যূনতাবিহীন, জলক্ষণ ও শুভব্যঞ্জক গুণযুক্ত, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতিতে প্রমাণানুসারে, সর্বাঙ্গসুন্দর, শরীর জায় সৌম্যদর্শন, কান্ত, প্রিয়দর্শন এবং সুরূপ একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিবেন।

দেবাণুপ্পিয়া ! সিবাএ দেবীএ স্মিণা দিট্ঠা । জাব আরোগ্গ-  
তুট্ঠি-দীহাউ-কল্লাণ-মংগল্ল-কারগা ॥ দেবাণুপ্পিয়া ! সিবাএ  
দেবীএ স্মিণা দিট্ঠা ॥

ততে সে সমুদ্দবিজ্জয়ে রায়্য তেসিং স্মিণ-লক্খণ-পাটগাণং  
এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠতুট্ঠ জাব তে স্মিণ-লক্খণ-  
পাটগে এবং বয়াসী ॥ “এবমেয়ং দেবাণুপ্পিয়া ! তহমেয়ং  
দেবাণুপ্পিয়া ! অবিতহমেয়ং দেবাণুপ্পিয়া ! ইচ্ছিয়মেয়ং, পড়িচ্ছিয়-  
মেয়ং, ইচ্ছিয়-পড়িচ্ছিয়মেয়ং দেবাণুপ্পিয়া ! সবেষ ॥ এনং  
অট্ঠে সে, জহেয়ং তুৰ্ভে বয়হ” ত্তি কট্টু তে স্মিণে সম্মং  
পড়িচ্ছই । -ত্তা স্মিণ-লক্খণ-পাটএ বিউলেণং অসণেণং  
পুপ্প-বন্ধ-গংধ-মল্লালংকাবেণং নক্কারেতি সম্মাগেতি । নক্কারিত্তা  
সম্মাগিত্তা বিউলং জীবিন্নারিহং পীইদানং দলয়তি । -ত্তা  
পড়িবিসজ্জেই ॥

ততে ॥ সমুদ্দবিজ্জয়ে রায়্য সীহাসণাও অব্ভুট্ঠেই ।  
অব্ভুট্ঠিত্তা জেণেব সিবা দেবী জবণিয়ংতবিয়া তেণেব  
উবাগচ্ছই । উবাগচ্ছিত্তা সিবা দেবী এবং বয়াসী ॥ “এবং  
খলু দেবাণুপ্পিয়া ! স্মিণসখংসি বায়ালীসং স্মিণা জাব এগং  
মহাস্মিণং পানিত্তা ॥ পড়িবুজ্জংগতি ॥ জাব ধম্ম-বর-  
চক্রবট্টী ॥” ততে ॥ সিবা দেবী এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-  
তুট্ঠ জাব তে স্মিণে সম্মং পড়িচ্ছই । পড়িচ্ছিত্তা সমুদ্দ-  
বিজ্জবেণং রম্মা অব্ভগ্নায়্য সন্নগী নাশা-মণি-রয়ণ-ভত্তি-চিহ্নাও

দেবাহুপ্রিয়! কাজেই শিবা দেবীর দেখা স্বপ্নগুলি আবোগ্য, তৃষ্টি, দীর্ঘায়ু, কল্যাণ ও মঙ্গলের কারক। তাবপর সমুদ্রবিজয় রাজা সেই স্বপ্ন-লক্ষণ-পাঠকগণের এই কথা [ কানে ] শুনিয়া ও [ ঘ্যানে ] ধারণা করিয়া ছুট-ছুট.....যাবৎ.....স্বপ্নলক্ষণ পাঠকগণকে এই কথা বলিলেন। “তো দেবাহুপ্রিয়গণ! এ কথা বার্থ! তো দেবাহুপ্রিয়গণ! এ কথা প্রকৃত। তো দেবাহুপ্রিয়গণ! এ কথাই সত্য। তো দেবাহুপ্রিয়গণ! ইহাতে সন্দেহ নাই। তো দেবাহুপ্রিয়গণ! ইহাই অতীত। তো দেবাহুপ্রিয়গণ! আপনারা বাহা বলিলেন তাহা সবই সত্য।” এই বলিয়া তিনি স্বপ্নগুলি সম্যক্ বরণ করিয়া লইলেন। লইয়া সেই স্বপ্নলক্ষণপাঠকদিগকে বিপুল অশন, পুষ্প-বস্ত্র-গন্ধমাল্য অলঙ্কারাদি দিয়া সৎকৃত ও সম্মানিত করিলেন। কবিতা জীবিকাব উপযোগী বিপুল শ্রীতিদান দেওয়াইলেন। তারপর তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাবপর সমুদ্রবিজয় রাজা সিংহাসন হইতে উঠিলেন। উঠিয়া যেখানে ববনিকান্তরালে শিবা দেবী ছিলেন সেইখানে গেলেন। গিয়া শিবা দেবীকে এই কথা বলিলেন। “ওগো দেবাহুপ্রিয়ে! স্বপ্নশাজে বেরান্ধিটি স্বপ্ন.....যাবৎ.....একটিমাত্র দেখিয়া আগবিত হন।.....যাবৎ... ..ধর্মব চক্রবর্তী জিন হইবে।” তারপর শিবা দেবী এই কথা শুনিয়া ও বুঝিয়া ছুটছুট...যাবৎ... স্বপ্নগুলি সম্যক্ বরণ করিয়া লইলেন। বরণ করিয়া লইয়া সমুদ্রবিজয় বাজার অল্পমতি লইয়া তিনি নানা মণিবস্ত্রে খচিত বিবিধ চিত্রে



ভদ্রসগাও অব্ভুট্টেই। অব্ভুট্টিষ্ঠা অতুবিয়ং অচবলং  
অসংভংতাএ অবিলংবিয়াএ বায়হংস-সবিসীএ গর্জএ জ্ঞেবেব  
সএ ভবণে তেণেব উবাগচ্ছতি। উবাগচ্ছিত্তা সয়ং ভবণং  
অণুপবিট্টা ॥

জপ্পভিহং চ গং অবহা অরিট্টেনেমী সমুদ্ভবিজয়স্স বন্নো  
কুলং বকংতে তপ্পভিহং চ গং বহবে বেসমণ-কুংড-ধাবিণো  
তিরিয়-জংভয়া দেবা সক্ক-বয়ণেণং সে, জাহং পুবা-পোবাণাহং  
মহানিহাণাহং ভবংতি—তং জহাঃ পহীণ-সমিয়াহং পহীণ-  
সেউয়াহং পহীণ-গোত্তাণাবাহং উচ্ছিন্ন-সমিয়াহং উচ্ছিন্ন-  
সেউয়াহং উচ্ছিন্ন-গোত্তাণাবাহং গামাগব-নগব-খেড়-কব্বড়-  
মড়ব-দোণমুহ-পট্টগাসম-সংবাহা-সন্নিবেসেস্স সিংঘাড়েস্স বা  
তিএস্স বা চট্টকেস্স বা চচ্চবেস্স বা চট্টমুহেস্স বা মহাপহেস্স বা  
গামট্টাণেস্স বা আবণেস্স বা দেবকুলেস্স বা সভাস্স বা পবাস্স  
বা আবামেস্স বা উজ্জাণেস্স বা বণেস্স বা বণ-সংডেস্স বা  
সুসাণ - সুসাগাব - গিরি-কন্দব-সংতি-সংধি-সেলোবট্টাণ-ভবণ-  
গিহেস্স বা সংনিকৃথিত্তাহং চিট্টংতি—তাহং সমুদ্ভবিজয়স্স  
রায়-ভবণংসি সাহরংতি ॥ জং বয়ণিং চ গং অরহা অরিট্টেনেমী  
সমুদ্ভবিজয়স্স বন্নো কুলংসি অণুপবিট্টে তং বয়ণিং চ গং  
তস্স বন্নো কুলং হিবল্লং বড্টিখা, সুবল্লং বড্টিখা ধণেণং  
ধম্মেণং বজ্জেণং বট্টেণং বড্টিখা, বলং বাহণেণং কোসেণং  
কোট্টাগারেণং পুবেণং অংতেউরেণং জণবয়েণং জসবয়েণং  
বড্টিখা। বিপুল - ধণ - কণগ - রয়ণ-মণি-মোত্তিয়-সংখ-সিল-  
প্পবাল-রত্তবয়ণমাইএণং সংত-সাব-সাবইজ্জেণং অজ্জব গীই-  
সক্কাব-সমুদএণং অভিবড্টিখা। ততে গং অরহংতস্স  
অরিট্টেনেমিস্স অস্মা-পিউণং অয়মেয়াবাবে অজ্জাখিএ চিৎতিএ

চিত্রিত ভদ্রাসন হইতে উঠিলেন। উঠিয়া অবরিত, অচপল, অবিহ্বল, অবিলম্বিত রাজহংসতুল্য গতিতে বেধানে নিজের ভবন সেইখানে গেলেন। গিয়া স্বত্ববনে প্রবেশ করিলেন। বধন হইতে অর্হৎ অরিষ্টনেমি সমুদ্রবিজয় রাজার কূলে প্রবেশ করেন, তখন হইতে শক্রের আদেশে বহু বৈশ্রবণ কুণ্ডহারী তির্ঘ্ণবোনি কৃন্তক দেবগণ পুরাকালীন পুরাতন বহু ধনরত্ন আনিয়া সমুদ্রবিজয় বাজার গৃহে রাখিতে লাগিল। সেগুলি ব বিবরণ এইরূপ : যে-সব ধনরত্নের অধিকারী, সেবক বা গোত্ররক্ষক উচ্ছিন্ন হইয়াছে সেইসব ধনরত্ন। গ্রামে, আকরে, নগরে, খেটে, কর্বেটে, মডমপট্টনে, আশ্রমে, সংবাহে, সন্নিবেশে, সিংঘাটকে, ত্রিকোণে, চতুষ্কোণে, চত্বরে, চৌমাথায, মহাপথে, বিলুপ্ত ভিটার, লুপ্ত নগরের ভিটার, গ্রামের জলনির্গমপথে, নগরের জলনির্গমপথে, আগণে, দেউলে, সত্যস্থলে, প্রপাতস্থলে, আরামে, উভানে, বনে, বাড-ঝোঁপে ( বনবণ্ডে ), অশানে, শূন্তগৃহে, গিবিবন্ধরে, শাস্তিগৃহে, সক্তিগৃহে, শৈলোপস্থানগৃহে অথবা শৈলভবনে সঞ্চিত বা নিকিষ্ট বে-সব ধনবস্তু। যে রত্ননীতে অর্হৎ অরিষ্টনেমি সমুদ্রবিজয় বাজার কূলে প্রবেশ কবেন সেই বজ্রনীতেই ঐ রাজার কূলে হিরণ্যবুদ্ধি, জ্বরগ-বুদ্ধি, ধনবুদ্ধি, শান্তবুদ্ধি, রাজ্যবুদ্ধি, বাঈবুদ্ধি, বলবুদ্ধি, বাহনবুদ্ধি, কোষবুদ্ধি, কোঠাগারবুদ্ধি, পুরবুদ্ধি, অন্তঃপুৰবুদ্ধি, জনগণবুদ্ধি, বশোবাদ বুদ্ধি হইয়াছিল ; এবং বিপুল ধন, কনক, রত্ন, মণি, যৌক্তিক, শস্ত্র, শিলা, প্রবাল, রক্তরত্ন আদি প্রকৃত মূল্যবান্ সাবলম্পদ্ সবই বুদ্ধি পাইয়াছিল। প্রীতিসংকাবাদি সংকর্মণ অত্যধিক পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছিল। তারপব অর্হৎ অরিষ্টনেমির নাতাপিতার মনোমধ্যে

পথিএ মণোগএ সংকল্পে সমুপ্পজ্জিখা ॥ “জপ্পভিহিং চ গং  
অম্হং এস দারএ কুচ্ছিংসি গব্ভস্তাএ বকংতে তপ্পভিহিং  
চ গং অম্হে হিরন্নেণং বড্ঢামো অুবন্নেণং বড্ঢামো, ধণেণং  
ধন্নেণং রজ্জ্জেণং রট্টেণং বলোণং বাহণেণং কোসেণং কোট্টা-  
গারেণং পুরেণং অংতেউরেণং জণবএণং জস-বায়়েণং বড্ঢামো  
বিপুল - ধণ - কণগ - রয়ণ - মণি - মোত্তিয় - সংখ-সিল- স্নবাল-  
বত্তবয়ণমাইএণং সংত-সার-সাবএজ্জেণং পীই-সক্কারেণং অট্টব  
অভি-বড্ঢামো তং জয়া গং অম্হং এস দাবএ জাএ ভবিস্সই,  
তয়া গং অম্হে এয়স্স দারগস্স এয়াগুরুবং গোম্মং গুণ-নিপ্পক্ষম্  
নামধিচ্ছং করিস্সামো অরিত্টনৈমি স্তি ॥

তএ গং সা সিবা দেবী ন্হায়া কয়-বলি কম্মা কয়-কোউয়-  
মংগল-পায়চ্ছিত্তা সব্বালংকাব-বিভুসিয়া নাই-সীএহিং নাই-  
উণ্হেহিং নাই-তিত্তেহিং নাই-কড্ঢুএহিং নাই-কসাএহিং নাই-  
অংবিলেহিং নাই-মহ্বেহিং নাই-নিদ্ধেহিং নাই-লুক্খেহিং নাই-  
উল্লেহিং নাই-সুক্খেহিং সর্ববত্তু-ভয়মাণ-সুহেহিং ভোয়ণচ্ছাযণ-  
গংখ-মল্লেহিং ববগয়-রোগ-সোগ-মোহ-ভয়-পবিস্সমা সা, জং  
তস্স গব্ভস্স হিয়ং মিয়ং পচ্ছং গব্ভ-পোসণং, তং দেসে  
য় কালে য় আহাৰমাহাবেমাণী বিবিস্ত-মউএহিং সয়ণাসণেহিং  
পইবিক্সম্হাএ মণাপুক্লাএ বিহাবড্ঢমীএ পসখ-দোহলা  
সংপুন্ন-দোহলা সংমাণিয়-দোহলা অবিমাণিয়-দোহলা বোচ্ছিন্ন-  
দোহলা বিবণীয়-দোহলা স্হংস্হেণং আসয়ই সয়ই চিট্টই  
নিসীয়ই তুম্হট্টই, স্হংস্হেণং তং গব্ভং পবিবহই ॥

ব্যাকুলভাবে এইরূপ একটি অতীষ্ট প্রার্থনা সংকলিত হইয়াছিল : যখন আমাদের এই বালক কুম্ভিন্দ্ৰে আসিয়াছে তখন হইতেই আমাদের হিরণ্যবুদ্ধি, স্ববর্ণবুদ্ধি, ধনবুদ্ধি, বাস্তববুদ্ধি, রাজ্যবুদ্ধি, রাষ্ট্রবুদ্ধি, বলবুদ্ধি, বাহনবুদ্ধি, কোষবুদ্ধি, কোষ্ঠাগারবুদ্ধি, পুংবুদ্ধি, অন্তঃপুংবুদ্ধি, জনপদ-বুদ্ধি হইয়াছে এবং ধন, কনক, বস্ত্র, মণি, মৌক্তিক, শব্দ, শিলা, প্রবাল, রক্তবস্ত্র আদি প্রকৃত মূল্যবান্ সাবসম্পদ (স্বাপভেয়) সবই বুদ্ধি পাইয়াছে। প্রীতি সংকাষাদি সংকর্মেও আমরা অত্যধিক পুৰিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছি। সেজন্য যখন এই বালক ভূমিষ্ঠ হইবে তখন এই সর্বগুণাবিত, সর্বগুণসম্পন্ন বালকেব এই সকল গুণের অল্পকণা নাম ‘অবিষ্টনেমি’ রাখিব। তাবপব সেই শিবা দেবী [প্রত্যহ] জ্ঞান কবেন, বলিকর্ম কবেন, কৌতুককর্ম এবং প্রায়শ্চিত্ত করেন, সর্বাঙ্গকারে দেহ বিভূষিত করেন, নাতি-শ্রীত, নাতি-উষ্ণ, নাতি-তিত্ত, নাতি-কটু, নাতি-কষায়, নাতি-অগ্ন, নাতি-মধুর, নাতি-স্নিগ্ধ, নাতি-ক্লম, নাতি-আর্দ্র, নাতি-শুষ্ক, সর্ব ঋতুতে সুখকর, ভোজন, আচ্ছাদন এবং গন্ধমালাদি ব্যবহার করেন। তাব কলে রোগ, শোক, মোহ, ভয় ও পবিশ্রম অপগত হয়। বেক্রপ আহার তাঁহার গর্ভের পক্ষে হিতকর, পবিমিত, পথ্য, গর্ভপোষণকর ও দেশকালের অল্পকণ, তাহাই আহার করেন। অনন্তস্পৃষ্ট, সুকোমল শয্যা ও আসনে [শয়ন ও উপবেশন করেন], বিবেচন-সুখকর ব্যবহাব করেন। মনোবঞ্জন বিহারভূগিতে বিচরণ করেন। তাঁহাব সর্ববিধ দোহদ প্রশস্তভাবে সম্পূর্ণভাবে সম্মানিত ও পালিত হয়। তাঁহার কোনও দোহদ উপেক্ষিত হয় নাই ; একটি একটি করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহার প্রত্যেকটি দোহদ মিটানো হয়। শয়নের সুখ, অবস্থানের সুখ, উপবেশনের সুখ, আশ্রয়ের সুখ, স্বপ্রসাধনের সুখ প্রভৃতি সর্ব সুখে সুখিনী হইয়া তিনি গর্ভভাব বহন কবিতে লাগিলেন।

## পরিশিষ্ট ঘ

১৭২ স্তোত্রের অংশ

[ জং রয়গিং চ গং অবহা অবিট্টনেমী জাএ, তং বয়গিং চ গং বহুহিং দেবেহিং দেবীহি য় উবয়ংতেহি য় উপ্পয়ংতেহি য় উজ্জাবিয়া বি হোখা । ] জং রয়গিং চ গং অবহা অবিট্টনেমী জাএ, তং বয়গিং চ গং বহুহিং দেবেহিং দেবীহি য় উবয়ংতেহিং ( দেবুজ্জোএ এগালোএ লোএ দেব-সম্মিবায়্য ) উম্মিংজলমাণ-ভুয়া কহকহগভুয়া য়াবি হোখা ॥ জং রয়গিং চ গং অবহা অবিট্টনেমী জাএ, তং রয়গিং চ গং বহবে বেসমণ-কুংডধারী তিবিয়-জংভগা দেবা সমুদবিজয়সুস রায়-ভবণংসি হিবন্নবাসং চ সুবন্নবাসং চ বইর-বাসং চ বখরাসং চ আভরণ-বাসং চ পত্তবাসং চ পুপ্ফবাসং চ ফলবাসং চ বীন্নবাসং চ মল্লবাসং চ গংখবাসং চ বন্নবাসং চ চুন্নবাসং চ বসুহা-বাসং চ বাসিংগু । [ ‘পিয়ট্টন্নোএ পিয়ং নিবেএমো, পিয়ং ভে ভবউ মউড়-বজ্জং জহা মালিয় উমোয়ং মখএ ধোয়ই ।’ ] ॥

তএ গং সে সমুদবিজয়ে বায়া ভবণ-বই-বাণ-মংতব-জোইস-বেমাণিএহিং দেবেহিং তিখয়ব-জন্মণ-অভিসেয়-মহিমাএ কয়াএ সমাণাএ পচ্চুস-কাল-সময়ংসি নগর-শুভ্তিএ সদ্দাবেই । সদ্দাবিন্তা এবং বয়াসী ॥ “খিপ্পমেব ভো দেবাণুপ্পিয়া” সোবিয়পুবে নগবে চারগ-সোহণং কবেহ । করিত্তা মাণ্ণমাণ-বদ্ধণং কবেহ । -স্তা সোরিয়পুবাং নগরং সব্ভিংতব-বাহিবিয়ং আসিয়-সংমজ্জি-উবলেবিয়ং সংঘাড়গ-তিষ-চউক্ক-চচ্চব - চউসুহ-মহাপহ-পহেন্নু সিত্ত-সুই-সংমট্ট-রচ্ছংতবাবণ-বীহিয়ং মংচাইমংচ-কলিয়ং নাণা-বিহ-রাগ-ভুসিয়-আয়-পড়াগ-মংডিয়ং লা-উল্লোইয়-

## পরিশিষ্ট ঘ

### ১৭২ স্রুতের অংশ

[যে বজ্রনীতে অর্হৎ অরিষ্টনেমি ভূমিষ্ট হন, সেই বজ্রনীতে বহু দেব ও বহু দেবীর অবতবণ ও উৎপত্তনে সর্বস্থান উদ্ভোতিত হইয়াছিল।] যে বজ্রনীতে অর্হৎ অবিষ্টনেমি ভূমিষ্ট হন, সেই বজ্রনীতে বহু দেব ও বহু দেবী নিম্নে আগমন ও উৎখের্ গমন কবিয়াছিলেন বলিয়া (দেব-ছাতিতে আলোকিত জগতে দেবসন্নিপাত ঘটয়াছিল) [সমস্ত জগৎ] ভয়চকিত ও ‘কি হইল, কেন হইল?’ শব্দে শঙ্কায়মান হইয়াছিল। যে বজ্রনীতে অর্হৎ অরিষ্টনেমি ভূমিষ্ট হন, সেই বজ্রনীতে বৈশ্রবণ কুবেরের আজ্ঞাবাহী বহু তির্ষক ও ভৃশক দেবগণ (অর্থাৎ কিম্বরগণ) রাজা সমুদ্রবিজয়ের রাজত্ববনে হিরণ্য (=রজত) বর্ষণ, তুবর্ণ-বর্ষণ, বহ্ন (—হীবক)-বর্ষণ, বজ্র-বর্ষণ, আভরণ-বর্ষণ, পদ্ম-বর্ষণ, ফল-বর্ষণ, বীজ-বর্ষণ, মাল্যবর্ষণ, গন্ধদ্রব্য-বর্ষণ, বর্ণ (=চন্দন)-বর্ষণ, চূর্ণ বর্ষণ ও বহুধারা বর্ষণ করিয়াছিল। [‘প্রিয়-প্রয়োজনে প্রিয় নিবেদন করি, তোমার প্রিয় হউক’—এই বলিয়া (পরিচাবিকারী) মাথার মাল্যযুক্ত মুকুট খুলিয়া বাধিয়া মাথা ধোওয়াইল। তারপর ভবনপতি, ব্যস্তব, জ্যোতিষিক, বৈমানিক ও দেবগণ তীর্থকর-জন্ম-মাহাত্ম্য-জ্ঞাত কৃত্য সম্পাদন কবিলে পব রাজা সমুদ্রবিজয় প্রত্যুৎকালে নগব-গোপ্তৃ-গণকে ডাকিলেন। ডাকিয়া এই কথা বলিলেন। ভো দেবান্ন-প্রিয়গণ! শীঘ্র সৌরিকপুত্র নগবেব চাবশোধন (বন্দিমুক্তি) কবিয়া দাও। [বাজ্যবেব] মান ও মাপ (অর্থাৎ ওজন ও পরিমাপ) বাড়াইয়া দাও। সৌরিকপুত্র নগবের অভ্যন্তরে ও বাহিবে অবস্থিত রাস্তাব চৌমাথা, তেমাথা, চতুষ্কোণস্থান, নগবচত্বর, চতুর্দার গৃহ, মহাপথ প্রভৃতি সকল স্থানেই জনসেচন, সম্মার্জন ও উপলপন কবাও। বড় রাস্তার মাঝখানে ও দোকানের পথে অসংখ্য মঞ্চ নির্মাণ কবাও এবং সেই মঞ্চগুলিকে নানাবর্ণে বিভূষিত ধ্বজ ও পতাকায় মণ্ডিত

মহিয়ং গোসীন-সরস-রক্ত-চন্দন-দন্দর - দিল - পংচংগুলি - তলং  
 উবচিয়-বংদণ-কলনং বংদণ - ঘড় - শুকর-তোরণ-পরিহবার-দেন-  
 ভাগং আসন্তোসন্ত - বিপুল - বট - বগ্‌ঘারিয় - মল্ল-দান-কলাবং  
 পংচ-বম-সরস-সুরভি-মুক-পুপ্‌ফ-পুংছোবয়ার-করিয়ং কালাশুক্র-  
 পবর - কুংছুরক - ছুরক - ডাংত-ধুব-মঘমঘংত-গংধুয়াভিরাগং  
 শৃগংধ-বব-গংধিয়ং গংধবট্টি-ভুরং নড় - নট্টগ-জল্ল-মল্ল-মুট্টিয়-  
 বেলংবগ - কহগ - পাটগ - লাসগ - আনক্‌খং - লংখ-মংখ-ভুগইল্ল-  
 ভুনবীণিয়-অণেগ-তালায়রাণ্‌চরিয়ং করেহ য় কারবেহ য়।  
 করিস্তা কারবিস্তা য় জুর-সহস্‌সং চ মুসল-সহস্‌সং চ উন্‌সবেহ।  
 উন্‌সবিস্তা মম এয়ং আণস্তিয়ং পচ্চপ্পিগহ ॥” তএ ণং তে  
 কোড়ুংবিয়-পুসিসা সমুদবিজয়েং রয়া এবং বৃত্তা সনাণা  
 ইট্‌ঠ - তুট্‌ঠ - জাব পড়িসুংতি। পড়িসুংতি পিপ্পমেব  
 সোরিয়পুং নগরে চারগ-সোহং জাব উন্‌সবিস্তা জেগেব  
 সমুদবিজয়ে রয়া, তেগেব উবাগচ্ছংতি। উবাগচ্ছিস্তা জাব  
 সমুদবিজয়স্‌ রয়ো এয়মাণস্তিয়ং পচ্চপ্পিগংতি ॥

তএ ণং সমুদবিজয়ে বায়া জেগেব অট্টণালা, তেগেব  
 উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিস্তা নব্বোরোহেং নব্ব - পুপ্‌ফ -  
 মল্লালংকার - বিভূসাএ সব্ব-ভুড়িয় - সদ্দ - সংনিয়াএং মহয়া  
 ইড্‌টীএ মহয়া জুইএ মহয়া বলেং মহয়া বাহেং মহয়া  
 বর-ভুড়িয়-জমগ-সমগ-প্পবাইএং সংখ - পণব - পড়হ - ভেরি-

কবাও। লাজ রিকিবণ ও উল্লোচ (= চন্দ্রাতপ) বিস্তারণ ঘাৰা মহিত (অৰ্ধাৎ উৎসবিত) কবাও। সরস গোশীর্ষ, রক্তচন্দন ও দর্দব নামক গন্ধদ্রব্য বাঁটিয়া তাহা লইয়া নানাস্থানে পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত কবতলের ছাপ দেওয়াও। মঙ্গলকলসকল স্থাপন কবাও। ঐতি তোরণের দ্বারদেশভাগ বন্দনঘটে স্থাপিত কবাও। ফুলের মালাব সঙ্গে ফুলের মালা আলগা কবিয়া ও ঘন কবিয়া জড়াইয়া মোটা কবিয়া সেই মোটা মালা দিয়া সব জায়গা সাজাইবার আদেশ দাও। শ্রেষ্ঠ কালাঙ্কুর, কুন্দুৰু, তুরুৰু প্রভৃতির সহিত ধূপ পোড়াইয়া সমস্ত নগর জুগড়ে মহ মহ করিয়া তোল, আব গন্ধদ্রব্য ছড়াইয়া তাহাব জুগড়ে সমস্ত নগরটিকে একটি গন্ধবর্তিকাতুল্য কবিয়া ফেল। নট, নর্তক, জল্ল, মল্ল, মুষ্টিক, বিড়ম্বক, কথক, পাঠক, লাসক, আবক্ষক, লজ্জ, বজ্জ, তুণবাদক, তুঘ-বীণাবাদক এবং তালচর ও তাহাদেব বহু অহুচর নিযুক্ত কর। তাবপর ধূপসহস্র ও মুসলসহস্র সহ উৎসব আরম্ভ করিয়া দাও। উৎসব আরম্ভ কবিয়া দিয়া আমাব আদেশপালনসংবাদ আমার নিকট জ্ঞাপন কর।

তাবপর সেই কুটুম্বপুৰুষগণ সমুদ্রবিজয় বাজা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ছুটুছুটী.....যাবৎ.....আদেশ গ্রহণ কবিল। কবিয়া সমস্ত সৌরিকপুৰ নগরের চাবশোধন (বন্দী-মুক্তি) করিয়া.....যাবৎ..... উৎসব আবম্ভ করিয়া দিয়া যেখানে সমুদ্রবিজয় বাজা সেইখানে উপস্থিত হইল। হইয়া সমুদ্রবিজয় বাজার নিকট এই আজ্ঞা প্রতাপালমের সংবাদ জ্ঞাপন কবিল।

তারপর সমুদ্রবিজয় বাজা যেখানে অট্টনশালা (ব্যাসাঙ্গাব) সেইখানে চলিলেন। সমস্ত অববোধ (নারীবর্গ) লইয়া পুষ্প, গন্ধবস্ত্র, মালালকারাদি ভূষণ সহযোগে, ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, বিপুল ঐশ্বৰ্যের অরূপ জাঁকজমক সহকারে অসংখ্য সেনা, যানবাহন ও অহুচরবর্গের সহিত ও বহু দল-বল লইয়া [রাজা সমুদ্রবিজয় পুত্রজয় উপনামে] দশ-দিন-ব্যাপী স্থিতি-প্রতীজ্যা উৎসব সম্পাদন কবিলেন। ঐ উৎসবে ভূড়ি, যমক, গমক, শঙ্খ, পণব, ভেবি, বজ্রবি, ঋষমুখী, হড়ুঙ্ক, মুবজ,



ঝল্লরি - খরমুহি - ছড়ুঙ্ক - মুরজ - মুইংগ-ছংছুহি-নিগ্ঘোস-নাইয়-  
 রবেণং উস্মুঙ্ক উক্বং উক্কিট্টং অদিজ্জং অমিজ্জং অভড্ধ-  
 বেসং অদংড - কোদংডিমং অধরিমং গণিয়া - বর-নাড়ইজ্জ-  
 কলিয়ং অণেগ-তালায়রাণ্ণচবিয়ং অণুচ্ছুর-মুইংগং অমিলায়-  
 মল্ল-দামং পমুইয়-পক্কীলিয়-স-পুন্নজ্জ-জাণবয়্যং দসদিবসং ঠিই-  
 পড়িয়ং কবেই ॥ তএ গং সে সমুদবিজ্জয়ে বায়া দসাহিয়াএ  
 ঠিই-পড়িয়াএ বট্টমাণীএ সইএ য় সাহস্সিএ য় সয়-সাহস্সিএ  
 য় জাএ য় দাএ য় ভাএ য় দলমাণে য় দবাবেমাণে য় সইএ  
 য় সাহস্সিএ য় সয়-সাহস্সিএ য় লংভে পড়িচ্ছমাণে য়  
 পড়িচ্ছাবেমাণে য় এবং বিহবই ॥ তএ গং অরহংতস্স  
 অরিট্টনৈমিস্স অম্মা-পিয়বো পঢ়মে দিবসে ঠিই-পড়িয়ং  
 করেংতি, তইএ দিবসে চন্দ-সুব-দংসণিয়ং করেংতি, ছট্টে  
 দিবসে ধম্ম-জাগবিয়ং করেংতি, ইক্কারসমে দিবসে বিইক্কতে,  
 নিববন্তিএ অম্মুই-জম্ম-কম্ম-কবণে, সংপত্তে বাবসাহ-দিবসে  
 বিউলং অসণ-পাণ-থাইম-সাইমং উবক্করাংবিংতি । -ত্তা মিত্ত-  
 নাই-নিয়গ-সয়গ-সংবধি-পবিজ্জণং নায়এ য় ষ্ঠিএ য় আমংতিত্তা,  
 তও পচ্ছা ন্হায়া কয়-বলি-কম্মা কয়-কোউয়-মংগল-পায়চ্ছিত্তা  
 সুদ্ধ-প্পাবেসাইং মংগল্লাইং পববাইং বখাইং পবিহিয়া অল্প-  
 মহগ্ঘাভবণাংকিয়-সরীবা ভোয়গ-বেলাএ ভোয়গ-মংডবংসি  
 সুহাসণ-বর-গয়া তেণং মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়গ-সংবধি-পবিজ্জণেণং

মৃদক, হৃদয়প্রভৃতি নানা বাস্তব বাস্তবিত্তে লাগিল। নানা বাস্তব নানা  
রবে নগর মুখবিত্ত হইয়া উঠিল। সর্ববিধ ভুজ, সর্ববিধ বাজকব ও সর্ববিধ  
কৃষিকর উঠাইয়া দেওয়া হইল। [ক্রয়-বিক্রয় না থাকায়] দোকানে  
দেওয়া-নেওয়া ও মাগ কবা বা ওজন কবার কাজ উঠিয়া গেল।  
অদণ্ড-কুদণ্ড ( লঘুগাপে ও কুদণ্ড বা আইন-বিক্রয় দণ্ড ) উঠিয়া গেল।  
ঋণ উঠিয়া গেল। প্রজার গৃহে ভট্টের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল।  
শ্রেষ্ঠ গণিকাদিগের নৃত্য চলিতে লাগিল। নৃত্যাদির তালে তালে  
মৃদক বাজিতে লাগিল। টাটকা কুলের মালা লান হইতে পায় নাই।  
পৌরগণ ও জ্ঞানপদগণ সহ সমস্ত বাজ্যের লোক আনন্দ-উৎসবে ও  
খেলায় মাতিয়া রহিল। তারপর সেই সমুদ্রবিজয় রাজা দশ-দিন-  
ব্যাপী স্থিতি-প্রতীজ্য উৎসবের কালে শত, সহস্র ও লক্ষ যাগ কবিতা-  
ছিলেন, শত, সহস্র ও লক্ষ দায় উদ্ধার কবিতা দিয়াছিলেন, শত,  
সহস্র ও লক্ষ ভাগ ( অর্থাৎ সম্পত্তির অংশদান ) করিয়াছিলেন  
এবং দান কবিতার আদেশ দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি  
শত, সহস্র ও লক্ষ উপহাৰ ( লাভ ) বরণ করিয়া লইয়াছিলেন ও  
বরণ করিয়া লইবার আদেশ দিয়াছিলেন। তাবপর অর্ধৎ অরিস্টনেমির  
মাতাপিতা প্রথম দিবসে স্থিতিপ্রতীজ্য ( আরম্ভ ) কবেন, তৃতীয়  
দিবসে চন্দ্রস্বৰ্ণপ্রদর্শন করেন ও ষষ্ঠ দিবসে স্বর্ষ্যআগম্য বিধি  
পালন করেন। তারপর জাতাশৌচাস্তকর্ম নিবৃত্ত হইবার পর  
একাদশ দিবস গত হইলে দ্বাদশ দিবস আগিলে [ তাঁহারা ] প্রচুর  
অশনীয়, পানীয়, সুখাত্ত ও সুস্বাদু বস্ত্র প্রস্তুত কবাইলেন। কবাইয়া  
মিত্র, জাতি, নিজক-জন, স্বজন, সংবন্ধীজন, পরিজন, নায়ক এবং  
কজ্রিয়গণকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং পশ্চাৎ স্নাত হইয়া, বলিকর্ম  
সমাপ্ত করিয়া, কৌতুকমঙ্গল এবং প্রায়শ্চিত্ত সাধিয়া, [ অশৌচান্তে ]  
শুদ্ধির উপযোগী, মঙ্গলজনক, শ্রেষ্ঠ বস্ত্র পরিয়া, অন্ন অথচ মহার্ঘ  
অলঙ্কারে শরীর অলঙ্কৃত কবিতা, ভোজন-বেলা সমুপস্থিত হইলে  
ভোজন-মণ্ডপে গিয়া শ্রেষ্ঠ সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া ঐ সকল মিত্র  
জাতি, নিজক-জন, স্বজন, সংবন্ধীজন, ও পরিজনগণের সহিত সেই

সন্ধিং তং বিউলং অসণ-পাণ-খাইয় - সাইয়ং আসাএমাণা  
বিসাএমাণা পবিভাএমাণা পরিভুংজমাণা বিহবংতি ॥ জিমিয়-  
ভুভুস্তবাগয়া বি য় ণং সমাণা আয়ত্তা চোক্খা পবম-সুই-  
ভুয়া তং মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়গ-সংবংখি-পরিজ্ঞং বিউলেণং পুপ্ফ-  
বখ-গংধ-গল্লালংকারেণং সকারিংতি সম্মাণিংতি । সন্ধাবিত্তা  
সম্মাণিত্তা তস্বেব মিত্ত - নাই-নিয়গ-সয়গ-সংবংখি-পরিজ্ঞস্  
য় পুবও এবং বয়াসী ॥ পুবিং পি ণং দেবাণুপ্পিয়া ! অম্হং  
এয়ংসি দারগংসি গব্ভং বক্কেতংসি সমাণংসি ইমে এয়াকবে  
অজ্জাখিএ চিংতিএ পখিএ জাব সমুপ্পজ্জিত্থা : জপ্পভিইং  
চ ণং অম্হং এস দাবএ কুচ্ছিংসি গব্ভন্তাএ বক্কেতং,  
তপ্পভিইং চ ণং অম্হং হিরম্বেণং বড্ঢামো, সুবম্বেণং  
বড্ঢামো, ধম্বেণং জাব সাবইজ্জং গীই-সকারেণং অর্জব অর্জব  
অভিবড্ঢামো, সামংত-রায়্যাণো বসমাগয়া য় ॥ তং জয়া ণং  
অম্হং এস দাবএ জাএ ভবিস্‌সই, তয়া ণং এয়স্‌স দাবগস্‌স  
ইমং এয়ানুববং গুন্নং গুণ-নিপ্পক্কং নাম্মখিজ্জং কবিস্‌সামো  
অবিট্ঠনেমি ত্তি । তা অজ্জ অম্হং মণোবহ-সংপত্তী জয়া :  
তং হোউ ণং অম্হং কুমাবে অরিট্ঠনেমী নামেণং ॥

বিপুল অশনীয়, পানীয়, সুখাত ও সুস্বাদু বস্তুসকল স্বাদ-বিস্বাদ  
বুঝিয়া বুঝিয়া, ভাগপূর্বক পরিবেশন করিয়া কবিরা [সকলে মিলিয়া]  
পরিভুজন করিয়া বিহাব কবিলেন। আহার ও ভোজনের পব আচমন  
কবিরা পবিকার (চোক্ষ) ও পবমস্তিচি হইয়া সেই সব মিত্র, জ্ঞাতি,  
নিজজন, স্বজন, সংবন্ধজন ও পবিজনদিগকে বিপুল পুষ্প, বস্ত্র,  
গন্ধমালা ও অলংকার দিয়া সংকৃত ও সম্মানিত কবিলেন। সংকাব  
ও সম্মাননাব পব সেই মিত্র, জ্ঞাতি, নিজজন, স্বজন, -সংবন্ধী ও  
পবিজনবর্গের সামনে এই কথা বলিলেন। তো দেবামুপ্রিয়গণ!  
পূর্বে যখন আমাদের এই বালক গর্ভে ছিল তখনই আমাদের মনোমধ্যে  
এইরূপ ব্যাকুল প্রার্থনা সংকল্পিত হইয়াছিল, যখন হইতে আমাদের  
এই বালক গর্ভে আসিয়াছে তখন হইতেই আমাদের হিরণ্যবুদ্ধি, সুবর্ণ-  
বুদ্ধি, ধনবুদ্ধি, ধাতুবুদ্ধি.....যাবৎ.....স্বাপতের বাড়িয়াছে, শ্রীতি-  
সংকারও বাড়িয়াছে এবং সামন্ত রাজারাও বশে আসিয়াছে। হুতবাং  
যখন আমাদের এই বালক ভূমিষ্ঠ হইবে তখন এই বালকের এই সকল  
গুণের অরূপ গুণ-নিষ্পন্ন নাম 'অসিষ্টনৈমি' রাখিব। আর আজ  
আমাদের মনোরথ সিদ্ধি ঘটয়াছে, হুতবাং আমাদের কুহার নামে  
হউক 'অবিষ্টনৈমি'।



জিণচরিত্তং  
বীসং তিখ্গরাণং

জিনচরিত্র  
বিংশতি তীর্থংকর

নমিস্ ৭ং অৱহও কালগয়স্ বিইকংতস্ সমুজ্জাঅস্  
 ছিন্ন-জৱা-জাই-মৱণ-বংধণস্ সিদ্ধস্ বুদ্ধস্ মুত্তস্ অংত-  
 গড়স্ পৱিনিব্বুড়স্ সৱৱত্থক্খ-প্পহীণস্ ৭ংচ-বাস-সয়-  
 সহস্সাইং চউবাসীইং চ বাস-সহস্সাইং বিইকংতাং, নব চ  
 বাস-সয়াইং বিইকংতাং। দসমস্ য় বাস-সয়স্ অয়ং  
 অসীইমে সংবচ্ছৱে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৪ ॥

মুনিস্সুববয়স্ ৭ং অবহও কালগয়স্ জাব সৱৱত্থক্খপ্প-  
 হীণস্ একাৱস বাস-সয়-সহস্সাইং চউবাসীইং চ বাস-  
 সহস্সাইং নব য় বাস-সয়াইং বিইকংতাং। দসমস্ য় বাস-  
 সয়স্ অয়ং অসীইমে সংবচ্ছৱে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৫ ॥

মল্লিস্ ৭ং অবহও কাল-গয়স্ বিইকংতস্ সমুজ্জা-  
 অস্ ছিন্ন-জৱা-জাই-মৱণ-বংধণস্ সিদ্ধস্ বুদ্ধস্ মুত্তস্  
 অংতগড়স্ পৱিনিব্বুড়স্ সৱৱ-ত্থক্খ-প্পহীণস্ পন্নট্টিং  
 বাস-সয়-সহস্সাইং চউবাসীইং চ বাস-সহস্সাইং নব য় বাস-  
 সয়াইং বিইকংতাং। দসমস্ য় বাস-সয়স্ অয়ং  
 অসীইমে সংবচ্ছৱে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৬ ॥

অবস্ ৭ং অবহও কালগয়স্ জাব সৱৱ-ত্থক্খ-প্পহীণস্ এগে  
 বাস-কোড়ি-সহস্সে বিইকংতে। পন্নট্টিং বাস-সয়-সহস্সাইং  
 চউবাসীইং চ বাস-সহস্সাইং নব য় বাস-সয়াইং বিইকংতাং,  
 দসমস্ য় বাস-সয়স্ অয়ং অসীইমে সংবচ্ছৱে কালে গচ্ছই।  
 তং চ এয়ং : ৭ংচ-সট্টিং লক্খা চউৱাসীইং সহস্সা বিইকংতা,  
 তংগি সমএ মহাবীৰো নিব্বুও। তও পৱং নব য় বিইকংতা  
 দসমস্ য় বাস-সয়স্ অসীইমে সংবচ্ছৱে কালে গচ্ছই।  
 [ এবং অগ্গগও জাব সেয়ংসো তাব দট্ঠিব্বং ] ॥ ১৮৭ ॥

## মধ্যবর্তী 'তীর্থ'কল্পগণের কাল

অর্হৎ নমি কালগত.....সর্বহুঃখপ্রহীন হইবার পব পাঁচ লক্ষ চুবাশি হাজার বৎসব কাটিয়াছে। তারপব দশম শতকেব এই অশীতিতম বৎসব চলিতেছে ॥ ১৮৪ ॥

অর্হৎ মুনিমুখত কালগত.....হইবার পর এগারো লক্ষ চুবাশি হাজার ন'শো বৎসব কাটিয়াছে। তাবপব দশম শতকেব এই অশীতিতম বৎসব চলিতেছে ॥ ১৮৫ ॥

অর্হৎ মল্লি কালগত.....হইবার পব পঁয়ষট্টি লক্ষ চুবাশি হাজার ন'শো বৎসব কাটিয়াছে। তাবপব দশম শতকেব এই অশীতিতম বৎসব চলিতেছে ॥ ১৮৬ ॥

অর্হৎ অব কালগত.....হইবার পর এক সহস্র কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ চুবাশি হাজার ন'শো বৎসব কাটিয়াছে। তাবপব দশম শতকেব অশীতি-  
তম সংবৎসব চলিতেছে। তাঁহাব এই পঁয়ষট্টি লক্ষ চুবাশি হাজার বৎসব  
গত হইলে মহাবীবেব নির্বাণ হব। তারপব নয় শতক কাটিয়াছে;  
দশম শতকেব এই অশীতিতম সংবৎসব চলিতেছে। [ ইহার পর  
শ্রোয়াংস পর্যন্ত এইরূপই দ্রষ্টব্য ] ॥ ১৮৭ ॥



কুংথুস ৭৭ অরহণ জাব -গ্নহীণস এগে চউ-ভাগে  
পলিওবমে বিইককংতে পংচসট্টিং চ সন্ন-সহস্সা চউরাসীইং  
চ বাস-সহস্সা বিইককংতা ; তমি সন্নে মহাবীবো নিব্বুও ;  
তও পং নব য় বিইককংতাইং বাস-সয়াইং । দসমস্ স বাস-  
সয়স্ অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৮ ॥

সংতিস ৭৭ অবহণ জাব গ্নহীণস এগে চউভাগ-  
উণে পলিওবমে বিইককংতে ; পন্নট্টিং চ সন্ন-সহস্সা  
চউবাসীইং চ বাস-সহস্সাইং নব য় বাস-সয়াইং । দসমস্  
য় বাস-সয়স্ অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৯ ॥

থম্মস ৭৭ অবহণ জাব গ্নহীণস তিন্নি সাগবোবগাইং  
বিইককংতাইং পন্নট্টিং চ সন্ন-সহস্সা চউরাসীইং চ বাস-  
সহস্সাইং নব য় বাস-সয়াইং । দসমস্ য় বাস-সয়স্ অয়ং  
অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯০ ॥

অণংতস ৭৭ অবহণ জাব গ্নহীণস সত্ত সাগরোবগাইং  
বিইককংতাইং পন্নট্টিং চ সন্ন-সহস্সা চউরাসীইং চ বাস-  
সহস্সাইং নব য় বাস-সয়াইং । দসমস্ য় বাস-সয়স্ অয়ং  
অসীইমে সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই ॥ ১৯১ ॥

বিমলস ৭৭ অরহণ জাব -প্পহীণস সোলস সাগবো-  
বগাইং বিইককংতাইং পন্নট্টিং চ সন্ন-সহস্সা চউবাসীইং চ  
বাস-সহস্সাইং নব য় বাস-সয়াইং । দসমস্ য় বাস-সয়স্  
অয়ং অসীইমে সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই ॥ ১৯২ ॥

বাস্তুপুজ্জস ৭৭ অরহণ জাব -প্পহীণস ছারালীনং  
সাগবোবগাইং বিইককংতাইং পন্নট্টিং চ সন্ন-সহস্সা চউবা-  
সীইং চ বাস-সহস্সাইং নব য় বাস-সয়াইং । দসমস্ য় বাস-  
সয়স্ অয়ং অসীইমে সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৩ ॥

অর্হৎ কুহু কালগত.....হইবার পব এক পলিরোপম কালের চতুর্থাংশ কাটিয়াছে। তাবপর পঁয়ষট্টি লক্ষ চুবাশি হাজার বৎসর কাটিয়াছে। সেই সময়ে মহাবীরের নির্বাণ হয়। তারপর নয় শতক কাটিয়াছে। দশম শতকেব এই অশীতিতম সংবৎসব চলিতেছে ॥ ১৮৮ ॥

।

অর্হৎ শাস্তি কালগত.....হইবার পব এক পলিরোপম কালের তিনচতুর্থাংশ কাটিয়াছে। তারপর পঁয়ষট্টি লক্ষ চুবাশি হাজার ন'শো বৎসব কাটিয়াছে। তারপর দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১৮৯ ॥

অর্হৎ ধর্ম কালগত.....হইবার পর তিন সাগরোপম কাল কাটিয়াছে। তাবপর পঁয়ষট্টি লক্ষ চুবাশি হাজার ন'শো বৎসব কাটিয়াছে। তাবপর দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১৯০ ॥

অর্হৎ অনন্ত কালগত.....হইবার পব সাত সাগরোপম কাল কাটিয়াছে। তারপর পঁয়ষট্টি লক্ষ চুবাশি হাজার ন'শো বৎসর কাটিয়াছে। তাবপর দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসব চলিতেছে ॥ ১৯১ ॥

অর্হৎ বিমল কালগত..... হইবার পব বোল সাগরোপম কাল কাটিয়াছে। তাবপর পঁয়ষট্টি লক্ষ চুবাশি হাজার ন'শো বৎসব কাটিয়াছে। তারপর দশম শতকেব এই অশীতিতম সংবৎসব চলিতেছে ॥ ১৯২ ॥

অর্হৎ বাস্তুপুজ্য কালগত.....হইবার পর ছেচল্লিশ সাগরোপম কাল গত হইয়াছে। তারপর পঁয়ষট্টি লক্ষ চুবাশি হাজার ন'শো বৎসব কাটিয়াছে। তারপর দশম শতকেব এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১৯৩ ॥

সেজ্জংসস্ গং অরহও জাব -প্‌পহীগস্ এগে সাগ-  
রোবম-সএ বিইক্‌কংতে পন্নট্‌টিং চ সয়-সহস্‌সা চট্টরাসীইং চ  
বাস-সহস্‌সাইং নব য় বাস-সয়াইং । দসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স  
অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৪ ॥

সীয়লস্‌স গং অরহও জাব প্‌পহীগস্‌স এগা' সাগরোবম-  
কোড়ী তিবাস-অন্ধনব-মাসাহিয় - বায়ালীস - বাস - সহস্‌সেহিং  
উগিয়া বিইক্‌কংতা, এয়ংমি সমএ বীরে নিব্বুএ, তও বি য় গং  
পবং নব-বাস-সয়াইং বিইক্‌কংতাইং । দসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স  
অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৫ ॥

সুবিহিস্‌স গং অরহও পুপ্‌ক্ষদংতস্‌স জাব প্‌পহীগস্‌স  
দস সাগবোবম-কোড়ীও বিইক্‌কংতাও, তিবাস-অন্ধনব-মাসাহিয়  
বায়ালীস-বাস-সহস্‌সেহিং উগিয়া । এয়ংমি সমএ বীরে নিব্বুএ,  
তও বি য় গং পবং নব-বাস-সয়াইং বিইক্‌কংতাইং । দসমস্‌স য়  
বাস-সয়স্‌স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৬ ॥

চন্দপ্‌পহস্‌স গং অরহও জাব -পহীগস্‌স এগং সাগরোবম-  
কোড়ী-সয়ং বিইক্‌কংতা তিবাস-অন্ধনব-মাসাহিয়-বায়ালীস-বাস-  
সহস্‌সেহিং উগয়ং ; এয়ংমি সমএ বীরে নিব্বুএ, তও বি য় গং  
পবং নব-বাস-সয়াইং বিইক্‌কংতাইং । দসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স  
অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৭ ॥

সুপাসস্‌স গং অরহও জাব পহীগস্‌স এগে সাগবোবম-  
কোড়ী-সহস্‌সা বিইক্‌কংতা তিবাস-অন্ধনব-মাসাহিয়-বায়ালীস-  
সহস্‌সেহিং উগিয়া ; এয়ংমি সমএ বীরে নিব্বুএ, তও বি য়  
গং পবং নব বাস-সয়াইং বিইক্‌কংতাইং । দসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স  
অয়ং অসীইমে-সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৮ ॥

পউমপ্‌পভস্‌স গং অবহও জাব পহীগস্‌স দস সাগবোবম-

অর্হৎ শ্রেয়াংস কালগত.....হইবার পব এক শত সাগবোপম কাল কাটিয়াছে। তাবপর পঁষট্টি লক্ষ চুবাশি হাজাব ন'শো বৎসর কাটিয়াছে। তারপর দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১২৪ ॥

অর্হৎ শীতল কালগত.....হইবার পব বিয়াল্লিশ হাজাব তিন বৎসব সাড়ে আট মাস কম এক কোটি সাগবোপম কাল গত হইলে বীর (মহাবীর স্বামী) নির্বাণ লাভ কবেন। তারপর নয় শত বৎসর কাটিয়াছে। দশম শতকেব এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১২৫ ॥

অর্হৎ জুবিধি পুষ্পদন্ত কালগত.....হইবার পর বিয়াল্লিশ হাজাব তিন বৎসব সাড়ে আট মাস কম দশ কোটি সাগবোপম কাল গত হইলে বীরেব নির্বাণ হয়। তারপর নয় শত বৎসর কাটিয়াছে; দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১২৬ ॥

অর্হৎ চন্দ্রপ্রভ কালগত.....হইবার পর বিয়াল্লিশ হাজাব তিন বৎসব সাড়ে আট মাস কম একশো কোটি সাগবোপম কাল গত হইলে বীরেব নির্বাণ হয়। তাবপর নয় শত বৎসর গত হইয়াছে। দশম শতকেব এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১২৭ ॥

অর্হৎ জুপার্শ্ব কালগত.....হইবার পব বিয়াল্লিশ হাজাব তিন বৎসব সাড়ে আট মাস কম এক সহস্র কোটি সাগবোপম কাল গতে বীরেব নির্বাণ হয়। তারপর নয় শত বৎসব কাটিয়াছে। দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১২৮ ॥

অর্হৎ পদ্মপ্রভ কালগত.....হইবার পব বিয়াল্লিশ হাজাব তিন

কোড়ী-সহস্ৰা বিইক্কাংতা তিবাস-অন্ধনব-মাসাহিয়-বায়ালীস-  
সহস্ৰেহিং উৰিয়া ; এয়মি সমএ বীরে নিব্বুএ ; তও বি য়  
৭ং পবং নব বাস-সয়াইং বিইক্কাংতাইং । দসমস্ৰ য় বাস-সয়স্ৰ  
অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৯ ॥

সুমইস্ৰ ৭ং অরহও জাব প্ৰহীণস্ৰ এগে সাগরোবম-  
কোড়ী-সয় - সহস্ৰে বিইক্কাংতে তিবাস - অন্ধনব - মাসাহিয়-  
বায়ালীস-সহস্ৰেহিং উগে ; এয়মি সমএ বীরে নিব্বুএ ;  
তও বি য় ৭ং পবং নব বাস-সয়াইং বিইক্কাংতাইং । দসমস্ৰ য়  
বাস-সয়স্ৰ অয়ং অসীইমে সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই ॥ ২০০ ॥

অভিনংদগস্ৰ ৭ং অবহও জাব প্ৰহীণস্ৰ দস সাগরোবম-  
কোড়ী-সয়-সহস্ৰা বিইক্কাংতা তিবাস - অন্ধনব - মাসাহিয় -  
বায়ালীস সহস্ৰেহিং উগিয়া ; এয়মি সমএ বীরে নিব্বুএ ;  
তও বি য় ৭ং পবং নব-বাস-সয়াইং বিইক্কাংতাইং । দসমস্ৰ য়  
বাস-সয়স্ৰ অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ২০১ ॥

সংভবস্ৰ ৭ং অবহও জাব প্ৰহীণস্ৰ বীস সাগরোবম-  
কোড়ী-সয় - সহস্ৰা বিইক্কাংতা তিবাস - অন্ধনব - মাসাহিয় -  
বায়ালীস-সহস্ৰেহিং উগিয়া ; এয়মি সমএ বীরে নিব্বুএ ;  
তও বি য় ৭ং পবং নব-বাস-সয়াইং বিইক্কাংতাইং । দসমস্ৰ য়  
বাস-সয়স্ৰ অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ২০২ ॥

অজিয়স্ৰ ৭ং অরহও জাব প্ৰহীণস্ৰ পদ্মাস সাগরোবম-  
কোড়ী-সয়-সহস্ৰা বিইক্কাংতা তিবাস-অন্ধনব-মাসাহিয়-বায়ালীস-  
সহস্ৰেহিং উগিয়া ; এয়মি সমএ বীরে নিব্বুএ ; তও বি য় ৭ং  
পবং নব বাস-সয়াইং বিইক্কাংতাইং । দসমস্ৰ য় বাস-সয়স্ৰ  
অয়ং অসীইমে সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই ॥ ২০৩ ॥

বৎসর সাড়েআট মাস কম দশ সহস্র সাগবোপম কাল গতে বীবেব নির্বাণ। তারপর নয় শত বৎসর গত হইয়াছে। দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১৯৯ ॥

অর্হৎ স্মৃতি কালগত.....হইবার পর বিয়াল্লিশ হাজার তিন বৎসর সাড়েআট মাস কম এক লক্ষ কোটি সাগবোপম কাল গতে বীবেব নির্বাণ। তাবপর নয় শত বৎসর গত হইয়াছে। দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ২০০ ॥

অর্হৎ অভিনন্দন কালগত .....হইবার পর বিয়াল্লিশ হাজার তিন বৎসর সাড়েআট মাস কম দশ লক্ষ কোটি সাগবোপম কাল গতে বীবেব নির্বাণ। তাবপর নয় শত বৎসর কাটিয়াছে। দশম শতকের অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ২০১ ॥

অর্হৎ সম্ভব কালগত.....হইবার পর বিয়াল্লিশ হাজার তিন বৎসর সাড়েআট মাস কম বিশ লক্ষ কোটি সাগবোপম কাল গতে বীবেব নির্বাণ। তাবপর নয় শত বৎসর কাটিয়াছে। দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ২০২ ॥

অর্হৎ অজিত কালগত.....হইবার পর বিয়াল্লিশ হাজার তিন বৎসর সাড়েআট মাস কম পঞ্চাশ লক্ষ কোটি সাগবোপম কাল গত হইলে মহাবীর নির্বাণ লাভ করেন। তাবপর নয় শত বৎসর কাটিয়াছে। দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ২০৩ ॥



জিণচরিত্তং  
উসভে

জিণচরিত্ত  
ঋষভদেব



## উসভে

তেং কালেং তেং সমএং উসভে অরহা কোসলিএ  
চউ-উত্তরাসাঢ়ে অভীই- পংচমে হোখা ॥ ২০৪ ॥

তং জহা । উত্তরাসাঢ়াহি চুএ চইত্তা গব্ভং বক্ংতে ।  
উত্তরাসাঢ়াহি জাএ । উত্তরাসাঢ়াহি যুংডে ভবিত্তা অগাবাও  
অণগারিয়ং পবইএ । উত্তরাসাঢ়াহি অণংতে অণুত্তবে নিব্বাঘাএ  
নিরাবরণে কসিণে পড়িপুন্নে কেবল-বর-নাণ-দংসণে সমুপ্পন্নে ।  
অভীইণা পরিনিব্বএ ॥ ২০৫ ॥

তেং কালেং তেং সমএং উসভে এং অরহা কোসলিএ,  
জে সে গিম্হাং চউথে মাসে সন্তমে পক্খে আসাঢ়-বহ্নে,  
তস্‌স এং আসাঢ়-বহ্নস্‌স চউথীপক্খেং সব্বথসিদ্ধাও  
মহাবিমাণাও তিস্তীসং-সাগবোবম-ট্ঠিইয়াও অণংতবং চয়ং  
চইত্তা ইহেব জংবুদ্ধীবে দীবে ভাবহে বাসে ইকুখাগ-ভূমীএ  
নাভিস্‌স কুলগরস্‌স মারুদেবীএ ভাবিয়াএ পুব্ববত্তাবরত্ত-কাল-  
সময়ংসি আহাব-বক্ংতীএ ভব-বক্ংতীএ সবীর-বক্ংতীএ উত্তরা-  
ষাঢ়ানক্খত্তেং জোংমুবাগএং কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বক্ংতে ॥  
২০৬ ॥

উসভে এং অরহা কোসলীএ তিন্নাণোবগএ হোখা । তং  
জহা । ‘চইস্‌সামি’ ত্তি জাণই, চবমাণে ন জাণই, ‘চুএমি’ ত্তি  
জাণই । জং বযণি চ এং অবহা উসভে নাভিস্‌স কুলগবস্‌স  
ভাবিয়াএ মারু-দেবীএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বক্ংতে, তং বযণি  
এং সা মারু দেবী সয়ণিজ্জংসি সুত্ত-জাগবা ওহীরমাণী ২ ইমে  
এয়াকবে ওবালে কল্লাণে সিবো ধম্মে মংগল্লে সস্‌সিবীএ চোদস

## ঋষভ

সেইকালে সেইসময়ে কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের জীবনের প্রধান স্তম্ভ ঘটনাগুলির চারিটি উত্তরাযাত্রা নক্ষত্রযোগে ও পঞ্চমটি অভিজিৎ নক্ষত্রযোগে সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ২০৪ ॥

সেগুলি এই। উত্তরাযাত্রা নক্ষত্রযোগে তিনি বিমানলোক হইতে চ্যুত হইবা গর্তে প্রবেশ কবেন। উত্তরাযাত্রা নক্ষত্রযোগে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। উত্তরাযাত্রা নক্ষত্রযোগে তিনি যুগ্মিত হইয়া আগার ত্যাগপূর্বক অনাগারিষ প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবেন। উত্তরাযাত্রা নক্ষত্রযোগে তিনি অনন্ত, অমৃত্যু, নির্ব্যাঘাত, নিবাবরণ, ক্লেশ, প্রাপ্তিপূর্ণ ‘কেবল’ নামক জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। অভিজিৎ নক্ষত্রযোগে তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন ॥ ২০৫ ॥

সেইকালে সেইসময়ে কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ গ্রীষ্মের চতুর্থ মাসে সপ্তম পক্ষে আষাঢ় মাসেব কৃষ্ণ পক্ষে চতুর্থী তিথিতে সর্বার্বসিক্ক নামক বিমান হইতে তেজিগ সাগবোপম কাল সেখানে অবস্থানের পর চ্যুত হইয়া এই জম্বুদ্বীপ নামক দ্বীপে ভারতবর্ষ নামক বর্ষে ইন্দ্রাকু-ভূমিতে কুলকর (অর্থাৎ স্ববংশের রাজা) নাভিব ভার্য্য মাকদেবীর কুক্ষিতে মধ্যযাত্রা সময়ে তাঁহাব বিমানভোগ্য আহাব, ভব ও শবীষ ক্ষয় হওয়াতে উত্তরাযাত্রা নক্ষত্রের (সহিত চন্দের) যোগে গর্তরূপে প্রবেশ কবেন ॥ ২০৬ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ ত্রিজ্ঞানোপেত ছিলেন। বধা : ‘চ্যুত হইব’ ইহা জানিতেন, চ্যুত হইবাব সময়ে জানিতেন না, ‘চ্যুত হইয়াছি’ ইহা জানিতেন। যে বজ্রনীতে কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ কুলকর নাভির ভার্য্য মাকদেবীর কুক্ষিতে গর্তরূপে প্রবেশ কবেন, সেই বজ্রনীতে ঐ মাকদেবী শযনে অর্ধহস্ত অর্ধ-জাগবিত অবস্থায় ঘুমাইয়া ঘুমাইবা এইরূপ উদাব, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর ও শোভনশ্রী

মহাসুমিণে পাসই । তং জহা । গয় বসহ গাহা । [ সবং তহে'ব ;  
নবরং পঢ়মং উসহং মুহেণ আইংতং পাসই, সেসাও গয়ং ;  
নাভিকুলগরস্ স সাহই ; সুবিণ-পাঢ়গা নখি, নাভি-কুলগরো  
সয়ম্ এব বাগবেই ] [ পরিশিষ্ট ৬ । ] ॥ ২০৭ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং উসভে ণং, জে সে গিম্হাণং  
পঢ়মে মাসে পঢ়মে পক্খে চিত্ত-বহলে, তস্ ণং চিত্ত-  
বহলস্ অট্টমী-পক্খেণং নবংহং মাসাণং বহু-পড়িপুনাণং  
অট্টমী-পাণং বাইংদিয়াণং বিইক্কাংতাণং [ উচচট্টাণ-গএসু গহেসু  
জইএসু সব-সউপেসু পয়াতিগাণুক্কাংসি ভূমী-সপ্পিংসি মাক্কয়ংসি  
পবায়ংসি নিপ্পফল্ল-মেয়গীংসি কালংসি পমুইয়-পক্কীলিএসু সব-  
জগবএসু ] পুববত্তাবরত্ত-কাল-সময়ংসি উত্তরাসাট্টাহি নক্খত্তেণং  
জোগমুবা-গএণং আবোগ্গাবোগ্গং দারগং পয়ায়া ॥ ২০৮ ॥

জং বয়গি চ ণং উসভে জাএ, তং রয়গি চ ণং বহুহি  
দেবেহি দেবীহি য় উবয়ংতেহি উপ্পয়ংতেহি য় ( দেবু-জোএ  
এগালোএ লোএ দেব-সংনিবায়্য ) উপ্পিঞ্জলমাণ-ভূয়া কহ-  
কহগ-ভূয়া য়াবি হোখা ॥ জং রয়গি চ ণং উসভে জাএ, তং  
বয়গি চ ণং বহবে বেসমণ-কুংড-খাবি-তিবিন্ন-জংভগা দেবা  
দেবীও য় নাভিকুলগবস্ ভবণংসি হিবন্ন-বাসং চ সুবন্ন-বাসং চ  
বইব-বাসং চ বখ-বাসং চ আভবণ-বাসং চ পত্ত-বাসং চ পুপ্প-  
বাসং চ ফল-বাসং চ বীয়-বাসং চ মল্ল-বাসং চ গংখ-বাসং চ বন্ন-  
বাসং চ চুন্ন-বাসং চ বসুহাব-বাসং চ বাসিংসু । [ সেসং  
তহেব চাবগ-সোহং মাণুস্যাণবদ্ধং উসুংকমাইয় ঠিই-পড়িয়-  
জুব-বজ্জং সবং ভাণিয়বং ] [ পরিশিষ্ট ৮ ] ॥ ২০৯ ॥

উসভে ণং অরহা কোসলিএ কাসবে গোত্তেণং । তস্

চতুর্দশ মহাশ্বপ্ন দেখিতে পান। বধা : গজ বৃষভ গাথা। [ মহাবীরেব মতই সব : কেবল প্রথমে বৃষভ মুখ ভুলিয়া আক্রমণ করিতে আসিতেছে দেখিলেন, শেষে গজ দেখিলেন ; মাকদেবী কুলকর নাভিকে স্বপ্নের কথা বলিলেন ; শ্বপ্ন-পাঠক নাই, কুলকর স্বয়ং ব্যাখ্যা কবিলেন। ] [ পবিশিষ্ট ৬ ] ॥ ২০৭ ॥

সেইকালে সেইসময়ে অর্হৎ ঋষভ গ্রীষ্মেব প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে চৈত্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টমী তিথিতে পূর্ণ নব মাস সাড়ে সাত বাত্রিদিন গত হইলে [ গ্রহগণ উচ্চ স্থানে স্থিত, জ্যোতিষ্ক সকল শুভ-শকুন, অম্লকুল দক্ষিণ মাকত ভূমি স্পর্শ করিয়া বহিতেছে, মেদিনী শতপূর্ণ থাকি কালে সর্বজনপদের লোক আনন্দে ক্রীড়াবত বহিষাছে এমন কালে ] মধ্যরাত্র সময়ে উদ্ভাবাচা নক্ষত্রের ( সহিত চন্দ্রের ) যোগে অহুদেহা মাকদেবীর অহুদেহ পুত্র সম্ভাব্যপে প্রসূত হন ॥ ২০৮ ॥

যে বজ্রনীতে ঋষভ ভূমিষ্ঠ হন, সেই বাজ্রে বহু দেব ও বহু দেবী [ উর্দ্ধলোক হইতে ] অবতরণ কবিতৈছিলেন ও উপরে উঠিতেছিলেন বলিয়া ( দেবালোক ও মর্ত্যালোকে এক হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হইয়া উঠিল, দেবসন্নিপাতে ) জগৎ ভবাকুল হইল এবং সর্বত্র ‘কি হইল ? কেন হইল ?’ রবে কোলাহল উঠিল।

যে বজ্রনীতে ঋষভ ভূমিষ্ঠ হন, সেই বজ্রনীতে বহু বৈশ্রাগ ( কুবেরেব ) কুণ্ডধারী ( আদেশপালক ) ভির্গুযোনি ও জুস্তক দেব-দেবীগণ কুলকর নাভিৰ ভবনে হিব্য ( বজ্রত )-বর্ষণ, স্ত্রবর্গ-বর্ষণ, বজ্র ( হীরক )-বর্ষণ, বজ্রবর্ষণ, আভবণবর্ষণ, পজবর্ষণ, পুষ্পবর্ষণ ফল-বর্ষণ, বীজবর্ষণ, মাল্যবর্ষণ, গন্ধবর্ষণ, বর্ণবর্ষণ, চূর্ণবর্ষণ, এবং বস্তুধাব-বর্ষণ কবিয়াছিল। [ অবশেষে মহাবীরেব পত্রিকথাব অনুকরণ ; বন্দি-মুক্তি, মাপ ও ওজন বর্ধন, শুদ্ধ উঠাইয়া দেওয়া প্রভৃতি স্থিতপ্রত্যভ্য ও যুগ-ব্যতীত সবই বলিতে হইবে ] [ পবিশিষ্ট ৮ ] ॥ ২০৯ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ গোত্রে কাশ্ঠগ ছিলেন। তাঁহাব পাঁচ

গং পংচ নামধেজ্জা এবমাহিজ্জংতি । তং জহা । উসভে ই বা, পঢ়ম-বায়া ই বা, পঢ়ম-ভিক্খাচরে ই বা, পঢ়ম-জিগে ই বা, পঢ়ম-তিথয়রে ই বা ॥ ২১০ ॥

উসভে গং অবহা কোসলিএ দক্খে দক্খ-পইন্নে পড়িবাবে অল্লীণে ভদ্রএ বিগীএ বীসং পুব্ব-সয়-সহস্সাহিং কুমাব-বাস-মঙ্কো বসই । বসিস্তা তেবট্ঠিং পুব্ব-সয়-সহস্সাহিং বজ্জ-বাস-মঙ্কো বসই, তেবট্ঠিং পুব্ব-সয়-সহস্সাহিং বজ্জ - বাস - মঙ্কো বসমাণে লেহাইয়াও গণিয়-প্পহাণাও সউণ-রুয়-পজ্জবসাণাও বাবন্তবিং কলাও চউসট্ঠিং চ মহিলা-গুণে, সিপ্প-সয়ং চ, কন্ম্যাণং তিন্নি বি পয়া-হিয়াএ উবদিসই, উবদিসইত্তা পুত্ত-সয়ং বজ্জ-সএ অভিসিংচই, অভিসিংচইত্তা পুণরবি লোয়ংতিএহিং জিয়-কপ্পি-এহিং দেবেহিং তাহিং ইট্ঠাহিং কংতাহিং পিয়াহিং মণ্ণাহিং মণামাহিং ওরালাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধম্মাহিং মংগল্লাহিং মিয়-মজ্জব-সস্সিবীয়াহিং হিয়য়-গমণিজ্জাহিং হিয়য় - পলহায়ণি-জ্জাহিং গংভীরাহিং অপুণরুত্তাহিং বগ্গুহিং অণববয়ং অভিনন্দ-মাণা য় অভিখুণমাণা য় এবং বয়াসী ॥ “জয় জয় নন্দা ! জয় জয় ভদ্রা ! ভদ্রং তে খত্তিয় - বব-বসভা ! বুজ্জাহি ভগবং লোগ-নাহা ! সয়ল-জগজ্জ-জীব-হিয়ং পবন্তেহি ধম্ম-তিথং পব-হিয়-সুহ-নিস্সেসয়স-কবং সব্ব-লোএ সব্ব-জীবাণং ভবিস্সই ।” তি কট্টু জয়-জয়-সদং পউজ্জংতি ॥ পুব্বিং পি গং অরহণ উসভস্স কোসলিয়স্স মাণুস্সাও গিহথ-ধম্মাও অণুত্তবে আভোইএ অপ্পড়িবান্দি নাণ-দংসণে হোখা । তএ গং উসভে তেণং অণুত্তবেণং আভোইএণং নাণ-দংসণেণং অপ্পণো নিক্খমণ-কালং আভোএই, আভোএইত্তা চিচ্চা হিবয়ং চিচ্চা সুবয়ং চিচ্চা ধণং চিচ্চা ধম্মং চিচ্চা বজ্জং চিচ্চা বট্ঠং এবং বলং বাহণং কোসং

নাম আখ্যাত আছে। যথা : স্বযত, প্রথম রাজা, প্রথম ভিক্টর, প্রথম জিন ও প্রথম তীর্থকর ॥ ২১০ ॥

দক্ষ, দক্ষপ্রতিজ্ঞ, অভিকপবান, আত্মগুপ্ত, ভদ্রক ও দিনীত কোশলীয় অর্থাৎ স্বযত বিশ লক্ষ পূর্ব ( কালের বৎসব ) ধরিয়া কুমাব ( অর্থাৎ রাজপুত্র ) ছিলেন। তাবপর ভেবটি লক্ষ পূর্ব ধরিয়া রাজ্য মধ্যে বাস কবেন ( অর্থাৎ রাজত্ব কবেন )। রাজত্ব কবিবাব কালে প্রজাদিগের হিতার্থে বাহান্তর কলা, চৌবটি মহিলাগুণ, শতপ্রকার শিল্প ও ভিনপ্রকার কর্ম বিষয়ে উপদেশ দিলেন। ঐ বাহান্তর কলার আদি অর্থাৎ প্রথমটি লেখা, প্রধানটি গণিত এবং সর্বশেষটি শত্নের ভাব্য অর্থনির্ণয়। প্রজাদিগকে উপদেশ দিয়া শত গুত্রকে শত বাজ্যে অভিবিক্ত কবিলেন। অভিবিক্ত করার পব আবাব প্রচলিত বীতি অনুসারে লোকান্তিক দেবগণ সেই ইষ্ট, কান্ত, প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোবগ, উদাব, কল্যাণকব, স্তভ, ধন্ত, মঙ্গলাকব, মিত-মধুর-শোভন হৃদয়-গম্য, হৃদয়-প্রসাদন, গন্তীয়, অপূনরুক্ত বাক্যে অনববত অভিনন্দন করিতে করিতে ও স্তব কবিতে করিতে এইরূপ বলিলেন।

জয় জয় হে নন্দক। জয় জয় হে ভদ্রক ! তোমাব ভদ্র হউক, হে ক্ষত্রিয়-বব-বৃষত ! আগ হে ভগবন্ লোকনাথ। সকল জগজ্জীবের হিতকর ধর্মতীর্থ প্রবর্তন কব। তাহা সর্বলোকে সর্বজীবের পরম হিতকব, সুখকব, ও নিঃশ্রেয়সকব হইবে। এই বলিয়া জয়-জয়-ধ্বনি কবিতে লাগিলেন।

মহুশ-জন্ম-মূলত গৃহস্থ ধর্ম গ্রহণ ( অর্থাৎ বিবাহ ) করিবাব পূর্বেও কোশলীয় অর্থাৎ স্বযতের অনুষ্ঠর ও অপ্রতিপাতী আভোগিক নামক জ্ঞানদর্শন ছিল। তখন সেই অনুষ্ঠব আভোগিক জ্ঞানদর্শনবলে স্বযত আপন নিঃশ্রমণ কাল ( অর্থাৎ প্রব্রজ্যা গ্রহণের কাল ) দেখিতে পান। দেখিতে পাইয়া তিনি হিবণ্য ত্যাগ করেন, স্তবর্ণ ত্যাগ করেন, ধন ত্যাগ করেন, ষাত্ত ত্যাগ করেন, রাজ্য ত্যাগ করেন, রাষ্ট্র ত্যাগ

কোট্টাগাব চিচ্চা পুরং চিচ্চা অংতেউবং চিচ্চা ধণ-কণগ-  
বরণ মণি-মোস্তির-সংখ-নিল - প্পবাল - রত্নরয়ণমাইয়ং নংত-  
নার-সাবএজ্জং বিচ্ছাডুইত্তা বিগ্গোবইত্তা দাণং দায়ারেহিং  
পরিভাইত্তা, দাণং দাইয়াণং পরিভাইত্তা, জে সে গিম্মাণং  
পট্টমে মাসে পট্টমে পক্কে চিত্ত-বহুলে, তস্মৈ গং চিত্ত-  
বহুলস্ম অট্টমী পক্কেণং দিবসস্ম পচ্ছিমে ভাগে সুদংসণাএ  
সিবিয়াএ স - দেব - মণুয়াসুরাএ পরিসাএ সমগ্গুগম্মাণ-  
মগ্গে সংখিয় - চক্কিয় - মংগলিয় - মুহ-মংগলিয়-বদ্ধমাণ-পুসমাণ-  
সংটিয় - গণেহিং তাহিং ইট্টাহিং কংতাহিং পিয়াহিং মণুমাহিং  
মণামাহিং ওরালাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধম্মাহিং মংগল্লাহি  
মিয়-মহুর-নসুনিরীরাহিং হিয়-পল্হায়ণিজ্জাহিং অট্টনইয়াহিং  
অপ্পুগ্গুতাহিং বগ্গুহিং অভিনন্দমাণা অভিনংথুণমাণা র এবং  
বন্নাসী। জয় জয় নন্দা ! জয় জয় ভদ্রা ! ভদ্রং তে অভয়গেহিং  
নাণ-দংসণ-চবিস্তেহিং অজ্জিয়াইং জিণাহিং ইংদিয়াইং জিয়ং চ  
পালেহি সমথঞ্চয় জিয়-বিগ্গুযো বি র বসাহিং তং, দেব ! সিদ্ধি-  
মজ্জে, নিহণাহিং রাগ-দোষ-মল্লো তবেণং, থিই-থণিয়-বদ্ধ-কচ্ছে  
মদ্বাহি অট্ট-কম্ম-নন্তু কাপেণং উত্তমেণং সুত্তেণং, অপ্পনন্তো  
হবাহি আরাহণাপড়াগং চ, বীর ! তেল্লোক-রংগনজ্জে পাব র  
বিত্তিনিরং অণুত্তবং কেবল-বর-নাণং, গচ্ছ র মুক্খং পরং পন্নং  
জিগ-বরোবইট্টেণ নগ্গেণং অকুভিলেণং হংতা পরীনহ-চনুং !  
জয় জব খত্তিয়-বর-বনভা ! বহুইং দিবসাইং বহুইং পক্খাইং  
বহুইং নানাইং বহুইং উট্টইং বহুইং অয়ণাইং বহুইং নংবচ্ছাইং  
অভীএ পবীনহোবনগ্গাণং খংতি - খমে ভয়-ভেদবাণং, ধম্মে তে

কবেন ; এইরূপে বল, বাহন, কোষ, কোঠাগার, পূব, অন্তঃপুর ও জনপদ সমস্ত ত্যাগ করেন। ধন, কনক, রত্ন, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, বস্ত্রবস্ত্র প্রভৃতি সারস্বত্যা ত্যাগ কবিতা অবজ্ঞা করিয়া দাতৃগণের সাহায্যে বিলাইয়া দেন এবং দায়গ্রস্ত ( দবিজ ) দিগকে দান করিয়া বিলাইয়া দেন।

গ্রীষ্মের প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে চৈত্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টমী তিথিতে দিবসের শেষ ভাগে জ্ঞানদর্শনা নামক শিবিকাষ আরোহণ কবিতা পথে পথে দেব, মনুষ্য ও অনুরাগণ কতৃক দলে দলে অনুরাগ্যমান হইয়া রাজধানী বিনীতা নগরীর মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া তিনি সিদ্ধার্থবন নামক উদ্ভানে যেখানে সেই শ্রেষ্ঠ অশোক পাদপ ছিল সেইখানে উপস্থিত হইলেন। [ রাজধানীর পথে রাজ্যকালে ] শাস্ত্রিক, চাক্ষিক, মাদলিক, মুখমাদলিক, বর্ধমান ( স্বল্পে নরবাহী নর ), পুষ্পমাণ ( ভাট ) ও বাটিকগণ সেই ইষ্ট, কান্ত, প্রিয়, মনোজ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর, শুভ, স্বস্ত, মঙ্গলাকর, মিত-মধুর-শোভন, স্বদয়প্রোহী, স্বদয়-প্রোহাদন, অষ্টোত্তর শত অগুনকক বাক্যে অভিনন্দন করিতে করিতে ও ভব করিতে করিতে এইরূপ বলিতে লাগিল।

জয় জয় হে নন্দক ! জয় জয় হে ভদ্রক ! তোমার ভদ্র হউক। অতঃপ্ত জ্ঞানদর্শন ও চরিত্রবলে অবিজিত ইন্দ্রিয়গুলি জয় কব, ভোগার বিজিত শ্রামণ্য ধর্ম পালন কব। হে দেব ! তুমি জিত-বির হইয়া সিদ্ধি মধ্যে বাস কর। ধৃতিরূপ ধটিকার কাছা বাঁধিয়া তপস্তা প্রভাবে বাগ ( আসক্তি )-দোষ রূপ মল্লকে নিধন কর ও উত্তম ও পবিত্র ধ্যানবলে অষ্ট কর্মশত্রু বর্জন কর। অগ্রমস্ত ভাবে আবাহনা পতাকা বহন কব। হে বীর ! এই ত্রৈলোক্য-রাজ [-মঞ্চ]-মধ্যে পনাচ্ছন্ন অহুস্তর 'কেবল' নামক জ্ঞানদর্শন লাভ কর ও পরম পদ মোক্ষ প্রাপ্ত হও। শ্রেষ্ঠ জিনগণ কতৃক উপদিষ্ট অকুটিল মার্গে গমন কব। তুমি পরীষহ ( উৎপাত )-চমু বিনাশ কবিত্যাহ। জয় জয় হে ক্ষত্রিয়-বব-ব্রহ্ম ! বহু দিবস, বহু পক্ষ, বহু মাস, বহু ঋতু, বহু অন্নন, বহু সংবৎসর ধবিয়া নির্ভয় থাক ; পরীষহ ও উপসর্গসমূহকে ভয় করিও



অবিগম্য ভবউ ! তি কট্টু জয়-জয়-সদং পউংজংতি ॥ তএ গং  
উসভে কোসলিএ নয়গ - মালা - সহস্বেহিং পিচ্ছিজ্জমাণে  
পিচ্ছিজ্জমাণে, বয়গ-মালা - সহস্বেহিং অভিথুবমাণে অভি-  
থুবমাণে, হিয়য়-মালা-সহস্বেহিং উন্নংদিজ্জমাণে উন্নংদিজ্জমাণে,  
মণোরহমালা-সহস্বেহিং বিচ্ছিগ্গমাণে বিচ্ছিগ্গমাণে, কংতি-রুব-  
গুণেহিং পচ্ছিজ্জমাণে পচ্ছিজ্জমাণে, অংগুলি-মালা-সহস্বেহিং  
দাইজ্জমাণে দাইজ্জমাণে, দাহিগ-হথেং বহুং নর-নাবী-  
সহস্বেহিং অংগুলি-মালা-সহস্বেহিং পড়িচ্ছমাণে পড়িচ্ছমাণে,  
ভবণ - পংতি - সহস্বেহিং সমইচ্ছমাণে সমইচ্ছমাণে,  
তংতি - তল - তাল - তুড়িয়- বণ - মুহংগ - গীয় - বাইয় - ববেণং  
মহুরেং য় মণহবেণং জয়-সদ - ঘোস-মীসিএং মংজু - মংজুগা  
ঘোসেং য় পড়িবুজ্জমাণে পড়িবুজ্জমাণে, সবিবড্‌টীএ সব্ব-  
জুঙ্গএ সব্ব-বলেণং সব্ব-বাহেণং সব্ব-সমুদএং সব্ব-বায়বেণং  
সব্ব-বিভুঙ্গএ সব্ব-বিভুসাএ সব্ব-সংভমেণং সব্ব-সংগমেণং  
সব্ব-পগঙ্গএহিং সব্ব-নাড়এং সব্ব-তানায়বেহিং সব্বো-  
রোহেং সব্ব-পুপ্ফ-মল্লালংকাব-বিভুসাএ সব্ব-তুড়িয়-সদ-  
সংনিগাএং মহয়া ইড্‌টীএ মহয়া জুঙ্গএ মহয়া বলেণং মহয়া  
বাহেণং মহয়া বব-তুড়িয়-জমগ-সমগ-প্পবাইএং সংখ-পণব-  
পড়হ - ভেবি - ঝল্লবি - খবমুহি - ছংছহি - নিগ্‌ঘোস-নাইয়-ববেণং  
বিগীয় - বায়হাণিং মজ্জামজ্জেণং নিগ্‌গচ্ছই। নিগ্‌গচ্ছিত্ত।  
জ্ঞেণেব সিদ্ধ-বণে উজ্জাণে, জ্ঞেণেব অসোগ-বর-পায়বে, তেণেব  
উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্ত। অসোগ-বব - পায়বস্‌স অহে সীয়ং  
ঠাবেই। ঠাবিত্ত। সীয়াও পচ্চোরুহই। পচ্চোরুহিত্ত। সযমেব

না; তুমি ভয় ও বিপদকে সহ্য করিতে সক্ষম। তোমার ধৰ্মে  
অবিস্র হউক। এই বলিয়া জয়-জয়-ধ্বনি করিতে লাগিল।

যাইবাব পথে সহস্র সহস্র নমনমালা তাঁহাকে দেখিতে লাগিল।  
সহস্র সহস্র বদনমালা তাঁহার স্তব কবিত্তে লাগিল। সহস্র সহস্র  
হৃদয়মালা তাঁহাকে অভিনন্দন কবিত্তে লাগিল। সহস্র সহস্র  
মনোরথমালা তাঁহাকে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। কাঙ্ক্ষি, রূপ ও গুণের  
জন্ত সকলে তাঁহাকে কামনা কবিত্তে লাগিল। সহস্র সহস্র অঙ্গুলি-  
মালা তাঁহাব দিকে নির্দেশ কবিত্তে লাগিল। বহু সহস্র নবনাবীৰ  
সহস্র সহস্র অঞ্জলি তিনি দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রতিনিদিত কবিত্তে কবিত্তে  
চলিলেন। সহস্র সহস্র ভবনপংক্তি অতিক্রম কবিত্তা কবিত্তা চলিলেন।  
ভক্তী (বীণা), কবিত্তাল, তুর্ধ, বনমুদঙ্গ প্রভৃতি সহযোগে গীতবান্ধ  
হইতে লাগিল। তাহাব সঙ্গে মধুব ও মনোহব জয়ধ্বনিনির্ঘোষ  
মিশ্রিত্তে লাগিল। সেই মঞ্জু, মধুব জয় ধ্বনিতে [মগববাসিগণ]  
প্রতিবোধিত হইতে লাগিল। বিপুল ঐশ্বৰ্যের উপযোগী সমস্ত জাঁক-  
জমক সহকারে, সমস্ত সেনা, সমস্ত বান-বাহন ও সমস্ত অলঙ্কারবর্গেব  
সহিত, সব দল-বলের সঙ্গে, সর্ব সমাদবে, সমস্ত বিভবের সহিত,  
সমস্ত অলঙ্কার, সমস্ত সজ্জা, সমস্ত স্বর্ণ, সমস্ত প্রজা, সমস্ত নট-নটী,  
সমস্ত তালাচব (অলুচব), সর্ব অববোধ (অন্তঃপূব), সর্ব গুণ-  
মালালঙ্কার-ভূষণ, সর্ব তুর্ধনিদা, মহতী সমৃদ্ধি, মহা জাঁকজমক,  
মহতী সেনা, বিপুল বান-বাহন, শ্রেষ্ঠ তুর্ধ, বনক, সমগ প্রভৃতি বান্ধ,  
শব্দ, পণব, পটহ, ভেরী, বজ্রী, খরসুখী, হুকুতি প্রভৃতি বান্ধধ্বনি  
ও নিনাদে মগর মুখবিত্ত কবিত্তা তিনি যাত্রা করিলেন।

সিদ্ধার্থবন নামক উজ্জানে সেই শ্রেষ্ঠ অশোক পাদপেব তলায়  
তিনি শিবিকা স্থাপন করাইলেন। তারপর শিবিকা হইতে অববোধ  
কবিলেন। অববোধ কবিত্তা স্বহস্তে আভরণ ও মালালঙ্কার খুলিয়া

ଆଭବଣ-ଗଲ୍ଲାଳଙ୍କାବଣ ଓମୁୟି, ଓମୁୟିତା ସୟମେବ ଚଢ଼ି-ଗୁଟିଠିୟ ଲୋୟ  
କବେଇ । ଲୋୟ କବିତା ଛଟ୍ଟିଂ ଡଡ଼ିଂ ଅପାଂଏଂ ଉତ୍ତବା-  
ମାଟାହିଂ ନକ୍ଷତ୍ତେଂ ଜୋଗୟବାଗଏଂ ଉଗ୍ଗାଂ ଡୋଗାଂ ରାହିଲ୍ଲାଂ  
ଚ ଖଡ଼ିୟାଂ ଚ ଚଢ଼ିହିଂ ସହସ୍‌ସେହିଂ ସନ୍ଧିଂ ଏଂ ଦେବ-ଦୁମାଦାୟ  
ମୁଂଡେ ଡବିତା ଅଗାବାଓ ଅଂଗାବିୟଂ ପବ୍‌ବିଏ ॥ ୨୧୧ ॥

ଓସଡେ ଂ ଅରହା କୋମାଲିଏ ଏଂ ବାସ-ସହସ୍‌ସଂ ନିଚ୍ଚଂ  
ବୋମଟ୍ଟି-କାଏ ଚିରଡ-ଦେହେ, ଜେ କେଇ ଓପମଗ୍‌ଗା ଓପ୍‌ପଜ୍ଜତି—  
ତଂ ଜହା : ଦିବବା ବା ମାଗୁମା ବା ତିବିକ୍‌-ଜୋଗିୟା ବା ଅଗୁଲୋମା  
ବା ପଢ଼ିଲୋମା ବା—ତେ ଓପ୍‌ପଲେ ମନ୍ୟା ସହଇ, ଧମଇ, ତିତିକ୍‌ଧଇ,  
ଅହିୟାସେଇ ॥ ତଏ ଂ ଓସଡେ ଅବହା କୋମାଲିଏ ଅଂଗାବେ  
ଜାଏ, ଈରିୟା-ମାମିଏ ଡାମା-ମାମିଏ ଏମା-ମାମିଏ ଆୟାଂ-ଡଂଡ-  
ମଡ-ନିକ୍‌ଧେବଣା-ମାମିଏ ମଂ-ମାମିଏ ବୟ-ମାମିଏ କାୟ-ମାମିଏ ମଂ-  
ଂଡେ ବୟ-ଂଡେ କାୟ-ଂଡେ ଶୁଡିଂଦିଏ ଶୁଡ-ବଂଡୟାରୀ ଅକୋହେ

ফেলিলেন। তাবপর চারি মুহূর্তে মস্তকেব সমস্ত কেশ উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। তাবপর প্রতি তৃতীয় দিনে একমাত্র আহাব গ্রহণ করিবার ও কোনও প্রকার পানীয় গ্রহণ না করিবার ব্রত লইয়া উত্তরাধাতা নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের) যোগে উগ্র (অর্থাৎ উচ্চ) বংশীয়, ভোগ (অর্থাৎ ভোগৈর্ধর্মসম্পন্ন) বংশীয়, রাজন্তবংশীয় এবং ক্ষত্রিয়বংশীয় চারি সহস্র সঙ্গীসহ একখানিযাত্র দেবদূত (বহু) লইয়া মুণ্ডিত হইয়া আগার (গৃহস্থান্তর) ত্যাগ করিয়া অনাগাবিকপ্রব্রজ্য গ্রহণ করিলেন ॥ ২১১ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ এক সহস্র বৎসর কাল নিজ দেহেব বহু ত্যাগ করিয়া কষ্ট সহ করিবার জন্য মুক্ত-নিশান দেহ নিত্য উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে যে-কোন উপসর্গ (ছুঃখ ও কষ্ট বা বিপদ) উৎপন্ন হইত, তাহা তিনি সর্বতোভাবে সহ করিতেন, কমা কবিতেন এবং মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তা সে উপসর্গ যে-কোনও কাৰণেই উৎপন্ন হউক না কেন ?—দৈব কাৰণেই হউক, মনুষ্যকৃত কাৰণেই হউক, তির্যগ্‌যোনিরূপ কাৰণেই হউক, অহুলাম অর্হৎ স্বাভাবিক কাৰণেই হউক আৰু প্রতিলোম অর্হৎ প্রকৃতি-বিকৃত কাৰণেই হউক।

তাবপর কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ অনাগাবিক হইলেন। তিনি ঈর্ষা অর্হৎ বিচরণে সংযত, ভাষায় সংযত, এষণা অর্হৎ ইচ্ছায় সংযত, গ্রহণ-সঞ্চয়-ভোগে সংযত, মনে সংযত, বাক্যে সংযত, কায়ে সংযত হইলেন। মনোশুষ্টি, বাক্যশুষ্টি, কায়শুষ্টি, ইন্দ্রিয়শুষ্টি, ব্রহ্মচর্যশুষ্টি

অমাণে অমাএ অলোহে সংতে পসংতে উবসংতে পরিনিব্বুড়ে  
 অণাসবে অমমে অকিংচণে ছিন্ন-গুংঠে নিরুবলেবে : কংস-  
 পাঙ্গিব মুক্ক-তোএ, সংখো ইব নিবংজ্ঞে, জীবে ইব অপ্পড়িহয়-  
 গঙ্গি, গগগমিব নিরালংবণে, বায়ুবিব অপ্পড়িবদ্ধে, সাবয়-  
 সলিলং ব সুদ্ধ-হিয়এ, পুক্কথর-পত্তং পিব নিরুবলেবে, কুম্মো ইব  
 গুত্তিংদিয়ৈ, ঋগ্গি-বিসাণং ব এগ-জ্ঞাএ, বিহগ ইব বিপ্পমুক্কে,  
 ভারুংড-পক্কী ব অপ্পমত্তে, কুংজব ইব সোড়ীয়ে, বসভো  
 ইব জায়-থামে, সীহো ইব ত্ত্ববিসে, মংদবো ইব অপ্পকংপে,  
 সাংগবো ইব গংভীয়ে, চংদো ইব সোম-লেসে, তুবো ইব দিত্ত-  
 তেএ, জচ্চ-কণগং ব জায়-রূবে, বসুংধবা ইব সব্ব-কাস-বিসহে,  
 সুচ্ছয়-ছয়াসখো ইব তেয়সা জলংতে । নখি গং তস্স অবহঙ  
 উসভস্স কোসলিয়স্স কথ্বই পড়িবংধে । সে য় চট্টব্বিহে

অত্যন্ত হইল। তিনি ক্রোধশূন্য, যানশূন্য, মায়াশূন্য, লোভশূন্য, শাস্ত, প্রশাস্ত, উপশাস্ত, গবিনিবৃত্ত, অনাস্রব, অমম, অকিঞ্চন, ছিন্নগ্রন্থি, নিরুপলেপ হইলেন।

কাংকপাত্রে যেমন তোয় অর্থাৎ জল ত্যাগ কবিয়া নিশ্চিহ্ন হয়, তিনিও তেমনি তৌদ অর্থাৎ ব্যথা ত্যাগ কবিয়া মুক্ত হইলেন। শব্দ যেমন নিরঞ্জন অর্থাৎ কালিয়া-বর্জিত তিনিও তেমনি নিরঞ্জন অর্থাৎ মালিন্যশূন্য। তিনি জীবের জ্ঞায় অপ্রতিহতগতি, গগনেব জ্ঞায় নিবালনন, বায়ু-জ্ঞায় অপ্রতিবদ্ধ, শাবদ সনিলের জ্ঞায় শুদ্ধহৃদয় (শারদসনিলেব অত্যন্তবে কর্দমাদিন্ধর্ষণজন্ত মালিন্য নাই, তাঁহারও হৃদয়ে বাসনা-দিন্ধর্ষণজন্ত মালিন্য নাই), পদ্মপত্রের জ্ঞায় নিকপলেপ (পদ্মপত্রে যেমন জলাদিব উপলেপ লাগে না তাঁহার মনেও তেমনি কামক্রোধাদি জন্ত উপলেপ স্পর্শে না), কূর্মবৎ শুণ্ডেন্দ্রিয় (কূর্ম হাত-পা শুটাইয়া লুকাইয়া রাখে, তিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনও কাজ কবেন না), গণ্ডাব-শূন্যেব জ্ঞায় আজন্ম একাকী, বিহনের জ্ঞায় মুক্ত, ভাবগুণকী-জ্ঞায় অপ্রমত্ত, কুঞ্জবেব জ্ঞায় শৌণ্ডীব (কুঞ্জবের শুণ্ড আছে বলিয়া সে শৌণ্ডীব, তিনি উচ্চ স্থানে স্থিত বলিয়া শৌণ্ডীব অর্থাৎ উচ্চ স্থিত), বৃষভের ন্যায় জাতহাম (বৃষ আজন্ম হাম অর্থাৎ শক্তিবৃত্ত, তিনি আজন্ম স্বেধ সম্পন্ন), সিংহের ন্যায় দুর্ধর্ষ, বন্দব পর্বতের ন্যায় অপ্রকম্প (বন্দবেব দেহ কাঁপে না, তাঁহার প্রতিজ্ঞা টলেনা), সাগরের ন্যায় গম্ভীব (সাগরে জলেব গম্ভীবতা, তাঁহাতে মনেব গম্ভীর্ষ), চন্দ্রেব জ্ঞায় সৌম্য-লেপ্ত (চন্দ্রেব লেপ্তা অর্থাৎ আভা সৌম্য অর্থাৎ শুভ্র, তাঁহার লেপ্তা অর্থাৎ মনোবৃত্তি সৌম্য অর্থাৎ শুভ্র বা পবিত্র), সূর্যের জ্ঞায় দীপ্ততেজাঃ (সূর্য উজ্জল বস্ত্রিতে দীপ্ত, তিনি মনঃশক্তি-প্রভাবে দীপ্ত), জাত্য কাঞ্চনেব জ্ঞায় জাতরূপ (আজন্ম বিশুদ্ধ), বহুধরার জ্ঞায় সর্ব-স্পর্শ-সহ হইয়া তিনি স্নহত (অর্থাৎ বাহাতে প্রচুব ঘি ঢালা হইয়াছে সেই) হতাশনেব (যজ্ঞাগ্নির) জ্ঞায় স্বতেজে উজ্জল হইয়া জলিতে লাগিলেন ॥

কোশলীর অর্থে স্বভবের আব কোথাও কোনও প্রতিবন্ধক বহিল

পন্নন্তে, তং জহা । দব্বেও, খিত্তও, কালও, ভাবও । দব্বেও :  
 সচিহ্নাচিহ্ন-মৌসএসু দব্বেসু । খিত্তও : গামে বা নগরে বা  
 অরনে বা খিত্তে বা খলে বা অংগণে বা । কালও : সমএ বা  
 আবলিয়াএ বা আণা-পাণুএ বা ধোবে বা খণে বা লবে বা মুহন্তে  
 বা অহোরন্তে বা পক্কে বা মাসে বা উউএ বা অয়ণে বা সংবচ্ছরে  
 বা অন্নয়রে বা দীহ-কালসংজ্ঞোএ । ভাবও : কোহে বা মাণে  
 বা মায়াএ বা লোভে বা ভএ বা হাসে বা পিচ্ছে বা দোসে  
 বা কলহে বা অব্ভক্খাণে বা পেসুন্নে বা পর-পবিবাএ বা অবই-  
 রই বা মায়া-মোসে বা মিচ্ছা-দংসণ-সল্লে বা তস্স ণং অরহও  
 উসভস্স নো এবং ভবই ॥ সে ণং অরহা উসভে বাসা-বাস-  
 বজ্জং অর্ট্ট গিম্হ-হেমংতিএ মাসে গামে এগ-রাইএ, নগরে  
 পংচ-রাইএ, বাসী-চংদণ-সমাণ-কপ্পে, সম-তিণ-মণি-লেট্ট-  
 কংচণে, সম-দ্বক্খ-সুহে, ইহলোগ - পবলোগ - অপ্পাভিবকে,  
 জীবিয় - মবণে নিববকংখে, সংসার - পার-গামী কন্ম-সংগ-  
 নিগ্ঘারণট্টাএ অব্ভুট্টিএ এবং চ ণং বিহরই ॥ তস্স ণং  
 অবহও উসভস্স অণুত্তবেণং নাণেণং অণুত্তরেণং দংসণেণং  
 অণুত্তবেণং চবিত্তেণং অণুত্তরেণং আলএণং অণুত্তবেণং বীবিএণং  
 অণুত্তরেণং অজ্জবেণং অণুত্তরেণং মন্দবেণং অণুত্তরেণং লাঘবেণং  
 অণুত্তরাএ খংতীএ অণুত্তরাএ বুদ্ধীএ অণুত্তরেণং সচ্চ-সংস্কম-  
 তব-সুচবিয় - সোবচিয় - কল - পবিনিব্বাণ-মগ্গেণং অপ্পাণং  
 ভাবেমাণস্স এক্কং বাস-সহস্সং বিইক্কংতং । তও ণং জে সে  
 হেমংতাণং চউখে মাসে সত্তমে পক্কে কগ্গুণ-বহুলে, তস্স  
 ণং কগ্গুণ-বহুলস্স এগারসী-পক্কেণং পূব্বেহ-কাল-সময়সি  
 পুরিম-ভালস্স নগবস্স বহিয়া সগড়মুহসি উজ্জাণসি নিগগোহ-  
 বন্ন-পায়বস্স অহে অর্ট্টমেণং ভত্তেণং অপাণএণং আসাঢ়াহি

না। সে প্রতিবন্ধক চতুর্বিধ উক্ত হইয়াছে। যথা : দ্রব্য-প্রতিবন্ধক, ক্ষেত্র-প্রতিবন্ধক, কাল-প্রতিবন্ধক, এবং ভাব-প্রতিবন্ধক। দ্রব্য-প্রতিবন্ধক : সচিত্ত, অচিত্ত ও মিশ্র দ্রব্যে। ক্ষেত্র-প্রতিবন্ধক : গ্রামে, নগরে, অবগ্যে, ক্ষেত্রে, খামাবে বা অঙ্গনে। কাল-প্রতিবন্ধক : সময়, আবলিকা, আনাপানক, স্তোক, কণ, লব, মুহূর্ত, অহোবাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অবন, সংবৎসব বা অস্ত্র কোনও প্রকার দীর্ঘকাল সংযোগে। ভাব-প্রতিবন্ধক : ক্রোধ, মান, মায়ী, লোভ, ভয়, হাঙ্গ, প্রেম, স্নেহ, কলহ, অভ্যাখ্যান, পৈশুন্ড, পবপবিবাদ, অবতি-রতি, মায়ী-মোষ ও মিথ্যা-দর্শন-শল্য। সেই অর্হৎ ঋষভের এ-সব কিছুই নাই।

সেই অর্হৎ ঋষভ বর্ষাবাস ছাড়া গ্রীষ্ম ও হেমন্তেব আটমাস এইভাবে কাটান। গ্রামে থাকিলে এক গ্রামে অনধিক এক বাজি, নগবে পাঁচ বাজি। ষিঠাচন্দ্রনে সমজ্ঞান, তৃণ-মণি-লেটু-(মৃৎপিণ্ড)-কাঞ্চনে সমদৃষ্টি, হৃৎ-জুখে সমান (অবিচল), ইহলোক-পরলোকে অপ্রতিবন্ধ, জীবন বা মরণে আকাজ্জাবিহীন, সংসার-পারগামী, কর্ম-সঙ্গ-নির্ঘাতনের অস্ত্র অভ্যুত্থিত (ক্লতোত্তম) হইয়া তিনি বিহাব করিতে লাগিলেন।

অহুস্তব জ্ঞান, অহুস্তব দর্শন, অহুস্তব চরিত্র, অহুস্তব আলয়, অহুস্তব বিহাব, অহুস্তব বীর্য, অহুস্তব আর্জব (ঋজুতা), অহুস্তব মার্দিব (কোমলতা), অহুস্তব লাঘব, অহুস্তব কান্তি, অহুস্তব বুদ্ধি, অহুস্তব সত্য-সংযম-তপস্তা-মুচবিজের উপচিত্ত কলস্বরূপ পবিনির্বাণের মার্গে আত্মার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার এক সহস্র বৎসর কাটিল।

ভাবপর হেমন্তেব চতুর্থ মাসে সপ্তম পক্ষে কান্তন মাসের বৃষ্ণ পক্ষে একাদশী তিথিতে পূর্বাহ্ন সময়ে পুবিমভাল নগরেব বাহিবে শকটমুখ নামক উদ্যানে সেই শ্রেষ্ঠ জগদ্রোধ পাদপের ছায়াতলে প্রতি চতুর্থ দিবসে একবার মাত্র আহার গ্রহণ করিবার এবং কোনও প্রকার পানীয় গ্রহণ না করিবার ব্রত লইয়া উত্তরাযাত্রা নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের) যোগে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁহার অনন্ত, অহুস্তর, নির্বাঘাত, নিরাববণ, বৃৎস্ন, প্রতিপূর্ণ, কেবল, নামক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদর্শন সমুৎপন্ন হয়।

তখন সেই কৌশলীয় অর্হৎ ঋষভ জিন হইলেন। কেবলী হইলেন,



ନକ୍ଷତ୍ରେଣ ଶ୍ରେଣୀମୁବାଗେଣ ବାଣତବିଆଏ ବଢ଼ିମାଣସ ଅଂଶେ  
 ଅଶୁଦ୍ଧେ ନିର୍ବାହାଏ ନିବାବରଣେ କସିଣେ ପଢ଼ିଗୁଣେ କେବଳ-ବ-  
 ନାଣ-ଦଂଶଣେ ସମୁପ୍ପନ୍ନେ ॥ ତଏ ଏଂ ଉସତେ ଅବହା କୋସଲିଏ  
 ଜିଣେ କେବଳୀ ସବ୍ବନ୍ନୁ ସବ୍ବ-ନବିସୀ ସ - ଦେବ-ମନ୍ତ୍ରୀ-ସ୍ବସ୍  
 ଲୋଗସ୍ ସବିଆୟଂ ଜାଏଇ ପାସଇ । ସବ୍ବଲୋଏ ସବ୍ବଜୀବାଣ  
 ଆଗହିଂ ଗହିଂ ଥିହିଂ ଚବଣ ଉବବାୟଂ ତକ୍ବଂ ମଣୋ ମାଣସିୟଂ ଭୁତ୍ତଂ  
 କଡ଼ଂ ପଢ଼ିସେବିୟଂ ଆବୀ-କ୍ଷ୍ମଂ ରହୋ-କ୍ଷ୍ମଂ ଅ-ରହା ଅ-ବହସ୍-  
 ଭାଗୀ ତଂ ତଂ କାଳଂ ମଣ-ବୟଣ-କାୟ-ଜୋଗେ ବଢ଼ିମାଣାଂ ସବ୍ବଲୋଏ  
 ସବ୍ବଜୀବାଣ ସବ୍ବଭାବେ ଜାଗମାଣେ ପାସମାଣେ ବିବହଇ ॥ ୨୧୨ ॥

ଓଷଧସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଅବହଂ କୋସଲିୟସ୍ ଚଢ଼ିବାସୀଇ ଗଣା ଚଢ଼ିବାସୀଇ  
 ଗଣହରା ଯ ହୋଥା ॥ ୨୧୩ ॥

ଓଷଧସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଅବହଂ କୋସଲିୟସ୍ ଓଷଧସେଣ-ପାମୋକ୍ତାଂ  
 ଚଢ଼ିବାସୀଇ ସମଣ-ସାହସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଓଷଧସିୟା ସମଣ-ସଂପନ୍ନା ହୋଥା ॥  
 ୨୧୪ ॥

ଓଷଧସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଅବହଂ କୋସଲିୟସ୍ ବଞ୍ଚିତ୍ସୁନ୍ଦରୀ-ପାମୋକ୍-  
 ଥାଂ ଅଞ୍ଜିୟାଂ ତିନ୍ନି ସୟ-ସାହସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଓଷଧସିୟା ଅଞ୍ଜିୟା-ସଂପନ୍ନା  
 ହୋଥା ॥ ୨୧୫ ॥

ଓଷଧସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଅବହଂ କୋସଲିୟସ୍ ସେଞ୍ଜିତ୍ସୁନ୍ଦରୀ-ପାମୋକ୍ତାଂ  
 ସମଣୋବାସାଂ ତିନ୍ନି ସୟ-ସାହସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚ ସହସ୍ ଓଷଧସିୟା  
 ସମଣୋବାସାଂ-ସଂପନ୍ନା ହୋଥା ॥ ୨୧୬ ॥

ଓଷଧସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଅବହଂ କୋସଲିୟସ୍ ସୁଭଦ୍ରା-ପାମୋକ୍ତାଂ  
 ସମଣୋବାସିୟାଂ ପଞ୍ଚ ସୟ-ସାହସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଚଢ଼ିପନ୍ନଂ ଚ ସହସ୍  
 ଓଷଧସିୟା ସମଣୋବାସିୟାଂ ସଂପନ୍ନା ହୋଥା ॥ ୨୧୭ ॥

ଓଷଧସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଅବହଂ କୋସଲିୟସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାରି ସହସ୍ ସନ୍ତ

সর্বজ্ঞ হইলেন সর্বদর্শী হইলেন। তখন তিনি দেব, মনুষ্য ও অসুর সহ সমস্ত লোকের পর্যায় ( অবস্থা ) জানিতে পারেন এবং দেখিতে পান। সর্বলোকে সর্বজীবগণের মধ্যে কে কখন কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় বাইতেছে, কোথায় থাকিতেছে, কোথায় কোন্ বোনিতে জন্ম লইতেছে, উৎসে দেবলোকে বাইতেছে না নিজে জীবযোনি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাদের মনে কি তর্ক, কি ভাবনা ও কি বাসনা হইতেছে, তাহা কি খাইতেছে, কি করিতেছে, তাহাদের অল্পকৃত প্রকান্ত কর্ম বা গোপন কর্ম, সমস্তই তিনি জানিতে পারেন ও দেখিতে পান। অর্হৎ-গণের নিকট কোনও রহস্য থাকে না। তিনি সেই সেই কাল, মন, বচন ও কার্যযোগে বর্তমানবৎ সর্ব লোকে সর্ব জীবের সর্ব ভাব জানিয়া ও দেখিয়া বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২১২ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের চুরাশি গণ ও চুরাশি গণবৎ ছিলেন ॥ ২১৩ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের চুরাশি সহস্র শ্রমণ লইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণসম্পদ ছিল। ঋষভলেন ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ২১৪ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের তিন লক্ষ আর্ষিক লইয়া একটি উৎকৃষ্ট আর্ষিকসম্পদ ছিল। ব্রাহ্মী স্তম্ভবী ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ২১৫ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের তিন লক্ষ পাঁচ সহস্র শ্রমণোপাসক লইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণোপাসকসম্পদ ছিল। শ্রেয়াংস ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ২১৬ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের পাঁচলক্ষ চুরাশি সহস্র শ্রমণোপাসিকা লইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণোপাসিকাসম্পদ ছিল। স্তম্ভজা ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ২১৭ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের চাব হাজাব সাতশো পঞ্চাশ জন চতুর্দশপূর্বী

সয়া পন্নাসা চউদসপুব্বীণং অজিণাণং জিহ-সংকাসাণং উক্কোসিয়া  
চউদসপুব্বী-সংপয়া হোথা ॥ ২১৮ ॥

উসভস্স গং অরহও কোসলিয়স্স নব সহস্সা ওহি-  
নানীণং উক্কোসিয়া সংপয়া হোথা ॥ ২১৯ ॥

উসভস্স গং অবহও কোসলিয়স্স বীস সহস্সা কেবল-  
নানীণং উক্কোসিয়া সংপয়া হোথা ॥ ২২০ ॥

উসভস্স গং অরহও কোসলিয়স্স বীস সহস্সা ছচ্চ সয়া  
বেউব্বিয়াণং উক্কোসিয়া সংপয়া হোথা ॥ ২২১ ॥

উসভস্স গং অরহও কোসলিয়স্স বারস সহস্সা ছচ্চ  
সয়া পন্নাসা বিউল-মর্জ্জং অড্ঢাইজ্জেন্ন দীব-সমুদেন্ন সন্নীণং  
পংটিদিয়াণং পজ্জত্তগাণং মণোগএ ভাবে জাণমাণাণং উক্কোসিয়া  
সংপয়া হোথা ॥ ২২২ ॥

উসভস্স গং অবহও কোসলিয়স্স বারস সহস্সা ছচ্চ  
সয়া পন্নাসা বান্ধিণং উক্কোসিয়া সংপয়া হোথা ॥ ২২৩ ॥

উসভস্স গং অরহও কোসলিয়স্স বীসং অংতেবাসি-সহস্সা  
সিদ্ধা, চত্তালীসং অজ্জিয়া-সাহস্সীও সিদ্ধাও ॥ ২২৪ ॥

উসভস্স গং অবহও কোসলিয়স্স বাবীস সহস্সা নব  
সয়া অণুত্তরোববাহীয়াণং গহী-কল্লাণাণং উক্কোসিয়া সংপয়া  
হোথা ॥ ২২৫ ॥

উসভস্স গং অবহও কোসলিয়স্স ছবিহা অংতগড়-ভূমী  
হোথা, তং জহা । জুগংতকড়-ভূমী য় পরিয়ায়ংতকড়-ভূমী য় ।  
জাব অসংখিজ্জাও পুরিস-জুগাও জুগংতকড়-ভূমী, অংতো-মুহুত্ত-  
পরিয়াএ অংতং অকাসী ॥ ২২৬ ॥

তেণং কালৈণং তেণং সমএণং উসভে অরহা কোসলিএ

লইয়া একটি উৎকৃষ্ট চতুর্দশপূর্বী-সম্পাদ ছিল। তাঁহাবা জিন না হইলেও জিন-সংকাশ ছিলেন, সর্ববিধ অক্ষর-সম্মিপাত জানিতেন এবং জিনগণেব জ্ঞান অবিতথভাবে শাজব্যাখ্যা কবিতেন ॥ ২১৮ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের নয় সহস্র অবধিজ্ঞানী লইয়া একটি উৎকৃষ্ট অবধি-জ্ঞানি-সম্পাদ ছিল ॥ ২১৯ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের বিশ সহস্র কেবল জ্ঞানী লইয়া একটি উৎকৃষ্ট কেবল-জ্ঞানি-সম্পাদ ছিল ॥ ২২০ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের বিশ হাজার হ'শো বৈভূত্যা-বিজ্ঞাবিৎ লইয়া একটি উৎকৃষ্ট বৈভূত্যা-বিজ্ঞাবিৎ-সম্পাদ ছিল ॥ ২২১ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের বারো হাজার হ'শো পঞ্চাশজন বিপুলমতি লইয়া একটি উৎকৃষ্ট বিপুলমতি-সম্পাদ ছিল। তাঁহাবা আড়াই দ্বীপ ও দুই লক্ষ্যে অবস্থিত পর্বাণ্ডবিকাশ সংজ্ঞাবান্ ও পঞ্চেন্দ্রিয়বান্ যে-সকল জীব আছে তাহাদের সকলের মনোগত ভাব জানিতেন ॥ ২২২ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের বারোহাজার হ'শো পঞ্চাশজন বাদী লইয়া একটি উৎকৃষ্ট বাদি-সম্পাদ ছিল ॥ ২২৩ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের বিশ সহস্র অস্ত্রবাসী সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং চক্ৰিশ সহস্র আয়িক্য অস্ত্রবাসী সিদ্ধা হইয়াছিলেন ॥ ২২৪ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের বাইশ হাজার ন'শো অমৃতভোগপাতী লইয়া একটি উৎকৃষ্ট অমৃতভোগপাতি-সম্পাদ ছিল। তাঁহাদেব কল্যাণকর গতি হইয়াছিল (অর্থাৎ তাঁহারা কল্যাণকর বিমান লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) ॥ ২২৫ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের দ্বিবিধ অস্ত্রকৃৎ-ভূমি ছিল। যথা :  
 বৃগাস্ত্রকৃৎ ভূমি ও পর্বায়াস্ত্রকৃৎ ভূমি। অসংখ্য পুরুষ যাবৎ বৃগাস্ত্রকৃৎ ভূমি ; অন্ত্যমুহুর্তে পর্বার ভূমির অস্ত্র কবিরাজেন ॥ ২২৬ ॥

সেই কালে সেই সময়ে কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ বিশ লক্ষ পূর্ব ধবিয়া

বীসং পূব্ব-সয়-সহস্‌সাইং কুমার-বাস-মজ্জো বসিন্তাণং তেবট্ঠি  
 পূব্ব-সয়-সহস্‌সাইং বজ্জ-বাস-মজ্জো বসিন্তাণং তেসীইং পূব্ব-  
 সয়-সহস্‌সাইং অগার-বাস-মজ্জো বসিন্তাণং এগং বাস-সহস্‌সং  
 ছউমথ-পরিয়ায়ং পাউণিত্তা, এগং পূব্ব-সয়-সহস্‌সং বাস-  
 সাহস্‌সুং কেবলি-পরিয়ায়ং পাউণিত্তা, পড়িপুন্নং পূব্ব-সয়-  
 সহস্‌সং সামন্ন-পরিয়ায়ং পাউণিত্তা, চট্টরাসীইং পূব্ব-সয়-  
 সহস্‌সাইং সব্বাউয়ং পালইত্তা খীণে বেরণিজ্জাউয়-নাগ-গোন্তে  
 ইমীসে ওসপ্পিণীএ সুসম-হুস্‌সমাএ সমাএ বিইক্‌কংতাএ তীহিং  
 বাসেহিং অন্ধ-নবমেহি 'য় মাসেহিং সেসেহিং, জে সে হেং  
 তাং তজে মাসে পংচমে পক্‌থে মাহ-বহুলে, তস্‌স ৭ মাহ-  
 বহুলস্‌স [ 'গ্রা' ৯০০ ] তেরসী পক্‌থেং উপ্পিং অট্ঠাবয়-সেন-  
 সিহবসি দসহিং অণগার-সহস্‌সেহিং সদ্ধিং চট্টদসমেণং ভত্তেং  
 অপাণএং অভীইণা নক্‌থন্তেং জোগসুবাগএং পুব্বংহ-কাল-  
 সময়ংসি সংপলিয়ংক-নিসমে কালগএ বিইক্‌কংতে সমুজ্জাএ  
 ছিন্ন-জ্জাই-জ্জবা-মন্নং-বংথণে সিদ্ধে বুদ্ধে যুন্তে অংতগড়ে পরি-  
 নিব্বুড়ে সব্ব-হুক্‌থ-প্পহীণে ॥ ২২৭ ॥

উসভস্‌স ৭ অরহও কোসলিয়স্‌স কালগয়স্‌স জাব সব্ব-  
 হুক্‌থ-প্পহীণস্‌স তিয়ি বাসা অন্ধনব নাসা বিইক্‌কংতা, তও  
 বি পরং এগা য় সাগবোবম-কোড়াকোড়ী তিবাস-অন্ধনব-  
 মাসাহির-বায়ালীসাএ বাস-সহস্‌সেহিং উণিয়া বিইক্‌কংতা,  
 এরংসি সমএ সমণে ভগবং মহাবীরে পরিনিব্বুএ, তও বি পং  
 নব-বাস-সয়া বিইক্‌কংতা, দসমস্‌স য় বাস-সব্বস্‌স অয়ং অনীইমে  
 সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ২২৮ ॥

কুমার ( অর্থাৎ বাজপুত্র ) ছিলেন, তেযটি লক্ষ পূর্ব ধরিয়া বাজ্য মধ্যে ( অর্থাৎ রাজ্য ) ছিলেন, তিরাশি লক্ষ পূর্ব ধরিয়া আগারবাসী ( অর্থাৎ গৃহী ) ছিলেন, এক সহস্র বৎসর ধরিয়া ছন্নহ (শ্রমণ) ছিলেন এবং একলক্ষ পূর্ব ও একসহস্র বৎসর ধরিয়া তিনি কেবলী পর্যায়ে ছিলেন। পূর্ণ একলক্ষ পূর্ব শ্রামণ্যপর্যায়ে এবং সর্বাঙ্কাল ধরিয়া মোট চুরাশি লক্ষ পূর্ব তিনি এ জগতে ছিলেন। তারপর বেদনীয় ও নাম-গোত্র সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এই অবসর্পিণী কালপ্রবাহে জ্বলন-হুঃসমা যুগের অন্ত হইতে তিন বৎসর সাড়ে আট মাস শেষ থাকিতে হেমন্তের তৃতীয় মাসে পঞ্চমপক্ষে মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে অষ্টাপদ শৈলশিখরে দশসহস্র অনাগাব সহ প্রাতি সপ্তম দিনে একবার মাত্র আহার গ্রহণ করিবার এবং কোনও প্রকার পানীয় গ্রহণ না করিবার ব্রত লইয়া অভিজিৎ নক্ষত্রের ( সহিত চন্দ্রের ) যোগে পূর্বার সময়ে সম্পর্ক আসনে আসীন থাকিরা কালগত হন, ব্যতিক্রান্ত হন, সমুদ্ভূত হন, জন্ম, জবা ও মরণের বন্ধন ছিন্ন করেন, সিদ্ধ হন, বুদ্ধ হন, মুক্ত হন, অন্তরূপ হন, পরিনির্বাণ লাভ করেন, সর্বদুঃখপ্রহীন হন ॥ ২২৭ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষত কালগত.....সর্বদুঃখপ্রহীন হইবার পর তিন বৎসর সাড়ে আটমাস গত হইয়াছে, তারপর আবাব বিয়াল্লিশ হাজার তিন বৎসর সাড়ে আটমাস কম এক কোটি-কোটি সাগবোপম কাল গত হইয়াছে—এমন সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর পবিনির্বাণ লাভ করেন। তারপর নয়শত বৎসর গত হইয়াছে, দশম শতকের এই আশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ২২৮ ॥

## পারিশিষ্ট ৩

২০৭ স্তব্ধের অংশ

তএ ৭২ মারু দেবী স্তব্ধ-জাগবা ওহীরমাণী ২ পটমং উসভং  
মুহেণং আইংতং পাসই । তএ ৭২ সা মারু দেবী সীহং পাসই ।  
এবং চ ৭২ সা তেসিং চোদ্ধসংহং মহাস্তুমিণাং অন্নয়রমেগং  
পাসই । এবং অহকমেণং তেরস স্তুমিণে পাসই । সেসও গয়ং  
পাসই । পাসিন্তা ৭২ পড়িবুজ্জাই । পড়িবুজ্জা সমাণী হট্ট-  
তুট্টমাণংদিয়া পীইমণা পবম-সোমণসিয়া হবিস-বস-বিসপ্পমাণ-  
হিয়য়া ধারা-হয়-কয়ংবুয়ং পিব সমুস্সসিয়-রোম-কুবা স্তুমিণোয়ংহং  
করেই । করিন্তা সয়ণিজ্জাও অব্ভুট্টেই । অব্ভুট্টিষ্ঠা  
অতুরিয় অচবলং অসংভংতাএ অবিলংবিয়াএ রায়হংস-সরিসীএ  
গঙ্গএ জেণেব নাভী কুলগবো তেণেব উবাগচ্ছই । উবাগচ্ছিন্তা  
নাভি কুলগবং তাহিং ইট্টাহিং কংতাহিং মণ্ণুয়াহিং মণামাহিং  
ওরালাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধম্মাহিং মংগল্লাহিং সস্সিবীয়াহিং  
হিয়য়-গমণিজ্জাহিং হিয়য়-পল্লহায়ণিজ্জাহিং মিয়-মছর-মংজুলাহিং  
গিরাহিং সংলবমাণী ২ পড়িবোহেই । তএ ৭২ সা মারু দেবী  
নাভিকুলগরেণং অব্ভুগুয়ায়া সমাণী নানা-মণি-বয়ণ-ভত্তি-  
চিত্তংসি ভদ্দাসংসি নিসীয়ই । নিসীইন্তা আসথা বীসথা  
সুহাসং-বর-গয়া নাভি-কুলগরং তাহিং ইট্টাহিং জাব গিরাহিং  
এবং বয়্যাসী ॥

“এবং থলু অহং, সামী । অজ্জ সয়ণিজ্জংসি স্তব্ধ-জাগরা  
ওহীরমাণী ২ ইমে এয়ায়বে ওবালে কল্লাণে সিবে ধম্মে মংগলে  
সস্সিবীএ সুভে সোমে সুয়াবে চোদ্ধস মহাস্তুমিণে পাসিন্তা ৭২  
পড়িবুজ্জা । তং জহা । উসভ সীহ অভিসেয় দাম সসি দিগয়র

## পরিশিষ্ট ৬

### ২০৭ স্নেহের অংশ

তারপর মাক দেবী অর্ধ-সুপ্ত অর্ধ-জাগরিত অবস্থায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে প্রথমে দেখিলেন একটি বৃষত মৃগ তুলিয়া [ উটাইয়া ] আসিতেছে। তাবপর সেই মাক দেবী সিংহ দেখিলেন। এইরূপে তিনি সেই চতুর্দশ মহাস্বপ্নেব এক-একটি দেখিতে লাগিলেন এবং বধাক্রমে ত্রয়োদশ স্বপ্নটি দেখিলেন। শেষে গজ দেখিলেন। দেখিয়াই জাগিয়া উঠিলেন। জাগিয়া উঠিয়া দৃষ্টচিন্তা আনন্দিতা প্রীতিমনাঃ এবং পরম সৌমনসবশে বিসর্গিত-হৃদয়া ও [ বৃষ্টি- ] বারাহত-কদম্ববৎ সমুচ্ছ্বসিত-হৃদয়া হইয়া স্বপ্নবরণ কবিয়া লইলেন। লইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। উঠিয়া অশ্বরিত, অচপল, অবিলম্বল, অবিলম্বিত রাজহংস-সদৃশ গতিতে যেখানে কুলকর নাভি ছিলেন সেইখানে গেলেন। গিয়া নাভি কুলকরকে সেই ইষ্ট, কান্ত, মনোজ, মনোমোহন, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্ত, রাজল্য, শোভন-শ্রী, হৃদয়-গ্রাহ, হৃদয়-প্রহ্লাদন, মিত-মধুর-মঞ্জুল বাক্যে সংলাপ করিতে করিতে আগাইলেন। তারপর সেই মাক দেবী নাভি কুলকর কর্তৃক অভ্যাসজাত হইয়া নানা-মণিরত্ন-খচিত ও বহুচিত্রে চিত্রিত ভদ্রাসনে বসিলেন। বসিয়া আশ্বস্ত ও বিশ্বস্তভাবে স্তম্ভাসন-বরে আসীনা হইয়া নাভিকুলকরকে সেই ইষ্ট কান্ত.....বাবৎ বাক্যে এই কথা বলিলেন। “ওগো স্বামিন্! আমি আজ শয্যায় অর্ধসুপ্ত অর্ধজাগরিত অবস্থায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে এইরূপ উদার, কল্যাণ, শিব, ধন্ত, রাজল্য, শোভনশ্রী, সৌম্য ও সুরূপ চৌদ্দটি মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি। সেগুলি এই: ঋষভ, সিংহ, অভিষেক, [ পুষ্প- ] দাম, শলী, দিনকর, ধ্বজ, কুন্ত, পদ্ম



[illegible]

সরোবর, সাগর, বিমান-ভবন, ইহ্নোচ্চয়, অগ্নিশিখা ও গজ। তা,  
 আমিন! এই সব উদার চৌকটি মহাস্বপ্নে কি কি কল্যাণকর কলবিস্তি  
 সূচনা কবিতেছে?” তখন নাতি কুলকর মাক দেবীর নিকট এই  
 কথা শুনিয়া ও অবধারণ করিয়া হষ্ট-ভুষ্ট, আনন্দিত, প্রীতিমনাঃ,  
 পবন সৌম্যভ-বশে বিসর্গিতহৃদয় [বুষ্টি-] বারাহত সুরভি-নীপ-  
 কুসুমের চক্ষুর ছায় উচ্ছৃগিত-লোমকূপ হইয়া সেই স্বপ্নগুলি বিশ্লেষণ  
 কবিয়া দেখিলেন। দেখিয়া ঈহা অর্থাৎ বিচাবে প্রবৃত্ত হইলেন।  
 হইয়া নিজেব স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে স্বপ্নগুলি  
 অর্থ গ্রহণ কবিলেন। কবিয়া মাক দেবীকে সেই ইষ্ট, কান্ত...বাবৎ...  
 মিত মধুব-সমীক বন্ধ (মনোহব) বাক্যে আলাপ করিতে কবিতে এই  
 কথা বলিলেন। “ওগো, দেবাহুপ্রিয়ে! উদার স্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ।  
 .....বাবৎ.....শরীর ভায় সৌম্যাকাব, কান্ত, প্রিয়দর্শন ও সুরপ  
 পুত্র প্রসব কবিবে। সেই বালকটি তাহাব বাল্য গত হইলে ঘোবনে  
 উপনীত হইয়া বিজ্ঞানে পরিণতি হইবামাত্র শুব, বীর, বিক্রান্ত,  
 বিস্তীর্ণ-বিপুল-বল-বাহন-সম্পন্ন রাজ্যপতি রাজা হইবে। অথবা জৈলোক্য-  
 নারক ধর্মবর চাতুবন্ত চক্রবর্তী জিন হইবে।” তারপর মাক দেবী  
 এই কথা শুনিয়া ও বুঝিয়া হষ্টভুষ্ট.....বাবৎ.....কবডলে বন্ধ  
 অঙ্গলি ব দশ নখ মাধায় ঠেকাইয়া সেই স্বপ্নগুলি বরণ কবিয়া  
 লইলেন। লইয়া নাতি কুলকরব অমুমতি লইয়া নানা-অগি-বন্ধ-  
 খচিত ও চিত্রিত ভদ্রাসন হইতে উঠিলেন। উঠিয়া অপরিত, অচপল,  
 অবিলম্ব, অবিলম্বিত, বাজহংসভূলা গতিতে যেখানে নিজের ভবন  
 সেইখানে গেলেন। গিয়া নিজেব ভবনে প্রবেশ করিলেন।

## ପରିଶିଷ୍ଟ ଚ

୧୦୯ ଅୁତ୍ତର ଅଂଶ

ତେ ୩୧ ସେ ନାଭିକୁଳଗରୋ ଭବଣବହି-ବାଣମତବ-ଜୋହିସ-  
ବେମାଗିଏହି ଦେବେହି ତିଷ୍ଠୟର-ଜନ୍ମାଣ-ଅଭିସେୟ-ମହିମାଏ କୟାଏ  
ସମାଗିଏ ପଚ୍ଛୁ-କାଳ-ସମୟାସି ନଗର-ଶୁଭିଏ ସଦାବେହି । ସଦାବିଷ୍ଟା  
ଏବଂ ବୟାସୀ । “ସ୍ଥିପ୍ମେବ ଭୋ ଦେବାଣୁପ୍ପିୟା । ପୁବିଷ୍ଟାତାଳ  
ନଗବେ ଚାବଗ-ସୋହଣ କବେହ । କବିଷ୍ଟା ମାଣୁମାଣ-ବନ୍ଧଣ କବେହ ।  
ଉସ୍ମୁକଂ ଚ ଓକ୍ବଂ ଚ କବେହ ନଗରଂ । କବିଷ୍ଟା ପୁରିମ-  
ତାଳଂ ନଗବଂ ସର୍ବଭିତବ - ବାହିବିୟା ଆସିୟ - ସମ୍ମାଜ୍ଞି - ଉବେଲବିୟା  
ସଂସାଡ଼ଗ - ତିୟ-ଚଓକ୍ - ଚଚବ - ଚଓସ୍ମୁହ - ମହାପହ - ପହେସ୍ମ ସିନ୍ଧ-  
ଅୁହି-ସଂମଟ୍ଟ - ରଚ୍ଛଂତବାବଣ - ବୀହିୟା ମଂଚାହିମଂଚ - କଲିୟା ନାଣାବିହ  
ରାଗ-ଭୁସିୟ-ଆୟ-ପଡ଼ାଗ-ମଂଡିୟା ଲା-ଉଲ୍ଲୋହିୟ - ମହିୟା ଗୋସୀସ-  
ସରସ-ରକ୍ତ-ଚଂଦଣ-ଦଦବ-ଦିନ-ପଂଚଂଶୁଳି-ତଳଂ ଉବଚିୟା - ବଂଦଣ-କଳସଂ  
ବଂଦଣ - ସଡ଼ - ଅୁକୟ - ତୋବଣ-ପଡ଼ିହ୍ବାର-ଦେସ-ଭାଗଂ ଆସନ୍ତୋସନ୍ତ-  
ବିଶୁଳ-ବଟ୍ଟ-ବଗ୍-ସାଡ଼ିୟ - ମଲ୍ଲଦାମ-କଳାବଂ ପଂଚ-ବଲ୍ଲ-ସବସ - ଅୁରଭି-  
ହୁକ୍-ପୁପ୍-ଫୁ-ପୁଂଜୋବୟାବ-କଲିୟା କାଳାଶୁକ-ପବବ-କୁଂହୁକ୍-ହୁକ୍-  
ଡ଼ଞ୍ଜାତ-ଧୁବ-ମସ୍ତମସ୍ତ-ଗଂଧୁକ୍-ୟାଭିବାମଂ ଅୁଗଂଧ-ବବ-ଗଂଧିୟା ଗଂଧବଡ଼ି-

## পরিশিষ্ট ৮

### ২০৯ স্রুতের অংশ

তাবপব ভবনপতি, ব্যস্তর, জ্যোতিষ ও বৈমানিক দেবগণ কর্তৃক তীর্থকব-জন্ম-মাহাত্ম্য-জন্ত কৃত্য সম্পাদিত হইলে পব নাভি কুলকব প্রত্যয়কালে নগর-গোষ্ঠ-গণকে ডাকিলেন। ডাকিয়া এই কথা বলিলেন। “তো দেবানুপ্রিয়গণ! শীঘ্র পুরিমতাল নগবে চাবক-শোষন (কারাগার খুলিয়া বন্দিগণের মুক্তিদান) করিয়া দাও। দিয়া [বাজাবের] মান ও মাপ (অর্থ্য ও জন ও পরিমাপ) বাড়াইয়া দাও। নগবেব শুদ্ধ ও কর উঠাইয়া দাও। দিয়া পুরিমতাল নগরেব অভ্যন্তরে ও বাহিবে অবস্থিত বাস্তার চৌমাথা (শূদ্রাটক), তেমাথা (জিক), চতুর্কোণ স্থান (চতুর্ক), নগর-চত্বর, আটচালা (চতুর্দ্বার গৃহ, চতুর্মুখ), মহাপথ প্রভৃতি সর্বত্র জলসিক্ত, সম্মার্জিত ও উপলিপিত করাও। বড় বাস্তাব (বথ্যার) মধ্যস্থান ও তৎসংলগ্ন আপণ-বীথিকা (সারিবদ্ধ দোকান) -গুলি সিক্ত, শুচি ও সংযুট করাও। মঞ্চে মঞ্চে সংলগ্ন কবিয়া সর্বস্থান মঞ্চভূষিত কব। সেগুলিকে নানাবিধ বর্ণে ভূষিত ধ্বজপতাকার মণ্ডিত কব। লাজ-বিকিবণ ও উল্লোচ (চক্রাতপ) উল্লোলন দ্বাৰা উৎসবিত কব। গোশীর্ষ (চন্দন-বিশেষ), বক্তচন্দন ও দর্দর (নামক গন্ধদ্রব্য) সবল কবিয়া বাঁটিয়া তাহাতে পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত কবতলের ছাপ দেওয়াও। বহু মঙ্গল কলস স্থাপন কব এবং প্রতি তোরণেব দ্বার-দেশ-ভাগে বন্দন-ঘট স্থাপন কবাও। ফুলের মালাব সঙ্গে ফুলের মালা আলগা করিয়া ও ঘন কবিয়া জড়াইয়া মোটা কবিয়া সেই মোটা মালা দিয়া সব জায়গা মালাদাম-কলাপিত করাও। পঞ্চবর্ণ সবল সুবভিষুক্ত গুপ্তেব গুপ্তে [উৎসবেব] উপচার করাও। শ্রেষ্ঠ কালাঙ্কক, কুন্দকক, তুরুক প্রভৃতিব সহিত ধূপ পোড়াইয়া সমস্ত নগর জুগন্ধে মহ-মহ কবিয়া তোল, আব গন্ধদ্রব্য ছড়াইয়া তাহার জুগন্ধে সমস্ত নগরটিকে একটি গন্ধবর্তিকাতুল্য

ভুয়ং নড় - নট্টগ - জল্প-মল্প-যুট্টিয়-বেলংবগ-কহগ-পাচগ-লাসগ-  
 আরক্খগ - লংখ-মংখ-তুংইল্ল-তুংববীগিয়-অণেগ-তালায়রাণুচবিয়ং  
 করেহ য় কারবেহ য় । করিত্তা য় কারবিত্তা য় মম এয়মাগন্তিয়ং  
 পচ্চপ্পিগহ । তএ ণং তে কোড়ুংবিয়-পুন্নিসা কুলগবেণং এবং  
 বৃত্তা সমাণা হট্টঠ-তুট্টঠ- জাব পড়িসুগিত্তা থিগ্গমেব পুন্নিমতাল-  
 নগবে চাবগসোত্ঠং কবেংতি কারবেংতি য় । কবিত্তা কাববিত্তা য়  
 মাণুস্মাণবদ্ধং কবেংতি কাববেংতি য় । কবিত্তা কাববিত্তা য়  
 পুন্নিমতাল-নগবং সৰ্ভত্তিগতব-বাহিবিয়ং জাব তালায়বাণুচবিয়ং  
 করেংতি কাববেংতি য় । কবিত্তা কাববিত্তা য় জেণেব নাভি  
 কুলগরে তেণেব উবাগচ্ছংতি । উবাগচ্ছিত্তা করয়ল- জাব কট্টু  
 কুলগরসুস এয়মাগন্তিয়ং পচ্চগ্গিগংতি ॥ তএ উসত্তসুস ণং  
 অরহণ্ড কোসলিয়সুস অস্মাপিয়বো তইএ দিবসে চন্দ-সুব-  
 দংসণিয়ং কবেংতি ছট্টঠে দিবসে ধম্ম-জাগবিয়ং কবেংতি, ইক্কারসমে  
 দিবসে বিইক্কেতে, নিব্বত্তিএ অসুই-জস্ম-কস্ম-করণে, সংপত্তে  
 বারসাহদিবসে বিউলং অসণ-পাণ-থাইম-সাইমং উবক্খড়াবিংতি ।  
 উবক্খড়াবিত্তা মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়গ- সংবংধি - পরিজ্ঞং আমং-  
 তিত্তা, তও পচ্ছা ন্হায়া কয় - বলি-কস্মা কয়-কোউয়-মংগল-  
 পায়চ্ছিত্তা সুদ্ধ-প্পাবেসাইং মংগল্লাইং পববাইং বখাইং পবিহিয়া  
 অপ্প- মহগ্গাভরণালংকিয় - সরীবা ভোয়ণ - বেনাএ ভোষণ-  
 মংডবংসি সুহাসণ-বব-গয়া তেণং মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়গ-সংবংধি-  
 পরিজ্ঞেণং সঙ্ঘি তং বিউলং অসণ-পাণ-থাইম-সাইমং আসাএ-  
 মাণা বিসামাণা পরিভাএমাণা পরিভুংজেমাণা বিহবংতি ।

কবিতা ফেল। নট, নর্তক, জ্ঞান, মন্ত্র, মুষ্টি, বিডম্বক, কণক, পাঠক, লাসক, আরক্ষক, লক্ষ, মক্ষ, ভূগবাদক, ভূবীণাবাদক এবং ভালাচর ও তাহাদের অমুচরগণকে উৎসবে নিযুক্ত কর। কবিতা ও করাইয়া আমার এই আদেশ পালনের সংবাদ আমার নিকট জ্ঞাপন কর। তখন সেই কৌটুহিক পুরুষগণ কুলকর কর্তৃক এই ভাবে আদিষ্ট হইয়া দ্বষ্ট-ভৃষ্ট.....বাবৎ.....আদেশ গ্রহণ কবিতা সত্তর পুৰিমতাল নগরে চারক-শোথন (কারাগারের বন্দিমুক্তি) কবিল ও করাইল। তারপর (বাজারের) নাম ও আপ বাড়াইয়া দিল ও দেওয়াইল। তারপর পুৰিমতাল নগরের অভ্যন্তরে ও বাহিবে.....বাবৎ ভালাচর ও তাহাদের অমুচরগণকে উৎসবে নিযুক্ত কবিল ও করাইল। তারপর যেখানে নাতি কুলকর ছিলেন সেইখানে গেল। গিয়া পরতলে বহু অঙ্গলি দর্শনধা রাখায় ঠেকাইয়া কুলকরের নিকট এই আদেশ-প্রতিপালন-সংবাদ জ্ঞাপন কবিল। তখন ঋষভের সাতাপিতা চন্দ্র-স্বর্ঘ-প্রদর্শন করিলেন, বহু দিবসে ধর্ম-জাগর্যা কবিলেন। এগারো দিন গত হইলে, সাতারশোচান্ত কৃত্য নিবৃত্ত হওয়ার পর দ্বাদশ দিবস আসিলে বিপুল অশনীয়, পানীয়, খাদ্য, স্নান্য বস্ত্র প্রস্তুত করাইলেন। প্রস্তুত করাইয়া মিত্র, জাতি, নিজজন, স্বজন, সখ্যজন ও পরিজনগণকে আমন্ত্রণ করিয়া তারপর স্নাত হইয়া, বলিকর্ম করিয়া, কৌতুকমঙ্গল ও প্রায়শ্চিত্ত কবিতা অশোচান্তে পরিধানযোগ্য শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ মঙ্গলবস্ত্র পবিত্রা অঙ্গ অথচ মহার্ঘ অলঙ্কারে দেহ অলঙ্কৃত করিয়া ভোজন-বেলায় ভোজন-মণ্ডপে গিয়া শ্রেষ্ঠ স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সেই মিত্র, জাতি, নিজজন, স্বজন, সখ্যজন ও পরিজনগণের সহিত সেই বিপুল অশনীয়, পানীয়, খাদ্য ও স্নান্য বস্ত্রসমূহ আশ্বাদন করিয়া, স্বাদ-বিশ্বাদ বুঝিয়া, ভাগ করিয়া একত্র ভোজন করিয়া বিহার করিলেন।

## ପରିଶିଷ୍ଟ ଛ

### ୩୩-୪୬ ଅନ୍ତର ପାଠାନ୍ତର

ତଏ ୩୩ ତିମଳା ଶକ୍ତିରାଗୀ ଇକ୍ଷୁ ଚ ୩୩ ମହା ପଞ୍ଚମଃ ଧବଳଃ  
 ସେୟଃ ସଂଖଣ୍ଡ - ବିମଳ-ଦକ୍ଷିଣ-ଗୋ-ଧୀର-କେଶ-ରଘ-ନିକର-ପରାନ୍ତ  
 ଧିର - ଲଟ୍ଟ - ପଞ୍ଚୁଟ୍ଟ - ଶୀବର - ଅନିଲିଟ୍ଟ - ବିନିଟ୍ଟ-ତିକ୍ତ-ଦାଢ଼ା-  
 ବିଢ଼ବିର-ଗୁହଃ ରକ୍ଷୋମ୍ବର-ପଦ୍ମ-ପଞ୍ଚମ - ନିଲ୍ମାଲିୟଗ୍ଗ - ଜ୍ଞାତ ବଢ଼ -  
 ପଞ୍ଚିପୁର - ପମଥ - ନିକ୍ତ - ମହ-ଶୁଲିୟ-ପିଂଗଳକ୍ଷ୍ମ ପଞ୍ଚିପୁର-ବିଠଳ  
 -ଅଞ୍ଜୟ - ଶଂଖ ନିମ୍ବର-ବର-କେଶର-ଧରଂ ଶୋନିୟ-ଅନିମ୍ବିୟ-ଅଞ୍ଜୟ-  
 ଅପଂକୋଢ଼ିୟ-ଲଂଗୁଳ ସୋମଂ ଶୋମାକାରଂ ଶୌଳାୟତଂ ଜଞ୍ଜାୟତଂ  
 ଗଗନ-ତଳାଞ୍ଜ ଉବୟମାଞ୍ଜ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଗୁହଃ ଗୁହେ ପବିନମାଞ୍ଜ ପାନିନ୍ଦ୍ରା  
 ୩୩ ପଞ୍ଚିପୁରା ॥ ୧ ॥

ଏକଂ ଚ ୩୩ ମହା ପଞ୍ଚମଃ ଧବଳଃ ସେୟଃ ସଂଖଣ୍ଡ-ବିମଳ-ନନ୍ଦିକାନ୍ତ  
 ବଢ଼-ପଞ୍ଚିପୁର-କୟଂ ପମଥ-ନିକ୍ତ-ମହ-ଶୁଲିୟ-ପିଂଗଳକ୍ଷ୍ମ ଅବଞ୍ଚୁଗ୍ଗୟ-  
 ମଲ୍ଲିୟା-ଧବଳ-ଦଂତଂ କଂଚନ-କୋନୀ-ପବିଟ୍ଟ-ଦଂତଂ ଆଗାମିୟ - ଚାବ-  
 ଋହେଳ-ସଂବିଲ୍ଲିୟଗ୍ଗ-ସୋଞ୍ଜଂ ଅଲ୍ଲୀପ - ପମାଞ୍ଜ - ଅଞ୍ଜ - ପୁଞ୍ଜ ସେୟଂ  
 ଚଢ଼ିଦଂତଂ ହସ୍ତି-ରଘଞ୍ଜ ଅଞ୍ଜିଣେ ପାନିନ୍ଦ୍ରା ୩୩ ପଞ୍ଚିପୁରା ॥ ୨ ॥

ଏକଂ ଚ ୩୩ ମହା ପଞ୍ଚମଃ ଧବଳଃ ସେୟଃ ସଂଖଣ୍ଡ - ବିଠଳ-  
 ନନ୍ଦିକାନ୍ତ ବଢ଼-ପଞ୍ଚିପୁର-କଞ୍ଚଂ ବେଲ୍ଲିୟ - କଞ୍ଚଞ୍ଜଞ୍ଜ ବିନମୁନ୍ଦୟ - ବନ-

## পরিশিষ্ট ছ

### ৩৩-৪৬ স্তব্ধের পাঠান্তর

তখন সেই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ী দেখিলেন যে একটি মহান সোণ্য, সোম্যাকাব, ক্রীডমান, জুস্তামান, পাণ্ডুব, ধবল ও ষেতবর্ণ সিংহ গগনতল হইতে লাকাইতে লাকাইতে তাঁহার অভিমুখে আগিয়া যুখে প্রবেশ কৰিতেছে,—দেখিয়া তিনি জাগিয়া উঠিলেন। শঙ্খকুলেব (বানীকৃত শঙ্খেব) ভায়, বিমল দধিব ভায়, ঘন গোহুন্ধের ভায়, ফেনময় জলস্রোত-নিকবেব ভায় তাহার প্রকাশ (বর্ণ)। স্থির, লষ্ট (=মনোরম-দর্শন), প্রস্ট (উৎস্ট), গীবর (হুল), তল্লিষ্ট (=সুসংবদ্ধ), বিশিষ্ট (লক্ষণীয়) এবং ভীক্ষ দণ্ড্যায় তাহার মুখ বিডমিত (চিহ্নিত)। বস্তোৎপলেব পজ (দল) অথবা পদতুল্য, অগ্রভাগে লালানুক্ত তাহার জিহ্বা। বৃত্তাকাব, প্রতিপূর্ণ, প্রশস্ত, স্নিদ্ধ, মধুনির্মিত কুহু গোলকের ভায় এবং পিঙ্গলবর্ণ তাহার অক্ষি। প্রতিপূর্ণ, স্নজাত (সুন্দর) তাহার কন্ধ। নির্মল ও শ্রেষ্ঠ তাহার কেশর। স্নন্দরভাবে উজ্জ্বিত, সুনির্মিত, স্নজাত ও আকোটিত তাহার লাজুল ॥ ১ ॥

একটি মহান পাণ্ডুব ধবল বেত চতুর্দন্ত হস্তিবদ্র স্বপ্নে দেখিয়া [ত্রিশলা] জাগিয়া উঠিলেন। শঙ্খকুল (শাঁখের বাশি) তুল্য বিমল ও সুপ্রকাশ তাহার বর্ণ। বৃত্তাকাব ও প্রতিপূর্ণ তাহার কর্ণ। প্রশস্ত, স্নিদ্ধ ও মধুনির্মিত কুহু গোলকের ভায় পিঙ্গলবর্ণ তাহার অক্ষি। অত্যাঙ্গত (বহিবাগত) ও মল্লিকার ভায় ধবল তাহার দন্ত। সেই দন্ত কাঞ্চন-নির্মিত কোণী অর্বাৎ জাধাবে প্রবিষ্ট। ঈবৎ অবনমিত, চাপতুল্য কচির, বিদলিতাগ্র তাহার শুণ্ড। আলীন (=শয়ান) বৎ প্রমাণাত্মরূপ ও দেহে সংযুক্ত তাহার পৃচ্ছ ॥ ২ ॥

একটি মহান পাণ্ডুর ধবল বেত বৃষভ স্বপ্নে দেখিয়া [ত্রিশলা] জাগিয়া উঠিলেন। বিপুল শঙ্খবাশির ভায় তাহার [শুভ্র] বর্ণ। বৃত্তাকার



হোট্টং চল-চবল - পীণ-ককুহং অল্লীণ-পমাণ-জুস্ত-পুচ্ছং সেয়ং  
ধবলং বসহং স্মিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুচ্ছা ॥ ৩ ॥

একং চ ণং মহং সিরিয়াভিসেয়ং স্মিণে পাসিত্তা ণং  
পড়িবুচ্ছা ॥ ৪ ॥

একং চ ণং মহং মল্লদামং বিবিহ-কুসুমোবসোহিয়ং পাসিত্তা  
ণং পড়িবুচ্ছা ॥ ৫ ॥

একং চ ণং চংদিম-স্মরিম-গণং উভগু পাসে উয়ং স্মিণে  
পাসিত্তা ণং পড়িবুচ্ছা ॥ ৬ । ৭ ॥

একং চ ণং মহং মহিংদম্ময়ং অনেক - কুড়ভী - সহস্-  
পবিমংডিয়াভিরামং স্মিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুচ্ছা ॥ ৮ ॥

একং চ ণং মহং মহিংদ-কুংভং বর-কমল-পইট্টাং স্মিণে  
বব-বারি-পুন্নং পউমুপ্পল-পিহাং আবিক্ক - কংঠ - গুং স্মিণে  
পাসিত্তা ণং পড়িবুচ্ছা ॥ ৯ ॥

একং চ ণং মহং পউমসন্নং বহুপ্পল - কুমুয় - নলিণ - সম্বত্ত-  
সহস্-বত্ত - কেসব - কুল্লোবচিয়ং স্মিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুচ্ছা  
॥ ১০ ॥

একং চ ণং সাগবং বীচী-তবংগং উম্মী-পউবং স্মিণে পাসিত্তা  
ণং পড়িবুচ্ছা ॥ ১১ ॥

একং চ ণং মহং বিমাণং দিবং তুড়িয়-সদ-সংপণদিয়ং স্মিণে  
পাসিত্তা ণং পড়িবুচ্ছা ॥ ১২ ॥

একং চ ণং মহং রয়ণুচ্ছয়ং সব্ব-রয়ণাময়ং স্মিণে পাসিত্তা  
ণং পড়িবুচ্ছা ॥ ১৩ ॥

ও প্রতিপূর্ণ তাহার কণ্ঠ। বেলিত [কম্পান] কর্কটের জায় তাহাব অক্ষি। বিষম ও ক্রমোন্নত তাহার বুয়ভৌষ্ঠ। চঞ্চল, চপল ও পীন (স্থূল, মাংসল) তাহার ককুদ। আলীন ও প্রমাণাহুরূপ তাহার বৃক্ক পুচ্ছ ॥ ৩ ॥

একটি মহৎ ত্রীমুক্ত অভিবেক স্বপ্নে দেখিয়া [জিশলা] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ৪ ॥

একটি মহৎ বিবিধ-কুসুমোপহিত মাল্যদার দেখিয়া [জিশলা] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ৫ ॥

উভয় পার্শ্বে উদ্গত একটি মহৎ চন্দ্রালোকের ও সূর্যালোকের গণ স্বপ্নে দেখিয়া [জিশলা] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

অনেক মহৎ কুড়তী (১) তে পরিমণ্ডিত অভিরামদর্শন একটি মহৎ মহেন্দ্র-ধ্বজ স্বপ্নে দেখিয়া [জিশলা] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ৮ ॥

একটি মহৎ মহেন্দ্র-কুন্ড স্বপ্নে দেখিয়া [জিশলা] জাগিয়া উঠিলেন। তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কমলসমূহ প্রবিষ্ট বহিয়াছে। সেই কুন্ড সুরতি ও শ্রেষ্ঠ বাবিতে পূর্ণ। পদ্ম ও উৎপল তাহাব গিধান অর্থাৎ আচ্ছাদন। কণ্ঠে তাহার গুণ অর্থাৎ সূতা আবিদ্ধ অর্থাৎ বাধা রহিয়াছে ॥ ৯ ॥

একটি মহৎ গগন-নবোবর স্বপ্নে দেখিয়া [জিশলা] জাগিয়া উঠিলেন। তাহাতে বহু উৎপল, কুসুদ, নলিন, শতপদ্ম, সহস্রপদ্ম প্রভৃতি প্রস্ফুটিত পুষ্পের কেশর উপচিহ্ন (সুপীকৃত) রহিয়াছে ॥ ১০ ॥

প্রচুব বীচি, ভবঙ্গ ও উন্মিত পূর্ণ একটি মহান্ সাগর স্বপ্নে দেখিয়া [জিশলা] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ১১ ॥

ক্রটিক-শব্দে সংপ্রদর্শিত (শবিত) একটি মহৎ দিব্য বিমান স্বপ্নে দেখিয়া [জিশলা] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ১২ ॥

একটি মহান্ সর্বরত্নময় বদ্বোচ্চর স্বপ্নে দেখিয়া [জিশলা] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ১৩ ॥

একং চ গং মহং জলগ-সিহিং নিব্বুং সুমিণে পাসিত্তা গং  
পড়িবুজ্জা ॥ ১৪ ॥

একটি নিধুঁর্ন মহতী জলন-শিখা স্বপ্নে দেখিয়া [ জিশলা ] আগিয়া  
উঠিলেন ॥ ১৪ ॥



জিণচরিত্তং  
থেরাবলী

জিনচরিত্র  
স্থবিরাবলী

## খেরাବলী

তেণং কାଳେণং তେণং সময়েণং সমণস୍‌ସ ভଗবଠ ମହାବୀରସ୍‌ସ  
ନବ ଗଣା ଈକାବସ ଗଣହରା ହୋଂଥା । “ସେ କେଣଟ୍‌ଟେଣଂ ଭଂତେ ! ଏବଂ  
ବୁଚ୍ଛଇ : ସମଣସ୍‌ସ ଭଗବଠ ମହାବୀରସ୍‌ସ ନବ ଗଣା ଈକାବସ ଗଣହରା  
ହୋଂଥା ?” “ସମଣସ୍‌ସ ଭଗବଠ ମହାବୀରସ୍‌ସ ଜେଟ୍‌ଟେ ଇନ୍ଦଭୁଞ୍ଜି  
ଅଣଘାରେ ଗୋୟମ-ଗୋତ୍ତେଣଂ ପଞ୍ଚ ସମଣ-ସୟାହିଂ ବାଏହି ; ମଞ୍ଜିମେ  
ଅଗ୍ଗିଭୁଞ୍ଜି ଅଣଘାରେ ଗୋୟମ-ଗୋତ୍ତେଣଂ ପଞ୍ଚ ସମଣ-ସୟାହିଂ ବାଏହି ;  
କଶୀୟସେ ଅଣଘାରେ ବାଊଭୁଞ୍ଜି ନାମେଣଂ ଗୋୟମ-ଗୋତ୍ତେଣଂ ପଞ୍ଚ ସମଣ-  
ସୟାହିଂ ବାଏହି ; ଥେରେ ଅଞ୍ଜ-ବିସ୍‌ସେ ଭାରନ୍ଦାଏ ଗୋତ୍ତେଣଂ ପଞ୍ଚ  
ସମଣ-ସୟାହିଂ ବାଏହି ; ଥେରେ ଅଞ୍ଜ-ସୁହନ୍ନେ ଅଗ୍ଗିବେସାୟଣ-ଗୋତ୍ତେଣଂ  
ପଞ୍ଚ ସମଣ-ସୟାହିଂ ବାଏହି ; ଥେରେ ମଞ୍ଡିୟପୁତ୍ତେ ବାସିଟ୍‌ଟ-ଗୋତ୍ତେଣଂ  
ଅଞ୍ଜୁଟ୍‌ଟାହିଂ ସମଣ-ସୟାହିଂ ବାଏହି ; ଥେରେ ମୋରିୟପୁତ୍ତେ କାସବ-  
ଗୋତ୍ତେଣଂ ଅଞ୍ଜୁଟ୍‌ଟାହିଂ ସମଣ-ସୟାହିଂ ବାଏହି ; ଥେରେ ଅକଂପିଏ  
ଗୋୟମ-ଗୋତ୍ତେଣଂ ଥେରେ ଅୟଳଭାୟା ହାବିୟାୟଣ-ଗୋତ୍ତେଣଂ, ତେ  
ଛୁମ୍ମି ବି ଥେରା ତିମ୍ମି ତିମ୍ମି ସମଣ-ସୟାହିଂ ବାଏଂତି ; ଥେବେ ମେୟଞ୍ଜେ  
ଥେବେ ପଞ୍ଚାସେ, ଏଏ ଛୁମ୍ମି ବି ଥେବା କୋଢିର-ଗୋତ୍ତେଣଂ ତିମ୍ମି  
ତିମ୍ମି ସମଣ-ସୟାହିଂ ବାଏଂତି । ସେ ତେଣଂ ଅଟ୍‌ଟେଣଂ ଅଞ୍ଜୋ । ଏବଂ  
ବୁଚ୍ଛଇ : ସମଣସ୍‌ସ ଭଗବଠ ମହାବୀରସ୍‌ସ ନବ ଗଣା ଈକାରସ ଗଣହରା  
ହୋଂଥା” ॥ ୧ ॥

## সুবিবাহনী

সেই কালে সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের নব গণ ও একাদশ গণধব ছিলেন ।

কিঞ্চত্ত একথা বলা হইয়াছে, উদত্ত ! যে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের নব গণ ও একাদশ গণধব ছিলেন ?

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের জ্যেষ্ঠ অনাগারিক গৌতম-গোজীর ইন্দ্রভূতি পাঁচ শত শ্রমণকে শাস্ত্রবাচন করাইতেন ;

মধ্যম অনাগারিক গৌতম-গোজীর অগ্নিভূতি পাঁচ শত শ্রমণকে শাস্ত্রবাচন করাইতেন ;

কনিষ্ঠ অনাগারিক গৌতম-গোজীর বায়ুভূতি পাঁচ শত শ্রমণকে শাস্ত্রবাচন করাইতেন ।

ভারবাহ-গোজীর হবির আৰ্যব্যক্ত পাঁচ শত শ্রমণকে শাস্ত্রবাচন করাইতেন ।

অগ্নি-বৈশ্ণায়ন-গোজীর হবির আৰ্য স্তম্ভী পাঁচ শত শ্রমণকে শাস্ত্র-বাচন করাইতেন ।

বাশিষ্ঠ-গোজীর হবির মণ্ডিক-পুত্র আড়াই শত শ্রমণকে শাস্ত্রবাচন করাইতেন ।

কাম্প-গোজীর হবির মৌৰ্যপুত্র আড়াই শত শ্রমণকে শাস্ত্রবাচন করাইতেন ।

গৌতম-গোজীর হবির অকম্পিত ও হারিতায়ন-গোজীর হবির অচলপ্রাতা ইঁহাবা দুজন হবির তিন তিন শত শ্রমণকে শাস্ত্রবাচন করাইতেন ।

কৌণ্ডিন-গোজীর হবির মৈতার্থ ও কৌণ্ডিন-গোজীর হবির প্রভাস ; ইঁহাবা দুজন হবির তিন তিন শত শ্রমণকে শাস্ত্রবাচনা করাইতেন ।

এই কারণে, আৰ্য ! এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের নব গণ ও একাদশ গণধব ছিলেন ॥ ১ ॥



সবেব এএ সমগ্গসু ভগবণ মহাবীরসু ইকারস বি গগহরা  
 ছবানসংগিণো চউদ্দস-পুবিবণো সমন্ত-গণি-পিড়গ-ধারগা রায়গিহে  
 নগবে মাসিএণং ভন্তেণং অপাণএণং কালগয়া বিইক্কাতা সমুজ্জায়া  
 ছিন্ন-জাই-জরা-মরণ-বংধণা সিদ্ধা মূত্তা অংত-গড়া পবিনিব্বুড়া  
 সবব-ছক্খ-প্পহীণা । থেবে ইংদভুই থেরে অজ্জ-সুহম্মে সিদ্ধি-  
 গএ মহাবীরে পচ্ছা ছন্নি বি থেরা পরিনিব্বুয়া । জে ইমে  
 অজ্জস্তাএ সমণা নিগ্গংঠা, এএ সবেব অজ্জ-সুহম্মসু অণগাবসু  
 অবচেজ্জা, অবসেসা গগহবা নিরবচা বোচ্ছিরা ॥ ২ ॥

সমণে ভগবং মহাবীরে কাসব-গোত্তেণং । সমগ্গসু ভগবণ  
 মহাবীরসু কাসব-গোত্তসু অজ্জ-সুহম্মে থেরে অংতেবাসী অগ্গি-  
 বেসায়ণ-সগোত্তে । থেবসু গং অজ্জ-সুহম্মসু অগ্গি-বেসায়ণ-  
 সগোত্তসু অজ্জ-জংবু-নামে থেবে অংতেবাসী কাসবগোত্তে ।  
 থেবসু গং অজ্জ-জংবু-নামসু কাসব-গোত্তসু অজ্জ-প্পভবে  
 থেবে অংতেবাসী কচ্চায়ণ-সগোত্তে । থেরসু গং অজ্জ-  
 সিজ্জংভাবে থেরে অংতেবাসী মণগ-পিয়া বচ্ছ-সগোত্তে ।  
 থেবসু গং অজ্জ-সিজ্জংভবসু মণগ-পিউণো বচ্ছ-সগোত্তসু  
 থেরে অংতেবাসী অজ্জ-জসভদে তুংগিয়ায়ণ-সগোত্তে ॥ ৩ ॥

সংখিত্ত-বায়ণাএ অজ্জ-জসভদাও অগ্গও এবং থেবাবলী  
 ভণিয়া, তং জহা : থেরসু গং অজ্জ-জসভদাও তুংগিয়ায়ণ-  
 সগোত্তসু অংতেবাসী ছবে থেবা । থেরে অজ্জ-সংভূয়বিজএ  
 মাচর-সগোত্তে, থেরে অজ্জ-ভদ্ব-বাহু, পাঙ্গি-সগোত্তে । থেবসু  
 গং অজ্জ-সংভূয়বিজয়সু মাচর-সগোত্তসু অংতেবাসী থেনে

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীৰেৰ এই এগাবো জন গণধৰেৰ সকলেই ষাদশ  
অঙ্গ, চতুৰ্দশ পূৰ্ব ও গণি- (অৰ্থাৎ গণধৰ- ) গণেৰ সমগ্ৰ পিটক (ধৰ্মশাস্ত্ৰ)  
সমূহে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহাবা সকলেই মাসান্তে একবারমাত্ৰ  
আহাৰ গ্রহণ কৰিবাব ও কোনও প্ৰকাৰ পানীৰ গ্রহণ না কৰিবাব  
ব্ৰত লইয়া বাজগৃহ নগৰে কালগত হইয়াছেন, ব্যতিক্ৰান্ত হইয়াছেন,  
সমুদ্ভূত হইয়াছেন, জন্ম, জরা ও মৰণেৰ বন্ধন কাটিয়াছেন, সিদ্ধ  
হইয়াছেন, বুদ্ধ হইয়াছেন, মুক্ত হইয়াছেন, অন্তৰ্দ্ধৰ্ম হইয়াছেন,  
পৰিনিৰ্বাণ লাভ কৰিয়াছেন ও সৰ্বদ্বৈতপ্ৰহীন হইয়াছেন। মহাবীৰেৰ  
(পৰিনিৰ্বাণেৰ) পৰ স্ববিৰ ইন্দ্ৰভূতি ও স্ববিব আৰ্যসুধৰ্মা দু'জনই  
পৰিনিৰ্বাণ লাভ কৰেন। অস্ততনীৰ বে-সকল নিৰ্জৰ্ম শ্রমণ আছেন  
তাঁহাবা সকলেই অনাগাব আৰ্য সুধৰ্মাৰ ধৰ্মাপত্য। অস্ত গণধৰেবা  
নিবপত্য ও ব্যবস্থিত ॥ ২ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীৰ কাশ্চপ-গোত্ৰীয় ছিলেন। কাশ্চপ-গোত্ৰীয়  
শ্রমণ ভগবান্ মহাবীৰেৰ অস্তেবাসী স্ববিব আৰ্যসুধৰ্মা অগ্নিবৈশায়ন-  
গোত্ৰীয় ছিলেন। অগ্নিবৈশায়নগোত্ৰীয় আৰ্য সুধৰ্মাৰ অস্তেবাসী আৰ্য  
জম্বুনাৰ্মা কাশ্চপ-গোত্ৰীয়। কাশ্চপ-গোত্ৰীয় স্ববিব আৰ্য জম্বুনাৰ্মাব  
অস্তেবাসী স্ববিব আৰ্যপ্ৰভব কাত্যায়ন-গোত্ৰীয়। স্ববিব ( আৰ্যপ্ৰভবেৰ )  
অস্তেবাসী আৰ্য শব্যস্তব স্ববিব বাৎস্ত-গোত্ৰীয়, তিনি মনগেৰ পিতা।  
মনগ-পিতা বাৎস্ত-গোত্ৰীয় স্ববিব আৰ্য-শব্যস্তবেৰ অস্তেবাসী স্ববিব  
আৰ্য বশোভদ্র তুংগিকায়ন-গোত্ৰীয় ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত বাচনায় আৰ্য বশোভদ্রেৰ পৰে স্ববিবাবলী এইৰূপ উক্ত  
হইয়াছে। যথা : তুংগিকায়ন-গোত্ৰীয় স্ববিব আৰ্য বশোভদ্রেৰ  
অস্তেবাসী দু'জন স্ববিব : মাঠৰ-গোত্ৰীয় স্ববিব আৰ্য সংভূতবিজয়  
এবং প্ৰাচীন-গোত্ৰীয় স্ববিব আৰ্য ভজবাহ। মাঠৰ-গোত্ৰীয় স্ববিব  
আৰ্য সংভূতবিজয়েৰ অস্তেবাসী স্ববিব আৰ্য স্থলভদ্র গৌতম-গোত্ৰীয়।

অজ্জ-থুলভদ্রে গোয়ম-সগোত্তে । থেবস্‌স ৭ং অজ্জ-থুলভদস্‌স  
 গোয়ম-সগোত্তস্‌স অংতেবাসী ছবে থেবা । থেরে অজ্জ-  
 মহাগিবী এলাবচ্‌-সগোত্তে, থেবে অজ্জ-সুহথী বাসিট্‌ঠ-  
 সগোত্তে । থেরস্‌স ৭ং অজ্জ-সুহথিস্‌স বাসিট্‌ঠ-সগোত্তস্‌স  
 অংতেবাসী ছবে থেরা সুট্‌ঠিয়-সুপ্পড়িবুদ্‌ধা কোডিয়-কাব্দগা  
 বগ্‌ঘাবচ্‌-সগোত্তা । থেবাং সুট্‌ঠিয়-সুপ্পড়িবুদ্‌ধাং কোডিয়-  
 কাব্দগাং বগ্‌ঘাবচ্‌-সগোত্তাং অংতেবাসী থেবে অজ্জ-ইন্দ-  
 দিন্নে কোসিয়-সগোত্তে । থেবস্‌স ৭ং অজ্জ-ইন্দদিন্নস্‌স কোসিয়-  
 সগোত্তস্‌স অংতেবাসী অজ্জ-দিন্নে গোয়ম-সগোত্তে । থেবস্‌স  
 ৭ং অজ্জদিন্নস্‌স গোয়ম-সগোত্তস্‌স অংতেবাসী থেবে অজ্জ-  
 সীহগিরী জাঙ্গসবে কোসিয়-সগোত্তে । থেবস্‌স ৭ং অজ্জ-  
 সীহগিরিস্‌স জাঙ্গসরস্‌স কোসিয়-সগোত্তস্‌স অংতেবাসী থেবে  
 অজ্জ-বইবে গোয়ম-সগোত্তে । থেরস্‌স ৭ং অজ্জ-বইরস্‌স গোয়ম-  
 সগোত্তস্‌স ( অংতেবাসী থেবে অজ্জ-বইরসেণে উক্কোসিয়-  
 গোত্তে । থেবস্‌স ৭ং অজ্জ-বইবসেণস্‌স উক্কোসিয়-গোত্তস্‌স )  
 অংতেবাসী চস্তারি থেবা । থেরে অজ্জ-নাইলে, থেরে অজ্জ-  
 বোগিলে, থেরে অজ্জ-জয়ংতে, থেরে অজ্জ-তাবসে । থেবাও অজ্জ-  
 নাইলাও অজ্জ-নাইলা সাহা নিগ্‌গয়া । থেরাও অজ্জ-বোগিলাও  
 অজ্জ-বোগিলা সাহা নিগ্‌গয়া । থেবাও অজ্জ-জয়ংতাও অজ্জ-  
 জয়ংতী সাহা নিগ্‌গয়া । থেরাও অজ্জ-তাবসাও অজ্জ-তাবসী  
 সাহা নিগ্‌গয়া স্তি ॥ ৪ ॥

বিতর-বায়ণাএ পুণ অজ্জ-জসভদাও পরও থেরাবলী এবং  
 পলোইজ্জই, তং জহা : থেবস্‌স ৭ং অজ্জ-জসভদস্‌স ইমে  
 দো থেরা অংতেবাসী অহাবচ্‌চা অভিন্নায়া হোখা । তং জহা :  
 থেরে অজ্জ-ভদবাহু পাঙ্গ-সগোত্তে, থেবে সংভূবিজ্জএ মাটর-

গৌতম-গোত্রীয় আৰ্হ স্থলভদ্রের অন্তেবাসী দুজন স্ববিব : ঐলাপত্য-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্হ মহাগিবি এবং বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্হ স্নহন্তী । বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্হ স্নহন্তীর অন্তেবাসী দুজন স্ববিব : ব্যাভ্রাপত্য-গোত্রীয় স্নহিত ও স্নপ্রতিবুদ্ধ ; তাঁহাদের নামান্তর বধাক্রমে কোটিক ও কাকন্দক । ব্যাভ্রাপত্য-গোত্রীয় স্ববিব স্নহিত ও স্নপ্রতিবুদ্ধ নামান্তরে কোটিক ও কাকন্দকীয়—ইহাদের অন্তেবাসী কৌশিক-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্হ ইন্দ্রদত্ত । কৌশিক গোত্রীয় স্ববিব আৰ্হ ইন্দ্রদত্তের অন্তেবাসী গৌতম-গোত্রীয় আৰ্হদত্ত । গৌতম-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্হদত্তের অন্তেবাসী কৌশিক-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্হ সিংহগিরি জাতিস্বব । কৌশিক-গোত্রীয় স্ববিব জাতিস্বব আৰ্হ সিংহগিরির অন্তেবাসী গৌতম-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্হ বজ্র । গৌতম-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্হ বজ্রের ( অন্তেবাসী উৎকৃষ্ট গোত্রীয় স্ববিব আৰ্হ বজ্রসেন । উৎকৃষ্ট-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্হ বজ্রসেনের ) অন্তেবাসী চারিজন স্ববিব : স্ববিব আৰ্হ নাগিল, স্ববিব আৰ্হ বোমিল, স্ববিব আৰ্হ অয়ন্ত, স্ববিব আৰ্হ তাপস । স্ববিব আৰ্হ নাগিল হইতে আৰ্হ-নাগিলা শাখা নির্গত হইয়াছে । স্ববিব আৰ্হ বোমিল হইতে আৰ্হ-বোমিলা শাখা নির্গত হইয়াছে । স্ববিব আৰ্হ অয়ন্ত হইতে আৰ্হ-অয়ন্তী শাখা নির্গত হইয়াছে । স্ববিব আৰ্হ তাপস হইতে আৰ্হ-তাপসী শাখা নির্গত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

বিস্তব বাচনায় পুনরায় আৰ্হ বশোভদ্রের পরবর্তী স্ববিবাবলী এইরূপ প্রোক্ত হইয়াছে । বধা : স্ববিব আৰ্হ বশোভদ্রের এই দুইজন স্ববিব অন্তেবাসী অগত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন : প্রাচীন-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্হ ভদ্রবাহ ও মাঠব-গোত্রীয় স্ববিব সংভূতবিজয় । প্রাচীন গোত্রীয়

সগোত্তে । থেরস্ ৭ং অজ্জ-ভদবাহ্‌স্ পাঈগ-সগোত্তস্ ইমে  
চত্তারি থেবা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়্য হোখা । তং জহা :  
থেবে গোদাসে, থেরে অগ্গিদন্তে, থেবে জণদন্তে, থেবে সোমদন্তে  
কাসব-গোত্তেং । থেরেহিংতো ৭ং গোদাসেহিংতো কাসব-  
গোত্তেহিংতো এথ ৭ং গোদাস-গণে নামং গণে নিগ্গএ ; তস্  
৭ং ইমাও চত্তারি সাহাও এবমাহিঞ্জংতি, তং জহা : তামলিন্দিয়া,  
কোডীববিসিয়া, পোংডবদ্ধণিয়া, দাসীখব্‌ড়িয়া । থেবস্ ৭ং  
অজ্জ-সংভূয়বিজয়স্ মাচর-সগোত্তস্ ইমে ছ্বালস থেবা  
অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়্য হোখা । তং জহা :

নংদগভদে থেরে

উবনংদে তীসভদ জসভদে ।

থেবে য় স্নমগভদে

মগিভদে পুন্নভদে য় । ১ ।

থেরে য় থুলভদে

উজ্জুমঈ জংবুনাগধিজে য় ।

থেরে য় দীহভদে

থেরে তহ পংডুভদে । ২ ।

থেরস্ ৭ং অজ্জ-সংভূয়বিজয়স্ মাচব-সগোত্তস্ ইমাও  
সন্ত অংতেবাসিগীও অহাবচ্চাও অভিন্নায়্যও হোখা । তং জহা :

জক্খা য় জক্খদিমা

ভুয়া তহ চেব ভুয়দিমা য় ।

সেণা বেণা বেণা

ভগিণীও থুলভদস্ । ৩ । ৫ ॥

থেবস্ ৭ং অজ্জ-থুলভদস্ গায়ম-সগোত্তস্ ইমে দো  
থেবা অহাবচ্চা অভিন্নায়্য হোখা । তং জহা : থেবে অজ্জ-

হুবিব আৰ্ঘ ভজ্জবাহর এই চারিজন হুবিব অস্ত্বেবাসী অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা : হুবিব গোদাস, হুবিব অগ্নিদত্ত, হুবিব জনদত্ত, হুবিব সোমদত্ত—গোত্রে কান্তপ। কান্তপ-গোত্রীয় হুবিব গোদাস হইতে এখানে গোদাস গণ নামে গণ নির্গত হইয়াছে। তাহার এই চারিটি শাখা এইরূপ আখ্যাত হইয়াছে। যথা : তাত্তলিগ্ণিকা, কোটিবৰ্ণীয়া, পৌণ্ডবধনীয়া, দাসীখৰ্ণটিকা। মাঠর-গোত্রীয় হুবিব আৰ্ঘ সংভূতবিজয়ের এই ষাদশ হুবিব অস্ত্বেবাসী অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা : নন্দনভজ্জ, উপনন্দ, তিস্যভজ্জ, বশোভজ্জ, ভূমনোভজ্জ, মণিভজ্জ, পুণ্ডভজ্জ, হুলভজ্জ, ঋজুমতি, জঘ, দীৰ্ঘভজ্জ এবং পাণ্ডুভজ্জ।

মাঠর-গোত্রীয় হুবিব আৰ্ঘ সংভূতবিজয়ের এই অস্ত্বেবাসিনীগণ অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা : বকা, বকদত্তা, ভূতা, ভূতদত্তা, সেনা, বেনা রেণা—ইঁহার হুলভজ্জের ভগিনী ॥ ৫ ॥

গৌতম-গোত্রীয় হুবিব আৰ্ঘ স্থলভজ্জের এই ছ'জন হুবিব অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা : ঐলাপত্য-গোত্রীয় হুবিব আৰ্ঘ

মহাগিরী এলাবচ্চ-সগোত্তে, থেবে অজ্জ-সুহখী বাসিট্ট-সগোত্তে ।  
 থেরস্স ৭ং অজ্জ-মহাগিবিস্স এলাবচ্চ-সগোত্তস্স ইমে অট্ট  
 থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোখা । তং জহা : থেবে  
 উত্তরে, থেরে বলিস্সসহে, থেবে ষণ্ডটে, থেরে সিরিডটে,  
 থেবে কোডিনে, থেবে নাগে, থেবে নাগমিত্তে, থেবে ছল্লুএ  
 রোহত্তন্তে কোসিয়-গোত্তেং । থেরেহিংতো ৭ং ছল্লুএহিংতো  
 বোহত্তন্তেহিংতো কোসিয়-গোত্তেহিংতো তথ ৭ং তেরাসিয়া সাহা  
 নিগ্গয়া । থেবেহিংতো ৭ং উত্তব-বলিস্সসেহিংতো তথ ৭ং উত্তব  
 বলিস্সসহগণে নামং গণে নিগ্গএ । তস্স ৭ং ইমাও চত্তারি  
 সাহাও এবমাহিজ্জতি, তং জহা : কোসংবিয়া, সোইত্তিয়া,  
 কোড্ডবাণী, চন্দনাগবী । থেবস্স ৭ং অজ্জ-সুহখিস্স বাসিট্ট-  
 সগোত্তস্স ইমে দুবালস থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া  
 হোখা । তং জহা :

থের'জ্জ-রোহণে ভ

দঙ্গসে মেহে গণী য় কামিডটী ।

সুট্ঠিয়-সুগ্পড়িবুজ্জে

রক্কথিয় তহ বোহত্তন্তে য় । ৪ ।

ইসিগুত্তে সিবিগুত্তে

গণী য় বংভে গণী য় তহ সোমে ।

দস দো য় গণহরা খল্লু

এএ সীসা সুহখিস্স । ৫ । ৬ ॥

থেবেহিংতো ৭ং অজ্জ-বোহণেহিংতো কাসব-গোত্তেহিংতো  
 তথ ৭ং উদ্দেহগণে নামং গণে নিগ্গএ । তস্স ইমাও চত্তারি  
 সাহাও নিগ্গয়াও ছচ্চ কুলাইং এবং আহিজ্জতি । সে কিং তং  
 সাহাও ? সাহাও এবমাহিজ্জতি, তং জহা : উড্ডুবরিজ্জিয়া,

মহাগিরি এবং বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্ববির আৰ্ঘ্য হুহতী। ঐলাপত্য গোত্রীয় স্ববির আৰ্ঘ্য মহাগিরিব এই আটজন অন্তেবাঙ্গী স্ববির অপত্য-তুলা ও অভিমান্না ছিলেন। যথা : স্ববির উত্তব, স্ববির বলিস্‌সহ, স্ববির ধনাচা, স্ববির শিবধি, স্ববির কোড়িন, স্ববির নাগ, স্ববির নাগমিত্র ও কৌশিক-গোত্রীয় স্ববির ছলুক রোহণ্ড। কৌশিক-গোত্রীয় স্ববির ছলুক রোহণ্ড হইতে ত্রৈবাণিকা শাখা নির্গত হইয়াছে। স্ববির উত্তব এবং স্ববির বলিস্‌সহ হইতে উত্তব-বলিস্‌সহ গণ নামে গণ নির্গত হইয়াছে। তাহার এই চারিটি শাখা এইরূপে আখ্যাত হইয়াছে। যথা : কৌশাধিকা, সৌতস্তিকা, কোটুধিনী, চন্দ্রনাগরী। বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্ববির আৰ্ঘ্য হুহতীর এই বাবোজন স্ববির অন্তেবাঙ্গী অপত্যতুলা ও অভিমান্না ছিলেন। যথা : আৰ্ঘ্য-রোহণ, উত্তবশাঃ, মেঘ, কামধি, হুহিত, হুপ্রতিবুদ্ধ, রক্ষিত, রোহণ্ড, যথিগুণ্ড, ত্রীগুণ্ড, ব্রহ্মা গণী, সোম গণী। এই দশ আর দু'য়ে বাবো জন গণধর স্ববির হুহতীব শিষ্য ॥ ৩ ॥

কান্তপগোত্রীয় স্ববির আৰ্ঘ্যরোহণ হইতে উদ্বেহ গণ নামক গণ নির্গত হইয়াছে। তাহার এই চারিটি শাখা আর ছয়টি কুল এইরূপ আখ্যাত হইয়াছে। কি কি সেই শাখা-গুলি ? শাখাগুলি এইরূপ আখ্যাত হইয়াছে। যথা : উদ্ভবীয়া,



মাসপুবিয়া, মইপস্তিয়া, স্ত্রুপস্তিয়া । সে তং সাহাও । সে কিং  
তং কুলাইং ? কুলাইং এবমাহিঙ্কংতি ; তং জহা :

পটমং চ নাগভুয়ং  
বীয়ং পুণ সোমভুইয়ং হোই ।  
অহ উল্লগচ্ছ তইয়ং  
চউথয়ং হথিলিঙ্কং তু । ৬ ।

পংচমগং নংদিঙ্কং  
ছট্টং পুণ পারিহাসয়ং হোই ।  
উদ্দেহ গগসেসেএ  
ছচ্চ কুলা হোংতি নায়ব্বা । ৭ ।

খেঁরেহিংতো গং সিবিশ্তেহিংতো হাবিয়-সগোন্তেহিংতো  
এথ গং চারণগণে নামং গণে নিগগএ ; তস্ ৭ং ইমাও চস্তারি  
সাহাও সন্ত য় কুলাইং এবমাহিঙ্কংতি । সে কিং তং সাহাও ?  
সাহাও এবমাহিঙ্কংতি, তং জহা : হারিয়মালাগারী, সংকাসিয়া  
গবেধুয়া, বজ্জনাগাবী । সে তং সাহাও । সে কিং তং  
কুলাইং ? কুলাইং এবমাহিঙ্কংতি, তং জহা :

পটমেথ বচ্ছলিঙ্কং  
বীয়ং পুণ পীইধন্নিয়ং হোই ।  
তইয়ং পুণ হালিঙ্কং  
চউথং পুসমিতিঙ্কং । ৮ ।  
পংচমগং মলিঙ্কং  
ছট্টং পুণ অজ্জ-চেডয়ং হোই ।  
সন্তমগং কন্থসহং  
সন্ত কুলা চাবণগণস্ । ৯ । ॥ ৭ ॥

মাসপুবিয়া, মতিপ্রাপ্তিকা, শূন্তপ্রাপ্তিকা। এইগুলি সেই শাখা।  
কুল কি কি? কুলগুলি এইরূপ আখ্যাত হইয়াছে। যথা: প্রথম  
নাগভূত, দ্বিতীয় সোমভূতিক, তৃতীয় উল্লগচ্ছ (আর্জকচ্ছ?)। চতুর্থ  
হস্তিলীয়, পঞ্চম নন্দীষ, ষষ্ঠ পারিহাসক। উদ্বেহগণের এই ছয়টি  
কুল জানিতে হইবে।

হাবিতগোত্রীয় স্ববিব শ্রীভৃষ্ট হইতে এখানে চারুণগণ নামে গণ  
নির্গত হইয়াছে। তাহার এই চাবিটি শাখা আর সাতটি কুল  
এইরূপ আখ্যাত হইয়াছে। শাখা কি কি? শাখা এইরূপ আখ্যাত  
হইয়াছে। যথা: হাবিতমালাকারী, সাংকান্তা, গবেধুকা, বজ্রনাগাবী।  
এইগুলি শাখা।

কুল কি কি? কুল এইরূপ আখ্যাত হইয়াছে। যথা: প্রথম  
বৎসলীষ, দ্বিতীয় শ্রীভি-ধার্মিক, তৃতীয় হালীর, চতুর্থ পৌষমৈত্রেষ,  
পঞ্চম মালেশ, ষষ্ঠ আর্ষচেটক, সপ্তম কৃষ্ণসখ,—চারুণ গণেব এই  
সাত কুল ॥ ৭ ॥

থেরেহিংতো শুদ্ধজসেহিংতো ভারদায়-সগোন্তেহিংতো এথ  
 ৭ং উড়ুবাড়িয়গণে নামং গণে নিগ্গএ। তস্ ৭ং ইমাও  
 চত্তাবি সাহাও তিন্নি য় কুলাইং এবমাহিজ্জংতি। সে কিং তং  
 সাহাও ? সাহাও এবমাহিজ্জংতি, তং জহা : চংপিজ্জিয়া,  
 ভদ্বিজ্জিয়া, কাকংদিয়া, মেহলিজ্জিয়া ; সে তং সাহাও। সে  
 কিং তং কুলাইং ? কুলাইং এবমাহিজ্জংতি তং জহা :

ভদ্বজসিয়ং তহ ভদ—

শুত্তিয় তইয়ং চ হোই জসভদং ।

এয়াইং উড়ুবাড়িয়—

গণস্ তিন্নে'ব য় কুলাইং । ১০ ।

থেবেহিংতো ৭ং কামিড্‌টীহিংতো কুংডল- [ 'কোডিল'—  
 পাঠান্তবে ] সগোন্তেহিংতো এথ ৭ং বেসবাড়িয়গণে নামং গণে  
 নিগ্গএ। তস্ ৭ং ইমাও চত্তাবি সাহাও চত্তাবি কুলাইং  
 এবমাহিজ্জংতি। সে কিং তং সাহাও ? সাহাও এবমাহিজ্জংতি,  
 তং জহা : সাবথিয়া, বজ্জপালিয়া, অংতবিজ্জিয়া, খেমলিজ্জিয়া,  
 সে তং সাহাও। সে কিং তং কুলাইং ? কুলাইং এবমাহিজ্জংতি,  
 তং জহা :

গণিয়ং মেহিয় কামিড্

টিয়ং চ তহ হোই-ইংদপুবগং চ ।

এয়াই বেসবাড়িয়

গণস্ চত্তাবি য় কুলাইং । ১১ । ৮ ॥

থেরেহিংতো ৭ং ইসিগুন্তেহিংতো কাকংদিয়েহিংতো বাসিট্‌-  
 সগোন্তেহিংতো এথ ৭ং মাণবগণে নামং গণে নিগ্গএ।  
 তস্ ৭ং ইমাও চত্তাবি সাহাও তিন্নি য় কুলাইং এবমাহিজ্জংতি।  
 সে কিং তং সাহাও ? সাহাও এবমাহিজ্জংতি, তং জহা :

ভাবদ্বাজ-গোত্রীয় স্ববির ভদ্রবশাঃ হইতে এখানে উড়ুবাড়ির গণ নামে একটি গণ নির্গত হইয়াছে। তাহাব এই চারিটি শাখা ও তিনটি কুল এইরূপ আখ্যাত আছে। শাখা কি কি? শাখাগুলি আখ্যাত হইতেছে। যথা : চম্পীয়া, ভদ্রীয়া, কাকন্দিয়া, মেখলীয়া। এই চারিটি শাখা। কুল কি কি? কুলগুলি এইরূপ আখ্যাত হইতেছে। যথা : ভদ্রবশায়া, ভদ্রগুপ্তীয়, এবং তৃতীয় হইতেছেন যশোভদ্র—এই তিনটি উড়ুবাড়ির গণের কুল।

কুণ্ডল- [ পাঠান্তবে কোত্তীয়া- ] গোত্রীয় স্ববির কামর্ষি হইতে এখানে বেলবাড়ির গণ নামক গণ নির্গত হইয়াছে। তাহার এই চারিটি শাখা এবং চারিটি কুল আখ্যাত হয়। শাখা কি কি? শাখাগুলি এই আখ্যাত হইতেছে। যথা : শ্রাবস্তিকা, রাজ্যপালিকা, অন্তরীয়া, কেমলীয়া। এই চারিটি শাখা। কি কি কুল? কুলগুলি এইরূপ আখ্যাত হইতেছে। যথা : গণিক, মেহিক, কামর্ষিক, ইন্দ্রপুরুষ—বেলবাড়ির গণের এই চারিটি কুল ॥ ৮ ॥

বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্ববির ঋষিগুপ্ত কাকন্দিয় হইতে এখানে মানব গণ নামক একটি গণ নির্গত হইয়াছে। তাহাব এই চারিটি শাখা ও তিনটি কুল এইরূপ আখ্যাত হয়। সেই শাখাগুলি কি কি? শাখাগুলি

কাসবিজ্জিয়া, গোয়মিজ্জিয়া, বাসিট্ঠিয়া, সোবট্ঠিয়া ; সে তং সাহাও । সে কিং তং কুলাইং ? কুলাইং এবমাহিজ্জংতি, তং জহা :

ইসিগুত্তিয়ং পঢ়মং  
বিইয়ং ইসিদত্তিয়ং মুণেয়ববং ।  
তইয়ং চ অভিজসং তং  
তিম্মি কুলা মাণবগণসুস । ১২ ।

থেবেহিংতো সুট্ঠিয়-সুপ্পড়িবুদেহিংতো কোড়িয়-কাবংদ-  
এহিংতো বগ্ঘাবচ্চ-সগোত্তেহিংতো এথং গং কোড়িয়গণে নামং  
গণে নিগ্গএ । তসুসং গং ইমাও চত্তাবি সাহাও চত্তাবি কুলাইং  
এবমাহিজ্জংতি । সে কিং তং সাহাও ? সাহাও এবমাহিজ্জংতি,  
তং জহা :

উচ্চনাগবী বিজ্জা  
হবী য় বইরী য় মজ্ঝিমিল্লা য় ।  
কোড়িয়গণসুস এয়া  
হবংতি চত্তাবি সাহাও । ১৩ ।

সে তং সাহাও । সে কিং তং কুলাইং ? কুলাইং  
এবমাহিজ্জংতি, তং জহা :

পঢ়মিখং বংভলিজ্জং  
বিইয়ং নামেণ বচ্ছলিজ্জং তু ।  
তইয়ং পুণ বাণিজ্জং  
চউথয়ং পণ্হবাহণয়ং । ১৪ । ॥ ৯ ॥

খেরাণং সুট্ঠিয় - সুপ্পড়িবুদ্ধাণং কোড়িয় - কাবংদগাণং  
বগ্ঘাবচ্চ - সগোত্তাণং ইমে পংচ থেবা অংভেবাসী অহাবচ্চা  
অভিন্নায়া হোথা । তং জহা : থেবে অজ্জ-ইংদদিয়ে, থেবে

এইরূপ। যথা : কাঙ্গপীয়া, গৌতমীয়া, বাশিষ্ঠ্য, সৌবাহীয়া। এই চারিটি শাখা। সেই কুলগুলি কি কি? কুলগুলি এইরূপ আখ্যাত হয়। যথা : প্রথম ঋষিঋণ্ডীয়, দ্বিতীয় ঋষিদন্তীয়, তৃতীয় অভিষশা :—এই তিন কুল মানবগণেব।

ব্যাস্রাণত্যগোত্রীয় স্ববিবদয় স্তম্ভিত (নামান্তরে কোটিক) ও স্তম্ভিতবুদ্ধ (নামান্তরে কাকন্দক) হইতে কোটিক গণ নামে একটি গণ নির্গত হইয়াছে। তাহার এই চারিটি শাখা ও চারিটি কুল এইরূপ আখ্যাত আছে। সেই শাখাগুলি কি কি? শাখাগুলি এইরূপ আখ্যাত আছে। যথা : উচ্চানাগবী, বিভাধবী, বজ্রী, নাধ্যমিলা।—কোটিক গণের এই চারিটি শাখা।

কুলগুলির নাম কি কি? কুলগুলি এইরূপ আখ্যাত আছে। যথা : প্রথম ব্রহ্মলীয়া, দ্বিতীয় বাৎসলীয়া, তৃতীয় বাণিজ্য ও চতুর্থ প্রব্রাহনক ॥ ৯ ॥

ব্যাস্রাণত্য-গোত্রীয় স্ববিবদয় স্তম্ভিত (নামান্তরে কোটিক) ও স্তম্ভিতবুদ্ধ (নামান্তরে কাকন্দক)—ইহাদের দু'জনের এই পাঁচজন অন্তেবাসী অপত্যভূল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা : স্ববিব আর্য ইন্দ্রদত্ত,

পিয়গংঠে, থেরে বিজ্জাহরগোবালে কাসব-গোন্তেং, থেবে ইসিদন্তে, থেবে অবিহদন্তে। থেরেহিংতো ৭ং পিয়গংঠেহিংতো এথ ৭ং মজ্জিমা সাহা নিগ্গয়া; থেবেহিংতো বিজ্জাহরগোবা লেহিংতো তথ ৭ং বিজ্জাহবী সাহা নিগ্গয়া। থেবস্ ৭ং অজ্জ-ইন্দদিয়স্ কাসব-গোন্তস্ অজ্জ-দিনে থেরে অংতেবাসী গোয়ম-সগোন্তে। থেরস্ ৭ং অজ্জ-দিয়স্ গোয়ম-সগোন্তস্ ইমে দো থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোথা; থেবে অজ্জ-সংতিসেগিএ মাটব-সগোন্তে। থেবে অজ্জ-সীহগিবী জাঙ্গিসবে কোসিয়গোন্তে। থেরেহিংতো ৭ং অজ্জ সংতিসেগি-এহিংতো মাটব-সগোন্তেহিংতো এথ ৭ং উচ্চনাগরী সাহা নিগ্গয়া ॥ ১০ ॥

থেবস্ ৭ং অজ্জ-সংতিসেগিয়স্ মাটব-সগোন্তস্ ইমে চত্তাবি থেবা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোথা, [গ্র° ১০০০] তং জ্জহা : থেবে অজ্জসেগিএ, থেবে অজ্জ-তাবসে, থেরে অজ্জ-কুবেরে, থেবে অজ্জ-ইসিপালিএ। থেবেহিংতো ৭ং অজ্জ-সেগি-এহিংতো এথ ৭ং অজ্জসেগিয়া সাহা নিগ্গয়া; থেরেহিংতো ৭ং অজ্জ তাবসেহিংতো এথ ৭ং অজ্জতাবসী সাহা নিগ্গয়া; থেবেহিংতো ৭ং অজ্জ-কুবেরেহিংতো এথ ৭ং অজ্জকুবেরা সাহা নিগ্গয়া; থেবেহিংতো ৭ং অজ্জ-ইসিপালিএহিংতো এথ ৭ং অজ্জ-ইসিপালিয়া সাহা নিগ্গয়া। থেবস্ ৭ং অজ্জ-সীহগিরিস্ জাঙ্গিসবস্ কোসিয়-গোন্তস্ ইমে চত্তাবি থেবা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোথা; তং জ্জহা : থেবে ধণগিবী, থেবে অজ্জ-বইরে, থেরে অজ্জ-সগিএ, থেরে অবিহ-দিনে। থেবেহিংতো ৭ং অজ্জ-সগিএহিংতো গোয়ম-সগোন্তেহিংতো এথ ৭ং বংভদীবিয়া সাহা নিগ্গয়া; থেবেহিংতো ৭ং অজ্জ-বইবেহিংতো গোয়ম-

স্ববিব প্রিয়গ্রন্থ, কাঞ্চপ-গোত্রীয় স্ববিব বিভাধবগোপাল, স্ববিব ঋষিদত্ত, স্ববিব অর্হদত্ত। স্ববিব প্রিয়গ্রন্থ হইতে মধ্যম শাখা নির্গত হইয়াছে। স্ববিব বিভাধবগোপাল হইতে বিভাধবী শাখা নির্গত হইয়াছে। কাঞ্চপ-গোত্রীয় স্ববিব আর্ষ ইন্দ্রদত্তের অন্তেবাসী গোতম-গোত্রীয় স্ববিব আর্ষদত্ত। গোতম-গোত্রীয় স্ববিব আর্ষদত্তের অন্তেবাসী এই দুইজন স্ববিব অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন : মাঠব-গোত্রীয় স্ববিব শান্তিসৈনিক ও কৌশিক-গোত্রীয় স্ববিব আর্ষসিংহগিবি জাতিস্বব। মাঠব-গোত্রীয় স্ববিব আর্ষসৈনিক হইতে উচ্চনাগরী শাখা নির্গত হইয়াছে। ১০ ॥

মাঠব-গোত্রীয় স্ববিব আর্ষ শান্তিসৈনিকের এই চারিজন স্ববিব অন্তেবাসী অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা : স্ববিব আর্ষ সৈনিক, স্ববিব আর্ষতাপস, স্ববিব আর্ষকুবের ও স্ববিব ঋষিপালিত। স্ববিব আর্ষসৈনিক হইতে আর্ষসৈনিক শাখা নির্গত হইয়াছে। স্ববিব আর্ষতাপস হইতে আর্ষতাপসী শাখা নির্গত হইয়াছে। স্ববিব আর্ষ কুবের হইতে আর্ষকুবেরা শাখা নির্গত হইয়াছে। স্ববিব আর্ষ ঋষিপালিত হইতে আর্ষ-ঋষিপালিতা শাখা নির্গত হইয়াছে। কৌশিক-গোত্রীয় স্ববিব আর্ষ সিংহগিবি জাতিস্ববের এই চারিজন স্ববিব অন্তেবাসী অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা : স্ববিব ধনগিবি, স্ববিব আর্ষ-বজ্র, স্ববিব আর্ষ-সমিত, স্ববিব অর্হদত্ত। গোতম-গোত্রীয় স্ববিব আর্ষ-সমিত হইতে ব্রহ্মদীপিকা শাখা নির্গত হইয়াছে।



সগোন্তেহিংতো এখ ৭ং অজ্জ-বইবা সাহা নিগ্গয়া । থেবস্‌স  
 ৭ং অজ্জ-বইবস্‌স গোয়ম-সগোন্তস্‌স ইমে তিন্‌নি থেবা অংতেবাসী  
 অহাবচা অভিন্নায়া হোথা ; তং জহা : থেরে অজ্জ-বইরসেগিএ,  
 থেরে অজ্জ-পউমে, থেরে অজ্জ-বহে । থেবেহিংতো ৭ং অজ্জ-বইব  
 সেগিএহিংতো এখ ৭ং অজ্জ-নইলী সাহা নিগ্গয়া ; থেবেহিংতো ৭ং  
 অজ্জ-পউমেহিংতো এখ ৭ং অজ্জ পউমা সাহা নিগ্গয়া ; থেবেহিংতো  
 ৭ং অজ্জ-রহেহিংতো এখ ৭ং অজ্জজয়ন্তী সাহা নিগ্গয়া ।  
 থেবস্‌স ৭ং অজ্জ-রহস্‌স বচ্ছ-সগোন্তস্‌স অজ্জ-পুসগিরী থেবে  
 অংতেবাসী কোসিয়-সগোন্তে । থেবস্‌স ৭ং অজ্জ-পুসগিরিস্‌স  
 কোসিয়-সগোন্তস্‌স অজ্জ-ফগ্‌গুমিস্তে থেরে অংতেবাসী গোয়ম-  
 সগোন্তে ॥ ১১ ॥

[ থেরস্‌স ৭ং অজ্জ - ফগ্‌গুমিস্তস্‌স গোয়ম - সগোন্তস্‌স  
 অজ্জ-ধণগিরী থেবে অংতেবাসী বাসিট্ঠ - সগোন্তে । থেবস্‌স  
 ৭ং অজ্জ-ধণগিরিস্‌স বাসিট্ঠ-সগোন্তস্‌স অজ্জ-সিবভুঈ থেবে  
 অংতেবাসী কুচ্ছ-সগোন্তে । থেবস্‌স ৭ং অজ্জ-সিবভুঈস্‌স কুচ্ছ-  
 সগোন্তস্‌স অজ্জ-ভদে থেবে অংতেবাসী কাসব-গোন্তে । থেবস্‌স  
 ৭ং অজ্জ-ভদস্‌স কাসব-গোন্তস্‌স অজ্জ-নক্‌খন্তে থেরে অংতেবাসী  
 কাসব-গোন্তে । থেবস্‌স ৭ং অজ্জ-নক্‌খন্তস্‌স কাসবগোন্তস্‌স  
 অজ্জ-রক্‌খে থেবে অংতেবাসী কাসব-গোন্তে । থেবস্‌স ৭ং  
 অজ্জ-বক্‌খস্‌স কাসব-গোন্তস্‌স অজ্জ-নাগে থেরে অংতেবাসী  
 গোয়ম-সগোন্তে । থেরস্‌স ৭ং অজ্জ-নাগস্‌স গোয়ম-সগোন্তস্‌স  
 অজ্জ-জেহিলে থেবে অংতেবাসী বাসিট্ঠ-সগোন্তে । থেবস্‌স  
 ৭ং অজ্জ-জেহিলস্‌স বাসিট্ঠ-সগোন্তস্‌স অজ্জ-বিন্‌হু থেরে  
 অংতেবাসী মাটব-সগোন্তে । থেবস্‌স ৭ং অজ্জ-বিন্‌হুস্‌স মাটব-  
 সগোন্তস্‌স অজ্জ-কালএ থেরে অংতেবাসী গোয়ম-সগোন্তে ।

গৌতম-গোত্রীয় স্ববির আৰ্ঘ্য-বজ্জ হইতে আৰ্ঘ্য-বজ্জা শাখা নির্গত হইয়াছে। গৌতম-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্ঘ্য-বজ্জের এই তিনজন স্ববিব অস্তেবাসী, পুত্রতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা : স্ববির আৰ্ঘ্যবজ্জ-সৈনিক, স্ববির আৰ্ঘ্য-পন্ন, স্ববিব আৰ্ঘ্য-বথ। স্ববির আৰ্ঘ্য-বজ্জসৈনিক হইতে আৰ্ঘ্য-নইলী শাখা নির্গত হইয়াছে। স্ববির আৰ্ঘ্য-পন্ন হইতে আৰ্ঘ্য-পন্ন শাখা নির্গত হইয়াছে। স্ববির আৰ্ঘ্য-বথ হইতে আৰ্ঘ্য-জয়ন্তী শাখা নির্গত হইয়াছে। বাৎস্ত-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্ঘ্যবথের অস্তেবাসী কৌশিক গোত্রীয় আৰ্ঘ্য পৌষ্যগিরি। কৌশিক-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্ঘ্য পৌষ্যগিরিব অস্তেবাসী গৌতম-গোত্রীয় স্ববির আৰ্ঘ্য কঙ্কমিত্র ॥ ১১ ॥

[গৌতমগোত্রীয় স্ববির আৰ্ঘ্য কঙ্কমিত্রের অস্তেবাসী বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্ঘ্য ধনগিবি। বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্ববির আৰ্ঘ্য ধনগিরিব অস্তেবাসী কৌৎস-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্ঘ্য শিবভূতি। কৌৎস-গোত্রীয় স্ববির আৰ্ঘ্য শিবভূতির অস্তেবাসী কাশ্চপগোত্রীয় স্ববিব আৰ্ঘ্যভদ্র। কাশ্চপ-গোত্রীয় স্ববির আৰ্ঘ্য-ভদ্রেব অস্তেবাসী কাশ্চপ-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্ঘ্য-নক্ষত্র। কাশ্চপগোত্রীয় স্ববিব আৰ্ঘ্য-নক্ষত্রেব অস্তেবাসী কাশ্চপগোত্রীয় স্ববির আৰ্ঘ্য-বক্ষ। কাশ্চপগোত্রীয় স্ববিব আৰ্ঘ্য-বক্ষের অস্তেবাসী গৌতম-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্ঘ্য-নাগ। গৌতম-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্ঘ্য-নাগের অস্তেবাসী বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্ববির আৰ্ঘ্য-জ্যেহিল (পাঠান্তবে আৰ্ঘ্য জেট্টিল, আৰ্ঘ্য জ্যেষ্ঠ)। বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্ববির আৰ্ঘ্য-জ্যেহিলেব অস্তেবাসী ষাঠব-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্ঘ্য বিষ্ণু। ষাঠব-গোত্রীয় স্ববিব আৰ্ঘ্য বিষ্ণুর অস্তেবাসী গৌতমগোত্রীয় স্ববির আৰ্ঘ্য-কালক। গৌতম-

থেরস্‌স্‌ ৭ং অজ্জ-কালগস্‌স্‌ গোয়ম-সগোত্তস্‌স্‌ ইমে দো থেবা  
 অংতেবাসী গোয়ম-সগোত্তা ; থেবে অজ্জ-সংপলিএ, থেবে  
 অজ্জ-ভদে । এএসিং ছন্থ বি থেরাং গোয়ম-সগোত্তাং অজ্জ-  
 বুড্‌চে থেবে অংতেবাসী গোয়ম-সগোত্তে । থেবস্‌স্‌ ৭ং অজ্জ-  
 বুড্‌চস্‌স্‌ গোয়ম-সগোত্তস্‌স্‌ অজ্জ-সংঘপালিএ থেরে অংতেবাসী  
 গোয়ম-সগোত্তে । থেরস্‌স্‌ ৭ং অজ্জ-সংঘপালিয়স্‌স্‌ গোয়ম-  
 সগোত্তস্‌স্‌ অজ্জ-হথী থেরে অংতেবাসী কাসব-গোত্তে । থেবস্‌স্‌  
 ৭ং অজ্জ-হথিস্‌স্‌ কাসব-গোত্তস্‌স্‌ অজ্জ-ধম্মে থেবে অংতেবাসী  
 সুববয়-গোত্তে । থেবস্‌স্‌ ৭ং অজ্জ-ধম্মস্‌স্‌ সুববয়-গোত্তস্‌স্‌ অজ্জ-  
 সীহে থেবে অংতেবাসী কাসব-গোত্তে । থেবস্‌স্‌ ৭ং অজ্জ-সীহস্‌স্‌  
 কাসব-গোত্তস্‌স্‌ অজ্জ-ধম্মে থেবে অংতেবাসী কাসব-গোত্তে ।  
 থেবস্‌স্‌ ৭ং অজ্জ-ধম্মস্‌স্‌ কাসব-গোত্তস্‌স্‌ অজ্জ-সংডিগ্গে থেবে  
 অংতেবাসী ॥ ১২ ॥ ]

বংদামি কগ্‌গুসিন্তং

চ গোয়মং ধণগিরিং চ বাসিট্‌ঠং ।

কুচ্ছং সিবভুইং পি য়

কোসিয়ং ছজ্জিত-কন্থে য় ॥ ১ ॥

তং বংদিউগ্‌গ সিরসা

ভদ্ধং বংদামি কাসবং গোত্তং ।

নক্‌খং কাসব-গোত্তং

বক্‌খং পি য় কাসবং বংদে ॥ ২ ॥

বংদামি অজ্জ-নাগং

চ গোয়মং জ্জেহিং চ বাসিট্‌ঠং ।

বিগ্‌ছং মাটর-গোত্তং

কালগং অবি গোয়মং বংদে ॥ ৩ ॥

গোত্রীয় হুবির আৰ্ঘ্যকালকের অস্তেবাসী গৌতম-গোত্রীয় এই দুইজন হুবির : হুবির আৰ্ঘ্য সংপালিত ও হুবিব আৰ্ঘ্যভজ। গৌতম-গোত্রীয় এই দুইজন হুবিরের অস্তেবাসী গৌতম-গোত্রীয় হুবির আৰ্ঘ্যভজ। গৌতম-গোত্রীয় হুবির আৰ্ঘ্যবৃদ্ধের অস্তেবাসী গৌতম-গোত্রীয় হুবিব আৰ্ঘ্য সংপালিত। গৌতম-গোত্রীয় হুবির আৰ্ঘ্য সংপালিতের অস্তেবাসী কাশ্মপ-গোত্রীয় হুবির আৰ্ঘ্যহন্তী। কাশ্মপ-গোত্রীয় হুবির আৰ্ঘ্যহন্তীর অস্তেবাসী স্ত্রত-গোত্রীয় হুবিব আৰ্ঘ্যধর্ম। স্ত্রত-গোত্রীয় হুবির আৰ্ঘ্য-ধর্মের অস্তেবাসী কাশ্মপগোত্রীয় হুবিব আৰ্ঘ্য-সিংহ। কাশ্মপ গোত্রীয় হুবির আৰ্ঘ্য সিংহের অস্তেবাসী কাশ্মপ-গোত্রীয় হুবির আৰ্ঘ্য-ধর্ম। কাশ্মপ-গোত্রীয় হুবিব আৰ্ঘ্যধর্মের অস্তেবাসী হুবির আৰ্ঘ্য শাণ্ডিল্য ॥ ১২ ॥ ]

গৌতমগোত্রীয় [ হুবিব ] কন্ডমিত্তের বন্দনা করি।  
 বাশিষ্ঠগোত্রীয় [ হুবিব ] বনগিরির বন্দনা করি।  
 কোঁৱঙগোত্রীয় [ হুবিব ] শিবভূতির বন্দনা কবি।  
 কোশিকগোত্রীয় [ হুবির ] দুর্দাস্তকৃষ্ণের বন্দনা করি ॥ ১ ॥

নত মন্তকে তাঁহাদেব বন্দনা করিয়া  
 কাশ্মপগোত্রীয় [ হুবিব ] ভজ্জের বন্দনা করি।  
 কাশ্মপগোত্রীয় [ হুবিব ] নক্ষের ( নক্ষত্রের ) বন্দনা কবি।  
 কাশ্মপগোত্রীয় [ হুবির ] বক্ষের বন্দনা করি ॥ ২ ॥

গৌতমগোত্রীয় [ হুবিব ] আৰ্ঘ্যনাগের বন্দনা কবি।  
 বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় [ হুবিব ] স্নেহিলের বন্দনা করি।  
 মাঠরগোত্রীয় [ হুবির ] বিষ্ণুব বন্দনা কবি।  
 গৌতমগোত্রীয় [ হুবিব ] কালকের বন্দনা কবি ॥ ৩ ॥

থেবাবলী

গোয়ম-গোস্ত-কুমাং  
সংপলিয়ং তহ য় ভদয়ং বংদে ।

থেবং চ অজ্জ-বুড্ঢং  
গোয়ম-গোস্তং নমংসামি ॥ ৪ ॥

তং বংদিউণ সিবসা  
থির-সত্ত-চবিত্ত-নাণ-সংপন্নং ।

থেবং চ সংঘবালিয়  
কাসব-গোস্তং পণিবয়ামি ॥ ৫ ॥

বংদামি অজ্জ-হুথিং  
চ কাসবং থংতি-সাগরং ধীরং ।

গিম্হাণ পচম মাসে  
কালগয়ং চিত্ত-সুজ্জস্স ॥ ৬ ॥

বংদামি অজ্জ-ধম্মং  
চ সুববয়ং সীল-লঙ্কি-সংপন্নং ।

জ্জস্স নিক্কমণে দেবো  
ছত্তং বরং উত্তমং বহই ॥ ৭ ॥

হুথং কাসব-গোস্তং  
ধম্মং সিব-সাহগং পণিবয়ামি ।

সীহং কাসব-গোস্তং  
ধম্মং পি য় কাসবং বংদে ॥ ৮ ॥

[ তং বংদিউণ সিবসা  
থির-সত্ত-চবিত্ত-নাণ-সংপন্নং ।

থেবং চ অজ্জ-জংবুং  
গোয়ম-গোস্তং নমংসামি ॥ ৯ ॥

গৌতম-গোত্রীয় কুমার সংপলিত ও  
[ গৌতমগোত্রীয় ] ভক্তকে বন্দনা করি ।  
গৌতমগোত্রীয় স্ববির  
আর্থ বুদ্ধকে নমস্কার কবি ॥ ৪ ॥

নতমস্তকে তাঁহাদের বন্দনা কবির  
স্থি-ব-নম্র, চরিত্র ও জ্ঞান-সম্পন্ন  
কান্তপগোত্রীয় স্ববির  
সংঘপালিতকে প্রণিপাত কবি ॥ ৫ ॥

কান্তপগোত্রীয় আর্থ হস্তীর বন্দনা করি ।  
তিনি ছিলেন কান্তিলাগ্ন ও ধীর ।  
ঐশ্বর্য প্রথম মাসে চৈত্রমাসের  
জ্ঞানপক্ষে তিনি কালগত হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

জ্ঞানগোত্রীয় আর্থ-ধর্মের বন্দনা করি ।  
তিনি ছিলেন শীল-ঋদ্ধি-সম্পন্ন ।  
যিনি নিষ্কল হইলে দেবতা[রা]  
[ তাঁহার মাথায় ] উত্তম ছত্র ধরিয়া বহন কবিতেন ॥ ৭ ॥

কান্তপগোত্রীয় হস্ত ও  
শিব ( = ভক্ত )-সাধক ধর্মকে প্রণিপাত করি ।  
কান্তপগোত্রীয় সিংহ ও  
কান্তপগোত্রীয় ধর্মকেও বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

[ ভূমিতে মাথা দিয়া বন্দনা কবির  
স্থি-ব-নম্র ও চরিত্র ও জ্ঞান-সম্পন্ন  
গৌতমগোত্রীয় স্ববির  
আর্থ ভক্তকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

মিউ-মদ্ব-সংপন্নং

উবউত্তং নাগ-দংসণ-চবিত্তে ।

থেবং চ নংদিয়ং পি য়

কাসব-গোত্তং পণিবয়ামি ॥ ১০ ॥

তন্তো অ থির-চবিত্তং

উত্তম-সংমত্ত-সত্ত-সংজুত্তং ।

দেসিগণি-খমাসমণং

কাসব-গোত্তং নমংসামি ॥ ১১ ॥

তন্তো অণুগুগধবং

ধীবং মই-সাগবং মহাসত্তং ।

থিরগুত্ত-খমাসমণং

বচ্ছ-সগোত্তং পণিবয়ামি ॥ ১২ ॥

তন্তো অ নাগ-দংসণ

চরিত্ত-তব-সুট্টিয়ং গুণ-মহংজ ।

থেয়ং কুমাব-খম্মং

বংদামি গণিং গুণোবেয়ং ॥ ১৩ ॥ ]

সুত্তথ-বয়ণ-ভবিএ

খম-দম-মদ্ব-গুণেহি সংপন্নে ।

দেবিড্টি-খমাসমণে

কাসব-গোত্তে পণিবয়ামি ॥ ১৪ ॥ ১৩ ॥

মৃদু-মার্দিব-সম্পন্ন  
জ্ঞান-দর্শন-চবিজ-যুক্ত উপশুণ্ডকে  
কাশ্মপ-গোত্রীয় স্ববিব  
নমিত্তকে প্রণিপাত কবি ॥ ১০ ॥

ততোহধিক স্থিরচবিজ  
উত্তম-সম্যক্ ৩ সম্ব-সংযুক্ত  
কাশ্মপগোত্রীয় দেশি-গণী  
কমাশ্রমণকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

ততোহধিক অল্পবোণ-ধব  
ধীর, যতিসাগর, মহাসম্ব  
বাৎসগোত্রীয় [ স্ববিব ]  
স্থিরশুণ্ড কমাশ্রমণকে প্রণিপাত করি ॥ ১২ ॥

ততোহধিক জ্ঞান-দর্শন-  
চরিত্র-তপস্তা-জুহিত, শুণে মহন্ত  
স্ববির কুমাৰ ধর্মকে বন্দনা করি  
তিনি [ নানা- ] গুণোপেত গণী ( অর্থাৎ গণধর ) ॥ ১৩ ॥

সুজ্ঞার্থ-বদ্ব-পূর্ণ  
কমা-দম-মার্দিব-শুণে সম্পন্ন  
কাশ্মপগোত্রীয় দেবর্ষি  
কমাশ্রমণকে প্রণিপাত কবি ॥ ১৪ ॥





পঞ্জেশবণ কপ্পো

সামাচারী  
পযুষণ কল্প

## ପଞ୍ଜେଜ୍ଞାସାବଣୀ କପ୍ତପୋ

ତେଣୁ କାଳେଣୁ ତେଣୁ ସମଏଣୁ ସମଣେ ଭଗବଂ ମହାବୀବେ ବାସାଣୁ  
ସ-ବୀସହି-ରାଏ ମାସେ ବିହିକ୍ଷତେ ବାସାବାସଂ ପଞ୍ଜେଜ୍ଞାସବେହି । ‘ସେ  
କେଣୁ’ଟ୍ଟେଣୁ ଭଞ୍ଜେ ଏବଂ ବୁଝହି : ସମଣେ ଭଗବଂ ମହାବୀବେ  
ବାସାଣୁ ସ-ବୀସହି-ରାଏ ମାସେ ବିହିକ୍ଷତେ ବାସାବାସଂ ପଞ୍ଜେଜ୍ଞାସବେହି ।’  
॥ ୧ ॥

“ଜଞ୍ଜୁ ଣଂ ପାଏଣୁ ଅଗାରିଣୁ ଅଗାରାହିଂ କଢ଼ିରାହିଂ ଉକ୍ଷ-  
ପିରାହିଂ ଛରାହିଂ ଲିନ୍ତାହିଂ ସ୍ବଟ୍ଟାହିଂ ମଟ୍ଟାହିଂ ସଂପଧୁମିରାହିଂ  
ଧାଂଦଗାହିଂ ଧାରନିନ୍ଦମଣାହିଂ ଅପ୍ପଣୋ ଅଟ୍ଟାଏ କଢ଼ାହିଂ ପବି-  
ଭୁନ୍ତାହିଂ ପବିଶାମିରାହିଂ ଭବଂତି, ସେ ତେଣୁ’ଟ୍ଟେଣୁ ଏବଂ ବୁଝହି :  
ସମଣେ ଭଗବଂ ମହାବୀବେ ବାସାଣୁ ସ-ବୀସହି-ବାଏ ମାସେ ବିହିକ୍ଷତେ  
ବାସାବାସଂ ପଞ୍ଜେଜ୍ଞାସବେହି ॥ ୨ ॥

ଜହା ଣଂ ସମଣେ ଭଗବଂ ମହାବୀବେ ବାସାଣୁ ସ-ବୀସହି-ବାଏ  
ମାସେ ବିହିକ୍ଷତେ ବାସାବାସଂ ପଞ୍ଜେଜ୍ଞାସବେହି, ତହା ଣଂ ଗଞ୍ଜହରା ବି  
ବାସାଣୁ ସ-ବୀସହି-ରାଏ ମାସେ ବିହିକ୍ଷତେ ବାସାବାସଂ ପଞ୍ଜେଜ୍ଞାସବିଂତି  
॥ ୩ ॥

ଜହା ଣଂ ଗଞ୍ଜହରା ବି ବାସାଣୁ ସ-ବୀସହି-ରାଏ ମାସେ ବିହିକ୍ଷତେ  
ବାସାବାସଂ ପଞ୍ଜେଜ୍ଞାସବିଂତି, ତହା ଣଂ ଗଞ୍ଜହର-ସୀସା ବି ବାସାଣୁ  
ସ-ବୀସହି-ରାଏ ମାସେ ବିହିକ୍ଷତେ ବାସାବାସଂ ପଞ୍ଜେଜ୍ଞାସବିଂତି ॥ ୪ ॥

ଜହା ଣଂ ଗଞ୍ଜହର-ସୀସା ବି ବାସାଣୁ ସ-ବୀସହି - ରାଏ ମାସେ  
ବିହିକ୍ଷତେ ବାସାବାସଂ ପଞ୍ଜେଜ୍ଞାସବିଂତି, ତହା ଣଂ ଥେରା ବି ବାସାଣୁ  
ସ-ବୀସହି-ବାଏ ମାସେ ବିହିକ୍ଷତେ ବାସାବାସଂ ପଞ୍ଜେଜ୍ଞାସବିଂତି, ତହା

## সামাচারী পৰ্ব্বণা কল্প

সেই কালে সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর বর্ষা ঋতুব একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পৰ্ব্বণা করিয়া থাকেন। তা বি অর্থে একপ বলা হয় যে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর বর্ষা ঋতুব একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পৰ্ব্বণা করিয়া থাকেন ? ১ ॥

যে হেতু গৃহীবা প্রায়ই [ এই সময়ের মধ্যে ] আপন আপন গৃহে কট-সজ্জা, [ চূণ-বালি বা মাটির ] স্তম্ভ প্রলেপ বচনা, ছাদন কর্ম, লেপন কর্ম, বর্ষণ ও মার্জনাদি দ্বারা সংস্কার [ বহা মাজা ], ছুবাসিত ধূত্র প্রয়োগ [ দ্বারা মশকাদি-বিত্তাডন ], জলের খাত-খনন, পরঃপ্রণালী খনন, প্রভৃতি কর্ম সমাপ্ত করিয়া ফেলে, সুসজ্জিত কবিবা ফেলে ও দোষ-অট-হীন করিয়া ফেলে, সেইহেতু বলা হইয়াছে যে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর বর্ষা ঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পৰ্ব্বণা করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর স্বামী যেমন বর্ষাঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গতে বর্ষাবাস পৰ্ব্বণা করিয়া থাকেন তেমনি গণধরদ্রাও বর্ষাঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পৰ্ব্বণা করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

গণধরদ্রা যেমন বর্ষাঋতুব একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পৰ্ব্বণা করিয়া থাকেন গণধর-শিষ্যদ্রাও তেমনি বর্ষা ঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পৰ্ব্বণা করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

গণধর-শিষ্যদ্রা যেমন বর্ষাঋতুব একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে

৭ং থেরা বি বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইকংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি ॥ ৫ ॥

জহা ৭ং থেরা বি বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইকংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি, তহা ৭ং জে অজ্জত্তাএ সমণা নিগ্গংঠা বিহবংতি, এএ বি য় ৭ং বাসাণং স-বীসই-বাএ মাসে বিইকংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি ॥ ৬ ॥

জহা ৭ং জে অজ্জত্তাএ সমণা নিগ্গংঠা বিহবংতি বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইকংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি, তহা ৭ং অম্হং আয়বিয়া উবজ্জায়া স-বীসই - রাএ মাসে বিইকংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি ॥ ৭ ॥

জহা ৭ং অম্হং পি আয়রিয়া উবজ্জায়া বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইকংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি, তহা ৭ং অম্হে বি বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইকংতে বাসাবাসং পজ্জোসবেম । অংতবা বি য় সে কপ্পই পজ্জোসবিত্তএ, নো সে কপ্পই তং রয়ণি উবায়ণাবিত্তএ ॥ ৮ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কপ্পই নিগ্গংঠাণ বা নিগ্গংঠীণ বা সব্বও সমংতা স-কোসং জোয়ণং উগ্গংহং ওগিণ্হিত্তা ৭ং চিট্ঠিউং, অহা-লংদং অবি উগ্গংহে ॥ ৯ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কপ্পই নিগ্গংঠা বা নিগ্গংঠীণ বা সব্বও সমংতা স-কোসং জোয়ণং ভিক্খায়রিয়াএ গংতুং পড়িনিয়ত্তএ ॥ ১০ ॥

জথ ৭ং নঈ নিচোয়গা নিচ্চ-সংদণা, নো সে কপ্পই

বর্ষাবাস পৰ্য্যবেক্ষণ কবিয়া থাকেন স্থবিরগণও তেমনি বর্ষাঋতুব একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পৰ্য্যবেক্ষণ কবিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

স্থবিরগণ যেমন বর্ষাঋতুব একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পৰ্য্যবেক্ষণ কবিয়া থাকেন তেমনি যে-সকল শ্রমণ ও নিগ্রহী আত্ম পরিত্ত [ অথবা আর্ষস্বের নিদর্শন স্বরূপ ] বিহাব কবিতেছেন, তাঁহাবাও তেমনি বর্ষাঋতুব একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পৰ্য্যবেক্ষণ কবিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

আত্ম পরিত্ত [ বা আর্ষস্বের নিদর্শন স্বরূপ ] যে-সকল শ্রমণ ও নিগ্রহী বিহাব কবিতেছেন তাঁহাবা যেমন বর্ষাঋতুব একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পৰ্য্যবেক্ষণ কবিয়া থাকেন, তেমনি আমাদের আচার্য ও উপাধ্যায়গণও বর্ষাঋতুব একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পৰ্য্যবেক্ষণ কবিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

আমাদের আচার্য ও উপাধ্যায়গণ যেমন বর্ষাঋতুব একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পৰ্য্যবেক্ষণ কবিয়া থাকেন, আমরাও তেমনি বর্ষাঋতুব একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পৰ্য্যবেক্ষণ করিব । [ এই কাল গত হইবাব ] পূর্বে পৰ্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করা যায়, কিন্তু সেই বজ্রনী অভিক্রম কবা যায় না ॥ ৮ ॥

বর্ষাবাস পৰ্য্যবেক্ষণে বত নিগ্রহী বা নিগ্রহীদেব চতুর্দিকে মোটের উপর ক্রোশাধিক এক বোজন দূরে বিচ্ছিন্ন থাকি অনুমোদিত । মল ত্যাগেব জন্ত যত দূর বিচ্ছিন্ন থাকি আবশ্যক হয় ততদূর বিচ্ছিন্ন থাকিও অনুমোদিত ॥ ৯ ॥

বর্ষাবাস পৰ্য্যবেক্ষণে বত নিগ্রহী ও নিগ্রহীদেবের চতুর্দিকে মোটের উপর ক্রোশাধিক এক বোজন [ দুই পর্যন্ত ] তিস্তার্ঘ্য গমন ও প্রত্যাবর্তন অনুমোদিত ॥ ১০ ॥

যেখানে নিত্যোদক ও নিত্যপ্রবাহা নদী মধ্যে পড়ে, সেখানে

সব্বও সমংতা স - কোসং জোয়ণং ভিক্ষায়বিয়াএ গংতুং পড়িনিয়ত্তএ ॥ ১১ ॥

এবাবজ্জি কুণালাএ জখ চক্কিয়া সিয়া এগং পায়ং জলে কিচ্চা এগং পায়ং থলে কিচ্চা এবং চক্কিয়া এব গুহং কপ্পই সব্বও সমংতা স-কোসং জোয়ণং ভিক্ষায়বিয়াএ গংতুং পড়িনিয়ত্তএ ॥ ১২ ॥

এবং নো চক্কিয়া, এবং সে নো কপ্পই সব্বও সমংতা স-কোসং জোয়ণং ভিক্ষায়বিয়াএ গংতুং পড়িনিয়ত্তএ ॥ ১৩ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং অথেগইয়াণং এবং বুদ্ধ-পুব্বং ভবই : দাবে, ভংতে । এবং সে কপ্পই দাবিত্তএ, নো সে কপ্পই পড়িগাহিত্তএ ॥ ১৪ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং অথেগইয়াণং এবং বুদ্ধ-পুব্বং ভবই : পড়িগাহে, ভংতে । এবং সে কপ্পই পড়িগাহিত্তএ, নো সে কপ্পই দাবিত্তএ ॥ ১৫ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং অথেগইয়াণং এবং বুদ্ধ-পুব্বং ভবই : দাবে ভংতে ! পড়িগাহে ভংতে ! এবং সে কপ্পই দাবিত্তএ পড়িগাহিত্তএ বা ॥ ১৬ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং নো কপ্পই নিগ্গংঠাণ বা নিগ্গংঠীণ বা হট্ঠাণং আরোগ্গাণং বলিয়-সব্বীবাণং ইমাও নব বস-বিগ্গইও অভিক্খণং অভিক্খণং আহাবিত্তএ, তং জহা : খীবাং, দহিং নবণীয়ং, সপ্পিং, তেল্লং, শুড়ং, মহং, মজ্জং, মংসং ॥ ১৭ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং অথেগইয়াণং এবং বুদ্ধ-পুব্বং ভবই : “অট্ঠো, ভংতে ! গিলাণস্স , ১” সে য় বএজ্জা :

ভিকার চতুর্দিকে ক্রোশাধিক এক বোজন [পথ] গমন ও প্রত্যাবর্তন  
অনুমোদিত নহে ॥ ১১ ॥

ইরাবতী কুনালার [ভায় কুজ নদীর] যেখানে বেড় [চক্রিকা]  
থাকে, বেরূপ বেড় এক পা জলে রাখিয়া এক পা স্থলে রাখিয়া পার  
হওয়া যায়, সেখানে [নদী থাকা সত্ত্বেও] ভিকার চতুর্দিকে ক্রোশাধিক  
এক বোজন পথ বাওয়া এবং ফিরিয়া আসা অনুমোদিত হয় ॥ ১২ ॥

কিন্তু এইরূপ [এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া পারে  
বাইবার বোয়া] নদীর বেড় যদি না হয় [অর্থাৎ নদী যদি  
বিগুলাকার হয়], তবে সেখানে ভিকার চতুর্দিকে ক্রোশাধিক এক  
বোজন পথ বাওয়া ও ফিরিয়া আসা অনুমোদিত হয় না ॥ ১৩ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্যবেক্ষণ-বিধায়ক আচার্য প্রথমে বলিবেন : “দাও, ভদন্ত !”  
তাহা হইলে [ভিকালক জব্য] দেওয়া চলিবে, গ্রহণ করা  
চলিবে না ॥ ১৪ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্যবেক্ষণ-বিধায়ক আচার্য প্রথমে বলিবেন : “ভদন্ত !  
গ্রহণ কর।” তাহা হইলে [ভিকালক খাত] গ্রহণ করা চলিবে,  
দেওয়া চলিবে না ॥ ১৫ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্যবেক্ষণ-বিধায়ক আচার্য প্রথমে বলিবেন : “ভদন্ত ! দাও,  
ভদন্ত ! গ্রহণ কর।” তাহা হইলে দেওয়া ও গ্রহণ করা দুইই  
চলিবে ॥ ১৬ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্যবেক্ষণে বত পুষ্টান, অরুণ-দেহ ও বলিষ্ঠ-শরীর নির্গ্রহ  
ও নির্গ্রহীগণের রস-বিকৃতি-কারক এই নবটি জব্য ঘন ঘন আহার  
অনুমোদিত নহে : ক্ষীর, দধি, নবনীত, ঘৃত, তৈল, শুভ, মধু, মন্ত  
ও মাংস ॥ ১৭ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্যবেক্ষণ-বিধায়ক আচার্যের নিকট [ভিক কৰ্কক] প্রথমে  
এইরূপ বলা হয় : “ভদন্ত ! অস্বস্থ মান ব্যক্তির জন্য কি প্রয়োজন



“অট্টো”—সে য় পুচ্ছেযবেব “কেবইএণং অট্টো?” সে য় বএজ্জা : “এবইএণং অট্টো গিলাণস্স : জ্জং সে পমাণং বয়ই, সে পমাণে ওষেত্তবেব” সে য় বিন্নবেজ্জা, সে য় বিন্নবেমাণে লভেজ্জা, সে য় পমাণ-পত্তে : “হোউ! অলাহি।” ইই বত্তবং সিয়া : “সে কিমাহ ভংতে?” “এবইএণং অট্টো গিলাণস্স।” সিয়া ণং এণং বয়ংতং পরো বএজ্জা : “পড়িগাহেহি অজ্জো। তুমং পচ্ছা ভোক্খসি বা, পাহিসি বা,—এবং সে কপ্পই পড়িগাহিত্তএ, নো সে কপ্পই গিলাণস্স নীসাএ পড়িগাহিত্তএ ॥ ১৮ ॥

বাসাবাসং পজ্জাসবিয়াণং অখিণং থেরাণং তহ-প্পগাবাইং কুলাইং কড়াইং পত্তিয়াইং থেজ্জাইং বেসাসিয়াইং সংময়াইং বহুময়াইং অণুময়াইং ভবংতি, জ্জথ সে নো কপ্পই অদক্খু বইত্তএ : অথি তে, আউসো! ইমং বা ইমং বা?—“কিমাহ ভংতে।?” “সড্‌টী গিহী গিণ্‌হই বা, তেণিয়ং পি কুজ্জা” ॥ ১৯ ॥

বাসাবাসং পজ্জাসবিয়স্স নিচ্চ-ভত্তিস্স ভিক্খুস্স কপ্পই এণং গোয়ব-কালং গাহাবই-কুলাং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্-

আছে ?” তিনি [আচার্য] বলিবেন, “হাঁ, প্রয়োজন আছে।”  
 পুনরায় [ভিক্ষু] জিজ্ঞাসা করিবেন, “কি-পরিমাণ প্রয়োজন ?”  
 তদন্তের আচার্য বলিবেন, “এই-পরিমাণ দ্রব্য অল্প (মান) ব্যক্তির জন্য  
 প্রয়োজন।” যে-পরিমাণ আচার্য বলিবেন সেই-পরিমাণ দ্রব্য  
 [ভিক্ষু] গ্রহণ করা চলিবে [তদধিক নহে]। [তখন] সে  
 [গৃহস্থগণকে] জানাইবে, [গৃহস্থগণকে] জানান হইলে সে [ভিক্ষু]  
 [ভিক্ষা-দ্রব্য] পাইবে। পরিমাণ-মত পাওয়া হইলে তাহাকে  
 বলিতে হইবে “বাস! আব দরকার নাই।” [যদি গৃহস্থ বলে]  
 “তাহা কি-জন্ত বলিতেছ, ভদ্র !?” “এই পরিমাণ [খাদ্য দ্রব্য]  
 মান (অল্প) ব্যক্তির জন্য আবশ্যিক ছিল, [সে প্রয়োজন মিটিয়াছে,  
 সুতরাং আর দরকার নাই]। এই কথা বলিবার পর যদি অপর ব্যক্তি  
 [গৃহস্থ] বলে, “আর্ঘ্য! গ্রহণ কর। [অল্প ব্যক্তির আহাবেব]  
 পরে তুমি নিজে খাইবে, বা পান করিবে।” যদি একপ ঘণ্টে [অর্থাৎ  
 গৃহস্থ একপ অল্পবোধ করে] তবে প্রতিগ্রহণ অনুমোদিত হয়। কিন্তু  
 অল্প (মান) ব্যক্তির নাম করিয়া [নিজে] গ্রহণ অনুমোদিত  
 হয় না ॥ ১৮ ॥

বর্ধা-পশু-পক্ষী-বিধায়ক আচার্য ও হবিগণের দ্বারা [ভিক্ষাটেনেব  
 জন্ত] সংযত, বহু-মত, ও অল্পমত হয় সেই-প্রকার সব [গৃহস্থ]  
 গৃহ, বাহা বা [তীর্থ-ধর্ম] দীক্ষিত, প্রত্যক্ষ-ভাজন, স্বৈর-সম্পন্ন এবং  
 বিশ্বাস-যোগ্য। [কিন্তু] [সেই-গৃহস্থ] না দেখিয়া [অর্থাৎ  
 সে গৃহস্থ যে বস্তু স্ব-চক্ষে দেখা বাইতেছে না, সে-রূপ বস্তু উল্লেখ  
 পূর্বক] “আমুন! অমুক বস্তু, বা অমুক অমুক বস্তু কি তোমার ঘরে  
 আছে ?” একপ প্রশ্ন করা অনুমোদিত নহে। “সে কথা কেন বলা  
 হইয়াছে, ভদ্র ?”—“প্রত্যক্ষ-সম্পন্ন গৃহস্থ তাহা [ভিক্ষুকে দিবার জন্ত]  
 কিনিতে পারে, অথবা চুরি করিতেও পারে” ॥ ১৯ ॥

বর্ধা-পশু-পক্ষী-বিধায়ক আচার্য নিত্য একাহারী হইবে। খাদ্য ও  
 পানীয়ের জন্ত গৃহ-পতিদিগের গৃহে [তাহার] প্রবেশ বা তথা হইতে

‘খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা।’ নল্পথা আরয়িষ-বেয়াবচেণ বা,  
এবং উবজ্জায়-তবসুসি-গিলাণ-বেয়াবচেণ বা, খুড্ড - খুড্ডিয়াএ  
এবং অবংজ্জণ-জ্জায়এণং ॥ ২০ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়সুস চট্ঠ-ভত্তিয়সুস ভিক্খুসুস অয়ম্  
এবইএ বিসেসে, জং সে পাও নিক্খম্ম পুঝামেব বিয়ড্গং  
ভোচ্চা পচ্ছা পড়িগ্গহং সংলিহিয় সংপমজ্জিয সে য় সংথবিজ্জা,  
কপ্পই সে তদ্দিবসং তেণেব ভত্তট্টেণং পজ্জোসবিত্তএ ; সে য়  
নো সংথরিজ্জা, এবং সে কপ্পই দোচ্চং পি গাহাবই-কুলং  
ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ॥ ২১ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়সুস ছট্ঠ-ভত্তিয়সুস ভিক্খুসুস  
কপ্পংতি দো গোয়ব-কালো গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ  
বা নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ॥ ২২ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়সুস অট্ঠম-ভত্তিয়সুস ভিক্খুসুস  
কপ্পংতি তও গোয়ব-কালো গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ  
বা নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ॥ ২৩ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়সুস বিগিট্ঠ-ভত্তিয়সুস ভিক্খুসুস

নিষ্ক্রমণ একটা নির্দিষ্ট গোচর-কালে [অর্থাৎ সাধারণতঃ প্রাতঃকালে আচার্যকর্তৃক সূত্র-পৌরুষী ও অর্ধ-পৌরুষী পাঠের পর] বিহিত হয়। ইহার অন্তর্থাচরণ [অর্থাৎ দিনে দুইবার আহার] অনুল্লম্বিত হয়, যদি সে ভিক্ষু আচার্যের পবিত্র্যায় ব্যাপৃত থাকে [অর্থাৎ তজ্জন্ত অধিক পরিশ্রম করিতে হয়], অথবা যদি সে উপাধ্যায়, তপস্বী বা বোগীর [পরিচর্যায়] ব্যাপৃত থাকে [অর্থাৎ তজ্জন্ত অধিক পরিশ্রম করিতে হয়], অথবা যদি সে উপাধ্যায়, তপস্বী বা বোগীর [পরিচর্যায়] ব্যাপৃত থাকে, অথবা বাহাদেব বয়সের ব্যঙ্গনা [অর্থাৎ বস্তি, কুর্ট, কক্ষা প্রভৃতি স্থানে বোমোদগম] উৎপন্ন হয় নাই এমন অন্নবয়স্ক বা অন্নবয়স্কাদিগেব পরিচর্যায় যদি সে ব্যাপৃত থাকে ॥ ২০ ॥

বর্ষাবাস-পশুৰূপে রত কোনও ভিক্ষু যদি একদিন অন্তর একবার মাত্র আহার করে, তবে তাহার জন্ত এই মাত্র বিশেষ বিধি বিহিত আছে যে সে প্রাতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহার পূর্বসংকিত ঋণ আহার করিবে। তাবপর প্রতিগ্রহ-[ভিক্ষা]-পাত্র ধরিয়া মাজিরা পরিষ্কার করিবে। সেই আহার যদি তাহার [পেট-ভরা] পূর্ণ আহার হয়, তবে সেদিন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া পশুৰূপ কর্তব্য করিবে। কিন্তু যদি সে আহার তাহার পূর্ণ আহার না হয়, তবে আহার ও পানীয়ের জন্ত [ভিক্ষার্থ] তাহার দ্বিতীয়বার গৃহ-পতি-কুলে প্রবেশ বা [তথা হইতে] নির্গম অনুল্লম্বিত হয় ॥ ২১ ॥

বর্ষাবাসপশুৰূপে রত কোনও ভিক্ষু যদি প্রতি তৃতীয় দিনে একবার মাত্র আহার কবে, তবে তাহার ঋণ ও পানীয়ের জন্ত গৃহপতিকুলের গৃহে [ভিক্ষার্থ] প্রবেশ ও নির্গমের জন্ত দুইটি গোচর-কাল অনুল্লম্বিত হয় ॥ ২২ ॥

বর্ষাবাসপশুৰূপে রত কোনও ভিক্ষু যদি প্রতি চতুর্থ দিনে একবার মাত্র আহার কবে, তবে তাহার ঋণ ও পানীয়ের জন্ত গৃহপতিকুলের গৃহে [ভিক্ষার্থ] প্রবেশ ও নির্গমের জন্ত তিনটি গোচর-কাল অনুল্লম্বিত হয় ॥ ২৩ ॥

বর্ষাবাসপশুৰূপে রত কোনও ভিক্ষু যদি [ইহা অপেক্ষা] দীর্ঘ-

কপ্পংতি সবেব বি গোয়র-কালো গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা  
পাণাএ বা নিক্কমিস্তএ বা পবিসিস্তএ বা ॥ ২৪ ॥

বাসাবাসং পজ্জাসবিয়স্স নিচ্চ-ভত্তিয়স্স ভিক্কুস্স  
কপ্পংতি সবাইং পাণগাইং পড়িগাহিস্তএ । বাসাবাসং  
পজ্জাসবিয়স্স চউখ-ভত্তিয়স্স কপ্পংতি তও পাণগাইং পড়ি-  
গাহিস্তএ । তং জহা : উস্সেইমং বা, সংসেইমং বা, চাউলোদগং  
বা । বাসাবাসং পজ্জাসবিয়স্স ছট্ট-ভত্তিয়স্স ভিক্কুস্স  
কপ্পংতি তও পাণগাইং পড়িগাহিস্তএ । তং জহা : তিলোদগং  
বা, তুসোদগং বা, জ্বোদগং বা । বাসাবাসং পজ্জাসবিয়স্স  
অট্টম-ভত্তিয়স্স ভিক্কুস্স কপ্পংতি তও পাণগাইং পড়ি-  
গাহিস্তএ । তং জহা : আয়ামং বা, সোবীরং বা, সুদ্ধবিয়ড়ং  
বা । বাসাবাসং পজ্জাসবিয়স্স বিগিট্ট-ভত্তিয়স্স ভিক্কুস্স  
কপ্পই এগে উসিং-বিয়ড়ে পড়িগাহিস্তএ, সে বি য় ণং অসিথে,  
নো বি য় ণং স-সিথে । বাসাবাসং পজ্জাসবিয়স্স ভত্ত-  
পড়িয়াইক্কিয়স্স ভিক্কুস্স কপ্পই এগে উসিং - বিয়ড়ে  
পড়িগাহিস্তএ, সে বি য় ণং অ-সিথে, নো বি য় ণং স-সিথে,  
সে বি য় ণং পবিপুএ, নো চেব ণং অপরিপুএ, সে বি য় ণং  
পরি-নিমিএ, নো চেব ণং অ-পরিনিমিএ, সে য় ণং বহু-সংপুমে,  
নো চেব ণং অ-বহু-সংপুমে ॥ ২৫ ॥

বাসাবাসং পজ্জাসবিয়স্স সংখা-দত্তিয়স্স ভিক্কুস্স  
কপ্পংতি পংচ দত্তীও ভোয়ণস্স পড়িগাহিস্তএ, পংচপাণগস্স,  
অহবা চত্তারি ভোয়ণস্স, পংচ পাণগস্স ; অহবা পংচ ভোয়ণস্স  
চত্তারি পাণগস্স । তথ এগা দত্তী লোণা সায়ণ-মিস্তং অবি

কাল-বিলম্বিত উপবাসের পৰ একবার মাত্র আহার করে, তবে তাহার খাদ্য ও পানীয়ের অল্প গৃহপতি-কুলের গৃহে [ভিক্ষার্থ] প্রবেশ ও নির্গমের অল্প সর্ব গোচর-কালই অল্পমোদিত হয় ॥ ২৪ ॥

বর্ষাবাসপৰ্য্যবেক্ষণে রত ভিক্ষুগণের মধ্যে বাহাবা প্রত্যহ একবার আহার গ্রহণ কবে তাহাদের অল্প সর্বপ্রকার পানীয় গ্রহণ অল্পমোদিত। বর্ষাবাসপৰ্য্যবেক্ষণে রত যে-সকল ভিক্ষু প্রতি দ্বিতীয় দিবসে একবার মাত্র আহার গ্রহণ কবে তাহাদের গ্রহণ অল্প তিনটি পানীয় অল্পমোদিত। যথা : (১) যে জলে পিষ্টকাদি সিদ্ধ করা হয় সেই জল, (২) খোঁসা-ছাড়ান তিল-ধোওয়া জল এবং (৩) চাউল-ধোওয়া জল। প্রতি তৃতীয় দিবসে আহার-গ্রহণকারী ভিক্ষুদিগের অল্প এই তিন প্রকার পানীয় গ্রহণ অল্পমোদিত (১) তিলোদক, (২) তুবোদক [অর্থাৎ চাউলের কুঁড়া-ধোওয়া জল] এবং (৩) যবোদক। প্রতি চতুর্থ দিবসে আহার-গ্রহণকারী ভিক্ষুগণের অল্প এই তিন প্রকার পানীয় গ্রহণ অল্পমোদিত : (১) উব্‌সনি জল (২) কালী [আমানি], ও (৩) শুদ্ধোদক। ইহা অপেক্ষা অধিক-দিন ব্যবধানের পর আহার-গ্রহণকারী ভিক্ষুগণের পানীয়-রূপে গ্রহণের অল্প একমাত্র উক্‌দেন [ভাতের মাড়] অল্পমোদিত। তাহাও সিক্‌থবিহীন [অর্থাৎ অন্নব খণ্ডিত অংশ যুক্ত নহে] হওয়া চাই, সিক্‌থযুক্ত নহে। বর্ষাবাসপৰ্য্যবেক্ষণে রত যে ভিক্ষু একেবারে আহার-প্রত্যাখ্যান করে তাহার গ্রহণের অল্প একটি মাত্র পানীয় অল্পমোদিত : উক্‌ মণ্ড [বা ভাতের মাড়]। তাহাও সিক্‌থ (অর্থাৎ অন্নকণা)-বিহীন হওয়া চাই, সিক্‌থ-যুক্ত না হয়। তাহাও পবিপুত (অর্থাৎ হাঁকা) হওয়া চাই, আঁহাঁকা না হয়। তাহাও পরিমিত হওয়া চাই, অপরিমিত নহে। [এইরূপ উক্‌ মণ্ড] পূর্ণ মাত্রায় [অর্থাৎ পেট ভরিয়া] পান করা অল্পমোদিত, অর্ধমাত্রায় [অর্থাৎ পেট খালি রাবিয়া] নহে ॥ ২৫ ॥

বর্ষাবাসপৰ্য্যবেক্ষণে বত যে ভিক্ষু [গৃহ-] সংখ্যা নির্দেশ পূর্বক ভিক্ষা গ্রহণে অল্পমতি দেওয়া হয়, সে পাঁচ ঘরে ভোজন পাঁচ ঘবে পানীয়, অথবা চাবি গৃহে ভোজন পাঁচ গৃহে পানীয়, অথবা পাঁচ গৃহে ভোজন ও চাবি গৃহে পানীয় গ্রহণ কবিতে পারে। ইহা ছাড়া সে

পড়িগাহিয়া সিয়া । কপ্পই সে তদ্দিবসং তেণেব ভত্তট্টেণং  
পজ্জাসবিত্তএ, নো সে কপ্পই দোচ্চ পি গাহাবই-কুলং ভত্তাএ  
বা পাণাএ বা নিকুখমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ॥ ২৬ ॥

বাসাবাসং পজ্জাসবিয়াণং নো কপ্পই নিগ্গংঠাণ বা নিগ্গংঠাণ  
বা জাব উবস্সয়াও সত্ত-ঘবংতবং সংখড়িং সংনিয়ট্ট-চাবিস্স  
ইত্তএ । এগে এবমাহংসু : নো কপ্পই জাব উবস্সয়াও  
পবেণং সত্ত-ঘবংতবং সংখড়িং সংনিয়ট্ট-চাবিস্স ইত্তএ ; এগে  
পুণ এবমাহংসু : নো কপ্পই জাব উবস্সয়াও পবংপরেণং  
সত্ত-ঘবংতবং সংখড়িং সংনিয়ট্ট-চাবিস্স ইত্তএ ॥ ২৭ ॥

বাসাবাসং পজ্জাসবিয়স্স নো কপ্পই পাণি-পড়িগ্গাহিয়স্স  
ভিক্কুস্স কণ্ণ-ফুসিয়-মিত্তম্ অবি বুট্ঠি-কায়ংসি নিবয়মাণংসি  
গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিকুখমিত্তএ বা পবিসিত্তএ  
বা ॥ ২৮ ॥

বাসাবাসং পজ্জাসবিয়স্স পাণি-পড়িগ্গাহিয়স্স ভিক্কুস্স  
নো কপ্পই অগিহংসি পিংডবায়ং পড়িগাহিত্তা পজ্জাসবিত্তএ ;  
পজ্জাসবেমাণস্স সহসা বুট্ঠি-কাএ নিবএজ্জা, দেসং ভোচ্চা দেস-  
মাদায় সে পাণিণা পাণিং পন্নিপিত্তা উবংসি বা ণং নিলিজ্জিচ্চা,  
ককুখংসি বা ণং সমাহড়িচ্চা, অহাছন্নানি বা লেণাণি বা উবা-  
গচ্ছিচ্চা, ক্কুখ-মূলানি বা উবাগচ্ছিচ্চা, জহা সে পাণিংসি দএ  
বা, দগ-রএ বা, দগ-ফুসিয়া বা নো পবিয়াবজ্জই ॥ ২৯ ॥

যতটুকু তাহাব ভোজ্য খাদ-মুক্ত করিবার জন্ত আবশ্যক ততটুকু লবণ আর-এক দানে গ্রহণ করিতে পারে। সেই ভোজন ও পানীয় তাহাব পৰ্ব্বণ-কালে একদিনের পর্যাপ্ত প্রয়োজন বলিয়া গ্রহণ কবিতে হইবে। [অন্ন হইলেও] দ্বিতীয় বার আহাৰ্য ও পানীয়ের জন্ত [ভিক্ষার্থ] গৃহ-পতিগণেব গৃহে প্রবেশ ও নির্গম তাহার পক্ষে অস্বমোদিত নহে ॥ ২৬ ॥

[স্পর্শদোষ ভয়ে] সংযুক্ত ভাবে বন্ধন-কাৰ্ণে নিযুক্ত ব্যক্তির গৃহ নিজের উপাশ্রয়গৃহ হইতে সপ্ত-গৃহান্তবে হইলে বর্ষাবাসপৰ্ব্বণে বত নিগ্রহ বা নিগ্রহী সেদিকে যাইতে পাবিবে না। কেহ কেহ বলেন : উপাশ্রয়-গৃহের পর সপ্ত গৃহেব নব্যো [স্পর্শভয়ে] সংনিযুক্তভাবে বন্ধন-ভোজনকাৰী নিকট কোনও নিগ্রহ বা কোনও নিগ্রহী যাইতে পাবিবে না। আবার কেহ কেহ বলেন : উপাশ্রয়গৃহ হইতে আবস্ত কবিয়া পর পর সপ্ত গৃহান্তবে সংনিযুক্তভাবে বন্ধন-ভোজনকাৰী নিকট কোনও নিগ্রহ বা কোনও নিগ্রহী যাইতে পাবিবে না ॥ ২৭ ॥

বর্ষাবাসপৰ্ব্বণে রত যে ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্ররূপে নিজের কবচল ব্যবহার কবে, তাহাব জন্ত বিধান এই যে কণিকা-স্পর্শ-মাত্র বৃষ্টি পড়িতে থাকিলে ঐ ভিক্ষু আহাৰ বা পানীয়-ভিক্ষার্থ গৃহপতিগণেব গৃহে প্রবেশ বা তথা হইতে নির্গম অস্বমোদিত নহে ॥ ২৮ ॥

বর্ষাবাসপৰ্ব্বণে রত যে ভিক্ষু আপন কবচলকেই ভিক্ষাপ্রতিগ্রহ পাত্ররূপে ব্যবহার কবে তৎকর্তৃক ভিক্ষা-গ্রহণেব পব গৃহের বাহিবে অবস্থান অস্বমোদিত নহে। কাবণ পৰ্ব্বণ কর্ম কবিবার সময়ে সহসা বৃষ্টিপতন আরম্ভ হইতে পাবে। [সে অবস্থায়] [ভিক্ষালব্ধ ভোজ্যের] কিয়দংশ খাইয়া অবশিষ্টাংশ হাতের উপব হাত ঢাকা দিয়া বক্ষঃস্থলে রক্ষা কবা উচিত, অথবা কক্ষাতলে (অর্থাৎ বগলে) সমাহৃত কবিয়া বাখা উচিত, অথবা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত স্থানে বা লয়নে আশ্রয় গ্রহণ কবা উচিত, অথবা বৃক্ষমূলে উপনীত হওয়া উচিত, বাহাতে তাহার হস্তে জল, জলবিন্দু বা শিশিববৎ জলকণিকা পতিত না হয় ॥ ২৯ ॥



বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স পাণি-পড়িগ্গহিয়স্স ভিক্খুস্স  
জং কিং চি কণ্ণ-ফুসিয়-মিত্তং পি নিবড়ই, নো সে কপ্পই ভত্তাএ  
বা পাণাএ বা নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ॥ ৩০ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স পড়িগ্গহ-খাবিস্স ভিক্খুস্স নো  
কপ্পই বগ্ঘারিয়-বুট্ঠি-কায়সি গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ  
বা নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা । কপ্পই সে অস্স-বুট্ঠি-  
কায়সি সন্তরুত্তবংসি গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা  
নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ॥ ৩১ ॥ [ প্র° ১১০০ ]

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স নিগ্গংঠস্স য় গাহাবই-কুলং  
পিংডবায়-পড়িয়াএ অণুপবিট্ঠস্স নিগিচ্ছিয় নিগিচ্ছিয় বুট্ঠি-  
কাএ নিবইজ্জা, কপ্পই সে অহে আরামসি বা, অহে  
উবস্সয়ংসি বা, অহে বিয়ড়-গিহংসি বা, অহে রুক্খ-মূলংসি বা,  
উবাগচ্ছিত্তএ ॥ ৩২ ॥

তথ সে পুঝাগমণেং পুঝাউত্তে চাউলোদণে পচ্ছাউত্তে  
ভিলিংগ-সূবে, কপ্পই সে চাউলোদণে পড়িগাহিত্তএ, নো সে  
কপ্পই ভিলিংগ-সূবে পড়িগাহিত্তএ ॥ ৩৩ ॥

তথ সে পুঝাগমণেং পুঝাউত্তে ভিলিংগ-সূবে পচ্ছাউত্তে  
চাউলোদণে, কপ্পই সে ভিলিংগ-সূবে পড়িগাহিত্তএ, নো সে  
কপ্পই চাউলোদণে পড়িগাহিত্তএ ॥ ৩৪ ॥

তথ সে পুঝাগমণেং দো বি পুঝাউত্তাইং বট্ঠতি, কপ্পতি  
সে দোবি পড়িগাহিত্তএ । তথ সে পুঝাগমণেং দো বি

বর্ষাবাস-পৰ্যবেক্ষণ-বস্ত যে ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্ররূপে স্ব-করতল ব্যবহার করে তাহাব জন্ত বিধান এই যে যদি কণামাত্র বা বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িতে থাকে তবে সে আহাব বা পানীয়ের জন্ত (ভিক্ষার্খ) গৃহস্থদিগের গৃহে প্রবেশ করিতে বা তথা হইতে নিষ্কাশ হইতে পারিবে না ॥ ৩০ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্যবেক্ষণ-বস্ত ভিক্ষাপাত্র-ধারী ভিক্ষুব জন্ত বিধান এই যে অবিবর্ত-ধাবার বৃষ্টি পড়িতে থাকিলে সে গৃহস্থগৃহে আহাব বা পানীয় ভিক্ষার্খ বাহির হইতে পারিবে না ; কিন্তু অন্ন-বৃষ্টিপাত-সময়ে অন্তরীম ও উত্তরীয় উভয়বিধ প্রাবরণে আবৃত হইয়া প্রবেশ কবিত্তে বা বাহির হইতে পারিবে ॥ ৩১ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্যবেক্ষণ বস্ত নিগ্রহ ভিক্ষা-গ্রহণার্খ গৃহস্থ-গৃহে প্রবেশ করার পর যদি ধামিয়া ধামিয়া বৃষ্টি পড়া আবস্ত হয়, তবে সে নিগ্রহ উত্তানে, উপাশ্রয়গৃহে, জলের ঘরে, অথবা বৃক্ষমূলে বাইয়া আশ্রয় লইবে ॥ ৩২ ॥

ভিক্ষার্খ গৃহস্থ-গৃহে ভিক্ষু আসিবার পূর্বে যদি গৃহস্থগৃহে চাউলোদন রন্ধন করা আবস্ত হইয়া থাকে, এবং পরে যদি ভিজিগ-স্থপ রন্ধন করা আরম্ভ হয়, তবে ভিক্ষু ঐ চাউলোদন গ্রহণ করিতে পারিবে, ভিজিগ-স্থপ গ্রহণ কবিত্তে পারিবে না ॥ ৩৩ ॥

ভিক্ষার্খ গৃহস্থ-গৃহে ভিক্ষু আসিবার পূর্বে যদি ভিজিগ-স্থপ রন্ধন করা আবস্ত হয়, এবং পবে চাউলোদন রন্ধন কবা আবস্ত হয়, তবে সে ভিক্ষু ভিজিগ-স্থপ গ্রহণ কবিত্তে পারে, চাউলোদন গ্রহণ করিতে পারে না ॥ ৩৪ ॥

ভিক্ষার্খ গৃহস্থ-গৃহে ভিক্ষু আসিবার পূর্বে যদি ঐ দুই জব্যই রন্ধন কবা আবস্ত হইয়া থাকে, তবে সে ভিক্ষু দুইটিই গ্রহণ করিতে পারে । যদি ভিক্ষু আসিবার পবে ঐ দুইটিই রন্ধন আবস্ত করা হয়, তবে সে

পচ্ছাউত্তাইং, নো সে কপ্পতি দো বি পড়িগাহিত্তএ । জে সে  
তথ পুৰ্বাগমণেং পুৰ্বাউত্তে, সে কপ্পই পড়িগাহিত্তএ ; জে সে  
তথ পুৰ্বাগমণেং পচ্ছাউত্তে, নো সে কপ্পই পড়িগাহিত্তএ ॥  
৩৫ ॥

বাসাবাসং পজ্জাসবিস্সস নিগ্গঠস্স গাহাবই - কুলং  
পিংডবায়-পড়িয়াএ পবিট্ঠস্স নিগিঞ্জিয় নিগিঞ্জিয় বট্ঠি-  
কাএ নিবইজ্জা, কপ্পই সে অহে আবানংসি বা, অহে উবস্সয়ংসি  
বা, অহে বিয়ড়-গিহংসি বা, অহে ক্কখ-মূলংসি বা উবাগচ্ছিত্তএ ।  
নো সে কপ্পই পুৰ্বগহিএং ভত্তপাণেং বেলং উবায়ণাবিত্তএ ;  
কপ্পই সে পুৰ্বামেব বিয়ড়গং ভোচ্চা পচ্ছা পড়িগ্গহং সল্লিহিয়  
সল্লিহিয় সপমজ্জিয় সপমজ্জিয় এগায়য়ং ভংডগং কট্টু সাব-  
সেসে সুরিএ, জেণেব উবস্সএ তেণেব উবাগচ্ছিত্তএ, নো সে  
কপ্পই তং রয়ণিং তথেব উবায়ণাবিত্তএ ॥ ৩৬ ॥

বাসাবাসং পজ্জাসবিস্সস নিগ্গঠস্স গাহাবই-কুলং পিংড-  
বায়-পড়িয়াএ অণুপবিট্ঠস্স নিগিঞ্জিয় নিগিঞ্জিয় বট্ঠি-কাএ  
নিবইজ্জা, কপ্পই সে অহে আবানংসি বা, অহে উবস্সয়ংসি বা,  
অহে বিয়ড়-গিহংসি বা, অহে ক্কখমূলংসি বা উবাগচ্ছিত্তএ ॥ ৩৭ ॥

তথ নো কপ্পই এগস্স নিগ্গঠস্স এগাএ নিগ্গঠাএ এগয়ও  
চিট্ঠিত্তএ ; তথ নো কপ্পই এগস্স নিগ্গঠস্স ছ্ণংহ য  
নিগ্গঠাং এগয়ও চিট্ঠিত্তএ ; তথ নো কপ্পই ছ্ণংহ নিগ্গঠাং  
এগাএ নিগ্গঠাএ এগয়ও চিট্ঠিত্তএ ; তথ নো কপ্পই ছ্ণংহ  
নিগ্গঠাং ছ্ণংহ য় নিগ্গঠাং এগয়ও চিট্ঠিত্তএ ; অথি য় ইথ  
কেই পংচমে, খুড্ডএ বা খুড্ডিরা বা অম্মেসিং বা সল্লোএ স  
পড়িছবারে, এব গহং কপ্পই এগয়ও চিট্ঠিত্তএ ॥ ৩৮ ॥

ঐ দুইটির কোনটাই গ্রহণ করিতে পারিবে না। যাহা ভিক্ষু আসিবার পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইতে থাকিবে তাহাই ভিক্ষু গ্রহণ করিতে পারিবে, যাহা পরে আবশ্য হইবে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না ॥ ৩৫ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্য্যবেক্ষণ-রত নিগ্র'হ ভিক্ষাগ্রহণার্থ গৃহস্থগৃহে উপস্থিত হইবার পর যদি ধামিয়া ধামিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকে, তবে সে নিগ্র'হ উদ্ভানে, উপাশ্রয়গৃহে, জলের ঘরে অথবা বৃক্ষমূলে বাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কিন্তু সে পূর্বগৃহীত ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য বেলা কাটাইতে পারিবে না। পূর্বসংগৃহীত ভোজ্য (মূলে 'বিষড়প') ভোজন করিয়া তারপর সূর্য থাকিতে থাকিতে ভিক্ষাপাত্র ধরিয়া ধরিয়া মাজিয়া মাজিয়া তাহাকে পাত্রাদি একত্র করিয়া রাখিতে হইবে। তারপর বেদিকে নিজেব উপাশ্রয়গৃহ সেই দিকে বাইতে হইবে। সে রাত্রি সে সেখানে কাটাইতে পারিবে না ॥ ৩৬ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্য্যবেক্ষণ-রত নিগ্র'হ ভিক্ষাগ্রহণার্থ গৃহস্থগৃহে প্রবেশ করিবার পর যদি ধামিয়া ধামিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকে, তবে সে উদ্ভানে, উপাশ্রয়-গৃহে, জলের ঘরে অথবা বৃক্ষমূলে বাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥ ৩৭ ॥

সেখানে কিন্তু একজন নিগ্র'হ ও একজন নিগ্র'হী একত্র থাকিতে পারিবে না। একজন নিগ্র'হ ও দু'জন নিগ্র'হীও সেখানে একত্র থাকিতে পারিবে না। দু'জন নিগ্র'হ ও একজন নিগ্র'হীও সেখানে একত্র থাকিতে পারিবে না। দু'জন নিগ্র'হ ও দু'জন নিগ্র'হীও সেখানে একত্র থাকিতে পারিবে না। যদি সেখানে কোনও পঞ্চম ব্যক্তি থাকে,—সে পঞ্চম ব্যক্তি একজন শিষ্য বা শিষ্যা হইতে পারে—, এবং যদি সে স্থান অল্প লোকজনের দৃষ্টিগোচর হয়, এবং যদি সেদিকে অল্প গৃহেব দ্বার উদ্ঘাটিত থাকে, তবে তাহারা সকলে সেখানে একসঙ্গে থাকিতে পারে ॥ ৩৮ ॥

বাসাবাসং পজ্জাসবিয়স্‌স নিগ্গংঠস্‌স গাহাবই-কুলং পিংড়-  
বায়-পড়িয়াএ অণুপবিট্ঠস্‌স নিগিঞ্জিয় নিগিঞ্জিয় বুট্ঠি-কাএ  
নিবইজ্জা, কপ্পই সে অহে আরামংসি বা, অহে উবসসয়ংসি বা,  
অহে বিয়ড়-গিহংসি বা, অহে রুক্‌খমূলংসি বা, উবাগচ্ছিত্তএ ।  
তথ নো কপ্পই এগস্‌স নিগ্গংঠস্‌স এগাএ অগারীএ এগয়ও  
চিট্ঠিত্তএ ; এবং চট্ঠভংগো । অথি য় ইথ কেই পংচমে, থেবে  
বা থেরিয়া বা, অন্নেসিং বা সংলোএ স-পড়িহুবারে, এবং কপ্পই  
এগয়ও চিট্ঠিত্তএ । এবং চেব নিগ্গংঠীএ অগাবস্‌স য়  
ভাগিয়ব্বং ॥ ৩৯ ॥

বাসাবাসং পজ্জাসবিয়াণং নো কপ্পই নিগ্গংঠাণ বা নিগ্গং-  
ঠীণ বা অপরিম্নএণং অপরিম্নয়স্‌স অট্ঠাএ অসণং বা পাণং বা  
খাইমং বা সাইমং বা পড়িগাহিত্তএ ॥ ৪০ ॥

সে কিমাহ্‌ ভংতে ? ইচ্ছাপরো অপবিম্নএ ভুংজিচ্ছা, ইচ্ছা-  
পরো ন ভুংজিচ্ছা ॥ ৪১ ॥

বাসাবাসং পজ্জাসবিয়াণং নো কপ্পই নিগ্গংঠাণ বা নিগ্গং-  
ঠীণ বা উদ-উল্লং বা স-সিগিচ্ছং বা কাএণং অসণং বা পাণং  
বা খাইমং বা সাইমং বা আহারিত্তএ ॥ ৪২ ॥

সে কিমাহ্‌ ভংতে ? সত্ত সিণেহায়য়ণা পমত্তা ; তং জহা :  
পাগী, পাণি-লেহা, নহা, নহসিহা, ভম্মহা, অহরোট্ঠা, উত্তরোট্ঠা ।  
অহ পুণ এবং জাগিচ্ছা ; বিগওদএ সে কাএ, ছিন্ন-সিণেহে ;  
এবং সে কপ্পই অসণং বা পাণং বা খাইমং বা সাইমং বা  
আহারিত্তএ ॥ ৪৩ ॥

বাসাবাসং পজ্জাসবিয়াণং ইহ খলু নিগ্গংঠাণ বা নিগ্গংঠীণ  
বা ইমাইং অট্ঠে অম্মমাইং, জাইং ছট্ঠমথ্‌সেণং নিগ্গংঠেণ বা

বর্ষাবাস-পৰ্য্যবেক্ষণ-রত নিগ্র'ছ ভিক্ষাগ্রহণার্থ গৃহস্থগৃহে প্রবেশ করিলে যদি থামিয়া থামিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকে, তবে সে উজ্জানে, উপাশ্রয় গৃহে, জলের ঘরে বা বৃক্ষমূলে বাইরা আশ্রয় গ্রহণ করিবে। সেখানে কিন্তু একজন নিগ্র'ছ ও একজন আগাবিগী (গৃহী জীলোক) একত্র থাকিতে পারিবে না। এইরূপ [৩৮ স্ত্রে যেমন বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ] চাবিজন পর্যন্ত ব্যক্তির একত্রাবস্থান নিষিদ্ধ। যদি সেখানে কোনও পঞ্চম ব্যক্তি—স্ববিব বা স্ববিরা—থাকে, যদি সে স্থান অস্ত্র লোকজনের দৃষ্টি-গোচর হয় এবং যদি সেদিকে অস্ত্র গৃহীর দ্বাৰ উদ্ঘাটিত থাকে, তবেই তাহারা সকলে একত্র থাকিতে পারিবে। গৃহী ব্যক্তি ও নিগ্র'ছীর বিষয়েও এইরূপই বিধান ॥ ৩৯ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্য্যবেক্ষণ-রত কোনও নিগ্র'ছ বা নিগ্র'ছী যে [অহুবোধ] জ্ঞানায় নাই তাহাৰ জন্ত কোনও অশনীয়, পানীয়, খাদ্যীয় বা স্বাদনীয় বস্তু গ্রহণ করিতে পারিবে না, যদি সে স্বয়ং তাহাকে [খাদ্য সংগ্রহ করিবার প্রতিশ্রুতি] না জানাইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

সে কথা কেন বলা হইল, ভদ্রস্ত ? যে ব্যক্তিকে পূর্বে জ্ঞানান হয় নাই, সে ইচ্ছা হইলে খাইতে পাবে, ইচ্ছা না হইলে না খাইতেও পাবে ॥ ৪১ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্য্যবেক্ষণ-রত নিগ্র'ছ বা নিগ্র'ছীরা উদকার্জ বা শীতল দেহে অশনীয়, পানীয়, খাদ্য বা স্বাদ বস্তু আহাৰ কবিত্তে পারিবে না ॥ ৪২ ॥

সে কথা কেন বলা হইল, ভদ্রস্ত ? জ্ঞানান হইয়াছে যে আর্দ্রতার আশ্রয়স্থান সাতটি। যথা : হস্ত, হস্ত-বেশা, নথ, নথশিখা, ক্রু-মৃগল, অধর্বোষ্ঠ ও উধর্বোষ্ঠ। অতএব ইহা জানা উচিত। যদি দেহ বিগতোদক বা শুষ্ক হয়, আর্দ্রতা না থাকে, তবেই অশনীয়, পানীয়, খাদ্য বা স্বাদ বস্তু আহাৰ কবিত্তে পাবে ॥ ৪৩ ॥

আট প্রকাৰ স্ত্রস্র আছে, বাহা পৰ্য্যবেক্ষণরত প্রত্যেক অপবিগতবুদ্ধি নিগ্র'ছ ও নিগ্র'ছীর সর্বদা জানা চাই, দেখা চাই ও নানসপটে অঙ্কিত

নিগ্গংগীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জাণিয়বাইং পাসিয়বাইং  
পড়িলেহিয়বাইং ভবংতি, তং জহা : পাণ-সুছমং, পণগ-সুছমং,  
বীয়-সুছমং, হবিয়-সুছমং, পুপ্ফ-সুছমং, অংড-সুছমং, লেণ-  
সুছমং, সিগেহ-সুছমং ।

সে কিং তং পাণ-সুছমে ? পাণ-সুছমে পংচবিহে পন্নন্তে,  
তং জহা : কিন্হে, নীলে, লোহিএ, হালিদে, সুক্কিলে । অথি  
কুংখু অণুদ্ধবী নামং, জা ঠিয়া অচল-মাণা ছট্টমথোণং নিগ্গংগোণ  
বা নিগ্গংগোণ বা নো চক্খু-ফাসং হবমাগচ্ছই, জা ছট্টমথোণং  
নিগ্গংগোণ বা নিগ্গংগোণীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জাণিয়বাই  
পাসিয়বাই পড়িলেহিয়বাই ভবই । সে তং পাণ-সুছমে ॥ ৪৪ ॥

সে কিং তং পণগ-সুছমে ? পণগ-সুছমে পংচবিহে পন্নন্তে ।  
তং জহা : কিন্হে, নীলে, লোহিএ, হালিদে, সুক্কিলে । অথি  
পণগ-সুছমে তদ্দব-সমাণ-বন্নএ নামং পন্নন্তে, জে ছট্টমথোণং  
নিগ্গংগোণ বা নিগ্গংগোণীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জাণিয়বাই  
পাসিয়বাই পড়িলেহিয়বাই ভবই । সে গং, পণগ-সুছমে ॥

সে কিং তং বীয়-সুছমে ? বীয়-সুছমে পংচবিহে পন্নন্তে,  
তং জহা : কিন্হে, নীলে, লোহিএ, হালিদে, সুক্কিলে । অথি  
বীয়-সুছমে কণিয়া-সমাণ-বন্নএ নামং পন্নন্তে, জে ছট্টমথোণং  
নিগ্গংগোণ বা নিগ্গংগোণীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জাণিয়বাই  
পাসিয়বাই পড়িলেহিয়বাই ভবই । সে তং বীয়-সুছমে ॥

সে কিং তং হবিয়-সুছমে ? হবিয়-সুছমে পংচবিহে পন্নন্তে ;  
তং জহা : কিন্হে, নীলে, লোহিএ, হালিদে, সুক্কিলে । অথি

করিয়া রাখা চাই : (১) স্তম্ভ প্রাণী, (২) স্তম্ভ কীট (উই, মৎকুণ প্রভৃতি), (৩) বীজ মধ্যস্থ স্তম্ভজীবন, (৪) হবিং (নবোদগত অঙ্কুরাদি মধ্যস্থিত) স্তম্ভজীবন, (৫) (বট, ডুমুর প্রভৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন) পুষ্পস্তম্ভ (৬) (ক্ষিক-মৎকুণাদি) অণুস্তম্ভ (৭) (নানা কীটের নির্মিত আশ্রয় বা) স্তম্ভ লয়ন ও (৮) স্তম্ভ আভ্রতা।

প্রাণ-স্তম্ভ বা স্তম্ভজীব কি প্রকার বস্তুকে বলা হয়? স্তম্ভজীব পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে : কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত, ও শুক্ল। কুছু অমৃদবী নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র জীব আছে। তাহারা যখন স্থিতি থাকে, চলে না, তখন তাহারা অপরিণতবুদ্ধি নিগ্রহ বা নিগ্রহী বস্তুতে সহজে ধরা পড়ে না; কিন্তু যখন তাহারা অস্থিতি ভাবে চলিতে থাকে, তখন তাহারা অপরিণতবুদ্ধি নিগ্রহ বা নিগ্রহীর চোখে সহজেই ধরা পড়ে। বাবে বাবে চোটা কবিতা অপরিণতবুদ্ধি (অজ্ঞতাক্ষর) নিগ্রহ ও নিগ্রহীদিগের সর্বদা ইহা জানা চাই, দেখা চাই ও মানসপটে আঁকিয়া রাখা চাই। এই হইল স্তম্ভ প্রাণ বা প্রাণী বস্তু ॥ ৪৪ ॥

স্তম্ভ কীট কাহাকে বলা হইয়াছে? স্তম্ভকীট পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে : কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত ও শুক্ল। (যে জীবের উপর থাকে) সেই জীবের সমান বর্ণবিশিষ্ট স্তম্ভ কীটের কথা উক্ত হইয়াছে। অপরিণতবুদ্ধি (অজ্ঞতাক্ষর) নিগ্রহ ও নিগ্রহী বস্তু সর্বদা তাহা জানা চাই, দেখা চাই ও মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখা চাই। এই হইল স্তম্ভকীটের কথা ॥

বীজমধ্যস্থ স্তম্ভজীবন কাহাকে বলা হইয়াছে? বীজমধ্যস্থ স্তম্ভ জীবন পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে : কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত ও শুক্ল। এক প্রকার স্তম্ভ বীজের কথা বলা হইয়াছে বাহাব বর্ণ শস্যাকণিকাব জ্ঞায়। অপরিণতবুদ্ধি নিগ্রহ ও নিগ্রহী বস্তু সর্বদা এইসব জানা চাই, দেখা চাই এবং মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখা চাই। এই হইল বীজমধ্যস্থ স্তম্ভ জীবনের কথা ॥

হবিং স্তম্ভজীবন কাহাকে বলা হইয়াছে? হবিং স্তম্ভজীবন পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে : কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত ও শুক্ল। পৃথিবীর



হবিস-সুছমে পুটবী-সমাণ-বন্নএ নামং পন্নন্তে, জে ছউমথেনং নিগ্গংথেন বা নিগ্গংথীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জাণিয়বেব পাসিয়বেব পড়িলেহিয়বেব ভবই। সে তং হবিস-সুছমে ॥

সে কিং তং পুপ্ফ-সুছমে ? পুপ্ফ-সুছমে পংচবিহে পন্নন্তে ; তং জহা : কিন্হে, নীলে, লোহিএ, হালিদে, স্কিলে। অথি পুপ্ফ-সুছমে ক্কথ-সমাণ-বন্নএ নামং পন্নন্তে, জে ছউমথেনং নিগ্গংথেন বা নিগ্গংথীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জাণিয়বেব পাসিয়বেব পড়িলেহিয়বেব ভবই। সে তং পুপ্ফ-সুছমে ॥

সে কিং তং অংড-সুছমে ? অংড-সুছমে পংচবিহে পন্নন্তে, তং জহা : উদংসংডে, উক্কলিয়ংডে, পিপীলিয়ংডে, হলিয়ংডে, হল্লোহলিয়ংডে, জে ছউমথেনং নিগ্গংথেন বা নিগ্গংথীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জাণিয়বেব পাসিয়বেব পড়িলেহিয়বেব ভবই। সে তং অংড-সুছমে ॥

সে কিং তং লেণ-সুছমে ? লেণ-সুছমে পংচবিহে পন্নন্তে, তং জহা : উত্তিংগলেণে, ভিংগুলেণে, উজ্জুএ, তালমূলএ, সং-বুকাবট্টে নামং পংচমে, জে ছউমথেনং নিগ্গংথেন বা নিগ্গংথীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জাণিয়বেব পাসিয়বেব পড়িলেহিয়বেব ভবই। সে তং লেণ-সুছমে ॥

সে কিং তং সিণেহ-সুছমে ? সিণেহ-সুছমে পংচবিহে পন্নন্তে, তং জহা : উস্সা, হিমএ, মহিরা, করএ, হর-তণ্ণএ, জে

সমান বর্ণবিশিষ্ট হইবে অম্লজীবনের [অক্সিজেন] কথা উক্ত হইয়াছে। অপরিণতবুদ্ধি নিগ্রহ ও নিগ্রহীত সর্বদা এইসব জানা চাই, দেখা চাই এবং মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখা চাই। এই হইল হরির অম্ল জীবনের কথা ॥

অম্ল পুষ্পের কথা কি বলা হইয়াছে? অম্ল পুষ্প পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে : ক্রম, নীল, লোহিত, পীত ও স্তম্ভ। বুদ্ধের বর্ণ-সমান বর্ণবিশিষ্ট অম্ল পুষ্পের কথা উক্ত হইয়াছে। অপরিণতবুদ্ধি নিগ্রহ ও নিগ্রহীত সর্বদা এইসব জানা চাই, দেখা চাই এবং মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখা চাই। এই হইল অম্ল পুষ্পের কথা ॥

অম্ল অণু বিষয়ে কি বলা হইয়াছে? অম্ল অণু পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে : উৎকর্ষ অণু (অর্থাৎ মল্লিকা নংকুণাদি সংশ্লিষ্ট কীটের অণু), উৎকর্ষ অণু (অর্থাৎ পৃষ্ঠাকৃত মাকড়সার অণু), পিণ্ডলিকাণু, হলিকাণু (অর্থাৎ বোলতা প্রভৃতির ফলকিত অণু) এবং হলোহলিকাণু (অর্থাৎ টিকটিকি প্রভৃতির অণু)। অপরিণত-বুদ্ধি নিগ্রহ ও নিগ্রহীত সর্বদা এইসব জানা চাই, দেখা চাই এবং মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখা চাই। এই হইল অম্ল অণু বিষয়ক কথা ॥

অম্ল লয়নের কথা কি বলা হইয়াছে? অম্ল লয়ন (আশ্রয়, বাসা) পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে : উত্তিংগলয়ন (উইটিংডের বাসা), ভূম লয়ন (ভিম্বল বা বোলতার চাক), গুল্ম লয়ন (পিণ্ডলিকাদির লোহা গর্ত), তালমূল লয়ন (নীচে চওড়া, উপরে তালগাছের মত অম্ল বাসা) এবং পঞ্চম হইল শঙ্কুকার্ত লয়ন (শামুকাদির গর্ত)। অপরিণতবুদ্ধি নিগ্রহ ও নিগ্রহীত সর্বদা এইসব জানা চাই, দেখা চাই এবং মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখা চাই। এই হইল অম্ল লয়নের কথা ॥

অম্ল আর্দ্রতার কথা কি বলা হইয়াছে? অম্ল আর্দ্রতা পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে : অবশ্য (বা ভূবার), হিম (বা শিশির), মিহিকা

ছউমথেণং নিগ্গংথেণ বা নিগ্গংথীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং  
জানিয়বেব পাসিয়বেব পড়িলেহিয়বেব ভবই । সে তং সিণেহ-  
সুছমে ॥ ৪৫ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিএ ভিক্খু য় ইচ্ছিজ্জা গাহাবই-কুলং  
ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্খমিস্তএ বা পবিসিস্তএ বা, নো সে  
কপ্পই অণাপুচ্ছিত্তা আয়রিয়ং বা উবজ্জায়ং বা থেবং পবত্তিং  
গণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং জং বা পুৱও-কাউং বিহরই ; কপ্পই  
সে আপুচ্ছিত্তং আয়রিয়ং বা উবজ্জায়ং বা থেবং পবত্তিং গণিং  
গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং জং বা পুৱও-কাউং বিহবই ; ইচ্ছামি গং  
তুৱ্ভেহিং অৰ্ভগ্গুনাএ সমাণে গাহাবইকুলং ভত্তাএ বা পাণাএ  
বা নিক্খমিস্তএ বা পবিসিস্তএ বা ; তে য় সে বিয়রেজ্জা ; এবং  
সে কপ্পই গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্খমিস্তএ বা  
পবিসিস্তএ বা ; তে য় সে নো বিয়রেজ্জা ; এবং সে নো কপ্পই  
গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্খমিস্তএ বা পবিসিস্তএ  
বা । সে কিমাহু ভংতে ? আয়রিয়্য পচ্চবায়ং জাংগতি ॥ ৪৬ ॥

এবং বিহারভূমিং বা বিয়ারভূমিং বা অন্নং বা জং কিংচি  
পওয়ং এবং গামাণুগামং দুইজ্জন্তএ ॥ ৪৭ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিএ ভিক্খু য় ইচ্ছিজ্জা অন্নয়বিং বিগইং  
আহারিস্তএ, নো সে কপ্পই অণাপুচ্ছিত্তা আয়রিয়ং বা উবজ্জায়ং  
বা থেবং পবত্তিং গণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং বা জং বা পুৱও-  
কাউং বিহরই ; কপ্পই সে আপুচ্ছিত্তাণং আয়রিয়ং বা  
উবজ্জায়ং বা থেবং পবত্তিং গণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং বা জং বা

(কুশাগা), কবকা (শিলা) এবং হরতল (ভূমিস্পৃষ্ট তৃণাদি ও বন্যজন্তুর অঙ্গভাগে লগ্ন আক্রান্ত)। অগ্নিগণতত্ত্ব নিগ্রহ ও নিগ্রহীত সৰ্বদা এইসব জানা চাই, দেখা চাই, এবং মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখা চাই। এই হইল প্ৰথম আক্রান্ত কথ্য ॥ ৪৫ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্যবেক্ষণে রত ভিক্ষুর যদি আহাব ও পানীষের ক্ষুদ্র ভিক্ষার্থ গৃহস্থগৃহে যাইবার ইচ্ছা হয় তবে তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, স্থবির, প্রবর্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক অথবা অন্য যে-কেহ তাহার প্রধান রূপে অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁহাকে না বলিয়া সে ভিক্ষার্থ বাহির হইতে পারিবে না। তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, স্থবির, প্রবর্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধান রূপে অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁহার নিকট তাহাকে বলিতে হইবে : “আপনার অনুমতি পাইলে আমি ভিক্ষার্থ গৃহস্থগৃহে যাইতে ইচ্ছা করি।” তিনি যদি অনুমোদন (বিতরণ) করেন, তবে সে গৃহস্থগৃহে ভিক্ষার্থ যাইতে পারিবে। এইরূপ তিনি যদি অনুমোদন না করেন, তবে সে ভিক্ষার্থ গৃহস্থগৃহে যাইতে পারিবে না। এ কথা কেন বলা হইয়াছে? ভদ্রত!—আচার্যেবাই অপার ও তাহার প্রতিকারের উপায় জানেন ॥ ৪৬ ॥

বিহাব ভূমি (বিজ্ঞাতন) বা বিচাবভূমি (মলত্যাগাদি প্রয়োজনে বিচরণস্থান) বা অন্য কোনও প্রয়োজনেব অন্যও অল্পরূপ ব্যবস্থা (অর্থাৎ অনুমতি লইতে হইবে)। গ্রামে গ্রামে পৰ্ব্বতনের অন্ত ও অভিন্ন ব্যবস্থা ॥ ৪৭ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্যবেক্ষণে রত ভিক্ষুর যদি কোনও নুতন ঔষধ ইচ্ছা হয়, তবে তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, স্থবির, প্রবর্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহার অনুমতি না লইয়া সে কোনও নুতন ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিবে না। তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, স্থবির, প্রবর্তক, গণী, গণধর,

ପୁରଓ-କାଉଁ ବିହରଇ : “ଇଚ୍ଛାମି ଣ ଭଞ୍ଜେ ! ତୁବ୍‌ଭେହି ଅବ୍‌ଭଞ୍ଜୁ-  
ନାଏ ସମାଣେ ଅନ୍ନୟରିଂ ବିଗହିଂ ଆହାରିତ୍ତଐ, ତଞ୍ଜ ହା : ଏବହିୟଂ ବା  
ଏବହି-ଧୁତ୍ତୋ ବା ।” ତେ ସ୍ତ ସେ ବିୟରେଜ୍ଜା, ଏବଂ ସେ କପ୍ପଇ ଅନ୍ନୟରିଂ  
ବିଗହିଂ ଆହାରିତ୍ତଐ । ସେ କିମାହ୍ ଭଞ୍ଜେ ! ଆୟବିୟା ପଚ୍ଚବାୟଂ  
ଜାଣନ୍ତି ॥ ୫୮ ॥

ବାସାବାସଂ ପଞ୍ଚୋପନୀ ଶିକ୍ଷୁ ସ୍ତ ଇଚ୍ଛାଜ୍ଜା ଅନ୍ନୟରିଂ  
ତେହିଚ୍ଛିଂ ଆଉଟ୍ତିତ୍ତଐ ; ନୋ ସେ କପ୍ପଇ ଅଣାପୁଚ୍ଛିତ୍ତା ଆୟରିୟଂ ବା  
ଉବଜ୍ଜାୟଂ ବା ଥେରଂ ପବନ୍ତି ଗଣିଂ ଗନ୍ଧରଂ ଗଣାବଚ୍ଛେୟୟଂ ଜଞ୍ଝ ବା  
ପୁରଓ-କାଉଁ ବିହରଇ ; କପ୍ପଇ ସେ ଆପୁଚ୍ଛିତ୍ତଂ ଆୟରିୟଂ ବା  
ଉବଜ୍ଜାୟଂ ବା ଥେରଂ ପବନ୍ତି ଗଣିଂ ଗନ୍ଧରଂ ଗଣାବଚ୍ଛେୟୟଂ ବା ଜଞ୍ଝ ବା  
ପୁରଓ-କାଉଁ ବିହରଇ ; ଇଚ୍ଛାମି ଣ ତୁବ୍‌ଭେହି ଅବ୍‌ଭଞ୍ଜୁନାଏ ସମାଣେ  
ଅନ୍ନୟରିଂ ତେହିଚ୍ଛିଂ ଆଉଟ୍ତିତ୍ତଐ ; ତଞ୍ଜ ହା : ଏବହିୟଂ ବା ଏବହି-  
ଧୁତ୍ତୋ ବା ।” ତେ ସ୍ତ ସେ ବିୟରେଜ୍ଜା ; ଏବଂ ସେ କପ୍ପଇ ଅନ୍ନୟରିଂ  
ତେହିଚ୍ଛିଂ ଆଉଟ୍ତିତ୍ତଐ, ତେ ସ୍ତ ସେ ନୋ ବିୟରେଜ୍ଜା ; ଏବଂ ସେ ନୋ  
କପ୍ପଇ ଅନ୍ନୟରିଂ ତେହିଚ୍ଛିଂ ଆଉଟ୍ତିତ୍ତଐ । ସେ କିମାହ୍ ଭଞ୍ଜେ !  
ଆୟରିୟା ପଚ୍ଚବାୟଂ ଜାଣନ୍ତି ॥ ୫୯ ॥

ବାସାବାସଂ ପଞ୍ଚୋପନୀ ଶିକ୍ଷୁ ସ୍ତ ଇଚ୍ଛାଜ୍ଜା ଅନ୍ନୟରଂ ଓରାଣଂ  
ତବୋକମ୍ମଂ ଉବସଂପଞ୍ଚିତ୍ତା ଣ ବିହରିତ୍ତଐ ; ନୋ ସେ କପ୍ପଇ  
ଅଣାପୁଚ୍ଛିତ୍ତା ଆୟରିୟଂ ବା ଉବଜ୍ଜାୟଂ ବା ଥେରଂ ପବନ୍ତି ଗଣିଂ  
ଗନ୍ଧରଂ ଗଣାବଚ୍ଛେୟୟଂ ବା ଜଞ୍ଝ ବା ପୁରଓ-କାଉଁ ବିହରଇ ; କପ୍ପଇ  
ସେ ଆପୁଚ୍ଛିତ୍ତଂ ଆୟରିୟଂ ବା ଉବଜ୍ଜାୟଂ ବା ଥେରଂ ପବନ୍ତି ଗଣିଂ  
ଗନ୍ଧରଂ ଗଣାବଚ୍ଛେୟୟଂ ବା ଜଞ୍ଝ ବା ପୁରଓ-କାଉଁ ବିହରଇ । “ଇଚ୍ଛାମି  
ଣ ତୁବ୍‌ଭେହି ଅବ୍‌ଭଞ୍ଜୁନାଏ ସମାଣେ ଅନ୍ନୟରଂ ଓରାଣଂ ତବୋକମ୍ମଂ  
ଉବସଂପଞ୍ଚିତ୍ତା । ତଞ୍ଜ ହା : ଏବହିୟଂ ଏବହିଧୁତ୍ତୋ ବା ।” ତେ ସ୍ତ

গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাকে বলিতে হইবে ! “আপনার অহুমতি পাইলে আমি একটি নূতন ঔষধ ব্যবহার করিতে চাই,—এই পরিমাণে এবং এতদাব করিয়া।” যদি তিনি অহুমোদন করেন, তবে সে সেই নূতন ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্তু তিনি যদি অহুমোদন না করেন তবে সে সেই নূতন ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিবে না। এ কথা কেন বলা হইয়াছে? উদত্ত!—আচার্যেরাই অপার এবং তাহার প্রতিকারের উপায় জানেন ॥ ৪৮ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্য্যবেক্ষণ-রত কোনও ভিক্ষুর যদি কোন নূতন রকমের চিকিৎসা কবাইবার ইচ্ছা হয়, তবে তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, হুবিব, প্রবর্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধান-রূপে অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁহার অহুমতি না লইয়া সে তাহা করাইতে পারিবে না। তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, হুবিব, প্রবর্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাকে বলিতে হইবে : “আপনার অহুমতি পাইলে আমি নূতন-বকম চিকিৎসা করাইতে চাই : এই পরিমাণে এবং এতদাব।” তিনি যদি অহুমোদন করেন, তবে সে চিকিৎসা করাইতে পারিবে। কিন্তু তিনি যদি অহুমোদন না করেন, তবে সে সে চিকিৎসা কবাইতে পারিবে না। এ কথা কেন বলা হইয়াছে? উদত্ত!—আচার্যেরাই অপার ও তাহার প্রতিকারের উপায় জানেন ॥ ৪৯ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্য্যবেক্ষণ-রত কোনও ভিক্ষুর যদি ইচ্ছা হয় যে সে কোনও এক উদার তপঃকর্ম সম্পন্ন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে, তবে সে তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, হুবিব, প্রবর্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁহার অহুমতি না লইয়া কবিতে পারিবে না। সে তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, হুবিব, প্রবর্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁহাকে বলিবে : “আপনার অহুমতি পাইলে আমি একটি উদার তপঃকর্ম সম্পন্ন করিতে চাই ; তাহা এই পরিমাণ

ଉବସଂପଞ୍ଜିତ୍ତାଏ । ତେ ଯ ସେ ନୋ ବିୟରେଞ୍ଜା : ଏବଂ ସେ ନୋ  
ସେ ବିୟରେଞ୍ଜା : ଏବଂ ସେ କପ୍‌ପି ଅନ୍ନୟରଂ ଓବାଲଂ ତବୋକନ୍ୟା  
କପ୍‌ପି ଅନ୍ନୟରଂ ଓବାଲଂ ତବୋକନ୍ୟା ଉବସଂପଞ୍ଜିତ୍ତାଏ ॥ ସେ  
କିମାଛ ଭଂତେ ? ଆୟରିୟା ପଚ୍ଚବାୟଂ ଜାଂଗତି ॥ ୧୦ ॥

ବାସାବାସଂ ପଞ୍ଜୋସବିଏ ଭିକ୍ଷୁ ଯ ଇଚ୍ଛିଞ୍ଜା ଅପଚ୍ଛିମ-  
ମାରଣଂତିୟ-ସଂଲେହଣା-ଜୋସଣା-ହୁସିଏ ଭତ୍ତ - ପାଂ- ପଢ଼ିଆଇକ୍ଷିଏ  
ପାଓବଗଂ କାଲଂ ଅବବକଂଥମାଂସେ ବିହରିତ୍ତଏ ବା, ନିକ୍ଷମିତ୍ତଏ ବା,  
ପବିସିତ୍ତଏ ବା, ଅସଂ ବା ପାଂ ବା ଧାୟିୟଂ ବା ସାୟିୟଂ ବା  
ଆହାବିତ୍ତଏ ବା ଉଚ୍ଚାରଂ ବା ପାସବଂ ବା ପରିଟ୍ଠାବିତ୍ତଏ, ସଞ୍ଜାୟଂ  
ବା କାବିତ୍ତଏ, ଧନ୍ନ-ଜାଗରିୟଂ ବା ଜାଗରିତ୍ତଏ, ନୋ ସେ କପ୍‌ପି  
ଅପାପୁଚ୍ଛିତ୍ତା ଆୟରିୟଂ ବା ଉବଞ୍ଜାୟଂ ବା ଥେରଂ ପବତିଂ ଗଂଗି  
ଗଂହବଂ ଗଂବାଚ୍ଛେୟୟଂ ବା ଜଂ ବା ପୁବଂ-କାଉଂ ବିହରଇ । କପ୍‌ପି  
ସେ ଆପୁଚ୍ଛିତ୍ତା ଆୟରିୟଂ ବା ଉବଞ୍ଜାୟଂ ବା ଥେରଂ ପବତିଂ ଗଂଗି  
ଗଂହବଂ ଗଂବାଚ୍ଛେୟୟଂ ବା ଜଂ ବା ପୁବଂ-କାଉଂ ବିହରଇ : ଇଚ୍ଛାମି  
ଂ ତୁବ୍ଭେହିଂ ଅବ୍ଭଗୁନ୍ନାଏ ସମାଂସେ ଅପଚ୍ଛିମ-ଜାବ ଜାଗରିତ୍ତଏ ।”  
ତେ ଯ ସେ ବିୟରେଞ୍ଜା ଏବଂ ସେ କପ୍‌ପି ଅପଚ୍ଛିମ-ଜାବ ଜାଗରିତ୍ତଏ ।”  
ତେ ଯ ସେ ବିୟରେଞ୍ଜା ଏବଂ ସେ କପ୍‌ପି ଅପଚ୍ଛିମ-ଜାବ ଜାଗରିତ୍ତଏ ;  
ତେ ଯ ସେ ନୋ ବିୟରେଞ୍ଜା, ଏବଂ ସେ ନୋ କପ୍‌ପି ଜାବ ଜାଗରିତ୍ତଏ ।  
ସେ କିମାଛ ଭଂତେ ? ଆୟରିୟା ପଚ୍ଚବାୟଂ ଜାଂଗତି ॥ ୧୧ ॥

ବାସାବାସଂ ପଞ୍ଜୋସବିଏ ଭିକ୍ଷୁ ଯ ଇଚ୍ଛିଞ୍ଜା ବଥଂ ବା ପଢ଼ିୟଂ  
ବା କଂବଳଂ ବା ପାୟପୁଞ୍ଜଂ ବା ଅନ୍ନୟରଂ ବା ଉବହିଂ ଆୟାବିତ୍ତଏ ବା  
ପାୟାବିତ୍ତଏ ବା । ନୋ ସେ କପ୍‌ପି ଏଗଂ ବା ଅଂଗେଗଂ ବା ଅପଢ଼ିୟ-

ও এত-বার হইবে।" তিনি যদি অল্পমোদন করেন, তবে সে ঐ তপঃকর্ম করিতে পারিবে। আর তিনি যদি অল্পমোদন না করেন, তবে সে তাহা কবিত্তে পারিবে না। এ কথা কেন বলা হইয়াছে? ভদন্ত!—আচার্যগণই অপায় ও তাহা হইতে মুক্তির উপায় জানেন ॥ ৫০ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্য্যবেক্ষণ-বত কোনও ভিক্ষুর যদি ইচ্ছা হয় যে অপশ্চিম-মবণাস্তিক-সংলেক্ষনা নামক তপস্তা সাধন দ্বারা অথবা পানাহার বর্জন করিয়া অথবা পাদপের স্তাব নিঃস্পন্দ থাকিয়া শেষ দিনের প্রতীক্ষা করিবে, অথবা অশনীয়, পানীয়, খাদ্য বা স্বাস্থ্য আহার কবিবাব জন্ত বাহির হইবে, অথবা মল-মূত্র ত্যাগ কবিবাব জন্ত নিঃস্রাব হইবে, অথবা স্বাধ্যায় ব্রত গ্রহণ করিবে অথবা ধর্মজাগরণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে,—তাহা হইলে সে তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, স্ববিব, প্রবর্তক গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক অথবা যে-কেহ তাহার প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাকে না বলিয়া (এই সব কর্মের কোনওটি) কবিত্তে পারিবে না। সে তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, স্ববিব, প্রবর্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাকে বলিবে: "আপনাব অল্পমতি পাইলে আমি অপশ্চিম-মবণাস্তিক-সংলেক্ষনা নামক তপস্তা সাধন দ্বারা, অথবা পানাহার বর্জন দ্বারা অথবা পাদপের স্তাব নিঃস্পন্দ থাকিয়া শেষ দিনের প্রতীক্ষা করিতে চাই, অথবা অশনীয়, পানীয়, খাদ্য বা স্বাস্থ্য আহারের উদ্দেশ্যে বাহিরে যাইতে চাই, অথবা মল-মূত্র ত্যাগ কবিবাব জন্ত নিঃস্রাব হইতে চাই, অথবা স্বাধ্যায় ব্রত গ্রহণ করিতে চাই, অথবা ধর্মজাগরণ ব্রতের অনুষ্ঠান কবিত্তে চাই।" তিনি যদি অল্পমোদন করেন, তবেই সে এইসব কবিত্তে পারিবে। কিন্তু তিনি যদি অল্পমোদন না করেন, তবে সে এসব কবিত্তে পারিবে না। এ কথা কেন বলা হইয়াছে? ভদন্ত! আচার্যবাই অপায় ও তাহা হইতে মুক্তির উপায় জানেন ॥ ৫১ ॥

বর্ষাবাস-পৰ্য্যবেক্ষণ-কালে যদি কোনও ভিক্ষু তাহার বস্ত্র, ভিক্ষাপাত্র (প্রতিগ্রহ), কণ্ঠল, পং-পৌছা বা অত্র কোনও উপধি শুকাইতে বা তাড়াইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সে একজন বা বহুজনকে না



ବିନ୍ଦା ଗାହାବହି-କୁଳଂ ଭତ୍ତାଏ ବା ପାଣାଏ ବା ନିକୃଥମିନ୍ଦ୍ରଏ ବା  
 ପବିସିନ୍ଦ୍ରଏ ବା ଅସଂଂ ବା ଆହାରିନ୍ଦ୍ରଏ, ବହିୟା ବିୟାର-ଭୂମିଂ ବା  
 ବିହାର-ଭୂମିଂ ବା ସଞ୍ଜ୍ଞାୟଂ ବା କରନ୍ଦ୍ରଏ, କା-ଉତ୍ତମ୍ବଗ୍ଗଂ ବା ଠାଂଂ ବା  
 ଠାହିନ୍ଦ୍ରଏ । ଅସ୍ଥି ଯ ଇଥ୍ କେହି ଅହା-ସନ୍ନିହିଏ ଏଂଂ ବା ଅଂଂଂ ବା,  
 କମ୍ପଇ ସେ ଏବଂ ବଦିନ୍ଦ୍ରଏ : 'ହିୟଂ ତା, ଅଞ୍ଜୋ ! ଯୁହନ୍ତଗଂ ଜାଣାହି  
 ଜାବ ତାବ ଅହଂ ଗାହାବହି-କୁଳଂ ଭତ୍ତାଏ ବା ପାଣାଏ ବା ନିକୃଥମିନ୍ଦ୍ରଏ  
 ବା ପବିସିନ୍ଦ୍ରଏ ବା ଅସଂଂ ବା ଆହାରିନ୍ଦ୍ରଏ, ବହିୟା ବିୟାରଭୂମିଂ ବା  
 ବିହାର-ଭୂମିଂ ବା ସଞ୍ଜ୍ଞାୟଂ ବା କରନ୍ଦ୍ରଏ କାଉତ୍ତମ୍ବଗ୍ଗଂ ବା ଠାଂଂ ବା  
 ଠାହିନ୍ଦ୍ରଏ ।' ସେ ଯ ସେ ପଢ଼ିନ୍ଦ୍ରାଜ୍ଞା, ଏବଂ ସେ କମ୍ପଇ ଗାହାବହି-କୁଳଂ  
 ତଂ ଚେବ; ସେ ଯ ସେ ନୋ ପଢ଼ିନ୍ଦ୍ରାଜ୍ଞା, ଏବଂ ସେ ନୋ କମ୍ପଇ ଗାହାବହି-  
 କୁଳଂ ଜାବ କା-ଉତ୍ତମ୍ବଗ୍ଗଂ ବା ଠାଂଂ ବା ଠାହିନ୍ଦ୍ରଏ ॥ ୫୧ ॥

ବାସାବାସଂ ପଞ୍ଜୋସବିୟାଂଂ ନୋ କପ୍ତାପୋ ନିଗ୍ଗଂଘାଂ ବା  
 ନିଗ୍ଗଂଘୀଂ ବା ଅଂଘିଗ୍ଗହିୟ-ସେଞ୍ଜାସଗିଏଂଂ ହୋନ୍ଦ୍ରଏ, ଆୟାଂ  
 ମେୟଂ : ଅଂଘିଗ୍ଗହିୟ-ସେଞ୍ଜାସଗିୟମ୍ ଅଂଘା-କୁହିୟମ୍ ଅଂଘଟ୍ଟା-  
 ବଂଘିୟମ୍ ଅମିୟାସଗିୟମ୍ ଅଂଘାବିୟମ୍ ଅସମିୟମ୍ ଅଭିକୃଥଂଂ  
 ଅଭିକୃଥଂଂ ଅପଢ଼ିଲେହା-ସୀଲମ୍ ଅପମଞ୍ଜା-ସୀଲମ୍ ତହା ତହା  
 ଂଂ ସଂଞ୍ଜମେ ହୁରାହାୟେ ଭବହି ॥ ୫୨ ॥

ଅଂଘାଂଘାମେୟଂ : ଅଂଘିଗ୍ଗହିୟ-ସେଞ୍ଜାସଗିୟମ୍ ଉଚ୍ଚା-କୁହିୟମ୍  
 ଅଂଘଟ୍ଟା-ବଂଘିୟମ୍ ମିୟାସଗିୟମ୍ ଆୟାବିୟମ୍ ସମିୟମ୍ ଅଭିକୃଥଂଂ

জানাইয়া তাহা কবিত্তে পাৰিবে না; আহাৰ বা পানীয়েৰ জন্তু  
 তিষ্কাৰ্ঘ গৃহস্থগৃহে প্ৰবেশ কৰিতে বা তথা হইতে নিষ্কাশ হইতে পাৰিবে  
 না; অশনীষ আহাৰ কবিত্তে পাৰিবে না, বাহিৰ হইয়া বিহাৰভূমি  
 (শাজাহুশীলন স্থান) অথবা বিচরণ-ভূমিতে বাইতে পাৰিবে না;  
 স্বাধ্যায় বা শাজাহুশীলন আৰম্ভ কৰিতে পাৰিবে না; কাৰোৎসৰ্গেৰ  
 জন্তু নিৰ্দিষ্ট উচ্চস্থানে স্থিত হইতে পাৰিবে না। সেখানে অভিসন্নিহিত  
 স্থানে এক বা অনেক ব্যক্তি বাহাৰা থাকিবেন তাঁহাৰ বা তাঁহাদিগেৰ  
 নিকট এইকপ বলিতে হইবে: আৰ্হ! এক মুহূৰ্ত অপেক্ষা কৰিয়া  
 এই কথাটা শুহুন। আমি আহাৰ বা পানীয়েৰ জন্তু তিষ্কাৰ্ঘ বাহিৰ  
 হইতে চাই; আমি অশনীষ, পানীষ, খাণ্ড, বা স্বাস্ত আহাৰ কৰিতে  
 বাইতে চাই; বাহিৰ হইবা বিহাবভূমিতে বাইতে চাই; বিচরণ ভূমিতে  
 (মলমুত্ৰতাগাৰ্হ) বাইতে চাই; স্বাধ্যায় আৰম্ভ কৰিতে চাই;  
 অথবা কাৰোৎসৰ্গেৰ জন্তু নিৰ্দিষ্ট উচ্চ স্থানে স্থিত হইতে চাই।” যদি  
 তিনি বা তাঁহাৰা তাহাৰ কথা শোনেন (অৰ্থাৎ অনুমতি দেন), তবে  
 সে ঐসব কৰিতে পাৰিবে। কিন্তু যদি তিনি বা তাঁহাৰা তাহাৰ  
 কথা না শোনেন, তবে সে ঐসব কবিত্তে পাৰিবে না ॥ ৫২ ॥

বৰ্ণাবাসপৰ্য্যবেক্ষণে ব্ৰত প্ৰত্যেক নিগ্ৰহ ও প্ৰত্যেক নিগ্ৰহীৰ আপন  
 আপন শয্যা ও আসন থাকা চাই। না থাকা অসুযোগিত নহে।  
 এ বিষয়ে গ্ৰহণীয় বিধি এই: যে নিজের জন্তু পৃথক্ শয্যা ও পৃথক্  
 আসন গ্ৰহণ কৰে নাই, বাহাৰ যেকদণ্ড (কুক্ষি) উচ্চ নহে (বজ্ৰ),  
 যে অষ্টাঙ্গ বন্ধন পূৰ্বক (বীৰাসন যোগাসনাদি) আসনে অধিষ্ঠিত নহে,  
 যে তপশ্চৰণদুঃখ সহ কৰে নাই, যে প্ৰতিজ্ঞাপূৰ্বক ব্ৰত গ্ৰহণ কৰে নাই,  
 ঘন ঘন বাহাৰ স্ব-জট্টি-পৰ্য্যবেক্ষণে যে অভ্যস্ত নহে, স্নান-মার্জনা দিতে  
 যে অভ্যস্ত নহে, তাহাৰ পক্ষে সংযম দুঃসাধ্য হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

এ বিষয়ে বিধিবিকল্প এই: যে নিজের জন্তু পৃথক্ শয্যা ও পৃথক্  
 আসন গ্ৰহণ কৰে, বাহাৰ যেকদণ্ড উচ্চ (বজ্ৰ নহে), যে অষ্টাঙ্গ  
 বাধিয়া আসনে অধিষ্ঠিত থাকে, যে মধ্যো মধ্যো তপশ্চৰণদুঃখ সহ  
 কৰিতে অভ্যস্ত, যে প্ৰতিজ্ঞাপূৰ্বক ব্ৰত গ্ৰহণ কৰে, ঘন ঘন তপশ্চৰণেৰ

অভিক্খণং পড়িলেহণা-সীলস্স পমজ্জণা-সীলস্স তহা তহা ণং  
সংজ্ঞমে স্মুআরাহএ ভবই ॥ ৫৪ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কপ্পই নিগ্গংথাণ বা নিগ্গংথীণ  
বা তও উচ্চার-পাসবণ-ভুমীও পড়িলেহিত্তএ ; ন তহা হেমংত-  
গিম্হাস্স জহা ণং বাসাস্স । সে কি মাহ ভংতে ? বাসাস্স  
ণং ওসন্নং পাণা য় তণা য় বীয়া য় পণগা য় হরিয়্যাণি য়  
ভবংতি ॥ ৫৫ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কপ্পই নিগ্গংথাণ বা নিগ্গংথীণ  
বা তও মত্তগাইং গিণ্হিত্তএ, তং জহা : উচ্চার-মত্তএ, পাসবণ-  
মত্তএ, খেল-মত্তএ ॥ ৫৬ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং নো কপ্পই নিগ্গংথাণ বা  
নিগ্গংথীণ বা পরং পজ্জোসবণাও গো-লোম-প্পমাণ-মিত্তা বি  
কেসা তং রয়ণিং উবায়্যাণাবিত্তএ, অজ্জ্ঞং খুর-মুংডেণ বা লুক্ক-  
সিরএণ বা হোয়ববং সিয়া ; পক্খিয়া আবোবণা, মাসিএ খুবা-  
মুংডে, অঙ্ক-মাসিএ কত্তরি-মুংডে, ছম্মাসিএ লোএ, সংবচ্ছরিএ বা  
থের-কপ্পে ॥ ৫৭ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং নো কপ্পই নিগ্গংথাণ বা নিগ্গংথীণ  
বা পরং পজ্জোসবণাও অহিগরণং বইত্তএ ; জে ণং নিগ্গংথো বা  
নিগ্গংথী বা পবং পজ্জোসবণাও অহিগরণং বয়ই, সে ণং :  
অকপ্পপেণং, অজ্জো ! ' বয়সি ত্তি বত্তবেব সিয়া । জে ণং  
নিগ্গংথো বা নিগ্গংথী বা পবং পজ্জোসবণাও অহিগরণং বয়ই,  
সে ণং নিজ্জুহিয়বেব সিয়া ॥ ৫৮ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং ইহ খলু নিগ্গংথাণ বা নিগ্গংথীণ  
বা অজ্জে ব কক্খড়ে কড়ুএ বিগ্গহে সমুপ্পজ্জিচ্ছা, সেহে

কটি-পৰ্যবেক্ষণে বাহ্যিক অভ্যাস আছে, মান-মার্জনাতে যে ক্ষ-অভ্যন্ত,  
তাহার পক্ষে সংযম সহজ-লভ্য হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

বৰ্ষাবাসপৰ্ব্বণে রত নিগ্রহ বা নিগ্রহীদেব মল-মুদ্র-ত্যাগের অন্ত  
তিনটি স্থান নির্দিষ্ট থাকা চাই, হেমন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে না হইলেও  
বৰ্ষাকালে ইহা একান্ত আবশ্যক। একথা কেন বলা হইল? উদ্ভট!  
বৰ্ষাকালে অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী, ক্ষুদ্র তৃণ, বীজ, উই প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীব  
এবং ক্ষুদ্র উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

বৰ্ষাবাসপৰ্ব্বণে রত নিগ্রহ ও নিগ্রহীদেবের তিনটি পাত্ৰ রাখা  
চাই: মল ত্যাগের পাত্ৰ, মুদ্র ত্যাগের পাত্ৰ ও নিগ্রহ ত্যাগের পাত্ৰ  
॥ ৫৬ ॥

বৰ্ষাবাসপৰ্ব্বণে রত নিগ্রহ ও নিগ্রহীদেবের মন্তকে যদি গো-  
লোম-প্রমাণও বেশ থাকে, তবে পৰ্ব্বণের পব তাহার এক রাজিও  
সে অবস্থার কাটাইতে পারিবে না। আর্বেবা (অর্থাৎ নিগ্রহ বা  
ভিক্ষুবা) ক্ষুদ্র-মুণ্ডিত বা মুণ্ড-শিরস্য থাকিতে পারিবেন। (নিগ্রহীদেব)  
পক্ষে পক্ষে বেণী আরোপণ বা স্থাপন কবিবেন। (মুণ্ডন বিষয়ে) স্থবির-  
কল্প (স্থবিরদেবের ব্যবস্থা) এই যে প্রতিমাসে ক্ষুদ্র-মুণ্ডন, অর্ধমাসে কর্জন  
(কাঁচি দিয়া কাটা) এবং ছ'মাস বা বৎসরান্তে লোচ বা উৎপাটন  
করিতে হইবে ॥ ৫৭ ॥

বৰ্ষাবাসপৰ্ব্বণে রত নিগ্রহ বা নিগ্রহীদেব পৰ্ব্বণের পব পঞ্চ  
ভাষায় কথা কহিবে না। যে নিগ্রহ বা নিগ্রহী পৰ্ব্বণের পর পঞ্চ  
ভাষায় কথা কহে, তাহাকে বলিতে হইবে: "আৰ্য! তুমি শিষ্টাচার-  
বিরুদ্ধ (অ-কল্প) ভাষায় কথা কহিতেছ।" যে নিগ্রহ বা নিগ্রহী  
(ইহার পবও) পৰ্ব্বণান্তে পঞ্চ কথায় কহিবে, তাহাকে সংঘ-বহিষ্কৃত  
[নির্ব্যাহীকৃত] করিতে হইবে ॥ ৫৮ ॥

বৰ্ষাবাসপৰ্ব্বণে রত নিগ্রহ ও নিগ্রহীদেব উপহাসাত্মক ভীষ বাদ-  
বিসংবাদ [বাগ্ধুক্ত] অবিলম্বে বর্জন করিবে। শিষ্য জ্যেষ্ঠকে

রাইথিয়ং খামিজ্জা, বাইণিএ বি সেহং খামিজ্জা । [ গ্র° ১২০০ ]  
 খমিয়ববং, খমাবিয়ববং, উবসমিয়ববং, উবসমাবিয়ববং, সম্মুই-  
 সংপুচ্ছাণা-বহুলেণ হোয়ববং, জো উবসমই, তস্ম অথি আরাহণা ;  
 জো ন উবসমই, তস্ম নথি আরাহণা, তম্হা অপ্পণা চেব  
 উবসমিয়ববং । সে কিমাহ্ ভংতে ? উবসম-সারং থু সাগম্ম  
 ॥ ৫৯ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কপ্পই নিগ্গংথাণ বা নিগ্গংথীণ বা  
 তও উবসময়া গিণ্হিত্তএ ; তং বেউকিয়া পড়িলেহা সাইজ্জিয়া  
 পমজ্জণা ॥ ৬০ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কপ্পই নিগ্গংথাণ বা নিগ্গংথীণ  
 বা অন্নয়বিং দিসিং বা অণুদিসিং বা অবগিজ্জিয় অবগিজ্জিয় ভত্ত-  
 পাণং গবেসিত্তএ । সে কিমাহ্ ভংতে ? ওসম্ম সমণা  
 ভগবন্তো বাসাম্ম তব-সংপউত্তা ভবংতি । তবস্মী ছববলে  
 কিলংতে মুচ্ছিজ্জ বা পবড়িজ্জ বা, তাগেব দিসিং বা অণুদিসিং বা  
 সমণা ভগবন্তো পড়িজাগরংতি ॥ ৬১ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কপ্পই নিগ্গংথাণ বা নিগ্গংথীণ  
 বা জাব চত্তারি পংচ জোয়ণাইং গংত্তুং পড়িনিয়ত্তএ, আতরা বি য়  
 সে কপ্পই বথএ, নো সে কপ্পই তং বয়ণিং তথেব উবারণা-  
 বিত্তএ ॥ ৬২ ॥

ইচ্ছেয়ং সংবচ্ছরিয়ং থেব-কপ্পং অহা-সুত্তং অহা-কপ্পং  
 অহা-মগ্গং অহা-তচ্চং সম্ম কাএণ কাসিত্তা পালিত্তা সোভিত্তা  
 তীবিত্তা কিট্টিত্তা আবাহিত্তা আণাএ অণুপালিত্তা, অথেগইয়া

[ রাষ্ট্রিককে ] ক্ষমা করিবে এবং জ্যেষ্ঠও শিষ্যকে ক্ষমা করিবে। ক্ষমা করা চাই, ক্ষমা করান চাই, শাস্ত হওয়া চাই, শাস্ত করা চাই। বেশি বেশি করিয়া প্রীতিকর কুশলপ্রেরণ জিজ্ঞাসাদি করা চাই। যে শাস্ত হয় তাহারই হয় আরাধনা। যে শাস্ত না হয় তাহার আরাধনা হয় না। সেইজন্য নিজে নিজে স্বচেষ্টায় শাস্ত হইবে। এ কথা কেন বলা হইয়াছে? ভদ্রস্ত! শাস্তিই শ্রামণ্যের সাব ॥ ৫৯ ॥

বর্ষাবাসপৰ্য্যবসত নিগ্রহ ও নিগ্রহীদের প্রত্যেকের তিনটি কবিতা উপাশ্রয় (বা আশ্রয়গৃহ) থাকা চাই। সেইগুলিতে ঘন ঘন পৰ্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং ঘন ঘন প্রমার্জনা করিতে হইবে ॥ ৬০ ॥

বর্ষাবাসপৰ্য্যবসত নিগ্রহ বা নিগ্রহী যখন আহাৰ্য ও পানীয়ের অন্বেষণে নিরুপস্থিত হইবেন তখন তাঁহারা যে দিকে বা যে বিদিকে বাইবেন তাহা জানাইয়া জানাইয়া বাইতে হইবে। এ কথা কেন বলা হইয়াছে? ভদ্রস্ত!—ভগবান্ শ্রমণেরা বর্ষাকালে প্রায়ই তপস্যা প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তপস্বী দুর্বল ও ক্লান্ত হইয়া যদি পথে মূর্ছিত বা ভূপতিত হইয়া পড়েন, তবে (যে দিক বা বিদিকের কথা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন) সেই দিক বা বিদিকে অল্প শ্রমণেরা সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন ॥ ৬১ ॥

বর্ষাবাসপৰ্য্যবসে রত নিগ্রহ বা নিগ্রহী চাবি বা পাঁচ যোজন পথ বাইতে এবং বাইয়া কিরিয়া আসিতে পাবে। মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ মধ্য পথে তাহারা কিছুক্ষণ বাস করিতে পারে, কিন্তু সেইখানে সেই রাজি কাটাইয়া দিতে পারে না ॥ ৬২ ॥

এই সংবৎসরীয় স্থবির-কল্প স্মৃতিস্মারকে, বিধানস্মারকে, সংগ্ৰহ অঙ্গসংগ্ৰহ করিয়া, প্রকৃত ভাষা মানিয়া, নিজ দেহের দ্বারা সম্যক্ অহুষ্ঠান করিয়া, সম্যক্ পালন করিয়া, শোভন ভাবে অহুষ্ঠানাদি সাজাইয়া, সম্পূর্ণ ভাবে অহুষ্ঠান সমাপ্ত করিয়া, ধর্মের গুণগান কীর্তন করিয়া এবং শাস্ত্রানুশাসন অঙ্গসমূহে সমস্ত বিধি পালন করিয়া আচার্যগণ, শ্রমণগণ

সমণা নিগ্গংথা তেণেব ভব-গ্গহণেণং সিদ্ধাংতি বুজ্জাংতি মুচ্চংতি  
পরি-নিববহঁংতি সব্ব-দুক্ষাণং অংতং কবেংতি, অথোগইয়া  
দোচেণং ভবগ্গহণেণং সিদ্ধাংতি বুজ্জাংতি মুচ্চংতি পরি-নিববহঁংতি  
সব্ব-দুক্ষাণং অংতং কবেংতি, অথোগইয়া তচেণং ভবগ্গহণেণং  
সিদ্ধাংতি বুজ্জাংতি মুচ্চংতি পরি-নিববহঁংতি সব্ব-দুক্ষাণং অংতং  
করেংতি, সত্ত-ট্ঠ ভব-গ্গহণাং নাইকুমংতি ॥ ৬৩ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীবে  
রায়গিহে নগরে গুণসিলএ চেইএ বহুণং সমণাণং বহুণং সমণীণং  
বহুণং সাবয়াণং বহুণং সাবিয়াণং বহুণং দেবাণং বহুণং দেবীণং  
মচ্ছা-গএ চেব এবম্ আইকুখই, এবং ভাসই, এবং পন্নবেই, এবং  
পকবেই পজ্জাসবণা-কপ্পং নামং অজ্জয়ণং স-অট্ঠং স-হেউয়ং  
স-কাবণং স-সুত্তং স-অথং স-উভয়ং স-বাগরণং ভুজ্জা ভুজ্জা  
উবদংসেই ত্তি বেমি ॥ ৬৪ ॥

পজ্জাসবণা-কপ্পো সমত্তো

বা নিগ্রহগণ এই জন্মেই ( অর্থাৎ জন্মান্তর পরিগ্রহ না করিয়াই ) সিদ্ধি লাভ, বুদ্ধি লাভ, যুক্তি লাভ, পরিনির্বাণ লাভ করিবা সর্ব দুঃখের অন্ত করিয়া থাকেন। কেহ কেহ দ্বিতীয় জন্মে ( অর্থাৎ জন্মান্তরে ) অথবা তৃতীয় জন্মে এইরূপ সিদ্ধিলাভ, বুদ্ধিলাভ, যুক্তিলাভ ও পরি-নির্বাণ লাভ করিবা সর্ব দুঃখের অন্ত করিবা থাকেন। সাত-আট জন্মের অধিক কাহাকেও অপেক্ষা করিতে ( বা সাত-আট জন্ম অতিক্রম করিতে ) হয় না ॥ ৬৩ ॥

সেইকালে সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর বাজগৃহ নগরে গুণশিলক নামক চৈত্রে বহু শ্রমণ, বহু শ্রমণী, বহু শ্রাবক, বহু শ্রাবিকা, বহু দেব ও বহু দেবী বধ্য-গত হইয়া উদ্বেগ সহ, যুক্তি সহ, ইতিবৃত্ত সহ, স্মৃতি সহ, পুনর্বাচন সহ ও অর্থ সহ এবং অর্থগত ও ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ সহ এই পৰ্যূষণকল্প নামক অধ্যয়ন ( অধ্যায় ) পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভাবায় প্রকাশ করিয়াছেন ( ভাষ্য করিয়াছেন ), বিদিত করিয়াছেন এবং স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া প্রয়োগরীতি বুঝাইয়া দিয়াছেন ॥ এই বলিলাম ॥ ৬৪ ॥

পৰ্যূষণ-কল্প সমাপ্ত ।